







---

আয়ুর্বেদ সংগ্রহ : ৩

---





---

# আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

---

তৃতীয় খণ্ড

কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কর্তৃক

সংগৃহীত অনূদিত ও পরিবর্দ্ধিত

---

দীপায়ন

২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ

শকাব্দ ১৮১৪

প্রকাশক

দীপায়ন

২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৯

দূরভাষ ২৪১ ৪১৫০

অক্ষরস্থাপন গ্রন্থসজ্জা প্রচ্ছদ

মাইভস্কেপ

পি. ১৭এ, মুম্বাই, পঞ্চসায়র, কলকাতা ৭০০ ০৯৪

দূরভাষ ৪০২ ৭৬০২

THE ASIATIC SOCIETY

ACC. NO. 66280

DATE ... 31.3.2000

গ্রন্থন

ইস্ট এন্ড ট্রেডার্স কেশব সেন স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য : ১২৫ টাকা

॥ এই সংস্করণের সর্বস্বত্ব মুদ্রণবিনিয়াস-সহ সংরক্ষিত ॥

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত এই সংস্করণের কোন অংশ কোনপ্রকার মুদ্রণপদ্ধতির সাহায্যে  
পুনর্মুদ্রণ এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধ ব্যতীত অন্য কোথাও উল্লেখ করা নিষিদ্ধ।

মহামতি চরকাচার্য ও সুশ্রুতাচার্য

মহামতি চরকাচার্য ও সুশ্রুতাচার্য

সশঙ্ক স্মরণ

# দীপায়ন-এর আয়ুর্বেদ বিষয়ক চিরায়ত গ্রন্থাবলী

প্রাচীন ভারতের আয়ুর্বেদ ও রসায়নচিন্তা

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

প্রথম প্রকাশ: ১৯৩৬ খ্রিঃ

চিকিৎসা সংগ্রহ (মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদে ১ খণ্ড)

শার্ঙ্গধর

প্রথম প্রকাশ: ১৯৩৬ খ্রিঃ

রসেন্দ্র সার-সংগ্রহ (মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদে ১ খণ্ড)

আচার্য গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

প্রথম প্রকাশ: ১৯৩৬ খ্রিঃ

চক্রদত্ত (সরল বঙ্গানুবাদে ১ খণ্ড)

শ্রীচক্রপাণি দত্ত

প্রথম প্রকাশ: ১৯৩৬ খ্রিঃ

ভাব প্রকাশ (মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদে ৪ খণ্ড)

আচার্য্য ভাবমিশ্র

প্রথম প্রকাশ: ১৯৩৬ খ্রিঃ

অষ্টাঙ্গ হৃদয় (সরল বঙ্গানুবাদে ২ খণ্ড)

মহর্ষি বাগ্ ভট্টাচার্য্য

প্রথম প্রকাশ: ১৯৩৬ খ্রিঃ

আয়ুর্বেদ শিক্ষা (৪ খণ্ড)

আয়ুর্বেদাচার্য্য অমৃতলাল গুপ্ত

প্রথম প্রকাশ: ১৯৩৬ খ্রিঃ

রসরত্ন সমুচ্চয় (সরল বঙ্গানুবাদে ১ খণ্ড)

আচার্য্য বাগ্ ভট্টাচার্য্য

প্রথম প্রকাশ: ১৯৩৬ খ্রিঃ

সুশ্রুত সংহিতা (সরল বঙ্গানুবাদে ৪ খণ্ড)

মহর্ষি সুশ্রুতাচার্য্য

প্রথম প্রকাশ: ১৯৩৬ খ্রিঃ

রসার্ণব (মূল সংস্কৃত শ্লোক তৎসহ সরল বঙ্গানুবাদে ১ খণ্ড)

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্পাদিত

প্রথম প্রকাশ: ১৯৩৬ খ্রিঃ

নাড়ীবিজ্ঞান ও নাড়ীপ্রকাশ (সরল বঙ্গানুবাদ)

মহর্ষি কণাদ

প্রথম প্রকাশ: ১৯৩৬ খ্রিঃ

আয়ুর্বেদ সংগ্রহ (৬ খণ্ড)

প্রথম প্রকাশ: ১৯৩৬ খ্রিঃ

সরল পারিবারিক আয়ুর্বেদ চিকিৎসা (সরল বাংলায় ১ খণ্ড)

প্রথম প্রকাশ: ১৯৩৬ খ্রিঃ

# প্রকাশকের কথা



কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত-রচিত ‘আয়ুর্বেদ সংগ্রহে’র মতো সুবৃহৎ আয়ুর্বেদগ্রন্থ সুলভ নয়। এত সরল ভাষায় নানান গভীর বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত ও সম্মিষ্ট হয়েছে যে সুদূর গ্রামাঞ্চলেও আয়ুর্বেদ চিকিৎসক বা বিষয়ে প্রবেশ করতে সক্ষম এমন গৃহস্থ ব্যক্তিরও ঔষধ তৈল ঘৃত মোদক গুড়িকা অরিষ্ট ও আসবাди প্রস্তুত করার জন্য আর কারও সাহায্যের প্রয়োজন হবে না—এতই সার্বিক এর সংকলন, এতই সামগ্রিক এর পরিকল্পনা। প্রত্যেক রোগের নিদান ভেদে চিকিৎসা এখানে গভীর ও বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। আবার পরিণত ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকরাও রোগাধিকার অনুযায়ী যে-সব মূল্যবান ধাতুজ ঔষধের কথা বর্ণিত হয়েছে, তা সহজেই এখান থেকে সূত্রোদ্ধার করে তৈরি করতে পারবেন। এই গ্রন্থের অন্যতম মূল্যবান অংশ হচ্ছে আয়ুর্বেদের সামগ্রিক পরিচয়, শারীরপ্রকরণ, স্নেহষেদ ও পঞ্চকর্মের বিধি, পরিভাষা ও দ্রব্যগুণ-সম্পর্কিত বিবরণ। এছাড়া রোগী দেখার নিয়ম, নাড়ীবিজ্ঞান, নিদান, চিকিৎসা, ঔষধ তৈরির জন্য দ্রব্যসমূহের পরিমাণ মাত্রা অনুপাত, পথ্যাপথ্য অনুপানের নির্দেশও সযত্নে রচিত। আমরা সবিধের জন্য গ্রন্থটিকে ৪টি খণ্ডে ভাগ করে নিয়েছি, কিন্তু প্রতিটি খণ্ডই এক অর্থে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদ মিলিয়ে দেখে একটি সঠিক পাঠও প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছি। নতুন সংস্করণটি পাঠকের কাজে লাগলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।





# সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	
দাহরোগাধিকার		নিষাদিধূপঃ	১০
দাহরোগলক্ষণম্	১	সারস্বতচূর্ণম্	১১
দাহরোগচিকিৎসা	২	উন্মাদপপটীরসঃ	১১
চন্দনাদিকাথঃ	৩	উন্মাদগজাঙ্কুশঃ	১১
ত্রিফলাদ্যঃ	৩	উন্মাদগজকেশরী রসঃ	১২
পপটাদিঃ	৩	উন্মাদভঞ্জনো রসঃ	১২
খজ্জুরাদিচূর্ণম্	৩	ভূতাকুশো রসঃ	১২
দাহান্তকো রসঃ	৩	চতুর্ভুজো রসঃ	১৩
সুধাকররসঃ	৪	লগুনাদ্যং ঘৃতম্	১৩
কাঞ্জিকতৈলম্	৪	পানীয়কল্যাণকং ঘৃতম্	১৩
কুশাদ্যং তৈলং ঘৃতঞ্চ	৪	ক্ষীরকল্যাণকং ঘৃতম্	১৪
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	৪	মহাকল্যাণকং ঘৃতম্	১৪
উন্মাদরোগাধিকার		চৈতসঘৃতম্	১৪
উন্মাদ নিদানম্	৬	হিঙ্গ্বাদ্যং ঘৃতম্	১৪
উন্মাদ-চিকিৎসা	৮	মহাপৈশাচিকং ঘৃতম্	১৫
ব্রাহ্মণ্যাবর্তি	১০	শিবায়ুতম্	১৫
		পথ্যাপথ্যবিধিঃ	১৬



বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
অপস্মার রোগাধিকার		দণ্ডাপতানকলক্ষণম্	৩০
অপস্মার নিদানম্	১৭	তয়োশ্চিকিৎসা	৩০
অপস্মার চিকিৎসা	১৮	অন্তরায়ামবাহ্যায়ামলক্ষণম্	৩০
কল্যাণচূর্ণম্	১৯	তয়োশ্চিকিৎসা	৩১
রসপ্রয়োগঃ	২০	পক্ষবধলক্ষণম্	৩১
রসায়নভৈরবঃ	২০	পক্ষবধচিকিৎসা	৩১
সূতভস্মপ্রয়োগঃ	২০	মাষাদিক্কাথঃ	৩২
ইন্দ্রব্রহ্মবটী	২০	গ্রহিকাদি তৈলম্	৩২
বাতকুলাস্তকঃ	২০	মাষাদি তৈলম্	৩২
ভূতভৈরবঃ	২১	অর্দ্রিতস্য সস্ত্রাণ্ডিপূর্বকলক্ষণম্	৩২
স্বল্পপক্ষগব্যং ঘৃতম্	২১	অর্দ্রিত চিকিৎসা	৩২
মহাচৈতসং ঘৃতম্	২১	হনুগ্রহস্য সনিদানলক্ষণম্	৩৩
কুপ্পাণ্ডঘৃতম্	২২	হনুগ্রহস্য চিকিৎসা	৩৪
ব্রাহ্মীঘৃতম্	২২	মন্যাস্তস্তস্য নিদানপূর্বকলক্ষণম্	৩৪
পলঙ্কষাঢ্যং ঘৃতম্	২২	মন্যাস্তস্তস্য চিকিৎসা	৩৪
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	২২	জিহ্বাস্তস্তলক্ষণম্	৩৪
বাতব্যাদ্যধিকার		জিহ্বাস্তস্তচিকিৎসা	৩৪
বাতব্যাদিনিদানম্	২৩	কুজলক্ষণম্	৩৪
বাতব্যধিলক্ষণম্	২৪	কুজচিকিৎসা	৩৫
বাতব্যাদি-চিকিৎসা	২৪	শিরাগ্রহলক্ষণম্	৩৫
কোষ্ঠাদিগতবাতলক্ষণম্	২৫	শিরাগ্রহস্য চিকিৎসা	৩৫
কোষ্ঠাদিগত বাত চিকিৎসা	২৫	গৃধ্রসীলক্ষণম্	৩৫
ধাতুগতবাতানাং লক্ষণম্	২৬	গৃধ্রসীচিকিৎসা	৩৫
ধাতুগতবাতানাং চিকিৎসা	২৭	বিশ্ণুচীলক্ষণম্	৩৭
শিরাগতবাতলক্ষণম্	২৭	অববাহকলক্ষণম্	৩৭
তস্য চিকিৎসা	২৭	তয়োশ্চিকিৎসা	৩৭
মায়ুসন্ধিগত বাতলক্ষণম্	২৮	ক্রোধুকশীর্ষস্য লক্ষণম্	৩৮
মায়ুসন্ধিগতবাতচিকিৎসা	২৮	ক্রোধুকশীর্ষস্য চিকিৎসা	৩৮
হেতুবিশেষণ বাতব্যাদিবিশেষঃ	২৮	খঞ্জস্য পদ্মোশ্চ লক্ষণম্	৩৮
তেষাং চিকিৎসা	২৮	তয়োশ্চিকিৎসা	৩৮
আক্ষেপকস্য সামান্যলক্ষণম্	২৮	কলায়খঞ্জস্য লক্ষণম্	৩৮
অপতন্ত্রকলক্ষণম্	২৯	কলায়খঞ্জস্য চিকিৎসা	৩৮
অপতন্ত্রক চিকিৎসা	২৯	বাতকণ্টকলক্ষণম্	৩৮
মরিচাদিনস্যম্	২৯	তস্য চিকিৎসা	৩৯
অপতানকলক্ষণম্	২৯	পাদদাহলক্ষণম্	৩৯
		পাদদাহচিকিৎসা	৩৯
		পাদহর্ষলক্ষণম্	৩৯

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
পাদহর্ষচিকিৎসা	৩৯	শীতারিরসঃ	৪৮
মুকমিম্বিনগদগদানাং লক্ষণম্	৩৯	শীতবাতস্য লক্ষণম্	৪৯
তেষাং চিকিৎসা	৩৯	তালকেশ্বরো রসঃ	৪৯
তৃণীপ্রতিতৃণীলক্ষণম্	৪০	তালভৈরবী (সূচীবাতে)	৪৯
তৃণীপ্রতিতৃণীচিকিৎসা	৪০	আনন্দভৈরবঃ (বাতশ্লেষ্মাণি)	৪৯
আম্বানপ্রতাম্বানলক্ষণম্	৪০	বাতারিরসঃ	৪৯
তয়োশ্চিকিৎসা	৪০	গন্ধদ্রব্যকথনম্	৫০
দারুঘটকলেপঃ	৪০	বাতহরতৈলানাং বিশেষমুচ্ছাবিধিঃ	৫০
অষ্টীলাপ্রত্যষ্ঠলয়োল্লক্ষণম্	৪১	স্বল্পবিষুতৈলম্	৫০
তয়োশ্চিকিৎসা	৪১	বিষুতৈলম্	৫১
বস্তিবাতস্য লক্ষণম্	৪১	বৃহদ্বিষুতৈলম্	৫১
বস্তিবাতস্য চিকিৎসা	৪১	নারায়ণতৈলম্	৫২
খন্ধীবৈপথ্য লক্ষণম্	৪১	মধ্যমনারায়ণতৈলম্	৫২
তয়োশ্চিকিৎসা	৪২	মহানারায়ণতৈলম্	৫৩
ত্রিকশূলস্য লক্ষণম্	৪২	মহানারায়ণতৈলম্	৫৪
ত্রিকশূলস্য চিকিৎসা	৪২	সিদ্ধার্থকতৈলম্	৫৫
বাতব্যাদীনাং কৃচ্ছ্রসাধ্যত্বাদি	৪২	হিমসাগরতৈলম্	৫৬
প্রকৃতবাতলক্ষণম্	৪২	বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্রতৈলম্	৫৬
বাতব্যাদেঃ সাধারণচিকিৎসা	৪৩	বৃহচ্ছতপুষ্পাদিতৈলম্	৫৭
স্বল্পরান্নাদি পাচনম্	৪৩	বলাতৈলম্	৫৭
মাষবলাদিপাচনম্	৪৩	পুষ্পরাজপ্রসারণীতৈলম্	৫৮
শাশ্বৎস্বৈদঃ	৪৩	ত্রিশতীপ্রসারণীতৈলম্	৫৮
ষড়্ধরণো যোগঃ	৪৪	সপ্তশতিকপ্রসারণীতৈলম্	৫৯
স্বল্পরসোনপিণ্ডঃ	৪৪	একাদশশতিকপ্রসারণীতৈলম্	৫৯
ত্রয়োদশাঙ্গগুণ্ডলুঃ	৪৪	অষ্টাদশশতিকপ্রসারণীতৈলম্	৬০
পথ্যাদিগুণ্ডলুঃ	৪৫	মহারাজপ্রসারণীতৈলম্	৬১
চতুর্মুখো রসঃ	৪৫	কুঞ্জপ্রসারণীতৈলম্	৬৩
চিন্তামণিচতুর্মুখঃ	৪৬	মহাকুঙ্কটমাংসতৈলম্	৬৩
বাতগজাক্কুশঃ	৪৬	নকুলতৈলম্	৬৩
বৃহদ্বাতগজাক্কুশঃ	৪৬	মাষতৈলম্	৬৪
মহাবাতগজাক্কুশঃ	৪৭	স্বল্পমাষতৈলম্	৬৪
লক্ষ্মীবিলাসো রসঃ	৪৭	বৃহন্মাষতৈলম্	৬৪
যোগেন্দ্ররসঃ	৪৭	মহামাষতৈলম্	৬৫
অনিলারিরসঃ	৪৭	নিরামিষমহামাষতৈলম্	৬৫
রসরাজরসঃ	৪৮	মহাসুগন্ধিতৈলং লক্ষ্মীবিলাসতৈলঞ্চ	৬৬
চিন্তামণিরসঃ	৪৮	শ্রীগোপালতৈলম্	৬৬
বৃহদ্বাতচিন্তামণিঃ	৪৮	মাষবলাদিতৈলম্	৬৭

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বাতরাজতৈলম্	৬৭	দ্বাদশায়সঃ	৮৪
অশ্বগন্ধাতৈলম্	৬৮	গুড়ুচীঘৃতম্	৮৪
মূলকাদ্যতৈলম্	৬৮		৮৫
রসোনাদ্যতৈলম্	৬৯	অমৃতাদ্যং ঘৃতম্	৮৫
সৈন্ধবাদ্যতৈলম্	৬৯	গুড়ুচীতৈলম্	৮৫
মজ্জেন্নেহঃ	৬৯	মধ্যমগুড়ুচীতৈলম্	৮৫
চতুঃস্নেহঃ	৬৯	বৃহৎগুড়ুচীতৈলম্	৮৫
অশ্বগন্ধাদ্যং ঘৃতম্	৭০	মহারুদ্রগুড়ুচীতৈলম্	৮৬
দশমূলাদ্যং ঘৃতম্	৭০	রুদ্রতৈলম্	৮৬
সারস্বতং ঘৃতম্	৭০	মহারুদ্রতৈলম্	৮৭
নকুলাদ্যং ঘৃতম্	৭০	বিষতিন্দুক তৈলম্	৮৭
ছাগলাদ্যং ঘৃতম্	৭০	মহাপিণ্ডতৈলম্	৮৭
বৃহচ্ছাগলাদ্যং ঘৃতম্	৭১	দশপাকবলাতৈলম্	৮৮
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	৭২	শারিবাদ্যতৈলম্	৮৮
বাতরক্তাধিকার		শতাহাদি তৈলম্	৮৮
বাতরক্ত নিদানম্	৭৪	পথ্যাপথ্যবিধিঃ	৮৯
বাতরক্ত চিকিৎসা	৭৫	উরুস্তম্ভাধিকার	
অমৃতাদিঃ	৭৮	উরুস্তম্ভনিদানম্	৯০
বাসাদিঃ	৭৮	ংসা	৯০
নবকার্ষিকঃ	৭৮	ঃ	৯১
পটোলাদিঃ	৭৮	পিপ্পল্যাদিঃ	৯১
নিম্বাদিচূর্ণম্	৭৯	গুঞ্জাভদ্রো রসঃ	৯২
ত্রিফলাগুগ্গুলুঃ	৭৯	অষ্টকটর তৈলম্	৯২
অমৃতগুগ্গুলুঃ	৭৯	কুষ্ঠাদ্যং তৈলম্	৯২
কৈশোরগুগ্গুলুঃ	৮০	মহাসৈন্ধবাদ্যং তৈলম্	৯৩
রসাক্রগুগ্গুলুঃ	৮০	পথ্যাপথ্যবিধিঃ	৯৩
পুনর্নবাগুগ্গুলুঃ	৮১	আমবাতাধিকার	
যোগসারামৃতঃ	৮১	আমবাতনিদানম্	৯৪
অমৃতভল্লাতকাবলেহঃ	৮২	আমবাতচিকিৎসা	৯৫
রসপ্রয়োগঃ	৮২	শঙ্করস্বেদঃ	৯৫
বাতরক্তান্তকো রসঃ	৮২	রসোনাদিকষায়ঃ	৯৭
গুড়ুচ্যাদি লৌহম্	৮৩	রান্নাপঞ্চকম্	৯৭
লাঙ্গলাদ্যং লৌহম্	৮৩	রান্নাসপ্তকম্	৯৭
তালভস্ম	৮৩	রান্নাদশমূলকম্	৯৭
মহাতালেশ্বরো রসঃ	৮৪	মহারান্নাদিপাচনম্	৯৭
বিশ্বেশ্বরো রসঃ	৮৪		

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
শতপুত্ৰাদ্যং চূর্ণম্	৯৮	শূলচিকিৎসা	১১০
হিস্রাদ্যং চূর্ণম্	৯৮	বাতজশূললক্ষণম্	১১০
অলম্বুযাদ্যং চূর্ণম্	৯৮	বাতজশূল চিকিৎসা	১১০
বৈশ্বানর চূর্ণম্	৯৮	মৃত্তিকাস্বেদঃ	১১১
পথ্যাদ্যং চূর্ণম্	৯৯	পিত্তশূললক্ষণম্	১১৩
পুনর্নবাদি চূর্ণম্	৯৯	পিত্তজশূলচিকিৎসা	১১৩
আভাদ্য চূর্ণম্	৯৯	কফজশূললক্ষণম্	১১৪
অজমোদাদিবটকঃ	১০০	কফজশূলচিকিৎসা	১১৫
যোগরাজগুগ্গুলুঃ	১০০	আমজশূললক্ষণম্	১১৫
বৃহৎ যোগরাজগুগ্গুলুঃ	১০০	আমজশূলচিকিৎসা	১১৫
শিবাগুগ্গুলুঃ	১০১	চতুঃসমচূর্ণম্	১১৫
সিংহনাদগুগ্গুলুঃ	১০১	দ্বন্দ্বজশূললক্ষণম্	১১৬
বৃহৎসিংহনাদগুগ্গুলুঃ	১০২	বাতপিত্তজশূলচিকিৎসা	১১৬
বাতারিগুগ্গুলুঃ	১০২	পিত্তশ্লেষ্মাজশূলচিকিৎসা	১১৬
রসোনপিণ্ডঃ	১০২	বাতশ্লেষ্মাজশূলচিকিৎসা	১১৬
মহারসোনপিণ্ডঃ	১০৩	ত্রিদোষজশূললক্ষণম্	১১৬
আমবাতগজসিংহো মোদকঃ	১০৩	ত্রিদোষজশূলচিকিৎসা	১১৬
আমবাতারিবটিকা	১০৪	পরিণামশূললক্ষণম্	১১৭
অপরামবাতারিবটিকা	১০৪	পরিণামশূলচিকিৎসা	১১৭
আমবাতেশ্বরো রসঃ	১০৪	শম্বুকাদিগুড়িকা	১১৭
বাতগজেন্দ্রসিংহঃ	১০৫	নারিকেলক্ষারঃ	১১৮
ত্রিফলাদি লৌহম্	১০৫	এরশুসপ্তকম্	১১৯
বৃদ্ধদারাদ্যং লৌহম্	১০৫	অন্নদ্রবশূললক্ষণম্	১১৯
বিড়ঙ্গাদিরসলৌহম্	১০৫	অন্নদ্রবশূলচিকিৎসা	১১৯
পঞ্চাননরসলৌহম্	১০৬	শঙ্খরসগুড়িকা	১২০
শুগ্গীঘৃতম্	১০৬	লৌহগুড়িকা	১২১
শৃঙ্গবেবাদ্যং ঘৃতম্	১০৭	সামুদ্রাদ্যং চূর্ণম্	১২১
কাঞ্জিকষটপলঘৃতম্	১০৭	বিড়ঙ্গাদি মোদকঃ	১২১
প্রসারণীতৈলম্	১০৭	কোলাদি মণ্ডুরম্	১২২
দ্বিপঞ্চমূলাদ্যং তৈলম্	১০৭	গুড়মণ্ডুরম্	১২২
বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্	১০৭	ক্ষীরমণ্ডুরম্	১২২
দ্বিতীয় সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্	১০৭	মণ্ডুরবটিকা	১২২
বিজয়ভৈরবতৈলং মহাবিজয়ভৈরবতৈলঞ্চ	১০৮	তারামণ্ডুরগুড়ঃ	১২২
প্রসারণীসন্ধানম্	১০৮	শতাবরীমণ্ডুরম্	১২৩
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	১০৯	বৃহচ্ছতাবরীমণ্ডুরম্	১২৩
শূলরোগাধিকার		বৃহচ্ছতাবরীমণ্ডুরম্ (মতান্তরে)	১২৩
শূলনিদানম্	১১০	চতুঃসমমণ্ডুরম্	১২৪

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
রসমণ্ডুরম্	১২৪	সদ্যোজাতস্যোদাবর্তস্য লক্ষণম্	১৩৭
লৌহামৃতম্	১২৪	উজ্জোদাবর্তস্য চিকিৎসা	১৩৭
ত্রিফলালৌহম্	১২৫	ফলবর্তিঃ	১৩৭
সপ্তামৃতলৌহম্	১২৫	আনাহলক্ষণম্	১৩৭
ধাত্রীলৌহম্	১২৫	আনাহচিকিৎসা	১৩৮
ধাত্রীলৌহম্ (মতান্তরে)	১২৫	ত্রিকটুকাদ্যা বর্তিঃ	১৩৮
খণ্ডামলকী	১২৬	নারাচূর্ণম্	১৩৯
নারিকেলখণ্ডঃ	১২৬	গুড়াষ্টকম্	১৩৯
বৃহন্নারিকেলখণ্ডঃ	১২৬	বৈদ্যানাথবটী	১৩৯
নারিকেলামৃতম্	১২৭	নারাচরসঃ	১৩৯
	১২৭	বৃহদিচ্ছাভেদী রসঃ	১৪০
পূগখণ্ডঃ	১২৮	শুল্কমূলদাং ঘৃতম্	১৪০
পূগখণ্ডঃ (মতান্তরে)	১২৮	স্থিরাদ্যং ঘৃতম্	১৪০
শঙ্খাদিচূর্ণম্	১২৯	পথ্যাপথ্যবিধিঃ	১৪০
শূলসংহারকং চূর্ণম্	১২৯		
ত্রিফলালৌহম্	১২৯	শূল্মরোগাধিকার	
	১২৯	শূল্মনিদানম্	১৪২
	১২৯	শূল্ম চিকিৎসা	১৪২
চতুঃসমলৌহম্	১৩০	বাতজগুশূলক্ষণম্	১৪৩
শূলরাজলৌহম্	১৩০	বাতজগুশূলচিকিৎসা	১৪৪
শূলগজকেশরী	১৩০	পিত্তজগুশূলক্ষণম্	১৪৫
শূলবজ্রিনী বটী	১৩১	পিত্তজগুশূলচিকিৎসা	১৪৫
শূলান্তকো রসঃ	১৩১	কফজগুশূলক্ষণম্	১৪৬
ত্রিপুরভৈরবঃ	১৩১	কফজগুশূলচিকিৎসা	১৪৬
শূলহরণযোগঃ	১৩২	দ্বন্দ্বজগুশূলক্ষণম্	১৪৭
শ্রীবিদ্যাধরাত্রম্	১৩২	দ্বন্দ্বজগুশূলচিকিৎসা	১৪৭
বৃহদ্বিদ্যাধরাত্রম্	১৩২	রক্তজগুশূলক্ষণম্	১৪৮
গুড়পিপ্পলীঘৃতম্	১৩৩	রক্তজগুশূলচিকিৎসা	১৪৮
পিপ্পলীঘৃতম্	১৩৩	হিষ্কাদি চূর্ণম্ (দ্বিবিধম্)	১৪৯
দাধিকং ঘৃতম্	১৩৩	বচাদি চূর্ণম্	১৫০
বীজপুরাদ্যং ঘৃতম্	১৩৩	লবঙ্গাদি চূর্ণম্	১৫০
শূলগজেন্দ্র তৈলম্	১৩৪	ক্ষারাস্টকম্	১৫০
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	১৩৪	বজ্রক্ষারঃ	১৫১
উদাবর্তনাহাধিকার		দন্তীহরীতকী	১৫১
উদাবর্তনিদানম্	১৩৫	কাঙ্কায়নগুড়িকা	১৫১
	১৩৫	পঞ্চানন রসঃ	১৫২
		শূল্মবজ্রিনী বটিকা	১৫২

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
গুণ্মকালানলো রসঃ	১৫৩	উরোগ্রহ-চিকিৎসা	১৬৪
বৃহৎ গুণ্মকালানলো রসঃ	১৫৩	হৃদ্রোগসাধারণচিকিৎসা	১৬৪
মহাগুণ্মকালানলো রসঃ	১৫৩	ককুভাদিচূর্ণম্	১৬৪
গুণ্মশার্দুলো রসঃ	১৫৩	রসায়নম্	১৬৪
নাগেশ্বরো রসঃ	১৫৩	নাগার্জুনাভ্রম্	১৬৪
বিদ্যাধরো রসঃ	১৫৪	কল্যাণসুন্দরোরসঃ	১৬৪
শিখিবাড়বো রসঃ	১৫৪	চিস্তামণিরসঃ	১৬৫
প্রাণবল্লভো রসঃ	১৫৪	বিশ্বেশ্বররসঃ	১৬৫
রসায়নামৃত লৌহম্	১৫৪	হৃদয়ার্ণবরসঃ	১৬৫
ত্র্যষণাদ্যঘৃতম্	১৫৫	পঞ্চাননরসঃ	১৬৬
দ্রাক্ষাদ্যঘৃতম্	১৫৫	প্রভাকরবটী	১৬৬
পঞ্চপলঘৃতম্	১৫৫	শঙ্করবটী	১৬৬
ধাত্রীষট্‌পলকং ঘৃতম্	১৫৫	অর্জুনঘৃতম্	১৬৬
ভার্গীষট্‌পলকং ঘৃতম্	১৫৫	বলাদ্যং ঘৃতম্	১৬৬
ক্ষীরষট্‌পলকং ঘৃতম্	১৫৬	বল্লভকং ঘৃতম্	১৬৬
ভল্লাতকং ঘৃতম্	১৫৬	শ্বদংষ্ট্রাদ্যং ঘৃতম্	১৬৭
হবুবাদ্যং ঘৃতম্	১৫৬	পার্থাদিরিষ্টঃ	১৬৭
রসোনাদ্যং ঘৃতম্	১৫৬	পথ্যাপথ্যবিধিঃ	১৬৭
ত্রায়মাণাদ্যং ঘৃতম্	১৫৭	মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকারঃ	
বৃশ্চীরাদ্যরিষ্টঃ	১৫৭	মূত্রকৃচ্ছ্র নিদানম্	১৬৯
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	১৫৭	মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা	১৭০
হৃদ্রোগাধিকার		অমৃতাдиঃ	১৭০
হৃদ্রোগনিদানম্	১৫৯	পূর্নর্নবায়ো মিশ্রকঃ	১৭০
বাতজহৃদ্রোগলক্ষণম্	১৫৯	পঞ্চতৃণমূলম্	১৭০
বাতজহৃদ্রোগ-চিকিৎসা	১৫৯	শতাবর্যাদিঃ	১৭০
পিপ্পল্যাদিচূর্ণম্	১৬০	হরীতক্যাদিঃ	১৭১
পিত্তজহৃদ্রোগলক্ষণম্	১৬০	ধাত্রাদিঃ	১৭২
পিত্তজহৃদ্রোগ-চিকিৎসা	১৬১	বৃহদ্ধাত্রাদিঃ	১৭২
কফজহৃদ্রোগলক্ষণম্	১৬১	শ্বদংষ্ট্রাদি লেপঃ	১৭৩
কফজহৃদ্রোগ-চিকিৎসা	১৬১	বৃহৎ গোক্ষুরাদ্যবলেহঃ	১৭৪
ত্রিবৃত্তাদিচূর্ণম্	১৬১	রসপ্রয়োগঃ	১৭৪
সুশ্লেষ্মাদিচূর্ণম্	১৬১	মূত্রকৃচ্ছ্রহরঃ	১৭৪
ত্রিদোষজক্রিমিজহৃদ্রোগলক্ষণম্	১৬২	মূত্রকৃচ্ছ্রাস্তকো রসঃ	১৭৪
ত্রিদোষজহৃদ্রোগ-চিকিৎসা	১৬২	মূত্রকৃচ্ছ্রাস্তকঃ	১৭৫
ক্রিমিজহৃদ্রোগ-চিকিৎসা	১৬৩	ত্রিনেত্রাত্মো রসঃ	১৭৫
উরোগ্রহনিদানম্	১৬৩	তারকেশ্বরঃ	১৭৫

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বরুণাদ্যং লৌহম্	১৭৫	বীরতরাদ্যং তৈলম্	১৯০
মূত্রকৃচ্ছাস্তক রসঃ	১৭৬	বরুণাদ্যং তৈলম্	১৯১
শতাবরীঘৃতং ক্ষীরঞ্চ	১৭৬	পথ্যাপথ্যবিধিঃ	১৯১
সুকুমারকুমারকঘৃতম্	১৭৬		
ত্রিকণ্টকাদ্যং ঘৃতম্	১৭৬	প্রমেহরোগাধিকার	
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	১৭৭	প্রমেহনিদানম্	১৯২
		প্রমেহনিবৃত্তিলক্ষণম্	১৯৪
মূত্রাঘাতাধিকারঃ		প্রমেহরোগ-চিকিৎসা	১৯৪
মূত্রাঘাতনিদানম্	১৭৮	শ্লেষ্মাজদশবিধপ্রমেহ-চিকিৎসা	১৯৫
মূত্রাঘাত-চিকিৎসা	১৮০	পিত্তজপ্রমেহ-চিকিৎসা	১৯৫
চিত্রকাদ্যং ঘৃতম্	১৮২	দম্বজমেহ-চিকিৎসা	১৯৬
ধান্যগোক্ষুরকং ঘৃতম্	১৮২	ত্রিদোষজমেহচিকিৎসা	১৯৭
ভদ্রাবহং ঘৃতম্	১৮৩	এলাদিচূর্ণম্	১৯৮
বিদারীঘৃতম্	১৮৩	কর্কটীবীজাদিচূর্ণম্	১৯৮
শিলোদ্ভিদাদিতৈলম্	১৮৩	ন্যাগ্রোধাদিচূর্ণম্	১৯৮
উশীরাদ্যং তৈলম্	১৮৪	কুশাবলেহঃ	১৯৮
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	১৮৪	শিলাজতুপ্রয়োগঃ	১৯৯
অশ্মরীরোগাধিকার		শালসারাদিলেহঃ	১৯৯
অশ্মরীনিদানম্	১৮৫	গোক্ষুরাদি গুটী	১৯৯
অশ্মরী-চিকিৎসা	১৮৫	চন্দ্রপ্রভা গুটী	২০০
শুষ্ঠ্যাদিকাথঃ	১৮৬	রসপ্রয়োগঃ	২০০
উষকাদিগণঃ	১৮৬	মেহান্তেকো রসঃ	২০০
বরুণাদিকষায়ঃ	১৮৬	মেহকুলান্তেকো রসঃ	২০০
বৃহদবরুণাদিঃ	১৮৭	পঞ্চাননো রসঃ	২০০
এলাদিঃ	১৮৭	বৃহৎ সোমনাথরসঃ	২০১
পাষণভেদাদ্যং চূর্ণং ঘৃতঞ্চ	১৮৮	মেহকুঞ্জরকেশরী রসঃ	২০১
জাতীফলাদ্যবগঃ	১৮৮	যোগীশ্বরো রসঃ	২০১
তিলাদিস্কারযোগঃ	১৮৮	সর্বেশ্বরো রসঃ	২০১
পাষণবজ্রো রসঃ	১৮৮	বৃহৎ কামচূড়ামণী রসঃ	২০২
পাষণভিন্নঃ	১৮৮	স্বর্ণবঙ্গম্	২০২
ত্রিবিক্রমো রসঃ	১৮৯	বঙ্গেশ্বরঃ	২০২
পাষণাদ্যং ঘৃতম্	১৮৯	মহাবঙ্গেশ্বররসঃ	২০৩
কুশাদ্যং ঘৃতম্	১৮৯	বৃহদ্বঙ্গেশ্বররসঃ	২০৩
বরুণাদ্যং ঘৃতম্	১৯০	বৃহদ্বঙ্গেশ্বরঃ (মতান্তরে)	২০৩
বরুণঘৃতম্	১৯০	বঙ্গাষ্টকম্	২০৩
কুলখাদ্যঘৃতম্	১৯০	চন্দ্রকলা	২০৪
		চন্দ্রকান্তিরসঃ	২০৪

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বসন্তকুসুমাকরো রসঃ	২০৪	তালকেশ্বরো রসঃ	২১৭
প্রমোহসেতুঃ	২০৫	গগনাদি লৌহম্	২১৭
হরিশঙ্করো রসঃ	২০৫	হেমনাথরসঃ	২১৭
বৃহদ্ধরিশঙ্করো রসঃ	২০৫	সোমনাথরসঃ	২১৭
আনন্দভৈরবো রসঃ	২০৫	সোমেশ্বরো রসঃ	২১৮
অপূর্বমালিনীবসন্তঃ	২০৬	বসন্তকুসুমাকরো রসঃ	২১৮
মেঘনাদো রসঃ	২০৬	স্বল্পধাত্রীঘৃতম্	২১৮
মেহবজ্রঃ	২০৬	বৃহদ্ধাত্রীঘৃতম্	২১৮
মেহকেশরী	২০৬	কদল্যাাদি ঘৃতম্	২১৯
বিড়ঙ্গাদি-লৌহঃ	২০৭	পথ্যাপথ্যবিধিঃ	২১৯
শুক্ৰমাতৃকা বটী	২০৭		
বেদবিদ্যা বটী	২০৭	<b>প্রমোহপিড়কাধিকার</b>	
ইন্দ্রবটী	২০৭	প্রমোহপিড়কালক্ষণম্	২২০
চন্দ্রপ্রভা বটিকা	২০৭	প্রমোহপিড়কা চিকিৎসা	২২১
মেহমুদগরবটিকা	২০৮	পিড়কালেপঃ	২২১
কামধেনুরসঃ	২০৮	পাঠাদাং চূর্ণম্	২২১
শিলাজঙ্ঘাদিবটী	২০৮	শারিবাди লৌহম্	২২২
চন্দনাদিচূর্ণম্	২০৯	মকরধ্বজ রসঃ	২২২
মাঞ্চিকাদি চূর্ণম্	২০৯	বৃহচ্ছ্যামাঘৃতম্	২২২
প্রমোহমিহিরিতৈলম্	২০৯	শারিবাদ্যাসবঃ	২২২
ত্রিকণ্টকাদ্যং ঘৃতং তৈলং যমকঞ্চ	২১০	পথ্যাপথ্যবিধিঃ	২২৩
দাড়িমাধ্যং ঘৃতম্	২১০		
বৃহৎ দাড়িমাধ্যং ঘৃতম্	২১১	<b>মেদোরোগাধিকার</b>	
মহাদাড়িমাধ্যং ঘৃতম্	২১১	মেদোরোগনিদানম্	২২৪
ধাষস্তুরং ঘৃতম্	২১১	মেদোরোগচিকিৎসা	২২৫
শাল্মলীঘৃতম্	২১২	বিড়ঙ্গাদ্য চূর্ণম্	২২৫
দেবদার্বাদ্যরিস্তঃ	২১২	ব্যোষাদ্যশকুপ্রয়োগঃ	২২৭
চন্দনাসবঃ	২১২	অমৃতাдиগুণ্ডলুঃ	২২৭
লোপ্তাসবঃ	২১৩	নবকগুণ্ডলুঃ	২২৭
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	২১৩	বিড়ঙ্গাদ্যং লৌহম্	২২৭
		লৌহরসায়নম্	২২৮
<b>সোমরোগাধিকার</b>		দ্রাঘণাদ্যং লৌহম্	২২৮
সোমরোগনিদানম্	২১৫	বড়বাণিলৌহম্	২২৮
সোমরোগচিকিৎসা	২১৬	বড়বাণি রসঃ	২২৯
ত্রিফলাদি যোগঃ	২১৬	ত্রিফলাদ্যং তৈলম্	২২৯
রসপ্রয়োগঃ	২১৬	মহাসুগন্ধিতৈলম্	২২৯
তারকেশ্বরো রসঃ (দ্বিবিধঃ)	২১৬	কাশ্যনিদানম্	২২৯



বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
কার্যচিকিৎসা	২৩০	প্রীহয়ক্দরোগাধিকার	
অশ্বগন্ধাতৈলম্	২৩০	প্রীহয়ক্দরনিদানম্	২৪৬
অমৃতার্ণবঃ	২৩০	প্রীহয়কৃচ্চিকিৎসা	২৪৬
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	২৩০	অর্কলবণম্	২৪৮
উদররোগাধিকার		মাণকাদি গুড়িকা	২৪৮
উদরনিদানম্	২৩২	বৃহন্মাণকাদিগুড়িকা	২৪৯
উদরচিকিৎসা	২৩৪	অভয়ালবণম্	২৪৯
কুষ্ঠাদিচূর্ণম্	২৩৫	গুড়পিপ্পলী	২৫০
সামুদ্রাদ্যং চূর্ণম্	২৩৫	বৃহৎগুড়পিপ্পলী	২৫০
পুনর্নবাক্ষাথঃ	২৩৮	গুড়ুচ্যাদি চূর্ণম্	২৫০
মাণমণ্ডঃ	২৩৮	রোহিতকাদ্যচূর্ণম্	২৫০
নারায়ণচূর্ণম্	২৩৮	পিপ্পলীবর্ধমানানি	২৫১
পটোলাদ্যং চূর্ণম্	২৩৯	রসপ্রয়োগঃ	২৫১
রসপ্রয়োগঃ	২৩৯	প্রীহাশ্তকো রসঃ	২৫১
ত্রৈলোক্যসুন্দরো রসঃ	২৩৯	প্রীহার্ণবো রসঃ	২৫১
ইচ্ছাভেদী রসঃ (ত্রিবিধঃ)	২৪০	প্রীহশার্দুলো রসঃ	২৫২
জলোদরারিরসঃ (দ্বিবিধঃ)	২৪০	প্রীহারিরসঃ (দ্বিবিধঃ)	২৫২
নারাচরসঃ	২৪১	বাসুকিভূষণো রসঃ	২৫৩
বহিরসঃ	২৪১	মহামৃত্যুঞ্জয় লৌহঃ	২৫৩
শোথোদরারিলৌহম্	২৪১	লৌহমৃত্যুঞ্জয়ো রসঃ	২৫৩
পিপ্পল্যাদ্যং লৌহম্	২৪২	লোকনাথো রসঃ (দ্বিবিধঃ)	২৫৪
উদরারি রসঃ	২৪২	বৃহন্মোকনাথো রসঃ	২৫৪
শ্রীবৈদ্যনাথাদেশবটিকা	২৪২	তাম্রেশ্বরবটী	২৫৪
ভেদিনী বটী	২৪২	চিত্রকাদিলৌহঃ	২৫৫
অভয়া বটী	২৪৩	সর্বেশ্বর লৌহম্	২৫৫
চুলিকা বটী	২৪৩	বিদ্যাধরো রসঃ	২৫৫
বিন্দুঘৃতম্	২৪৩	রসরাজঃ	২৫৬
মহাবিন্দুঘৃতম্	২৪৩	রোহিতক লৌহম্	২৫৬
চিত্রকঘৃতম্	২৪৪	যকৃদরি লৌহম্	২৫৬
নারাচঘৃতম্	২৪৪	যকৃৎপ্রীহারি লৌহম্	২৫৬
বৃহন্নারাচঘৃতম্	২৪৪	যকৃৎপ্রীহোদরহরলৌহম্	২৫৭
নাগরাদি তৈলং ঘৃতঞ্চ	২৪৪	বজ্রক্ষারম্	২৫৭
পিপ্পল্যাди ঘৃতম্	২৪৪	মহাদ্রাবকঃ	২৫৮
রসোনতৈলম্	২৪৪	মহাদ্রাবক রসঃ	২৫৮
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	২৪৫	শঙ্খদ্রাবকঃ	২৫৯
		মহাশঙ্খদ্রাবকঃ	২৫৯

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
শঙ্খদ্রাবকো রসঃ	২৬০	দুগ্ধবটী	২৭৪
চিত্রকপিপ্পলীঘৃতম্	২৬০	কল্পলভাবটী (গ্রহণীয়ুক্ত শোথে)	২৭৪
পিপ্পলীঘৃতম্	২৬০	বৈদ্যনাথ বটী (দধি বটী)	২৭৪
চিত্রকঘৃতম্	২৬০	তক্রবটী	২৭৪
রৌহীতকঘৃতম্	২৬১	ক্ষীরবটী	২৭৫
মহারৌহীতকঘৃতম্	২৬১	তক্রমণ্ডুরম্ (পাণ্ডুশোথে)	২৭৫
রৌহিতকরিষ্টঃ	২৬২	সুধানিধিঃ	২৭৫
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	২৬২	পুনর্নবদ্যং ঘৃতম্	২৭৫
<b>শোধরোগাধিকার</b>		পুনর্নবদ্যং ঘৃতম্	২৭৬
শোথনিদানম্	২৬৩	স্বল্পপুনর্নবা ঘৃতম্	২৭৬
শোথচিকিৎসা	২৬৫	পঞ্চকোলাদ্যং ঘৃতম্	২৭৬
পথ্যাদিকাথঃ	২৬৭	শুষ্কীঘৃতম্	২৭৬
সিংহাস্যাদিঃ	২৬৮	স্থলপদ্মঘৃতম্	২৭৬
পুনর্নবাস্তককাথঃ	২৬৮	চিত্রকাদ্যং ঘৃতম্	২৭৬
পুনর্নবাদি চূর্ণম্	২৬৮	মাগক ঘৃতম্	২৭৭
শোথারি চূর্ণম্	২৬৯	শুষ্কমূলাদ্যং তৈলম্	২৭৭
শোথোদরে পুনর্নবাদি গুগ্গুলুঃ	২৬৯	বৃহচ্ছুষ্কমূলাদ্যতৈলম্ (দ্বিবিধম্)	২৭৭
পুনর্নবাদি লেহঃ	২৬৯	সমুদ্রশোষণতৈলম্	২৭৮
শোথারিমণ্ডুরম্	২৬৯	শোথশার্দ্দলতৈলম্	২৭৮
অগ্নিমুখমণ্ডুরম্	২৬৯	পুনর্নবাদি তৈলম্	২৭৮
রসান্নমণ্ডুরম্	২৭০	শৈলৈয়াদ্য তৈলম্	২৭৯
কংসহরীতকী (দশমূলহরীতকী)	২৭০	গণ্ডীরাদ্যরিষ্টঃ	২৭৯
ক্ষারগুড়িকা	২৭১	পুনর্নবদ্যরিষ্টঃ	২৮০
রসপ্রয়োগঃ	২৭১	ত্রিফলাদ্যরিষ্টঃ	২৮০
ব্রূষণাদ্য লৌহম্	২৭১	পথ্যাপথ্যবিধিঃ	২৮০
ত্রিকটাদি লৌহম্	২৭১	<b>বৃদ্ধিরোগাধিকার</b>	
শোধভস্ম লৌহম্	২৭১	বৃদ্ধিরোগনিদানম্	২৮২
কটুকাদ্য লৌহম্	২৭২	বৃদ্ধিরোগচিকিৎসা	২৮৩
সুবর্চলাদ্যং লৌহম্	২৭২	ব্রহ্মনিদানম্	২৮৬
শোথারিঃ	২৭২	ব্রহ্মচিকিৎসা	২৮৭
ত্রিনেত্রাখ্যো রসঃ	২৭২	বিস্বাদিচূর্ণম্	২৮৭
শোধকালানলো রসঃ	২৭২	ভক্তোত্তরীয়ম্	২৮৭
শোথাক্কুশো রসঃ	২৭৩	অর্য্যামৃতান্নম্	২৮৮
পঞ্চামৃত রসঃ	২৭৩	বৃদ্ধিবাহিকা বটিকা	২৮৮
ক্ষেত্রপাল রসঃ	২৭৩	শশিশেখররসঃ	২৮৮
দুগ্ধবটী	২৭৩	বাতারিঃ	২৮৮

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
রসরাজেন্দ্রঃ	২৮৯	ব্যোষাদিতৈলম্	২৯৬
শতপুষ্পাদ্যাং ঘৃতম্	২৮৯	গ্রস্থিলক্ষণম্	২৯৬
ত্রিবৃতাতিঘৃতম্	২৮৯	গ্রস্থি চিকিৎসা	২৯৭
বৃহদন্তীঘৃতম্	২৯০	অবর্দলক্ষণম্	২৯৮
গন্ধকর্বহস্ত তৈলম্	২৯০	অবর্দ চিকিৎসা	২৯৮
বৃহৎসৈন্ধবাদ্যাং তৈলম্	২৯০	গন্ধাদিলেপঃ	২৯৯
বৃহন্মন্দারতৈলম্	২৯০	মূত্রাদিসেকঃ	২৯৯
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	২৯১	রৌদ্ররসঃ	৩০০
		পথ্যাপথ্যবিধিঃ	৩০০
<b>গলগণ্ডারোগাধিকার</b>		<b>শ্লীপদরোগাধিকার</b>	
গলগণ্ড লক্ষণম্	২৯২	শ্লীপদ নিদানম্	৩০২
গলগণ্ড চিকিৎসা	২৯২	শ্লীপদ চিকিৎসা	৩০২
তুসীতৈলম্	২৯৪	ধুতুরাদিলেপঃ	৩০২
অমৃতাদ্যাং তৈলম্	২৯৪	সিদ্ধার্থাদিলেপঃ	৩০৩
গণ্ডমালা লক্ষণম্	২৯৪	মদনাদিলেপঃ	৩০৪
গণ্ডমালা চিকিৎসা	২৯৪	শ্লীপদারিঃ	৩০৪
কাঞ্চনারগুগুণ্ডলুঃ	২৯৪	কণাদিচূর্ণম্	৩০৫
ছুচুন্দরীতৈলম্	২৯৫	বৃদ্ধদারকচূর্ণম্	৩০৫
শাখোটক তৈলম্	২৯৫	পিপ্পলাদ্যাং চূর্ণম্	৩০৫
সিন্দূরাদিতৈলম্	২৯৫	কৃষ্ণাদ্যে মোদকঃ	৩০৫
বিশ্ব্যাদিতৈলম্	২৯৫	নিত্যানন্দরসঃ	৩০৫
নিগুণ্ডী তৈলম্	২৯৫	শ্লীপদগজকেশরী	৩০৬
অপচী লক্ষণম্	২৯৫	সৌরেশ্বরঘৃতম্	৩০৬
অপচী চিকিৎসা	২৯৬	বিড়ঙ্গাদিতৈলম্	৩০৬
গুঞ্জাদ্যাং তৈলম্	২৯৬	পথ্যাপথ্যবিধিঃ	৩০৭
চন্দনাদিতৈলম্	২৯৬		

---

# আয়ুର୍বেদ সংগ্রহ

---

তৃতীয় খণ্ড



# দাহরোগাধিকার

## দাহরোগ লক্ষণম্

ত্বচং প্রাপ্তঃ স পানোত্মা পিত্তরক্তাভিমূর্ছিতঃ। দাহং প্রকরুতে যোরং পিত্তবৎ তত্র ভেষজম্॥ কৃৎস্ন-  
দেহানগং রক্তমদ্রিক্তং দহতি ধ্রুবম্। স উষ্যতে তৃষ্যতে বা তাম্রাভস্তাম্রলোচনঃ॥ লৌহগন্ধাঙ্গ  
বদনো বহ্নিনেবাবকীর্য্যতে। পিত্তজ্বরসমঃ পিত্তাৎ স চাপ্যস্য বিধিঃ স্মৃতঃ॥ তৃষ্ণানিরোধাদক্লাতৌ ক্ষীণে  
তেজঃ সমুদ্রতম্। সবাহ্যভ্যন্তরং দেহং প্রদহেন্মন্দচেতসঃ॥ সংশুদ্ধগলতাশ্বোষ্ঠো জিহ্বাং নিম্বেষ্য বেপতে।  
অসৃজঃ পূর্ণ কাষ্ঠস্য দাহোহন্যঃ স্যাৎ সুদুস্তরঃ॥ ধাতুক্ষয়োক্তো যো দাহস্তেন মুচ্ছাত্তৃডদিতঃ। ক্ষামস্বরঃ  
ক্রিয়াহীনঃ স সীদেদ্ ভূশপীড়িতঃ॥ মশ্মাভিঘাতজোহপ্যস্থি সোহসাধ্যঃ সপ্তমো মতঃ। সৰ্ব্ব এব চ  
বৰ্জ্যাঃ স্যুঃ শীতগাত্রস্য দেহিনঃ॥

মদ্যজ দাহ—মদ্যপানে কুপিত পিত্তোত্মা পিত্ত ও রক্ত-কৰ্ত্ত্বক অভিমূর্ছিত ও ত্বকে প্রাপ্ত হইয়া  
অতি ঘোর দাহ উৎপাদন করে। ইহাকে মদ্যজ দাহ কহে।

রক্তজ দাহ—সৰ্ব্বশরীরানুগত রক্ত অতিবৃদ্ধ হইলে নিশ্চয়ই দাহ উপস্থিত হয়। এই দাহকে রক্তজ  
দাহ কহে। ইহাতে রোগী তৃষ্ণার্গ, তাম্রাভ ও তাম্রলোচন হয়। তাহার সমস্ত অঙ্গ, বিশেষত বদন  
লৌহ বা রক্তগন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং সে আপনার চতুর্দিক অগ্নিব্যাপ্ত বলিয়া বোধ করে ও  
তদ্বৎ সন্তাপিতও হয়।

পিত্তজনিত দাহের লক্ষণ ও চিকিৎসা পিত্তজ্বরের ন্যায় জানিবে। প্রভেদ এই, পিত্তজ্বরের ন্যায়  
ইহাতে অনবস্থিতাচিন্তন্ব ও আমাশয়-দুষ্ঠাদি থাকে না।

তৃষ্ণানিরোধজ দাহ—পিপাসানিগ্রহে শরীরস্থ জলীয় ধাতু ক্ষীণ হওয়াতে তেজ (পিত্তোত্মা) বর্দ্ধিত  
হইয়া দেহের বাহিরে ও ভিতরে দাহ উপস্থিত করে। এই দাহে গল, তালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক হয় এবং  
রোগী জিহ্বা বাহির করিয়া কাঁপিতে থাকে।

## ২ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

প্রগাঢ় অস্ত্রাঘাতে, হৃদয়াদি কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হইলে ভয়ঙ্কর দাহ উপস্থিত হয়। এইরূপ দাহকে রক্তপূর্ণকোষ্ঠজ দাহ কহে। (পূর্বে যে-রক্তজ দাহের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা সর্বদেহানুগত অতিবৃদ্ধ রক্ত হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে, সুতরাং এ স্থলে আবার এবভূত রক্তজ দাহের উল্লেখ হওয়ায় পৌনরুক্ত্য দোষ হয় নাই)।

ধাতুক্ষয়জ দাহ—রসরক্তাদি ধাতুক্ষয় হইলে যে-দাহ উপস্থিত হয়, তাহাতে রোগী মুর্ছিত, তৃষ্ণার্ত, ক্ষীণস্বর ও নিশ্চেষ্ট হয় এবং চিকিৎসাহীন হইলে এই ধাতুক্ষয়জনিত দাহে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

মস্তক হৃদয় ও বস্ত্রাদি মর্মাস্থানসকল দারুণ আঘাতে আহত হইলে যে-দাহ উপস্থিত হয়, তাহাকে মর্মাভিঘাতজ দাহ কহে। ইহা অসাধ্য।

দাহরোগে রোগী যদি শীতগাত্র অথচ দাহপীড়িত হয়, তাহা হইলে সর্বপ্রকার দাহই অসাধ্য।

### দাহরোগ চিকিৎসা

যৎপিভুজুরদাহোক্তং দাহে তৎ সর্বমিষ্যতে। শতদ্বীতঘৃতাভ্যক্তো লেপো বা যবশঙ্কুভিঃ। কোলামলক-  
যুক্তৈর্বা ধান্যাম্লৈরপি বৃদ্ধিমান্।। (ধান্যমঃ কাজিকভেদঃ)।

পিভুজুরজনিত দাহের চিকিৎসায় যে-সকল প্রক্রিয়া ও ঔষধ কথিত হইয়াছে, দাহরোগেও সেই সকল প্রক্রিয়া ও ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। শতদ্বীত ঘৃত ও যবের ছাতু মিলিত করিয়া অথবা কুলের আঁটির শাঁস ও আমলকী একত্র কাঁজি দ্বারা বাটিয়া অঙ্গে লেপন করিলে দাহরোগ বিনষ্ট হয়।

ছাদয়েৎ তস্য সর্বাপ্সমারণালার্দ্রবাসসা। লামজ্জকেন শুঞ্জেন চন্দনেনানুলেপয়েৎ।।

কাঁজি দ্বারা বস্ত্র আর্দ্র করিয়া সর্বশরীর আবৃত করিলে কিংবা বেণার মূল ও শ্বেতচন্দন শুঞ্জে (কাঁজিবিশেষ) সহিত পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে দাহ প্রশান্ত হয়।

ফলিনী লোদ্রসেব্যাম্বু হেম পত্রং কুটম্ভটম্। কালীয়করসোপেতং দাহে শস্তং প্রলেপনম্।।

প্রিয়ঙ্গু, লোধ, বেণার মূল, বালী, নাগকেশর, তেজপত্র এবং কৈবর্তমুস্তক এই সকল দ্রব্য কালীয় কাষ্ঠের (পীতবর্ণ সুগন্ধি কাষ্ঠবিশেষ। কেহ বলেন, শ্বেতচন্দন) কাথের সহিত পেষণ করিয়া শরীরে লেপন করিলে দাহ প্রশান্ত হয়।

হ্রীবেরপদ্মকাকৌশীর-চন্দনক্ষেদবারিণা। সম্পূর্ণামবগাহেত দ্রোণীং দাহাদ্ধিতো নরঃ।।

বালী, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল ও চন্দন এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ শীতল জলে গুলিয়া ঐ জল দ্বারা একটি দ্রোণী (টব) পূর্ণ করিয়া তাহাতে অবগাহন করিলে দাহের শাস্তি হয়।

চন্দনাম্বুকণস্যন্দি-তালবৃন্তোপবীজিতঃ। সুপ্যাদ্ দাহাদ্ধিতোহ্ণ্ডোজ-কদলীদলসংস্তরে।।

পদ্মপত্র ও কদলীপত্রনির্মিত শয্যায় রোগীকে শয়ন করাইয়া চন্দনজল-স্যান্দি-ব্যজন-সঞ্চালিত বায়ু সেবন করাইলে দাহ নষ্ট হয়।

অবগাহেতাম্বুপূর্ণাং দ্রোণীং দাহাদ্ধিতো নরঃ।।

কেবল জলপূর্ণ টবে অবগাহন করিলেও দাহশাস্তি হয়।

সর্পিষা শতদ্বীতেন লেপাদ্ দাহঃ প্রশাম্যতি।।

## দাহরোগাধিকার ৩

শতধৌত ঘৃত গাত্রে লেপন করিলেও দাহ নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

পায়য়েৎ কমলস্যাঙ্কঃ শর্করাস্তঃ পয়োহপি চ। ক্ষীরমিস্কুরসঞ্চাপি কারয়েৎ পিত্তজিৎ বিধিম্॥

দাহরোগে পদ্মসংসিক্ত জল, চিনির পানা, শীতল জল, দুগ্ধ বা ইক্ষুরস পান করাইবে এবং পিত্তয়ু চিকিৎসা করিবে।

পরিষেকাবগাহেষু ব্যজনান্যঞ্চ সেবনে। শস্যতে শিশিরং তেয়ং দাহতৃষেণপশান্তয়ে॥

তৃষণ ও দাহ প্রশমনের নিমিত্ত জলসেচন, অবগাহন ও ব্যজনানিল সেবন করিতে হইলে তত্তৎ স্থলে শীতল জল প্রয়োগ করিবে।

চন্দনাদিকাথঃ

পটীরপপটেশীর-নীরনীরদনীরজৈঃ। মৃগালমিসিধান্যক-পদ্মকামলকৈঃ কৃতঃ।। অর্দ্ধশিষ্টঃ শতঃ শীতঃ  
পীতঃ ক্ষৌদ্রসমম্বিতঃ। কাথে ব্যপোহয়েদ্ দাহং নৃগাঞ্চ পরমোষ্ণম্॥

চন্দন, ক্ষেতপাপড়া, বেণার মূল, বালা, মুতা, পদ্মমূল, মৃগাল, মৌরি, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ ও আমলকী মিলিত ২ তোলা, জল ১০ সের, শেষ ১০ পোয়া। এই কাথ শীতল হইলে তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। তদ্বারা অতি উৎকট দাহও নিবৃত্ত হয়।

ত্রিফলাদ্যঃ

ত্রিফলারঞ্চকাথঃ শর্করাক্ষৌদ্রসংযুতঃ। দাহরক্তপিত্তহরঃ পিত্তশূলনিবারণঃ॥

হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও সোঁদাল ইহাদের কাথ চিনি ও মধু-সহ পান করিলে দাহ, রক্তপিত্ত ও পিত্তশূল প্রশমিত হয়।

পপটাদিঃ

পপটঃ সঘনেশীরঃ কথিতঃ শর্করাস্বিতঃ। শীতপানং নিহন্ত্যাস্ত দাহং পিত্তজ্বরং নৃগাম্॥

ক্ষেতপাপড়া, মুতা ও বেণার মূল ইহাদের শীতল কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দাহ ও পৈত্তিক জ্বর সত্ত্বর বিনষ্ট হয়।

খজ্জুরামলবীজানি পিঙ্গলী চ শিলাজতু। এলামধুকপাষণ-চন্দনৈর্বাক্ষবীজকম্॥ ধান্যাকং শর্করায়ুক্তং  
পাতব্যং জেষ্ঠ্যবারিণা। অঙ্গদাহং লিঙ্গদাহং শুদবজ্জ্ঞপশুক্রজম্॥ শর্করাম্মরিশূলয়ং ব্যাং বলকরং  
পরম্। নাশয়েন্মূত্ররোগাংশ্চ তথা শুক্রভবানপি॥ শর্করাসহিতং যষ্টী-কষায়ং প্রপিব্যেৎ তদা॥

খজ্জুর, আমলকীবীজ, পিপুল, শিলাজতু, এলাইচ, যষ্টিমধু, পাষণভেদী, শ্বেতচন্দন, কাঁকুড়বীজ, ধনে ও চিনি এই সকলের চূর্ণ চালুনি-জলের সহিত সেবন করিলে অঙ্গদাহ লিঙ্গদাহ প্রভৃতি দাহ নষ্ট হয়। ইহা শর্করা ও অশ্মরীজাত শূল এবং মূত্র ও শুক্র-সংক্রান্ত রোগ নাশ করিয়া থাকে। অনুপান চিনি-সংযুক্ত যষ্টিমধুর কাথ।

দাহান্তকো রসঃ

সূতাং পঞ্চার্কতশ্চৈকং কৃত্বা পিণ্ডং সুশোভনম্। জম্বীরস্বরসৈর্মদ্যং সূততুল্যঞ্চ গন্ধকম্॥ নাগবল্লীদলৈঃ  
পিষ্ট্বা তাপ্রপত্রীং প্রলেপয়েৎ। প্রপট্টেদ্ ভূধরে যন্ত্রে যাবদ্ ভষ্মত্বমাপুয়াৎ॥ দ্বিগুঞ্জমার্ককাট্রাবৈদ্যমণেন  
চ যোজয়েৎ। নিহন্তি দাহসস্তাপং মুচ্ছাং পিত্তসমুদ্ভবাম্॥



## ৪ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

পারদ ৫ ভাগ, তাম্রপত্র ১ ভাগ ও গন্ধক ৫ ভাগ। প্রথমে পারা ও গন্ধক জামীরের রসে উত্তমরূপে মাড়িয়া ও পানের রসে ভাবনা দিয়া তদ্বারা তাম্রপত্র প্রলেপিত করিবে। পরে উহা ভূধরযন্ত্রে পুটপাক দিবে, যখন ভস্মরূপে পরিণত হইবে, তখন ঔষধ উদ্ধৃত করিবে। ইহা ২ রতি পরিমাণে আদার রস ও ত্রিকটুর সহিত সেবন করিলে দাহ, সন্তাপ ও পিত্তজ মূর্ছা প্রশমিত হয়।

### সুধাকররসঃ

সিন্দূরাভ্রকহেমনি মৌক্তিকং ত্রিফলাস্তসা। শতপুত্রীরসেনাপি মর্দয়েৎ সপ্তসপ্তধা।। ততো রক্তিমিতাং কুর্যাদ্ বটীং ছায়াপ্রশোষিতাম্। একৈকাং যোজয়েৎ তাস্তু যথাদোষানুপানতঃ।। রসঃ সুধাকরঃ সোহ্যং হস্তি দাহং মহাবলম্। প্রমেহানপি বাতসং বলশুক্রকরঃ পরঃ।।

রসসিন্দূর, অত্র, স্বর্ণ, মুক্তা এই সমুদায় ত্রিফলার জলে ও শতমূলীর রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করত ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। ইহার ১টি বটি যথোপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিলে দাহ, প্রমেহ ও বাতরক্ত রোগের শান্তি হয় এবং বল ও শুক্রের বৃদ্ধি ইহা থাকে।

### কাজিক তৈলম্

তিলতৈলং ভবেৎ প্রস্থং তৎ ষোড়শগুণৈঃ শনৈঃ। কাজিকে বিপচেৎ তৎ স্যাদ্ দাহজ্বরহরং পরম্।।

তিলতৈল ৪ সের, ৬৪ সের কাঁজির সহিত পাক করিয়া সেই তৈল মর্দন করিলে দাহজ্বর প্রশমিত হয়।

### কুশাদ্যং তৈলং ঘৃতঞ্চ

কুশাদিশালপর্ণীভিজীর্বাকাদ্যেন সাধিতম্। তৈলং ঘৃতং বা দাহঘ্নং বাতপিত্তবিনাশনম্।।

কুশাদি তুণপঞ্চমূল ও শালপাণির ক্বাথে এবং জীবকাদি অষ্টবর্গের কঙ্কে যথাবিধি তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে দাহ ও বাতপিত্ত প্রশমিত হয়।

### পথ্যাপথ্যবিধিঃ

#### দাহরোগে পথ্যানি

শালয়ঃ যষ্টিকা মুদগা মসুরাশ্চণকা যবাঃ। ধর্মমাংসরসা লাজ-মণ্ডুস্তচ্ছক্তবঃ সিতা।। শতদ্বৌতঘৃতং দুগ্ধং নবনীতং পয়োভবম্। কুথ্যাশুং ককটী মোচং পনসং স্বাদুদাড়িমম্।। পটোলং পপটিং দ্রাক্ষা ধাত্রীফল-পত্রাবকম্। বিষী তুষী পয়ঃপেটী খজ্জুরং ধান্যকং মিষিঃ।। বালতালং পিয়ালঞ্চ শৃঙ্গাটককসেরুকম্। মধকপ্পং হ্রীবেরং পথ্যা তিজানি সর্ব্বশঃ।। শীতাঃ প্রদেহা ভূবেশ্য সেকোহভ্যঙ্গোহবগাহনম্। পদ্মোৎপলদলক্ষৌম-শয্যা শীতলকাননম্।। কথা বিচিত্রা গীতানি শিশিরো মঞ্জুভাষিণঃ। উশীরচন্দনালেপঃ শীতাম্বু শিরানিলঃ।। ধারাগৃহং প্রিয়াস্পর্শঃ প্রনীরং হিমবালুকা। সুধাংগুরশ্চয়ঃ স্নানং মণয়ো মধুরো রসঃ।। পুরা যানি বিধেয়ানি পিত্তহারীণি তানি চ। ইতি দাহবতাং নৃণাং পথ্যবর্ণ উদাহৃতঃ।।

শালি ও যষ্টিক তত্ত্বলের অন্ন, মুগ, মসুর, ছোলা যব, ধর্মদেশজ মুগ পক্ষী প্রভৃতির মাংসরস, খইয়ের মণ্ড ও ছাতু, চিনি, শতদ্বৌত ঘৃত, দুগ্ধোদ্ভব মাখন, কুমড়া, কাঁকড়, মোচা, কাঁঠাল, সুমিষ্ট দাড়িম, পটোল, ক্ষেতপাপড়া, কিসমিস, আমলকী, পত্রাবফল, তেলাকুচা, লাউ, নারিকেল, খজ্জুর, ধনে, মৌরি, কচিতালের শাঁস, পিয়ালফল, পানিফল, কেশুর, মউলফল, বালা, হরীতকী, তিজদ্রব্য, শীতল প্রদেহ, ভূগর্ভস্থ গৃহ, পরিষেচন, তৈলাদি মর্দন, অবগাহন স্নান, পদ্মপত্র ও উৎপলপত্র এবং

## দাহরোগাধিকার ৫

রেশমী বস্ত্রনির্মিত শয্যা, শীতল কানন, নানাবিধ মনোহর বাক্য, গান, শীতলদ্রব্য, মধুরভাষী প্রাণীর রব, বেণার মূল ও চন্দনলেপন, শীতল জল এবং শীতল বায়ু, ধারাগৃহ, কান্তাস্পর্শ, উৎকৃষ্ট জল, কর্পূর, জ্যোৎস্না, স্নান, মণিধারণ, মধুর রসযুক্ত দ্রব্য, মদাত্মরোগোগোস্ত পথ্য এবং পিত্তনাশক দ্রব্য এই সমস্ত দাহরোগীর হিতকর।

### দাহরোগেহপথ্যানি

বিরুদ্ধান্যপানানি ক্রোধং বেগবিধারণম্। গজাস্থানমধ্বানং স্কারং পিত্তকরাণি চ।। ব্যায়ামমাতপং তক্রং তাম্বলং মধু রামঠম্। ব্যাযং কটুতীক্ষ্ণাষ্ণং দাহবান্ পরিবর্জয়েৎ।।

বিরুদ্ধ অন্নপানীয়, ক্রোধ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি যানে আরোহণ, পথপর্যটন, স্কারদ্রব্য ও পিত্তকারক দ্রব্য, ব্যায়াম, রৌদ্র, তক্র, তাম্বল, মধু, হিঙ্গু, ক্লীসঙ্গ, কটুদ্রব্য, তীক্ষ্ণদ্রব্য ও উষ্ণদ্রব্য, এই সকল দাহরোগীর পরিত্যাজ্য।

ইত্য্যুর্বেদ-সংগ্রহে দাহরোগাধিকার।

Digitized by srujanika@gmail.com

# উন্মাদরোগাধিকার

## উন্মাদ-নিদানম্

মদয়ন্ত্যাকাতা দোষা যস্মাদুন্মার্গমগতাঃ। মানসোহয়মতো ব্যাধিরুন্মাদ ইতি কীর্তিতঃ।। একৈকশঃ সৰ্ব্বশশচ  
দৌষৈরত্যাৰ্থমুচ্ছিতৈঃ। মানসেন চ দুঃখেন স চ পঞ্চবিধো মতঃ।। বিষাদ্ ভবতি ষষ্ঠশ্চ যথাস্বং তত্র  
ভেষজম্। সচাপ্রবৃদ্ধস্তরুণো মদসংজ্ঞাং বিভর্তি চ।। বিরুদ্ধদুস্তাশ্চিভোজনানি প্রধৰ্ষণং দেবগুরুদ্বিজানাম্।  
উন্মাদহেতুৰ্ভয়হৰ্ষপূৰ্ব্বো মনোহুভিঘাতো বিষমাশ্চ চেষ্টাঃ।। তৈরঙ্গসত্ত্বস্য মলাঃ প্রদুস্তা বুদ্ধেৰ্নিবাসং  
হৃদয়ং প্রদুষ্য। স্রোতাংস্যধিষ্ঠায় মনোবহানি প্রমোহয়ন্ত্যাশু নরস্য চেতঃ।। ধীবিভ্রমঃ সত্ত্বপরিপ্লবশ্চ  
পর্য্যাকুলা দৃষ্টিরধীরতা চ। অবদ্ধবাক্ত্বং হৃদয়ঞ্চ শূন্যং সামান্যমুন্মাদগদস্য লিঙ্গম্।। রুক্ষাঙ্গশীতান্ন-  
বিরেকধাতু-ক্ষয়োপবাসৈরনিলোহতিবৃদ্ধঃ। চিত্তাদিদুস্তং হৃদয়ং প্রদুষ্য বুদ্ধিং স্মৃতিধ্বাণ্যুপহন্তি শীঘ্রম্।।  
অস্থানহাস্যাম্বিতনৃত্যাগীত-বাগঙ্গবিক্ষেপণরোদনানি। পারুষ্যকার্ষ্য্যাক্রণবর্ণতাশ্চ জীর্ণে বলধ্বানিলজস্য  
রূপম্।। অজীর্ণকটম্বিদাহাশীতৈর্ভৌজ্যৈশ্চিতং পিত্তমুদীর্ণবেগম্। উন্মাদমত্যাগ্রমনাত্মকস্য হৃদি স্থিতং  
পূৰ্ব্ববদাশু কুর্যাৎ।। অমৰ্ষসংরজ্জবিনয়ভাবাঃ সত্ত্বজ্জনাতিদ্রবণৌষধ্যরোষাঃ। প্রচ্ছায়শীতান্নজলাভিলাষঃ  
পীতা চ ভাঃ পিত্তকৃতস্য লিঙ্গম্।। সম্পূৰ্ণৈর্মন্দবিচেষ্টিতস্য সোম্বা কক্ষো মন্মথি সংপ্রদুস্তঃ। বুদ্ধিং  
স্মৃতিধ্বাণ্যুপহতা চিত্তং প্রমোহয়ন্ সংজনয়েদ্ বিকারম্।। বাক্চেষ্টিতং মন্দমরোচকশ্চ নারীবিক্রিয়াত্যা  
চ নিদ্রা। ছর্দিশ্চ লালা চ বলঞ্চ ভুঞ্জে নখাদিশৌক্যঞ্চ কফাশ্বক্বে স্যাৎ।। যঃ সন্নিপাতপ্রভবোহতিঘোরঃ  
সকৈৰ্হঃ সমস্তৈঃ স চ হেতুভিঃ স্যাৎ। সৰ্ব্বাণি রূপাণি বিভর্তি তাদৃগ্বিরুদ্ধভৈষজ্যবিধিৰ্বিজ্ঞাঃ।।  
চৌরৈর্নরেন্দ্রপুরুষৈররিভিস্তথান্যৈর্বিব্রাসিতস্য ধনবান্ধবসংক্ষয়াদ্ বা। গাঢ়ং ক্ষতে মনসি চ প্রিয়সা  
রিরংসোজ্যায়তে চোৎকটতমো মনসো বিকারঃ।। চিত্রং ব্রবীতি চ মনোহনুগতং বিসংজ্ঞো গায়তায়ং  
হসতি রোদিতি চাপি মুঢ়ঃ। রক্তেক্ষণো হতবলেন্দ্রিয়ভাঃ সুদীনঃ শ্যাবাননো বিষকৃতেহ্থ ভবেদ্  
বিসংজ্ঞঃ।। অবাধী বাপ্যুদধী বা ক্ষীণমাংসবলো নরঃ। জাগরাকো হাসদেহমুন্মাদেন বিনশ্যতি।।

অমর্ত্যবান্ধিক্রমবীৰ্য্যচেষ্টো জ্ঞানাদিবিজ্ঞানবলাদিভিঃ। উন্মাদকালোহনিততশ্চ যস্য ভূতোখম্ন্মাদ-  
মুদাহরেৎ তম্।।

প্রবৃদ্ধ বাতাদি দোষসকল, উন্মার্গ আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ বিমার্গগামী হইয়া মদ (চিন্তাবিভ্রম) জন্মায় বলিয়া ইহাকে উন্মাদ কহে। উন্মাদ মানসব্যাধি।

অতিকুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ ও মিলিত দোষত্রয় এবং মানসিক দুঃখ ও বিষসেবন এই ছয় কারণে ছয় প্রকার উন্মাদরোগ জন্মিয়া থাকে। অচিরোৎপন্ন অপ্রবৃদ্ধ উন্মাদ, মদ নামে অভিহিত। মানসদুঃখ ও বিষসেবনজনিত উন্মাদে যে-দোষের অনুবন্ধ থাকিবে, সেই দোষেরই চিকিৎসা করিবে। বিষজ উন্মাদে বিষঘ্ন ঔষধও অবশ্য প্রয়োজ্য।

মিলিত ক্ষীরমৎস্যাদি বিরুদ্ধভোজন; বিষসংযুক্ত অন্নাদি ভোজন; অশুচি ভোজন; দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণগণের অবমাননা, ভয় বা হর্ষহেতুক চিন্তাবিঘাত এবং বিষমাস্ত্রন্যাস ও বলবান ব্যক্তির সহিত যুদ্ধকরণাদি বিষম চেষ্টা এইগুলি উন্মাদরোগের হেতু বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে।

অল্পসত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির, বাতাদিদোষত্রয়, পূর্বোক্ত কারণসমূহ দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে দুষ্ট হইয়া, বুদ্ধির স্থান হৃদয়কে ও হৃদয়াশ্রিত মনোবহা দশটি ধমনীকে দূষিত করিয়া শীঘ্রই মনুষ্যের চিন্তকে বিকৃত করে।

বুদ্ধিভ্রম, চিন্তাচঞ্চল্য, পর্য্যাকুলা দৃষ্টি, অস্থিরতা, অসম্বদ্ধ বাক্যকথন ও হৃদয়ের শূন্যতা এইগুলি সর্বপ্রকার উন্মাদের সাধারণ লক্ষণ। বাতিক উন্মাদের নিদান ও লক্ষণ—রুক্ষ শীতল ও অতি অল্প মাত্র অন্নভোজন, বিরোচন, ধাতুক্ষয় এবং উপবাস এই সকল কারণে বায়ু অতিকুপিত হইয়া, চিন্তাদিদুষ্ট হৃদয়কে দূষিত করত শীঘ্রই মনুষ্যের বুদ্ধি ও স্মৃতি নষ্ট করিয়া বাতোন্মাদ উপস্থিত করে; এই রোগে রোগী অনুপযুক্ত স্থলে হাস্য, ঈষদ্বাস্য, নৃত্য, গীত, বাক্য, অঙ্গবিক্ষেপ ও রোদন করিয়া থাকে এবং তাহার দেহ রুক্ষ, কৃশ ও অরুণবর্ণ হয়। আহার পরিপাক হইলে বাতোন্মাদের বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পিত্তোন্মাদের নিদান ও লক্ষণ—কটু, অম্ল, বিদাহী, উষ্ণ ও অজীর্ণ ভোজনহেতু হিতাহিত জ্ঞানবিহীন অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পূর্বসম্বৃত পিত্ত, উদীর্ণ-বেগ হইয়া পূর্ববৎ অর্থাৎ চিন্তাদিদুষ্ট হৃদয়কে দূষিত এবং বুদ্ধি ও স্মৃতিকে প্রনষ্ট করিয়া শীঘ্রই অতি উগ্র পৈত্তিক উন্মাদ জন্মাইয়া থাকে। এই উন্মাদে অসহিষ্ণুতা, আত্মস্বরকরণ, বিবদ্বতা, তর্জ্জনগর্জ্জন (পরগ্রাসন), দ্রুতবেগে পলায়ন, গাত্রসস্তাপ, ক্রোধপ্রকাশ, ছায়াসেবনেচ্ছা এবং শীতল পানভোজনে অভিলাষ ও দেহের পীতবর্ণতা এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

কফজ উন্মাদের নিদান ও লক্ষণ—শ্রমহীন ব্যক্তির সপিপ্ত কফ অতিভোজনাদি দ্বারা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া বুদ্ধি ও স্মৃতি বিনাশপূর্বক চিন্তের মোহ জন্মাইয়া উন্মাদরোগ উৎপাদন করে। এই কফজ উন্মাদে বাক্চেষ্টার অল্পতা, অরুচি, নারীপ্রিয়তা, বিজনপ্রিয়তা, নিদ্রা, বমি, লালান্দ্রাব, তজ্জ্বনেত্র-নখাদির গুরুবর্ণতা ও ভোজনাশ্তে ব্যাধির বল, এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

সান্নিপাতিক উন্মাদের নিদান ও লক্ষণ—বাতাদি দোষত্রয় নিজ-নিজ বহু প্রকোপণহেতুতে প্রকুপিত হইয়া অতি ভয়ঙ্কর সান্নিপাতিক উন্মাদরোগ উৎপন্ন করে। ইহাতে পূর্বোক্ত বাতাদি ত্রিবিধ উন্মাদেরই লক্ষণসকল বিদ্যমান থাকে। ইহা অসাধ্য ব্যাধি। অন্যান্য সান্নিপাতিক রোগে যদিও পরস্পর-বিরুদ্ধধর্মী বলিয়া এক-দোষের শাস্তি করিতে অপর দোষের বৃদ্ধি হয়, সুতরাং প্রত্যেক দোষের

## ৮ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র চিকিৎসায় ব্যাধির শাস্তি হয় না, তথাপি আমলক্যাদি এমন কয়েকটি ত্রিদোষঘ্ন যোগ আছে, যদ্বারা সেই সকল সান্নিপাতিক রোগের উপশম হইতে পারে; কিন্তু সান্নিপাতিক উন্মাদের ত্রিদোষ দ্বারা এরূপ সম্প্রাপ্তিবিশেষ হয় যে তাহা ত্রিদোষঘ্ন কোন ঔষধেই সাধ্য হয় না। অতএব ত্রিদোষজ উন্মাদ বজ্জনীয়।

চৌর, রাজপুরুষ, শত্রু বা তদ্বিধ অপর কাহারও দ্বারা বিশেষরূপে ত্রাস জন্মিলে অথবা ধনক্ষয়, বন্ধুনাশ বা অভিলষিত কামিনীর অপ্রাপ্তিহেতু মন প্রগাঢ়রূপে আহত হইলে উৎকটতম শোকজ উন্মাদ জন্মিয়া থাকে। ইহাতে রোগী বিপরীত-জ্ঞান অর্থাৎ কর্তব্যবিমূঢ় হয় ও অতি গোপনীয় বিবিধ মনের কথাসকলও প্রকাশ করিতে থাকে এবং কখনও গান করে, কখনও হাসে, কখনও বা কাঁদিতে থাকে।

বিষজনিত উন্মাদরোগে রোগী রক্তলোচন, শ্যাবানন, দৈন্যভাবাপন্ন, চেতনাশূন্য এবং বল, ইন্দ্রিয় ও কাস্তিবিহীন হয়।

উন্মাদরোগে রোগী সর্বদা উর্ধ্বমুখ বা অধোমুখ হইয়া থাকে এবং যদি অতিশয় কৃশ, দুর্বল ও নিদ্রারহিত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার মৃত্যু আসন্নতর জানিবে।

ভূতোন্মাদরোগে রোগীর বাক্য, বিক্রম, শক্তি ও শারীরচেষ্টাসকল অমানুষিক হইয়া থাকে; এবং তাহার তত্ত্বজ্ঞান ও শিল্পজ্ঞানাদি বিষয়ক ক্ষমতা এরূপ বর্দ্ধিত হয় যে মনুষ্যে সেরূপ কখনওই সম্ভবে না। বাতিকাদি উন্মাদরোগের যেমন বৃদ্ধিকাল নির্দিষ্ট আছে, ভূতোন্মাদ রোগের তেমন কোন নির্দিষ্ট বৃদ্ধিকাল নাই।

### উন্মাদরোগ চিকিৎসা

উন্মাদে বাতিকে পূর্বং স্নেহপানং বিরেচনম্। পিত্তজে কফজে বাস্তিঃ পরো বস্ত্যাদিকঃ ক্রমঃ।। যচোপ-  
দেক্ষতে কিঞ্চিদপস্মারচিকিৎসিতে। উন্মাদে তচ্চ কর্তব্যং সামান্যাদ্ দোষদূষ্যোঃ।।

বাতিক উন্মাদে প্রথমত স্নেহপান, পৈত্তিকে বিরেচন এবং শ্লেষ্মিকে বমনক্রিয়া ব্যবস্থেয়। তৎপরে স্নেহবস্তি, নিরূহণ ও শিরোবিরেচনাস্বক চিকিৎসা কর্তব্য। দোষ ও দূষ্য পদার্থের তুল্যতাহেতু অপস্মার রোগের যে-চিকিৎসা, উন্মাদেরও সেই চিকিৎসা করণীয়।

জলাগ্নিক্রমশৈলৈভ্যো বিষমোভ্যশ্চ তং সদা। রুক্ষেন্দুন্মাদিনং যত্নাৎ সদ্যঃ প্রাণহরং হি তৎ।।

উন্মাদরোগীকে জল, অগ্নি, বৃক্ষ, পর্বত ও অন্যান্য বিষম স্থান হইতে যত্নপূর্বক রক্ষা করিবে। যেহেতু এই সকল দ্বারা সদ্য প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে।

ব্রাহ্মীকুশ্মাণ্ডীফলষড়্গ্রহাশ্চপুস্পিকাস্বরসাঃ। দৃষ্টা উন্মাদহতঃ পৃথগেতে কৃষ্ঠমধুমিশ্রাঃ। অয়মর্থ—  
ব্রাহ্মীরসস্য তোলকচতুষ্টিয়ং ৪, কৃষ্ঠচূর্ণস্য মাষদ্বয়ং ২, মধুনঃ অষ্টৌ ৮ মাষাঃ, ইত্যেকো যোগঃ। কুশ্মাণ্ড-  
বীজচূর্ণস্য অষ্টৌ ৮ মাষাঃ, কৃষ্ঠচূর্ণস্য মাষদ্বয়ং ২; মধুনঃ অষ্টৌ ৮ মাষাঃ; অয়ং দ্বিতীয়ো যোগঃ। শ্বেতবচ-  
চূর্ণস্য অষ্টৌ ৮ মাষাঃ; কৃষ্ঠচূর্ণস্য মাষদ্বয়ং ২; মধুনঃ অষ্টৌ ৮ মাষাঃ; অয়ং তৃতীয়ো যোগঃ। শঙ্খপুস্পী-  
স্বরসস্য পলেকং ১, কৃষ্ঠচূর্ণস্য মাষদ্বয়ং ২, মধুনঃ অষ্টৌ ৮ মাষাঃ; অয়ং চতুর্থো যোগঃ। (ভাগ-টী।)

ব্রাহ্মীশাকের রস ৪ তোলা, কুড়চূর্ণ ২ মাষা ও মধু ৮ মাষা; অথবা পুরাতন কুশ্মাণ্ডের বীজচূর্ণ ৮ মাষা, কুড়চূর্ণ ২ মাষা ও মধু ৮ মাষা, কিংবা শ্বেতবচচূর্ণ ৮ মাষা, কুড়চূর্ণ ২ মাষা ও মধু ৮ মাষা; শঙ্খপুস্পীর (চোরকাঁচকীর) স্বরস ৮ তোলা, কুড়চূর্ণ ২ মাষা ও মধু ৮ মাষা; এই চারটি যোগ প্রত্যেকে উন্মাদনাশক।

## উন্মাদরোগাধিকার ৯

• দশমূল্যসু সযুতং যুক্তং মাংসরসেন বা। সসিদ্ধার্থকচূর্ণং বা পুরাণং বৈককং ঘৃতম॥

ঘৃত বা মাংসযুষ্মের সহিত দশমূলের কাথ অথবা শ্বেতসর্ষপচূর্ণের সহিত পুরানো ঘৃত কিংবা কেবল পুরানো ঘৃত উন্মাদে হিতকর।

উগ্রগন্ধং পুরাণং স্যাৎ দশবর্ষস্থিত ঘৃতম্। লাক্ষারসনিভং শীতং প্রপূরাণমতঃ পরম্॥ (চরকটীকাকৃতস্ত্রুত্বে কেচিদিমং শ্লোকমনার্যং বদন্তি। কেচিদেকবর্ষাভীতং ঘৃতং পুরাণমিতি ব্রুবতে তস্তান্তরসংবাদাৎ)।

দশবর্ষস্থিত উগ্র গন্ধযুক্ত ঘৃতকে পুরানো এবং দশ বর্ষের অধিক কালস্থিত লাক্ষারসের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট ও শীতবীৰ্য্য ঘৃতকে প্রপূরাণ কহে। (চরক টীকাকার এই বচনকে অনার্য কহেন। কেহ-কেহ বলেন, এক বৎসর অতীত হইলেই ঘৃতকে পুরানো বলা যায়)।

পুরাণমথবা সর্পিঃ পিবেৎ প্রাতরতন্মিতঃ।

প্রত্যহ প্রাতে পুরাতন ঘৃত পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

শ্বেতোন্নত্তস্যোত্তরদিগ্ভূলসিদ্ধান্ত পায়সম্। গুড়াজ্যসংযুতং হস্তি সর্বোন্মাদাস্তু দোষজান্॥ শ্বেতোন্নত্তঃ ধবলধূতুরস্তস্য উত্তরদিশি স্থিতং মূলং প্র ১ ক্ষুদ্র তণ্ডুল প্র ৪ দুগ্ধ শরাব ৪ পায়সং সাধ্যম্। তদনুরূপে গুড়ঘৃতে দত্তা খাদ্যমিতি মহেশ্বরঃ।

শ্বেতধূতুরা বৃক্ষের উত্তরভাগস্থ মূল ১ পল, তণ্ডুল ৪ পল, দুগ্ধ ৪ সের, ইহাতে যথোপযুক্ত গুড় ও ঘৃত দিয়া পায়স পাক করিবে। এই পায়স ভক্ষণ করিলে সর্বপ্রকার উন্মাদ বিনষ্ট হয়। (ধূতুরামূলের পরিমাণ যাহা বলা যাইতেছে, এক্ষণে তাহা ব্যবহার হইতে পারে না, যেহেতু এখনকার মনুষ্যের অগ্নি ও বল নিতান্ত কম, অতএব ধূতুরামূল অতি অল্প মাত্রায় গ্রহণীয়)।

সংভোজ্য পিকমাংসং তং নির্ব্বাতে স্থাপয়েৎ সুখম্। ত্যক্তা স্মৃতিমতিভ্রংশং সংজ্ঞাং লব্ধা প্রবৃধ্যতে॥

উন্মাদরোগীকে কোকিলের মাংস ভোজন করাইয়া নির্ব্বাত স্থানে যথেষ্ট নিদ্রা যাইতে দিবে। ইহাতে স্মৃতিভ্রংশ ও মতিভ্রংশ দূর হইবে এবং রোগী সংজ্ঞালাভ করিয়া জাগরিত হইয়া উঠিবে।

কুশ্মাণ্ডবীজকঙ্কণ মধুনা দিবসত্রয়ম্। পীতোন্মাদং মহাঘোরং ব্যপহায় সুখী ভবেৎ॥

পুরানো কুশ্মাণ্ডের বীজ বাটিয়া মধুর সহিত তিন দিন পান করিলে উন্মাদরোগ নষ্ট হয়।

তর্জ্জনং ত্রাসনং দানং সাস্ত্রনং হর্ষণং তথা। বিস্ময়ো বিস্মৃতেহর্তোন্নয়ন্তি প্রকৃতিং মনঃ॥

তর্জ্জন, ত্রাসোৎপাদন, অভিলষিত বিষয়দান, সাস্ত্রনা, হর্বোৎপাদন ও বিস্ময়জনন এই সকল দ্বারা পীড়ার বিস্মরণহেতু মন প্রকৃতিস্থ হয়।

অপক্কচটকী ক্ষীর-পীতোন্মাদবিনাশিনী। বদ্ধং সার্ষপতৈলাক্তমুত্তানঞ্চাতপে ন্যাসেৎ॥

চটকপক্ষীর কাঁচা মাংস দুগ্ধে বাটিয়া তাহা উন্মাদরোগীকে পান করাইবে। সর্ব্বাঙ্গে সর্ষপ তৈল মাখাইয়া উন্মাদরোগীকে বাঁধিয়া উত্তানভাবে (চিৎ করাইয়া) রৌদ্রে রাখিবে।

সিদ্ধার্থকো হিঙ্গু বচা করঞ্জো দেবদারু চ। মঞ্জিষ্ঠা ত্রিফলা শ্বেতা কটভীড়ক্ কটুত্রয়ম্॥ সমাংশানি প্রিয়ঙ্গুশ্চ শিরীষো রজনীদ্বয়ম্। বস্তুমুত্রৈণ পিষ্টোহ্যমগদঃ পানমঞ্জুনম্॥ নস্যমালেপনশ্চৈব স্নানমুদ্বর্তনং তথা। অপস্মারবিশোন্মাদ-গ্রহালক্ষ্মীপ্রশান্তয়ে। ভূতেভ্যশ্চ ভয়ং হস্তি রাজহ্বরে জ শস্যতে। সর্পিরেতেন সিদ্ধং বা সগোমুত্রং তদর্থক্ৎ॥

শ্বেতসর্ষপ, হিং, বচ, ডহরকরঞ্জ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, শ্বেত অপরাজিতা, লতাফটকীর ছাল,

ত্রিকটু, প্রিয়ঙ্গু, শিরীষবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া উহা পান, অঞ্জন, নস্য, লেপন, স্নান (এতন্মিশ্রিত জলে) ও উদ্বর্তন (ইহা দ্বারা গাত্রমর্দন) রূপে ব্যবহার করিলে অপস্মার ও উন্মাদাদি রোগ প্রশমিত হয়। উক্ত দ্রব্যের কক্ষে ও গোমূত্রে যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে উন্মাদ নিবারিত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণমরিচসিদ্ধুখ-মধুগোপিত্তনির্মিতম্। অঞ্জনং সর্বভূতোখ-মহোন্মাদবিনাশনম্॥

পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব লবণ ও গোরোচনা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মধু দিয়া মাড়িবে। ইহার অঞ্জে সর্বভূতোখিত উন্মাদের শাস্তি হয়।

ত্র্যষণাদ্যা বর্ন্তিঃ

ত্র্যষণং হিঙ্গু লবণং বচা কটুরোহিণী। শিরীষনস্তমালানাং বীজং গৌরশচ সর্ষপাঃ॥ গোমূত্রপিষ্টৈরেভিস্ত  
বর্ন্তিনেত্রাঞ্জে হিতা। হস্ত্যন্মাদমপস্মারং তথা চাতুর্থকং জ্বরম্॥

ত্রিকটু, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ, বচ, কটুকী, শিরীষবীজ ও ডহরকরঞ্জার বীজ এবং শ্বেতসর্ষপ এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া বর্ন্তি প্রস্তুত করিবে। নয়নে এই বর্ন্তির অঞ্জন দিলে উন্মাদ, অপস্মার ও চাতুর্থক জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে।

নিষাদি ধূপঃ

নিষপত্রবচাহিঙ্গু-সপনির্মোক্ষসর্ষপৈঃ। ডাকিন্যাদিহরো ধূপো ভূতোন্মাদবিনাশনঃ॥

নিমপত্র, বচ, হিঙ্গু, সাপের খোলস ও সর্ষপ, ইহাদের ধূপ দ্বারা ডাকিনী প্রভৃতি নিরাকৃত ও ভূতোন্মাদ নিবারিত হয়।

শিরীষপুষ্পং লশুনং শুষ্ঠী সিদ্ধার্থকং বচা। মঞ্জিষ্ঠা রজনী কৃষ্ণা বস্ত্রমূত্রং পেষয়েৎ॥ বটীচ্ছায়াসু শুষ্কা  
বা সা হিতা নাবনাঞ্জে॥

শিরীষকুসুম, লশুন, শুষ্ঠা, শ্বেতসর্ষপ, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও পিঙ্গলী এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণপূর্বক বটিকা করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। উন্মাদরোগীকে ঐ বটীর নস্য ও অঞ্জন দিলে উপকার দর্শে।

কার্পাসাহ্মিযুরপিচ্ছবৃহতীনির্মাল্যপিণ্ডীতকৈত্ত্বগবাংশীবৃদংশবিটুতুষবচাকেশ্যহিনির্মোক্ষকৈঃ। গো-  
শৃঙ্গদিপদন্তুহিঙ্গুমরিচৈস্তুল্যৈস্তু ধূপঃ কৃতঃ স্কন্দোন্মাদপিশাচারাক্ষসসুরাবেশজ্বরয়ঃ স্মৃতঃ॥

কাপাসের বীজ, যমূরপুচ্ছ, বৃহতীফল, শিবনির্মাল্য, মদনফল, বেণার মূল, বংশলোচন, বিড়ালের বিষ্ঠা, তুষ, বচ, চুল, সাপের খোলস, গরুর শৃঙ্গ, হস্তিদন্ত, হিং ও মরিচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ধূপ প্রদান করিলে নানাবিধ ভূতোন্মাদ ও জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দেবর্ষিপত্গঙ্গকৈর্কুম্মস্ত্য চ বুদ্ধিমান্। বর্জ্যেদগ্জনাদীনী তীক্ষ্ণানি ক্রুরমেব চ॥

দেব, ঋষি, গঙ্গকর্ষ ও পিতৃগ্রহগণের আবেশহেতু বিকৃতচিহ্ন ব্যক্তির পক্ষে তীক্ষ্ণ অঞ্জন ও ক্রুরকর্ম নিষিদ্ধ।

ইষ্টদ্রব্যবিনাশাৎ তু মনো যস্যাভিন্যতে। তস্য তৎসদৃশপ্রাপ্ত্যা সাস্বাস্থ্যসৈঃ শমং নয়েৎ॥

কোন প্রিয় দ্রব্যের বিনাশহেতু মনোবিকার উপস্থিত হইলে তৎসদৃশ প্রিয় দ্রব্য প্রাপণ সাস্বনা-  
আশ্বাস প্রদান দ্বারা পীড়ার উপশম চেষ্টা করিবে।

কামশোকভয়ক্রোধ-হর্ষেখ্যাভোভসম্ভবান্। পরস্পরপ্রতিদ্বন্দ্বৈরেব শমং নয়ৎ॥

কাম, শোক, ভয়, ক্রোধ, হর্ষ, ঈর্ষা বা ভোভহেতু উন্মাদরোগ উৎপন্ন হইলে কামাদির প্রতিদ্বন্দ্বীভাব উপস্থিত করিয়া পীড়াশান্তির চেষ্টা করিবে অর্থাৎ কাম-জন্য উন্মাদে শোক এবং ভয়জন্য উন্মাদে ক্রোধজনন দ্বারা রোগের চিকিৎসা করিবে।

সর্পিঃ পানাদিরাগস্তোমহাদিশ্চৈর্যতে বিধিঃ।

আগস্ত্য অর্থাৎ ভূতাবেশাদির জন্য উন্মাদরোগে চৈতসাদি ঘৃতপান এবং মন্ত্রাদি বিধি হিতকর।

পূজাবল্যুপহারশাস্তিবিধয়ো হোমেষ্টিমন্ত্রক্রিয়া দানং স্বস্ত্যয়নং ব্রতানি নিয়মঃ সত্যং জপো মঙ্গলম্।  
প্রায়শ্চিত্তবিধানমজ্ঞানবিধী রত্নৌষধীধারণং ভূতানামনুরূপমিষ্টচরণং গৌরীপতেরচর্চনম্॥

ভূতগ্রহগণের অর্চনা, বলি উপহারাদি শাস্তিকর্ম, হোম, যজ্ঞ, ইষ্টমন্ত্রজপ, দান, স্বস্ত্যয়ন, ব্রতনিয়ম, সত্যকথন, জপ, মঙ্গলাচরণ, প্রায়শ্চিত্তবিধান, অজ্ঞানবিধি ও রত্নৌষধিধারণ এবং রোগী যে-ভূত কর্তৃক পীড়িত হইয়াছে, সেই ভূতের অনুরূপ ইষ্টাচরণ ও শিবপূজা আগস্ত্যক উন্মাদে হিতকর।

যে চ সূর্ভুবি গুহ্যকশ্চ প্রমথাস্তেবাং সমাধনম্। দেবব্রাহ্মণপূজনঞ্চ শময়েদুন্মাদমাগস্তকম্॥

পৃথিবীতে যে-সকল গুহ্যক ও প্রমথগণ বিচরণ করে তাহাদের আরাধনা, দেবতা ও ব্রাহ্মণের অর্চন, এই সমস্ত দ্বারা আগস্ত্যক উন্মাদের প্রশান্তি করিবে।

সারস্বতং চূর্ণম্

কুষ্ঠাশ্বগন্ধে লবণাজমোদে দ্বৈ জীরকে ত্রীণি কটুনি পাঠা। মাঙ্গল্যপুস্পী চ সমান্যমুনি সর্বৈঃ সমানঞ্চ  
বচাং বিচূর্ণ্য ॥ ব্রাহ্মীরসেনাখিলমেব ভাব্যং বারত্রয়ং শুদ্ধমিদং হি চূর্ণম্॥ অক্ষপ্রমাণং মধুনা ঘৃতেন  
লিহ্যন্নরঃ সপ্ত দিনানি চূর্ণম্। সারস্বতমিদং চূর্ণং ব্রহ্মণা নিষ্মিতং পুরা। হিতায় সর্বলোকানাম্ দুঃস্বৈধসাং  
বিচেতসাম্॥ এতস্যাভ্যাসতঃ পুংসাং বুদ্ধিমৈধা ধৃতিঃ স্মৃতিঃ। সম্পত্তি কবিতাশক্তিঃ প্রবর্দ্ধেতোত্ত-  
রোত্তরম্॥

কুড়, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব, যমানী (কেহ-কেহ বলেন বনযমানী), জীরা, কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, আকনাদি এবং শঙ্খপুস্পী প্রত্যেক সমভাগ, সকলের সমান বচচূর্ণ; একত্র করিয়া ব্রাহ্মীশাকের রস দ্বারা তিনবার ভাবনা দিবে। শুদ্ধ হইলে পুনর্ব্বার চূর্ণ করিয়া ২ তোলা পরিমাণে ঘৃত ও মধু-সহ ৭ দিন সেবন করিবে। এই ঔষধ মেধাবিহীন এবং বিকলচিত্ত ব্যক্তির নিমিত্ত পুরাকালে ব্রহ্মা কর্তৃক নিষ্মিত হইয়াছে। ইহাতে বুদ্ধি, মেধা, ধৈর্য্য, স্মৃতি, সম্পত্তি ও কবিত্বশক্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়।

উন্মাদ পপটীরসঃ

কৃষ্ণধূতুরজৈবীজৈঃ পঞ্চভিঃ পপটীরসঃ। সংপ্রযোজ্যো নিহন্তেয উন্মাদং ভূতসম্ভবম্॥

কালধূতুরার ৫টি বীজ ক্ষেতপাপড়ার রসে মর্দন করিয়া সেবন করিলে ভূতোন্মাদ প্রশমিত হয়।

উন্মাদগজাঙ্কুশঃ

ত্রিদিনং কনকদ্রাবৈর্মহারাত্রীরসৈঃ পুনঃ। বিষমুষ্টিদ্রবৈঃ সূতং সমুখাপ্যার্চকক্রিকাম্॥ কৃত্বা তপ্তাং সগন্ধাং  
তাং যুক্ত্য বন্ধনমাচরেৎ। তৎসমং কানকং বীজমব্রকং গন্ধকং বিষম্॥ মর্দয়েৎ ত্রিদিনং সর্বং বপ্নমাত্রং  
প্রযোজয়েৎ। দোষোন্মাদং দ্রুতং হস্তি ভূতোন্মাদং বিশেষতঃ॥

উপযুক্ত পরিমাণে পারদ লইয়া যথাক্রমে ধূতুরার রসে, বামুনহাটীর রসে এবং কুঁচিলার রসে তিন



দিবস মর্দন করিয়া উর্ধ্বপাতন করিবে। পরে তাহা সমভাগ গন্ধকের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাম্রচক্রিকায় স্থাপনপূর্বক পুট দিবে। পশ্চাৎ উহার সহিত সমভাগ ধূতুরাবীজ, অত্র, গন্ধক ও বিষ মিশ্রিত করিয়া জল-সহ তিন দিবস মর্দন করিবে। মাত্রা ২ রতি। উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিলে উন্মাদ ও ভূতোন্মাদ প্রশমিত হয়।

#### উন্মাদগজকেশরী রসঃ

সূতং গন্ধং শিলাতুল্যং স্বর্ণবীজং বিচূর্ণ্য চ। ভাবয়েদুগ্রগন্ধায়াঃ ক্কাথে মুনিদিনৈঃ পৃথক্।। রাস্নাক্কাথেন সপ্তৈব ভাবয়িত্বা বিচূর্ণয়েৎ। রসঃ সঞ্জায়তে নুনম্‌উন্মাদগজকেশরী।। অস্য মাসঃ সসর্পিঙ্কো লীড়ো হস্তি হৃদ্যাদগদম্। উন্মাদখ্যমপস্মারং ভূতোন্মাদমপি জ্বরম্।।

পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা ও ধূতুরাবীজ, সমভাগে লইয়া বচের ক্কাথে ৭ দিন ও রাস্নার ক্কাথে ৭ দিন ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে। ইহা ১ মাষা মাত্রায় ঘৃত-সহ সেবন করিলে উন্মাদ, অপস্মার, ভূতোন্মাদ প্রভৃতি নিরাকৃত হইয়া থাকে।

#### উন্মাদভঞ্জনো রসঃ

ত্রিকটু ত্রিফলা চৈব গজপিপ্পলিকা তথা। বিড়ঙ্গঞ্চ দেবদারু কিরাতং কটুকী তথা।। কণ্টকারী চ যষ্টীন্দ্র-যবং চিত্রকমেব চ। বলা চ পিপ্পলীমূলং মূলঞ্চ বীরণস্য চ।। শোভাজ্ঞনস্য বীজানি ত্রিবৃত্তা চেন্দ্রবাক্ষণী। বঙ্গং রূপ্যমলকঞ্চ প্রবালং সমভাগিকম্।। সর্বচূর্ণসমং লৌহং সলিলেন বিমর্দয়েৎ। উন্মাদমপি ভূতো-ন্মাদং বাতজং তথা।। অপস্মারং তথা কাশ্যং রক্তপিপ্তং সুদারুণম্। নাশয়েদবিকল্লেন রসশ্চোন্মাদ-

ত্রিকটু, ত্রিফলা, গজপিপ্পলী, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিরতা, কটুকী, কণ্টকারী, যষ্টীমধু, ইন্দ্রযব, চিতামূল, বেড়েলামূল, পিপুলমূল, বেণার মূল, সজিনাবীজ, তেউড়ীমূল, রাখালশসার মূল, বঙ্গ, রৌপ্য, অত্র ও প্রবাল প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ; সকলের সমান লৌহচূর্ণ দিয়া জলে মর্দন করত ২ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে সর্বপ্রকার উন্মাদ, অপস্মার, কাশ্য ও সুদারুণ রক্তপিপ্ত রোগ বিনষ্ট হয়।

#### ভূতাক্ষুশো রসঃ

সূতায়ত্তারতাম্রঞ্চ মুক্তা চাপি সমং সমম্। সূতপাদং তথা বজ্রং তালং গন্ধং মনঃশিলা।। তুথং শিলাঞ্জনং শুদ্ধমহিফেনং রসাজ্ঞনম্। পঞ্চানাং লবণানাঞ্চ প্রতিভাগং রসোন্মিতম্।। ভূঙ্গরাজচিত্রাবজ্রী-দুন্ধেনাপি বিমর্দয়েৎ। দিনান্তে পিণ্ডিতং কৃত্বা রুক্ষা গজপুটে পচেৎ।। ভূতাক্ষুশো রসো নাম নিত্যং গুণ্যদ্বয়ং লিহেৎ। আর্দ্রকস্য রসেনাপি ভূতোন্মাদনিবারণঃ।। পিপ্পল্যাভং পিবেচ্চানু দশমূলকষায়কম্। শ্বেদয়েৎ কটুতুণ্ডা চ তীক্ষ্ণং রুক্ষঞ্চ বজ্রয়েৎ।। মাহিষঞ্চ ঘৃতং ক্ষীরং গুর্ভর্মমপি ভোজয়েৎ। অভ্যঙ্গং কটুতৈলেন হিতো ভূতাক্ষুশে রসে।।

পারদ, লৌহ, রূপা, তাম্র ও মুক্তা প্রত্যেক ১ তোলা, হীরা ২ মাষা, হরিতাল, গন্ধক, মনঃশিলা, তুঁতে, শিলাজতু, অহিফেন, রসাজ্ঞন ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ তোলা। এই সকল দ্রব্য ভূঙ্গরাজ, দস্তী ও সীজদুন্ধে মর্দনপূর্বক দিনান্তে পিণ্ডাকার করিয়া যথানিয়মে গজপুটে পাক করিবে। ইহার মাত্রা ২ রতি। অনুপান আদার রস। এই ঔষধ সেবন করাইয়া দশমূলের ক্কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে এবং তিৎলাউয়ের শ্বেদ প্রদান করিবে। তীক্ষ্ণ ও রুক্ষ দ্রব্য বজ্রনীয়। মাহিষঘৃত দুগ্ধ ও গুরুপাক অন্নভোজন এবং গাঙ্গে সর্ষপ তৈল মর্দন করাইবে। ইহা ভূতোন্মাদ নিবারণ করে।

### চতুর্ভুজরসঃ

মৃতসূতস্য ভাগৌ দ্বৌ ভাগৈকং হেমভস্মকম্। শিলা কতুরিকা তালং প্রত্যেকং হেমতুল্যকম্॥ সৰ্ব্বং খন্মতলে ক্ষিপ্ত্বা কন্যায়া মৰ্দয়েদিনম্। এরণ্ডপত্রৈরাবেষ্ট্য ধান্যারশৌ দিনত্রয়ম্॥ সংস্থাপ্য চ তদুদ্ভূতাসৰ্বরোগেষু যোজয়েৎ। এতদ্রসায়নশ্রেষ্ঠং ত্রিফলামধুমৰ্দিতম্॥ তদযথাগ্নিবলং খাদেদ্ বলীপলিতনাশনম্। অপস্মারে জ্বরে কাসে শোষে মন্দানলে ক্ষয়ে॥ হস্তকম্পে শিরঃকম্পে গাত্রকম্পে বিশেষতঃ। বাতপিত্তসমুখাংশ্চ কফজান্ নাশয়েদ্ ধ্রুবম্। চতুর্ভুজরসো নাম মহেশেন প্রকাশিতঃ॥

রসসিন্দূর ২ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, মনঃশিলা ১ ভাগ, মুগনাভি ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ; সমস্ত দ্রব্য ১ দিন ঘৃতকুমারীর রসে মৰ্দন করিয়া একটি গোলক প্রস্তুত করিবে। পরে ঐ গোলকটি ভেরেণ্ডাপত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া ৩ দিন ধান্যারশির মধ্যে রাখিবে; রোগের অবস্থানসারে এক-একটি বটি ত্রিফলাচূর্ণ ও মধুসহ ভক্ষণ করিবে। এই ঔষধ সেবনে উন্মাদরোগ ও বলী-পলিত নাশ হয় এবং অপস্মার, জ্বর, কাস, শোষ, ক্ষয়, মন্দাগ্নি, হস্তকম্প, শিরঃকম্প, গাত্রকম্প এবং বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক সৰ্ব্বপ্রকার রোগও নষ্ট হইয়া থাকে।

### লশুনাদ্যং ঘৃতম্

লশুনস্যাবিনষ্টস্য তুলার্কং নিস্তবীকৃতম্। তদৰ্কং দশমূল্যাস্তু দ্ব্যাটকৌহপাং বিপাচয়েৎ॥ পাদশেষে ঘৃতপ্রস্থং লশুনস্য রসং তথা। কোলমূলকবৃক্ষান্ন-মাতুলুঙ্গার্ককে রসৈঃ॥ দাড়িমাম্বুসুরামস্ত-কাঞ্জিকাস্তৈস্তদৰ্ককৈঃ। সাধয়েৎ ত্রিফলাদারু-লবণব্যোষদীপ্যকৈঃ॥ যমানীচবাহিঙ্গল-বেতসৈশ্চ পলান্নিকৈঃ। সিদ্ধমেতৎ পিবেৎ শূল-গুন্মার্শোজঠরাপহম্॥ ব্রহ্ম পাণ্ডুরায় প্লীহ-যোনিদোষক্রিমিজ্ঞান্। বাতশ্লেষ্মাময়াংশ্চান্যান্য-নুন্মাদাংশ্চাপকরষতি॥

বিণ্ডুদ্র ও খোসাহীন লশুন ৫০ পল, মিলিত দশমূল ২৫ পল, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের। এই কাথ এবং লশুনের রস ৪ সের, বদরীরস, মুলার রস, মহাদার রস, ছোলঙ্গ লেবুর রস, আদার রস, দাড়িমের রস, সুরা, দধির মাত ও কাঁজি ২ সের পরিমিত (কাহারও মতে ৪ সের); এই সকলের প্রত্যেকের রসের সহিত ঘৃত ৪ সের পাক করিবে। কঙ্কার্থ—ত্রিফলা, দেবদারু, সৈন্ধব, ত্রিকটু, বনযমানী, যমানী, চই, হিঙ্গু ও থৈকল প্রত্যেক ৪ তোলা পরিমাণে লইয়া ঘৃতে প্রদান করিবে। এই ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে শূল, গুন্ম, অর্শ, উদরাময়, ব্রহ্ম, পাণ্ডুরোগ, প্লীহা, যোনিদোষ, ক্রিমি, জ্বর ও বিবিধ উন্মাদরোগ বিনষ্ট হয়।

### পানীয়কল্যাণকং ঘৃতম্

বিশালা ত্রিফলা কৌস্তী দেবদার্বেলবালুকম্। স্থিরা নতং হরিদ্রে দ্বৈ শারিবে দ্বৈ প্রিয়ঙ্গুকম্॥ নীলোৎপলৈ-লামঞ্জিষ্ঠা দন্তী দাড়িমকেশরম্। তালীশপত্রং বৃহতী মালত্যাঃ কুসুমং নবম্॥ বিড়ঙ্গং পদ্মীপলী চ কুষ্ঠং চন্দনপদ্মকৌ। অষ্টাবিংশতিভিঃ কষ্টকৈরৈতৈরক্ষসমযিতৈঃ॥ চতুর্ভুজং জলং দত্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। অপস্মারে জ্বরে কাসে শোষে মন্দানলে ক্ষয়ে॥ বাতরক্তে প্রতিশ্যায় তৃতীয়কচতুর্থকে। বম্যর্শোমূত্রকৃচ্ছ্রে চ বিসর্পপৌহতেষু চ। কণ্ডুপাণ্ডুরায়োন্মাদ-বিষমেহগরেষু চ। ভূতাপহতচিহ্নানাং গদাদানামরেতসাম্॥ শস্তং স্ত্রীণাঞ্চ বক্ষ্যানাং বর্ণায়ুর্বেলবর্দ্ধনম্। অলক্ষ্মীপাপরক্ষোয়ং সৰ্বগ্রহনিবারণম্॥ কল্যাণকমিদং সপিঃ শ্রেষ্ঠং পুংসবনেষু চ॥

ঘৃত ৪ সের; কঙ্কার্থ—রাখালশসার মূল, ত্রিফলা, রেণুক, দেবদারু, এলবালক, শালপাণি, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল (নীল সুঁদি), এলাইচ,

মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িমবীজ, নাগকেশর, তালীশপত্র, বৃহতী, মালতীর নবপুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, এই ২৮ খানি দ্রব্যের প্রত্যেকের ২ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ সের। মাত্রা ২ তোলা, ইক্ষুচিনি ও উষধদুগ্ধসহ সেব্য। এই ঘৃত পান করিলে অপস্মার, জ্বর, কাস, শোষ, মন্দাগ্নি, ক্ষয়, বাতরক্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, উন্মাদ ও অন্যান্য অনেক রোগ উপশমিত হয়। ইহা বল, বর্ণ ও আয়ুর্বেদক। এই ঘৃত পুংসবনকালে স্ত্রীলোকদিগকে সেবন করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

#### ক্ষীরকল্যাণকং ঘৃতম্

দ্বিজলন্ত চতুঃক্ষীরং ক্ষীরকল্যাণকম্ভিদম্।।

পানীয়কল্যাণ ও ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত উভয়ই প্রায় একপ্রকার; বিশেষ এই যে ক্ষীরকল্যাণ ঘৃতে ঘৃতের দ্বিগুণ জল এবং চতুর্গুণ দুগ্ধ দিয়া ঘৃত পান করিতে হয়; কঙ্কদ্রব্যসকল উভয়ের একই জানিবে।

#### মহাকল্যাণকং ঘৃতম্

এভ্য এব স্থিরাদীনি জলে পট্টৈকবিংশতিম্। রসে তস্মিন্ পচেৎ সর্পিগুপ্তিক্ষীরং চতুর্গুণম্।। বীরাধিমাষ-  
কাকোলী স্বয়ংগুপ্তর্ষভর্জিভিঃ।। মেদয়া চ সঠৈঃ কষ্টৈস্তুং স্যাৎ কল্যাণকং মহৎ। বৃংহণীয়ং বিশেষেণ  
সন্নিপাতহরং পরম্।।

শালপাণি, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িমবীজ, নাগকেশর, তালীশপত্র, বৃহতী, মালতীর নবপুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ এই সকলের কাথ ৪ সের ও গুপ্তিক্ষীর (অর্থাৎ একবার প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ) ১৬ সেরের সহিত ঘৃত ৪ সের পাক করিবে। কঙ্কদ্রব্য যথা—উত্তমরূপে পেণ্ডিত অথবা কুট্রিত চাকুলে, মাষাণী, মগানী, (কাহারও মতে রাজমাষ ও ক্ষেত্রমাষ), কাকোলী, শূকশিখী, ঋষভক, ঋদ্ধি, মেদা প্রত্যেক এক পল। এই ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে উন্মাদরোগের শান্তি এবং শরীরের মাংসবৃদ্ধি হয়, বিশেষতঃ সন্নিপাত বিনষ্ট হইয়া থাকে।

#### চৈতসঘৃতম্

পঞ্চমূল্যাবকাশ্মর্যৌ রাশ্মিরগুত্রিব্দবলাঃ। মূর্ব্বাশতাবরী চেতি কাথৈর্দ্বিপলিকৈরিমৈঃ।। কল্যাণকস্য  
চাস্তেন তদঘৃতং চৈতসং স্মৃতম্। সর্ব্বচেতৈবিকারাণাং শমনং পরমং মতম্।। ঘৃতপ্রহোহত্র পক্তব্য  
কাতো দ্রোণান্তস্য ঘৃতাৎ। চতুর্গুণেহত্র সম্পাদ্যঃ কঙ্কঃ কল্যাণকৈরিতঃ।।

ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ—গাভারীবিজ্জিত দশমূল, রাস্না, এরগুমূল, তেউড়ীমূল, বেড়োলা, মূর্ব্বামূল ও শতমূলী ইহাদের প্রত্যেকের ২ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কঙ্কার্থ—পানীয়কল্যাণোক্ত ২৮টি দ্রব্যের প্রত্যেক ২ তোলা। জল ১৬ সের। ইহা চিত্তবিকারশান্তির অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

#### হিস্রাদ্যং ঘৃতম্

হিস্রসৌবর্জলব্যোমৈর্দ্বিপলাংশৈর্ঘৃতাঢ়কম্।। চতুর্গুণে গবাং মূত্রে সিদ্ধমন্মাদনাশনম্।। অপস্মারং  
মহাযোরং সুচিরোখং জয়েদ্ ফ্রবম্।।

ঘৃত ১৬ সের। গোমূত্র ৬৪ সের। কঙ্কার্থ—হিস্র, সচললবণ, ত্রিকটু প্রত্যেকের ২ পল। এই ঘৃত পান করিলে উন্মাদ ও উৎকট অপস্মার রোগের শান্তি হয়।

### মহাপৈশাচিকং ঘৃতম্

জটীলা পূতনা কেশী চারটী মৰ্কটী বচা। ত্রায়মাণা জয়া বীরা চোরকঃ কটুরোহিণী। কায়স্থা শূকরী চ্ছত্রা  
সাতিচ্ছত্রা পলঙ্কযা। মহাপুরুষদস্তা চ বয়ঃস্থা নাকুলীদ্বয়ম্। কটুস্তরা বৃশ্চিকালী স্থিরা চৈব চ তৈর্ঘৃতম্।  
সিদ্ধং চাতুর্থকোন্মাদ-গ্রহাপস্মারনাশনম্। মহাপৈশাচিকং নাম ঘৃতমেতদ্ যথামৃতম্। মেধাবুদ্ধিস্মৃতিকরং  
বালানাঞ্চাস্তবর্দ্ধনম্।।

ঘৃত ৪ সের। কঙ্কার্থ—জটামাংসী, হরীতকী, ভূতকেশী, কুস্তাডুলতা ((কেহ-কেহ বলেন বামুনহাটী)  
আলকুশীবীজ, বচ, বলাড়ুমুর, জয়ন্তী, ক্ষীরকাকোলী, চোরকাঁচকী, কটকী, ছোট এলাইচ, বারাহীকন্দ  
(চামার আলু), মৌরি, গুলফা, গুগগুলু, শতমূলী বা অপরাঞ্জিতা, ব্রাহ্মী ((কেহ-কেহ বলেন গুলঞ্চ)  
রাস্না, গন্ধরাস্না, গন্ধভাদুলে (বা লতাফটকী), বিছাটী ও শালপাণি এই সমুদায় মিলিত ১ সের।  
পাকার্থ জল ১৬ সের। ইহা পান করিলে উন্মাদ ও অপস্মারাদি নানা রোগ নষ্ট হয় এবং বুদ্ধি ও  
স্মৃতি প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে। ইহা বালকদিগের অঙ্গবর্দ্ধক।

### শিবায়ুতম্

শিবায়াস্ত সুপূতয়াঃ পঞ্চাশৎ পললাৎ পরম্। পঞ্চ পঞ্চ সমাদায় পঞ্চমূলীযুগাৎ পৃথক্।। কুটয়িত্বা  
চতুঃষষ্টি-শরাবৈরন্তসাৎ পৃথক্। পদ্ম পাদাবশেষেণ তেন ক্লাম্বোদকেন চ।। ক্ষীরস্যান্ধিভিরাজ্যস্য  
শরাবাণাং চতুঃষ্টয়ম্। যষ্টীমধুকমঞ্জিষ্ঠা কুষ্ঠচন্দনপদ্মকৈঃ।। বিভীতকশিবাধাত্রী-ক্রান্তাতগরপাদিকৈঃ।  
বিড়ঙ্গাদাডিমীদেব-দারুদন্তীহরেণুভিঃ।। তালীশকেশরশ্যামা-বিশালাশালপর্ণিভিঃ। প্রিয়ঙ্গুমালতীপুষ্প-  
কাকোলীয়গলোৎপলৈঃ।। হরিদ্রাযগলানস্তা-মেদৈলাহরিবালকৈঃ। সপুশ্ণি পর্ণিকৈরৈতৈঃ কঙ্কৈ-  
রক্ষসমঘ্নিতৈঃ।। সিদ্ধমেতদ্ ঘৃতং যচ্চ তন্মে নিগদতঃ শৃণু। দেবাসুরগ্রহগ্ৰস্তে মানসে রাক্ষসক্ষতে।।  
গন্ধবর্ধযতিতে চৈব পিতৃগ্রহনিপীড়িতে। ভূতৈরপাভিভূতে চ পিশাচেচ্চ পরিপ্লুতে।। ভূজঙ্গমগৃহীতে চ  
তথা জাঙ্গলভক্ষিতে। যক্ষৈরপি পরিক্ষিপ্তে ভয়ৈপ্যদ্বিতে ভৃশম্।। শস্যতে সর্ব্ববাত্তে চ সর্ব্বাপস্মার  
এব চ। শোষে সোরঃক্ষতে কাসে পীনসে চ মহাতয়ে।। মেহে মূত্রগ্রহে চৈব জ্বরে জীর্ণে চ শস্যতে।  
বৃষাৎ পুনর্নবকরং বক্ষ্যান্যামপি পুত্রদম্।। শ্রীবিদ্যাবাসিপাদেন সিদ্ধিং সমুদীরিতম্। শিবায়ুতমিদং নাম্না  
শিবায়োন্মাদিনং সদা।। “শৃগালবর্হিণোঃ পাকে পুমাংসং তত্র দাপয়েৎ। ময়ুরী জম্বুকীচ্ছাগী বীৰ্য্যহীনা  
স্বভাবতঃ।।”

ঘৃত ৪ সের। ক্কার্থ শৃগালের মাংস ৬।০ সের, এবং দশমূল প্রত্যেক পাঁচ-পাঁচ পল অর্থাৎ মিলিত  
৬।০ সের। জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ৮ সের। কঙ্কার্থ—যষ্টীমধু, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, রক্তচন্দন,  
পদ্মকাষ্ঠ, বহেড়া, হরীতকী, আমলা, বৃহতী, তগরপাদুকা, বিড়ঙ্গ, দাড়িমবীজ, দেবদারু, দন্তীমূল,  
রেণক, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, শ্যামালতা, রাখালশসার মূল, শালপাণি, প্রিয়ঙ্গু, মালতীফল, কাকোলী,  
ক্ষীরকাকোলী, নীলোৎপল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, মেদা, এলাইচ, এলবালুক ও চাকুলে  
প্রত্যেকের ২ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে নানাবিধ উন্মাদ, অপস্মার, কাস, শোষ, উরঃক্ষত ও  
অন্যান্য অনেক রোগ উপশমিত হয়। ইহাতে শুক্রবৃদ্ধি হইয়া পুনরায় শরীর নূতন হয়। বক্ষ্যা  
স্ত্রীলোকদিগের ইহা পরম হিতকারী।

“পুরুষজাতীয় শৃগাল ও ময়ুরের মাংস গ্রহণ করিতে হয়, কারণ তাহাদের স্ত্রীজাতি স্বভাবত বীৰ্য্যহীন।  
অতএব এই শিবায়ুতে পুরুষজাতীয় শৃগালের মাংস গ্রহণ করিবে।”

কল্যাণকঞ্চ যুঞ্জীত মহদ্বা চৈতসং ঘৃতম্। তৈলং নারায়ণং বাথ মহানারায়ণং তথা।। ঋতে পিশাচাদন্যেযু  
প্রতিকূলং ন বাচরেৎ। রোগিণং ভিষজং যৎ তে ক্রুদ্ধা হনুন্ম হৌজসঃ।।

## ১৬ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

মহাকল্যাণ ঘৃত বা চৈতস ঘৃত, নারায়ণ তৈল ও মহানারায়ণ তৈল, উন্মাদরোগে প্রয়োগ করিবে।  
পিশাচ ভিন্ন অন্য কোন গ্রহেরই প্রতিকূল আচরণ করিবে না। কারণ তাহারা ক্রুদ্ধ হইলে রোগীকে  
অথবা চিকিৎসককে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

### পথ্যাপথ্যবিধিঃ

#### উন্মাদরোগে পথ্যানি

আশ্বাসনত্রাসনবন্ধনানি ভয়ানি দানানি চ হর্ষণানি। ধূপো দমো বিস্মরণং প্রদেহঃ শিরাব্যধঃ সংশমনঞ্চ  
সেকঃ।। আশ্চর্য্যকর্মাণি চ ধূমপানং ধীধৈর্য্যসত্ত্বাভিনিবেদনানি। অভ্যঞ্জনং স্নাপনমাসনঞ্চ নিদ্রা সুশীতান্য-  
নুলেপনানি। গোধূমমুদগারুণশালয়শ্চ ধারোষদুষ্কং শতধৌতসপিঃ। ঘৃতং নবীনঞ্চ পুরাতনঞ্চ কৃষ্ণামিষং  
ধন্বরসা রসালম্।। পুরাণকুশ্মাণ্ডফলং পটোলং ব্রহ্মীদলং বাস্তকতণ্ডুলীয়ম্। খরাস্থমূত্রং গগনাম্বু পথ্যা  
সুবর্ণচূর্ণানি চ নারিকেলম্। দ্রাক্ষা কপিথং পনসঞ্চ বৈদৈর্বিধেয়মুন্মাদাদেযু পথ্যম্।।

আশ্বাসবাক্য, ত্রাসজনক বাক্য, বন্ধন, ভয়, দান, হর্ষ, ধূপ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, রোগের বিস্মৃতি, প্রলেপন,  
শিরাবেধ, সংশমন ঔষধ, পরিষেচন, বিস্ময়জনক কার্য্য, ধূমপান, বুদ্ধি, ধীরতা, সত্ত্বগুণ, আত্মবর্ণন,  
তৈলমর্দন, স্নান, স্থিরভাবে অবস্থিতি, নিদ্রা, শীতল অনুলেপন, গোধূম, মুগ, রক্তশালি, ধারোষ  
দুষ্ক, শতধৌত ঘৃত, নূতন ঘৃত, পুরাতন ঘৃত, কচ্ছপের মাংস, মরুদেশজাত মুগপক্ষীর মাংসরস,  
শিলারস, পুরানো কুমড়া, পটল, ব্রাহ্মীশাক, বেতোশাক, নটেশাক, গাধার মূত্র, অশ্বমূত্র, বৃষ্টির  
জল, হরীতকী, জারিত স্বর্ণ, নারিকেল, কিসমিস, কয়েতবেল ও কাঠাল এই সমস্ত উন্মাদরোগে  
পথ্য।

#### উন্মাদরোগে অপথ্যানি

মদ্যং বিরুদ্ধাশনমুষ্ণভোজনং নিদ্রাক্ষধাতৃকৃতবেগধারণম্। ব্যায়ামাষাঢ়ফলং কঠিনকং শাকানি  
পত্রপ্রভবানি সর্করশঃ।। তিক্তানি বিষীঞ্চ ভিষক্ সমাদিশেদুন্মাদরোগোপহতেষু গর্হিতম্।।

মদ্য, বিরুদ্ধভোজন, উষ্ণদ্রব্য ভোজন, নিদ্রা, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বেগধারণ, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, পলাশবীজ,  
করলা, পত্রশাক, তিক্তদ্রব্য এবং তেলাকুচা এই সকল উন্মাদরোগে পরিত্যাগ করিবে।

ইত্যয়ুর্বেদ-সংগ্রহে উন্মাদরোগাধিকারঃ।

# অপস্মাররোগাধিকার

## অপস্মার-নিদানম্

চিন্তাশোকাদিভির্দোষাঃ ক্রুদ্ধা হংস্রোতসি স্থিতাঃ। কৃত্বা স্মৃতেৱপঞ্চংসমপস্মারং প্রকুৰ্ব্বতে।। তমঃপ্রবেশঃ  
সংৱত্তো দোষোদেকহতস্মৃতেঃ। অপস্মার ইতি জ্ঞেয়ো গদো ঘোরশচতুর্বিধঃ।। হংকম্পঃ শূন্যতা  
স্বেদো ধ্যানং মূচ্ছা প্রমুঢ়তা। নিদ্রানাশশ্চ তস্মিংশ্চ ভবিষ্যতি ভবত্যথ।। কম্পতে প্রদশেদ দস্তান্  
ফেনোদ্ধামী শ্বসিত্যপি। পরুবারুণকৃষ্ণানি পশ্যেদুপাণি চানিলাং।। পীতফেনাস্রবক্ত্রাঙ্কঃ পীতাস্গুরুপ-  
দর্শকঃ। সতৃষ্ণেগণনলব্যাণ্ড-লোকদর্শী চ পৈত্তিকঃ।। শুক্লফেনাস্রবক্ত্রাঙ্কঃ শীতহৃষ্টাঙ্গজো গুরুঃ।  
পশ্যেচ্ছুকানি রূপাণি শ্লেষ্মিকো মুচ্যতে চিরাৎ।। সর্বৈরেতেঃ সমন্তেষু লিঙ্গেজ্ঞেয়দ্বিদোষজঃ।।

চিন্তাশোকাদি কারণে অতি প্রবুদ্ধ বাতাদি দোষসকল হৃদয়ে অবস্থানপূর্বক স্মৃতিশক্তি নাশ করিয়া  
এই ঘোরতর ব্যাধি উৎপাদন করে, তজ্জন্য ইহার নাম অপস্মার (মৃগীরোগ)। এই ভয়ঙ্কর অপস্মার  
রোগ চারি প্রকার। অন্ধকার দর্শন (জ্ঞানাভাব) ও সংৱত্ত (নেত্রবিকৃতি ও হস্তপদাদি-বিক্ষেপ)  
সকল অপস্মারেরই সাধারণ লক্ষণ। অপস্মার রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে হৃদয়ের কম্পন ও  
শূন্যতা, ঘর্মাগম, অতিচিন্তা, মনোমোহ, ইন্দ্রিয়মোহ ও নিদ্রানাশ, এই সকল পূর্বরূপ প্রকাশিত  
হয়।

অনিলজ্ঞ অপস্মার রোগে রোগী কাঁপে, দন্ত দ্বারা দন্ত দংশন ও ফেন বমন করে, ঘন-ঘন নিশ্বাস  
ফেলিতে থাকে এবং অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ রুক্ষ দেহবিশিষ্ট অবাস্তবিক প্রাণীসকল দর্শন করে।

পৈত্তিক অপস্মারে রোগীর মুখনিঃসৃত ফেন এবং সর্ব্বাঙ্গ বিশেষত মুখ ও চক্ষু পীতবর্ণ হয়। সে  
পীত বা লোহিতবর্ণ অবাস্তবিক রূপ দর্শন করে, সমস্ত বস্তুকেও পীত বা লোহিতবর্ণ দেখে এবং  
তৃষ্ণার্গ ও উষ্ণদেহ হইয়া থাকে। আর তাহার বোধ হয়, যেন সমস্ত জগৎ অনলব্যাণ্ড হইয়াছে।

শ্লেষ্মিক অপস্মারে রোগীর ফেন এবং অঙ্গ বিশেষত মুখ ও চক্ষু শুক্লবর্ণ, গাত্র শীতল গুরু ও রোমাঞ্চিত হয়। সে শুক্লবর্ণ অবাস্তবিক প্রাণীসকল দর্শন করে। বাতজ ও পিত্তজ অপস্মার অপেক্ষা ইহাতে অনেক বিলম্বে চেতনানাভ হইয়া থাকে।

যাহাতে বাতজাদি ত্রিবিধ অপস্মারেরই লক্ষণসকল দৃষ্ট হইবে, তাহাকে ত্রিদোষজ অপস্মার বলিয়া বিবেচনা করিবে।

### অপস্মার চিকিৎসা

বাতিকং বস্তিভিঃ প্রায়ঃ পৈতৃং প্রায়ো বিরেচনৈঃ । শ্লেষ্মিক বমনপ্রায়ৈরপস্মারমুপাচরেৎ ॥

বস্তিপ্রধান ক্রিয়া দ্বারা বাতিক, বিরেচনপ্রধান ঔষধাদি দ্বারা শ্লেষ্মিক অপস্মারের চিকিৎসা করিবে।

মনোহা তাক্ষজিষ্টৈব শকৃৎ পারাবতস্য চ । অঞ্জনং হস্ত্যপস্মারমুন্মাদঞ্চ বিশেষতঃ ॥

মনঃশিলা, রসাজ্ঞন ও পায়রার বিষ্ঠার অঞ্জন দিলে অপস্মার ও উন্মাদ রোগের শান্তি হয়।

যষ্টিহিঙ্গুবচাবক্র-শিরীষলগ্ননাময়ৈঃ । সাজামূত্রৈরপস্মারে সোন্মাদে নাবনাঞ্জনৈঃ ॥

যষ্টিমধু, হিঙ্গু, বচ, তগরপাদুকা, শিরীষফল, রশুন ও কুড় এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার নস্য বা অঞ্জন প্রয়োগ করিলে অপস্মার ও উন্মাদ প্রশমিত হয়।

নিষ্ঠুগ্ভীভববন্দাক-নাবনস্য প্রয়োগতঃ । উপৈতি সহসা নশমপস্মারো মহাগদঃ ॥

নিসিন্দা বৃক্ষোপরি যে-পরগাছা জন্মে, তাহার রসের নস্য লইলে অপস্মার রোগ আশু নিবারিত হয়।

কপিলানাং গবাং মূত্রং নাবনং পরমং হিতম্ । শ্বশুগালবিড়ালানাং সিংহাদীনাঞ্চ শস্যতে ॥

অপস্মার রোগে কপিলা গাভীর মূত্রের নাবন (নস্য) অত্যন্ত হিতকর। কুকুর, শৃগাল, বিড়াল ও সিংহ প্রভৃতির মূত্রও নাবন বিষয়ে প্রশস্ত।

পুষ্যোদ্ধতং শুনঃ পিত্তমপস্মারঘ্নমঞ্জনম্ । তদেব সর্পিষা যুক্তং ধূপনং পরমং শ্রুতম্ ॥

পুষ্যানক্ষত্রে মৃত কুকুরের পিত্ত সংগ্রহ করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে, অথবা ঐ পিত্ত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তাহার ধূপ প্রদান করিলে অপস্মার রোগ বিনষ্ট হয়।

নকুলোল্কমাজ্জার-গৃধ্রকীটাহিকাকজৈঃ । তুণ্ডৈঃ পক্ষৈঃ পুরীষৈশ্চ ধূপনং কারয়েদ্ ভিষক্ ॥

নকুল, পেচক, বিড়াল, গৃধ্র, কীট (পশ্চিমদেশজাত বৃশ্চিক), সর্প ও কাক ইহাদের যথাসম্ভব তুণ্ড (ঠোঁট) পক্ষ ও বিষ্ঠা দ্বারা ধূম প্রদান করিলে অপস্মার নিবৃত্ত হয়।

সিদ্ধার্থশিথুকটঙ্গ-কিনিহীডিঃ প্রলেপনম্ । চতুর্গুণে গবাং মূত্রে তৈলমভাজ্ঞনে হিতম্ ॥

শ্বেতসর্ষপ, সজিনার ছাল, শোনাছাল ও আপাঙ্গমূল ইহাদের প্রলেপ দিলে অপস্মার প্রশমিত হয়। অথবা ঐ সকল দ্রব্য মিলিত ১ সের, সর্ষপতৈল ৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের; যথানিয়মে পাক করিয়া ঐ তৈল মর্দন করিলে অপস্মার নিবারিত হইয়া থাকে।

চূর্ণৈঃ সিদ্ধার্থকাদীনাং ভক্ষিতৈরথবাপি তৈঃ । গোমূত্রপিষ্টৈঃ সর্ব্বাঙ্গ-লেপৈঃ শাম্যত্যপস্মৃতিঃ ॥

শ্বেতসর্ষপাদি চূর্ণ ভক্ষণ করিলে অথবা উহা গোমূত্রে পেষণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে প্রলেপ দিলে অপস্মারের নিবৃত্তি হয়।

অপেতরাক্ষসীকুষ্ঠ-পূতনাকেশীচোরকৈঃ। উৎসাদনং মূত্রপিষ্টের্মূত্রেবাবসেচনম্॥

শ্বেত তুলসী, কুড়, হরীতকী, ভূতকেশী ও চোরকাঁচকী এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া গাত্রে মর্দন করিলে অথবা ছাগমূত্রে বা গোমূত্রে গুলিয়া গাত্রে সেচন করিলে অপস্মারের শান্তি হয়।

জতুকাশকৃতা তদ্বদ দক্ষিণী বস্ত্রলোমভিঃ। অপস্মারহরো লেপো মূত্রসিদ্ধার্থশিগ্রভিঃ।

চামচিকার বিষ্ঠা বা ছাগলোম ভস্ম অথবা ছাগমূত্র-পেষিত শ্বেতসর্ষপ ও সজিনাবীজ দ্বারা সর্বাস্থে প্রলেপ দিলে অপস্মাররোগ প্রশমিত হয়। (চামচিকার বিষ্ঠা এবং ছাগলোমভস্মও ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিতে হয়)।

তৈলেন লশুনং সেব্যং পয়সা চ শতাবরী। ব্রাহ্মীরসশ্চ মধুনা সর্বাপস্মারভেষজম্॥

তৈলের সহিত রশুন, দুধের সহিত শতমূলী ও মধুর সহিত ব্রাহ্মীশাকের রস সেবন করিলে সর্বপ্রকার অপস্মার নিবারিত হয়।

যঃ খাদেৎ ক্ষীরভক্তাশী মাক্ষিকেন বচারজঃ। অপস্মারং মহাঘোরং সুচিরোৎথং জয়েদ্ ধ্রুবম্॥

প্রত্যহ মধুর সহিত বচচূর্ণ সেবন ও দুগ্ধান্ন ভোজন করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন প্রবল অপস্মার প্রশমিত হয়।

কুশ্মাণ্ডকফলোথেন রসেন পরিপেষিতম্। অপস্মারবিনাশায় যষ্ট্যাং স পিবেৎ ত্র্যহম্॥

কুমড়ার রসের সহিত যষ্টিমধু বাটিয়া তিন দিন সেবন করিলে অপস্মারের শান্তি হয়।

মাংসাস্ত্য নাবনাদ্ ধূমাদশনাচ্চ মহাগদঃ। অপস্মারশ্চিরোথোহপি সদ্য এব বিনশ্যতি॥

জটামাংসীর নস্য এবং ধূম গ্রহণ ও উহা ভক্ষণ করিলে চিরসঞ্জাত অপস্মার রোগও বিনষ্ট হয়।

উল্লম্বিতনরগ্রীবা-পাশং দধ্বা কৃতা মসী। শীতাম্বুনা সমং পীতা হস্ত্যপস্মারমুদ্ধতম্॥

উদ্ধবনে মৃত মনুষ্যের গলরজ্জু দধ্ব করিয়া সেই ভস্ম শীতল জল-সহ সেবন করিলে অপস্মার বিনষ্ট হয়।

হৃৎকম্পোহক্ষিরুজা যস্য শ্বেদো হস্তাদিশীততা। দশমূলীজলং তস্য কল্যাণাখ্যং প্রযোজয়েৎ॥<sup>১</sup>

যে-অপস্মার রোগীর হৃৎকম্প, নেত্রপীড়া, ঘর্ম্মোদগম এবং হস্তপদাদি শীতল হয়, তাকে দশমূলীর কাথ কিংবা নিম্নলিখিত কল্যাণচূর্ণ সেবন করিতে দিবে। (পাঠান্তরে দশমূলীর কাথ কিংবা উন্মাদোক্ত কল্যাণঘৃত সেবন করাইবে)।

#### কল্যাণ-চূর্ণম্

পঞ্চকোলং সমরিচং ত্রিফলা বিড়সৈন্ধবম্। কৃষ্ণবিড়ঙ্গপুতীক-যমানীধান্যজীরকম্॥ পীতমুষ্ণাম্বুনা চূর্ণং বাতশ্লেষ্মাময়াপহম্। অপস্মারে তথোন্মাদেহ্প্যশসি গ্রহণীগদে। এতৎ কল্যাণকং চূর্ণং নষ্টস্যাম্লেচ্চ দীপনম্॥

পঞ্চকোল, মরিচ, ত্রিফলা, বিটলবণ, সৈন্ধব, পিপুল, বিড়ঙ্গ, পুতিকরঞ্জ, যমানী, ধনে ও জীরক প্রত্যেক সমভাগ। ইহাদের চূর্ণ (অর্দ্ধ তোলা মাত্রায়) উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মিক



## ২০ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

রোগ, অপস্মার, উন্মাদ, অর্শ ও গ্রহণীরোগ নষ্ট হয়। ইহা অগ্নির দীপক।

কায়স্থান্ শারদান্ মুদান্ মুস্তোশীরযবাংস্তথা। সব্যোযান্ বস্তমূত্রং পিষ্টবা বর্ষিৎ প্রকল্পয়েৎ॥ অপস্মারে তথোন্মাদে সর্পদষ্টে গরাদ্ধিতে। বিষপীতে জলমূতে চৈতাঃ স্যুরমূতোপমাঃ॥

নিসিন্দা, শরৎকালীন মুগ, মুতা, উশীর, যব ও ত্রিকটু এই সকল ছাগমূত্রে বাটিয়া বর্ষি প্রস্তুত করিবে। ইহা দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে অপস্মার ও উন্মাদরোগ নিবারিত হয়। সর্পদষ্ট, দুষীবিষাদিত, বিষপীত বা জলমগ্ন হইয়া মৃতপ্রায় ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই বর্ষি অমৃতের ন্যায় উপকার করে।

### রসপ্রয়োগঃ

রসায়নভৈরবঃ

বচামৃতব্যোমধূকসার-রুদ্রাক্ষসিদ্ধুববাহতানি। ফলং সমদ্রস্য রসোনকঙ্কং ঘ্রাতং হি নাসাপট-মধ্যদেশে॥ অপস্মৃতিশ্লেথ্মরুচ্ছিরোরুক্-প্রলাপতন্দ্রাশ্রমজাড্যামোহান্। সসন্নিপাতং শ্রুতিকাক্ষি-ভঙ্গান্ সপীনসং হস্তি হলীমকঙ্কঃ॥ রসায়নং ভৈরবনামধেয়ং জ্ঞাতং বিচার্য কবিবিটলেন॥

বচ, মিঠাবিষ, ত্রিকটু, মৌলসার, রুদ্রাক্ষফল, সৈন্ধবলবণ, বৃহতীবীজ, সমুদ্রফল ও রশুন এই সকল সমভাগে চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ ফুৎকার দ্বারা নাসাভ্যন্তরে প্রয়োগ করিলে অপস্মার, শ্লেথ্মজ ও বাতজ শিরোরোগ, প্রলাপতন্দ্রা, মোহ এবং সান্নিপাতিক জ্বরে কর্ণ ও নেত্রের কুটিলতা প্রভৃতি দূরীভূত হয়।

সূতভস্মপ্রয়োগঃ

শঙ্খপুষ্পীবচারক্ষী-কুষ্ঠকৈলারসৈঃ সহ। সূতভস্মপ্রয়োগোহয়ং রক্তিকাদয়মানতঃ। সর্বপস্মারনাশায় মহাদেবেন ভাষিতঃ॥

শঙ্খপুষ্পী, বচ, ব্রাহ্মীশাক, কুড় ও এলাইচ, ইহাদের কাথ-সহ রসসিন্দূর ২ রতি পরিমাণে সেবন করিলে সর্বপ্রকার অপস্মার উপশমিত হইয়া থাকে।

ইন্দ্রব্রহ্মবটী

মৃতসূতাভ্রকং তীক্ষ্ণং তারং তাপ্যং বিষং সমম্। পদ্মকেশরসংযুক্তং দিনৈকং মর্দয়েদ্ দ্রবৈঃ॥ মুহাগ্নি-বিজয়েরণ্ড-বচানিপ্পাবশুরণৈঃ। নিষ্ঠুগ্ণ্যশ্চ দ্রবৈর্মর্দ্যঃ তদগোলং পাচয়েৎ পুনঃ॥ কঙ্গুনীসর্ষপোথেন তৈলেন গন্ধসংযুতম্। ততঃ পঙ্কা সমুদ্রুত্যা চণমাত্রা বটীকৃত্য। ইন্দ্রব্রহ্মবটী নাম ভক্ষয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ। দশমূলকষায়ঞ্চ কণাযুক্তং পিবেদনু। অপস্মারং জয়ত্যাশু যথা সূর্য্যোদয়ে তমঃ॥

রসসিন্দূর, অত্র, লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, বিষ ও পদ্মকেশর এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া মনসাসিজ, চিতা, সিদ্ধি, ভেরেণ্ডা, বচ, শিম, ওল ও নিসিন্দা ইহাদের রসে এক-এক দিন ভাবনা দিবে। পরে পুটে পাক করিয়া তৎসহ সমপরিমিত গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত এবং প্রিয়ঙ্গু-তৈল ও সর্ষপতৈল-সহ পাক করিবে। ইহার এক চণকপ্রমাণ বটিকা করিয়া আদার রস-সহ সেবন করিবে। ঔষধ সেবনের পর দশমূলের কাথ পিপুলচূর্ণ-সহ সেবনীয়। ইহা অপস্মার রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বাতকুলাস্তকঃ

মৃগনাভিঃ শিবা নাগ-কেশরং কলিবৃক্ষজম্। পারদং গন্ধকং জাতি-ফলমেলা লবঙ্গকম্। প্রত্যেকং কার্ষিকপেষে ব্লক্ষচূর্ণঞ্চ কারয়েৎ। জলেন মর্দয়িত্বা তু বটীং কুয়াদ্ দ্বিরস্তিকাম্॥ যথাব্যাখ্যনুপানেন

যোজয়েচ্চ চিকিৎসকঃ। অপস্মারে মহারোগে মুচ্ছারোগে চ শস্যতে।। বাতজান্ সৰ্বরোগাংশ্চ  
 হন্যাদচিরসেবনাৎ। নাতঃ পরতরং শ্রেষ্ঠমপস্মারেষু বৰ্ত্ততে। ব্রহ্মণা নিম্নিতঃ পূৰ্ব্বং নাম্না বাতকুলাস্তকঃ।।  
 মৃগনাভি, হরীতকী, নাগকেশর, বহেড়া, পারদ, গন্ধক, জায়ফল, এলাইচ ও লবঙ্গ প্রত্যেক ২  
 তোলা; জলে মর্দন করিয়া ২ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। রোগবিবেচনায় অনুপানের ব্যবস্থা  
 করিয়া এই ঔষধ সেবন করাইলে অপস্মার, মুচ্ছা এবং বাতজ সর্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইবে।  
 অপস্মার রোগে ইহা অতি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

#### ভূতভৈরবঃ

মৃতসূতাভ্রলৌহঞ্চ তালং গন্ধং মনঃশিলা। রসাজ্জনঞ্চ তুল্যাংশং নরমূত্রেণ মর্দয়েৎ।। তং গোলং দ্বিগুণং  
 গন্ধং লৌহপাত্রে ক্ষণং পচেৎ। পঞ্চ গুঞ্জামিতং খাদেদপস্মারহরং পরম্।। হিঙ্গু সৌবর্চলং ব্যোষং  
 নরমূত্রেণ সর্পিষা। কর্ষমাত্রং পিবেচ্চানু রসোহয়ং ভূতভৈরবঃ।।

পারদ, অভ্র, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক, মনঃশিলা, রসাজ্জন এই সকল দ্রব্য সমভাগ। নরমূত্রে মর্দন  
 করিয়া পুনর্ব্বার দ্বিগুণ গন্ধকের সহিত মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎকাল লৌহপাত্রে পাক করিবে। মাত্রা  
 ৫ রতি। ঔষধ সেবনান্তে হিঙ্গু, সচল লবণ ও ত্রিকটু চূর্ণ নরমূত্রে পেষণ করিয়া ঘৃত সহ ২ তোলা  
 মাত্রায় সেব্য। ইহা অপস্মারনাশক।

#### স্বল্পপঞ্চগব্যং ঘৃতম্

গোশকৃদ্রসদধ্যান্-ক্ষীরমূত্রৈঃ সমৈর্ঘৃতম্। সিদ্ধং চাতুর্থকোন্মাদ-গ্রহাপস্মারনাশনম্।।

গব্য ঘৃত ৪ সের, গোময় রস ৪ সের, অল্প গব্য দধি ৪ সের, গব্য দুগ্ধ ৪ সের, গোমূত্র ৪ সের।  
 পাকার্থ জল ১৬ সের। এই ঘৃত এক দিবসের মধ্যে পাক করিয়া লইবে। ইহা পান করিলে উন্মাদ  
 ও গ্রহাপস্মার নিবারিত হয়।

#### বৃহৎ পঞ্চগব্যং ঘৃতম্

দ্বৈ পঞ্চমূলে ত্রিফলাং রজন্যৌ কটজত্বচম্। সপ্তপর্ণমপামার্গং নীলিনীং কটুরোহিণীম্।। শম্পাকং ফলমূলঞ্চ  
 পৌষ্করং সদুরালভম্। দ্বিপলানি জলদ্রোণে পত্রা পাদাবশেষিতে।। ভাগী পাঠা ত্রিকটুকং ত্রিবৃতা নিচুলানি  
 চ। শ্রেয়সীমাঢ়কীং মূৰ্ব্বাং দন্তীং ভূনিম্বচিত্রকৌ।। দ্বৈ শারিবে রোহিষঞ্চ ভূতিকাং মদয়ন্তিকাম্। ক্ষিপেৎ  
 পিষ্টবাঙ্কমাত্রাণি তৈ প্রস্থং সর্পিষুঃ পচেৎ।। গোশকৃদ্রসদধ্যান্-ক্ষীরমূত্রৈশ্চ তৎসমৈঃ। পঞ্চগব্যমিদং  
 খ্যাতে মহৎ তদমৃতোপমম্।। অপস্মারে জ্বরে কাসে শ্বয়থাবুদরে তথা।। গুণ্মার্শঃপাণ্ডুরোগেষু কামলায়াং  
 হলীমকে।। অলক্ষ্মীগ্রহরক্ষোয়ং চাতুর্থকবিনাশনম্।।

কাথার্থ—দশমূল, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়চিছাল, ছাতিমছাল, আপাঙ্গের মূল, নীলবৃক্ষ,  
 কটকী, সৌদাল ফল, ডুমুরমূল, কুড়, দুরালভা প্রত্যেক ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের।  
 কক্ষার্থ—বামুনহাটীর মূল, আকনাদি, ত্রিকটু, তেউড়ীমূল, হিজলবীজ, গজপিপ্পলী, অড়হর ফল,  
 মূৰ্ব্বামূল, দন্তীমূল, চিরতা, চিতামূল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, রোহিষ (গন্ধতৃণবিশেষ), যমানী ও  
 বলমল্লিকা প্রত্যেক ২ তোলা। গব্য ঘৃত ৪ সের, গোময় রস ৪ সের, গোমূত্র ৪ সের, গব্য দুগ্ধ ৪  
 সের, অল্প গব্য দধি ৪ সের; এই ঘৃত পান করিলে অপস্মার, কাস, শোথ, উদর, গুণ্ম, অর্শ ও  
 জ্বরাদি নানা রোগ নষ্ট হয়।

#### মহাচৈতসম্ ঘৃতম্

শগন্ধিবৃৎ তথৈরগ্ণো দশমূলী শতাবরী। রাস্না মাগধিকা শিগ্রঃ ক্কাথ্যং দ্বিপলিকং ভবেৎ।। বিদারী মধুকং

## ২২ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

মেদে দ্বৈ কাকল্যৌ সিতা তথা। এভিঃ খজ্জুরমৃদ্বীকা-ভীরুযুঞ্জাতগোক্ষুরৈঃ। চৈতসস্য ঘৃতস্যাস্কেঃ পক্তব্যং সপিরুত্তমম্। মহাচৈতসসংজ্ঞস্ত সর্বাপস্মারনাশনম্।। গরোম্মাদপ্রতিশ্যায়-তৃতীয়কচতুর্থকান্। পাপালক্ষ্মী জয়েদতং সর্বগ্রহনিবারকম্।। শ্বাসকাসহরশৈব শুক্রার্জববিশোধনম্। ঘৃতমানং কাথবিধিরিহ চৈতসবন্যতঃ।। কঙ্কশ্চৈতসকঙ্কোক্ত-দ্রব্যৈঃ সার্কধঃ পাদিকম্। “নিত্যং যুঞ্জতিকাপ্রাপ্তৌ তালমস্তকমিষ্যতে।।”

ক্বাথার্থ—শণবীজ, তেউড়ীমূল, এরণ্ডমূল, দশমূল, শতমূলী, রান্না, পিপুল, পিপুলমূল, প্রত্যেক ২ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কঙ্ক দ্রব্য যথা—ভূমিকুস্মাণ্ড, যষ্টিমধু, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, চিনি, পিণ্ডখজ্জুর, দ্রাক্ষা, শতমূলী, তালের মাতি, গোক্ষুর এবং স্বল্পচৈতস-ঘৃতোক্ত সমুদয় কঙ্ক, মিলিত ১ সের। ঘৃত ৪ সের। ইহাতে অপস্মার, উন্মাদ, প্রতিশ্যায়, শ্বাস, কাস প্রভৃতি অনেক রোগ উপশমিত হয়। ইহা শুক্র ও আর্জবের বিশোধক। “যুঞ্জাতকের অভাবে তাহার স্থানে তালমাতি গ্রহণ করিবে।”

### কুস্মাণ্ডঘৃতম্

কুস্মাণ্ডগুরসে সর্পিরষ্টাদশগুণে পচেৎ। যষ্ট্যাঙ্ককঙ্কং তৎপানমপস্মারবিনাশনম্।।

ঘৃত ৪ সের, কুস্মাণ্ডরস ৭২ সের। কঙ্কার্থ—যষ্টিমধু ১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত পান করিলে অপস্মার প্রশমিত হয়।

### ব্রাহ্মীঘৃতম্

ব্রাহ্মীরসে বচাকুষ্ঠ-শঙ্খপুষ্পীভিরেব চ। পুরাণং মেধ্যম্ন্মাদ-গ্রহাপস্মারনুদঘৃতম্।।

পুরাতন ঘৃত ৪ সের, ব্রাহ্মীশাকের রস ১৬ সের। কঙ্কার্থ—বচ, কুড় ও চোরপুষ্পী মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত সেবন করিলে উন্মাদ ও গ্রহাপস্মার রোগ বিনষ্ট হয়।

### পলঙ্কষাদ্যাং তৈলম্

পলঙ্কষাবচাপথ্যা-বৃশ্চিকালার্কসর্ষপেঃ। জটীলাপুতনাকেশী-লাঙ্গলীহিঙ্গুচোরকৈঃ।। লগুনাতিবিষাচিত্রা-কুষ্ঠের্বিভূভিষ্ট পক্ষিণাম্। মাংসানিহাং যথালভং বস্তমুদ্রে চতুর্গুণে। সিদ্ধমভ্যঞ্জন্যাং তৈলমপস্মার-বিনাশনম্।।

গুগগুলু, বচ, হরীতকী, বিছাটিমূল, আকন্দমূল, সর্ষপ, জটামাংসী, হরীতকী, ভূতকেশী, হিঙ্গু, চোরকাঁচকী, ঈষলাঙ্গলা, রসুন, আতইচ, দস্তী, কুড়, গুধ প্রভৃতি মাংসানী পক্ষীর বিষ্ঠা এই সমুদায় কঙ্কদ্রব্য মিলিত ১ সের, ছাগমূত্র ১৬ সের, তৈল ৪ সের। এই তৈল মর্দনে অপস্মার নষ্ট হয়।

অভ্যঙ্গে সার্ষপং তৈলং বস্তমুদ্রে চতুর্গুণে। সিদ্ধং স্যাৎ গোশকুমুদ্রেঃ স্নানোৎসাদনমেব চ।।

চতুর্গুণ ছাগমূত্র সিদ্ধ সর্ষপ তৈলমর্দন, গোময় দ্বারা গাত্রমার্জ্জন ও গোমূত্রে স্নান করাইলে অপস্মার রোগ নিবারিত হয়।

### পথ্যাপথ্যবিধিঃ

উন্মাদেষু যদুদ্দিষ্টং পথ্যং নস্যাজ্জনৌষধম্। অপস্মারহপি তং সর্বং প্রযোক্তব্যং ভিষগ্বৈঃ।।

উন্মাদরোগে যে সকল পথ্য, নস্য, অঞ্জন ও ঔষধ উক্ত হইয়াছে, অপস্মার রোগেও সেই সমস্ত প্রয়োগ করিবে।

ইত্যয়ুর্বেদ-সংগ্রহপস্মাররোগাধিকারঃ।

# বাতব্যাধ্যধিকার

## বাতব্যাধি-নিদানম্

রুক্ষশীতাল্পঘর্ম-ব্যবায়িতপ্রজাগরৈঃ। বিষমাদুপচারাচ্চ দোষাসূক্ষ্মবণাদপি।। লঙ্ঘনপ্রবনাত্যধ্ব-  
ব্যায়ামাদিবিচেষ্টিতৈঃ। ধাতুনাং সংক্ষয়চ্চিত্তা-শোকরোগাতিকর্ষণাৎ।। বেগসঙ্কারণাদামাদভিঘাতাদ-  
ভোজনাৎ। মর্ম্মাবাধাদ্ গজেষ্ট্রাশ্ব-শীঘ্রযানাপতংসনাৎ।। দেহে স্রোতাংসি রিক্তানি পূরয়িত্বানিলো বলী।  
করোতি বিবিধান্ ব্যাধীন্ সর্ব্বাঙ্গৈকাসংশ্রয়ান্।। অব্যক্তলক্ষণং তেষাং পূর্ব্বরূপমিতি শ্রুতম্।  
আত্মরূপস্ত যদব্যক্তমপায়ো লঘুতা পুনঃ।।

রুক্ষ শীতল লঘু বা অল্পপরিমিত অন্নভোজন, অতিমৈথুন, অধিক রাত্রিজাগরণ, বিষম উপচার (বস্ত্রাদি পঞ্চকর্ম্মের বিরুদ্ধোপচার অথবা অনিষ্টার্থ শত্রুকৃত যাগাদি কিংবা শীতোষ্ণগদি পরস্পরবিরুদ্ধ বিষয়ের যুগপৎ সেবন ইত্যাদি), অতিশয় বমন বিরেচনাদি, অধিক রক্তস্রাব, সাধ্যাতীত উল্লম্ফন, জলসন্তরণ, পথপর্য্যটন ও ব্যায়ামাদি শারীরিক কর্ম্ম এবং ধাতুক্ষয়, চিন্তা, শোক ও রোগ দ্বারা অতিকর্ষণ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, আমরস দ্বারা মার্গরোধ, আঘাতপ্রাপ্তি, উপবাস, মর্ম্মস্থানে আঘাত এবং গজ উষ্ট্র অশ্ব প্রভৃতি দ্রুত যান হইতে পতন, এই সকল কারণে দৈহিক স্রোতসমূহ রিক্ত অর্থাৎ অনুকূল পদার্থশূন্য হইলে কুপিত বায়ু তাহাদিগকে পূর্ণ করিয়া সার্বাসিক বা ঐকাসিক বিবিধ ব্যাধি উৎপাদন করে।

বাতব্যাধি উৎপন্ন হইলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়, উৎপন্ন হইবার পূর্বেও কেবল সেই সকল লক্ষণই ঈষদ্ব্যক্ত হইয়া থাকে। সেই অনভিব্যক্ত লক্ষণগুলিই বাতব্যাধির পূর্ব্বরূপ। জ্বরাদির ন্যায় ইহার অন্য কোন বিশেষ পূর্ব্বরূপ নাই। আর বাতাদি দোষভেদে স্তম্ভ, সঙ্কোচ, কম্প ও আক্ষেপাদি যে সকল লক্ষণ সম্যক ব্যক্ত হয়, তাহা ও বায়ুর চপলত্বহেতু ঐ সকল লক্ষণের কখনও বা অভাব এবং বায়ু কর্তৃক সর্ব্বদাতুর শোষণ-জন্য দেহের লঘুতা এইগুলি বাতব্যাধির রূপ।

### বাতব্যাধি লক্ষণম্

সন্ধোচঃ পর্বণাং স্তম্ভো ভঙ্গোহস্থানং পর্বণামপি। রোমহর্বঃ প্রলাপচ্চ পাণিপৃষ্ঠশিরোগ্রহঃ।। খঞ্জ্য-  
পাঙ্গুল্যকুঞ্জত্বং শোষোহস্থানামনিদ্রতা। গর্ভশুক্ররজোনাশঃ স্পন্দনং গাত্রসুপ্ততা।। শিরোনাসাঙ্গিজত্রণাং  
গ্রীবায়াশ্চাপি হুণ্ডনম্। ভেদস্তোদোহস্তিরাক্ষেপো মুচ্ছচায়াস এব চ।। এবং বিধানি রূপাণি করোতি  
কুপিতোহনিলঃ। হেতুস্থানবিশেষাচ্চ ভবেদ্রোগবিশেষকৃৎ।।

প্রথম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে বায়ু কুপিত হইয়া সার্বাস্থিক বা ঐকাস্থিক বিবিধ পীড়া উৎপাদন করে, এ স্থলে তাহা লিখিত হইতেছে। পর্বসকলের সন্ধোচ ও স্তম্ভতা, অস্থি ও পর্বসমূহে ভঙ্গবৎ পীড়া, রোমাঞ্চ, প্রলাপ, হস্তে পৃষ্ঠদেশে ও মস্তকে বেদনা, খঞ্জতা, পাঙ্গুতা, কুঞ্জতা, অঙ্গশোষ, নিদ্রাভাব বা অননিদ্রা এবং গর্ভ শুক্র ও রজোনাশ বা গর্ভাদির বিকৃতি, কম্পন, গাত্রসুপ্ততা অর্থাৎ স্পর্শশক্তির লোপ এবং মস্তক নাসিকা চক্ষু জত্র (বক্ষ ও গ্রীবার সন্ধিস্থল) ও গ্রীবার হুণ্ডন অর্থাৎ অস্তঃপ্রবেশ বা বক্রতা (কিন্তু কেহ-কেহ ‘হুণ্ডন’ শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন; যথা শিরোহুণ্ডন—কেশভূমিস্থফটন ও শঙ্খললাটে ভঙ্গবৎ বেদনা; নাসাহুণ্ডন—ঘ্রাণশক্তিলোপ; অক্ষিহুণ্ডন—অক্ষিনাশ; জত্রহুণ্ডন—বক্ষ-উপরোধ; গ্রীবাহুণ্ডন—গ্রীবাস্তম্ভ), দস্ত ওষ্ঠ ও কণ্ঠাদিতে ভঙ্গবৎ বেদনা, সূচীবোধবৎ বেদনা এবং পাদ পার্শ্বদেশ কর্ণ চক্ষু ও বক্ষস্থলে পীড়াবিশেষ, মুহুম্বুহুরাক্ষেপ ও শ্রান্তিবোধ, এবংবিধ বহু বিকার এবং হেতুবিশেষে ও স্থানবিশেষে অন্যান্য বিশেষ বিশেষ রোগ উৎপাদন করে।

### বাতব্যাধি চিকিৎসা

স্বাদম্নলবণৈঃ স্নিগ্ধৈরাহারৈর্বাতরোগিণঃ। অভ্যঙ্গস্নেহবস্ত্যাদ্যৈঃ সর্বান্নেবোপপাদয়েৎ।।

বায়ুরোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে স্বাদু অম্ল ও লবণ রস-সংযুক্ত স্নিগ্ধ আহার, তৈলাদি মর্দন ও স্নেহবস্তিক্রিয়া প্রভৃতি কর্তব্য।

সপিষ্টৈলবসামজ্জ-পানাজ্জনবস্ত্যঃ। স্নেদঃ স্নিগ্ধো নিবাতঞ্চ স্থানং প্রাবরণানি চ।। রসাঃ পয়াংসি  
ভোজ্যানি স্বাদম্নলবণানি চ। বৃংহণং যচ্চ তৎ সর্বং প্রশস্তং বাতরোগিণাম্।।

বাতরোগে ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা পান, অভ্যঙ্গ ও বস্তিক্রিয়া এবং স্নিগ্ধ স্নেদ, নিবাত স্থান, প্রাবরণ, মাংসরস, দুগ্ধ, স্বাদু অম্ল ও লবণরস-সংযুক্ত ভোজন এবং অপরাপর সমস্ত বৃংহণ কার্য্যই প্রশস্ত।

বলায়াঃ পঞ্চমূলস্য দশমূলস্য বা রসে। অজশীর্ষাধ্বজানুপ-ক্রব্যাদপিশিতৈঃ পৃথক্।। সাধ্যিত্বা রসান্  
স্নিগ্ধান্ দধ্যাম্বেয়াষসংস্কৃতান্। ভোজয়েদ্ বাতরোগার্গং তৈর্যক্তলবণৈরনুম্।।

ছাগমস্তক, জলজ মাংস (কুর্ম্ব কর্কট প্রভৃতি), আনুপমাংস (মহিষ বরাহ প্রভৃতি) বা ক্রব্যাদমাংস (মাংসাশী পশুপক্ষীর মাংস) এই চতুর্বিধ মাংসের মধ্যে যে-কোন একপ্রকার মাংস, বেড়েলা কিংবা মহৎ পঞ্চমূল অথবা দশমূলের কাথে পাক করিয়া সেই মাংসরস—ঘৃতাদি স্নেহ, অম্ল দধি ও ত্রিকটু দ্বারা সংস্কৃত এবং প্রচুর লবণ সংযুক্ত করিয়া বাতরোগীকে ভোজন করিতে দিবে।

সর্বান্নগতমেকান্ন-গতঞ্চাপি সমীরণম্। তৈলাবগাহনং হস্তি তোয়বেগমিবাচলঃ।।

জলের বেগ যেমন সম্মুখস্থ পর্বত দ্বারা প্রতিহত হয়, সর্বান্নগত বা একান্নগত কুপিত সমীরণও তদ্রূপ তৈলাবগাহন দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কোলং কুলথাং সুরদাররান্না-মাযাতসীতৈলফলানি কুষ্ঠম্। বচা শতাহ্বা যবচূর্ণমন্নমুষণি বাতাময়িনাং  
প্রদেহঃ।।

কুল, কুলথকলায়, দেবদারু, রান্না, মাষকলায়, মসিনা, তৈলফল (এরগুবীজ, সর্ষপ ও তিল প্রভৃতি)  
কুড়, বচ, গুলফা ও যবচূর্ণ এই সকল দ্রব্য কাঁজিতে বাটিয়া উষ্ম করিয়া প্রলেপ দিলে বাতরোগের  
শান্তি হয়।

আনুপবেশবারোক্ষ-প্রদেহো বাতনাশনঃ। “নিরস্থি পিশিতং পিষ্টং স্নিগ্ধং গুড়ঘৃতান্বিতম্। কৃষ্ণমরিচ-  
সংযুক্তং বেশবার ইতি স্মৃতম্।।”

অনুপ-দেশজাত পশুর মাংসের ঈষদুষঃ বেশবার দ্বারা প্রলেপ দিলে বাতরোগ নষ্ট হয়। অস্থিশূন্য  
মাংস পেষণ ও সিদ্ধ করিয়া তাহার সহিত গুড়, ঘৃত, পিঙ্গলী ও মরিচ মিশ্রিত করিবে। এইরূপ  
মিশ্রিত বস্তুকেই বেশবার কহিয়া থাকে।

কোষ্ঠাদিগতবাত লক্ষণম্

তত্র কোষ্ঠাশ্রিতে দুষ্টে নিগ্রহো মূত্রবর্চসোঃ। ব্রহ্মহৃদ্রোগশূল্মার্শঃ-পার্শ্বশূলঞ্চ মারুতে।।

কুপিত বায়ু আমাশয়াদি কোষ্ঠস্থানকে আশ্রয় করিলে মলমূত্রের অপ্রবর্তন। ব্রহ্মরোগ (কুঁচকিতে  
শোথ), হাংপীড়া, গুল্ম, অর্শ ও পার্শ্বশূল এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

সর্ব্বাঙ্গকুপিতে বাতে গাত্রস্ফুরণভঞ্জনম্। বেদনাভিঃ পরীতশ্চ স্ফুটন্তীবাস্য সঙ্কয়ঃ।।

কপিত বায়ু সর্ব্বাঙ্গ আশ্রয় করিলে গাত্রের স্ফরণ ও ভঙ্গবৎ পীড়া, দেহে দোষব্যাপ্তি ও সন্ধিস্থলসকলে  
স্ফুটনবৎ ব্যথা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

গ্রহো বিণ্মূত্রবাতানাং শূল্যায়ানামাশ্রকরাঃ। জঙ্ঘারিকপাৎপৃষ্ঠ-রোগশোষৌ গুদে স্থিতে।।

কুপিত বায়ু মলাশয়কে আশ্রয় করিলে মল মূত্র ও অধোবায়ুর অপ্রবর্তন, শূল, উদরায়ান, অশ্মরী  
(পাথরীরোগ) শর্করা (প্রস্রাবে চিনি হওয়া) এবং জঙ্ঘা উরু ত্রিক (মেরুদণ্ডের অধঃপ্রান্ত), পদ ও  
পৃষ্ঠদেশে শূল্যাদি পীড়া ও শোষ হইয়া থাকে।

রুক্ পাশ্বেদরহ্মাভেজ্জ্বেষণদ্যাবিসূচিকাঃ। কাসঃ কষ্ঠাস্যশোষশ্চ শ্বাসশ্চামাশয়স্থিতে।।

দুষ্ট বায়ু আমাশয়কে আশ্রয় করিলে পার্শ্বদ্বয় উদর হৃদয় ও নাভিদেশে বেদনা, তৃষণ, উষ্ণার,  
বিসূচিকা, কাস, কষ্ঠ ও মুখশোষ এবং শ্বাস হইয়া থাকে।

পকাশয়হোহস্ত্রকৃজং শূল্যটোপৌ করোতি চ। কৃচ্ছ্রমূত্রপূরীষত্বমানাহং ত্রিকবেদনাম্।।

কুপিত বায়ু পকাশয়কে আশ্রয় করিলে অস্ত্রকৃজন (আঁত ডাকা), উদরে শূল ও আটোপ (সবেদন  
গুড় গুড় ধ্বনি), মলমূত্রের কৃচ্ছ্রতা, আনাহ ও ত্রিকস্থানে বেদনা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

শ্রোত্রাদিষিদ্ধিয়বধং কুর্য্যাদ্ দুষ্টসমীরণঃ।।

কুপিত বায়ু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গত হইলে তত্ত্বৎ ইন্দ্রিয়শক্তির নাশ হয়।

কোষ্ঠাদিগতবাত চিকিৎসা

বিশেষতস্ত কোষ্ঠস্থে বাতে ক্ষারং পিবেন্নরঃ।।

কুপিত বায়ু কোষ্ঠাশ্রিত হইলে যবক্ষার কিংবা গ্রহণীরোগোক্ত দীপনীয় ক্ষার পান করিতে দিবে।

## ২৬ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

সর্বাস্কুপিতেহ্যঙ্গো বস্ত্র্যঃ মানুবাসনাঃ। হেদাভ্যঙ্গাবগাহাশ্চ হৃদ্যঞ্চান্নং ত্বগাশ্রিতে।।

বায়ু সর্বাস্কে কুপিত হইলে তৈলাভ্যঙ্গ ও অনুবাসন-বস্ত্র প্রয়োগ; ত্বগগত হইলে শ্বেদ, অভ্যঙ্গ, অবগাহন ও হৃদ্য অন্ন ব্যবস্থেয়।

বায়ুনা বেষ্ট্যমানে তু গাত্রে স্যাদুপনাহনম্। তৈলং সঙ্কুচিত্তেহ্যঙ্গো মাষসৈন্ধবসাধিতম্।।

কুপিত বায়ু শরীরে ব্যাপ্ত হইলে বাতঘ্ন প্রলেপ এবং শরীরকে সঙ্কুচিত করিলে মাষকলাই ও সৈন্ধব লবণের সহিত সিদ্ধ তৈল মর্দন প্রশস্ত।

গুদপকাশয়স্থে তু কশ্মোদাবর্তনুদ্বিতম্। আমাশয়স্থে শুদ্ধস্য যথাদোষহরী ক্রিয়া।।

দুষ্ট বায়ু গুহ্যদেশ বা পকাশয়গত হইলে উদাবর্তের ন্যায় চিকিৎসা এবং আমাশয়স্থ হইলে বমন-বিরেচনাদি দ্বারা সংশোধন করিয়া যথাদোষ ব্যবস্থা করিবে।

আমাশয়গতে বাতে চ্ছর্দিত্যয় যথাক্রমম্। রুক্ষঃ শ্বেদো লঙ্ঘনঞ্চ কর্তব্যং বহির্দীপনম্। দেয়ঃ ষড়্ধরণো যোগঃ সপ্তরাত্রং সুখাম্বনা।।

বায়ু আমাশয়গত হইলে প্রথমে বমন, তৎপরে রুক্ষশ্বেদ, লঙ্ঘন ও অগ্নিদীপন ঔষধ প্রয়োগ কর্তব্য। এই রোগে ঈষদুষ্য জল-সহ ষড়্ধরণ যোগ ৭ রাত্রি প্রয়োগ করিবে।

পকাশয়গতে বাতে হিতং শ্লেহবিরেচনম্। বস্ত্র্যঃ শোধনীয়াশ্চ প্রাশাশ্চ লবণোত্তরাঃ।।

পকাশয়স্থ বায়ুতে এরণ্ড তৈলাদি দ্বারা বিরেচন, শোধন-বস্ত্র এবং লবণাঢ্য আহার ব্যবস্থেয়।

শ্রোত্রাদিঘ্ননিলে দুষ্টে কার্য্যো বাতহরঃ ক্রমঃ। মেহাভ্যঙ্গাবগাহাশ্চ মর্দনালেপনানি চ।।

দুষ্ট বায়ু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গত হইলে শ্লেহপ্রয়োগ, অভ্যঙ্গ, অবগাহন, মর্দন ও আলেপনাদি বাতহরী ক্রিয়া করিবে।

হৃদি প্রকুপিতে সিদ্ধমংশুমত্যা পয়ো হিতম্। মৎস্যো নাভিপ্রদেশস্থে সিদ্ধো বিল্বশলাটুভিঃ।।

হৃদয়স্থ বায়ু কুপিত হইলে শালপাণির সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ এবং নাভিদেশস্থ বায়ু কুপিত হইলে বেলশুঠের সহিত সিদ্ধ মৎস্য হিতকর।

হৃদয়ানিলনাশায় শুভ্রচীং মরিচাঘ্নিতম্। পিবেৎ প্রাতঃ প্রযত্নেন সুখং তপ্তান্তাসা সহ।। পিবেদুষ্যান্তাসা পিষ্টমশ্বগন্ধাবিভীতকম্। গুড়যজ্ঞং প্রযত্নেন হৃদয়ানিলনাশনম্।। দেবদারুসমায়ুক্তং নাগরং পরিপেষিতম্।।

হৃদবাতবেদনায়ুক্তঃ পীত্বা সুখমবাপুয়াৎ।।

কুপিত বায়ু হৃদয়স্থ হইলে মরিচচূর্ণ-সংযুক্ত গুলঞ্চের চূর্ণ অথবা পুরাতন গুড়-সংযুক্ত শিলাপিষ্ট অশ্বগন্ধা ও বহেড়া কিংবা পরিপেষিত দেবদারু ও শুঠ উষ্য জলের সহিত প্রাতঃকালে পান করিবে, তাহাতে হৃদগত বাতবেদনা দূরীভূত হইবে।

শতৃগতবাতানাং লক্ষণম্

ত্বগুরুক্ষা স্ফুটিতা সপ্তা কৃষ্ণা চ তুদ্যতে। আতন্যতে সরাগা চ পর্বরুক্ষ ত্বগগতেহনিলে।। রুজাস্তীব্রাঃ সসস্তাপা বৈবর্ণ্যং কৃশতাকৃচিঃ। গাত্রে চারুংষি ভুক্তস্য স্তম্ভশ্চাসৃগগতেহনিলে।। গুরুব্রং তুদ্যতেহতার্থং দণ্ডমস্তিহতং যথা। সরুক্রমিতমত্যাং মাংসমেদোগতেহনিলে।। ভেদোহস্থি পর্বণাং সন্ধিশূলং মাংসবলক্ষ্যঃ।। অস্থপ্রঃ সস্ততা রুক্ষ চ মজ্জাস্থিকুপিতেহনিলে।। ক্ষিপ্রং মুঞ্চতি বধ্যতি শুক্রং গর্তমথাপি বা। বিকৃতিং জনয়েচ্চাপি শুক্রস্থঃ কুপিতোহনিলঃ।।

কুপিত বায়ু ত্বগগত হইলে ত্বক রুক্ষ, স্ফুটিত, স্পর্শশক্তিহীন, শীর্ণ, কৃষ্ণ বা ঈষৎ রক্তবর্ণ, সূচীবোধবৎ

বেদনাবিশিষ্ট ও বিস্তীর্ণবৎ হয় এবং পর্বসকলে বেদনা হইয়া থাকে।

কপিত বায়ু রক্তগত হইলে সৰ্ব্বাঙ্গে তীব্র বেদনা, সস্তাপ, বিবর্ণতা, কৃশতা, অরুচি, গাত্রে পিড়িকোৎপত্তি ও ভুক্ত দ্রব্যের স্তব্ধতা, এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

কুপিত বায়ু মাংস ও মেদোগত হইলে অঙ্গসকল অতিশয় গুরু ও বিনাশ্রমে অত্যন্ত শ্রান্ত হয় এবং বোধ হয় যেন সূচী দ্বারা বিদ্ধ বা দণ্ডমুষ্টিাদি দ্বারা আহত হইতেছে।

কুপিত বায়ু মজ্জা বা অস্থিকে আশ্রয় করিলে অস্থি ও পর্বসকলে ভঙ্গবৎ পীড়া, সন্ধিশূল, বলমাংসক্ষয়, অনিদ্রা ও নিরন্তর বেদনা উপস্থিত হয়। কুপিত বায়ু শুক্রগত হইলে শুক্র ও গর্ভকে হয় শীঘ্র মোচন করে, না-হয় দীর্ঘকাল রুদ্ধ করিয়া রাখে, অথবা বিকৃত করিয়া ফেলে।

**ধাতুগতবাতানাং চিকিৎসা**

ত্বগ্‌মাংসাসৃক্ষিরাগ্রাণ্ডে কুর্য্যাচ্চাসৃগ্‌বিমোক্ষণম্।

ত্বক (ত্বগ্‌গত রস), মাংস, রক্ত ও শিরাগত বায়ুতে রক্তমোক্ষণ কর্তব্য।

শীতাঃ প্রদেহো রক্তস্থে বিরেকো রক্তমোক্ষণম্। বিরেকো মাংসমেদস্থে নিরুহাঃ শমনানি চ।।

বায়ু রক্তস্থ হইলে শীতল প্রলেপ, বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ এবং মাংস ও মেদোগত হইলে বিরেচন, নিরুহ এবং শমন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

বাহ্যভ্যন্তরতঃ স্নেহৈরস্থিমজ্জগতং জয়েৎ।।

বায়ু, অস্থি ও মজ্জাগত হইলে বাহ্য ও আভ্যন্তর স্নেহ প্রয়োগ দ্বারা (অভ্যঙ্গ ও পান দ্বারা) তাহার শান্তিবিধান করিবে।

হর্ষোহন্নপানং শুক্রস্থে বলশুক্রকরণং হিতম্। বিবদ্ধমার্গং শুক্রস্তৃ দৃষ্টা দদ্যাদ্ বিরেচনম্। বিরিক্তপ্রতিভক্তস্য পূর্বোক্তাং কারয়েৎ ক্রিয়াম্।।

কুপিত বায়ু শুক্রস্থ হইলে ক্রী প্রভৃতির সহিত আলাপাদি দ্বারা রোগীর হর্ষোৎপাদন এবং বলকর ও শুক্রজনক অন্ন এবং পানীয় ব্যবস্থা করিবে। শুক্রের পথ রোধ হইলে বিরেচক ঔষধ দিবে এবং বিরেচনের পর রোগী ভোজন করিলে পূর্বোক্ত হর্ষোৎপাদনাদি ক্রিয়া করিবে।

গর্ভে শুক্রে তু বাতেন বালানাঞ্চাপি শুশ্যতাম্। সিতামধুককাম্‌হর্যোহিঁতমুত্থাপনে পয়ঃ।।

বায়ু দ্বারা গর্ভ বা শিশু শুক্রে হইতে থাকিলে তাহার পোষণার্থ যষ্টিমধু ও গাভারীফল দুক্কে পাক করিয়া তাহাতে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে দিবে।

**শিরাগতবাত-লক্ষণম্**

কুর্য্যাচ্ছিরাগতঃ শূলং শিরাকৃঞ্চনপূরণম্। স বাহ্যভ্যন্তরায়াম্‌ খল্লীং কৌজ্যামথাপি বা।।

কুপিত বায়ু শিরাগত হইলে শূল, শিরার সন্ধোচ ও পূরণ, বাহ্যায়াম, অন্তরায়াম, খল্লী (খাইল ধরা) ও কুজতা উপস্থিত হয়।

**তস্য চিকিৎসা**

স্নেহাভ্যঙ্গোপনাস্‌চ মর্দনালোপনানি চ। বাতে শিরাগতে কুর্য্যাৎ তথা চাসৃগ্‌বিমোক্ষণম্।।

কুপিত বায়ু শিরাগত হইলে স্নেহাভ্যঙ্গ, উপনাস, মর্দন ও আলোপনাদি ক্রিয়া এবং রক্তমোক্ষণ করিবে।



### স্নায়ুসন্ধিগতবাত লক্ষণম্

সর্বাস্কেকাস্রোগাংশ্চ কুর্য্যাৎ স্নায়ুগতোহনিলঃ। হস্তি সন্ধিগতঃ সন্ধীন্ শূলশোষণৌ করোতি চ।।

কুপিত বায়ু স্নায়ুগত হইলে সার্বাস্থিক ও ঐকাস্থিক রোগসকল আনয়ন করে। উহা সন্ধিগত হইলে সন্ধিনাশ (সন্ধির বিশ্লেষ ও স্তম্ভাদি), শূল ও শোথ উপস্থিত করে।

### স্নায়ুসন্ধিগতবাত চিকিৎসা

স্নেহোপনাহাণিকর্ম-বন্ধনোন্মর্দনানি চ। স্নায়ুসন্ধ্যস্থিসম্ভ্রান্তে কুর্যাদ্ বাতে বিচক্ষণঃ।।

স্নায়ু সন্ধিস্থান ও অস্থিতে বাতাশ্রয় হইলে স্নেহন, প্রলেপন, অগ্নিক্রিয়া, বন্ধন ও মর্দনাদি ক্রিয়া প্রশস্ত।

### হেতুবিশেষণে বাতব্যাধিবিষেষঃ

প্রাণে পিত্তাবৃতে চ্ছর্দিদাহশ্চৈবোপজায়তে। দৌর্বল্যাৎ সদনং তন্মদা বৈরস্যঞ্চ কফাবৃতে।। উদানে পিত্তযুক্তে তু দাহো মুচ্ছা ভ্রমঃ ক্রমঃ। অষেদহর্ষৌ মন্দোহ্মিঃ শীততা চ কফাবৃতে।। স্বেদদাহৌষধ্যমুচ্ছাঃ সূঃ সমানে পিত্তসংবৃতে। কফেন সন্ধে বিগুহ্রে গাত্রহর্ষশ্চ জায়তে।। অপানে পিত্তযুক্তে তু দাহৌষধ্যং রক্তমূত্রতা। অধঃকায়ে গুরুত্বঞ্চ শীততা চ কফাবৃতে।। ব্যানে পিত্তাবৃতে দাহো গাত্রবিক্ষেপণং ক্রমঃ। স্তম্ভনো দণ্ডকশচাপি শূলশোথৌ কফাবৃতে।।

এক্ষণে প্রাণ অপানাদি পঞ্চবায়ু, পিত্ত ও কফ দ্বারা আবৃত হইলে তাহাতে যেরূপ লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহা লিখিত হইতেছে—প্রাণবায়ু পিত্ত দ্বারা আবৃত হইলে বমি ও দাহ; কফাবৃত হইলে দৌর্বল্যা, অবসন্নতা, তন্মদা ও মুখবৈরস্যতা উৎপাদন করে।

উদানবায়ু পিত্তযুক্ত হইলে দাহ, মুচ্ছা, ভ্রম ও ক্লাস্তি, কফাবৃত হইলে ঘর্মাভাব, রোমাঞ্চ, অগ্নিমান্দ্য ও গাত্রের শীতলতা বা শীত উৎপাদন করে।

সমানবায়ু পিত্তসংযুক্ত হইলে স্বেদ, দাহ, গাত্রের উষ্ণতা ও মুচ্ছা; এবং কফসংযুক্ত হইলে মলমূত্ররোধ ও রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়।

অপানবায়ু পিত্তাবৃত হইলে দাহ, দেহের উষ্ণতা ও রক্তপ্রস্রাব এবং কফাবৃত হইলে শরীরের অধোভাগে গুরুত্ব ও শৈত্য উপস্থিত হয়।

ব্যানবায়ু পিত্তাবৃত হইলে দাহ, গাত্রবিক্ষেপ ও ক্লাস্তিবোধ এবং কফাবৃত হইলে শরীরের স্তম্ভতা অথবা দণ্ডবৎ অবস্থান এবং শূল ও শোথ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

### তেষাং চিকিৎসা

বাতে সপিণ্ডে কুর্বন্তি বাতপিত্তহরীঃ ক্রিয়াঃ। সর্কফে তত্র কুর্বন্তি বাতশ্লেষ্মহরীঃ ক্রিয়াঃ।।

পিত্তসংযুক্ত বাতে বাতপিত্তনাশক এবং কফসংযুক্ত বাতে বাতশ্লেষ্মনাশক চিকিৎসা করিবে।

### আক্ষেপকস্য সামান্যলক্ষণম্

যদা তু ধমনীঃ সর্বাঃ কপিতোহভ্যতি মারুতঃ। তদাক্ষিপত্যাশু মুহ্মর্ষদেহং মুহ্মচরঃ। মুহ্মর্ষ-  
শ্চাক্ষেপণাদাক্ষেপক ইতি স্মৃতঃ।।

কুপিত বায়ু যখন উর্ধ্ব অধঃ ও তির্য্যগ্গামিনী ধমনীসকলকে প্রাপ্ত হয়, তখনই আক্ষেপক রোগ উপস্থিত করে, অর্থাৎ বায়ু মুহ্মর্ষ অঙ্গকে ইতস্ততঃ চালিত করিতে থাকে। মুহ্মর্ষ আক্ষেপন হেতু এই রোগকে আক্ষেপক (খিচুনি) কহিয়া থাকে।

### অপতন্ত্রক লক্ষণম্

তুন্দ্রঃ ষৈঃ কোপর্নৈবায়ুঃ স্থানাদূর্দ্ধং প্রপদ্যতে। পীড়য়ন্ হৃদয়ং গহ্বা শিরঃশঙ্খৌ চ পীড়য়ন্।। ধনুর্বর্ম-  
ময়েদ্যাত্রাণ্যাক্ষিপেন্নোহয়েৎ তদা। স কৃচ্ছ্রাদুচ্ছসেচ্চাপি স্তক্কাক্ষোহুথ নিমীলকঃ।। কপোত ইব কুজেচ্চ  
নিঃসজ্জ সোহপতন্ত্রকঃ।।

এই রোগে রুক্ষাদি স্বহেতু-কপিত বায়ু স্বস্থান (পকাশয়) হইতে উর্ধ্বাভিমুখে হৃদয় মস্তক ও শঙ্খদেশে  
যাইয়া তন্ত্বে স্থানকে প্রপীড়িত করত দেহকে ধনুকের ন্যায় নত ও আক্ষিপ্ত করে। এই রোগকে  
অপতন্ত্রক কহে। তাহাতে রোগী মুচ্ছিত, স্তক্কাক্ষ বা নিমীলিতনেত্র ও সংজ্ঞাহীন হয় এবং অতি  
কষ্টে শ্বাস পরিত্যাগ করে ও কপোতের ন্যায় শব্দ করিতে থাকে।

### অপতন্ত্রক চিকিৎসা

অথাপতন্ত্রকেণার্তমাতুরং নাপতর্পয়েৎ। নিরুহবস্তিরবমনং সেবয়েন্ন কদাচন।। শ্বসনাঃ কফবাতাভ্যাং  
রুক্ষান্তস্য বিমোক্ষয়েৎ। তীক্ষ্ণৈঃ প্রথমনৈঃ সংজ্ঞাং তাসু মুক্তাসু বিন্দতি।।

অপতন্ত্রক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির অপতর্পণ, নিরুহবস্তি ও বমনক্রিয়া করিবে না। এই রোগে কফ ও  
বায়ু কর্তৃক শ্বাসপ্রশ্বাসবহা ধমনীসকল রুদ্ধ থাকে, অতএব তীক্ষ্ণ প্রথমন প্রয়োগ করিয়া ঐ সকল  
ধমনী বিমুক্ত করিলে রোগীর সংজ্ঞা লাভ হইবে।

হরীতকী বচা রান্না সৈন্ধবং সাল্লবেতসম্। ঘৃতমাত্রাসমায়ুক্তমপতন্ত্রকনাশনম্।। অল্লবেতসকাতাবাবাচুক্রং  
দাতব্যমীরিতম্।।

হরীতকী, বচ, রান্না, সৈন্ধব লবণ ও অল্লবেতস এই সকল চূর্ণ মিলিত ১ তোলা, ঘৃত ২ তোলার  
সহিত সেবন, অথবা হরীতকী প্রভৃতির কাথে সৈন্ধব লবণ ও ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে  
অপতন্ত্রক বিনষ্ট হয়। অল্লবেতসের অভাবে চূক্র গ্রহণ করিবে।

### মরিচাদি নস্যম্

মরিচং শিগ্রুবীজানি বিড়ঙ্গক ফণিঙ্জকম্। এতানি সৃক্ষচূর্ণানি দদ্যাক্ষীরবিবিরেচনে।।

মরিচ, সজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও ক্ষুদ্রপত্র তুলসী এই সকল চূর্ণের নস্য গ্রহণ করিলে অপতন্ত্রক নষ্ট  
হয়।

মুস্তং কিণ্ডুস্তিলাঃ কুষ্ঠং সুরাহং লবণং নতম্। দধিক্ষীরচতুঃশ্লৈহৈঃ সিদ্ধং স্যাদুপনাহনম্।।

মুতা, কিণ্ডু (সুরাবীজ), তিল, কুড়, দেবদারু, সৈন্ধবলবণ, তগরপাদুকা, দধি, দুগ্ধ ও চতুঃশ্লৈহ (ঘৃত,  
তৈল, বসা ও মজ্জা); এই সমুদায় সিদ্ধ করিয়া বাতরোগে উপনাহ (উষ্ণ পুলটিস) দিবে।

### অপতানক লক্ষণম্

দৃষ্টিং সংস্তভ্য সংজ্ঞাঞ্চ হস্তা কঠেন কৃজতি। হৃদি মুক্তে নরঃ স্বাস্থ্যং যাতি মোহং বৃত্তে পুনঃ।। বায়ুনা  
দারুণং প্রাশ্বরেকৈ তদপতানকম্।।

অপতানক নামে আর একপ্রকার ব্যাধি আছে। তাহাতে দৃষ্টিশক্তিনাশ ও সংজ্ঞালোপ হয় এবং কঠ  
হইতে একপ্রকার অব্যক্ত শব্দ বহির্গত হইতে থাকে। বায়ু যখন হৃদয় হইতে চলিয়া যায়, তখন  
রোগী সুস্থ এবং যখন হৃদয়কে আক্রমণ করে, তখন পুনর্ব্বার মুচ্ছিত হয়। অপতানক রোগ অতীব  
ভয়ঙ্কর।

### দণ্ডাপতানক লক্ষণম্

কফাশ্বিতো ভৃশং বায়ুস্তাস্থেব যদি তিষ্ঠতি। দণ্ডবৎ স্তম্ভয়েদ্ দেহং স তু দণ্ডাপতানকঃ॥

কুপিত বায়ু অত্যন্ত কফযুক্ত হইয়া দেহস্থ ধমনীসকলকে আশ্রয় করিয়া দণ্ডাপতানক নামে আর একপ্রকার ব্যাধি উৎপাদন করে। তাহাতে দেহ দণ্ডের ন্যায় স্তম্ভিত অর্থাৎ আকুঞ্চনাদি-শক্তিরহিত হইয়া থাকে।

### তয়োশ্চিকিৎসা

অথাপতানকেনার্দ্দমশ্রুতাক্ষমবেপনম্। অথটাপাতিনৈধেব ত্বরয়া সমুপাচরেৎ॥

অপতানক রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি শাস্ত্রনয়ন, কম্পিত-দেহ ও শয্যাশায়ী না হয়, তাহা হইলে ত্বরায় তাহার চিকিৎসা করিবে। কালবিলম্বে রোগ অসাধ্য হইয়া থাকে।

অপতানকিনে শস্তং দশমূলীশৃতং জলম্। পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তং জীর্ণে মাংসরসৌদনম্॥

অপতানক রোগীকে ২ তোলা দশমূল (মিলিত) অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ পিপ্পলীচূর্ণ মিশ্রিত করত পান করিতে দিবে। উহা জীর্ণ হইলে মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে।

তৈলেন মর্দনৈধেব তথা তীক্ষ্ণং বিরচনম্। স্রোতোবিশোধনং পশ্চাৎ সর্পিঃ পানং হিতং স্মৃতম্॥

হস্তাভুক্তবতা পীতমল্লং দধাপতানকম্। মরিচেন সমায়ুক্তং স্নেহবস্তিরথাপি বা॥

তৈল মর্দন, তীক্ষ্ণ বিরচন এবং স্রোতোবিশোধক ঘৃত পান অপতানক রোগে হিতকর। ভোজনের পূর্বে শূন্যোদরে মরিচচূর্ণ-সংযুক্ত অল্পদধি পান অথবা স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিলে অপতানক রোগ বিনষ্ট হয়।

### অস্ত্রায়ামবাহ্যায়াময়োর্লক্ষণম্

ধনুস্তল্যাং নমেদ্ যন্তু স ধনুঃস্তম্ভসংস্রকঃ। অঙ্গুলীগুলফজঠর-হৃদক্কাগলসংশ্রিতঃ॥ স্নায়ুপ্রতানমনিলো যদাক্ষিপতি বেগবান্। বিষ্টকাক্ষঃ স্তম্ভহনুর্ভগ্নপার্শ্বঃ কফং বমন্॥ অভ্যন্তরং ধনুরিব যদা নমতি মানবম্। তদাস্যভ্যন্তরায়ামং কুরুতে মারুতো বলী॥ বাহ্যস্নায়ুপ্রতানস্তো বাহ্যায়ামং কুরোতি চ। তমসাধ্যং বুধাঃ প্রাণৈর্দক্ষঃ কট্যাক্রভঞ্জনম্॥ কফপিণ্ডাশ্বিতো বায়ুর্বাযুরেব চ কেবলঃ। কুর্যাদাক্ষেপকস্তন্যং চতুর্থমভিঘাতজম্॥ গর্ভপাতনিমিত্তশ্চ শোণিতাতিস্রবাচ্চ যঃ। অভিঘাতনিমিত্তশ্চ ন সিধ্যত্যপতানকঃ॥

যে-রোগে দেহ ধনুকের ন্যায় নত হয়, তাহাকে ধনুঃস্তম্ভ কহে। ইহা দ্বিবিধ, যথা অস্ত্রায়াম ও বহিরায়াম। অতিকুপিত বায়ু যখন অঙ্গুলি, গুলফ, জঠর, বক্ষস্থল (বাহ্যদ্বয়ের অন্তর্গত স্থান), হৃদয় (বক্ষস্থলের অভ্যন্তরে ২ অঙ্গুলি পরিমিত স্থান) ও গলদেশে অবস্থিত হইয়া স্নায়ুসমূহকে আকর্ষণ করে, তখনই মানব অভ্যন্তরে (ক্রেডে) নত হয়। ইহাকেই অভ্যন্তরায়াম কহে। ইহাতে রোগীর চক্ষুর্দ্বয় স্তম্ভ, হনু (চোয়াল) বদ্ধ, পার্শ্বদ্বয় ভগ্ন ও কফ উদ্দীর্ণ হয়। আর যদি ঐ বায়ু পশ্চাদ্ভাগে বাহ্যস্নায়ুসমূহে অবস্থিতি করিয়া তাহাদিগকে আকর্ষণ করে, তাহা হইলে মানব বহির্ভাগে পৃষ্ঠে নত হয়; ইহাকেই বহিরায়াম কহে। বহিরায়ামে বক্ষ, কটি ও উরুদেশে ভঙ্গবৎ বেদনা হয়। এই রোগ প্রায় অসাধ্য হইয়া থাকে।

কুপিত বায়ু স্বয়ং বা কফ-পিণ্ডাশ্বিত হইয়া অন্য একপ্রকার আক্ষেপ রোগ উৎপাদন করে। (স্বেজজড় তাহাকে দণ্ডাপতানক বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন) তাহাতে কফপিণ্ডের অনুবন্ধ থাকিলে শৈত্য,

শোথ ও গুরুত্বাদি লক্ষণসকলও উপস্থিত হইয়া থাকে। দণ্ডাদির অভিঘাতহেতু বায়ু কুপিত হইয়া আক্ষেপ রোগ আনয়ন করে, তাহাকে অভিঘাতজ আক্ষেপ কহে। আক্ষেপ চারি প্রকার, যথা দণ্ডাপতনক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম এবং অভিঘাতজ। গর্ভপাত, অতিশয় রক্তস্রাব ও অভিঘাত হেতু যে-অপতনক উৎপন্ন হয়, তাহা অসাধ্য।

### তয়োরিচিকিৎসা

বাহ্যায়ামেহস্তরায়ামে বিধেয়াদিতবৎ ক্রিয়া।

অর্দিত রোগের চিকিৎসার ন্যায় বাহ্যায়াম ও অন্তরায়ামের চিকিৎসা করিবে।

বাহ্যায়ামেহস্তরায়ামে ধনুঃস্তম্ভে চ কঙ্ককে। যোজাং প্রসারণীতৈলং তেন তেযাং শমো ভবেৎ।। বাতব্যাদিষ সামান্য যাঃ ক্রিয়াঃ কথিতাঃ পুরা। কর্তব্য এব তাঃ সর্বান্তিলমেতদ্বিশেষতঃ।।

অন্তরায়াম, বাহ্যায়াম, ধনুঃস্তম্ভ ও কুজ্জ রোগে প্রসারণীতৈল প্রয়োগ করিবে। পূর্বে বাতব্যাদির যে সমস্ত সামান্য চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, এই সকল রোগে সেই সমস্ত চিকিৎসা, বিশেষত তৈল প্রয়োগ অত্যন্ত ফলদায়ক।

### পক্ষবধ লক্ষণম্

গৃহীত্বার্দ্ধং তনোর্বায়ুঃ শিরাঃ স্নায়ুর্বিশোষ্য চ। পক্ষমনাতরং হস্তি সন্ধিবন্ধান্ বিমোক্ষয়ন্।। কৃৎস্নাৰ্দ্ধকায়স্তস্য স্যাদকস্মণ্যো বিচেতনঃ। একাঙ্গরোগং তং কেচিদন্যে পক্ষবধং বিদঃ।। সর্বাস্ত্রেরোগস্তদ্বচ্চ সর্বকায়ান্তিতেহনিলে। দাহসস্তাপমূচ্ছাঃ সূর্য্যায়ৌ পিত্তসমম্বিতে।। শৈতশোথগুরুত্বানি তস্মিন্নেব কফান্নিতে। গুদ্রবাতহতং পক্ষং কৃচ্ছ্রসাধ্যতমং বিদুঃ। সাধ্যমন্যেন সংযুক্তমসাধ্যং ক্ষয়হেতুকম্।।

দুষ্ট বায়ু দেহের অর্দ্ধভাগকে আক্রমণ ও তদ্ভাগস্থ শিরা এবং স্নায়ুসকলকে বিশোষণ করিয়া সন্ধিবন্ধ বিশ্লেষপূর্ব্বক বাম বা দক্ষিণ একতর পক্ষকে বিনষ্ট (শক্তিহীন) করে, সুতরাং সেই পক্ষ অকস্মণ্য ও বিচেতনপ্রায় হইয়া থাকে। এই ব্যাধিকে কেহ একাঙ্গরোগ, কেহ পক্ষবধ (পক্ষাঘাত) কহে। আর যদি ঐ দুষ্ট বায়ু সমস্ত শরীরকে আক্রমণ এবং সর্বশরীরস্থ শিরা ও স্নায়ুসকলকে বিশোষণ করিয়া সন্ধিবিশ্লেষপূর্ব্বক সমস্ত শরীরকে অকস্মণ্য ও বিচেতনপ্রায় করে, তাহা হইলে তাহাকে সর্বাস্ত্র রোগ কহিয়া থাকে।

বায়ু পিত্তযুক্ত হইয়া পক্ষাঘাত রোগ উৎপাদন করিলে তাহাতে দাহ, সস্তাপ ও মূচ্ছা; এবং কফযুক্ত হইয়া উহা আনয়ন করিলে তাহাতে শৈত্য, শোথ ও দেহের গুরুতা এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। বায়ু কফপিত্তসংযুক্ত হইয়া যে পক্ষাঘাত উৎপাদন করে তাহা সাধ্য; কিন্তু কেবলমাত্র বাত দ্বারা যে পক্ষাঘাত জন্মে, তাহা অতি কষ্টসাধ্য; আর ধাতুক্ষয়-কুপিত-বায়ুজনিত যে পক্ষাঘাত তাহা অসাধ্য।

### পক্ষবধ চিকিৎসা

পক্ষাঘাতসমাক্রান্তং সূতীক্ষ্ণৈশ্চ বিরচনৈঃ। শোধয়েদ্ বস্তিভিষ্চাপি ব্যাধিরেবং প্রশাম্যতি।।

পক্ষাঘাতপীড়িত রোগীর পক্ষে উগ্র বিরচক ও বস্তিক্রিয়া নিতান্ত হিতকর।

পক্ষাঘাতেহর্দিতৈ চাপি ধনুঃস্তম্ভেহপতন্ত্রকে। অন্যেষাপি চ সংরেকঃ শস্যতে তৈলগাহনম্।।

পক্ষাঘাত, অর্দিত, ধনুঃস্তম্ভ, অপতন্ত্রক এবং অন্যান্য বাতরোগেও বিরচন ক্রিয়া ও তৈলাবগাহন বিশেষ হিতপ্রদ।

### মাষাদি ক্কাথঃ

মাষাঙ্গুগুণ্ডকৈরুণ্ড-বাট্যালকশৃৎ পিবেৎ। হিঙ্গসৈন্ধবসংযজ্ঞং পক্ষাঘাতনিবারণম্।। (হিঙ্গসিদ্ধখে মাষিকে)।

মাষকলাই, আলকুশী, এরওমূল, বেড়োলা, ইহাদের ক্কাথে হিং ও সৈন্ধব প্রত্যেক ১ মাষা মাত্রায় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পক্ষাঘাত নিবারণ হয়।

### গ্রস্থিকাদি তৈলম্

গ্রস্থিকায়িকগাণ্ডগী-রাস্নাসৈন্ধবকঙ্কিতম্। মাষক্কাথশৃৎ তৈলং পক্ষাঘাতং ব্যপোহতি।।

পিপুলমূল, চিতামূল, পিপুল, শুঠ, রাস্না ও সৈন্ধব, ইহাদের কঙ্কে ও মাষকলায়ের ক্কাথে তৈল পাক করিয়া মর্দন করিলে পক্ষাঘাত প্রশমিত হয়।

### মাষাদি তৈলম্

মাষাঙ্গুগুণ্ডতিবিষাকুবক-রাস্নাশতাহালবণৈঃ সুপিষ্টৈঃ। চতুর্গুণৈঃ মাষবলাকষায়ে তৈলং শৃৎ হস্তি হি পক্ষাঘাতম্।। অতিবিষা ইত্যত্র অতিরসেতি বা পাঠঃ। অতিরসা যষ্টিমধু ইতি বৃন্দটীকা।

মাষকলাই, আলকুশী মূল, আতইচ (কেহ কেহ বলেন যষ্টিমধু), এরওমূল, রাস্না, শুলফা ও সৈন্ধবলবণ এই সকল কঙ্ক এবং তৈলের চতুর্গুণ মাষকলাই ও বেড়োলা ক্কাথ ইহাদের সহিত তিলতৈল পাক করিয়া মর্দন করিলে পক্ষাঘাত প্রশমিত হইয়া থাকে।

### অর্দ্রিতস্য সংপ্রাপ্তিপূর্বকলক্ষণম্

উচ্চৈর্ব্যাহরতোহ্যত্যাং খাদতঃ কঠিনানি বা। হসতো জৃম্বতো বাপি ভারাদ্ বিষমশায়িনঃ।। শিরোনাসৌষ্ঠচিবক-ললাটেক্ষণসন্ধিগঃ। অর্দ্রয়তানিলো বক্তৃমর্দিতং জনয়ত্যতঃ।। বক্রীভবতি বক্তৃদ্ধং গ্রীবা চাপ্যবর্ততে। শিরশ্চলতি বাকসঙ্গো নেত্রাদীনাঞ্চ বৈকৃতম্।। গ্রীবাচিবকদন্তানাং তস্মিন্ পার্শ্বে চ বেদনা। যস্যাগ্রজো রোমোহর্ষো বেপথুর্নেত্রমাবিলম্।। বায়ুরুদ্ধং হৃচি স্বাপত্তোদো মন্যাহনুগ্রহঃ। তমর্দিতমিতি প্রাছৈর্ব্যাধিং ব্যাধিবিচক্ষণাঃ।। ক্ষীণস্যানিমিষাক্ষস্য প্রসজ্যাব্যক্তভাষণঃ। ন সিধ্যত্যর্দ্রিতং গাঢ়ং ত্রিবর্ষং বেপনস্য চ। গতে বেগে ভবেৎ স্বাস্থ্যং সর্বেষাক্ষেপকাদিশু।।

নিরন্তর অতি উচ্চৈঃস্বরে বাক্যকথন, কঠিন দ্রব্য চর্বণ, হাস্য, জৃম্বা, ভারবহন ও বিষমভাবে শয়ন, এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া এবং মস্তক নাসিকা গুণ্ড চিবুক ললাট ও নেত্রসন্ধিতে গমন করিয়া মুখকে অর্দ্রিত অর্থাৎ পীড়িত করে, এই জনাই ইহাকে অর্দ্রিতরোগ কহে। এই রোগে মুখের অর্দ্ধভাগ ও গ্রীবা বক্রীভূত হয়, এবং শিরঃকম্প, বাক্যনিরোধ ও নেত্রাদির বৈকৃত্য জন্মে এবং মুখের যে-পার্শ্বে অর্দ্রিত হয়, সেই পার্শ্বের গ্রীবা, চিবুক ও দন্তে বেদনা হইয়া থাকে।

প্রবল রোমাঞ্চ, কম্প, নেত্রের আবিলতা, উদ্ধবাত, স্পর্শনিভিজ্ঞতা, সূচীবেদন ও বেদনা, মন্যাগ্রহ ও হনুগ্রহ এইগুলিও অর্দ্রিত রোগের লক্ষণ। অর্দ্রিতরোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি অতি ক্ষীণ, নিমেষশূন্য ও কঠলগ্ন অব্যক্তভাষী অথবা কম্পমান হয়, কিংবা রোগ যদি গাঢ় অর্থাৎ তিন বৎসরের অধিক দিনের হয়, তাহা হইলে অসাধ্য জানিবে। আক্ষেপকাদি সর্বপ্রকার বাতব্যাধিতে বায়ুর বেগ শান্ত হইলেই রোগী স্বাস্থ্যলাভ করে অর্থাৎ তাহার পীড়ার লাঘব হইয়া থাকে।

### অর্দ্রিত চিকিৎসা

অর্দ্রিতে নাবনং মুক্ষী তৈলং তর্পণমেব চ। নাড়ীষেদোপনাস্চাপ্যানুপপিশিতৈর্হিতাঃ।।

অর্দিতাখ্য বাতব্যাদিতে নস্য, মস্তকে তৈলমর্দন, তর্পণ প্রদান এবং অনূপ-মাংসের (কচ্ছপাদির মাংসের) নাড়ীষেদ ও প্রলেপ ব্যবহৃত। (একটি হাঁড়িতে জল ও অনূপ-দেশোদ্ভব জন্তুর মাংস রাখিয়া হাঁড়ির মুখে একখানি সচ্ছিন্ন শরা চাপা দিবে এবং হাঁড়ির মুখ ও শরার সন্ধিস্থল উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিবে। তদনন্তর ঐ হাঁড়ি চুল্লিতে বসাইয়া নিম্নে জ্বাল দিবে, যখন হাঁড়ি হইতে বাষ্প উঠিয়া শরার ছিদ্র দিয়া বাহির হইবে, তখন একটি নলের একপ্রান্ত ঐ ছিদ্রমধ্যে সম্মিবেশিত করিবে এবং অপর প্রান্ত দিয়া যে-বাষ্প বহির্গত হইবে, তাহা অর্দিত স্থানে লাগাইবে, এইরূপ ষ্বেদ-প্রয়োগের নাম নাড়ীষেদ; নাড়ী অর্থাৎ নল)।

অর্দিতে নবনীতেন খাদেদ্যাম্বেগুরীং নরঃ। ক্ষীরমাংসরসৈর্ভুক্ত্য দশমূলীরসং পিবেৎ।।

অর্দিত রোগে নবনীতের সহিত মাষকলায়ের পিষ্টক ভক্ষণের পর দুগ্ধ এবং মাংসরসের সহিত অন্নভোজন করিয়া দশমূলের কাথ পান করিবে।

রসোনকক্ষং তিলতৈলমিশ্রং খাদেদ্যরো যোহর্দিতরোগযুক্তঃ তস্যর্দিতং নাশয়তীহ শীঘ্রং বৃন্দং ঘনানামিব মাত্রিশ্চ।।

রশুন ছেঁচিয়া তিলতৈলের সহিত ভক্ষণ করিলে বায়ু-প্রতিসারিত মেঘসমূহের ন্যায় অর্দিত রোগ দূরীভূত হয়।

স্নেহাভ্যঙ্গশিরোবস্তি-পাননস্যপরাযণঃ। অর্দিতং স জয়েৎ সর্পিঃ পিবেদৌত্তরভজিকম্।।

স্নেহের অভ্যঙ্গ, শিরোবস্তি, পান, নস্য ও ভোজনান্তে ঘৃত পান এই সমুদায় ক্রিয়া দ্বারা অর্দিত রোগ প্রশমিত হয়।

বলয়া পঞ্চমূল্যা বা ক্ষীরং বাতর্দিতী পিবেৎ। অর্দিতে পিত্তজে শীতান্ স্নেহাশ্চৈব বিনির্দিশেৎ। ঘৃত-বস্তিপ্ৰসেক্ষ ক্ষীরবস্তি তথৈব চ।। জিহ্মীভূতাননো মুকো দাহবান্ যোহর্দিতী ভবেৎ। কুর্য্যাৎ প্রতিক্রিয়াং তস্য বাতপিত্তবিনাশিনীম্।। কফদ্বীং কফজে কুর্য্যাৎ ক্রিয়াং নিরবশেষতঃ। বমনং শোথসংযুক্তে কুর্য্যাদ্ বীক্ষ্য বলং ভিষক্।।

বাতজ অর্দিতে বেড়েলা বা বৃহৎ পঞ্চমূলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ হিতকর। পিত্তজ অর্দিতে শীতল স্নেহপান, ঘৃতবস্তি ও দুগ্ধবস্তি উপকারী। অর্দিত রোগ মুখের বক্রতা, বাক্শক্তিরাহিত্য ও দাহ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত থাকিলে বাতপিত্তনাশক ক্রিয়া কর্তব্য। কফজ অর্দিতে কফদ্ব চিকিৎসা কর্তব্য। শোথসংযুক্ত অর্দিতে রোগীর বলাবল বুঝিয়া বমন করানো যাইতে পারে।

বলামাষাভ্যগুপ্তাশ্চ রোহিষাখ্যং তথা তৃণম্। এরণ্ডমূলমিত্যেযাং ক্কাথো হস্ত্যর্দিতং গদম্।। পক্ষাঘাতং বিম্বচীঞ্চ বিরেকশ্চাত্র শস্যতে।।

বেড়েলা, মাষকলাই, আলকুশীমূল, গন্ধতুণ ও এরণ্ডমূল ইহাদের কাথ পান ও নস্যরূপে ব্যবহার করিলে অর্দিত পক্ষাঘাত ও বিম্বচী রোগ প্রশমিত হয়। ইহাতে বিরেকন প্রশস্ত।

**হনুগ্রহস্য সনিদান লক্ষণম্**

জিহ্বানিলেখনাচ্ছঙ্ক-ভক্ষণাভিঘাততঃ। কপিতো হনমূলস্থঃ সংসয়জ্ঞানিলো হনুঃ।। করোতি বিবৃতাস্যত্মমথবা সংবৃতাস্যতাম্। হনুগ্রহঃ স তেন স্যাৎ কৃষ্ণাচ্ছর্গণভাষণম্।।

জিহ্বা-নির্লেখন (অধিক জিভছোলা), কঠিন দ্রব্য চর্ষণ ও আঘাতপ্রাপ্তি এই সকল কারণে হনু (চোয়াল)-মূলস্থ বায়ু কুপিত হইয়া ঐ হনুকে শিথিল অর্থাৎ অধঃকৃত করে। তাহাতে রোগী বিবৃতমুখ

### ৩৪ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

সংবৃত করিতে (বুজিতে) ও সংবৃত মুখ বিবৃত (হাঁ) করিতে পারে না। ইহাকেই হনুগ্রহ কহে। এই রোগী অতি কষ্টে চর্ষণ করিতে ও কথা কহিতে পারে।

#### হনুগ্রহস্য চিকিৎসা

বাদিতাস্যে হনুং শ্লিমমঙ্গুষ্ঠভ্যাং প্রপীডা চ। প্রদেশিনীভ্যাঞ্চোন্নম্যা চিবুকোন্নমনং হিতম্॥

বাতরোগে মুখ বিবৃত হইলে (হাঁ হইয়া থাকিলে) হনুদেশে স্বেদ প্রদান এভং অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা হনুস্থান (গণ্ডাঙ্গি) চাপিয়া তজ্জনীদ্বয় দ্বারা চিবুক (দাড়ি) উন্নমিত করিয়া মুখ প্রকৃতিস্থ করিবে।

শস্ত্রং সংগময়েৎ স্থানং তথা শ্লিমঞ্চ নাময়েৎ। প্রত্যেকং স্থানদ্বয়াদি-ক্রিয়াং সর্বত্র কারয়েৎ॥

হনু যদি শস্ত্র হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উহাকে স্বস্থানে আনয়ন করিবে; কিংবা যদি স্তর হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বেদ প্রদান করিয়া নোয়াইবে; প্রত্যেক স্থলে স্থানদ্বয়াদির উপযুক্ত ক্রিয়া কর্তব্য।

#### মন্যাস্তস্তস্য নিদানপূর্বকলক্ষণম্

দিবাস্বপ্নাসমস্থান-বিবৃতোদ্ধনিরীক্ষণে। মন্যাস্তস্তং প্রকুরতে স এব শ্রেয়ণাবৃতঃ॥

দিবানিদ্রা, বিষমভাবে গ্রীবাস্থাপন, বিবৃত বা উর্ধ্বনেত্রে নিরীক্ষণ এই সকল কারণে কুপিত বায়ু কফাবৃত হইয়া মন্যা (গ্রীবাদেশস্থ বৃহৎ শিরাদ্বয়)-স্তম্ভ উপস্থিত করে। ইহাতে গ্রীবা ফিরাইতে ঘুরাইতে পারা যায় না।

#### মন্যাস্তস্তস্য চিকিৎসা

পঞ্চমূলীকৃতঃ কাথো দশমূলীকৃতোহথবা। রক্ষঃ স্বেদস্তথা নস্যং মন্যাস্তস্তে প্রশস্যতে॥

মন্যাস্তস্তে বৃহৎ পঞ্চমূল বা দশমূলের কাথ, রক্ষস্বেদ ও নস্য প্রশস্ত।

কুঙ্কটাদ্রবৈরুষ্ণৈঃ সৈন্ধবাজ্যসমষ্টিতৈঃ। গ্রীবাং সংমর্দয়েৎ তেন মন্যাস্তস্তঃ প্রশমাতি॥

কুঙ্কটডিম্বের দ্রবাংশ সৈন্ধব লবণ ও ঘূতের সহিত মিশ্রিত এবং উষ্ম করিয়া তদ্বারা গ্রীবাদেশ মর্দন করিলে মন্যাস্তস্ত প্রশান্ত হয়।

কটুতৈলেনাভাস্তে লিপ্তে কঙ্কেন বাজিগন্ধায়াঃ। শ্যামোদ্ গ্রীবাস্তস্তশূলং মহদপন্যাসম্॥

সর্ষপতৈল মর্দন এবং অশ্বগন্ধার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে গ্রীবাস্তস্ত নিবারিত হয়।

#### জিহ্বাস্তস্ত লক্ষণম্

বাধ্যহীনীশিরাসংস্থো জিহ্বাং স্তম্ভয়েতহ্নিলঃ। জিহ্বাস্তস্তঃ স তেনান্ন-পানবাক্যধনীশতা॥

কুপিত বায়ু বাগ্‌বাহিনী শিরায় অবস্থিত হইয়া জিহ্বাস্তস্ত করে। জিহ্বাস্তস্ত রোগে রোগী পানভোজন ও বাক্যকথনে অক্ষম হয়।

#### জিহ্বাস্তস্ত চিকিৎসা

বাতাদ্ বাগ্‌ধমনীদুষ্টো মেহগণ্ডুষধারণম্॥

বায়ুর প্রকোপে বাগ্‌বাহিনী শিরা বিকৃত হইলে ঘৃত-তৈলাদি মেহপদার্থের গণ্ডুষধারণ কর্তব্য।

#### কুজ লক্ষণম্

হৃদয়ং যদি বা পৃষ্ঠমুন্নতং ক্রমশঃ সরুক্। ক্রুদ্ধো বায়ুর্যদা কুর্য্যাৎ তদা তং কুজমাদিশেৎ॥

কুপিত বায়ু হৃদয় বা পৃষ্ঠদেশকে ক্রমশঃ উন্নত ও বেদনাবিশিষ্ট করিলে তাহাকে কুজরোগ বলে।

### কুজ চিকিৎসা

বাতশ্লেদশমূল্যা চ নবং কুজমুপাচরেৎ। স্নেহেমাংসরসৈর্বপি প্রবৃদ্ধং তং বিবৰ্জয়েৎ॥ নবত্বং কুজস্য যাবদ্ রুজাপূর্বিৰ্কা বৃদ্ধিঃ। ইতি শ্রীকণ্ঠঃ।

অল্পদিনজাত কুজরোগে দশমূল ও অন্যান্য বাতয় ঔষধ এবং স্নেহপ্রয়োগ ও মাংসের ঘূষ হিতকর। এই রোগ হঠাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে অসাধ্য জানিবে।

### শিরাগ্রহ লক্ষণম্

রক্তমাস্ত্রিত্য পবনঃ কুয়াম্মূর্দ্ধধরাঃ শিরাঃ। রক্ষাঃ সবেদনাঃ কৃষ্ণাঃ সোহসাধ্যাঃ স্যাচ্ছিরাগ্রহঃ॥

কুপিত বায়ু রক্তকে আশ্রয়পূর্বক গ্রীবাদেশস্থ শিরোধর যাবতীয় শিরাকে বিকৃত করিয়া শিরাগ্রহ রোগ উপস্থিত করে। ইহাতে ঐ শিরাসকল রক্ষ বেদনায়ুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। (এই শিরাগ্রহ রোগে মস্তকেরও চালনাদি ক্রিয়ারহিত হয় বলিয়া কোন গ্রন্থকার ইহাকে শিরোগ্রহও বলিয়া থাকেন)। এই রোগ স্বভাবতই অসাধ্য।

### শিরাগ্রহস্য চিকিৎসা

শিরাগ্রহে' তু কর্তব্য শিরাগতমরুৎক্রিয়া। দশমূলীকযায়েণ মাতুলুঙ্গরসেন চ। শূতেন তৈলেনাভাঙ্গঃ শিরোবস্তিষ্ঠ যুজ্যতে॥

শিরাগ্রহ বা শিরোগ্রহরোগে শিরাগত বাতনাশক চিকিৎসা কর্তব্য। ইহাতে দশমূলের কাথ ও টাবালেবুর রস দ্বারা সাধিত তৈলমর্দন ও শিরোবস্তি হিতকর।

### গৃধ্রসী লক্ষণম্

ক্ষিৎপূৰ্ব্বা কটিপৃষ্ঠোৰ্জানুজঙ্ঘাপদং ক্রমাৎ। গৃধ্রসী স্তম্ভরুক্তোদৈর্গ্ধহাতি স্পন্দতে মুখঃ। বাতাদ্ বাতকফাৎ তন্দ্রা-গৌরবারোচকান্বিতা॥

গৃধ্রসী নামক বাতব্যাদিতে প্রথমে ক্ষিৎ (প্রোথ-নিতম্ব-পাছা), তদনন্তর যথাক্রমে কটি পৃষ্ঠ উরু জানু জঙ্ঘা ও পাদদেশে স্তম্ভতা, বেদনা ও সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। এই রোগে বাতাদিক্য থাকিলে মুহুমুহুঃ স্পন্দন এবং বাতকফাদিক্য থাকিলে উক্ত বাতলক্ষণ, অধিকস্ত তন্দ্রা, দেহের গুরুতা ও অরুচি হইয়া থাকে।

### গৃধ্রসী চিকিৎসা

তৈলমেরুগুজং বাপি ত্রিফলাকাথসংযুতম্। মাসমেকং পিবেৎ প্রাতঃগৃধ্রসূরগ্রহাপহম্॥

একমাস ব্যাপিয়া প্রত্যহ প্রভাতে ত্রিফলার কাথের সহিত এরণ্ডতৈল পান করিলে গৃধ্রসী ও উরুগ্রহ প্রশমিত হয়।

শেফালিকাদলকাথে মুদগ্নিপরিসাধিতঃ। দুর্বারং গৃধ্রসীরোগং পীতমাত্রঃ সমুদ্বরেৎ॥

মৃদু অগ্নিতে নিসিন্দাপত্রের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে গৃধ্রসীরোগের শান্তি হয়।

এরণ্ডমূলং বিশ্বঞ্চ বৃহতী কটকারিকা। কষায়ো রুচকোপেতঃ পীতবোজ্ঞশবস্তিগম্। গৃধ্রসীজং হরেচ্ছূলং চিরকালানুবন্ধি চ॥



### ৩৬ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

এরওমূল, বেলছাল, বৃহতী ও কণ্টকারী ইহাদের ক্কাথ সচল-লবণের সহিত পান করিলে গৃধ্রসী-  
জন্ম বঞ্জন ও বস্তিদেশের স্থায়ী বেদনা প্রশমিত হয়।

বৃহ্মিষতরোঃ সারো বারিণা পরিপেযিতঃ। পীতঃ প্রণাশয়েৎ ক্ষিপ্ৰমসাধ্যামপি গৃধ্রসীম্॥

বৃহৎ নিম্ববৃক্ষের সার জলে ঘষিয়া সেবন করিলে গৃধ্রসী রোগ বিনষ্ট হয়।

দশমূলী বলা রান্না গুড়চী বিশ্বভেষজম্। পিবেদেরণ্ডতৈলেন গৃধ্রসীখঞ্জপস্নুং॥

দশমূল, বেড়িলা, রান্না, গুলঞ্চ ও শুঠ ইহাদের ক্কাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে গৃধ্রসী,  
খঞ্জ ও পস্নু রোগ বিনষ্ট হয়।

তৈলমেরণ্ডজং বাপি গোমূত্রৈণ পিবেন্নরঃ। মাসমেকং প্রয়োগয়ং গৃধ্রসূকগ্রহাপহঃ॥

এরণ্ডতৈল গোমূত্রের সহিত এক মাস পর্য্যন্ত সেবন করিলে গৃধ্রসী ও উরুগ্রহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গোমূত্রৈরণ্ডতৈলাভাং কৃষ্ণ পীতা সূচুর্ণিতা। দীর্ঘকালোথিতাং হস্তি গৃধ্রসীং কফবাতজাম্॥

গোমূত্র ও এরণ্ডতৈল মিলিত ৪ তোলা, ৪ মাষা পরিমিত পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে  
কফবাত জন্য গৃধ্রসী বিনষ্ট হয়।

অশ্মাতি যো নরঃ সিদ্ধামেরণ্ডতৈলসাধিতাম্। বার্তাকুং গৃধ্রসীক্ষীণং পূর্ব্বমাপ্নোত্যসৌ গতিম্॥

এরণ্ডতৈলের সহিত সিদ্ধ বার্তাকু সেবন করিলে গৃধ্রসীপীড়িত ব্যক্তি রোগমুক্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায়  
স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

পিষ্টৈরণ্ডফলং ক্ষীরে সবিষ্ণং বা ফলং রুবোঃ। পায়সং ভক্ষিতং সিদ্ধং গৃধ্রসীকটিশূলনুং॥

দুগ্ধে কিঞ্চিৎ তণ্ডুল ও ত্রগ্রহিত শিলাপেযিত ২ তোলা এরণ্ডবীজ অথবা ১ তোলা এরণ্ডবীজ ও  
১ তোলা শুঠ দিয়া পায়স প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে গৃধ্রসী ও কটিশূল নিবারিত হয়।

রান্নাস্যন্ত পলৈকেকং কর্ণান্ পঞ্চ চ গুণ্ডলোঃ। সর্পিষা গুড়িকাং কৃৎস্না খাদেদ্ বা গৃধ্রসীহরাম্॥

রান্না ৮ তোলা, গুণ্ডুল ১০ তোলা মর্দন করিয়া ঘৃত সংযোগে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ বটিকা  
সেবন করিলে গৃধ্রসী রোগ বিনষ্ট হয়। (অনুপান गरम जल, मात्रा ১ তোলা।)

গৃধ্রসার্ক্যং নরং সম্যক্ পাচনাদ্যৌর্ব্বিশোধিতম্। জ্বাত্বা নরং প্রদীপ্তায়িৎ বস্তিভিঃ সমুপাচরেৎ॥

গৃধ্রসার্ক্য ব্যক্তিকে পাচন ও বমনাদি দ্বারা শুদ্ধ করিয়া যখন দেখিবে তাহার অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়াছে,  
তখন বস্তিপ্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

নাদৌ বস্তিবিধিং কুর্য্যাদ্ যাবদুজ্জং ন শুধ্যতি। স্নেহো নিরর্থকন্তস্য ভস্মন্যেবাহুতির্থথা॥

গৃধ্রসীরোগে প্রথমে উর্ধ্ব অর্থাৎ পকাশয়ের উপরিস্থ আমাশয় যে-পর্য্যন্ত বমন-বিরেচন দ্বারা  
বিশোধিত না হয়, সে পর্য্যন্ত বস্তিপ্রয়োগ করিবে না। আমাশয় শোধিত না হইলে স্নেহ-বস্তি প্রদান,  
ভস্মে আহুতি প্রদানের ন্যায় বিফল হয়।

গৃধ্রসার্ক্যস্য জজ্ঞায়াঃ স্নেহস্বেদে কৃতে ভূশম্। পদ্ম্যাং নিম্মদ্বিতয়াশ্চ সূক্ষ্মমার্গেণ গৃধ্রসীম্॥ অবতা-  
র্যাস্থুলৌ সম্যক্ কনিষ্ঠায়াং শনৈঃ শনৈঃ। জ্বাত্বা সমুন্নতং গ্রহিৎ কণ্ডুরায়াং ব্যবহিতম্॥ তৎ শস্ত্রেণ  
বিদার্য্যাস্ত প্রবলাকুরসম্ভিতম্। সমুদ্রুত্যাগিনা দক্ষরা লিম্পেদ যন্ত্যাহুচন্দনৈঃ॥ বিধোজ্জিরামিস্তবস্তেরথস্তা-  
চতুরঙ্গুলে। যদি নোপশমং গচ্ছেদ্ দহেৎ পাদকনিষ্ঠিকাম্॥

গৃধ্রসী-পীড়িত ব্যক্তির জঙ্জায় প্রথমত স্নেহ ও শ্বেদ প্রদান করিয়া পরে পাদ দ্বারা জঙ্জা মর্দন করিবে এবং হস্ত দ্বারা গৃধ্রসীকে সূক্ষ্মমার্গ অবলম্বন করাইয়া ক্রমে ক্রমে কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে আনিবে। তাহাতে সেই গৃধ্রসী তত্রস্থ কণ্ডুরায় প্রবালাকুর-সদৃশ উন্নত গ্রন্থির আকারে অবস্থিতি করিবে। তখন উহা শস্ত্র দ্বারা উদ্ধৃত ও অগ্নিতে দক্ষ করিয়া তাহাতে যষ্টিমধু ও চন্দনের প্রলেপ দিবে। তৎপরে ইন্দ্রবস্তির অধোভাগে ৪ অঙ্গুলি নিম্নে শিরাবিন্ধ করিবে। ইহাতেও যদি রোগের শান্তি না হয়, তাহা হইলে কনিষ্ঠাঙ্গুলি দক্ষ করিবে।

তৈলং ঘৃতং বার্ককমাতুলুঙ্গ্যো রসং সচুক্রং সগুড়ং পিবেদ্ বা । কট্যুরপৃষ্ঠত্রিকবস্তিশূল-গৃধ্রসূদাবর্জহরঃ

আদা, টাবালেবুর রস, চুক্র এবং গুড় সমভাগে লইয়া তৈল কিংবা ঘৃত-সহ সেবন করিলে কটী উরু পৃষ্ঠ ত্রিক ও বস্তিগত শূল, গৃধ্রসী ও উদাবর্জ রোগ বিনষ্ট হয়।

### বিশ্বচী লক্ষণম্

তলং প্রতাপুলীনাং বা কণ্ডুরা বাহুপৃষ্ঠতঃ । বাহোঃ কৰ্ম্মক্ষয়করী বিশ্বচী চেতি সোচ্যতে ॥

বাহুর পশ্চাদভাগ হইতে যে সকল কণ্ডুরা (মহতী শিরা) অঙ্গুলিতল পর্য্যন্ত আসিয়াছে, তাহাদ্বিগুণে দূষিত করিয়া কুপিত বায়ু বাহুকে অকৰ্ম্মণ্য অর্থাৎ আকুঞ্চন-প্রসারণাদি ক্রিয়ারহিত করে। ইহাকেই বিশ্বচীরোগ কহে। ইহা কখনও এক বাহুতে, কখনও বা বাহুদ্বয়েই হইয়া থাকে।

### অববাহুক লক্ষণম্

অংসদেশস্থিতো বায়ুঃ শোষয়েদং সবন্ধনম্ । শিরাস্চাকুঞ্চ্য তত্রস্থো জনয়েদববাহুকম্ ॥

অংস অর্থাৎ স্কন্ধদেশস্থিত কুপিত বায়ু, স্কন্ধের বন্ধনস্বরূপ শ্লেষ্মাকে শুষ্ক করিয়া অংসশোষ রোগ উপস্থিত করে; ইহা বাতজ। আর ঐ স্কন্ধস্থিত বায়ু যদি শিরাসকলকে আকুঞ্চিত করে, তাহা হইলে অববাহুক রোগ উৎপন্ন হয়; এই রোগ কফবাতজ।

### তয়োশ্চিকিৎসা

দশমূলীবলামাষ-ক্কাথং তৈলাজ্যমিশ্রিতম্ । সাযং ভুঙ্ক্য পিবেন্নস্যং বিশ্বচ্যামববাহুকে ॥

বিশ্বচী ও অববাহুক রোগে দশমূল, বেড়েলা ও মাষকলাই ইহাদের ক্কাথে তৈল ও ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া সাযং ভোজনানন্তর উহা নাসিকা দ্বারা পান করিবে।

মূলং বলায়ান্ত্বথ পারিভদ্রং তথাঞ্চগুপ্তাস্বরসং পিবেদ্বা । যুক্তীত যো মাষরসেন<sup>১</sup> নস্যং ভবেদসৌ বজ্রসমানবাহুঃ ॥

বেড়েলার মূল, পালিধা মাদারের মূল অথবা আলকুশীর স্বরস বা ক্কাথ নাসিকা দ্বারা পান করিলে কিংবা মাষকলায়ের (পাঠান্তরে মাংসরসের ক্কাথে) তৈল ও সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহার নস্য লইলে অববাহুক রোগ নষ্ট হয়।

বাহুশীর্ষগতে নস্যং পানশ্চৌত্তরভক্তিকম্ । বস্তিকৰ্ম্ম ত্বধো নাভেঃ শস্যতে চাবপীড়কঃ ॥

কুপিত বায়ু বাহু ও শীর্ষগত হইলে নস্য ও ভোজনের পর ঘৃতাতি স্নেহপান এবং বায়ু নাভির অধোদেশগত হইলে বস্তিকৰ্ম্ম ও নস্য হিতকর।

## ৩৮ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

বাহ্যশোষে পিবেৎ সর্পিভূজং কল্যাণকং মহৎ ।।

বাহ্যশোষে ভোজনের পর মহাকল্যাণক ঘৃত পান করিবে ।

### ক্লেষ্টুকশীর্ষ্য লক্ষণম্

বাতশোণিজঃ শোথো জানুমধ্যে মহাকজঃ । জেয়ঃ ক্লেষ্টুকশীর্ষ্যস্ত স্থূলঃ ক্লেষ্টুকশীর্ষ্যবৎ ।।

কুপিত বায়ু ও দুষ্ট রক্ত মিলিত হইয়া জানুমধ্যে অতি বেদনাদায়ক শোথ উৎপাদন করে । এই শোথ ক্লেষ্টুকের শীর্ষের ন্যায় অর্থাৎ শৃঙ্গালের মস্তকসদৃশ হয় বলিয়া ইহাকে ক্লেষ্টুকশীর্ষ্য বলে ।

### ক্লেষ্টুকশীর্ষ্য চিকিৎসা

গুগ্গলু ক্লেষ্টুকশীর্ষ্যে তু গুডুচীত্রিফলাস্তসা । ক্ষীরশৈরগুতৈলং বা পিবেদ বা বৃদ্ধদারকম্ ।। রসৈস্তিতিরি-  
মাংসস্য পীতৈগুগ্গলুসংযুতৈঃ । বাতরক্তক্রিয়াভিচ্ জয়েজ্জম্বুকমস্তকম্ ।।

গুলঞ্চ, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়ার এক পোয়া ক্বাথের সহিত (এরওক্বাথে বা ত্রিফলাক্বাথে যথাবিধি শোধিত ও এরগুতৈল দ্বারা মর্দিত ) গুগ্গলু ২ তোলা, অথবা অর্দ্ধ পোয়া গব্য দুধের সহিত ৪ তোলা এরগুতৈল, কিংবা অর্দ্ধসের গব্য দুধের সহিত বৃদ্ধদারকচূর্ণ পান করিলে ক্লেষ্টুকশীর্ষ্য রোগ প্রশমিত হয় । তিতিরি পক্ষীর মাংসরসের সহিত গুগ্গলু সেবন করিলেও ক্লেষ্টুকশীর্ষ্য রোগ নিবারিত হয় । এই রোগের চিকিৎসা বাতরক্তরোগের চিকিৎসার ন্যায় করিবে ।

### খঞ্জস্য পঙ্গোশ্চ লক্ষণম্

বায়ুঃ কট্যাশ্রিতঃ সক্ষমঃ কণ্ডুরামাক্ষিপেদ যদা । খঞ্জস্তদা ভবেজ্জন্তুঃ পঙ্গুঃ সক্ষোদ্যোর্বধাৎ ।।

কট্যাশ্রিত কুপিত বায়ু যখন এক পায়ের উর্ধ্ব জঙ্ঘার কণ্ডুরাকে (মহতী শিরাকে) আর্কষণ করিয়া রাখে, তখন মনুষ্য খঞ্জ (খোঁড়া) আর যখন দুইটি জঙ্ঘারই কণ্ডুরাকে আক্ষিপ্ত করে, তখন পঙ্গু হইয়া থাকে ।

### তয়োশ্চিকিৎসা

উপাচরেদভিনবং খঞ্জং পঙ্গুমথাপি বা । বিরেকাস্থাপনশ্বেদ-গুগ্গলুস্নেহবস্তিভিঃ ।।

বিরেচন, নিরুহবস্তি, শ্বেদ, গুগ্গলু ও স্নেহবস্তি প্রয়োগ দ্বারা অভিনব খঞ্জ এবং পঙ্গু রোগীর চিকিৎসা করিবে ।

### কলায়খঞ্জস্য লক্ষণম্

প্রকামনং বেপতে যন্ত খঞ্জেনিব চ গচ্ছতি । কলায়খঞ্জং তং বিদ্যাম্মুক্তসন্ধিপ্রবন্ধনম্ ।।

যে-ব্যক্তি গমন আরম্ভ করিবার সময় কাঁপিয়া-কাঁপিয়া, পরে খঞ্জের ন্যায় গমন করে, তাহাকে কলায়খঞ্জ কহে । এই রোগে সন্ধিস্থলসকল শিথিল হইয়া থাকে ।

### কলায়খঞ্জস্য চিকিৎসা

ক্রমঃ কলায়খঞ্জস্য খঞ্জপশ্চৈবরিব স্মৃতঃ । বিশেষাৎ স্নেহনং কৰ্ম্ম কার্যমত্র বিচক্ষণৈঃ ।।

কলায়খঞ্জের চিকিৎসা, খঞ্জ ও পঙ্গু-চিকিৎসার ন্যায় করিবে । ইহাতে স্নেহনকার্য বিশেষরূপে করণীয় ।

### বাতকণ্টক লক্ষণম্

• রূক্ষ পাদে বিষমন্যস্তে শ্রমাদ্ বা জায়তে যদা । বাতেন গুল্ফমাস্রিত্য তমার্হবাতকণ্টকম্ ।।

উচ্চাবচ স্থানে পাদন্যাস নিবন্ধন বা অধিক শ্রমহেতু কুপিত বায়ু গুল্ফদেশে বেদনা জন্মাইয়া থাকে, তাহাকেই বাতকণ্টক (খুড়কাবাত) কহে।

#### তস্য চিকিৎসা

রক্তাবসেচনং কুর্যাদভীক্ষ্যং বাতকণ্টকে । পিবেদেরগুতৈলং বা দহেৎ সূচীভিরেব চ ॥

বাতকণ্টক রোগে পুনঃপুনঃ রক্তমোক্ষণ, এরগুতৈল পান অথবা অগ্নিসস্তপ্ত সূচী দ্বারা দাহ ব্যবস্থেয়।

#### পাদদাহ লক্ষণম্

পাদয়োঃ কুরুতে দাহং পিত্তাস্কসহিতোহনিলঃ । বিশেষতশ্চংক্রমতঃ পাদদাহং তমাদিশেৎ ॥

পিত্ত ও রক্তসংযুক্ত কুপিত বায়ু পাদদাহ রোগ উপস্থিত করে। নিয়ত ভ্রমণকারী ব্যক্তিরই পাদদাহ প্রবলতর হইয়া থাকে।

#### পাদদাহ চিকিৎসা

বাতরক্তক্রমং কুর্য্যাৎ পাদদাহে বিশেষতঃ । মসূরবিদলৈঃ পিষ্টৈঃ শূতশীতেন বারিণা ॥ চরণৌ লেপয়েৎ সম্যক্ পাদদাহপ্রশান্তয়ে । নবনীতেন সংলিপ্তৌ বহুনা পরিতাপিতৌ । মুচ্যেতে চরণৌ ক্ষিপ্তং পরিতাপাৎ সুদারুণাৎ ॥

পাদদাহ রোগের চিকিৎসা বাতরক্তের চিকিৎসার ন্যায় করিবে। শূতশীতল জলে মসূরকলাই বাটিয়া তদ্বারা পাদদ্বয়ে প্রলেপ দিবে। ইহাতে পাদদাহ প্রশমিত হয়। অথবা পাদদ্বয়ে নবনীত মাখাইয়া অগ্নির তাপ দিলে উগ্র পাদদাহ শীঘ্র প্রশমিত হয়।

#### পাদহর্ষ-লক্ষণম্

হৃদয়োতে চরণৌ যস্য ভবেতাঞ্চাপি সুপ্তকৌ । পাদহর্ষঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কফবাতপ্রকোপতঃ ॥

বাতশ্লেষ্মার প্রকোপহেতু পাদহর্ষ রোগ জন্মিয়া থাকে। ইহাতে পাদদ্বয়ে স্পর্শশক্তিহীন ও রোমাঞ্চপ্রায় অর্থাৎ ঝিনিঝিনিবৎ বেদনাবিশিষ্ট হয়, ইহাকেই পাদহর্ষ কহে। কিন্তু সচরাচর যে-ঝিনিঝিনি বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা পাদহর্ষ অধিক কাল স্থায়ী।

#### পাদহর্ষ চিকিৎসা

পাদহর্ষে তু কর্তব্যঃ কফবাতহরো বিধিঃ ॥

পাদহর্ষরোগে কফবাতনাশক চিকিৎসা করিবে।

#### মুক-মিগ্নিন-গদগদানাং লক্ষণম্

আবৃত্য বায়ুঃ সকফো ধমনীঃ শব্দবাহিনীঃ । নরান্ করোতাক্রিয়কান্ মুকমিগ্নিনগদগদান্ ॥

কফযুক্ত বায়ু শব্দবাহিনী ধমনীসকলকে আবৃত করিয়া মনুষ্যকে অক্রিয়ক অর্থাৎ হয় বোবা, না হয় খনা, না হয় গদগদভাষী করিয়া থাকে।

#### তেষাং চিকিৎসা

কল্যাণকাবলেহঞ্চ ঘৃতং সারস্বতাদিকম্ । প্রদ্যুর্ভিজো বৃদ্ধা মুকমিগ্নিনগদগদে ॥

মুক, মিগ্নিন ও গদগদ রোগ বিনাশের জন্য সারস্বত ঘৃত ও কল্যাণাবলেহ প্রদান করিবে।

### তৃণী-প্রতিতৃণী লক্ষণম্

অধো যা বেদনা যাতি বার্চোমূত্রাশয়োথিতা। ভিন্দতীব গুদোপস্থোং সা তৃণীনাং নামতঃ।। গুদোপস্থোথিতা  
যা তু প্রতিলামং প্রধাবিতা। বৌগেঃ পক্ষাশয়ং যাতি প্রতিতৃণীতি সোচ্যতে।।

মলাশয় বা মুত্রাশয় হইতে যে-বেদনা উথিত হইয়া গুহ্যদেশ ও উপস্থকে (লিঙ্গ বা যোনি) বিদারণবৎ  
পীড়ায় পীড়িত করিয়া অধোগামিনী হয়, তাহাকে তৃণী কহে।

তৃণী-লক্ষণের বৈপরীত্য ঘটিলে, অর্থাৎ গুহ্যদেশ বা উপস্থ হইতে বেদনা উথিত হইয়া প্রবলবেগে  
উর্ধ্বাভিমুখে পক্ষাশয়ে গমন করিলে তাহাকে প্রতিতৃণী কহে।

### তৃণীপ্রতিতৃণী চিকিৎসা

তৃণ্যাঞ্চ প্রতিতৃণ্যাঞ্চ প্রশস্তাঃ স্নেহবস্তয়ঃ। পিবেৎ সন্নেহলবণং পিপ্পল্যাदिमथाम्बुना। উষ্ণং বা রামঠক্ষার-  
প্রগাঢ়মথবা দ্যুতম্।।

তৃণী ও প্রতিতৃণী রোগে স্নেহবস্তি প্রশস্ত এবং পিপ্পল্যাদিগণের চূর্ণ, স্নেহ (তৈল-ঘৃতাди) ও লবণ-  
সংযুক্ত করিয়া জলের সহিত পান করিবে, অথবা হিং ও যবক্ষারযুক্ত উষ্ণ ঘৃত সেবন করিবে।

### অথান্নান-প্রত্যান্নান লক্ষণম্

সাটোপমভ্যাগ্ররুজমাযাতমুদরং ভূশম্। আন্থানমিতি তং বিদ্যাৎ ঘোরং বাতনিরোধজম্। বিমুক্ত-  
পার্শ্বহৃদয়ং তদেবামাশয়োথিতম্। প্রত্যান্নানং বিজানীয়াৎ কফব্যাকুলিতানিলম্।।

বায়ুনিরোধহেতু উদর অর্থাৎ পক্ষাশয় স্ফীত, সবেদন ও গুড়গুড় শব্দবিশিষ্ট হইলে, তাহাকে আন্থান  
রোগ কহে। ইহা অতি কষ্টদায়ক এবং এহেন বেদনা ও গুড়গুড় শব্দবিশিষ্ট আন্থানই যদি পক্ষাশয়  
হইতে উথিত না-হইয়া আমাশয় হইতে উথিত হয়, কিন্তু পার্শ্ব ও হৃদয়ের স্ফীতি না জন্মায়, তাহা  
হইলে তাহাকে প্রত্যান্নান কহে। বায়ু কফাবৃত্ত হইয়া এই প্রত্যান্নান রোগ উৎপাদন করে।

### তয়োশ্চিকিৎসা

আন্থানে লঙ্ঘনং পাণি-তাপশ্চ ফলবর্ত্তয়ঃ। দীপনং পাচনঞ্চৈব বস্তিচ্চাপ্যত্র শোধনং।।

উদরান্থান রোগে লঙ্ঘন, হস্ত উষ্ণ করিয়া তদ্বারা উদরে তাপপ্রদান, ফলবর্ত্তি, অগ্নির দীপক ও  
পাচক ঔষধ এবং শোধনবস্তি প্রযোজ্য।

কর্মমাত্রা ভবেৎ কৃষ্ণ ত্রিবৃতা স্যাৎ পলোম্বিতা। খণ্ডাদপি পলং গ্রাহ্যং চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ। মধুনা  
শাণকমিতং লিহ্যাদান্নানানাশনম্।

পিপুলচূর্ণ ২ তোলা, তেউড়ীমূল চূর্ণ ৮ তোলা ও চিনি ৮ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া ১০ তোলা  
পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে আন্থান প্রশমিত হয়।

প্রত্যান্নানে সমুৎপন্নো কুয়ার্দ্দ বমনলঙ্ঘনে। দীপনাদীনি যুঞ্জীত পূর্ববদ বস্তিকর্ম চ।।

প্রত্যান্নান রোগে বমন, লঙ্ঘন, অগ্নির দীপক ও পাচক ঔষধ এবং বস্তিক্রিয়া ব্যবহৃত হয়।

### লপঃ

বঃ। লিম্পেদুষ্ণৈরন্নপিষ্টৈঃ শূলান্নানযুতোদরম্।।

দেবদারু, বচ, কুড়, শুলফা, হিং ও সৈন্ধব লবণ, একত্র কাঁজির সহিত বাটিয়া উষ্ণ করত উদরে  
প্রলেপ দিলে শূল ও আন্থান নিবারিত হয়।

• অষ্টীলাপ্রত্যষ্টীলয়োলক্ষণম্

নাভেরধন্তাং সঞ্জাতঃ সঞ্চারী যদি বাচলঃ । অষ্টীলাবদ্যনো গ্রহিবৃদ্ধমায়ত উন্নতঃ । বাতাষ্টীলাং বিজানীয়াদ্  
বহির্মাগাবরোধিনীম্ । এতামেব রুজোপেতাং বাতবিগ্নুত্ররোধিনীম্ । প্রত্যষ্টীলামিতি বদেজ্জঠরে  
তির্য্যগুথিতাম্ ॥

নাভির অধোভাগে সঞ্জাত সচল বা অচল উর্ধ্বদিকে বিস্তৃত ও উন্নত, অষ্টীলাবৎ সংহতাবয়ব গ্রহি  
বিশেষকে বাতাষ্টীলা কহে । ইহাতে বাত মূত্র ও পুরীষের নিরোধ হইয়া থাকে । এই লক্ষণাক্রান্ত  
অষ্টীলাই যদি জঠরে তির্য্যকভাবে উথিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যষ্টীলা কহে । (উত্তরাপথে  
বর্জুলাকার পাষণথগুকে অষ্টীলা কহে । কেহ কেহ কৰ্ম্মকারদিগের গোলাকার দীর্ঘ লৌহডাণ্ডীকেও  
অষ্টীলা কহিয়া থাকে) ।

তয়োশ্চিকিৎসা

প্রত্যষ্টীলাষ্টীলিকয়োৱন্তবর্দিধিশূল্যবৎ । ক্রিয়া কার্য্যা চ হিঙ্গ্বাদি-চূর্ণং কোষগন্তসা হিতম্ ॥

অষ্টীলা ও প্রত্যষ্টীলা রোগে অন্তর্বর্দিধি ও শূল্মের ন্যায় চিকিৎসা করিবে এবং বক্ষ্যমাণ হিঙ্গ্বাদি  
চূর্ণ ঈষৎ উষ্ণ জল সহ পান করিতে দিবে ।

বস্তিবাতস্য লক্ষণম্

মারুতেহবিগুণে বন্তৌ মূত্রং সম্যক্ প্রবন্ততে । বিকারা বিবিধাশ্চাত্র প্রতিলোমে ভবন্তি চ ॥

বস্তিদেশে (মূত্রাশয়ে) বায়ু অনুলোমগ থাকিলে সম্যক্ প্রকারে মূত্র নিঃসৃত হয় এবং প্রতিলোমগ  
থাকিলে অশ্বরী ও মূত্রকৃচ্ছাদি নানাপ্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে ।

বস্তিবাতস্য চিকিৎসা

কার্য্যো বস্তিগতে বাতে বিধিবস্তিবেশোধনঃ ॥

বস্তিগত বায়ুতে বস্তিবেশোধন চিকিৎসা করিবে ।

বলামূৰ্ব্বাষ্ট্ৰচূর্ণং সসিতং কৰ্ষসম্মিতম্ । পিবেৎ কুড়বদুন্ধেন মুহুমূত্রগণশান্তয়ে । পথ্যাবিতীতধাত্রীণাং  
চূর্ণং চূর্ণং মৃত্যয়সঃ । মধুনা সহ সংলীঢ়ং মুহুমূত্রগণশান্তিকৃৎ । যবক্ষারস্য চূর্ণস্ত সংযোজ্য সিতয়া সহ ।  
ভক্ষয়েন্নিরতং তস্য প্রশমেমূত্রনিগ্রহঃ ॥ কুষ্ঠাণ্ডস্য তু বীজানি বীজানি ত্রপুযস্য চ । বন্তৌ সন্ধারয়েৎ  
তেন প্রশাম্যেন্মূত্রনিগ্রহঃ ॥ আমলক্যাচ্চ কঙ্কেন বস্তিভাগং প্রলেপয়েৎ । তেন প্রশাম্যতি ক্ষিপ্রং  
নিয়মান্মূত্রনিগ্রহঃ ॥ মেহনস্যথ যোনেৰ্বা মুখস্যভান্তরে শনৈঃ । ঘনসারযুতাং বন্তি ধারয়েন্মূত্রনিগ্রহে ॥

বেড়েলা মুৰ্ব্বার ত্বকের চূর্ণ সমভাগ, চিনি উভয়ের সমান । এই ঔষধ ২ তোলা পরিমাণে অৰ্কসের  
দুন্ধের সহিত সেবন করিলে মুহুমূত্র নিবারিত হয় ।

হরীতকী, বহেড়া, আমলকী ও জারিত লৌহচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে  
ও মুহুমূত্র প্রশমিত হয় ।

যবক্ষারচূর্ণ চিনির সহিত নিত্য ভক্ষণ করিলে মূত্ররোধ দূরীভূত হয় । কুমড়ার বা শসার বীজ,  
অথবা আমলকী বাটিয়া বস্তিদেশে প্রলেপ দিলে মূত্ররোধ প্রশমিত হয় ।

লিঙ্গ বা যোনির দ্বারমধ্যে কপূরের বস্তি প্রবেশিত করিয়া রাখিলে মূত্ররোধ নষ্ট হয় ।

খষী-বেপথু লক্ষণম্

সর্বাস্ককম্পঃ শিরসো বায়ুৰ্বেপথুসংস্ককঃ । খষী তু পাদজঙেঘারু-করমূল্যবমোটনী ॥

## ৪২ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

বেপথু নামক এক প্রকার বাতব্যাদি আছে, তাহাতে সর্বদা বিশেষত মস্তক কম্পিত হইতে থাকে।  
খন্দী (খাইল ধরা) নামক বাতব্যাদি বিশেষে পাদ, জঙ্ঘা, উরু ও করমূলের অবমোটন (মোচড়ন)  
হয়।

### তয়োশিকিৎসা

কুষ্ঠসৈন্ধবয়োঃ কঙ্কশূক্ৰতৈলসমমিতঃ। সুখোম্বেগ মর্দনে যোজ্যঃ খন্দীশূলনিবারণঃ॥

কুড় ও সৈন্ধব ইহাদের কঙ্ক, চূক্ৰ ও তৈলের সহিত মিশ্রিত এবং সুখোম্বেগ করিয়া মর্দন করিলে  
খন্দী বেদনা (খাইল ধরা) প্রশমিত হয়।

খন্ধ্যাং শ্লিষ্টান্নলবণৈঃ শ্বেদমর্দোপন্যাহনম্॥

খন্দীরোগে স্নেহ, কাঁজি ও লবণ দ্বারা শ্বেদ, মর্দন ও প্রলেপ ব্যবস্থেয়।

### ত্রিকশূলস্য লক্ষণম্

শ্ফিগক্ষেণাঃ পৃষ্ঠবংশাক্ষেণাঃ সন্ধিস্তং ত্রিকং মতম্। তত্র বাতেন যা পীড়া ত্রিকশূলং তদুচ্যতে॥

শ্ফিক্ (পাছা) অস্থি ও মেরুদণ্ডের অস্থির সংযোগস্থানকে ত্রিক বলে। এই ত্রিকস্থানে বায়ুজন্য  
বেদনা জন্মিলে, তাহাকে ত্রিকশূল বলিয়া থাকে।

### ত্রিকশূলস্য চিকিৎসা

কারয়েদ্ বালুকাশ্বেদং ত্রিকশূলে প্রযত্নতঃ। যদ্বাধস্তাৎ করীয়াগ্নিং ধারয়েৎ সততং নরঃ॥

ত্রিকশূলে অতিযত্নের সহিত বালুকাশ্বেদ দিবে এবং রোগীর পশ্চাদ্ভাগে সর্বদা বিলঘুটের অগ্নি  
স্থাপন করিবে। (ত্রিক—মেরুদণ্ডের সর্বনিম্ন ভাগ।)

### বাতব্যাদীনাং কৃচ্ছ্রসাধ্যত্বাদি

হনুস্তম্ভাদিতিক্ষেপ-পক্ষাঘাতাপতানকাঃ। কালেন মহাতাঢ্যানাং যত্নাৎ সিধ্যন্তি বা ন বা। নবান  
বলবতন্ত্বেতান সাধয়েন্নিকৃপদ্রবান্॥ বাসপর্দাহরুকঙ্গ-মূচ্ছারুচ্যাগ্নিমার্দবৈঃ। ক্ষীণমাংসবলং বাতা যন্তি  
পক্ষবধাদয়ঃ॥ শূন্যং সুপ্তত্বং ভগ্নং কম্পাদ্যাননিপীড়িতম্। রুজার্শ্বেমস্তঞ্চ নরং বাতব্যাদির্বিনাশয়েৎ॥

হনুস্তম্ভ, অর্দিত, আক্ষেপ, পক্ষাঘাত ও অপতানক এই সকল রোগ যদি ধনবান্ ব্যক্তির হয় ও  
অতি যত্নের সহিত দীর্ঘকাল চিকিৎসা করা যায়, তাহা হইলে রোগের শান্তি হইতেও পারে, কদাচিৎ  
না-ও বা হয়। কিন্তু রোগসকল যদি অচিরোৎপন্ন ও নিকৃপদ্রব হয় এবং রোগীর যদি বল থাকে,  
তাহা হইলে সাধ্য হইতে পারে। বিসর্প, দাহ, বেদনাবিশেষ, মলমূত্রের অপব্রণ্ডি, মূচ্ছা, অরুচি ও  
অগ্নিমান্দ্য, এই সকল উপদ্রব থাকিলে এবং রোগীর বলমাংস পরিক্ষীণ হইলে, পক্ষাঘাতাদি বাতব্যাদি  
প্রাণনাশক হইয়া থাকে। এবং শোথ, উদরাদ্মান ও বেদনাবিশেষ এই সকল উপদ্রব ঘটিলেও  
বাতব্যাদিগ্রস্ত রোগীর জীবন-সংশয় জানিবে।

### প্রকৃতবাত লক্ষণম্

অব্যাহতগতির্ব্যস স্থানস্থঃ প্রকৃতিস্থিতঃ। বায়ুঃ স্যাৎ সৌহৃদিকং জীবেদ্ বীতরোগঃ সমাঃ শতম্॥

যাহার শরীরস্থ বায়ু, অব্যাহত গতি (অনবরুদ্ধমার্গ), স্বস্থানস্থিত ও প্রকৃতিস্থ (অক্ষীণ ও অবুদ্ধ)  
থাকে, সে ব্যক্তি নীরোগ হইয়া শাস্ত্রোক্ত সমস্ত আয়ুষ্কাল অর্থাৎ একশত বিংশতি বৎসর পাঁচ দিন  
পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে।

\* স্থাননামানুরূপৈশ্চ লিঙ্গৈঃ শেষান্ বিনির্দ্দেশেৎ । সৰ্বেষ্বেতুসু সংসর্গং পিত্তাদৈরুপলক্ষ্যেৎ ॥

এতদ্ব্যতিরিক্ত অনন্ত বাতব্যাধি সমস্ত স্থানানুরূপ ও নামানুরূপ হয়; যথা—শূলনিখাতবৎ বেদনাস্থলে শূল, সূচীবোধবৎ বেদনাস্থলে তোদ ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে ।

এই অধিকারে বাতজনিত যতগুলি রোগ বর্ণিত হইল, সেই সমস্ত রোগেই পিত্তাদিরও সংশ্রব লক্ষ্য করিবে । অর্থাৎ পিত্তলক্ষণ দ্বারা পিত্তানুবন্ধ ও কফলক্ষণ দ্বারা কফানুবন্ধ বাতব্যাধি স্থির করিবে ।

### বাতব্যাধেঃ সাধারণ চিকিৎসা

#### স্বল্পরাসাদি পাচনম্

রাসাবিশ্ববিভঙ্গানি রুবুকত্রিফলা তথা । দশমূলপৃথকশ্যামা-ক্কাথো বাতাময়াপহঃ ॥ অর্দ্রিতে চ শিরঃশূলে জুরেহপম্মার এব চ । মনোভ্রংশে চ বিবিধে কথিতঞ্চ শুভপ্রদম্ ॥

রাসা, শুঠ, বিড়ঙ্গ, এরণ্ড, ত্রিফলা, দশমূল ও শ্যামালতা, ইহাদের কাথ বাতরোগাপহ । ইহাতে অর্দ্রিত, শিরঃশূল প্রভৃতি শ্লোকোক্ত রোগসকল নিরাকৃত হয় ।

#### মাষবলাদি পাচনম্

মাষবলাশুকশিথীকড়গরাসাশ্বগন্ধোরুবুকাণাম্ । ক্কাথো নস্যনিপীতো রামঠলবণাঙ্কিতঃ কোষঃ ॥ অপহরতি পক্ষবাতং মন্যাস্তপ্তং সর্কর্ণাদকরুজম্ । দুর্জয়মর্দিতবাতং সপ্তাহাজ্জয়তি চাবশ্যম্ ॥

মাষকলাই, বেড়েলা, আলকুশীবীজ, গন্ধতৃণ, রাসা, অশ্বগন্ধামূল ও এরণ্ডমূল, ইহাদের কাথে ২ রতি হিং ও ১০ আনা সৈন্ধবলণ প্রক্ষেপ দিয়া ঈষদঘঃ থাকিতে নাসিকা দ্বারা পান করিলে পক্ষাঘাত, মন্যাস্তপ্ত, কর্ণনাদ ও কর্ণবেদনা এবং দুঃসাধ্য অর্দ্রিত রোগ এক সপ্তাহের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রশমিত হয় । (প্রাচীন চিকিৎসকগণ নাসিকা দ্বারা পান না করাইয়া সাধারণ পাচনের মত ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দেন) ।

#### শাঙ্খন শ্বেদঃ

কাকোল্যাদিঃ সবাতঘ্নঃ সর্বান্নদ্রব্যসংযতঃ ॥ সানূপমাংসঃ সুস্নিগ্ধঃ সর্বস্নেহসমম্বিতঃ ॥ সথেষঃ স্পষ্টলবণঃ শাঙ্খনঃ পরিকীৰ্তিতঃ । তেনোপনাহং কুর্বাতি সর্বদা বাতরোগিণাম্ ॥ বাতঘ্নো ভদ্রদার্বাদিঃ কাকোল্যাদিস্ত সৌশ্রুতঃ । মাংসেনাত্রৌষধং তুল্যং যাবতাম্লেচ চাম্রত ॥ পট্টাস্যাৎ শ্বেদনার্থঞ্চ কাক্সিকাদ্যন্ন-মিষ্যতে । চতুঃস্নেহোহত্র তাবান্ স্যাৎ সুস্নিগ্ধং যতো ভবেৎ ॥ সমস্তং বর্গমন্ধং বা যথালভমথাপি বা । প্রযুক্ত্বীতেতি বচনং সর্বত্র গণকম্মণি ॥

সুশ্রুতোক্ত কাকোল্যাদিগণ ও ভদ্রদার্বাদিগণ (সমস্ত বা যথালভ) এবং সুস্নিগ্ধ আনূপ মাংস (শূকরাদির মাংস), এই সকল দ্রব্য কাঁজি, সুরা ও তুষোদকাদি অল্পপদার্থে অম্লীকৃত, ঘৃততৈলাদি চতুর্বিধ স্নেহে সুস্নিগ্ধ, প্রচুর লবণে লবণরাসাষিত এবং অগ্নিসম্ভাপে অল্প সন্তপ্ত করিয়া তদ্বারা উপনাহ (উষ প্রলেপ) দিবে । ইহাকে শাঙ্খন-শ্বেদ কহে । এই শাঙ্খন উপনাহে মাংসের পরিমাণ যত, কাকোল্যাদি গণোক্ত ও ভদ্রদার্বাদি গণোক্ত ঔষধের পরিমাণও তত হওয়া আবশ্যক এবং কাক্সিকাদি স্নেহ ও লবণও এমন পরিমাণে লইতে হইবে যাহাতে উপনাহ অল্প স্নিগ্ধ ও লবণ-রস হয় ।

সাধারণত চিকিৎসকগণ নিম্নলিখিতরূপে শাঙ্খন-শ্বেদ ব্যবহার করিয়া থাকেন; যথা—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, গুলঞ্চ, বংশলোচন, মুগানী, মাষানী, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, পুণ্ডরিয়া, কাঁকড়াশুঙ্গী, পদ্মকাষ্ঠ, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, কিসমিস, জীবন্তী, যষ্টিমধু, দেবদারু, হরিদ্রা, শ্বেত অপরাজিতার



মূল, গোক্ষুর, তগরপাদুকা, মুতা, দারুচিনি, গাবভেরেণ্ডার মূল, রক্তকাঞ্চন ছাল, কয়েৎবেল, বাবলার ছাল, গণিয়ারি, কাশের মূল, পাথরচূণার পাতা, সাচী শাক, শুল্‌টে (হুড় হুড়ে), পুনর্নবা, কুড়, কার্পাসবীজ, আলকুশীবীজ, শতমূলী, বকছাল, তেউড়ীমূল, শটী, ঝাটীমূল, শ্বেত বেড়েলার মূল, যব, বদর, কুলথ, বেলছাল, শোনাছাল, গাজারী, পারুল, শালপাণি, চাকলে, ব্যাকুড় ও কণ্টকারী প্রত্যেক ১ তোলা; বরাহমাংস অভাবে কুম্ভমাংস অভাবে ছাগমাংস ৫৪ তোলা; জল সমুদায়ের ৮ গুণ; পাতিলেবু, কাগজীলেব, গোঁড়ালেবু, ছোলঙ্গলেবু, কমলালেবু, অল্পবেতস, কুল, দাড়িম, তেঁতুল প্রত্যেক ৬ তোলা, সৈন্ধব ও বিটলবণ প্রত্যেক ১৮ তোলা; ঘৃত ১০ পোয়া, তিলতৈল ১০ পোয়া, এরণ্ডতৈল ১০ পোয়া, কাঁজি ২ সের, দধি ২ সের।

#### ষড়্ধরণো যোগঃ

চিত্রকেন্দ্রযবাঃ পাঠা কটুকাতিবিষাভয়াঃ। মহাব্যাধিপ্রশমনো যোগঃ ষড়্ধরণঃ স্মৃতঃ।। পলদশমাংশো ধরণম্। যোগোহয়ং সৌশ্রুতস্ততস্তস্য মাষেণ পঞ্চগুঞ্জকমানেন প্রত্যহং দেয়ঃ। (মেদঃকফাবৃতব্যাধিঃ মহাব্যাধিঃ। ষড়্ধরণ ইতি যথ্নাং চিত্রকাदीনাং প্রত্যেকং ধরণং পলদশমাংশরূপং মানং যত্র স তথা। যোগোহয়ং সৌশ্রুত ইতি কৃত্বা তস্য সুশ্রুতস্য পঞ্চগুঞ্জকমানেন মাষেণ যৎ পলং ভবতি তসৌব পলস্য দশমো ভাগঃ। তেন পঞ্চগুঞ্জকমানানুসারাৎ পলদশমাংশেন রক্তিদ্বয়াধিকষণ্যাকা ভবন্তি। ষড়্ভির্ধরণৈশ্চ মিলিত্বা সরক্তিদ্বয়যথাধিককর্ষদ্বয়ং স্যাদিতি শিবদাসঃ)।

চিতা, ইন্দ্রযব, আকনাদি, কটকী, আতইচ ও হরীতকী প্রত্যেক ৬ মাষা ২ রতি। মিলিত চূর্ণ ৪ তোলা ৬ মাষা ২ রতি। এই যোগ সপ্তাহ সেবন করিলে মহাব্যাধি (মেদঃকফাবৃত ব্যাধি) বিনষ্ট হয়। (এই ষড়্ধরণ যোগ সুশ্রুতান্ত্র, তজ্জন্য সুশ্রুতের পরিমাণানুসারে (৫ রতিতে মাষা ধরিয়া) ইহার পরিমাণ নির্দেশ করিতে হয়। পলের দশমাংশকে ধরণ বলে।

#### স্বল্পরসোনপিণ্ডঃ

পলমর্দপলপ্লব রসোনস্য সুকুড়িতম্। হিঙ্গুজীরকসিদ্ধুথ-সৌবর্চলকটুত্রিকৈঃ।। চূর্ণিতৈর্মাসকোশ্মা-নৈরবচূর্ণ্য বিলোড়িতম্। যথাগ্নি ভক্ষিতং প্রাত্যর্কবৃক্সাথানুপানতঃ।। দিনে দিনে প্রযোজ্যং মাসমেকং নিরন্তরম্। বাতরোগং নিহন্ত্যশু অর্দ্রিতং সাপতন্ত্রকম্।। একাঙ্গরোগিণে চৈব তথা সর্ব্বাঙ্গরোগিণে। উরুস্তম্ভে চ গৃহ্রস্যাং ত্রিমিদোষে বিশেষতঃ।। কটীপৃষ্ঠাময়ং হন্যাদুরঞ্চ সুদারুণম্। শ্রেষ্ঠো রসোনযোগস্ত হেমন্তে শিশিরে তথা।। প্রাবৃটকালে বসন্তে চ মধ্যমঃ পরিকীর্তিতঃ। শরদিদাঘয়োশ্চৈব নৈব দেয়ঃ কদাচন।। প্রাবৃটকালে তু দাতব্যো বারিপূর্ণে মহীতলে। সম্পূর্ণরসবীর্ঘ্যোহসৌ মাসে গ্রাহ্যশ্চ ফাল্গুনে।।

উপরিস্থ আবরণ-ত্বকরহিত পেথিত রশুন ১২ তোলা, হিং, জীরা, সৈন্ধবলবণ, সচল লবণ ও ত্রিকটু প্রত্যেক চূর্ণ ১ মাষা। সমুদায় একত্র মর্দন করিয়া (১০ তোলা মাত্রায়) অগ্নিবল অনুসারে এরণ্ডমূলের ক্কাথের সহিত এক মাস সেবন করিলে অর্দ্রিতাদি নানাবিধ বাতরোগ, উরুস্তম্ভ, ত্রিমিদোষ ও উদর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। হেমন্ত ও শিশির ঋতুতে রসোনযোগ শ্রেষ্ঠ, প্রাবৃট ও বসন্তকালে মধ্যম এবং শরৎ ও গ্রীষ্মকালে অধম; অতএব শরৎ ও গ্রীষ্মঋতুতে ইহা প্রয়োগ করিবে না। প্রাবৃটকালে মহীতল বারিপূর্ণ হইলে রসোন প্রয়োগ করিবে। রসোনসকল ফাল্গুন মাসে রসপূর্ণ ও বীর্ঘ্যবান্ হয় বলিয়া ইহা এই কালেই সংগ্রহ করিবে।

#### ত্রয়োদশাঙ্গগুণ্ডলুঃ

আহাংগন্ধা হবুয়া গুড়ুচী শতাবরী গোক্ষুরবৃদ্ধদারম্। রান্না শতাহা সশটী যমানী সনাগরা চেতি সমৈশ্চ

চূর্ণম্ ॥ তুল্যং ভবেৎ কৌশিকমত্র মধ্যে দেয়ং তথা সর্পিরাধাভাগম্ ॥ অর্দ্ধাক্ষমাত্রস্ত ততঃ প্রয়োগাৎ কৃত্তানুপানং সুরয়াখ যুঁষেঃ ॥ মদ্যেন বা কোষজলেন বাথ ক্ষীরেণ বা মাংসরসেন বাপি ॥ কটীগ্রহে গৃধ্রসিবাণ্ডপৃষ্ঠে হনুগ্রহে জানুনি পাদযুগ্মে ॥ সন্ধিস্থিতে চাঙ্গিগতে চ বাতে মজ্জাশ্রিতে স্নায়ুগতে চ কুষ্ঠে ॥ রোগান্ জরেদ বাতকফানুবিকান্ বাতেরিতান্ হৃদগ্রহযোনিদোষান্ ॥ ভগ্নাহিবিক্লেষু চ খঞ্জবাত্তে ত্রয়োদশাঙ্গং প্রবদন্তি সন্তঃ ॥ (গুণ্ডুললোরদ্ধভাগং যুতম্ ॥ বৃদ্ধবৈদ্যাস্ত যাবতা যুতেন গুণ্ডুলপিটুনং ভবতি তাবদেব যুতং গৃহ্তি) ॥

আহা (বণিক-দ্রব্যবিশেষ) অভাবে লশুন, অশ্বগন্ধা, হবুয়া, গুলঞ্চ, শতমূলী, গোক্ষুর, বিদ্ধড়ক, রান্না, শুলফা, শটী, যমানী ও শুঁঠ প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা। গুণ্ডুল ১২ তোলা, যুত ৬ তোলা (প্রথমে যুত দ্বারা গুণ্ডুল মাড়িয়া লইতে হয়। যে-পরিমিত যুতে গুণ্ডুল মাড়া যায়, বৃদ্ধ বৈদ্যগণ তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন)। এই সমুদায় একত্র মর্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ৥০ তোলা। অনুপান মদ্য, মুদাদির যুষ, দুগ্ধ, মাংসরস বা দ্ব্যদুষ্য জল। ইহা সেবন করিলে কটীগ্রহ, গৃধ্রসী ও বায়ুজনিত অন্যান্য নানাপ্রকার পীড়ার শান্তি হয়।

#### পথ্যাদিগুণ্ডুলঃ

পথ্যাবীতামলকীফলানাং শতং ক্রমেণ দ্বিগুণাভিদ্ধম্ ॥ প্রহ্নেয় যুক্তঞ্চ পলক্ষ্যবাণং দ্রোণে জলে সংস্থিত-মেকরাত্রম্ ॥ অর্দ্ধাবশিষ্টঃ কথিতং কষায়ং ভাণ্ডে পচেৎ তৎ পুনরেব লৌহে ॥ অমুনি বহ্নেববত্যা দদ্যাদ্ দ্রব্যণি সংচূর্ণ্য পলাদ্ধকানি ॥ বিড়ঙ্গদন্তীত্রিফলাণ্ডুচীকৃষ্ণগ্রিবাণাগরকোষণানি ॥ যথেষ্টচেষ্টস্য নরস্য শীঘ্রং হিমাদুপানানি চ ভোজনানি ॥ নিষেব্যমাণো বিনিহন্তি রোগান্ সগৃধ্রসীং নূতনখঞ্জতাঞ্চ ॥ প্লীহানমুগ্রং জঠরাগ্নিগুণ্ডম্ পাণ্ডুরকণ্ডুবমিবাতরক্তম্ ॥ পথ্যাদিকো গুণ্ডুলের্ষ্য নান্না খ্যাতঃ ক্ষিতাব-প্রমিতপ্রভাবঃ ॥ বলেন নাগেন সমং মনুষ্যং জবেন কুর্যাৎ তুরগেণ তুলাম্ ॥ আয়ুঃপ্রকর্যং বিদধাতি চক্ষুর্বলং তথা পুষ্টিকরো বিষঘ্নঃ ॥ ক্ষতস্য সন্ধানকরো বিশেষাদ্ রোগেষু শস্তঃ সকলেযু তজ্জ্ঞেঃ ॥

হরীতকী ১০০টি, বহেড়া ২০০টি, আমলকী ৪০০টি এবং গুণ্ডুল ২ সের, এই সমস্ত দ্রব্য ৬৪ সের জলে একরাত্র রাখিয়া পাক করিবে। ঐ কাথ যখন অর্দ্ধাবশিষ্ট থাকিবে, তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া পুনরায় লৌহভাণ্ডে পাক করিবে; ঘন হইলে নামাইয়া তাহাতে বিড়ঙ্গ, দন্তীমূল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, গুলঞ্চ, পিপুল, তেউড়ীমূল, শুঁঠ ও মরিচ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক ৪ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিবে। পরে নামাইয়া শীতল হইলে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। এই ঔষধ ভক্ষণকালে যথেষ্ট আহার ও শীতল জল পান কর্তব্য। ইহা গৃধ্রসী, খঞ্জতা, প্লীহা, গুল্ম, পাণ্ডু, গাত্রকণ্ডু, বমি ও বাতরক্ত প্রশমিত হয় এবং রোগী হস্তীর ন্যায় বলবান ও অশ্বের ন্যায় দ্রুতগামী হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এই ঔষধে আয়ুর বৃদ্ধি, চক্ষুর জ্যোতি, দেহের পুষ্টি, বিষনাশ ও ক্ষত-সন্ধান হয়।

#### চতুর্মুখো রসঃ

রসগন্ধকলৌহাভ্রং সমং সুতাঙ্গি হেম চ। সর্বং খঞ্জতলে ক্ষিপ্ত্বা কন্যাস্বরসমর্দিতম্ ॥ এরণ্ডপত্রৈরাবেষ্ট্য ধান্যরাশৌ দিনত্রয়ম্ ॥ সংস্থাপ্য চ তদদ্ধুতা ত্রিফলামধযোজিতম্ ॥ এতদ্রসায়নবরং সর্বরোগেষ যোজয়েৎ ॥ তদ্যথাগ্নিবলং খাদেদ বলীপলিতনাশনম্ ॥ পৌষ্টিকং বল্যামায়ুয্যং ক্লীণাং প্রসবকারণম্ ॥ ক্ষয়মেকাদশবিধং পাণ্ডুরোগং প্রমেহকম্ ॥ কাসং শূলঞ্চ মন্দাগ্নিঃ হিষ্কাপ্লেবায়পিপ্তকম্ ॥ গ্রন্থান সর্বানাত্য-বাতং বিসর্পং বিদ্রধিৎ তথা ॥ অপস্মারং মহোন্মাদং সর্বকর্শাংসি তৃণাময়ান্ ॥ ক্রমেণ শীলিতং হস্তি বৃক্ষমিন্দ্রানির্যথা ॥ জগতাপ্য হিতার্থায় চতুর্মুখমুখোদিতঃ ॥ রসশ্চতুর্মুখো নাম চতুর্মুখ ইবাপরঃ ॥

## ৪৬ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অত্র প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ২ মাষা, এই সমুদায় ঘৃতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া এরণ্ডপত্র দ্বারা বেটন ও বন্ধন করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিবে, পরে উদ্ধৃত করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু ও ত্রিফলার জল। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে বলী, পলিত, ক্ষয়, পাণ্ডু, প্রমেহ, কাস, শূল, মন্দাগ্নি, হিক্কা, অন্নপিপ্ত, ব্রণ, উরুস্তম্ভ, অপস্মার ও উন্মাদ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ প্রশমিত হয়। ইহা পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক ও আয়ুষ্কর।

### চিষ্টামণিচতুর্ন্থঃ

বিণ্ডুদ্বং রসসিন্দূরং তদর্দ্ধং লৌহমর্দকম্। তদর্দ্ধং কনকং খল্লে কন্যাস্বরসমর্দিতম্।। এরণ্ডপত্রৈরাবেষ্ট্য ধান্যরাশৌ নিধাপয়েৎ। ত্রিদিনান্তে সমদ্ধতা সর্বরোগেষ যোজয়েৎ।। এতদ্রসায়নবরং ত্রিফলা-মধুসংযুতম্।। তদ যথাগ্নিবলং খাদেদ্বলীপলিতনাশনম্।। অপস্মারং মহোন্মাদং রোগান্ বাতসমুদ্ভাবান্।। ক্রমেণ শীলিতং হস্তি রক্ষমিত্শানির্যথা।।

রসসিন্দূর ২ তোলা, লৌহ ১ তোলা, অত্র ১ তোলা, স্বর্ণ অর্দ্ধ তোলা, এই সমুদায় একত্র ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া এরণ্ডপত্রে বেটন করত ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপন করিবে। তিন দিবস পরে উদ্ধৃত করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু ও ত্রিফলার জল। ইহা সেবন করিলে অপস্মার ও উন্মাদ প্রভৃতি বিবিধ বাতসমুদ্ভব রোগের শান্তি হয়।

### বাতগজাঙ্কুশঃ

মৃতং সূতং মৃতং লৌহং তাপাং গন্ধকতালকম্। পথ্যা শৃঙ্গী বিষং বোযমগ্নিমধুঞ্চ টঙ্গণম্।। তুল্যাং খল্লে দিনং মর্দ্যং মুণ্ডীনিওণ্ডিকাদ্রবৈঃ। দ্বিওঞ্জাং বটিকাং খাদেৎ সর্ববাতপ্রশান্তয়ে।। কণাচূর্ণযুতধৈব জিঙ্গীকাতং পিবেদনু। সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যাণ্ড রসো বাতগজাঙ্কুশঃ।। সপ্তাহাদ্ গৃধ্রসীং হস্তি দারুণং সান্নিপাতিকম্।। ক্রোড়ুশীর্ষকবাতক্ষাপ্যববাঙ্কসংজ্ঞকম্।। মন্যাস্তম্ভমুরুস্তম্ভং হনুস্তম্ভং বিনাশয়েৎ।। পক্ষাঘাতাদিরোগেষু কথিতঃ পরমোত্তমঃ।।

পারদ, জারিত লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধক, হরিতাল, হরীতকী, কাঁকড়াশুঙ্গী, বিষ, ত্রিকটু, গণিয়ারি ও সোহাগার খই, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। মুণ্ডিরী রসে (মুড়মুড়ে) ১ দিন ও নিসিন্দারসে ১ দিন খলে মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। পিপুলচূর্ণ ও মঞ্জিষ্ঠার ক্কাথে এক-একটি বটি মর্দন করিয়া সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনে গৃধ্রসী, পক্ষাঘাত এবং অন্যান্য সর্বপ্রকার বাতরোগ নষ্ট হয়।

### বৃহদ্রাতগজাঙ্কুশঃ

সূতাভ্রতীক্ষকাত্তানি তাম্রতালকগন্ধকম্। স্বর্ণং শুষ্ঠী বলা ধান্যং কটফলধাভয়া বিষম্।। পথ্যা শৃঙ্গী পিপ্পলী চ মরিচং টঙ্গণং তথা। তুল্যাং খল্লে দিনং মর্দ্যং মুণ্ডীনিওণ্ডিজৈর্দ্রবৈঃ।। দ্বিওঞ্জাং বটিকাং খাদেৎ সর্ববাতপ্রশান্তয়ে।। সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যাণ্ড বৃহদ্রাতগজাঙ্কুশঃ।।

পারদ, অত্র, তীক্ষ্ণ লৌহ, তাম্র, হরিতাল, গন্ধক, স্বর্ণ, শুষ্ঠ, বেড়েলা, ধনে, কটফল, হরীতকী, বিষ, কাঁকড়া-শুঙ্গী, পিপুল, মরিচ, সোহাগার খই, এই সকল দ্রব্য সমভাগ; মুড়মুড়ে ও নিসিন্দার রসে ১ দিন মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করত সেবন করিলে সাধ্য ও অসাধ্য সর্বপ্রকার বাতরোগ উপশমিত হয়।

### মহাবাতগজাঙ্কুশঃ

মৃতাত্তীক্ষতাপ্রশ্নঃ সূততালকগন্ধকম্ । ভাগী শুষ্ঠীবলা ধান্যং কটফলপ্ৰাভয়া বিষম্ ॥ সম্প্রিয়া চপলাদ্রাবৈ-  
নিষ্কেকাং ভক্ষয়েদ্ বটীম্ । বাতশ্লেণ্মাহরো হোষ গুরুবাতগজাঙ্কুশঃ ॥

শোধিত অত্র, লৌহ, তাম্র, পারদ, হরিতাল, গন্ধক, বামুনহাটি, শুষ্ঠ, শ্বেত বেড়েলা, ধনে, কটফল, হরীতকী ও বিষ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র করিয়া পিঙ্গলীর ক্কাথে মর্দন করত অর্দ্ধতোলা পরিমিত বটি প্রস্তুত করিবে। ইহাতে বাতশ্লেণ্মাজ রোগ উপশমিত হয়।

### লক্ষ্মীবিলাসো রসঃ

পলং কৃষ্ণাচূর্ণস্য তদধৌ রসগন্ধকৌ । বলা নাগবলাহুভীরু বিদারীকন্দমেব চ ॥ কৃষ্ণধূতুরনিচুলং  
গোক্ষুরবৃদ্ধদারয়োঃ । বীজং শত্রুশনস্যাপি জাতীকোষফলে তথা ॥ কর্পূরেষ্টেব কৰ্ষাংশং শ্লক্ষচূর্ণং পৃথক্  
পৃথক্ । গৃহীত্বা চাষ্টমাংসেন স্বর্ণ পর্ণরসেন চ ॥ ঋটিকাং স্নিগ্ধচণক-প্রমাণং কারয়েদ্ ভিষক্ । রসো  
লক্ষ্মীবিলাসোহয়ং পূর্ববদগুণকারকঃ ॥

কৃষ্ণ অত্র ১ পল, পারদ ও গন্ধক উভয়ে অর্দ্ধ পল এবং বেড়েলা, নাগবলা, শতমূলী, ভূমিকুপ্পাণ্ড, কৃষ্ণধূতুরাবীজ, হিজলবীজ, গোক্ষুরবীজ, বৃদ্ধদারক বীজ, সিদ্ধির বীজ, জায়ফল, জৈত্রী ও কর্পূর প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা এবং স্বর্ণভস্ম ২ মাষা। পানের রসে মর্দন করিয়া সিদ্ধ ছোলার ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। চতুর্শ্লুখ রসের ন্যায় ইহার ফল জানিবে।

### যোগেন্দ্ররসঃ

বিশুদ্ধং রসসিন্দূরং তর্দন্ধং শুদ্ধহটিকম্ । তৎসমং কাস্তলৌহঞ্চ তৎসমপ্ৰাভমেব চ ॥ বিশুদ্ধং  
মৌক্তিকেষ্টেব বঙ্গঞ্চ তৎসমং মতম্ । কুমারিকারসৈর্ভাব্যং ধান্যারশৌ দিনত্রয়ম্ ॥ ততো রক্তিহরমিতাং  
বটীং কুর্যাদ্ বিচক্ষণঃ । যোগবাহী রসো হোষ সর্করোগকুলাস্তকঃ ॥ বাতপিত্তভবান্ রোগান্ প্রমেহান্  
বহুমূত্রতাম্ । মূত্রাঘাতমপস্মারং ভগন্দরগুদাময়ম্ ॥ সোম্বাদমূর্ছাং যক্ষ্মাণং পক্ষাঘাতং হতেন্দ্রিয়ম্ ।  
শূলান্নপিত্তকং হস্তি ভান্নরস্তিমিরং যথা ॥ ত্রিফলারসযোগেন শুভয়া সিত্যাপি বা । ভক্ষয়িত্বা ভবেদ্রোগী  
কামরূপী সুদর্শনঃ ॥ রাত্রে সেব্যং গবাং ক্ষীরং কুশানাঞ্চ বিশেষতঃ । যোগেন্দ্রাখ্যো রসো নাম্না কৃষ্ণত্রেয়-  
বিনির্মিতঃ ॥

রসসিন্দূর ১ তোলা, স্বর্ণ, লৌহ, অত্র, মুক্তা ও বঙ্গ প্রত্যেক ১০ তোলা; এই সমুদায় ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ত্রিফলার জল বা চিনির সহিত সেবনে উন্মাদ, মূর্ছা, পক্ষাঘাত, প্রমেহ ও বহুমূত্র প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শাস্তি হয়।

### অনিলারিসঃ

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং বিমর্দ্য বাতারিনিষ্ঠুশিসৈর্দিনিকম্ । নিবেশয়েৎ তাম্রময়ে পুটে তৎ সর্করং মৃদাবেষ্ট্য  
চ বালুকাযোঃ । যস্ত্রেপুটেদ গোময়চূর্ণবহৌ স্বভাবশীতে তু সমুদ্ধরেৎ তৎ । নিষ্ঠুগিকাবাতহরায়িত্তোয়েঃ  
সংচূর্ণ্য যত্নেন বিভাবয়েৎ তৎ ॥ রসোহনিলারিঃ কথিতোহস্য বস্মমেরগুতৈলেন সসৈন্ধবেন । মরীচচূর্ণেন  
সসর্পিষা বা নিষ্ঠুগিচিট্রৈশ্চ কটুত্রিকৈর্বা ॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, এরণ্ডমূল ও নিসিন্দার রসে ১ দিন মর্দন করিয়া তাম্রপাত্রে আবদ্ধ করত মৃত্তিকা দ্বারা প্রলেপ দিয়া বালুকাযস্ত্রে গোময়ান্নিতে (ঘুঁটের আওনে) পাক করিবে। পরে শীতল হইলে উত্তোলন করিয়া নিসিন্দা, এরণ্ডমূল ও চিতার রসে সাতবার করিয়া যত্নপূর্বক ভাবনা দিয়া তিন রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান সৈন্ধবলবণ-মিশ্রিত এরণ্ডতৈল;

ঘূতের সহিত মিশ্রিত মরিচচূর্ণ; অথবা ত্রিকটুচূর্ণ-মিশ্রিত নিসিন্দা ও চিতার রস। ইহাতে সর্বপ্রকার বাতরোগ বিনষ্ট হয়।

#### রসরাজরসঃ

পলৈকং শুদ্ধসূতস্য বোমসত্ত্বঞ্চ কার্ষিকম্। তদধ্বং কাঞ্চনং দেয়ং কন্যারসবিমর্দিতম্॥ লৌহং রূপাং মৃতং বঙ্গং বাজিগন্ধাং লবঙ্গকম্। জাতীকোষং তথা ক্ষীর-কাকোলীঞ্চ তদধ্বতঃ॥ কাকমাচীরসৈঃ পিষ্ট্বা পঞ্চগুঞ্জামিতাবটী। ক্ষীরঞ্চ শর্করাতোরমনপানং প্রকল্পয়েৎ॥ পক্ষাঘাতেহৃদিতং বাতে হনুস্তপ্তেহৃপতস্ত্বকে। ধনুঃস্তপ্তেহৃপতানে চ বাধির্ম্যে মস্তকভ্রমে॥ সর্ববাতবিকারেষু রসরাজঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ। বল্যো ব্যাশ্চ ভোগ্যশ্চ বাজীকরণ উত্তমঃ॥

রসসিন্দূর ৮ তোলা, অন্ন ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা। এই সমুদয় ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া তাহার সহিত লৌহ, রৌপ্য, বঙ্গ, অশ্বগন্ধা, লবঙ্গ, জৈত্রী, ক্ষীরকাকোলী প্রত্যেক ১০ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া কাকমাচীর রসে মাড়িয়া ৫ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান দুগ্ধ ও চিনির জল। ইহা পক্ষাঘাত, অর্দ্রিত, হনুস্তপ্ত, অপতস্ত্বক ও ধনুস্তপ্তকার প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য।

#### চিন্তামণিরসঃ

কর্ষিকং রসসিন্দূরং তৎসমং মৃতমভ্রকম্। তদধ্বং মৃতলৌহঞ্চ স্বর্ণং শাণং ক্ষিপেদ্ বৃধঃ॥ কন্যারসেন সংমর্দ্য গুঞ্জামানং বটীং চরেৎ। অনুপানাদিকং দদ্যাদ্ বুদ্ধা দোষাবলাবলম্॥ হস্তি শ্লেষ্মাশ্মিতং বাতং কেবলং পিত্তসংযুতম্। হস্তাসমরুচিং দাহং বাস্তিৎ ভ্রাস্তিৎ শিরোগ্রহম্॥ প্রমেহং কর্ণনাদঞ্চ জড়গদ্যদ-মুক্তাম্। বাধির্যাং গর্ভিণীরোগমশ্মরীং সূতিকাময়ম্। প্রদরং সোমরোগঞ্চ যক্ষ্মাণং জ্বরমেব চ॥ বলবর্ণাগ্নিদঃ সন্ধ্যাক্ কাস্তিপুষ্টিপ্রসাধকঃ। চিন্তামণিরসশ্চায়াং চিন্তামণিরিবাপরঃ॥

রসসিন্দূর ও শোধিত অন্ন প্রত্যেক দুই তোলা, লৌহ এক তোলা, স্বর্ণ অর্দ্ধতোলা, ঘৃতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া এক রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। দোষের বলাবল বুঝিয়া অনুপানের ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে শ্লেষ্মাশ্মিত অথবা পিত্তসংযুক্ত কিংবা কেবল বায়ু এবং হস্তাস, অরুচি, দাহ, বমি, ভ্রাস্তি, শিরোগ্রহ, প্রমেহ, কর্ণনাদ, মূকতা, বধিরতা, গর্ভিণীরোগ, অশ্মরী, সূতিকা, প্রদর, সোমরোগ, যক্ষ্মা ও জ্বর নাশ হয়। ইহা বল, বর্ণ, কাস্তি ও পুষ্টিসাধক।

#### বৃহদ্রাতচিন্তামণিঃ

ভাগত্রয়ং স্বর্ণভস্ম দ্বিভাগং রৌপ্যমভ্রকম্। লৌহাং পঞ্চ প্রবালঞ্চ মৌক্তিকং ত্রয়সম্মিতম্। ভস্মসূতং সপ্তকঞ্চ কন্যারসবিমর্দিতম্। বল্লমাত্রা বটী কায্যা ভিষগুভিঃ পরিযত্নতঃ॥ যথাব্যধানপানেন নাশয়েদ্রোগসঙ্কুলম্। বাতরোগং পিত্তকৃতং নিহন্তি নাত্র চিন্তনম্॥ বৃদ্ধোহপি তরুণস্পদী কন্দর্পসম-বিক্রমঃ। দৃষ্টঃ সিদ্ধফলশ্চায়াং বাতচিন্তামণিষ্মিহ॥

স্বর্ণ ৩ ভাগ, রূপা ২ ভাগ, অন্ন ২ ভাগ, লৌহ ৫ ভাগ, প্রবাল ৩ ভাগ, মুক্তা ৩ ভাগ ও রসসিন্দূর ৭ ভাগ, ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ব্যাধিবিশেষে অনুপান-বিশেষ ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে বাতজ ও পিত্তজ বিবিধ ব্যাধি নিরাকৃত হয়।

#### শীতারিরসঃ

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং প্রগৃহ্য পূর্নবায়ুস্বরসৈর্বিভাব্য। পকার্কপত্রস্য রসেন পশ্চাদ্ বিপাচয়েদষ্টগুণেন যত্নাৎ॥ রসার্দ্রভাগঞ্চ বিষঞ্চ দত্ত্বা বিপাচয়েদগ্নিজলে ক্ষণং তৎ। শীতারিসংগুস্য রসায়নস্য বল্লমঞ্চ সার্দ্রং মরিচার্ককণে। মরীচচূর্ণেন ঘৃতাপ্লুতেন সেবেত মাংসঞ্চ ঘৃতঞ্চ পথ্যম্॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ গ্রহণ করিয়া পুনর্নবা ও চিতার রসে ভাবনা দিয়া পাকা আকন্দ-পাতার আটগুণ রস-সহ বালুকাযন্ত্রে পাক করত পারদের অর্দ্ধভাগ পরিমিত বিষ মিশ্রিত করিবে। পরে চিতার রসে পাক করিয়া ২ রতি মাত্রায় বটী প্রস্তুত করিবে। মরিচচূর্ণ ও আদার রস, কিংবা মরিচচূর্ণ ও ঘৃত-সহ সেবন করিলে শীতবাত বিনষ্ট হয়। পথ্য মাংস ও ঘৃত।

#### শীতবাতস্য লক্ষণম্

হিমবস্তি চ গাত্রাণি রোমাঞ্চক্ষুরিতানি চ। শিরোহৃক্ষিবেদনালস্যং শীতবাতস্য লক্ষণম্॥

সর্বাপ্তাহিম, রোমাঞ্চ, অঙ্গক্ষুরণ, মস্তকে ও চক্ষুতে বেদনা এবং আলস্য এইগুলি শীতবাতের লক্ষণ।

#### তালকেশ্বরো রসঃ

একভাগে রসস্য স্যাচ্ছুদ্ধতালৈকভাগিকঃ। অষ্টৌ স্যুর্বিজয়ায়াশ্চ গুড়িকা গুড়তশ্চরেৎ॥ একৈকাং ভক্ষয়েৎ প্রাতঃস্থায়ামুপবেশয়েৎ। তালকেশ্বরনামায়াং যোগোহুৎসর্গবিনাশনঃ॥

রসসিন্দূর ১ ভাগ, শোধিত হরিতাল ১ ভাগ, সিদ্ধি ৮ ভাগ, এই সকল চূর্ণের দ্বিগুণ গুড়; একত্র মিশ্রিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রাতঃকালে ঔষধ সেবনের পর ছায়াতে উপবেশন করিবে। ইহাতে অস্পর্শ বাতরোগ নাশ হয়।

#### তালভৈরবী (সূচীবাতে)

তালগন্ধরসাহিন্দ্র-টঙ্গব্যোমং সহিস্পুলম্। পিষ্টাদ্রক্ষরসৈঃ কুর্য়াদ্ বটিকাং মুদামানতঃ॥ সা সেবিতা নিহন্ত্যাণ্ড বাতশ্লেথ্রাভবান্ গদান্। গ্রহীৎ বহিমান্দ্যর্শঃ সূচীবাতে সশৈত্যকম্॥

হরিতাল, গন্ধক, পারদ, অহিফেন, সোহাগার খই, ত্রিকটু ও হিস্পুল ইহাদেগকে আদার রসে মর্দন করিয়া মুদগপ্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে বাতশ্লেথ্রাজ রোগ, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য ও অর্শ নিবারিত হয়। ইহা শৈত্যক ও সূচীবাতের মহৌষধ। (যে-বায়ু দ্বারা রোগীর অঙ্গ একেবারে অসাড় হয়, সূচী দ্বারা বিদ্ধ করিলেও রোগীর জ্ঞানসঞ্চার হয় না, তাহাকে সূচীবাত বলে)।

#### আনন্দভৈরবঃ (বাতশ্লেথ্রাণি)

পারদং গন্ধকং লৌহমল্লকং বিষমেব চ। সমাংশং মরিচঞ্চাঠৌ টঙ্গণস্য চতুর্গুণম্॥ ভৃঙ্গরাজরসৈঃ সপ্ত ভাবনাচালদাড়িমৈঃ। গুঞ্জাদ্বয়ং পর্ণখণ্ডৈঃ খাদেৎ সোহয়ং নিহন্ত্যমুন্॥ বাতশ্লেথ্রোত্ত্বং রোগং মন্দাঘ্নিৎ গ্রহণীং জরান্। অরুচিং পাণ্ডুতাম্বেষ মেদোজং নাশয়েদ্ ধ্রুবম্॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অল ও বিষ প্রত্যেক সমভাগ, মরিচচূর্ণ ৮ ভাগ, সোহাগার খই ৪ ভাগ, এই সকল দ্রব্যকে ভীমরাজের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা পানের সহিত সেবন করিলে বাতশ্লেথ্রাজ রোগ এবং মন্দাঘ্নি, গ্রহণী, জ্বর, অরুচি প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

#### বাতারিরসঃ

রসো গন্ধো বরা বহির্গুণ্ডলুঃ ক্রমবর্দ্ধিতঃ। তত্রৈকভাগঃ সূতঃ স্যাদ্ গন্ধকো দ্বিগুণঃ স্মৃতঃ॥ ত্রিভাগা ত্রিফলা যোজ্যা চতুর্ভাগস্ত চিত্রকঃ। গুণ্ডগুণ্ডলুঃ পঞ্চভাগঃ স্যাদ্রবৃত্তৈলেন মর্দিতঃ॥ ক্ষিপ্তা তত্রোদিতং চূর্ণং তেন তৈলেন মর্দয়েৎ। গুটিকাং কর্ষমাত্রান্ত ভক্ষয়েৎ প্রাতঃরেব হি॥ নাগরৈরশ্বমূলানাং কষায়ং প্রপিবেদনু। অভ্যজ্যৈরশ্বতৈলেন শ্বেদয়েৎ পৃষ্ঠদেশকম্। বিরেকপরিণামে তু শিঙ্কমুঞ্চঞ্চ ভোজয়েৎ॥

বাতরিসংজ্ঞকো হ্যেব রসো নিয়তসেবিতঃ। মাসেন মরুতো রোগান্ হরেৎ সুরতবজ্জিতঃ।।

পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ, একত্র মর্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। প্রথমত গুগ্গলু ৫ ভাগ এরপুতৈলে মর্দন করিয়া তাহার সহিত পূর্বোক্ত কজ্জলী এবং ত্রিফলাচূর্ণ ৩ ভাগ ও চিতামূলচূর্ণ ৪ ভাগ মিশাইবে এবং এই এরপুতৈল দ্বারা পুনর্ব্বার মর্দন করিয়া ২ তোলা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ২ তোলা (ব্যবহার ১ মাষা)। অনুপান গুণ্ড ও এরপুতৈলের কাথ। প্রাতঃকালে ঔষধ সেবনের পর রোগীর পৃষ্ঠদেশে এরপুতৈল মাখাইয়া স্বেদ প্রদান করিবে, ক্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ১ মাস কাল এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বায়ু-জন্য রোগ বিনষ্ট হয়।

#### গন্ধদ্রব্যকথনম্

এলা চন্দনকুঙ্কমাগুরু মুরা ককোলমাংসী শটী শ্রীবাসচ্ছদগ্রস্থিপর্যশাভুৎ ক্ষৌণ্ডীত্রজোশীরকম্। কস্তুরীনখপুতৈলজলমুণ্ডমেথীলবঙ্গাদিকম্ গন্ধদ্রব্যমিদং প্রদেয়মথিলং শ্রীবিষুতৈলাদিবু।। তন্ত্রান্তরে—কুষ্ঠঞ্চ নলিকা পুতিরক্ষীরং শ্বেতচন্দনম্। জটামাংসী তেজপত্রং নথী মৃগমদঃ ফলম্।। ককোলং কুঙ্কমং চোচং লতাকস্তুরিকা বচা। সৃষ্টম্ভলাগুরু মস্তঞ্চ কপূরং গ্রহিপর্যকম্।। শ্রীবাসঃ কন্দরুদেব-কুসুমং গন্ধমাতৃকা। শিতুকো মিথিকা মেথী ভদ্রমুস্তং তথা শটী।। জাতীকোষং শৈলজঞ্চ দেবদারু সজীরকম্। এতানি গন্ধদ্রব্যানি তৈলপাকেষু যুক্তিতঃ।।

এলাইচ, চন্দন, কুঙ্কম, অগুরু, মুরামাংসী, কাঁকলা, জটামাংসী, শটী, সরলকাষ্ঠ, তেজপত্র, গেঁটোলা, কপূর, শৈলজ, বেণার মূল, মৃগনাভি, নথী, খটাশী, শিলারস, মুতা, মেথী ও লবঙ্গাদি এই সমুদায় গন্ধদ্রব্য বিষুতৈল প্রভৃতিতে প্রদেয়।

তন্ত্রান্তরে—কুড়, নালুকা, খটাশী, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন, জটামাংসী, তেজপত্র, নথী, মৃগনাভি, জায়ফল, কাঁকলা, কুঙ্কম, গুড়ত্বক, লতাকস্তুরী, বচ, ছোট এলাইচ, অগুরু, মুতা, কপূর, গেঁটোলা, সরলকাষ্ঠ, কুন্দুরুখোটা, লবঙ্গ, গন্ধমাতৃকা, শিলারস, গুলফা, মেথী, ভদ্রমুস্তক, শটী, জয়িত্রী, শৈলজ, দেবদারু ও জীরা এই সকল গন্ধদ্রব্য যথানিয়মে তৈলে প্রদান করিতে হয়।

#### বাতহরতৈলানাং বিশেষমুচ্ছাবিধিঃ

আশ্রজধুকপিথানাং বীজপূরকবিস্বয়োঃ। গন্ধকম্মণি সর্বত্র পত্রাণি পঞ্চপল্লবম্।। পঞ্চপল্লবতোয়েন গন্ধানাং স্ফালনং মতম্।।

তৈলমুচ্ছাব সাধারণ বিধি পরিভাষায় লিখিত হইয়াছে। অগ্রে সেইরূপ মুচ্ছাবক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া পরে আম, জাম, কয়েৎবেল, টাবালের ও বিস্ব এই সমুদায়ের পত্র (মিলিত) পাচা তৈলের অষ্টমাংশ, চতুর্গুণ জলে কাথ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই পল্লবকাথ দ্বারা বাতঘ্ন তৈল পুনঃশোধন এবং গন্ধদ্রব্যসমূহ স্ফালন ও শোধন করিবে।

#### স্বল্পবিষুতৈলম্

শালপর্ণী প্লিন্ধিপর্ণী বলা চ বহুপুত্রিকা। এরণ্ডস্য মূলানি বৃহত্যোঃ পুতিকস্য চ।। গবেধুকস্য মূলানি তথা সহচরস্য চ।। এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।। আজং বা যদি বা গব্যং ক্ষারং দন্দ্যচ্চতুর্গুণম্।। বাতাত্তী লবণাশাচ পীড়া দ্যুতানুত্বচঃ।। হংপার্শ্বশূলে বাতাস্তে গলগণ্ডেহর্দিতে ক্ষয়ে।। শর্করাশ্রাপাণ্ডু-কামলার্দ্ধবেদকে।। ক্ষীণেন্দ্রিয়েহব্রবৃদ্ধৌ চ জরাজজ্জ্বরিতে হিতম্।। স্ত্রিয়ো যান প্রসূয়ন্তে তাসাঞ্চৈব প্রদাপয়েৎ।। স্ত্রীণামশ্বতরীণাঞ্চ গর্ভস্থিতিকরং পরম্।। এতৎ তৈলবরঞ্চৈব বিষুনা পরিকীর্ণিতম্।।

তিলতৈল ৪ সের। গব্য বা ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। কঙ্কার্থ শালপাণি, চাকুলে, বেড়েলা, শতমূলী, এরণ্ডমূল, বৃহতীমূল, কণ্টকারীমূল, নাটামূল, গোরক্ষচাকুলে ও ঝাঁটিমূল ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল। এই তৈল যথাবিধানে পাক করিয়া মর্দন করিলে ইন্দ্রিয়দৌর্বল্য, অর্দিত, অন্ধ্রবন্ধি, রতিশক্তির হীনতা, অর্দ্ধাবভেদক (আধকপালে), কামলা, পাণ্ডু, অশ্মরী ও অন্যান্য নানা প্রকার পীড়ার নিবৃত্তি হইয়া দেহের বলবীৰ্য্য বৃদ্ধি হয়। গর্ভিণী স্ত্রীলোকের প্রসব-ব্যঘাত উপস্থিত হইলে এই তৈল মর্দন করা আবশ্যিক, তদ্বারা প্রসববিঘ্ন নিবারিত হয়।

শতাবরী চাংশুমতী প্লিন্ধপর্ণী শটী বলা। এরণ্ডস্য চ মূলানি বৃহতোঃ পূতিকস্য চ।। গবেধূকস্য মূলানি তথা সহচরস্য চ। এষাং দশপলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।। পাদাবশেষে পুতে চ গর্ভক্ষেণং নিধাপয়েৎ। পুনর্নবা বচা দারু শতাহ্বা চন্দনাগুরু।। শৈলেয়ং তগরং কুষ্ঠমেলা মাংসী স্থিরা বলা। অশ্বাহ্বা সৈন্ধবং রান্না পলাদানি চ যোজয়েৎ।। গব্যাজপয়সোঃ প্রস্থৌ দ্বৌ দ্বাবত্র প্রদাপয়েৎ। শতাবরী-রসপ্রস্থং তৈলং প্রস্থং বিপাচয়েৎ।। অস্য তৈলস্য পকস্য শূণু বীৰ্য্যমতঃ পরম্। অশ্বানাং বাতভগ্নানাং কুঞ্জরাণাং নৃণাং তথা।। তৈলমেতৎ প্রযোক্তব্যং সর্ববাতনিবারণম্। আয়ুষ্শাংশ চ নরঃ পীত্বা নিশ্চয়েন দৃঢ়ো ভবেৎ।। গর্ভমশ্বতরী বিন্দ্যাৎ কিং পুনর্মানুষী তথা। হ্রচ্ছূলং পাশ্বশূলঞ্চ তথৈবান্নাবভেদকম্।। অপটীং গণ্ডমালাঞ্চ বাতরক্তং হনুগ্রহম্। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ অশ্মরীক্ষাপি নাশয়েৎ।। তৈলমেতদ্ ভগবতা বিষ্ণুনা পরিকীর্তিতম্। বিষ্ণুতৈলমিদং খ্যাতে বাতান্তকরণং মতম্।। (চক্রদন্তেহস্য মহানারায়ণ-তৈলমিতি সংজ্ঞা)।

তিলতৈল ৪ সের। কাথার্থ শতমূলী, শালপাণি, চাকুলে, শটী, বেড়েলা, এরণ্ডমূল, বৃহতীমূল, কণ্টকারীমূল, নাটকরঞ্জমূল, গোরক্ষচাকুলের মূল ও নীলঝাঁটিমূল প্রত্যেক ১০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; গব্য দুগ্ধ ৮ সের, ছাগদুগ্ধ ৮ সের, শতমূলীর রস ৪ সের। কঙ্কার্থ—পুনর্নবা, বচ, দেবদারু, শুলফা, রক্তচন্দন, অগুরু, শৈলজ, তগরপাদুকা, কুড়, এলাইচ, জটামাংসী, শালপাণি, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব ও রান্না প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈল মর্দনে সকল প্রকার বায়ুরোগের শাস্তি এবং অপটী, গণ্ডমালা, বাতরক্ত, কামলা ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগসমূহ প্রশমিত হয়। ইহা দ্বারা গর্ভদোষনাশ ও সন্তানোৎপত্তি হইয়া থাকে।

#### বৃহদ্বিষ্ণুতৈলম্

জলধরমশ্বগন্ধা জীবকস্বভকৌ শটী। কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জীবন্তী মধুযষ্টিকা।। মধুরিকা দেবদারু পদ্মকান্ঠঞ্চ শৈলজম্। মাংসী চেলা হ্রচং কুষ্ঠং বচা চন্দনকুঙ্কুমম্।। মঞ্জিষ্ঠা মৃগনাভিচ শ্বেতচন্দনসৈন্ধবম্। পর্ণী পর্ণী কুন্দুখোটি গ্রহিকঞ্চ নথী তথা।। এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈস্তৈলস্যাপি তথ্যাকম্।। শতাবরীরসসমং দুগ্ধঞ্চাপি সমং পচেৎ।। বিষ্ণুতৈলমিদং শ্রেষ্ঠং সর্ববাতবিহারনুৎ। উর্দ্ধবাতং তথা বাতমঙ্গলগ্রহমেব চ।। শিরোমধ্যগতং বাতং মন্যাস্তত্ত্বং গলগ্রহম্। হস্তি নানাবিধং বাতং সন্ধিমজ্জগতং তথা।। যস্য শুশ্যতি চৈকাস্তং গতির্যস্য চ বিহুলা। যে বাতপ্রভবা রোগা র্যে চ পিণ্ডসমুদ্ভবাঃ। সর্বাংস্তান্ নাশয়ত্যাশু সূর্যাস্তম ইবোদিতঃ।।

তিলতৈল ১৬ সের। শতমূলীর রস ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। জল ৩২ সের। কঙ্কার্থ মুতা, অশ্বগন্ধা, জীবক, ঋষভক, শটী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মৌরি, দেবদারু, পদ্মকান্ঠ, শৈলজ, জটামাংসী, এলাইচ, গুড়ত্বক, কুড়, বচ, রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, মঞ্জিষ্ঠা, মৃগনাভি, শ্বেতচন্দন, সৈন্ধব লবণ, শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, কুন্দুখোটি, গঁটেলা ও নথী ইহাদের প্রত্যেকের ১



পল। এই তৈল মর্দন করিলে উর্ধ্বগ বায়ু, অঙ্গুলিগ্রহ, মন্যাস্তম্ভ, গলগ্রহ, সন্ধিগত বায়ু, মজ্জাশ্রিত বায়ু এবং বাতিক পৈতিক সর্বপ্রকার রোগ উপশমিত হয়।

#### নারায়ণতৈলম্

বিষ্ণোহরিমহুঃ শ্যোনাকঃ পাটলঃ পারিভদ্রকঃ। প্রসারণাশ্বগন্ধা চ বৃহতী কণ্টকারিকা।। বলা চাতিবলা চৈব শ্বদংষ্ট্রা সপুনর্ববা। এষাং দশপলান্ ভাগাংশ্চতুর্দ্রোণেহস্তসঃ পচেৎ।। পাদশেষং পরিষ্রাব্য তৈলপাত্রং প্রদাপয়েৎ। শতপুষ্পা দেবদারু মাংসী শৈলেয়কং বচা।। চন্দনং তগরং কুষ্ঠমেলা পর্নীচতুষ্টয়ম্। রাস্না তুরগগন্ধা চ সৈন্ধবং সপুনর্ববম্।। এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ। শতাবরীরসশ্চৈব তৈলতুল্যং প্রদাপয়েৎ।। আজং বা যদি বা গব্যং ক্ষীরং দদ্যাচ্চতুর্গম্। পানে বস্তী তথাভ্যঙ্গে ভোজ্যেচৈব প্রশস্যতে।। অশ্বো বা বাতসংভ্রমো গজো বা যদি বা নবঃ। পঙ্গুশ্চ পীঠসর্পী চ তৈলেনানেন সিধ্যতি।। অধোভাগে চ যে বাতাঃ শিরোমধ্যগতাশ্চ যে। মন্যাস্তম্ভে হনুস্তম্ভে দন্তরোগে গলগ্রহে।। যস্য শুয্যতি চৈকাস্তং গতির্ব্যস্য চ বিহুলা। ক্ষীণেন্দ্রিয়াঃ ক্ষীণশুক্লা জ্বরক্ষীণাশ্চ যে নরাঃ।। বধিরা লম্বজিহ্বাশ্চ মন্দমেধস এব চ। অল্পপ্রজা চ যা নারী যা চ গর্ভং ন বিন্দিতি।। বাতাষ্টৌ বৃষণৌ যেসামস্ত্রবৃদ্ধিশ্চ দারুণা। এতৎ তৈলবরং তেষাং নান্না নারায়ণং স্মৃতম্।। আজগব্যাপয়সৌর্ঘ্যদ্যপি প্রায়েণ গুণসাম্যং তথাপি ছাগলক্ষীরেণ পকং তৈলমিদমনভিষ্যন্দি দোষত্রয়হরঞ্চ ভবতীতি প্রত্যেতব্যম্। ইতি শ্রীকণ্ঠঃ।

তিলতৈল ১৬ সের। ক্কাথার্থ বিলম্বমূলের ছাল, গণিয়ারিমূলের ছাল, শোণামূলের ছাল, পারুলমূলের ছাল, পালিধামূলের ছাল, গন্ধভাদুলে, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর ও পুনর্ববা ইহাদের প্রত্যেকের ১০ পল, জল ৫৬ সের, শেষ ১৬ সের। কঙ্কার্থ শুলফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বচ, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, এলাইচ, শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, রাস্না, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব ও পুনর্ববামূল ইহাদের প্রত্যেকের ২ পল। শতমূলীর রস ৬ সের, গব্য কিংবা ছাগদুগ্ধ ৬৪ সের। এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ ও বস্তিক্রিয়ায় প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা পঙ্গুতা, অধোভাগগত বাত, শিরোরোগ, মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ, দন্তরোগ, গলগ্রহ, একাঙ্গশোষ, সাকম্পন গতি, ইন্দ্রিয়দৌর্বল্য, শুক্রহ্রাস, বধিরতা, অস্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগ, এবং স্ত্রীলোকের গর্ভগ্রহণ-ব্যাঘাত নিবারণ হয়।

#### মধ্যমনারায়ণ তৈলম্

অশ্বগন্ধাং বলাং বিষ্ণং পাটলাং বৃহতীদ্বয়ম্। শ্বদংষ্ট্রাতিবলাং নিম্বং শ্যোনাকঞ্চ পুনর্ববাম্।। প্রসারণী-মহিমহুং কুর্যাদ্ দশপলং পৃথক্। চতুর্দ্রোণে জলে পঙ্ক্কা পাদশেষং শৃতং নয়েৎ।। তৈলাঢ়কেন সংযোজ্য শতাবরীয়া রসাত্ৰকম্। প্রক্ষিপেৎ তত্র গোক্ষীরং ততস্তৈলাচ্চতুর্গম্।। পৃথক্ পলমিতৈঃ কঙ্কের্দ্রব্যোরেভিঃ পচেদ্ ভিষক্। বচাচন্দনকুষ্ঠৈলা-মাংসীশৈলেয়সৈন্ধবৈঃ।। অশ্বগন্ধাবলারাস্না-শতপপ্পেন্দ্রদারুভিঃ। পর্নীচতুষ্টয়েনৈব তগরেণ প্রসাধয়েৎ।। তৎ তৈলং ভোজনেহভ্যঙ্গে পানে বস্তৌ চ যোজয়েৎ। পক্ষাঘাতং হনুস্তম্ভং মন্যাস্তম্ভং গলগ্রহম্।। কুজং বধিরত্বঞ্চ গতিভঙ্গং কটাগ্রহম্। গাত্রশোষেদ্রিয়ধ্বংসং শুক্রনাশং জ্বরং ক্ষয়ম্।। অস্ত্রবৃদ্ধিং কুরগুঞ্চ দন্তরোগং শিরোগ্রহম্। পার্শ্বশূলঞ্চ পঙ্গুত্বং বুদ্ধিনাশঞ্চ গৃধ্রসীম্।। অন্যাংশ্চ বিবিধান্ বাতান্ হরেৎ সর্ব্বাঙ্গসংশ্রয়ান্। অস্য প্রভাবাদ্ বক্ষ্যাপি নারী পুত্রং প্রসূয়তে।। যথা নারায়ণো দেবো দুষ্টদৈত্যবিনাশনঃ। তথৈৎ বাতরোগাণাং নাশনং তৈলমুত্তমম্।।

তিলতৈল ১৬ সের। কঙ্কার্থ বচ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, জটামাংসী, শৈলজ, সৈন্ধব, অশ্বগন্ধা, বেড়েলামূল, রাস্না, শুলফা, দেবদারু, মুগানী, মাষাণী, শালপাণি, চাকুলে ও তগরপাদুকা প্রত্যেক

৮ তোলা; ক্কাথার্থ অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, বিশ্বমূলের ছাল, পারুলের ছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, গোরক্ষচাকুলে, নিমছাল, শোণাছাল, পুনর্নবা, গন্ধভাদুলে ও গণিয়ারি এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ১০ পল অর্থাৎ ৮০ তোলা, ৬ মণ ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১ মণ ২৪ সের জল থাকিতে নামাইবে। এই ক্কাথ এবং শতমূলীর রস ১৬ সের, দুগ্ধ ১ মণ ২৪ সের। এই সমস্ত দ্রব্য এবং কঙ্কদ্রব্য-সহ তৈল পাক করিবে। এই তৈল ভোজনে অভ্যাঙ্গে পানে ও বন্তিক্রিয়াতে প্রযুক্ত হইলে পক্ষাঘাত, হনুস্তম্ভ, মন্যাস্তম্ভ, গলগ্রহ, কুজ্জ্ব, বধিরতা, গতিভঙ্গ, কটীগ্ৰহ, গাত্রশোষ, ইন্দ্রিয়ধ্বংস, শুক্রক্ষয়, জ্বর, যক্ষ্মা, অস্ত্রবৃদ্ধি, কুরণ্ড, দন্তরোগ, শিরোগ্ৰহ, পার্শ্বশূল, পঙ্গুতা, বুদ্ধিবংশ, গৃধ্রসী প্রভৃতি এবং অন্যান্য সর্বাস্থগত নানাপ্রকার বাতরোগ নষ্ট হয়। নারায়ণ যেমন দৈত্যদিগের ধ্বংস করেন, তদ্রূপ এই তৈল সর্বপ্রকার বাতরোগ নষ্ট করে। অধিকন্তু এই তৈলপ্রভাবে বক্ষ্যা নারীগণও পুত্রবতী হইয়া থাকে।

#### মহানারায়ণ তৈলম্

বিশ্বাশ্বগন্ধা বৃহতী শ্বদংষ্ট্রা শ্যোনাকবাট্টালিকপারিভদ্রম্। ক্ষুদ্রা কঠিন্মাতিবলাগ্নিমহুং মূলানি চৈবাং সরীয়ুতানাম্॥ মূলং বিদ্যাদ্যদ্য পাটলীনাং প্রস্থং সপাদং বিধিনোদ্ধুতানাম্॥ দ্রোগৈরপামষ্টভিরেব পঙ্ক। পাদাবশেষেণ রসেন তেন॥ তৈলাঢ্যকাভাং সমমেব দুগ্ধমাজং নিদ্যাদ্যদ্যথাপি গব্যম্। একত্র সম্যগ্ বিপচেৎ সবুদ্ধিদ্যাদ্রসংক্ষেব শতাবরীগাম্॥ তৈলেন তুল্যং পনরেব তত্র রাস্মাশ্বগন্ধ্যমিষাদারুকঠম্। পর্ণীচতুষ্কাগুরুকেশরাণি সিদ্ধুখমাংসীরজনীদ্বয়ঞ্চ॥ শৈলেকং চন্দনপুঙ্করাণি এলাশ্রযষ্টী তগরাদ্যপত্রম্। ভূঙ্গোহষ্টবগন্তু বচা পলাশী হ্রৌণেয়বৃশ্চীরকচোরকাখ্যাম্॥ এতৈঃ সমস্তৈর্দ্বিপদপ্রমাণৈরালোড্য সর্বং বিধিনা বিপকম্। কর্পূরকাস্মীরমৃগাণ্ডজানাং চূর্ণীকৃতানাং ত্রিপলপ্রমাণম্॥ প্রস্বেদৌর্গন্ধ্যানিবারণায় দদ্যাৎ সুগন্ধায় বদন্তি কেচিৎ। নারায়ণং নাম মহচ্চ তৈলং সর্বপ্রকারৈর্বিধিবৎ প্রযোজ্যম্॥ আশ্বেষ পুংসাং পবনাদিতানামেকাস্থহীনাদিতবৈপনানাম্। যে পঙ্গবঃ পীঠবিসর্পিগণশ্চ বাধির্ঘ্যশুক্রক্ষয়পীড়িতাশ্চ॥ মন্যাহনুস্তম্ভশিরোরুজার্গা মুক্তাময়াস্তে বলবর্ণযুক্তাঃ। সংসেবা তৈলং সহসা ভবন্তি বক্ষ্যা চ নারী লভতে চ পুত্রম্॥ বীরোপমং সর্বগুণোপপন্নং সুমেধসং ত্রীবিনয়ান্বিতঞ্চ। শাখাশ্রিতে কোষ্ঠগতে চ বাতে বৃদ্ধৌ বিধেয়ং পবনাদিতানাম্॥ জিহ্বানিলে দন্তগতে চ শূলে উন্মাদকৌজ্যজ্বরকর্ষিতানাম্। প্রাপ্পোতি লক্ষ্মীং প্রমদাপ্রিয়ত্বং বপুঃ প্রকর্ষং বিজয়ঞ্চ নিত্যম্॥ তৈলোপসেবী জ্বরয়াতিমুক্তো জীবৈচ্চিরঞ্চাপি ভবেদ যুবেব। দেবাসুরে যুদ্ধপরে সমীক্ষ্য স্নায়বস্থিভঙ্গানসুরৈঃ সুরাংশ্চ॥ নারায়ণেনাপি সুবংহগাথং স্বনাম তৈলং বিহিতঞ্চ তেষাম্॥

ক্কাথার্থ বিশ্ব, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, গোক্ষুর, শোণা, বেড়েলা, পালিধা, কণ্টকারী, পুনর্নবা, গোরক্ষচাকুলে, গণিয়ারি, গন্ধভাদুলিয়া ও পারুল ইহাদের মূল প্রত্যেক ২ ৥০ সের। পাকার্থ জল ৫১২ সের, শেষ ১২৮ সের। গব্য বা ছাগদুগ্ধ ৩২ সের। শতমূলীর রস ৩২ সের, তিলতৈল ৩২ সের। কঙ্কার্থ রাস্না, অশ্বগন্ধা, শুলফা, দেবদারু, কুড়, শালপাণি, চাকুলে, মুগানি, মাষাণী, অগুরু, নাগেশ্বর, সৈন্ধব লবণ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শৈলজ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, তগরপাদুকা, মুতা, তেজপত্র, ভূঙ্গরাজ, জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষারকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদা, মহামেদা, বচ, পলাশী (গন্ধপলাশী নামে কাস্মীরে প্রসিদ্ধ), গোটেলো, শ্বেতপুনর্নবা ও চোরকাঁচকী, ইহাদের প্রত্যেকের ২ পল। গন্ধার্থ কর্পূর, কুঙ্কুম ও মৃগনাভি মিলিত ৩ পল। এই মহানারায়ণ তৈল মূলোক্ত বহুবিধ বিকারের প্রশান্তি করিয়া থাকে।

### মহানারায়ণ তৈলম্

তিলতৈলং সমাদায় চতুরাটকসম্মিতম্ । পঞ্চপল্লবতোয়েন শোধয়েদ্ দোষশাস্তয়ে ॥ তত্রাজং দুষ্কমথবা  
গব্যং তৈলসমং পচেৎ । শতাবরীরসঞ্চাপি তৈলতল্যং পচেদ্ ভিষক্ ॥ দশমূলী বলা রাস্না  
শিগ্রংপলপূর্নবাঃ । শেফালিকা নাগবলা বলা চৈব প্রসারণী ॥ অশ্বগন্ধা সহচরো দর্ভমূলং করঞ্জকঃ ।  
খদিরং চন্দনং লেপ্তং বচাসনপলাশকম্ ॥ বকুলৈরশুবরুণ-শালযুগ্মকটুস্তরাঃ । শিরীষঃ শিখরী বাসা  
হিংস্রা জম্বুবিভীতকম্ ॥ কাঞ্চনারঃ কপিথচ পারিভদ্রং প্রিয়ালকম্ । পাষণভেদঃ সম্পাকো দুষ্কিকা  
দাড়িমীফলম্ ॥ উদুম্বরঃ শাতলা চ কন্যকা মালতী ত্বচম্ । মাগধীফলমূলঞ্চ যবকোলকুলথকম্ ॥  
আম্বাণ্ডপ্তার্ককার্পাস-বীজং বৎসাদনী যুহী । কেতকীমূলধুস্তুর-লাঙ্গলীগর্দভাণ্ডকম্ ॥ চিত্রকঞ্চ মহানিষং  
পঞ্চবঙ্কলমেব চ । মুণ্ডীটঙ্কারীমুখলী-হংসপাদীবিশল্যকম্ ॥ এষাং দশপলান্ ভাগান্ বারিণ্যষ্টপুণে পচেৎ ।  
পাদশেষং পরিস্রাব্য তত্র তৈলং পুনঃ পচেৎ ॥ ছাগো মেঘশচ হরিণ এণশচ বহুশৃঙ্গকঃ । শশঃ শলা শিবা  
গোধা সিংহো ব্যায়শচ ভঙ্গকঃ ॥ বন্যো বরাহঃ খড়্গী চ মহিষো ঘোটকস্তথা । কপির্বব্রুড়ালশচ  
মূষকশেচরদর্দরঃ । বর্ভকস্তিগিরিলাবঃ খঞ্জরীটশচকোরকঃ । উলুকো নীলকণ্ঠশচ বনকুক্কট এব চ ॥ গৃধ্রশচ  
গরুড়ো হংসশচক্রঃ কারণ্ডবোহপি চ । কপোতঃ সারসঃ ক্রৌঞ্চো বন্যঃ পারাবতস্তথা ॥ রোহিতো  
মদগুরশচাপি শিলীন্ধ্রঃ শৃঙ্গকস্তথা । ইল্লীশো গর্গরো বর্মিরথ কাকঃ পিকোহপি চ ॥ মহামৎস্যঃ কচ্ছপশচ  
শিশুমারশচ সাকুচিঃ । মকরো ঘণ্টিকাকারস্তদলাভে তু গোধিকা । যথালভমমীষাঞ্চ ক্লাতং তৈলসমং  
পচেৎ ॥ রাস্নাশ্বগন্ধামিষাদারুকণ্ঠ-পর্ণীচতন্মাকুঙ্করেশরাণি । সিদ্ধুখমাংসী রজনীদ্বয়ঞ্চ শৈলেকং  
চন্দনপুষ্করঞ্চ ॥ এলা সযম্ভী তগরান্দপত্রং ভৃঙ্গোহষ্টবর্গস্ত বচা পলাশী । স্থৌণেয়বৃষ্টিরকচোরোখ্যং মূর্ব্বা  
ত্বচং কটফলপদ্মকঞ্চ ॥ মৃগালজাতীফলকেতকাখ্যং সনাগপুষ্পং সরলং মুরা চ । জীবন্তিকোশীরবরাস্তথৈব  
দুরালভা বানরিকা নখশচ ॥ কৈবর্তমুস্তার্জুনতিজ্রকঞ্চ বাতামখজ্জরকতুস্থরশচ । সধাতকীগ্রস্থিকপপটাসচ  
পটোলহেমাহুজয়ন্তিকাশচ ॥ ত্রায়ন্তিকালম্বুষশক্রবীজং রসাজ্জনাভা ত্রিবতাক্ষণা চ । দ্রাক্ষকর্ণাদ্রোণপূর্নবাসচ  
কৌন্তী ক্রিমিয়ো হয়মারকশচ ॥ নীলোৎপলং পদ্মককারবীভাং রত্নানলো গোক্ষুরকঃ ক্ষুরশচ । কঙ্কোল-  
কালেয়কসন্তপ্পং তরুন্ধকাক্ষীরকসিকথকঞ্চ ॥ লবঙ্গকপূরব্রসালকাশু-কস্তুরিকা বালকমধ্বরঞ্চ ।  
কঙ্কানমীষাং বিপচেৎ সুবৈদ্যঃ পৃথক্ পৃথক্ কর্ষয়গোমিতাম্ ॥ শুভে চ নক্ষত্রমুহূর্তলগ্নে সন্তোষ্য  
বিপ্রাংশচ ভিষগ্বরাংশচ । সম্পূজ্য নারায়ণনামধেয়ং দেবং ত্রিনেত্রং জগতামধীশম্ ॥ পাত্রে তু হেমং খলু  
রাজতে বা তাস্মৈহুথবা লৌহময়েহপি রক্ষ্যেৎ ॥ অভ্যঞ্জেহজ্জনে নস্যো নিরুহে চাবগাহনে । পানে চৈতদ্  
যথাব্যাদি প্রযুক্তীত চিকিৎসকঃ ॥ বহ্ননাত্র বিমুক্তেন তৈলমেতৎ প্রযোজিতম্ । অবশ্যং বাতজান্ ব্যাধীন-  
শীতিমপি নাশয়েৎ ॥ এতস্যাত্যাসতো জন্তোজরো জাতু ন জায়তে । পতন্তি বলয়ো নৈব পলিতঞ্চ ন  
জায়তে । নেত্রং তেজস্বি নিতরাং গরুড়স্যেব জায়তে । নৌচৈঃশ্রুতির্ন বাধির্ধ্যাং কর্ণনাদো ন জায়তে ॥  
পাণিকম্পঃ শিরঃকম্পঃ প্রলাপশচ ন জায়তে । বুদ্ধিভ্রংশো ন জায়তে তস্মাৎ কর্মসু পটিবম্ ॥ যথা  
জলেন সিদ্ধস্য শাখিনঃ পল্লবাদয়ঃ । বর্দ্ধন্তে ধাতবস্তদ্বদেহিনোহনেন নিতাশঃ ॥ আমং গর্ভং তাজেজ্জাতু  
সূতিকারুণ্যুতা চ যা । যা চ দুষ্প্রসবক্ষীণা তাভ্য এতদ্বিতং পরম্ ॥ বক্ষ্যা চ লভতে পুত্রং গর্ভপাতো ন  
জায়তে । যোনিরোগাঃ প্রশস্ত্যন্তি প্রদরশচ প্রশাম্যতি ॥ অস্মাৎ তৈলবরাদন্যৎ কুট্রিচ্ছান্তি ভেষজম্ ।  
বল্যং বৃষ্যং বৃংহণঞ্চ রসায়নমিদং মহৎ ॥ পুরা দেবাসরে যদ্ভে দৈত্যৈরভিতহান্ সরান্ । ভিন্নান্  
ভগ্নাস্থিকান্ বিদ্বান্ পিচ্ছিতান্ ব্যথাদির্দিতান্ ॥ দৃষ্ট্বা হিতায় দেবানাং নরাণাঞ্চব্রবীদিদম্ । তৈলং নারায়ণো  
দেবো মহানারায়ণাভিধম্ ॥

মুর্ছিত তিলতৈল ৬৪ সের। পঞ্চপল্লবের অর্থাৎ আম, জাম, কয়েৎবেল, ছোলঙ্গলেবু ও বেলে এই  
পঞ্চ প্রকার বৃক্ষের পত্রের ক্লেব ১৬ সের, তৈলের দোষ নিবারণ-জন্য একতা পাক করিবে। কঙ্কার্থ  
রাস্না, অশ্বগন্ধা, মৌরি, দেবদারু, কুড়, শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, অগুরু, নাগেশ্বর, সৈন্ধব,

জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শৈলজ, শ্বেতচন্দন, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), এলাইচ, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, মুতা, তেজপত্র, দারুচিনি, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, বচ, গন্ধপলাশী, গের্টেলা, শ্বেত পুনর্নবা, চোরক, মূর্খা, কটফল, পদ্মকাষ্ঠ, পদ্মের মৃগাল, জাতীফল, কেয়ার মূল, নাগেশ্বর, সরলকাষ্ঠ, মুরামাংসী, জীবন্তী, বেণার মূল, ত্রিফলা, দুরালভা, আলকুশী বীজ, নখী, কৈবর্তমুতা, অজ্জুনছাল, চিরতা, বাদাম, খেজুর, ধনে, ধাইফুল, পিপুলমূল, ক্ষেতপাপড়া, পটোলপত্র, ফলমূল ও পত্রসহ ধূতুরা, জয়ন্তী, বলাড়ুমুর, লজ্জালু, ইন্দ্রযব, রসাজুন, বাবলার ছাল, তেউড়ীমূল, মঞ্জিষ্ঠা, কিসমিস, পিপুল, দ্রোণপুষ্পী, রক্তপুনর্নবা, রেণুকা, বিড়ঙ্গ, করবীর মূল, নীলোৎপল, পদ্মমূল, কৃষ্ণজীরা, কলার মূল, চিতার মূল, গোক্ষুর, কুলেখাড়া, কঙ্কাল, কালিয়াকাষ্ঠ, কসমফল, শিলারস, কঙ্কম, মোম, লবঙ্গ, কর্পূর, রসালকাণ্ড (সগন্ধ দ্রব্যবিশেষ) লতাকস্তুরী, বালা, অম্বর (গন্ধদ্রব্যবিশেষ), এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ কর্ষ অর্থাৎ ৪ তোলা। ছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ ও শতমূলীর রস তৈলের সমান। কাথার্থ দশমূলী, বেড়োলা, রান্না, সজিনা, নীলোৎপল, পুনর্নবা, নিসিন্দা, গোরক্ষচাকুলে, গন্ধভাদুলে, অম্বগন্ধা, ঝাঁটি, উলুমূল, ডহরকরঞ্জ, খদিরকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, লোধ, বচ, অসনকাষ্ঠ, পলাশ, বকুল, ভেরেণ্ডামূল, বরুণছাল, রক্তশাল, পীতশাল, কটকী, শিরীষছাল, অপামার্গ, বাসক, গুড়কামাই, জামছাল, বহেড়া, কাঞ্চনের ছাল, কয়েৎবেল, পালিধামন্দার, পিয়াল, পাষণভেদী, সোন্দাল, দক্ষিণা, দাড়িমফল, যজ্ঞডমর, চামারকষা, ঘৃতকুমারী, মালতীফুল, দারুচিনি, পিপুল, পিপুলমূল, যব, শুষ্কবদর, কুলথকলায়, আলকুশীমূল, আকন্দ, কার্পাসবীজ, গুলঞ্চ, মনসাসিজ, কেতকীমূল, ধূতুরা, বিষলাঙ্গলিয়া, পাকুড়ছাল, চিতামূল, ঘোড়ানিম, পঞ্চবক্ষল (আম, জাম, কয়েৎবেল, ছোলঙ্গলেবু, বেলছাল), মুণ্ডিরী, টেপারি, তালমূলী, গোয়ালে লতা এবং বিশল্যকরণী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ১ সের ১ পোয়া। মিলিত দ্রব্যের ৮ গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিবে, চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইবে। ছাগ, মেঘ, হরিণ, এণ, বহুশৃঙ্গক, শশক, শজারু, শৃগাল, গোসাপ, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বন্যবরাহ, গণ্ডার, মহিষ, ঘোটক, বানর, বল্লু, বিড়াল, ইন্দুর, বৃহৎ ভেক, বর্ভক, তিভিরি, লাভ, খঞ্জর, চকোর, পৈঁচা, ময়ূর, বন্যকুক্কট, গৃধ, গরুড়, হংস, চক্রবাক, কারণ্ডব, কপোত, সারস, বক, বন্য কপোত, রোহিত মৎস্য, মদগুর মৎস্য, শিলিন্দা মৎস্য, শিঙ্গী, ইলিশ, গাগোর ও বর্শি মৎস্য, কাক, পিক, মহামৎস্য, কচ্ছপ, শুশুক, সাক্কুচি, মকর, ঘণ্টিকাকার (তদভাবে গোয়িকা), ইহাদের মধ্যে যতগুলি সংগ্রহ হয়, তাহাদের মাংস ১ মণ ২৪ সের, ৬ মণ ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১ মণ ২৪ সের থাকিতে নামাইবে। এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা যথাবিধানে পাক করিয়া শুভ নক্ষত্র ও শুভ লগ্নবিশিষ্ট দিনে দেবদির পূজা করিয়া সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র অথবা লৌহপাত্রে এই তৈল রাখিবে। রোগানুসারে বিবেচনাপূর্বক চিকিৎসক এই তৈল গাত্রমর্দনে, অঞ্জে, নস্যে, নিরূহে, অবগাহনে বা পানে প্রয়োগ করিবে। এই তৈল দ্বারা ৮০ প্রকার বাতরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

#### সিদ্ধার্থকতৈলম্

শতাবরীক্ষা নীপসীডা রসং প্রস্থদ্বয়ং হরেৎ। তিলতৈলং পচেৎ প্রস্থং ক্ষীরং দত্ত্বা চতুর্গম্॥ শতপুষ্পা দেবদারু মাংসী শৈলেকং বলা। চন্দনং তগরং কষ্ঠমেলা চাণ্ডুমতী তথা॥ রান্না তরগন্ধা চ সমস্তা শারিবায়দ্যম্। পুশ্পির্ণী বচা চৈব তথা গন্ধবর্ষহস্তকম্॥ সিদ্ধভবং সমং দদ্যাদ্ বিশ্বভেষজমেব চ। এভিস্তৈলং পচেদ্ধীমান্ দত্ত্বার্করসং সমম্॥ কুজাশ্চ বামনা যে চ পঙ্গুপাদাশ্চ যে নরাঃ। মহাবাতেন

## ৫৬ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

যে ভগ্না অঙ্গসঙ্কুচিতাশ্চ যে।। তেষাং হিতমিদং তৈলং সন্ধিবাতৈ চ শস্যতে।। যেষাং শুষ্যতি চৈকাস্তং গতির্যেষাঞ্চ বিহুলা।। ক্ষীণেন্দ্রিয়া নষ্ঠশুক্ৰা জরয়া জঙ্জরীকৃতাঃ।। অমেধসশ্চ বধিরাস্তেষামপি পরং হিতম্।। মাসমেকং পিবেদ্ যন্ত যৌবনস্থঃ পুনর্ভবেৎ।। সিদ্ধার্থকমিতি খ্যাতে নরনারীহিতায় বৈ।।

তিলতৈল ৪ সের। শতমূলীর রস ৮ সের, দুধ ১৬ সের, আদার রস ৪ সের। কঙ্কার্থ শুলফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বেড়িলা, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, এলাইচ, শালপাণি, রান্না, অশ্বগন্ধা, বরাক্রান্তা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, চাকুলে, বচ, এরণ্ডমূল, সৈন্ধবলবণ ও শুষ্ঠ মিলিত ১ সের। এই তৈল মর্দনে কুজতা, পঙ্গুতা ও একাঙ্গশোষ প্রভৃতি নানাবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

### হিমসাগর তৈলম্

শতাবরীরসগ্রন্থে বিদার্যাঃ স্বরসে তথা।। কুখ্যাণ্ডকরসগ্রন্থে ধাত্র্যাশ্চ স্বরসে তথা।। শাম্বল্যাঃ স্বরসগ্রন্থে তথা গোক্ষুরকস্য চ।। নারিকেলপয়ঃগ্রন্থে তিলতৈলস্য গ্রন্থতঃ।। কদল্যাঃ স্বরসগ্রন্থে ক্ষীরগ্রন্থচতুষ্টয়ে।। পাচয়েৎ কর্ণমাণ্ডক কঙ্কং দত্তা বিচক্ষণঃ।। চন্দনং তগরং বাপ্যং মঞ্জিষ্ঠা সরলাগুরু।। মাংসী মুরাধুশৈল্যেয়ং যষ্ঠী দারু নখী বচা।। পুতিকা পীড়িকা পত্রং কন্দরুর্নলিকা তথা।। বরী লোধ্রং তথা মস্তং ত্রুগেলাপত্রকেশরম্।। লবঙ্গং জাতীকোষঞ্চ তথা মধুরিকা শটী।। চন্দনং গ্রন্থিপর্ণঞ্চ কপূরং লাভতঃ ক্ষিপেৎ।। অস্য তৈলস্য সিদ্ধস্য শৃণু বীর্যমতঃ পরম্।। উচ্চৈঃ প্রপততো বায়োগর্জতো বাজিনস্তথা।। উষ্ট্রতো লোষ্ট্রপাতাচ্চ পঙ্গুনাং পীঠসপিণাম্।। একাঙ্গশোষণাণ্ডৈব তথা সর্বকোষশোষণাম্।। ক্ষতানাং ক্ষীণশুক্ৰাণামত্যন্তক্ষয়রোগিণাম্।। হনুমন্যাহতানাঞ্চ দুর্বলানাং তথৈব চ।। শোষণাং লম্বজিহ্বানাং তথা মিম্নিনভাষণাম্।। অত্যন্তদাহযজ্ঞানাং ক্ষীণানাং বাতরোগিণাম্।। এতৎ তৈলবরং শ্রেষ্ঠং বিষণ্ণা পরীকীৰ্তিতম্।। হিমসাগরমাখ্যাতে সর্ববাতবিকারনুৎ।। যে বাতপ্রভবা রোগা যে চ পিত্তসমুদ্ভবাঃ।। শিরোমধ্যগতা যে চ শাখামশ্রিতা যে স্থিতাঃ।। তে সর্বৈ প্রথমং যাতি তৈলস্যাস্য প্রসাদতঃ।।

শতমূলী, ভূমিকুখ্যাণ্ড, কুখ্যাণ্ড, আমলকী, শিমুলমূল, গোক্ষুর ও কদলীমূল প্রত্যেকের রস ও নারিকেলের জল ৪ সের এবং দুধ ১৬ সের গ্রহণ করিবে। তিলতৈল ৪ সের। কঙ্কদ্রব্য যথা— রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, সরলাকাষ্ঠ, অগুরু, জটামাংসী, মুরামাংসী, বালা, শৈলজ, যষ্টিমধু, দেবদারু, নখী, বচ, খটাশী, পিড়িংশাক ফুল, তেজপত্র, কুন্দুরুখোটা, নালুকা, শতমূলী, লোধকাষ্ঠ, মুতা, গুড়ভুক্ত, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, জৈত্রী, মৌরি, শটী, চন্দন, গঁটোলা ও কপূর প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈলে গন্ধদ্রব্যসকল যথালভ নিষ্ক্ষেপ করিবে। ইহা বায়ুরোগে অতি উৎকৃষ্ট তৈল। এই তৈল মর্দনে উচ্চস্থানাদি হইতে পতন-জন্য বেদনা, পঙ্গুতা, অঙ্গশোষ, শুক্রক্ষয়, হনুমন্যাদির বিকৃতি, দৌর্বল্য, লম্বজিহ্বা, মিম্নিনভাষণ, গাত্রদাহ, শাখাগত বাতব্যাদি ও অন্যান্য নানাবিধ বাতরোগ এবং বহুপ্রকার পৈত্তিক রোগ প্রশমিত হয়।

### বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্র তৈলম্

বাট্যালকং পলশতং তৎসমং দশমূলকম্।। জলযোড়শিকে পঞ্চ পাদশেষং সমুদ্ধরেৎ।। এতৎক্কাথে পচেৎ তৈলং দ্বাত্রিংশৎ পলমেব চ।। কঙ্কার্থং দীযতে তত্র মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দনম্।। কুষ্ঠমেলা দেবদারু শৈলজং সৈন্ধবং বচা।। কক্কোলং পদ্মকাষ্ঠং শৃঙ্গী তগরপাদিকা।। গুড়চী মুদাপর্ণী চ মায়পর্ণী শতাবরী।। নাগজিহ্বা শ্যামলতা শতপুষ্পা পুনর্বচা।। এষাং তোলদ্বয়ং ভাগং দত্তা তৈলন্ত পাচয়েৎ।। এতৎ তৈলবরং নাম্না বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্রকম্।। সর্ববাতবিকারেযু হিতং পুংসাঞ্চ যোষিতাম্।। ক্ষীণশুক্ৰাবানানাঞ্চ নারীণাঞ্চ বিশেষতঃ।। রেতোবিকারং হস্তাশু বায়ুর্মান্ধপসম্ভবম্।। মর্ম্মযাতং শ্রমকৃতং গাত্রকম্পাদিকং তথা।। হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ বাতপিত্তসমুদ্ভবম্।। অপম্মারে মহোন্মাদে হিতং লেপে চ ভক্ষণে।। শ্রীমদাহননাথেন

• রচিতং বিশ্বসম্পদে।। (জলষোড়শিকে তৈলাৎ ষোড়শগুণে জলে ইত্যর্থঃ)।

তিলতৈল ৪ সের। ক্কাথার্থ বেড়েলা ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দশমূল ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দশমূল ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ক্কাথার্থ মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, এলাইচ, দেবদারু, শৈলজ, সৈন্ধবলবণ, বচ, কঁাকলা, পদ্মকার্ঠ, কঁাকড়াশঙ্গী, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, গুলঞ্চ, মুগানী, মাষাণী, শতমূলী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, শুলফা ও পুনর্নবা ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। ক্ষীণশুক্রে পুরুষ ও ক্ষীণার্ধব স্ত্রীগণের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপযোগী। ইহা দ্বারা শুক্রবিকার, মন্মবাত, হিক্কা, শ্বাস, অপস্মার, উন্মাদ এবং আক্ষেপ ও গাত্রকম্পাদি নানা বাতরোগ প্রশমিত হয়।

#### বৃহচ্ছতপুষ্পাদিতৈলম্

দ্বিভাগঃ শতপুষ্পস্য বচাসৈন্ধবয়োস্তথা। ভাগৈকং চিত্রকঞ্চৈব পিঙ্গলীমূলমেব চ।। রুবুমূলং দেবদারু রান্নাং মধুককুষ্ঠকম্। প্রসারণ্যাস্ত্রি মাংসী চ ভগ্নাতং করিপিঙ্গলী।। এষাং কঙ্কং সমাদায় পচেৎ তৈলং ভিষগ্নঃ। জলং চতুগুণং দত্ত্বা বাতরোগনিবর্হণম্।। অসাধ্যে বাহুমূলে চ তথা চান্ধ্রাঙ্গভেদকে। অভ্যঙ্গ বস্তিবিধিনা সদ্যো নাশয়তি ধ্রুবম্।।

তিলতৈল ৪ সের। ক্কাথার্থ শুলফা ২ ভাগ, বচ ২ ভাগ, সৈন্ধবলবণ ২ ভাগ, রক্তচিতামূল, পিপলমূল, এরণ্ডমূল, দেবদারু, রান্না, যষ্টিমধু, কুড়, গন্ধভাদুলের মূল, জটামাংসী, শোধিত ভেলার বীজ ও গজপিঙ্গলী প্রত্যেক ১ ভাগ (এই সমস্ত কঙ্কদ্রব্যের মোট পরিমাণ ১ সের)। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈলের অভ্যঙ্গ ও বস্তিপ্রয়োগ দ্বারা অববাহক, বাহুদোষ ও পক্ষাঘাত বিনষ্ট হয়।

#### বলাতৈলম্

বলামূলকষায়স্য দশমূলীকৃতস্য চ। যবকোলকুলথানাং ক্কাথস্য পয়সস্তথা।। অষ্টাবষ্টৌ শুভা ভাগাষ্টৈলা-  
দেকস্তদেকতঃ। পচেদাবাপ্য মধুরং গণং সৈন্ধবসংযুতম্।। তথাশুক্রে সজ্জরসং সরলং দেবদারু চ।  
মঞ্জিষ্ঠাং চন্দনং কষ্ঠমেলাং কালানসারিবাম্।। মাংসীং শৈল্যেকং পত্রং তগরং শারিবাং বচাম্।  
শতাবরীমশ্বগন্ধাং শতপুষ্পাং পুনর্বাম্।। তৎ সাধুসিদ্ধং সৌবর্ণে রাজতে মুখ্যেহপি বা। প্রক্ষিপ্য  
কলসে সম্যক্ সূনিগুপ্তং নিধাপয়েৎ।। বলাতৈলমিদং নাম্না সর্ববাতবিকারনুৎ। যথাবলং ভিষগু মাত্রাং  
সূতিকায়ৈ প্রদাপয়েৎ।। যা চ গর্ভাথিনী নারী ক্ষীণশুক্রেণ চ যঃ পূমান্। ক্ষীণবাতো মন্মহতেহুভিহতে  
মথিতেহুথবা।। ভগ্নে শ্রমাভিপন্নো চ সর্বথৈবোপযোজয়েৎ।। এতদাক্ষেপকাদীংশ্চ বাতব্যাদীন্  
ব্যপোহতি।। হিক্কাং কাসমধীমধুং গুণ্মং শ্বাসং সদন্তরম্।। ষথাসানপযজ্যৈতদ্রব্দ্ববৃদ্ধিমপোহতি।।  
প্রত্যগ্রহাতঃ পরুষো ভবেচ্চ স্থিরযৌবনঃ। এতদ্বি রাজ্ঞা কর্তব্যং রাজমাত্রাশ্চ যেনরাঃ।। সুখিনঃ সুকুমারশ্চ  
ধনিনশ্চৈব যেনরাঃ।। (আবাপ্য মধুরং গণমিতি কাকোল্যাঙ্গিগণং কক্ষীকৃত্যতি শিবদাসঃ)।

তিলতৈল ৪ সের, বেড়েলামূলের ক্কাথ ৩২ সের, মিলিত দশমূলের ক্কাথ ৩২ সের, যব, কুলশুঠ ও কুলথকলায়ের ক্কাথ মিলিত ৩২ সের, দুগ্ধ ৩২ সের। ক্কাথার্থ কাকোল্যাঙ্গিগোক্ত দ্রব্যসমূহ, সৈন্ধব, অশুর, শ্বেতধূনা, সরলকার্ঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, তগরপাদুকা, জটামাংসী, শৈলজ, তেজপত্র, পিণ্ডতগরমূল, শ্যামালতা, বচ, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, শুলফা ও পুনর্নবা মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈল বাতাতপরহিত স্থানে রাখিয়া দিবে। এই তৈল মর্দন করিলে সকল প্রকার বাতব্যাদি, বিশেষতঃ সূতিকারোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

### পুষ্পরাজপ্রসারণী তৈলম্

প্রসারণীপলশতং মূলধ্বংবাস্থগন্ধজম্। পঞ্চাশৎ পলমানন্তু জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥ পাদশেষে হরেৎ  
কাথং কাথাংশং তিলতৈলকম্। তৈলাচ্চতুর্গুণং ক্ষীরং গব্যং বা মাহিষং তথা॥ পুণ্ডরীকরসস্তত্র শতাবর্যা  
রসস্তথা। তৈলসমং প্রদাতব্যং পাচয়েন্মৃদুবহিনা॥ শতপুষ্পা কণা চৈলা কৃষ্টঞ্চ কণ্টকারিকা। শুষ্ঠী যষ্টী  
দেবদারু শালপর্ণী পুনর্নবা। মঞ্জিষ্ঠা পত্রকং রান্না বচা পুষ্করমূলকম্। যমানী ভূতিকং মাংসী নিষ্ঠুভী চ  
তথা বলা। বহিগোক্ষুরকৃষ্টেব মৃণালং বহুপুত্রিকা। প্রতিকর্ম্মিদং যোজ্যং সর্বমেকত্র পাচয়েৎ॥  
তৈলশেষং সমুদ্রুত পুষ্পরাজপ্রসারণীম্। অভ্যঙ্গে যোজয়েৎ পানে নস্যকর্ম্মণি সর্বদা। ভগ্নানাং খণ্ড-  
পঙ্গুনাং শিরোরোগে হনুগ্রহে। সমস্তান্ বাতজান্ রোগাংস্তুর্ণং নাশয়তি ধ্রুবম্॥

তিলতৈল ৪ সের। কাথার্থ গন্ধভাদুলে ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; অশ্বগন্ধামূল ৫০  
পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; গব্য বা মাহিষদুগ্ধ ১৬ সের, পদ্ম ও শতমূলী প্রত্যেকের রস  
৪ সের। কঙ্কার্থ—শুলফা, পিপুল, এলাইচ, কুড়, কণ্টকারী, শুঁঠ, যষ্টিমধু, দেবদারু, শালপাণি,  
পুনর্নবা, মঞ্জিষ্ঠা, তেজপত্র, রান্না, বচ, পুষ্করমূল, যমানী, গন্ধতণ, জটামাংসী, নিসিন্দা, বেড়োলা,  
চিতামূল, গোক্ষুর, মৃণাল ও শতমূলী প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দনে সকলপ্রকার বায়ুরোগে  
নষ্ট হয়।

### ত্রিশতীপ্রসারণী তৈলম্

সমূলপত্রশাখাঞ্চ জাতসারাং প্রসারণীম্। কুটয়িত্বা পলশতং দশমূলশতং তথা॥ অশ্বগন্ধাপলশতং কটাহে  
সমধিক্ষিপেৎ। বারিদ্রোণে পৃথক্ কৃত্বা পাদশেষেহবতারিতম্॥ কষায়সমমাত্রস্তু তৈলমত্র প্রদাপয়েৎ।  
দগ্ধস্তথ্যাকং দত্তা দ্বিগুণগন্ধাক্ষিকাজিকাৎ॥ চতুর্গুণেন পয়সা জীবনীয়েঃ পেলোমিতৈঃ। শৃঙ্গবেরপলান্  
পঞ্চ ত্রিশদ ভল্লাতকানি চ। দে পলে পিপ্ললীমূলোচ্চিকাকচ পলদ্বয়ম্। যবক্ষারপলে দ্বৈ চ সৈন্ধবস্যা  
পলদ্বয়ম্। সৌবর্চলপলে দ্বৈ চ মঞ্জিষ্ঠায়াঃ পলদ্বয়ম্। প্রসারণীপলে দ্বৈ চ মধকস্য পলদ্বয়ম্।  
সর্ব্যাণ্যেতানি সংহত্য শনৈর্মৃদয়িনা পচেৎ॥ এতদভ্যঞ্জে শ্রেষ্ঠং বস্তিকর্ম্মনিরূহণে। পানে নস্যে চ  
দাতব্যং ন কচিৎ প্রতিহন্যতে। অশীতিং বাতজান্ শ্লৈশ্মিকাত্মশ্চৈব সর্বান্নেতান্ ব্যপোহতি। গৃধ্রসীমস্থি-  
ভঙ্গঞ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্। অপস্মারং তথোন্মাদং বিভ্রমং মন্দগামিতাম্। ত্বগগতাশ্চাপি যে বাতাঃ  
শিরঃসন্ধিগতাশ্চ যে। জানুসন্ধিগতাশ্চৈব পাদপৃষ্ঠাগতাশ্চ যে। অশ্মো বা বাতসংভ্রমো গজো বা যদি  
বা নরঃ। প্রসারয়তি যস্মাৎ তু তস্মাদেব প্রসারণী। ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ জননী বৃদ্ধানাঞ্চ প্রসূয়নী। এতেনাস্কন্ধ-  
বৃক্ষীনাং কৃতং পুংসবনং মহৎ। প্রসারণীতৈলমিদং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্। অপনয়তি জরাং পলিতং শোষয়তি  
রুজামুৎপাদয়তি তারুণ্যম্। পক্ষাঘাতসর্ব্বাঙ্গহতং বাতগুশ্মঞ্চ নাশয়তি। এতদপযুক্ত্যমানঃ প্রসন্নবর্ণেন্দ্রিয়ো  
ভবতি॥

তিলতৈল ১৬ সের। কাথার্থ মূল পত্র ও শাখার সহিত সারবিশিষ্ট গন্ধভাদুলিয়া ১০০ পল, পাকার্থ  
জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দশমূল ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। অশ্বগন্ধা ১০০  
পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দধির মাত ১৬ সের; অল্প কঁাজি ৩২ সের; দুগ্ধ ৬৪ সের।  
কঙ্কার্থ জীবনীযগণ প্রত্যেক ১ পল, আদা ৫ পল, ভেলার মুটি ৩০টি, পিপুলমূল ২ পল, চিতামূল  
২ পল, যবক্ষার ২ পল, সৈন্ধব ২ পল, সচললবণ ২ পল, মঞ্জিষ্ঠা ২ পল, গন্ধভাদুলিয়া ২ পল,  
যষ্টিমধু ২ পল। যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈল অভ্যঙ্গ, বস্তিকর্ম্ম, নিরূহ, পান ও নস্যার্থ প্রযোজ্য।  
ইহা ব্যবহারে নানাবিধ বাতিক, শ্লৈশ্মিক ও পৈত্তিক পীড়া, গৃধ্রসী, অস্থিভঙ্গ, অগ্নিমন্দ্য ও অন্যান্য  
নানাপ্রকার পীড়ার শান্তি হয়।

• সপ্তশতিকপ্রসারণী তৈলম্

সমূলপত্রামুৎপাটী শরৎকালে প্রসারণীম্। শতং গ্রাহ্যং সহচরাচ্ছতাবর্যাঃ শতং তথা।। বলাশ্চাপ্তাশ্চগন্ধা-  
কেতকীনাং শতং শতম্। পচেচ্চতুর্গুণে তোয়ে দ্রবৈস্তৈলাঢ়কং ভিষক্।। মস্ত্রমাংসরসং চক্রং  
পয়শ্চাঢ়কমাঢ়কম্। দধ্যাঢ়কসমায়ুক্তং পাচয়েন্মুদনায়িনা।। দ্রব্যগান্ধ প্রদাতব্যো মাত্রা চার্কপলংগিকা।  
তগরং মদনং কুষ্ঠং কেশরং মুস্তকং ত্বচম্।। রান্না সৈন্ধবপিপ্পলৌ মাংসীমঞ্জিষ্ঠাযষ্টিকাঃ। তথা মেদা  
মহামেদা জীবকর্ষভকৌ পুনঃ।। শতপুষ্পা বায়নখং শুষ্ঠীদেবাহুমেব চ। কাকোলী ক্ষীরকাকোলী বচা  
ভল্লাতকং তথা।। পেষয়িত্বা সমানেতান্ সাধনীয়া প্রসারণী। নাতিপক্কং ন হীনঞ্চ সিদ্ধং পূতং নিধাপয়েৎ।।  
যত্র যত্র প্রদাতব্যো তন্মে নিগদতঃ শৃণ। কুজানামথ পঙ্গনাং বামনানাং তথৈব চ।। যস্য শুয্যতি  
চৈকাসং যে চ ভগ্নাস্থিসন্ধয়ঃ। বাতশোণিতদৃষ্টানাং বাতোপহতচেতসাম্। স্ত্রীমদ্যক্ষীণশুক্রগাং বাজীকরণ-  
মুস্তম্।। বস্তৌ পানে তথাভাস্ত্রে নস্যে চৈব প্রযোজয়েৎ। প্রযুক্তং শময়তাশু বাতজান্ বিবিধান্ গদান্।।

তিলতৈল ১৬ সের। কাথার্থ মূল ও পত্র-সহিত গন্ধভাদলিয়া ১২।।০ সের (শরৎকালে উদ্ধৃত), ঝাঁটিমূল ১২।।০ সের, শতমূলী ১২।।০ সের, বেড়েলা ১২।।০ সের, আলকুশীমূল ১২।।০ সের, অশ্বগন্ধা ১২।।০ সের, কেয়ার মূল ১২।।০, ইহাদের প্রত্যেককে ৪ গুণ জলে পাক করিয়া পৃথক পৃথক কাথ প্রস্তুত করিবে। দধির মাত ১৬ সের, ছাগমাংসের কাথ ১৬ সের, চক্র (গ্রহণীরোগোক্ত) ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, দধি ১৬ সের। কক্কার তগরপাদুকা, মদনফল, কুড়, নাগেশ্বর, মুতা, গুড়ত্বক, রান্না, সৈন্ধব, পিপুল, জটামাংসী, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, মেদা, মহামেদা, জীবক, ঋষভক, শুল্ফা, নখী, শুষ্ঠ, দেবদারু, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, বচ ও ভেলার মুটা প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈল যাহাতে খরপাক বা হীনপাক না হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টিত থাকিবে। ইহা ব্যবহারে কুজতা, পঙ্গুতা, বামনতা, অঙ্গশোষ, সন্ধিবাৎ ও রক্তবাৎ প্রভৃতি নষ্ট হয়। অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গম বা মদ্যপানে যাহাদের শুক্র ক্ষীণ হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এই তৈল উৎকৃষ্ট বাজীকরণ।

একাদশশতিকমহাপ্রসারণী তৈলম্

শাখামূলদলৈঃ প্রসারণীতুলাস্ত্রিঃ কুরণ্টাৎ তুলে চিহ্নায়াশ্চ তুলে তুলে রুবুকতো রান্নাশিরীষাৎ তুলাম্।  
দেবাহ্বাচ সকেতকাদ্ ঘটশতে নিঃকাথ্য কুজাংশিকে তোয়ে তৈলঘটং তুষাম্বুকলসৌ দণ্ডাঢ়কং মস্ত্রনঃ।।  
শুক্রোচ্ছাগরসাদথেষ্বরসতঃ ক্ষীরাস্চ দণ্ডাঢ়কং পৃষ্ণাকর্কটজীবকাদ্যাবিকসা-কাকোলিকাক্ষরাঃ।  
সূক্ষ্মেলাঘনসারকন্দসরলা-কাশীরমাংসীনৈঃ কালীয়াৎপলপদ্মকাহয়নিশা-কক্কোলকগ্রস্থিকৈঃ।।  
চাম্পেয়াভয়চোচপৃগকটুকা-জাতীফলাভীরুভিঃ শ্রীবাসামরদারুচন্দনবচা-শৈলৈয়াসিদ্ধুস্তবৈঃ। তৈলাণ্ডো-  
কটুস্তরাঞ্জি নলিকা-বৃশ্চীরকচোরকৈঃ কস্তুরীদশমূলকেতকনত-ধ্যামাশ্বগন্ধাশুভিঃ।।  
জশল্লকীফললঘ-শ্যামাশতাহাম্যৈ ভল্লাতত্রিফলাস্ককেশরমহা-শ্যামালবঙ্গাস্বিতৈঃ।  
পলৈমহীয়সি পচেন্মদেন পাত্রৈহয়িনা পান্যভাঞ্জনবস্তিনস্যবিধিনা তন্মারুতং নাশয়েৎ।। সর্বর্দ্রাঙ্গ  
গতং তথাবয়বগং সঙ্কষ্টিমজ্জাশ্রিতং শ্লেষ্মোথানথ পৈত্তিকাংশ শময়েন্নান্যবিধানাময়ান্। ধাতুন বৃংহয়তি  
হিরঞ্চ কুরুতে পুংসাং নবং যৌবনং বৃদ্ধস্যাপি বলং কুরোতি সুমহৎ বক্ষ্য্য সুগর্ভপ্রদাম্।। পীত্বা তৈলমিদং  
জরত্যাপি সুতং সূতৈহুমা ভূক্কাহাঃ সিদ্ধাঃ শোষমুপাগতাশ্চ ফলিনঃ দ্বিদ্ধা ভবন্তি হিরাঃ।। ভগ্নাঙ্গাঃ  
সুদৃঢ়া ভবন্তি মনুজা গাবো হয়াঃ কুঞ্জরাঃ।।

তিলতৈল ৬৪ সের। কাথার্থ শাখা মূল ও পত্র-সহিত গন্ধভাদুলিয়া ৩০০ পল, পীত ঝাঁটি ২০০ পল, গুলঞ্চ ২০০ পল, এরণ্ডমূল ২০০ পল, রান্না ও শিরীষ মিলিত ১০০ পল, দেবদারু ও কেয়ার মূল মিলিত ১০০ পল, পাকার্থ জল ৬৪০০ সের, শেষ ১২৮ সের। কাঁজি ১২৮ সের,



দধির মাত ১৬ সের, শুক্ল ১৬ সের, ছাগমাংসের কাথ ১৬ সের, (ছাগমাংস ৬৪ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের), ইক্ষুরস ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কঙ্কার্থ পিড়িংশাক, কাঁকড়াশঙ্গী, জীবনীয় দশক বা অষ্টবর্গ, মঞ্জিষ্ঠা, কাকোলী, আলকুশীমূল, ছোট এলাইচ, কর্পূর, কুন্দুরুখোটি, সরলকাষ্ঠ, কুঙ্কুম, জটামাংসী, নখী, অণ্ডুরু, সুঁদি, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা, কাঁকলা, গোট্টেলা, নাগেশ্বর (বা চাঁপার কলি), উশীর, গুড়ত্বক, সুপারি, লতাকন্তুরী, জায়ফল, শতমূলী, নবনীতখোটি, দেবদারু, শ্বেতচন্দন, বচ, শৈলেয়, সৈন্ধবলবণ, শিলারস, মুতা, গন্ধভাদুলের মূল (বা বিছটীর মূল), নালকা, শ্বেতপনর্নবা, গন্ধশাটী, মুগনাভি, দশমূল, কেয়ার মূল, তগরপাদকা, গন্ধতৃণ, অশ্বগন্ধা, বালা, রেণুক, রসাজন, শল্পকী, মদনফল, অণ্ডুরু, প্রিয়ঙ্গু, শুলফা, কুড়, ভেলার মুটি, ত্রিফলা, পদ্মকেশর, শ্যামালতা, ত্রিকটু ও লবঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের ৩ পল। এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ, বস্তি ও নস্যার্থে প্রযোজ্য। ইহা ব্যবহার করিলে সর্বাঙ্গগত, অর্দ্ধাঙ্গগত, অবয়বগত ও সন্ধিমজ্জাশ্রিত বাত, নানাবিধ পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক রোগ নষ্ট হইয়া দেহের বল বীৰ্য্য প্রভৃতি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (এই তৈলের জন্য কাথপাক করিবার সময় কাথাদ্রব্য ও জল বিবেচনামত যথেষ্ট ভাগ করিয়া লইতে হয়)।

#### অষ্টাদশশতিকপ্রসারণী তৈলম্

সমূলদলশাখায়াঃ প্রসারণ্যাঃ শতত্রয়ম্। শতমেকং শতাবর্য্যা অশ্বগন্ধাশতং তথা।। কেতকীনাং শতষ্টেকং দশমূলাচ্ছতং শতম্। শতং বাট্যালকস্যপি শতং সহচরস্য চ।। জলদ্রোণশতং দত্তা শতভাগাবশেষিতম্। ততস্তেন কষায়েণ কষায়দ্বিগুণেন চ।। সুবাক্তেনারাগালেন দধিমস্তাটকেন চ।। ক্ষীরশুক্তৈক্ষ্মনির্বাস-  
ছাগমাংসরসাটকৈঃ।। তৈলদ্রোণং সমায়ুক্তং দৃঢ়ে পাঠে নিধাপয়েৎ। দ্রব্যানি যানি পেষ্যানি তানি বক্ষ্যাম্যতঃ পরম্।। ভল্লাতকং নতং শুষ্ঠী পিঙ্গলী চিত্রকং শটী। বচা পৃক্বা প্রসারণ্যাঃ পিঙ্গল্যা মূলমেব চ।। দেবদারু শতাহু চ সূক্ষ্মেলা ত্বচবালকম্। কুঙ্কুমং মদমঞ্জিষ্ঠা তুরুন্ধং নখিকাণ্ডক।। কর্পূরকুন্দরুনিশা লবঙ্গধ্যামচন্দনম্। কক্কোলং নলিকা মস্তং কালীয়োৎপলপত্রকম্।। শটীহরেণশৈলেয়-শ্রীবাসঞ্চ সকেতকম্। ত্রিফলা কচ্ছরাভীরু সরলং পদ্মকেশরম্।। প্রিয়ঙ্গুশীরনলদং জীবক্যাদ্যং পনর্নবা। দশমূল্যশ্বগন্ধা চ নাগপুষ্পং রসাজনম্।। কটুকাজাতিপূগানাং ফলানি শল্পকী রসঃ। ভাগান্ত্রিপলিকান্ দত্তা শনৈর্ন্দাদ্যিনা পচেৎ।। বিস্তীর্ণে সূদৃঢ়ে পাঠে পাচ্যৈষা তু প্রসারণী। প্রয়োগঃ ষড়্বিধশ্চাত্র রোগার্গুনাং বিধীয়তে।। অভ্যঙ্গাৎ ত্রুগ্গতং হস্তি পান্যৎ কোষ্ঠগতং তথা।। ভোজনাৎ সূক্ষ্মনাড়ীহান্ নস্যাদুর্দ্ধগতং তথা।। পকাশয়গতে বস্তির্নিরুহঃ সার্বগাত্রিকে। এতদ্বি বড়বান্ধানাং কিশোরীণাং যথামৃতম্।। এতদেব মনুষ্যাণাং কুঞ্জরাণাং গবামপি। অনেনৈব চ তৈলেন শুষ্কমাগা মহাক্রমাঃ।। সিক্তাঃ পুনঃ প্ররোহন্তি ভবন্তি ফলশালিনঃ। বৃদ্ধোহপ্যনেন তৈলেন পুনশ্চ তরুণায়তে।। ন প্রসূতে চ যা নারী সাপি পীত্বা প্রসূয়তে। অপ্রজাঃ পুরুষো যস্ত্র সোহপি পীত্বা লভেৎ সূতম্।। অশীতিং বাতজান্ রোগান্ পৈত্তিকান্ শ্লেষ্মিকানপি। সন্নিপাতসমুখাংশ্চ নাশয়েৎ ক্ষিপ্ৰমেব হি।। এতেনাক্রবৃক্ষীনাং কৃতং পুংসবনং মহৎ। কৃত্বা বিষ্ণোর্বলিষ্ণাপি তৈলমেতৎ প্রযোজয়েৎ।।

তিলতৈল ৬৪ সের। কাথার্থ মূল পত্র ও শাখার সহিত গন্ধভাদুলে ৩০০ পল, শতমূলী ১০০ পল, অশ্বগন্ধা ১০০ পল, কেয়ার মূল ১০০ পল, দশমূলের প্রত্যেকের ১০০ পল, বেড়োলা ১০০ পল, ঝাঁটীমূল ১০০ পল, পাকার্থ জল ৬৪০০ সের, শেষ ১৬ সের। কাঁজি ১২৮ সের, দধির মাত ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, শুক্ল ১৬ সের, ইক্ষুরস ১৬ সের, ছাগমাংসের কাথ ১৬ সের (মাংস ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের)। কঙ্কার্থ ভেলার মুটি, তগরপাদিকা, শুঠ, পিপুল, চিতামূল, শটী, বচ, পিড়িংশাক, গন্ধভাদুলের মূল, পিপুলমূল, দেবদারু, শুলফা, ছোট এলাইচ, গুড়ত্বক, বালা,

কুঙ্কুম, মঞ্জিষ্ঠা, কস্তুরী, শিলারস, নখী, অণুর, কর্পূর, কুন্দুরুখোটি, হরিদ্রা, লবঙ্গ, গন্ধতূণ, রক্তচন্দন, কঁকলা, নালকা, মূতা, কৃষ্ণাণ্ডুর, সুঁদি, তেজপত্র, গন্ধশটী, রেণুক, শৈলেয়, নবনীতখোটি, কেতকী, ত্রিফলা (মিলিত), আলকুশীর মূল, শতমূলী, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকেশর, প্রিয়ঙ্গু, উশীর, জটামাংসী, জীবনীৰ্গণ (মিলিত), পনৰ্ণবা, দশমূল (মিলিত), অশ্বগন্ধা, নাগেশ্বর, রসাজ্ঞন, লতাকস্তুরী, জায়ফল, সুপারি, শল্লকী ও গন্ধরস, প্রত্যেকের ৩ পল। এই তৈল ছয়প্রকারে প্রযোজ্য। মৰ্দনে তৃণগত, পানে কোষ্ঠগত, ভোজনে (ভোজ্যদ্রব্যের সহিত মিশাইয়া) সূক্ষ্মনাড়ীস্থ, নস্যে উৰ্ধ্বস্রোতোগত, বস্তিক্রিয়ায় পক্ষাশয়স্থ ও নিরূহে সৰ্ব্বদেহস্থ বাতরোগ নষ্ট হয়। ইহা হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য সকলের পক্ষেই উপযোগী। শুষ্ক বৃক্ষে এই তৈল সেচন করিলে তাহাও পুনর্জীবিত ও ফলশালী হইয়া উঠে। বৃদ্ধ ব্যক্তি এই তৈল ব্যবহার করিলে যুবার ন্যায় বলবীৰ্য্যশালী হয় এবং নিরপত্য নরনারী পুত্রলাভ করে। ইহা দ্বারা নানা প্রকার বাতব্যাধি, পৈত্তিক রোগ ও শ্লেষ্মিকপীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

### মহারাজপ্রসারণীতৈলম্

শতত্রয়ং প্রসারণ্যা দে চ পীতসহাচরাৎ। অশ্বগন্ধৈরণ্ডবলা-বরীরাশ্মাপুনৰ্ণবাঃ।। কেতকী দশমূলঞ্চ পৃথক্ ত্বক্ পারিভদ্রতঃ। প্রত্যেকমেঘাস্ত তুলা তুলার্কং কিলিমাৎ তথা।। তুলার্কং স্যাচ্ছিরীয়াচ্চ লাক্ষায়াঃ পঞ্চবিংশতিঃ। পলানি লোদ্ধাচ্চ তথা সৰ্বমেকত্র সাধয়েৎ। জলপঞ্চাঢ়কশতে সপাদে তত্র শেষয়েৎ। দ্রোণদ্বয়ং কাঞ্জিকস্য ষড়্বিংশত্যাঢ়কোন্মিতম্।। ক্ষীরদদ্রোঃ পৃথক্ প্রস্থান্ দশ মস্ত্যাদৃকং তথা। ইক্ষো রসঢ়াকৌ চাপি চ্ছাগমাংসতুলাত্রয়ে। জলপঞ্চচত্বারিংশৎ প্রস্থান্ পক্ষে তু শেষয়েৎ। সপ্তদশ রসপ্রস্থান্ মঞ্জিষ্ঠাক্কাথ এব চ।। কুড়বোনাঢ়কোন্মানো দ্রব্যোরেভিস্ত সাধয়েৎ। সুশুদ্ধতিলতৈলস্য দ্রোণং প্রস্থেন সংযুতম্।। কাঞ্জিকং মানতো দ্রোণং শুভেনাত্র বিধীয়তে। আদ্য এভিদ্রবৈঃ পাকঃ কক্ষো ভল্লাতকং কণা।। নাগরং মরিচক্ষেব প্রত্যেকং ষট্ পলোন্মিতম্। (ভল্লাতকাসহদ্রে ত রক্তচন্দনমিষাতে।) পথ্যাম্ধাত্র্যং সরলং শতাহা কর্কটো বচা।। চোরপুস্পী শটী মুস্তদ্বয়ং পদ্মঞ্চ সোৎপলম্। পিঙ্গলী-মূল মঞ্জিষ্ঠা সাম্বগন্ধা পনৰ্ণবা।। দশমূলং সমদিতং চক্রমর্দো রসাজ্ঞনম্। গন্ধতূণং হরিদ্রা চ জীবনীয়া গণস্তথা।। এষাং ত্রিপলিকৈর্ভাগৈরাদ্যঃ পাকো বিধীয়তে। দেবপুস্পী বোলপত্রং শল্লকী-রসশৈলেজে।। প্রিয়ঙ্গুশীরমধুরী মাংসী দারু বলাচলম্। শ্রীবাসো নলিকা খোটিঃ সূক্ষ্মেলা কুন্দুরুমূরা।। নখীত্রয়ঞ্চ ত্বক্পত্রী পমরা পুতিচম্পকম্। মদনং রেনুকাপুষ্কা মরুবঞ্চ পলত্রয়ম্।। প্রত্যেকং গন্ধতোয়েন দ্বিতীয়ঃ পাক ইষ্যতে।। গন্ধোদকস্ত ত্বক্শত্রী পত্রকোশীরমুতকম্। প্রত্যেকং সবলমূলং পলানি পঞ্চ-বিংশতিঃ।। কুষ্ঠার্কভাগোহত্র জল-প্রস্থাস্ত পঞ্চবিংশতিঃ। অন্ধাবিশিষ্টাঃ কর্তব্যাঃ পাকে গন্ধাশ্বকৃষ্ণগি।। গন্ধাশ্বচন্দনশ্চুভ্যাং তৃতীয়ঃ পাক ইষ্যতে।। কক্ষোহত্র কেশরং কুষ্ঠং ত্বক্ কালীয়ককুঙ্কুম।। ভদ্রশ্রিয়ং গ্রহিপর্ণং লতাকস্তুরিকা তথা।। লবঙ্গাণ্ডুরক্কোল-জাতিকোষফলানি চ। এলা লবঙ্গচ্ছলী চ প্রত্যেকং ত্রিপলোন্মিতম্।। কস্তুরী ষট্ পলা চন্দ্রাং পলং সার্কঞ্চ গৃহ্যতে। বেধনার্থং পনশ্চন্দ্র-মদৌ দেয়ৌ তথোন্মিতৌ।। মহাপ্রসারণী সেয়ং রাজভোগ্যা সেয়ং রাজভোগ্যা প্রকীৰ্ত্তিতা। গুণান্ প্রসারণীনাস্ত বহত্যেবা বলোত্তমান্।। “কাঞ্জিকং মানতো দ্রোণং শুভেনাত্র বিধীয়তে।” “অত্র শুভবিধির্মণ্ড-প্রস্থঃ পঞ্চাঢ়কোন্মিতম্।। কাঞ্জিকং কুড়বৌ দদ্রো গুড়প্রস্থোহল্লমূলকাৎ। পলানাষ্টৌ শোধিতার্ক্যং পলষোড়শিকং তথা।। কণাজীরকসিদ্ধ-হরিদ্রামরিচং তথা।। দ্বিপলং ভাবিতে ভাণ্ডে ঘৃতেনাষ্টদিনং স্থিতম্। সিদ্ধং ভবতি তচ্ছুভং যদাবতর্য্য গৃহ্যতে।। তদা দেয়ং চাতুৰ্জ্জাতং পৃথক্ কর্ণত্রয়োন্মিতম্।।” পঞ্চপল্লবতোয়েন গন্ধান্যং স্ফালনং তথা।। (যদ্যপি কাঞ্জিকস্য ষড়্বিংশতিরাদ্যকণীত্যান্ডানি তথাপি কাঞ্জিকদ্রোণমাত্রৈণ ব্যবহারঃ। অন্যথা কাঞ্জিকস্যৈব গন্ধঃ স্যাদিতি। অতএব চত্রো বক্ষ্যতি—কাঞ্জিকং মানতো দ্রোণম্ ইতি। “কাচিদুদুস্বরপত্রাভা তথা চোৎপলসন্নিভা। কাচিদম্বখুরাকারা গজকর্ণসমা তথা। বরাহকর্ণসন্ধাশা

## ৬২ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

নখী পঞ্চবিধা স্মৃতা।।” তত্র আদ্যাস্তিস্যো গ্রাহাঃ। চন্দনাদ্বুসাধনবিধির্যথা—কুটিত শ্বেতচন্দন ৫০, পা জলং শং ৫০, শেষ শং ২৫। ঘৃষ্টচন্দনং বা গোলয়িত্বা দাতব্যমিতি)।

তিলতৈল ৬৮ সের। কাথার্থ গন্ধভাদুলের ৩০০ পল, পীতঝাঁটীমূল ২০০ পল, অশ্বগন্ধা, এরণ্ডমূল, বেড়োলা, শতমুলী, রাস্না, পুনর্নবা, কেয়ামূল, দশমূল (স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র) এবং পালিধাছাল প্রত্যেক ১০০ পল, দেবদারু ৫০ পল, শিরীষছাল ৫০ পল, লাক্ষা ২৫ পল, লোধ ২৫ পল; এই সমুদায় একত্র ৮৪০০ সের জলে পাক করিয়া ১২৮ সের থাকিতে নামাইবে। কাঁজি ৬৪ সের (যদিও কাঁজির পরিমাণ ২৬ আঢ়ক লিখিত আছে, তথাপি ইহার ৬৪ সের মাত্র দেওয়ার রীতি, নতুবা তৈলে কেবল কাঁজির গন্ধই অনুভব হয়), দুগ্ধ ৪০ সের, দধি ৪০ সের, দধির মাত ১৬ সের, ইক্ষুরস ৩২ সের, ছাগমাংস ৩০০ পল, পাকার্থ জল ১৮০ সের, শেষ ৬৮ সের, মঞ্জিষ্ঠা ৬০ পল, জল ৬০ সের, শেষ ১৫ সের। প্রথমে এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিবে। কন্ধার্থ ভেলার মুটা, পিপুল, শুঠ ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের ৬ পল (ভেলা অসহ্য হইলে রক্তচন্দন গ্রহণ করিবে), হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, সরলকাষ্ঠ, গুলফা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বচ, চোরখড়িকা, শটী, মুতা, নাগরমুতা, পদ্মপুষ্প, সুঁদি, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, অশ্বগন্ধা, পুনর্নবা, দশমূল (মিলিত ৩ পল), চাকুন্দা বীজ, রসাজ্ঞন, গন্ধতৃণ, হরিদ্রা ও জীবনীয়গণ (মিলিত ৩ পল) ইহাদের প্রত্যেকের ৩ পল। প্রথমত এই সমুদায় কন্ধদ্রব্য দ্বারা তৈল পাক করিবে। চোরছলী, গন্ধবোল, তেজপত্র, ধূনা (কেহ বলেন কুন্দুরুখোটা), শৈল্যে, প্রিয়ঙ্গু, উশীর, মৌরি, জটামাংসী, দেবদারু, বেড়োলা, সিঁহুক, নবনীতখোটা, নালুকা, ছোট এলাইচ, কুন্দুরুখোটা, মুরামাংসী, ত্রিবিধ নখী (নখী পাঁচ প্রকার, তন্মধ্যে তিন প্রকার—একপ্রকার ডুমুরপত্রের ন্যায়, দ্বিতীয় উৎপলসদৃশ ও তৃতীয় অশ্বখুরবৎ গ্রাহ্য), শল্লকী, খটাশী, চাঁপার কলি, ময়নাফল, রেণুক, পিড়িংশাক ও ক্ষুদ্রপত্র তুলসী ইহাদের প্রত্যেকের ৩ পল, এই সমুদায় কন্ধ ও গন্ধোদকের সহিত তৈলের দ্বিতীয় পাক। গন্ধোদক সাধনের নিয়ম এই, যথা—তেজপত্র, পত্রক (তেজপত্রসদৃশ পত্রবিশেষ), বেণার মূল, মুতা, বেড়োলামূল প্রত্যেক ২৫ পল, কুড় ১২ ৥০ পল, জল ১০০ সের, শেষ ৫০ সের। এই গন্ধজলের সহিত উপরিলিখিত দ্বিতীয় কন্ধপাক। পুনর্ব্বার এই গন্ধাদ্বু ও চন্দনজলের সহিত পশ্চাল্লিখিত কন্ধপাক। চন্দনাস্থ প্রস্তুত করিবার নিয়ম এই, যথা—চন্দন ৫০ পল, ৫০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ২৫ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইতে হয়, অথবা ঘৃষ্টচন্দন-জলে মিশ্রিত করিয়া লইলেও হয়। পূর্বেোক্ত গন্ধাদ্বু ৫০ সের ও এই চন্দনজল ২৫ সেরের সহিত নাগেশ্বর, কুড়, গুড়ত্বক, কালিয়াকাষ্ঠ, কুক্কুম, শ্বেতচন্দন, গঁটোলা, লতাকস্তুরী, লবঙ্গ, অণ্ডুর, কাঁকলা, জয়িত্রী, জায়ফল, এলাইচ ও লবঙ্গত্বক, ইহাদের প্রত্যেকের ৩ পল, মৃগনাভি ৬ পল, কর্পূর ১ ৥০ পল তৈলে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবে; পশ্চাৎ মৃগনাভি ৬ পল ও কর্পূর ১ ৥০ পল প্রক্ষেপ দিবে। এই মহারাজপ্রসারণী তৈল রাজসেব্য; ইহার শক্তি অন্যান্য প্রসারণী তৈল অপেক্ষা অনেক প্রবল। (এই স্থলে শুদ্ধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী বলা যাইতেছে; যথা—অন্নমণ্ড ৪ সের, কাঁজি ৮০ সের, দধি ২ সের, গুড় ২ সের, অল্পমূলক (কাঁজির অধঃস্থিত অন্ন) ১ সের, আদা ২ সের, পিপুল, জীরা, সৈন্ধব, হরিদ্রা ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের ২ পল, এই সমুদায় একত্র ঘৃতভাণ্ড-মধ্যে ৮ দিন রাখিবে, পরে ইহার সহিত গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা করিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে, ইহাকে শুদ্ধ কহা যায়। (মহারাজপ্রসারণী তৈলে যে-কাঁজি দিবার বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা এই শুদ্ধ লক্ষ করিয়া

উল্লিখিত হইয়াছে। ইহারই ৬৪ সের তৈলের সহিত পাক করিতে হয়)।

#### কুজপ্রসারণী তৈলম্

প্রসারণীশতং ক্ষুণ্ণং পচেৎ তোয়ান্মণে শুভে। পাদশেষে সমং তৈলং দধি দদ্যাদ্ সর্কাজিকম্॥ দ্বিগুণঞ্চ  
পয়ো দত্তা কঙ্কান্ দ্বিপলিকান্তথা। চিত্রকং পিঙ্গলীমূলং মধুকং সৈন্ধবং বচাম্॥ শতপুষ্পাং দেবদারু  
রাস্নাং বারণপিঙ্গলীম্। প্রসারণ্যাশ্চ মূলানি মাংসী ভস্মাতকানি চ॥ পচেদ্দ্বিগুণীনা তৈলং বাতশ্লেষ্মাময়ান্  
জয়েৎ। অশীতিং নরনারীস্থান্ বাতরোগান্ ব্যাপোহতি॥ কুজস্তিমিতপঙ্গুত্বং গৃধ্রসীখুড়কাদিতম্। হনুপৃষ্ঠ-  
শিরোগ্রীবা-স্তম্ভধ্বাশু নিযচ্ছতি॥

তিলতৈল ১৬ সের। ক্কাথার্থ গন্ধভাদুলে ১২ ॥ ১০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দধির মাত  
১৬ সের, কাঁজি ১৬ সের, দুগ্ধ ৩২ সের। কঙ্কদ্রব্য, যথা চিতামূল, পিপুলমূল, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, বচ,  
শুলফা, দেবদারু, রাস্না, গর্জাপিঙ্গলী, গন্ধভাদুলের মূল, জটামাংসী, ভেলার মুটি প্রত্যেক ২ পল।  
মুদু অগ্নিতে এই তৈল পাক করিয়া মর্দন করিলে কুজতা, পঙ্গুতা, গৃধ্রসী, অর্দিত, খুড়কবাত  
(গ্রহিবাত), হনুস্তম্ভ ও বাতশ্লেষ্মিক রোগ এবং সকল প্রকার বায়ুরোগ প্রশমিত হয়।

#### মহাকুটমাংস তৈলম্

মাষস্যাধ্বাঢ্যকং দেয়ং দশমূল্যাস্তলার্ককম্। বলামূলঞ্চ তস্যার্ধং কেতকীনাং তথৈব চ॥ দক্ষমাংসপল-  
ত্রিংশজ্বিকটিকা পঞ্চবিংশতিঃ। জলদ্রোণদ্বয়ে পঙ্কল পাদশেষেহবতারিতে॥ তিলতৈলস্য চ প্রস্থং পয়ো  
দত্তা চতুর্গুণম্। জীবনীযানি যান্যষ্টৌ মঞ্জিষ্ঠা চব্যকটফলম্॥ ব্যোষং রাস্না কণামূলং মধুকং পুষ্করং  
তথা। মাষান্নাশুপ্তে সৈরগু শতাহ্ন লবণত্রয়ম্॥ কৃষ্ণাশ্বগন্ধা হ্যমৃতা যমানীন্দ্রবরী শটী। নাগরং মাগধী  
মুস্তং বর্যভূ রজনীদ্বয়ম্॥ শতাবরী বৃহতী চ ঐতেরক্ষসমঘ্নিতৈঃ। পক্ষাঘাতেষু সর্বেষু অর্দিতে চ  
হনুগ্রহে। মন্দশ্রুতে চাশ্রবেণ তিমিরে চ ত্রিদোষজে। হস্তকম্পে শিরঃকম্পে গাত্রকম্পে শিরোগ্রহে।  
শস্তং কলায়খঞ্জ চ গৃধ্রস্যামববাহক। বাধির্যে কর্ণনাদে চ সর্ববাতবিকারনুৎ। দগুপাতনকে চৈব  
মন্যাস্তস্তে বিশেষতঃ। হনুস্তম্ভে প্রশস্তং স্যাৎ সূতিকাতঙ্কনাশনম্॥ ত্তচ্যাং মাংসপ্রদক্ষৈব শুক্রাণিবলবর্দ্ধনম্।  
অণুবৃদ্ধ্যত্রবৃদ্ধিং বা বাতরক্তঞ্চ নাশয়েৎ॥

তিলতৈল ৪ সের। ক্কাথার্থ মাষকলাই ৪ সের, দশমূল ৬ ॥ ১০ সের, বেড়েলামূল ২৫ পল, কেতকীমূল  
২৫ পল, কুটমাংস ৩০ পল, বাঁটিমূল ২৫ পল, পাকার্থ জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। দুগ্ধ ১৬  
সের। কঙ্কার জীবকাদি অষ্টবর্গ, মঞ্জিষ্ঠা, চই, কটফল, ত্রিকটু, রাস্না, পিপুলমূল, যষ্টিমধু, কুড়,  
মাষকলায়, আলকুশীবীজ, এরণ্ডমূল, শুলফা, বিট, সৈন্ধব ও সচল লবণ, কৃষ্ণজীরা, অশ্বগন্ধা,  
গুলঞ্চ, যমানী, ইন্দ্রযব, শতমূলী, শটী, শুঁঠ, পিপুল, মৃতা, পুনর্নবা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বৃহতী ও  
কণ্টকারী প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দন করিলে পক্ষাঘাত, অর্দিত, শ্রবণশক্তির হ্রাস, দৃষ্টিশক্তির  
অল্পতা, হস্তকম্প, শিরঃকম্প, কলায়খঞ্জ, গৃধ্রসী, অববাহক, বধিরতা, কর্ণনাদ, দগুপাতনক, মন্যাস্তম্ভ,  
হনুস্তম্ভ, সূতিকারোগ, অঙ্গবৃদ্ধি ও বাতরক্ত প্রভৃতি বহুবিধ পীড়া উপশমিত হয়।

#### নকুল তৈলম্

মধুকং জীরকং রাস্না সৈন্ধবং শতপ্পিপকা। যমানী মরিচং কুষ্ঠং বিড়ঙ্গং গজপিঙ্গলী॥ সৌবর্চলঞ্চাজমোদা  
বলা যড়গ্রহিকা তথা। গ্রহিঞ্চ শৈলজং মাংসী কর্ণাবেষাং পৃথক্ পৃথক্। বিনীয পাচয়েৎ তৈল-প্রস্থং  
ঋবৃসমুদ্রবম্॥ প্রস্থে নকুলমাংসস্য কাথে চ দশমূলজে। প্রস্থে চ কাক্ষিকস্যপি মস্তপ্রস্থে তথৈব চ।  
সিদ্ধং তৈলমিদং হস্তি কম্পবাতং সুদারুণম্॥ হস্তকম্পং শিরঃকম্পং বাহুকম্পঞ্চ নাশয়েৎ। আমবাতং

## ৬৪ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

সশূলঞ্চ সর্ষোপদ্রবসংযুতম্।। পান্যভ্যঞ্জনবস্তিভির্নাশয়েন্নাঃ সংশয়ঃ। আঢ্যবাতং কটীপৃষ্ঠ-জানুজঙ্ঘা-  
শ্রিতং তথা।। সন্ধিহং বাতমাশ্বেব জয়েমকুলসংজ্ঞকম্। হারীতভাষিতমিদং তৈলং হিতচিকীর্ষ্য।।  
বৈদ্যানাং সারভূতানাং শতেনাপি সন্জুক্তিতম্। বাতব্যাধিং নিহন্ত্যাশু কম্পবাতং বিশেষতঃ। অশীতিং  
বাতজানু রোগান্ নাশয়েদাশু দেহিনাম্।।

নকুলমাংস ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; দশমূল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের;  
কাঁজি ৪ সের, দধির মাত ৪ সের, এরণ্ডতৈল ৪ সের। কঙ্কার্থ যষ্টিমধু, জীরা, রান্না, সৈন্ধব লবণ,  
শূলফা, যমানী, মরিচ, কুড়, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, সচল লবণ, বনযমানী, বেড়েলা, বচ, গেঁটোলা  
(কেহ-কেহ বলেন পিপুলমূল), শৈলজ ও জটামাংসী ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। এই তৈল  
পান, অভ্যঙ্গ ও বস্তিক্রিয়ায় প্রযোজ্য। ইহা দ্বারা হস্তকম্প, শিরঃকম্প, বাহকম্প, আমবাত, উরুস্তম্ভ,  
সন্ধিবাত ও অন্যান্য নানাবিধ পীড়া উপশমিত হয়। ইহা কম্পবাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

### মাষতৈলম্

মাষাতসীযবকর্ণকটকারীগোকর্টট্টকজটাকপিকচ্ছতোয়েঃ। কার্পাসকাস্থিশণবীজকুলথকোলক্কাথেন  
বস্তিপশিতস্য রসেন চাপি।। শুষ্ঠ্যা সমাগধিকয়া শতপুষ্পয়া চ সৈরণ্ডমূলসপুনর্নবয়া সরণ্যা। রান্নাবলা-  
মূলতাকটুকৈর্বিপকং মাষাখ্যমেতদববাহুহরঞ্চ তৈলম্।। অর্দ্ধাঙ্গশোষমপতানকমাঢ্যবাতমাক্ষেপকং  
সভূজকম্পশিরঃপ্রকম্পম্। নস্যেন বস্তিবিধিনা পরিষেচনেন। হন্যাৎ কটীজখনজানুরুজশ্চ সর্ব্বাঃ।।

তিলতৈল ৪ সের। ক্কাথার্থ মাষকলায়, মটর, যব, ঝাঁটিমূল, কণ্টকারী, গোক্ষুর, শোগামূল ও  
আলকশীবীজ ইহাদের ক্কাথ। কার্পাসবীজ, শণবীজ, কলথকলাই, কলশুঁঠ, ইহাদের ক্কাথ ও  
ছাগমাংসের ক্কাথ মিলিত ১৬ সের। কঙ্কার্থ শুঁঠ, পিপুল, শূলফা, ভেরেণ্ডামূল, পুনর্নবা, গন্ধভাদুলে,  
রান্না, বেড়েলা, শূলফা ও মরিচ মিলিত ১ সের। এই তৈল মর্দনে অববাহক, অর্দ্ধাঙ্গশোষ, আক্ষেপক,  
অপতানক, উরুস্তম্ভ, ভূজকম্প, শিরঃকম্প এবং অন্যান্য নানাবিধ বায়ুরোগ প্রশমিত হয়।

### স্বল্পমাষ তৈলম্

মাষপ্রহং সমাবাপ্য পচেৎ সমাগ্ জলাঢ্যকে। পাদশেষে রসে তস্মিন্ ক্ষীরং দদ্যচ্ছতুর্গম্।। প্রহুঞ্চ  
তিলতৈলস্য কঙ্কং দত্ত্বাঙ্গসম্মিতম্। জীবনীয়ানি যান্যাপ্তৌ শতপুষ্পাং সসৈন্ধবাম্।। রান্নাঞ্চগুপ্তা মধুকং  
বলা ব্যোষত্রিকণ্টকম্। পক্ষাঘাতেহৃদিত্তে বাতে কর্ণশূলে চ দারুণে।। মন্দক্রতো চাশ্রবণে তিমিরে চ  
ত্রিদোষজে। হস্তকম্পে শিরঃকম্পে বিসূচ্যামববাহকে।। শস্তং কলায়থঞ্জে চ পান্যভ্যঞ্জনবস্তিভিঃ।  
মাষতৈলামিদং শ্রেষ্ঠমূর্দ্ধজক্রগদাপহম্।।

তিলতৈল ৪ সের। ক্কাথার্থ মাষকলাই ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; দুগ্ধ ১৬ সের। কঙ্কার্থ  
জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঝন্ধি, বৃদ্ধি, শূলফা, সৈন্ধব লবণ,  
রান্না, আলকশীবীজ, যষ্টিমধু, বেড়েলা, ত্রিকটু ও গোক্ষুর প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দন  
করিলে পক্ষাঘাত, অর্দিত, কর্ণশূল ও শ্রবণশক্তির হীনতা প্রভৃতি নানাপ্রকার পীড়ার শান্তি হয়।

### বৃহন্মাষ তৈলম্

মাষকাথে বলাকাথে রান্নায়া দশমূলজে। যবকোলকুলখানাং ছাগমাংসভবে পৃথক্।। প্রহুে তৈলস্য চ  
প্রহং ক্ষীরং দত্ত্বা চতুর্গম্।। রান্নাঞ্চগুপ্তাসিদ্ধুখ-শতাংহুরণ্ডমুত্তকৈঃ। জীবনীযবলাব্যোষৈঃ পচেদক্ষসমৈ-  
র্ভিষক্। হস্তকম্পে শিরঃকম্পে বাহ্যশোষেহববাহকে।। বাধির্যে কর্ণশূলে চ কর্ণনাদে চ দারুণে।  
বিসূচ্যামর্দিত্তে কুঞ্জে গৃহস্যামপতানকে।। বস্ত্যভ্যঞ্জনপানেষু নাবনে চ প্রযোজয়েৎ।

শ্রেষ্ঠমূর্দ্ধজক্রগদাপহম্। কাথপ্রস্থাঃ ষড়্ভবাত্র বিভক্ত্যন্তেন দর্শিতাঃ।। (তৈলেন সহ সপ্তপ্রস্থমিতত্বাদস্য সপ্তপ্রস্থমাষ-তৈলমিতি সংজ্ঞাস্তরম্।)

তিলতৈল ৪ সের। কাথার্থ মাষকলাই ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; বেড়োলা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; রান্না ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; দশমূল মিলিত ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; যবতণ্ডুল, কুলশুঠ ও কুলথকলাই মিলিত ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; ছাগমাংস ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; দুগ্ধ ১৬ সের। কঙ্কার্থ রান্না, আলকুশীবীজ, সৈন্ধব লবণ, গুলফা, এরণ্ডমূল, মূতা, জীবনীয়গণ, বেড়োলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দন করিলে হস্তকম্প, শিরঃকম্প, বাহুশোষ, অববাহক, বধিরতা, কর্ণশূল, কর্ণনাদ ও গৃধ্রসী প্রভৃতি নানারোগ বিনষ্ট হয়।

মহামাষ তৈলম্

মাষস্যাঢ্যকং দত্তা তুলার্কং দশমূলতঃ। পলানি চ্ছাগমাংসস্য ত্রিংশদ্ দ্রোণেহস্তসঃ পচেৎ।। পূতশীতে কষায়ে চ চতুর্থাংশাবতারিতে। প্রস্থঞ্চ তিলতৈলস্য পয়ো দত্তা চতুগুণম্।। আত্মগুপ্তা রুবুকশ্চ শতাহ্বা লবণত্রয়ম্। জীবনীয়ানি মঞ্জিষ্ঠা চব্যচিত্রককটফলম্।। সব্যোষং পিপ্ললীমূলং রান্না মধুকসৈন্ধবম্। দেবদার্কমূতা কুষ্ঠং বাজিগন্ধা বচা শটী।। এতৈরক্ষসমৈঃ কষ্টৈঃ সাধয়েনমৃদুনাগ্নিনা। পক্ষ্মঘাতেহৃদিতে বাতে বধির্যে হনুসংগ্রহে।। কর্ণমনাশিরঃশূলে তিমিরে চ ত্রিদোষজে। পাণিপাদশিরোগ্রীবা-ভ্রমণে মন্দচংক্রমে।। কলায়খঞ্জে পাস্পুল্যে গৃধ্রস্যামববাহকে। পানে বস্তৌ তথাভ্যঙ্গে নস্যো কর্ণাক্ষিপূরণে। তৈলমেতৎ প্রশংসন্তি সর্ববাতরুজাপহম্।।

তিলতৈল ৪ সের। কাথার্থ স্নথ পোটুলীবদ্ধ মাষকলাই ৪ সের, দশমূল ৬।০ সের, স্নথ পোটুলীবদ্ধ ছাগমাংস ৩০ পল, এই সমুদায় একত্র ৬৪ সের জলে পাক করিবে, শেষ ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া লইবে। দুগ্ধ ১৬ সের। কঙ্কার্থ আলকুশীমূল, এরণ্ডমূল, গুলফা, সৈন্ধব, বিট ও সচল লবণ, জীবনীয়বর্গ, মঞ্জিষ্ঠা, চই, চিতামূল, কটফল, ত্রিকটু, পিপুলমূল, রান্না, যষ্টিমধু, দেবদারু, গুলঞ্চ, কুড়, অশ্বগন্ধা, বচ, শটী প্রত্যেকের ২ তোলা। এই তৈল ব্যবহারে পক্ষ্মঘাত, অর্দিত, বধিরতা, হনুগ্রহ, কর্ণশূল, শিরঃশূল, হস্তপদাদির কম্প, গৃধ্রসী, অববাহক ও অন্যান্য নানাপ্রকার বাতরোগ নষ্ট হয়। ইহা পান, বস্তিক্রিয়া, অভ্যঙ্গ ও নস্যাদিতে প্রয়োগ করিবে।

নিরামিষ-মহামাষ তৈলম্

দশমূলাঢ্যকং পত্ভা জলদ্রোণেহিঞ্জির্শেষিতে। তদ্ব্যম্বাঢ্যককাথে তৈলপ্রস্থং পয়ঃসমে।। কষ্টৈরৈতৈশ্চ মতিমান্ সাধয়েমৃদুনাগ্নিনা। অশ্বগন্ধা শটী দারু বলা রান্না প্রসারণী।। কুষ্ঠং পরুষকং ভাগী দ্বৈ বিদার্যৌ পনর্নবা। মাতলঙ্গফলাজাজৌ রামঠং শতপ্পিকা।। শতবরী গোক্ষরকং পিপ্ললীমূলচিত্রকৌ। জীবনীয়গণং সর্বং সংহত্যৈব সসৈন্ধবম্।। তৎ সাধুসিদ্ধং বিজ্যায় মাষতৈলমিদং মহৎ। বস্ত্যভ্যঞ্জন-পানেষু নাবনেষু প্রশস্যতে।। পক্ষ্মঘাতে হনুস্তপ্তে অর্দিতে সাপতন্তুকে। অববাহকবিশ্বেচ্যোঃ খাণ্ড্য-পাস্পুল্যোরপি।। শিরোমন্যাগ্রহে চৈব অধিমস্ত্রে চ বাতিকে। শুক্রক্ষয়ে কর্ণনাদে কর্ণক্ষেষে চৈব দারুণে। কলায়খঞ্জশমনে ভৈষজ্যমিদমাদিশেৎ।।

তিলতৈল ৪ সের। কাথার্থ দশমূল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; মাষকলাই ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দুগ্ধ ১৬ সের। কঙ্কার্থ অশ্বগন্ধা, শটী, দেবদারু, বেড়োলা, রান্না, গন্ধভাদলে, কড়, পরুষফল (ফল্‌সা), বামনহাটী, কৃষ্ণ ভূমিকম্পাণ্ড, ভূমিকম্পাণ্ড, পনর্নবা, ছোলঙ্গ লেব, কৃষ্ণজীরা,

## ৬৬ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

হিং, শুল্ফা, শতমূলী, গোক্ষুর, পিপুলমূল, চিতামূল, জীবনীয়গণ ও সৈন্ধব, মিলিত ১ সের। এই তৈল বস্তিক্রিয়া, অভ্যঙ্গ, পান ও নস্যার্থে প্রযোজ্য। ইহা ব্যবহারে পক্ষাঘাত, হনুস্তম্ভ, অর্দ্রিত, অপতন্দ্রক, অববাহক, বিশ্চী, খঞ্জতা, পঙ্গুত্ব ও কলায়খঞ্জ প্রভৃতি নানাবিধ রোগের শান্তি হয়।

### মহাসুগন্ধিতৈলং লক্ষ্মীবিলাস তৈলঞ্চ

জিস্মীচোরকদেবদারুসরলব্যাস্রীবাচাচেলকত্বকপত্রৈঃ সহ গন্ধপত্রকশটীপথ্যাক্ষধাত্রীঘনৈঃ। এতৈঃ শোধিত-  
সংস্কৃতৈঃ পলযুগেত্যাত্যাতয়া সংখ্যায়া তৈলপ্রস্থমবহ্নিতৈঃ স্থিরমতিঃ কঙ্কৈঃ পচেদ্ গান্ধিকৈঃ।। মাংসীমুরা-  
দমনচম্পকসুন্দরীত্বগ্ৰন্থাস্থকুজাকবকৈর্দ্বিপলৈঃ সপুঙ্কৈঃ। শ্রীবাসকুন্দুরুনখীনলিকামিবীণাং প্রত্যেকতঃ  
পলমুপার্জ্যা পুনঃ পচেৎ তু।। এলালবঙ্গচলচন্দনজাতিপুতিককোলকাগুরুলতাঘুসুগৈঃ পলার্দৈঃ। কস্তুরি-  
কাক্ষসহিতামলদীপ্তযুগৈঃ পকস্ত মন্দশিখিবৈব মহাসুগন্ধম্।। পঞ্চদিকেণ চান্দ্রেন মদাৎ কর্পূরমিযতে।  
প্রাণ্ডকৌ শুদ্ধিসংস্কারৌ গন্ধানামিহ তৈঃ পুনঃ।। দ্বিগুণৈর্লক্ষ্মীবিলাসঃ স্যাদ্যস্ত তৈলসত্তমঃ। পঞ্চপত্রাষুণা  
চাদ্যো দ্বিতীয়ো গন্ধবারিণা। তৃতীয়োহপি চ তেনৈব পাকো বা ধুপিতাধুনা।। তৈলযুগ্মমিদং তূর্ণং বিকারান্  
বাতসম্ভবান্। ক্ষপয়েজ্জনয়েৎ পুষ্টিং কাস্তিৎ মেধাং ধৃতিং ধিয়ম্।। (পঞ্চদিকেণেতি পঞ্চধাবিভক্তস্য  
কস্তুরীকস্যৈকো ভাগো রক্তিদ্রয়াদিকক্রিমায়কো ভবতি। তথা মানেন কর্পূরস্য দ্বৌ ভাগৌ; কিংবা অর্দ্ধেন  
কস্তুরীকর্ষাৎ কর্পূরস্যাতৌ মাযকাঃ)।

তিলতৈল ৪ সের। কঙ্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, চোরকাঁচকী, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, ব্যাস্রী (গন্ধদ্রব্যবিশেষ, কেহ বলেন নখী), বচ, গুবাকবৃক্ষের ছাল, গুড়ত্বক, তেজপত্র, গন্ধতূণ, শটী, হরীতকী, বহেড়া, আমলা, মুতা প্রত্যেক ২ পল; এই গন্ধকঙ্ক দ্বারা প্রথম পাক করিবে। জটামাংসী, মুরামাংসী, দনা, চম্পক পুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, গুড়ত্বক, গেঁটোলা, বালা, কুড়, মরুবক পুষ্প, পিড়িংশাক প্রত্যেক ২ পল; গন্ধবিরজা, কুন্দুরুখোচী, নখী, নালুকা, মোরি প্রত্যেক ১ পল; ইহা দ্বারা দ্বিতীয় কঙ্ক পাক করিবে। এলাইচ, লবঙ্গ, শিলারস, শ্বেতচন্দন, জাতীপুষ্প, খটাশী, কাঁকলা, অগুরু, লতাকন্তুরী, কুক্কুম প্রত্যেক ৪ তোলা, মৃগনাভি ২ তোলা (বা ৩ মাষা ২ রতি), কর্পূর ১ তোলা (বা ৬ মাষা ৪ রতি)। এই সকল দ্রব্য দ্বারা তৃতীয় কঙ্ক পাক করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে তৈল হইতে খটাশী উদ্ধৃত ও উত্তমরূপে শিলাপেষিত করিয়া তৈলে মিশ্রিত করিয়া দিবে। বিশ্বাদি পঞ্চপল্লব-ক্কাথ দ্বারা প্রথম কঙ্ক পাক করিবে, গন্ধাস্থ দ্বারা দ্বিতীয় কঙ্ক এবং অগুরুধুপিত গন্ধবারি দ্বারা তৃতীয় কঙ্ক পাক করিবে। পূর্বোক্ত তৈলের ন্যায়, এই তৈলেও গন্ধদ্রব্য শোধন করিয়া লইবে। ইহা ব্যবহারে বিবিধ বাতব্যাদি প্রশমিত এবং পুষ্টি, কাস্তি, মেধা, ধৃতি ও বুদ্ধি বর্দ্ধিত হয়। উল্লিখিত কঙ্ক সমস্ত দ্বিগুণ পরিমাণে তৈলে দিয়া পাক করিলে উহাকে লক্ষ্মীবিলাস তৈল কহে।

### শ্রীগোপাল তৈলম্

রসাদৃকং শতাবর্য্যঃ কৃষ্ণাণ্ডামলয়োস্তথা। বাজিগন্ধাসহচর-বলানাঞ্চ শতং পৃথক্।। পরিপচ্যান্ডসাং দ্রোণে  
পাদশেষেহবতারয়েৎ। পঞ্চমূলং মহদ্ ব্যাস্রী মূর্ধ্বাক্তেকতপুতিকা।। পারিভদ্রশ্চ সর্ব্বেষাং গ্রাহ্যং দশপলং  
শুভম্। কাথয়িত্বা জলদ্রোণে তৎপাদমবশেষয়েৎ।। আঢ্যকং তিলতৈলস্য কঙ্কেরেতশ্চ সংপচেৎ।  
অম্বগন্ধা চোরপুস্পী পদ্মকং কণ্টকারিকা।। বলাগুরু ঘনং পুতি শিথুকগুরুচন্দনম্। চন্দনং ত্রিফলা  
মূর্ধ্বা জীবনীয়কটুত্রয়ম্।। পুতিকুক্কুমকন্তুর্য্যশ্চাতুর্জ্জাতঞ্চ শৈলজম্। নখমুস্তম্ভালানি নীলাৎপল-  
মুশীরকম্।। মাংসী মুরা সুরতরু বচা দাড়িমতুশ্বুরু। ঋদ্ধিবর্দ্ধির্দমনকং ক্ষুদ্রৈলার্দ্ধপলং পৃথক্।। এতৎ  
তৈলবরং হস্তি বাতপিণ্ডকফোদ্ভবান্। ব্যাধীনশেষান্ জনয়েৎ স্মৃতিং মেধাং ধৃতিং ধিয়ম্।। বাতরোগান্  
বিশেষণ প্রমেহান্ হস্তি বিংশতিম্। গর্ভং সংস্থাপয়েৎ স্ত্রীণাং সর্ব্বং শূলং ব্যাপোহতি। মূত্রকৃচ্ছ্রমপস্মার-

মুন্মাদান্ নিখিলানপি ।। স্থবিরোহপি জরাজীর্ণ স্তৈলস্যাস্য নিষেবণাৎ । লীলয়া প্রমদানাঞ্চ উন্মাদানাং শতং জয়েৎ ।। তিষ্ঠেদ্ যস্য গৃহে তৈলং শ্রীগোপালাভিধং শুভম্ । ন তত্র ভূতাঃ সপ্তস্তি ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ ।। ন দরিদ্রাং ভবেৎ তস্য বিঘ্নঃ কশ্চিন্ন জায়তে । অশ্বিত্যাং নির্মিতং হ্যেতদ্ বিশ্বকল্যাণহেতবে ।।

তিলতৈল ১৬ সের। শতমূলীর রস, কুমড়ার রস ও আমলার রস বা ক্বাথ প্রত্যেক ১৬ সের। ক্বাথার্থ অশ্বগন্ধা, পীতঝাঁটী, বেড়েলা প্রত্যেক ১০০ পল, প্রত্যেকে জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের (পৃথক পৃথক ক্বাথ), বৃহৎ পঞ্চমূল, কণ্টকারী, মূর্ব্বামূল, কেয়ামূল, নাটাকরঞ্জমূল, পালিখাছাল প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কঙ্কার্থ অশ্বগন্ধা, চোরকাঁচকী, পদ্মকাষ্ঠ, কণ্টকারী, বেড়েলা, অণ্ডুর, মুতা, খটাশী, শিলারস, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, ত্রিফলা, মূর্ব্বামূল, জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ত্রিকটু, কুঙ্কুম, কন্তুরী, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, শৈলজ, নখী, জটামাংসী, মরামাংসী, দেবদারু, বচ, দাড়িমবীজ, তুস্কুর, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দনা, ছোট এলাইচ প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈল মর্দনে অশেষবিধ ব্যাধি প্রশমিত এবং স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও দীর্ঘাশক্তি বিকশিত হয়। ইহাতে বায়ুরোগ বিশেষত বিংশতি প্রকার মেহ, মুত্রকৃচ্ছ, অপস্মার, উন্মাদ, সর্বপ্রকার শূল প্রভৃতি নিখিল রোগ নিবারিত এবং বন্ধ্যা গর্ভবতী হয়। জরাজীর্ণ স্থবিরও এই তৈলপ্রভাবে উৎকট-যৌবনা শতশত প্রমদাগণে অবলীলায় অভিগমন করিতে সমর্থ হয়।

#### মাষবলাদি তৈলম্

মাষক্বাথে বলাক্বাথে রাস্নায়া দশমূলজে। প্রসারণ্যাঃ শতাহায়াঃ প্রহং দদ্যাদ ভিষগ্নঃ ।। এতৎক্বাথস্তৈলসমো দধি ক্ষীরং সমং সমম্ । লাক্ষারসং কাঞ্জিকঞ্চ তৈলতুলাং প্রদাপয়েৎ ।। শতাবরীবিদ্যার্যোশ্চ রসং তৈলান্নমেব চ । শতাহা মধুরী মেথী রাস্না বারগপিপ্লী ।। মুস্তকঞ্চাশ্বগন্ধা চ উশীরং মধুযষ্টিকা । শালপর্ণী পুশ্পিপর্ণী বলা চ বহুপুত্রিকা ।। পলদ্বয়ং গৃহীত্বা চ তৈলপাত্রে প্রদাপয়েৎ ।। বাতরোগং নিহন্ত্যাপ্ত মন্যাস্তস্তং নিযচ্ছতি ।। হনুস্তম্ববিকারঞ্চ জিহ্বাদন্তগলগ্রহান্ । বিংশতিং মেহকান্ হন্তি গাত্রকম্পাদিকং জয়েৎ ।। এতান্ হরতি রোগাংশ্চ তৈলং মাষবলাদিকম্ ।।

মুচ্ছিত তিলতৈল ৪ সের। মাষকলাই, বেড়েলা, রাস্না, দশমূল, গন্ধভাদুলে ও শুলফা প্রত্যেকের ক্বাথ ৪ সের। দধি ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, লাক্ষারস ৪ সের, কাঁজি ৪ সের। শতমূলী ও ভূমিকুস্মাণ্ডের স্বরস প্রত্যেক ২ সের। কঙ্কার্থ শুলফা, মৌরি, মেথী, রাস্না, গজপিপ্লী, মুতা, অশ্বগন্ধা, বেণার মূল, যষ্টিমধু, শালপাণি, চাকুলে, বেড়েলা ও শতমূলী প্রত্যেক ২ পল। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া মর্দন করিলে মন্যাস্তস্ত প্রভৃতি বিবিধ বাতরোগ এবং সর্বপ্রকার মেহ প্রশমিত হয়।

#### বাতরাজ তৈলম্

দশমূলং বলা বাট্যা বাতারিশ্চ মহাবলা । রাজবৃক্ষোহমৃতলতা সপ্তপর্ণী চ মর্কটী ।। সোমরাজী গৃহ্ননখী পূতি বর্ষাভূচিগ্রকৌ । পিচুমর্দো মহানিষো ভূনিষো বৎসকস্তথা ।। এষাং দশপলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ ।। পাদশেষঞ্চ তৈলঞ্চ পুনরগ্নাবধিশ্রয়েৎ ।। এরণ্ডমুন্মত্তো মেটী মুহূর্কপারিভদ্রকম্ । এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ স্বরসানাং পৃথক্ পৃথক্ ।। শতাবরীসমং তৈলং গবাং ক্ষীরং চতুগুণম্ । রাস্না তিস্তা ত্বতিবিষা দেবদারু কৃচন্দনম্ ।। মঞ্জিষ্ঠা বঙ্গজানন্তা প্রসারণ্যাশ্বগন্ধকম্ । ছে হরিদ্রে বচা কৃষ্ঠং মাংসী শৈল্যেচন্দনম্ ।। রোদনী ধাতকী বিশ্বং পদ্মকঞ্চ দ্বিজীরকম্ । যষ্টিমধু ত্বগেলা চ নাগকেশরপত্রকম্ ।। দীপ্যকং শতপুষ্পা চ কৃষ্ঠকৃষ্ণাগ্নিশ্রোণেয়ম্ । উশীরমষ্টবর্গশ্চ একৈকং পলমেব চ ।। আলোড়্য সর্বং বিধিনা সুগন্ধিসূত্রকং পুনঃ ।। বাতরাজমিদং তৈলং সর্ববাতহরং পরম্ ।। সর্বেষু বাতরোগেষু সর্বগ্ধ



## ৬৮ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

গ্রহণেযু চ। সন্ধিমজ্জাগতে বাতে সর্বগাত্রপ্রকম্পনে।। জানুজ্যাপ্রপীড়য়াং পক্ষঘাতে হনুগ্রহে। কুজে চ বাতরক্তে চ হস্ত্রোগে পার্শ্বশূলজে।। একাপে শুষ্কসর্বাঙ্গে তৈলমেতৎ প্রশস্যতে। নাগার্জুনেন মুনিনা ভাষিতং গুণবর্দ্ধনম্।।

১৬ সের। ক্কাথার্থ দশমূল, দ্বিবিধ বেড়েলা, লালভেরেণ্ডা, গোরক্ষচাকুলে, সৌদাল, গুলঞ্চ, ছাতিমছাল, আলকুশী, সোমরাজী, কুড়-কোয়ালী, নাটাকরঞ্জ, শ্বেত পুনর্নবা, চিতা, নিম, ঘোড়ানিম, চিরতা, কুড়চি প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এরণ্ড, ধতুরা, মনসাবীজ, মেঘশঙ্গী, আকন্দ ও পালিধা প্রত্যেকের স্বরস ২ পল। শতাবরী রস ১৬ সের, গব্যদুগ্ধ ৬৪ সের। কঙ্কার্থ রাস্না, চিরতা, আতাইচ, দেবদারু, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, সোমরাজ, অনন্তমূল, গন্ধভাদুলে, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, কুড়, জটামাংসী, শৈলেয়, চন্দন, দুরালভা, ধাইফুল, শুঁঠ, পদ্মকাষ্ঠ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু, গুড়ম্বক, এলাইচ, নাগকেশর, তেজপত্র, অজমোদা, শুলফা, পিপুল, চিতা, গের্ণেলা, বেণার মূল, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদা, মহামেদা, জীবক, ঋষভক, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী প্রত্যেক ১ পল এবং গণোগু গন্ধদ্রব্য। যথাবিধানে পাক করিয়া এই বাতরাজ তৈল মর্দন করিলে সর্বপ্রকার বাতরোগ প্রশমিত হয়।

### অশ্বগন্ধা তৈলম্

শতং পঞ্চার্শগন্ধায়া জলদ্রোণেহংশঃশেষিতম্। বিস্রাব্য বিপচেৎ তৈলং ক্ষীরং দগ্ধা চতুর্গুণম্।। কক্ষৈর্মৃগাল-শালুক-বিসকিঞ্জলমালতীপট্টৈঃস্রীবেরমধক-শারিবা পদ্মকেশরৈঃ।। মেদা পনর্নবাস্রাক্ষা-মঞ্জিষ্ঠা-বৃহতীদ্বয়ৈঃ। এলৈলবালুত্রিফলা-মুস্তচন্দনপদ্মকৈঃ।। পকং রক্তগতং বাতং রক্তপিণ্ডমসৃগদরম্। হন্যাৎ পুষ্টিবলং কুর্যাৎ কৃশানাং মাংসবর্দ্ধনম্।। রেতোযোনিবিকারয়ং ব্রণদোষাপকর্যণম্। ষণ্ডানপি বৃহান্ কুর্যাৎ পানাত্যন্তানুবাসনৈঃ।।

অশ্বগন্ধা ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্কাথ এবং চতুর্গুণ দুগ্ধ-সহ তৈল পাক করিবে। কঙ্কার্থ শূল মৃগাল, শালুক, ক্ষুদ্র মৃগাল, পদ্মকেশর, মালতীপুষ্প, বালা, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, মেদা, পুনর্নবা, দ্রাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, বৃহতী, কণ্টকারী, এলাইচ, এলবালুক, ত্রিফলা, মুতা, চন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ। ইহা দ্বারা রক্তগত বাত, রক্তপিণ্ড, রক্তপ্রদর, যোনিবিকার, ব্রণশোষ ও ক্লেব্য প্রভৃতি নিবারিত হয়। এই অশ্বগন্ধাতৈল পুষ্টিকর ও বলমাংসবর্দ্ধক।

### মূলকাদ্য তৈলম্

মূলকস্বরসং তৈলং ক্ষীরং দধাম্লকাজ্জিকম্। তুল্যাং বিপাচয়েৎ কক্ষৈর্বলাচিক্রকসৈন্ধবৈঃ<sup>১</sup>।। পিপ্লল্যতি-বিষারামা-চবিকাগুরুচিকৈঃ। ভল্লাতকবচাকুষ্ঠ-শ্বদংষ্ট্রাবিশ্বভেষজৈঃ।। পক্ষরাহুশটাবিশ্ব-শতাহান-তদারুভিঃ। তৎসিদ্ধং পীতমত্যাগ্রান্ হস্তি বাতাত্মকান্ গদান্।

তৈল ৪ সের। মূলার স্বরস, দুগ্ধ, দধি ও অম্ল কাজ্জিক প্রত্যেক তৈলের সমান। কঙ্কার্থ বেড়েলা, চিতা (চরক বলেন, সজিনা), সৈন্ধব, পিপুল, আতাইচ, রাস্না, চই, অণ্ডক, চিতামূল, ভেলা, বচ, কুড়, গোস্কুর, শুঁঠ, পুষ্করমূল, শটী, বেলছাল, শুলফা, তগরপাদুকা ও দেবদারু; এই সকল দ্রব্য কুটিয়া পান করিলে অতি উৎকট বাতাত্মক রোগ বিনষ্ট হয়।

১. অত্র বলাশিগ্রকসৈন্ধবৈরিতোষঃ পাঠশ্চরকে দৃশ্যতে।

• রসোনাদ্য তৈলম্

রসোনাক্ষস্বরসেন পঞ্চং তৈলং পিবেদ্ যত্বনিলাময়াক্তঃ। তস্যাশু নশ্যন্তি চ বাতরোগা গ্রস্থা বিশালা  
ইব দুগৃহীতাঃ।।

রশুনের কক্ষ ও স্বরসের সহিত পঞ্চ তৈল সেবন করিলে আশু বাতরোগ প্রশমিত হয়।

সৈন্ধবাদ্য তৈলম্

দ্বৈ পলে সৈন্ধবাৎ পঞ্চ শুষ্ঠ্যা গ্রষ্টিকচিত্রকাৎ। দ্বৈ দ্বৈ ভল্লাতকাষ্টীনি বিংশতির্দ্বৈ তথাঢ়কে।। আরনালাৎ  
পচেৎ প্রস্থং তৈলমেতৈরপত্যদম্। গৃধ্রসূরগ্রহাশৌহর্টি-সর্ক্বাবাতবিকারনুৎ।।

তৈল ৪ সের। কাঁজি ৩২ সের, সৈন্ধব ২ পল, শুষ্ঠ ৫ পল, পিপুলমূল ২ পল, চিতা ২ পল, এবং  
ভেলার মুটা ২০টি, যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল মর্দন করিলে গৃধ্রসী প্রভৃতি সর্ক্বপ্রকার  
বাতরোগ বিনষ্ট হয়।

মজ্জস্নেহঃ

গ্রাম্যানুপৌদকানাস্তু ভিন্নাষ্টীনি পচেজ্জলে। তৎ স্নেহং দশমূলস্য কষায়েণ পুনঃ পচেৎ।। জীবকর্ষভ-  
কাশ্ফেতা-বিদারীকপিকচ্ছভিঃ। বাতয়েজীবনীয়েশ্চ কষ্টৈর্দ্বিক্ষীরভাগিকম্।। তৎ সিদ্ধং নাবনাভাস্কাৎ  
তথা পানানুবাসনাৎ। শিরাপর্ক্বাষ্টিকোষ্ঠহং প্রণুদত্যাশু মারুতম্।। যে স্যুঃ প্রশ্নীণমজ্জানঃ ক্ষীণশুক্রৌ-  
জসশ্চ যে। বলপুষ্টিকরং তেযামেতৎ স্যাদমুতোপমম্।। অত্র দ্বিগুণক্ষীরসাহচর্য্যাদ্ দশমূলীক্কাথোহপি  
দ্বিগুণ এব গ্রাহ্যঃ। অন্যে তু চতুর্গুণমিত্যাহ। ইতি শিবদাসঃ।

গ্রাম্য (ছাগাদি), আনূপ (বরাহ, মহিষাদি), ওদক (কচ্ছপাদি) জন্তুর অস্থিসকল ছেঁচিয়া জলে সিদ্ধ  
করিলে তাহা হইতে যে-মজ্জস্নেহ বহির্গত হয়, সেই স্নেহ ৪ সের। দুগ্ধ ৮ সের। কাথার্থ দশমূল  
(মিলিত) ৪ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের। (মতান্তরে দশমূল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ  
১৬ সের।) কক্ষার্থ জীবক, ঋষভক, হাপরমালী, ভূমিকুণ্ডাণ্ড, আলকুশী এবং বাতঘ্ন ভদ্রদার্ক্বাদি  
গণ ও জীবক-ঋষভকাদি জীবনীয়গণ। (জীবক ও ঋষভকের দুইবার উল্লেখ থাকায়, দুই ভাগ  
গ্রহণ করিতে হইবে)। যথানিয়মে পাক করিয়া এই মজ্জস্নেহ নস্য, অভ্যঙ্গ, পান ও অনুবাসন  
(স্নেহবস্তি) কার্য্যে প্রয়োগ করিলে শিরা পর্ক্ব অস্থি ও কোষ্ঠগত বায়ু আশু বিনষ্ট হয়। যাহাদের  
মজ্জা শুক্ল বা ওজঃপদার্থের ক্ষয় হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহা পরম হিতকর।

চতুঃস্নেহঃ

প্রস্থঃ স্যাৎ ত্রিফলায়াস্তু কুলথকড়বদয়ম্। কৃষ্ণংগন্ধাত্ত্রাগাঢ়ক্যোঃ পৃথক্ পঞ্চপলং ভবেৎ।। রাস্নাচিত্রকয়োর্ধে  
দ্বৈ দশমূলং পলোন্মিতম্। জলদ্রোণে পচেৎ পাদশেষং প্রস্থোন্মিতং পৃথক্।। সুরারগালদধাম-সৌবীর-  
কতুযোদকম্। কেলদাড়িমবৃক্ষান্ন-রসং তৈলং ঘৃতং বসাম্।। মজ্জানঞ্চ পয়ঃশ্চৈব জীবনীয়পলানি ষট্।  
কক্ষং দন্তা মহাস্নেহং সম্যগেনং বিপাচয়েৎ।। শিরামজ্জাষ্ট্রিণে বাতে সর্ক্বাষ্ট্রিকাপ্ররোগিণ্যু। যেপনাক্ষেপ-  
শুলেষু তমভ্যঙ্গে প্রদাপয়েৎ।। (প্রস্থোন্মিতং পৃথগিতি সুরাদীনাং পয়োহস্তান্যং প্রত্যেকং প্রস্থঃ। ইতি  
চক্রটীকা)।

তিলতৈল ৪ সের, গব্য ঘৃত ৪ সের। বসা ৪ সের, মজ্জা ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের। কাথার্থ ত্রিফলা ২  
সের, কুলথকলাই ১ সের, সর্জিনামূলের ছাল ৫ পল, অড়হর ৫ পল, রাস্না ২ পল, চিতা ২ পল,  
দশমূল প্রত্যেক ১ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। সূরা, কাঁজি, অল্পদধি, সৌবীর (সন্ধানবিশেষ)  
ও তুযোদক প্রত্যেক ৪ সের। কুলশুষ্ঠের কাথ ৪ সের (কুলশুষ্ঠ ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪

## ৭০ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

সের), দাড়িমরস ৪ সের, বৃক্ষান্নরস (মহাদারস) ৪ সের। কঙ্কার্থ জীবনীয়গণ (মিলিত) ৬ পল। যথানিয়মে পাক করিয়া এই মহান্নেহ (চতুঃস্নেহ) অভ্যঙ্গ করিলে শিরা মজ্জা ও অস্থিগত বাত, সর্ব্বাঙ্গ ও একাঙ্গ রোগ, কম্প, আক্ষেপ এবং শূল নিবারিত হয়।

### অশ্বগন্ধাদ্যং ঘৃতম্

অশ্বগন্ধাকষায়ে চ কঙ্কে ক্ষীরং চতুঃপর্ণম্। ঘৃতং পকন্ত বাতঘ্নং বৃষ্যং মাংসবিবর্দ্ধনম্॥

ঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, অশ্বগন্ধার কাথ ১৬ সের, কঙ্ক ১ সের। যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত বাতঘ্ন, বৃষ্য ও মাংসবর্দ্ধক।

### দশমূলাদ্যং ঘৃতম্

দশমূলস্য নির্যুহে জীবনীয়েঃ পলোমিতৈঃ। ক্ষীরেণ চ ঘৃতং পকং তপর্ণং পবনান্তিহিং। কাথোহত্র ত্রিগুণঃ সর্পিঃপ্রহঃ সাধ্যঃ পয়ঃ সমম্॥

ঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, দশমূলের কাথ ১২ সের। কঙ্কার্থ জীবনীয়গণ (জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মুগানী ও মাষাণী) মিলিত ১০ পল। যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত বাতবেদনানাশক ও তর্পক।

### সারস্বতং ঘৃতম্

প্রহং ঘৃতস্য পলিকৈঃ শিগ্রং বচালবণধাতকীলোথৈঃ। আজৈ পয়সি সপাঠৈঃ সিদ্ধং সারস্বতং নাম্না। বিধিবদুপযুজ্যমানং জড়গদগদমূকতাং ক্ষণাঙ্জিত্বা। স্মৃতিমতিমোহপ্রতিভাঃ কুর্যাৎ সুপশ্চিব্যাগ্ ভবতি॥

গব্যঘৃত ৪ সের। কঙ্কার্থ সর্জিনার ছাল, বচ, সৈন্ধব লবণ, ধাইফুল, লোধ ও আকনাদি প্রত্যেক অর্দ্ধপোয়া। ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। এই সমস্ত যথাবিধানে পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে মুক, গদগদ, মিম্বিন প্রভৃতি রোগ নষ্ট এবং স্মৃতিশক্তি মেধা ও প্রতিভা বর্দ্ধিত হয়।

### নকুলাদ্যং ঘৃতম্

নকুলস্য চ মাংস্য পচেৎ প্রহং জলাঢ়কে। ঘৃতপ্রহং পচেৎ তেন চতুর্ভাগাবশেষিতম্॥ তৎসমং দশমূলঞ্চ পকং মাষবলান্বিতম্। শতাবরীরসপ্রহং গব্যদগ্ধঞ্চ তৎসমম্॥ অষ্টৌ বর্গাশ্চ কাকোল্যৌ জীবন্তী মধ্যস্ঠিকা। এলা ত্বচঞ্চ পত্রঞ্চ ত্রিকটু ত্রিফলা তথা। মুস্তকং নাগজিহ্বা চ কর্ণং কর্ণং প্রদাপয়েৎ। সর্ব্ববাতবিকারেষু অপস্মারে বিশেষতঃ। পক্ষাঘাতে মহোন্মাদে চান্মানে কোষ্ঠনিগ্রহে। হস্তকম্পে শিরঃকম্পে বাধির্যে মুকমিম্বিনে। উর্দ্ধজক্রগতে বাতে জজ্ঞাপাশ্বাদিসংশ্রিতে। নকুলাদ্যমিদং নাম্না উর্দ্ধজক্রগদাপহম্।

ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ নকুলমাংস ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; দশমূল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; মাষকলাই ও বেড়েলা মিলিত ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; শতমূলীরস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের। কঙ্কার্থ জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদা, মহামেদা, জীবন্তী, যষ্টিমধু, এলাইচ, গুড়ভুক, তেজপত্র, ত্রিকটু, ত্রিফলা, মূতা ও অনন্তমূল প্রত্যেক ২ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে অপস্মার, উন্মাদ, পক্ষাঘাত, আঘাত, কোষ্ঠনিগ্রহ, মিম্বিনভাষণ, উর্দ্ধজক্রগত বায়ু ও অন্যান্য নানাপ্রকার পীড়ার শান্তি হয়।

### ছাগলাদ্যং ঘৃতম্

আজং চক্ষুবিনিস্কৃতং ত্যক্তশৃঙ্গখুরাদিকম্। পঞ্চমূলীদ্বয়ঞ্চৈব জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥ তেন পাদাবশেষেণ

\* ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। জীবনীয়েঃ সযন্ত্যাহৈঃ ক্ষীরৈশ্চৈব শতাবরীম্। ছাগলাদ্যমিদং নাম্না সর্ববাত-  
বিকারনং। অর্দ্রিতে কর্ণশূলে চ বাধির্যো মূকমিহ্মিনে।। জড়গদগদপঙ্গুনাং খঞ্জে গৃধ্রসিকজ্রয়ো।  
অপতানেহুপত্রস্তে চ সর্পিৱেতং প্রশস্যতে।। পৃথগর্জতুলাং পঞ্চ-মূলদ্বন্দ্বজমাংসয়োঃ। নিঃকাত্য সলিল-  
দ্রোণে কাত্যে পাদাবশেষিতে।। (অত্র যষ্টিমধুভাগদ্বয়মিতি শিবদাসঃ)। ঘৃতরক্তে মদ্রঃ—ওঁ কালি বজ্রেশ্বর  
অমুকস্য ফলসিদ্ধিং দেহি কদম্বচনেন স্বাধা স্নাপয়িত্বা ছাগমাদৌ মধু দত্তা ললাটকে। উদজুখঃ শ্রাঙ্জুখো  
বা ভিষগেনমুপালভেৎ।। ছাগমারণমদ্রঃ—ওঁ হাং ওঁ গাং গণপত্যে স্বাहा।।

ঘৃত ৪ সের। ছাগমাংস ৫০ পল, দশমূল ৫০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দুগ্ধ ৪  
সের, শতমূলের রস ৪ সের। কক্ষার্থ জীবনীযদশক (জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী,  
ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাগী, জীবন্তী, যষ্টিমধু) ও যষ্টিমধু মিলিত ১ সের। এই ঘৃত পান করিলে  
অর্দ্রিত, কর্ণশূল, বধিরতা, বাকশক্তিরাহিত্য, মিম্বিন ভাষণ, অস্পষ্টভাষণ, জড়তা, পঙ্গুতা, খঞ্জতা,  
গৃধ্রসী, কুজ্জ্ব, অপতানক ও অপতন্ত্রক প্রভৃতি নানাপ্রকার বায়ুরোগ নষ্ট হয়। (বৃন্দ বলেন, ছাগমাংস  
৩২ পল ও দশমূল ৩২ পল ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইবে। এই কাথ  
এবং জীবনীযগণ ও যষ্টিমধুর কক্ষ-সহ ঘৃত ৪ সের পাক করিবে। বৃন্দের মতই প্রচলিত)।

### বহুছাগলাদ্যং ঘৃতম্

ছাগমাংসতলাং গৃহা দশমূল্যাঃ পলং শতম্। অশ্বগন্ধাপলশতং বাট্যালকশতং তথা।। জলদ্রোণে  
বিপক্তব্যং প্রত্যেকং পাদশেষিতম্। ঘৃতাঢ়কং পচেৎ ক্ষীরং শতাবর্য্যা রসং সমম্।। তাত্রপাত্রে দৃঢ়ে চৈব  
শনৈর্মুদ্রাঘ্নিা পচেৎ। অসৌষধস্য কক্ষস্য প্রত্যেকং শুভ্রিসম্মিতম্।। জীবন্তী মধুকং দ্রাক্ষা কাকোলৌ  
নীলমুৎপলম্। মুস্তং সচন্দনং রাস্না পর্ণিনীদ্বয়শারিবে।। মেদে দ্বৈ চ তথা কৃষ্ঠং জীবকর্ষভকৌ শটী।  
দাক্ষী প্রিয়ঙ্গু ত্রিফলা নতং তালীশপল্লকৌ।। এলা পত্রং বরী নাগং জাতীকুসুমধান্যকম্। মঞ্জিষ্ঠা দাড়িমং  
দারু রেণুকং সৈলবালুকম্।। বিভ্রং জীরকৈশ্চৈব পেয়িত্বা বিনিষ্কিপেৎ। বস্ত্রপূতে চ শীতে চ শর্করাগ্রস্থ-  
সংযুতম্।। নিধাপয়েৎ স্নিগ্ধভাগে মার্দে বা ভাজনে শুভে। অসৌষধস্য সিদ্ধস্য শৃণু বীর্য্যমতঃ পরম্।।  
দেবদেবং নমস্কৃত্য সংপূজ্য গণনায়কম্। পিবেৎ পানিতলং তস্য ব্যাধিং বীক্ষ্যানুপানতঃ।। সর্ববাত-  
বিকারেষু অপস্মারে বিশেষতঃ। উন্মাদে পক্ষাঘাতে চ আঘানে কোষ্ঠনিগ্রহে।। কর্ণরোগে শিরোরোগে  
বাধির্যো চাপতন্ত্রকে। ভূতোন্মাদে চ গৃধ্রস্যাং সোদরে চাক্ষিপাতজে।। পার্শ্বশূলে চ হৃচ্ছলে বাহ্যামার্দ্রিতে  
তথা। বাতকণ্টকহ্রোণ-মূত্রকৃচ্ছ্রে সপঙ্গকে।। ক্রোষ্ঠীশীর্ষে তথা খঞ্জে কজ্জে চাক্ষুণি মিম্বিনে।  
অপতানেহস্তরায়ামে রক্তপিতে তথোদ্ধাগে।। আনাহেহ্রোণবিকারেষু চাতুর্থকজুরেহপি চ। হনুগ্রহে তথা  
শোষে ক্ষীণে চৈবাবাহুকে।। দণ্ডাপতনকে ভগ্নে দাহে চাক্ষিপকে তথা। জীর্ণজুরে বিধে কৃষ্ঠে শেষঃস্তম্ভে  
মদাত্যয়ে।। আঢ্যবাতহ্রিমান্যে চ বাতরক্তগদেষু চ। একাঙ্গরোগিণে চৈব তথা সর্বাঙ্গরোগিণে।।  
হস্তকম্পে শিরঃকম্পে জিহ্বান্তস্তে জড়ে ভ্রমে। ক্ষীণেন্দ্রিয়ে নষ্টশুক্রে শুক্রনিঃসরণে তথা।। স্ত্রীণাং  
বাতপ্রপাতে চ পটলে চাক্ষিপন্দনে। একাঙ্গস্পন্দনে চৈব সর্বাঙ্গস্পন্দনে তথা।। নগাদিপতিতে বাতে  
স্ত্রীগামপ্রাপ্তিহেতুকে। আভিচারিকদোষে চ মনঃসন্তাপসম্ভবে।। যে বাতপ্রভবা রোগা যে চ পিত্তসমুদ্ভবাঃ।  
শিরোমধ্যগতা যে চ জজ্ঞাপাশ্বাদিসংস্থিতাঃ।। মাতৃগ্রহাভিভূতশ্চ শিশুর্যশ্চ বিশৃণ্যতি। প্রক্ষীণবলমাংসশ্চ  
ন বস্ত্রগমনক্ষম্।। ঘৃতেনানেন সিধ্যন্তি বজ্রমুক্তিরিবাসুরান্। নিহন্তি সকলান্ রোগান্ ঘৃতং পরমদুর্লভম্।।  
রসায়নং বহিবলপ্রদঞ্চ বপুঃপ্রকর্ষণং বিদধাতি রূপম্। দত্তাবলেদ্রেণ সমানতেজা দীর্ঘায়ুষং পুত্রশতং  
করোতি।। স্ত্রীণাং শতং গচ্ছতি চাতিৱেকং ন যতি তৃপ্তিং সরসং সমাঙ্গং। অপুত্রিনী পুত্রশতং করোতি  
শতায়ুষং কামসমং বলিষ্ঠম্।। মহদ্ ঘৃতং নাম তু ছাগলাদ্যং বিনির্শ্রিতং বাতনিসূদনঞ্চ। শিবং শুভং  
রোগভয়াপহঞ্চ চকার হারীতমুনিবিশিষ্টঃ।। শৃগালবর্হিণোঃ পাকে পুমাংসং তত্র দাপয়েৎ। ময়ূরী জম্বুকী

ছাগী বীৰ্য্যহীন স্বভাবতঃ। ভাষিতঃ কাশিরাজেন ছাগ এব নপুংসকঃ।।

গব্য ঘৃত ১৬ সের। ক্কার্থ নপুংসক ছাগমাংস ১০০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দশমূল প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; অশ্বগন্ধা ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; বেড়েলা ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দুগ্ধ ১৬ সের, শতমূলীর রস ১৬ সের। কক্ষার্থ জীবন্তী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, নীলোৎপল (অভাবে সুদীপুপমূল) মুতা, রক্তচন্দন, রান্না, মুগানী, মাষাণী, শ্যামালতা, অনন্তমূল, মেদা, মহামেদা, কুড়, জীবক, ঋষভক, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা, তগরপাদুকা, তালীশপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, এলাইচ, তেজপত্র, শতমূলী, নাগেশ্বর, জাতীপুষ্প, ধনে, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িম, দেবদারু, রেণুক, এলবালুক, বিড়ঙ্গ ও জীরা ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। তাম্রপাত্রে মৃদু অগ্নিতাপে পাক করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে ঘৃত ছাঁকিয়া লইয়া চিনি ২ সের মিলিত করিয়া মুগ্নয়ভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ২ তোলা। ব্যাধি বিবেচনা করিয়া দুগ্ধাদি অনুপান ব্যবস্থা করিবে। এই ঘৃত বাতব্যাধির শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা পান করিলে অপস্মার, উন্মাদ, পক্ষাঘাত, আত্মান, কোষ্ঠরোধ, কর্ণরোগ, শিরোরোগ, বধিরতা, অপতন্ত্রক, ভূতোন্মাদ, গুধসী এবং অন্যান্য নানাপ্রকার বাতজ ও পিত্তজ পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে। ইহা দৌর্বল্য ও ইন্দ্রিয়াদির শক্তিহীনতা নিবারণের মহৌষধ। কিছুদিন সেবন করিলে শরীর বিলক্ষণ পুষ্ট ও ইন্দ্রিয়শক্তি প্রবল হইয়া উঠে।

### পথ্যাপথ্যবিধিঃ

বাতব্যাধৌ পথ্যানি

অভ্যঙ্গো মর্দনং বস্তিঃ স্নেহঃ স্বেদোহবগাহনম্। সংবাহনং সংশমনং প্রাবৃতির্বাতিবর্জনম্।। অগ্নিকার্মোপ-  
নাহশ্চ ভুশয্যা স্নানমাসনম্। তৈলদ্রোগী শিরোবস্তিঃ শয়নং নস্যমাতপঃ।। সন্তপর্ণং বৃংহণঞ্চ কীলাটো  
দধিকূটিকা। সর্পিষ্টেলং বসা মজ্জা মধুরদ্রব্যং রসাঃ।। নবীনাস্তিলগোধূমা মাষাঃ সংবৎসরোথিতাঃ।  
শালয়ঃ যষ্টিকাস্যচাপি কুলথানাং রসঃ সুরা।। গ্রাম্যা গোহৃষ্মতরোষ্ট্রাশ্ব-রাসচচ্ছাগলাদয়ঃ। আনুপাঃ  
কোলমহিষ-ন্যাকুখড়িগজাদয়ঃ।। উদকা হংসকাদম্ব-চক্রমদগুরুকাদয়ঃ। বিলেশ্যা ভেকগোধা-নকুলশ্বা-  
বিদাদয়ঃ।। যথাশ্রয়ং যথাবহুং যথাবরণমেব হি। বাতব্যাধৌ সমুৎপাদে পথ্যমেতন্মুণাং ভবেৎ।। চটকঃ  
কুকুটো বহী তিভিরিশ্চেতি জাদলাঃ। শিলিন্দঃ পর্বতো নক্লো গর্গরঃ কবয়ীল্লিশঃ।। এরঙ্গশ্চল্লকী  
কুণ্ঠঃ শিশুমাংসমিস্তিলঃ। রোহিতো মদগুরুঃ শসী বর্ম্মী চ কুলিশো ঋষাঃ।। পটোলং শিগ্রং বার্দ্ধকুল্লশুনং  
দাড়িমদ্রব্যম্। পকতালং রসালঞ্চ নলদধু পরাষকম্।। জম্বীরং বদরং দ্রাক্ষা নাগরঙ্গং মধুকজম্।। প্রসারণী  
গোক্ষুরকঃ শুক্রাসী পারিভদ্রকঃ।। পয়াংসি চ পয়ঃপটী রুবুতৈলং গবাং জলম্।। মৎস্যগুটিকা চ তাম্বুলং  
ধান্যাম্নং তিস্তিভীফলম্।। স্নিগ্ধোষণি চ ভোজ্যানি স্নিগ্ধোষণনুলেপনম্।। বিশেষাদ্ বমনং কার্য্যমামাশয়-  
মুপাগতে।। পকাশয়স্বে মাংসস্বে তথা স্নিগ্ধবিরেচনম্।। প্রত্যাঘানাঘানসংজ্ঞে বর্ন্তিল্লজ্ঞানদীপনম্।।  
অষ্টীলাথে শুশ্রূবিধিঃ শুক্রস্বে ক্ষয়জিৎ ত্রিয়া।। ত্বজ্ঞাংসাসুকশিরাপ্রাপ্তে হিতং শোণিতমোক্ষণম্।।

তৈলাভ্যঙ্গ, অঙ্গমর্দন, বস্তিক্রিয়া, স্নেহপ্রয়োগ, স্বেদ, অবগাহন, সংবাহন, সংশমন ঔষধ, বস্ত্রাদি  
দ্বারা শরীর আবরণ, বায়ুবর্জন, অগ্নিকার্ম, উপনাহ (পুলটিশ), ভূমিশয্যা, স্নান, উপবেশন, তৈলপূর্ণ  
দ্রোগীতে অবগাহন, শিরোবস্তি, শয়ন, নস্যপ্রয়োগ, আতপসেবন, সন্তপর্ণক্রিয়া, পুষ্টিকর দ্রব্য,  
কীলাট, দধিকূটিকা, ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা, মধুরদ্রব্য, অম্লদ্রব্য ও লবণরসযুক্ত দ্রব্য, নূতন গোধূম,  
নূতন তিল, নূতন মাষকলায়, সংবৎসরোথিত শালি এবং যষ্টিক তণ্ডুল, কুলথকলায়ের যুষ, সুরা;

গৈ, অশ্বতর (গর্দভীর গর্ভে ঘোটকের ঔরসজাত অথবা ঘোটকীর গর্ভে গর্দভের ঔরসজাত জন্তু), উট, অশ্ব, গর্দভ এবং ছাগ প্রভৃতি গ্রাম্য জন্তুর মাংস; শূকর, মহিষ, ন্যাকু (বহুশৃঙ্গযুক্ত মৃগ) গণ্ডার ও হস্তি প্রভৃতি আনুপমাংস; হংস, কাদম্ব (শ্যামপক্ষ কলহংস), চক্রবাক এবং মদগু, বক প্রভৃতি ঔদকমাংস; ভেক, গোসাপ, নকুল ও শজারু প্রভৃতি বিলেশয় জন্তুর মাংস; চটক, কুক্কট, ময়ূর ও তিষ্ঠির প্রভৃতি জঙ্গল-মাংস; শিলিন্দমৎস্য, পাবদামৎস্য, কুস্তীর, গাগর মাছ, কইমাছ, ইলিশমাছ, এরঙ্গ (মৎস্যবিশেষ), চুলুকীমাছ (শিশুমারাকৃতি মৎস্য); কচ্ছপ, শিশুক, তিমিঙ্গিল মৎস্য, রোহিতমৎস্য, মদগুরুমৎস্য, শিঙ্গীমৎস্য, বানিমৎস্য, বেলমৎস্য, ক্ষুদ্র মৎস্য এবং পটোল, সজিনা, বেগুন, রসুন, মধুর দাড়িম, অল্পদাড়িম, পাকা তাল, আশ্ব, নিম্ব, ফলসামফল, জামীরলেবু, কুল, কিস্মিস্, নারান্দীলেবু, মউয়াফল, গন্ধভাদুলে, গোক্ষুর, নিসিন্দা, পালিধামাদার, দুগ্ধ, ডাব, এরণ্ডতৈল, গোমূত্র, গুড়ের মাত, পান, কাঁজি, তেঁতুল এই সকল বাতব্যাধিতে হিতকর। আমাশয়-বাত্তে স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য ভক্ষণ এবং স্নিগ্ধ ও উষ্ণ প্রলেপন, বিশেষত বমন হিতজনক। পক্কাসয়গত এবং মাংসগত বাতত্তে স্নিগ্ধ বিরোচন এবং আত্মান ও প্রত্যাহ্মান-সংজ্ঞক বাতত্তে বর্জিতপ্রয়োগ, লজ্জন ও অগ্নিদীপ্তিকর দ্রব্য; অষ্টীলা নামক বাতরোগে গুল্মরোগবৎ পথ্য প্রয়োগ করিবে। শুক্রধাতুহ বাতত্তে শোষরোগোক্ত পথ্য প্রয়োগ করিবে। ত্বক্ মাংস রক্ত এবং শিরাপ্রাপ্ত বাতরোগে রক্তমোক্ষণ হিতকর।

#### বাতব্যাধাবপথ্যানি

চিন্তাপ্রজাগরণবেগবিধারণানি ছর্দিঃ শ্রমোহনশনতা চণকাঃ কষায়াঃ। নীবারকঙ্গশরবৈণবকোরদুয়শ্যামাক-চূর্ণকুরুবিন্দুমুখানি যানি।। ধান্যানি তানি তৃণজানি চ রাজমাষা মুদগাস্তুভাগসরিদমু যবাঃ করীরম্। জম্বুঃ কশেরুতৃণকং ত্রমুকং মৃগালং নিম্পাববীজমপি তালফলাস্থিমজ্জা।। শালুকতিন্দুককঠিল্লকবালতালং শিঙ্গী চ পত্রভবশাকমুডুদ্রবঃ। শীতাম্বুরাসভয়োহপি বিরুদ্ধমং ক্ষারোহপি শুষ্কপলং ক্ষতজন্তুতিশ্চ।। ক্ষৌদ্রং কষায়কটুতিক্তরসা ব্যবায়ো হস্ত্যশ্বযানমপি চংক্রমণঞ্চ খট্টা।। আত্মানিনোহর্দিতবতোহপি পুনর্বিশেষাঃ স্নানং প্রদুগ্ধসলিলং দ্বিজঘর্ষণঞ্চ।। নিঃশেষতস্তু পরিকীর্ণিত এষ বর্ণো নৃণাং সমীরণগদেষু মুদং ন দন্তে।।

চিন্তা, রাত্রিজাগরণ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, বমন, পরিশ্রম, উপবাস, ছোলা, কষায়রস, উড়ীধান্য, কাঙ্গুনীধান্য, শরতৃণজাত ধান্য, বংশতগুল, কোদোধান্য, শ্যামাধান্য, চূর্ণক (ব্রীহি ভেদ), বনকুলখ প্রভৃতি সমস্ত তৃণধান্য, বরবটী, মুগ এবং তড়াগ ও নদীর জল, যব, বাঁশের কোঁড়, জামফল, কেশুর, চিনাঘাস, গুবাক, পদ্মমৃগাল, শিমবীজ ও তাল আঁটির শাঁস, কুমুদাদির মূল, গাব, করোলা, কচিতালের শাঁস, শিম, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি পত্রশাক, যজ্ঞডুমুর, শীতলজল, গাধার দুগ্ধ, বিরুদ্ধ দ্রব্য, ক্ষার, শুষ্কমাংস, রক্তমোক্ষণ, মধু, কষায় কটু ও তিক্তরস, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি যানে আরোহণ, পথপর্যটন ও খাটে শয়ন এইগুলি বাতরোগে অপথ্য। বিশেষত স্নান, দূষিত জল ও দস্তধাবন এই সমস্ত আত্মান রোগীর এবং অর্দিতরোগীর বর্জনীয়।

ইত্য্যুর্বেদ-সংগ্রহে বাতব্যাধ্যাধিকারঃ।

# বাতরক্তাধিকার

## বাতরক্ত নিদানম্

লবণাম্লকটুষ্কার-মিষ্টোষ্ণজীর্ণভোজনৈঃ। ক্রিমিশুদ্ধাশ্বজানুপ-মাংসপিণ্যাকমূলকৈঃ।। কুলথমাষনিপ্পাব-  
শাকাদিপললেক্ষুভিঃ। দধ্যারনালসৌবীর-শুক্ততক্রসুরাসবৈঃ।। বিরুদ্ধাধ্যশনক্রোধ-দিবাস্বপ্নপ্রজাগরৈঃ।  
প্রায়শঃ সক্রুমারাণাং মিথ্যাহারবিহারিণাম্। স্থূলানাং সুখিনাঞ্চাপি কপ্যাতে বাতশোণিতম্।। হস্ত্যাশ্বোষ্ট্রৈর্গচ্ছ-  
তশ্চাপ্ততশ্চ বিদাহ্যন্নং স বিদাহোহশনস্য। কৃৎস্নং রক্তং বিদহত্যাশু তচ্চ দুষ্টং শীঘ্রং পাদয়োশ্চীয়তে  
তু।। তৎসম্পৃক্তং বায়ুনা দূষিতেন তৎপ্রাবল্যাদুচ্যতে বাতরক্তম্।। স্বৈদোহৃত্যর্থং ন বা কার্ষ্যং স্পর্শজ্ঞত্বং  
ক্ষতেহতিরূক্। সন্ধিশৈথিল্যমালস্যং সদনং পিড়কোদ্যামঃ।। জানুজঙ্ঘোয়কট্যাংস-হস্তপাদাঙ্গসন্ধিষু।  
নিস্তোদঃ স্ফুরণং ভেদো গুরুত্বং সৃষ্টিরেব চ।। কণ্ডুঃ সন্ধিষু রূগ্ ভূত্বা ভূত্বা নশ্যতি চাসকুৎ। বৈবর্ণ্যং  
মণ্ডলোৎপত্তির্বিাতাসুকপূর্বলক্ষণম্।। বাতেহধিকেহধিকং তত্র শূলস্ফুরণভঞ্জনম্। শোথস্য রৌক্ষ্যং  
কৃষ্ণত্বং শ্যাবতা বৃদ্ধিহানয়ঃ।। ধমন্যঙ্গলিসন্ধীনাং সঙ্কোচোহঙ্গগ্রহোহতিরূক্। শীতদেবানপশয়ৌ  
স্তম্ভবেপথুসপ্তয়ঃ।। রক্তে শোথোহতিরূক্ তোদস্তান্শচিমিচিমায়তে। ম্লিঙ্ঘকৃষ্টৈঃ শমং নৈতি কণ্ডুক্রৈ-  
সমম্বিতঃ।। পিণ্ডে বিদাহঃ সম্মোহঃ স্বৈদো মূর্ছা মদম্ভূবা। স্পর্শসহিত্বং রূগ্‌রাগঃ শোথঃ পাকো  
ভূশোথাতা।। কফে স্তৈমিত্যাগুরুতা-সুপ্তিম্লিঙ্ঘতশীততাঃ। কণ্ডুমন্দা চ রূগ্‌দ্বন্দ্বে সর্বলিঙ্গঞ্চ সঙ্করাৎ।।

লবণ, অম্ল, কটু, ক্ষার (যবক্ষারাদি), ম্লিঙ্ঘ, উষ্ণ ও অপক বা দুর্জর দ্রব্যভোজন, এবং জলচর ও  
অনুপচর জীবের পচা বা শুষ্ক মাংস, তিলকঙ্ক, মূলা, কুলথকলায়, মাষকলায়, শিম, শাকাদিদ্রব্য,  
মাংস, ইক্ষু, দধি, কঁাজি, সৌবীর (সন্ধানবিশেষ), শুক্ত (আচারবিশেষ), তক্র, সুরা, আসব, বিরুদ্ধ-  
ভোজন, অধ্যশন (পূর্বাহার অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন), ক্রোধ, দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ এই সকল  
কারণে বাতরক্ত প্রকৃপিত হয়। এই পীড়া প্রায় অযথা আহার-বিহারকারী কোমলাঙ্গ স্থূলকায় সুখী  
ব্যক্তিদিগেরই হইয়া থাকে।

যে-ব্যক্তি নিয়ত হস্তী, অশ্ব বা উষ্ট্র দ্বারা ভ্রমণ ও বিদাহজনক অন্ন ভোজন করে, তাহার সমস্ত রক্ত, ঐ ভুক্তান্নের বিদাহহেতু আশু বিদগ্ধ হইয়া থাকে এবং সেই বিদগ্ধ রক্ত, কুপিত বায়ু সহযোগে পদদ্বয়ে সঞ্চিত হয়। যদিও বাত ও রক্ত উভয়ই কুপিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে, তথাপি দোষত্রয় বিষয়ে বায়ুরই প্রাবল্যহেতু ইহাকে রক্তবাত না-বলিয়া বাতরক্তই কহিয়া থাকে। বিদাহী অন্নভোজনে রক্ত ও হস্ত্যাদিগমনে বায়ু প্রকুপিত হয় এবং পদদ্বয় লম্বভাবে থাকাতে ঐ দুষ্ট রক্ত বায়ু-কর্জুক প্রেরিত হইয়া পদদ্বয়েই সঞ্চিত হইয়া থাকে।

বাতরক্ত উৎপন্ন হইবার পূর্বের অত্যন্ত ঘর্মাগম কিংবা একেবারেই ঘর্মের অনির্গম, স্থানে-স্থানে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন, স্পর্শশক্তিলোপ, কোন কারণে কোন স্থানে ক্ষত হইলে, তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, সন্ধিসকলের শৈথিল্য, আলস্য, অবসন্নতা ও পিড়কার (ব্রণবিশেষ) উৎপত্তি হয় এবং জানু, জঙ্ঘা, উরু, কটি, স্কন্ধ, হস্ত, পদ ও সন্ধিসকলে সূচীবোধবৎ বেদনা, স্ফুরণ (স্পন্দনবিশেষ), বিদারণবৎ পীড়া, গুরুত্ব, স্পর্শশক্তির হ্রাস ও কণ্ডু হয় এবং সন্ধিস্থলে বারংবার বেদনা হয় ও নিবৃত্তি পায়। তদ্ব্যতীত দেহে বিবর্ণতা ও চাকা-চাকা চিহ্নসকল প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বাতরক্ত রোগে যদি বায়ুর কোপ অধিকতর হয়, তাহা হইলে শূল, স্ফুরণ ও ভঙ্গবৎ পীড়া এবং শোথের রুম্ভতা, কৃষ্ণ বা শ্যাববর্ণতা ও বাতরক্ত-লক্ষণের কখনও বৃদ্ধি, কখনও বা হ্রাস হয়। ধমনী অঙ্গুলি ও সন্ধিসকলের সঙ্কোচ, অঙ্গবেদনা, অতিশয় যাতনা, শীতসেবনে দ্বেষ ও শীতে অনুপশয়, শুষ্কতা, কম্প ও স্পর্শশক্তির হ্রাস হইয়া থাকে এবং এই বাতরক্তে যদি রক্তকোপের প্রাবল্য থাকে, তাহা হইলে শোথ তাম্রবর্ণ, কণ্ডুত্বদসমন্বিত, অতিশয় দাহ তৌদ ও চিমিচিমি-বেদনাবিশিষ্ট হয়। স্নিগ্ধ ও রুম্ভক্রিয়া দ্বারা পীড়ার শাস্তি হয় না। পিত্তাধিক্য বাতরক্তে দাহ, মোহ, ঘর্মাগম, মুচ্ছা, মত্ততা ও তৃষ্ণা হয়। আর শোথ স্পর্শসহ, দাহযুক্ত, রক্তবর্ণ এবং পাকান্বিত ও অতিশয় উদ্ভাবিশিষ্ট হয়। কফাধিক্য বাতরক্তে স্তৈর্মিত্য, গুরুত্ব, স্পর্শশক্তির অল্পতা, চাকচিক্য, শৈত্য, কণ্ডু ও অল্প-অল্প বেদনা হইয়া থাকে। দোষত্রয়ের প্রাবল্যে তদুভয়দোষকৃত লক্ষণ এবং দোষত্রয়ের আধিক্যে ত্রিদোষকৃত লক্ষণসকলের মিলন হয়।

### বাতরক্ত চিকিৎসা

উত্তানমথ গম্ভীরং দ্বিবিধং বাতশোণিতম্। ত্বজ্জাংসাশ্রয়মুত্তানং গম্ভীরত্বস্তরাশ্রয়ম্॥

বাতরক্ত দুই প্রকার, যথা উত্তান ও গম্ভীর। বাতরক্ত ত্বক্ ও মাংসাস্থিত হইলে তাহাকে উত্তান এবং মেদ প্রভৃতি অন্তর্বর্ত্তী-ধাতুগত হইলে তাহাকে গম্ভীর বাতরক্ত বলা যায়।

বাহ্যং লেপাভ্যঙ্গসোকাপন্যহৈর্বাতশোণিতম্। বিরেকাস্থাপনস্নেহ-পানৈঃ গম্ভীরমাচরেৎ॥ দ্বয়োর্মুণ্ডেদস্কৃ শৃঙ্গ-সূচ্যল্যবৃজলৌকসা। দেশাদ্ দেশং ব্রজেৎ স্রাব্য শিরাদিঃ প্রচ্ছনেন বা। অঙ্গগ্লানী ন তু স্রাব্য রুম্ভবাতোত্তরে তু যৎ॥

প্রলেপ, অভ্যঙ্গ, পরিষেক ও উপন্যাস দ্বারা বাহ্য অর্থাৎ উত্তান-বাতরক্তের এবং বিরেকন, আস্থাপন ও স্নেহপান দ্বারা গম্ভীর বাতরক্তের চিকিৎসা করিবে। শৃঙ্গ, সূচী, অলাবু ও জলৌকা দ্বারা উভয় বাতরক্তেরই রক্তমোক্ষণ করিবে। বাতরক্ত প্রসরণশীল অর্থাৎ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়, অতএব যে-স্থানে যাইবে সেই স্থানেই শিরাবেধ বা প্রচ্ছন (ঈষৎ বিদারণ) দ্বারা রক্তস্রাব করাইবে। কিন্তু রোগীর অঙ্গগ্লানি থাকিলে বা দেহ রুম্ভ ও বাতপ্রধান হইলে রক্তমোক্ষণ নিষিদ্ধ।



## ৭৬ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

বাতশোণিতিনো রক্তং মিশ্রস্য বহশো হরেৎ। অল্লাল্লং রক্ষয়েদ্ বায়ুং যথাদোষং যথাবলম্।।

বাতরক্ত-পীড়িত ব্যক্তিকে স্নেহপান করাইয়া, দোষ ও বল অনুসারে অল্প পরিমাণে পুনঃপুনঃ তাহার রক্তমোক্ষণ করিবে। রক্তমোক্ষণ বিষয়ে এরূপ সাবধান হইতে হইবে, যেন রক্তক্ষয় দ্বারা বায়ুর প্রকোপ না জন্মে।

উগ্রাঙ্গদাহতোদেষু জলৌকোভির্বিনীহরেৎ। শৃঙ্গতৃষীসূচিকাভিঃ কণ্ডুরূগ্বেপনাম্বিতম্।।

উগ্র অঙ্গদাহ ও সূচীবোধবৎ যন্ত্রণা থাকিলে জলৌকা দ্বারা এবং কণ্ডু, বেদনা ও কম্প থাকিলে অলাবু, শৃঙ্গ ও সূচীবোধ দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে।

বিরেচনৈঃ স্নেহযুক্তৈর্নিত্যমেনং বিরেচয়েৎ।।

স্নেহযুক্ত বিরেচক ঔষধ দ্বারা বাতরক্ত রোগীর নিত্য বিরেচন করাইবে।

বিদ্যদ্যদসকৃচ্চাপি বস্তিকর্ম্য যথাবলম্। ন হি বস্তিসমং কিঞ্চিদ্ বাতরক্তচিকিৎসিতম্।।

বল বিবেচনা করিয়া পুনঃপুনঃ বস্তিপ্রয়োগ করিবে। বস্তি বাতরক্তের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

ছিদ্রোদ্ভবাকষায়েণ সেবাং শুদ্ধং শিলাজতু। অমৃতাত্রিফলাক্কাথ-সংযুতা বা পলক্ষষা।।

গুলঞ্চের কাথের সহিত শোধিত শিলাজতু অথবা গুলঞ্চ ও ত্রিফলার কাথের সহিত গুগগুলু সেবন করিলে বাতরক্ত প্রশমিত হয়।

গুড়ুচ্যাঃ স্বরসং কক্ষং চূর্ণং বা কাথেমেব চ। প্রভূতকালমাসেব্য মুচ্যতে বাতশোণিতাৎ।।

গুড়ুচীর স্বরস, কক্ষ, চূর্ণ বা কাথ দীর্ঘকাল সেবন করিলে রোগী বাতরক্ত-মুক্ত হয়।

ঘৃতেন বাতং সপুড়া বিবন্ধং পিত্তং সিতাঢ্যা মধুনা কফঞ্চ। বাতাসুগুগ্রং-কবুতৈলমিশ্রা শুষ্ঠ্যমবাতং শময়েদ্ গুড়ুচী।।

গুড়ুচীর কাথ ঘৃতের সহিত পান করিলে বাতরোগ; গুড়ের সহিত পান করিলে মলবিবদ্ধতা; চিনির সহিত পান করিলে পিত্তদুষ্টি; মধুর সহিত পান করিলে কফদুষ্টি; এরূপ তৈলের সহিত পান করিলে উগ্র বাতরক্ত এবং শুষ্ঠচূর্ণের সহিত পান করিলে আমবাত প্রশমিত হয়।

কটুকামৃতযষ্ট্যাহু-শুষ্ঠীকক্ষং সমাক্ষিকম্। গোমূত্রপীতং জয়তি সাকফং বাতশোণিতম্।।

কটকী, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও শুষ্ঠ ইহাদের কক্ষ (প্রত্যেক অর্দ্ধপোয়া) মধু সংযুক্ত করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিলে কফাঘিত বাতরক্ত বিনষ্ট হয়।

হরীতকীং প্রাশ্য সমং গুড়েন তিস্রোহথবা পঞ্চ ততো গুড়ুচ্যাঃ। কাথোহনুপীতঃ শময়ত্যবশ্যং প্রভিন্নমা-  
জানুজবাতরক্তম্।

তিনটি বা পাঁচটি হরীতকী, গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে পরে গুলঞ্চের কাথ পান করিলে বাতরক্ত নিবৃত্ত হয়।

সিংহাস্যপঞ্চমূলী-চ্ছিন্নকুহৈরুগোক্ষুরকাথঃ। এরুতৈলরামঠ-সৈন্ধবচূর্ণাঘিতঃ পীতঃ।। প্রশময়তি  
বাতরক্তং তথ্যমবাতং কটীশূলম্। মূত্রপূরীষবিবন্ধং ব্রহ্ম বিকারং সুদুর্বারম্।।

বাসক, পঞ্চমূলী, গুলঞ্চ, এরুতমূল ও গোক্ষুরের কাথে এরুত তৈল, হিঙ্গু ও সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতরক্ত, আমবাত, কটীশূল, মল-মূত্রবদ্ধতা ও সুদারুণ ব্রহ্মরোগ প্রশমিত হয়।

গন্ধর্ব্বহস্তবৃষগোক্ষরকামৃতানাং মূলং বলেক্ষুরকয়োশ্চ পচেৎ তু ধীমান্ । বাতাস্গাশু বিনিহন্তি চিরপ্রকট-  
মাজানুগং স্মৃতিতমূর্দ্ধগতন্তু ধীমান্ ॥ কফপিত্তপ্রশমনং কচ্ছুবীসপনাশনম্ । বাতরক্তপ্রশমনং হৃদ্যাং  
গুড়ঘৃতং স্মৃতম্ । পিপ্পলীবর্দ্ধমানং বা সেবাং পথ্যা গুড়েন বা ॥

এরগুমূল, বাসক, গোক্ষুর, গুড়চী, বেড়েলামূল, কুলেখাড়ার মূল এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত  
করিয়া সেবন করিলে বহুদিনজাত বাতরক্ত, জানু পর্য্যন্ত স্মৃতিত বাতরক্ত ও উর্ধ্বগত বাতরক্ত  
আশু নষ্ট হয়। গুড় ও ঘৃত সমভাগে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কফ, পিত্ত, কচ্ছু, বিসর্প ও  
বাতরক্ত নিবারিত হয়। ইহা হৃদ্য। গুড়-সহ পিপ্পলী এক-একটি বৃদ্ধি করিয়া সেবন করিলে অথবা  
গুড়-সহ হরীতকী সেবন করিলেও বাতরক্ত নষ্ট হয়।

পিত্তোত্তরে তু কাশ্মর্যা-দ্রাক্ষারধ্বচন্দনৈঃ । মধুকক্ষীরকাকোলী-যুক্তং কাথং সুশীতলম্ ॥ শর্করামধুসংযুক্তং  
বাতরক্তে পিবেন্নরঃ । ধারোষঃ মূত্রসংযুক্তং ক্ষীরং দোষানুলোমনম্ ॥ পিবেদ বা সত্রিবৃচ্চর্ণং পিত্তরক্তা-  
বৃত্তানিলে । ক্ষীরেণৈরগুতৈলং বা প্রয়োগেণ পিবেন্নরঃ ॥ বহুদোষো বিরেকাথং জীর্ণে ক্ষীরোদনাশনঃ ॥

পিত্তাধিক বাতরক্তে গান্তারীফল, কিসমিস, সোঁদালের আঠা, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও ক্ষীরকাকোলী  
এই সকলের কাথ শীতল হইলে কাথের অষ্টমাংশের একাংশ চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে  
পিত্তাধিক বাতরক্ত প্রশমিত হয়। ধারোষ দুগ্ধ গোমূত্র-সহ পান করিলে দোষের অনুলোম হয়।  
পিত্ত ও রক্তাধিক বাতরক্তে ধারোষ দুগ্ধ-সহ তেউড়ীমূলচূর্ণ পান করিলে ব্যাধি উপশমিত হয়।  
বহুদোষবিশিষ্ট বাতরক্ত রোগী বিরেকানার্থ দুগ্ধ-সহ এরগু তৈল পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধ  
ও অন্ন আহাৰ করিবে।

রক্তোত্তরং ক্ষীরঘৃতং মধুকোশীরবারিভিঃ । সেচনঞ্চাত্র কর্ণবামবিক্ষীরৈঃ ক্ষণং ক্ষণম্ ॥ সহস্রশতধৌতেন  
ঘূতেন রুধিরোত্তরে । লেপনং সুদুশীতেন ঘৃতসজ্জরসেন বা । শীতের্নির্দীপণৈশ্চাপি রক্তপিত্তোত্তরং  
জয়েৎ ॥

রক্তাধিক বাতরক্তে যষ্টিমধু ও বেণার মূলের কাথে দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত সংযুক্ত করিয়া মাখাইবে।  
মেবীদুগ্ধ দ্বারা পুনঃপুনঃ পরিষেচন করিবে। শতধৌত ঘৃত বা সহস্রধৌত ঘৃত মর্দন করিবে।  
অথবা ঘৃত ও ধূনা একত্র মিশ্রিত করিয়া সুশীতল অবস্থায় তাহার লেপ দিবে। দাহ-প্রশমক সুশীতল  
দ্রব্যের প্রলেপ দ্বারা রক্তপিত্তোত্তর বাতরক্ত জয় করিবে।

সরাগে সর্কজে দাহে রক্তং বিপ্রা বা লেপয়েৎ । তিলাঃ পিয়ালং মধুকং বিসমূলঞ্চ বেতসম্ । সঘৃতং  
পয়সা পিষ্টং প্রলেপো দাহরোগনুৎ ॥

দাহ ও বেদনায়ুক্ত রক্তাধিক বাতরক্তে রক্তমোক্ষণ করিয়া পরে তিল, পিয়াল, যষ্টিমধু, পদ্মমূল ও  
বেতস এই সকল দ্রব্য দুগ্ধ-সহ পেষণ ও ঘৃতসংযুক্ত করিয়া লেপ দিবে। ইহাতে বাতরক্ত-জন্য দাহ  
নষ্ট হয়।

মাহিষং নবনীতঞ্চ বলিনা পরিমিশ্রিতম্ । গোমূত্রমিশ্রিতং কৃত্বা ক্ষীরেণ লবণেন চ ॥ তদেকত্র সমালোড়্য  
বহিনা ভাবয়েচ্ছনৈঃ । গাত্রমুদ্বর্ত্তয়েৎ তেন দেহস্ফুটনশাস্তয়েৎ ॥

মহিষের মাখনের সহিত গন্ধক উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। পরে তাহার সহিত গোমূত্র, দুগ্ধ ও  
সৈন্ধব মিশাইয়া আলোড়ন করত উষ করিয়া গাত্রে মর্দন করিলে গাত্রস্ফুটন নষ্ট হয়।

গোধূমচূর্ণার্জপয়োঘৃতঞ্চ সচ্ছাগদুগ্ধোৰুবীজকঙ্কঃ । লেপো বিধেয়ঃ শতধৌতসর্পিঃ সেকৈ পয়শ্চা-  
বিকমেব শস্তম্ ॥

গোধূমচূর্ণ, ছাগদুগ্ধ ও ছাগঘৃত; ছাগদুগ্ধ ও এরগুবীজ এবং শতধৌত ঘৃত বাতরক্ত রোগে এই ত্রিবিধ প্রলেপ ও মেষদুগ্ধ সেচন হিতকর।

এরগুবীজমৃতং শতাহাং জীরকং বলাম্। ছাগেন পয়সা পিষ্টা লেপয়েদসকৃদ্ ভিষক্।।

এরগুবীজ, গুলঞ্চ, গুলফা, জীরক ও বেড়েলা এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া, তদ্বারা পুনঃপুনঃ প্রলেপ দিবে।

রাস্নাং গুড়চীং মধুকং বলাঞ্চ পয়সা সহ। পিষ্টা প্রলেপয়েৎ তেন বাতরক্তং প্রশাম্যতি।।

রাস্না, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও বেড়েলা, দুগ্ধে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতরক্তের শান্তি হইয়া থাকে।

লেপস্তদ্বৎ তিলা ভৃষ্টাঃ পিষ্টাঃ পয়সি নির্বৃতাঃ।।

খোলায় ভৃষ্ট ও দুগ্ধে নির্ব্বাপিত কৃষ্ণতিল, দুগ্ধে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে।

গৃহধূমো বচা কুষ্ঠং শতাহা রজনীদ্বয়ম্। প্রলেপঃ শূলনৃদ্ বাতরক্তে বাতকফোত্তরে।।

গৃহধূম (ঝুল), বচ, কুড়, গুলফা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া, তদ্বারা প্রলেপ দিলে বাতকফোদ্বগ্ন বাতরক্তের বেদনা প্রশমিত হয়।

অমৃতাদিঃ

অমৃতানাগরধন্যাক-কর্ষত্রয়েণ পাচনং সিদ্ধম্। জয়তি সরক্তং বাতং সামং কুষ্ঠান্যশেষানি।।

গুলঞ্চ, শুষ্ঠ ও ধনে প্রত্যেক ২ তোলা করিয়া লইয়া কাথ প্রস্তুত করিবে। সেই কাথ পান করিলে বাতরক্ত, আমবাত ও নানাপ্রকার কুষ্ঠ প্রশমিত হয়।

বাসাদিঃ

বাসাণ্ডুচীচতুরঙ্গুলানামেরগুবীজতৈলেন পিবেৎ কষায়ম্। ক্রমেণ সর্ব্বাঙ্গজমপ্যশেষং জয়েদসৃগ্ভাতভবং বিকারম্।।

বাসক, গুলঞ্চ ও সৌদালফল ইহাদের কাথে এরগুতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্বাঙ্গগত বাতরক্ত নিবারিত হয়।

নবকার্ষিকঃ

ত্রিফলা নিষ্মমঞ্জিষ্ঠা বচা কটুকরোহিণী। বৎসাদনী দারুনিশা কষায়ো নবকার্ষিকঃ।। বাতরক্তং তথা কুষ্ঠং পামানং রক্তমগুলম্। কুষ্ঠং কাপালিকাকুষ্ঠং পানাদেবাপকষতি।। পঞ্চরক্তিকমাষেণ কার্যোহ্যং নবকার্ষিকঃ। কিস্তেবং সাধিতে কাথে যোগ্যমাত্রা প্রদীয়তে।।

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, নিষ্ম, মঞ্জিষ্ঠা, বচ, কটকী, গুলঞ্চ ও দারুহরিদ্রা প্রত্যেক ১ কর্ষ পরিমিত অর্থাৎ সমুদায়ে ৯ কর্ষ। ইহাদের কাথ পান করিলে বাতরক্ত, পামা, রক্তমগুল, কুষ্ঠ ও কাপালিকাকুষ্ঠ নিবারিত হয়। (এ স্থলে ৫ রতিতে মাষা ধরিয়া তদনুসারে কর্ষের পরিমাণ নির্দেশ করিতে হইবে। আর উক্ত বিধানে কাথ প্রস্তুত করিলেও অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিবে)।

পটোলাদিঃ

পটোলকটুকাজীক-ত্রিফলামৃতসাধিতম্। কাথং পীত্বা জয়েজ্জন্তুঃ সদাহং বাতশোণিতম্।।

পলতা, কটকী, শতমূলী, ত্রিফলা ও গুলঞ্চ ইহাদের কাথ পান করিলে পিষ্টজ বাতরক্ত ও তজ্জনিত দাহের শান্তি হয়।

### নিষাদি চূর্ণম্

নিষামৃতভয়া ধাত্রী প্রত্যেকঞ্চ পলোন্মিতম্। সোমরাজীপলং শুষ্ঠী বিড়পৈড়গজাঃ কণাঃ।। যমানী চোগ্রগন্ধা চ জীরকং কটুকং তথা। খদিরং সৈন্ধবং ক্ষারং দ্বে হরিত্রে চ মুস্তকম্।। দেবদারু তথা কুষ্ঠং কর্ণং কর্ণং প্রদাপয়েৎ। সর্বং সংচূর্ণিতং কৃত্বা 'শ্লথ'বস্ত্রেণ ছানয়েৎ।। শাণমাত্রস্ত ভোক্তব্যং ছিন্নাক্ষাং পিবেদন।। মাসমাত্রপ্রয়োগেণ ভবেৎ কাঞ্চনসন্নিভঃ।। বাতশোণিতমত্যাগ্ৰং স্থিতমৌড়ম্বরং তথা।। কোঠং চর্মদলাখ্যঞ্চ সিন্ধু পামা চ বিপ্লুতা।। কণ্ডুবিচর্চিকারুংষি দ্রুমশূলকিট্টিমম্। সর্ব্যাণ্যেব নিহন্ত্যাশু বৃক্ষমিশ্রাশনির্যথা।। আমবাতকৃতং শোথমদরং সর্বরূপিণম্। শ্লীহানং গুম্মরোগঞ্চ পাণ্ডুরোগং সকামলম্।। সর্বান্ কণ্ডুরাগাংশেচ বহরতে নাত্র সংশয়ঃ।। এতন্নিষাদিকং চূর্ণং শ্রাহ নাগার্জুনো মুনিঃ।।

নিমছাল, গুলঞ্চ, হরীতকী ও আমলকী ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল; সোমরাজী ১ পল, শুঁঠ, চাকুন্দা মূল, বিড়ঙ্গ, পিপুল, যমানী, বচ, জীরা, কটকী, খদিরকাষ্ঠ, সৈন্ধব, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুতা, দেবদারু ও কুড় প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমুদায় উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সুক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ৪ মাষা। অনুপান গুলঞ্চের কাথ। এক মাস এই ঔষধ সেবন করিলে অতি প্রবল বাতরক্ত, শ্লিত্র, কোঠ, চর্মদল, পামা, ব্রণ, কণ্ডু, শ্লীহা, গুম্ম এবং আমবাত-জন্য শোথ প্রভৃতি নানাপ্রকার পীড়া প্রশমিত হয়।

### ত্রিফলাগুগুণ্ডলুঃ

ত্রিফলাতিবিষাদারু-দাক্ষীমস্তাপরুযকৈঃ। খদিরাসননজাহু-গুড়চীনপাদপৈঃ।। ভূনিষনিষকটকী-কলিঙ্গকুলকৈঃ সন্মৈ। কাথং কৃত্বা ততঃ পূতং শূতমষ্টগুণেহুস্তি।। গুড়চ্যাস্তত্র সুকৃতং চূর্ণমর্দন্ত বারিণি। ক্ষিপ্ত্বা সূনতনে ভাণ্ডে বাসয়েদ্রজনীগতম্।। সোমোপেতেন পুতেন কৌশিকং পরিভাবয়েৎ। ষড়্গুণেন তু সপ্তাহং শিলাজতুসমম্বিতম্।। শুষ্ক্য স তু পলান্যষ্টৌ সমাবাপ্য বিচক্ষণঃ।। তাপ্যচূর্ণং পলৈষ্চকং দ্বে পলে মধুসর্পিষোঃ।। একীকৃত্য সমং সর্বং লিহ্যৎ তু ত্রিফলাধুন।। তনুনা মুদায়ুষেণ জাঙ্গলানাং রসেন বা।। জীর্ণেহজীর্ণে চ ভূঞ্জীত পুরাণাং শালিযষ্টিকম্। যথারোগং যথাসাধ্যং রসৈর্যুষ্বেষ চ সংস্কৃতেঃ।। ত্রিসপ্তাহপ্রয়োগেণ বাতরক্তং সুদারুণম্। নিহন্তি বীৰ্য্যতঃ ক্ষিপ্ত্রং কুষ্ঠরোগান্ ব্রণানপি। ছিন্নং ভিন্নঞ্চ সন্ধতে ত্রিফলাখ্যো হি গুগুণ্ডলুঃ।।

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, আতইচ, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, মুতা, ফলসা, খদিরকাষ্ঠ, পিয়াশাল, ডহরকরঞ্জ, গুলঞ্চ, সৌদালের আঠা, চিরতা, নিমছাল, কটকী, ইন্দ্রযব ও পটোলপত্র, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্বক অষ্টগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইবে। পরে ঐ কাথের অর্দ্ধাংশ গুলঞ্চচূর্ণ উহাতে মিশ্রিত করিয়া নূতন পাत्रে এক রাত্রি রাখিয়া পর দিন ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর শিলাজতু ও গুগুণ্ডলু সমভাগে লইয়া উহাদের উভয়ের ৬ গুণ উক্ত কাথ দ্বারা ৭ দিন ভাবনা দিবে। পরে উহার সহিত ১ সের শুদ্ধ, অর্দ্ধ পোয়া স্বর্ণমাফিক, অর্দ্ধ পোয়া মধু ও অর্দ্ধ পোয়া ঘৃত মিশ্রিত করিবে। রোগীর অবস্থানুসারে ত্রিফলার জল বা পাতলা মুগের যুষ, কিংবা জাঙ্গল মাংসের রসের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় লেহন করিবে। এই গুগুণ্ডলু ৩ সপ্তাহ সেবন করিলে সুদারুণ বাতরক্ত, কুষ্ঠ ও ব্রণ নষ্ট হয় এবং ছিন্ন ও ভিন্ন সংযোজিত হয়।

### অমৃতগুগুণ্ডলুঃ

ত্রিপ্রহমমৃত্যাস্য প্রহমেকস্ত গুগুণ্ডলোঃ। প্রত্যেকং ত্রিফলাপ্রহং বর্ষাভূপ্রহমেব চ।। সর্বমেকত্র সংকুট্য সাধয়েন্মুগ্ধেহুস্তি। পুনঃ পচেৎ পাদশেষং যাবৎ সান্নত্বমাগতম্।। দন্তীচিত্রকমূলানাং কণা বিশ্বফল-ত্রিকম্। গুড়চীত্বিড়ঙ্গানাং প্রত্যেকাৰ্দ্ধপলং মতম্।। ব্রিত্বাকর্ষমেকস্ত সর্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ। সিদ্ধে উষে

## ৮০ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

ক্ষিপেৎ তত্র অমৃতাগুগুলুং পরম্ ।। ততো যথাবলং খাদেদন্নপিত্তী বিশেষতঃ ।। বাতরক্তং তথা কুষ্ঠং  
গুদজান্নাসাদনম্ ।। দুষ্টব্রণং প্রমেহাংশ্চ আমবাতং ভগন্দরম্ ।। নাদ্যাঢ্যবাতং শ্বয়থুং হন্যাৎ সর্বমায়ান-  
স্তথা ।। অশ্বিভ্যাং নিশ্চিন্তচায়মমৃতাত্থো হি গুগুণ্ডলুঃ ।।

গুলঞ্চ ৬ সের; গুগুণ্ডলু, হরীতকী, বাহেড়া, আমলকী ও পুনর্নবা প্রত্যেক ২ সের; এই সকল দ্রব্য  
একত্র কুটিত করিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করত ১৬ সের থাকিতে নামাইবে। পরে ঐ কাথ ছাঁকিয়া  
পুনর্ব্বার পাক করত গাঢ় করিবে। তৎপরে ঈষদুষ্ণ থাকিতে দন্তী, চিতামূল, পিপুল, গুঁঠ, হরীতকী,  
বাহেড়া, আমলকী, গুলঞ্চ, দারুচিনি ও বিড়ঙ্গ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক অর্দ্ধপল অর্থাৎ ৪  
তোলা এবং তেউড়ীমূলচূর্ণ ২ তোলা ঐ গাঢ় ঈষদুষ্ণ কাথে প্রক্ষেপ দিবে। ইহা রোগীর বলানুসারে  
সেবনে অল্পপিত্ত, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, অর্শ, অগ্নিমান্দ্য, দুষ্টব্রণ, প্রমেহ, আমবাত, ভগন্দর, নাড়ীরণ,  
উরুস্তম্ভ, শোথ এবং অন্যান্য রোগসকল নষ্ট হয়। অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্তৃক এই অমৃতাগুগুণ্ডলু  
নির্ম্মিত হইয়াছে।

### কৈশোরগুগুণ্ডলুঃ

বরমহিষালোচনাদরসমিভবর্ণনা গুগুণ্ডলোঃ প্রহুম্ । প্রক্ষিপ্য তোয়রাসৌ ত্রিফলাঞ্চ যথোক্তপরিমাণাম্ ।।  
দ্বাত্রিংশচ্ছিন্নরূহাপলানি দেয়ানি যত্নেন । বিপচেদপ্রমত্তো দক্ষ্য্য সংঘটয়ন্ মুহুর্যাবৎ ।। অর্দ্ধক্ষয়িতং তোয়ং  
জাতং জ্বলনস্য সম্পর্ক্যৎ । অবত্যাং বস্ত্রপূতং পুনরপি সংসাধদেয়ংপাত্রে ।। সান্দ্রীভূতে তস্মিন্নত্যাং  
হিমোপলপ্রয্যে । ত্রিফলাচূর্ণাধ্বপলং ত্রিকটোশচূর্ণং যড়ক্ষপরিমাণম্ ।। ক্রিমিরিপচুর্ণাধ্বপলং কথং কথং  
ত্রিবৃন্দোঃ । পলমেকঞ্চ শুভ্রা দস্তা সংমুচ্যং যত্নেন ।। উপযজ্য চানুপানং যুষং ক্ষীরং সুগন্ধি সলিলঞ্চ ।  
ইচ্ছাহারবিহারী ভেষজমুপযজ্য সর্বকালমিদম্ ।। তনুরোধি বাতশোণিতমেকজমত্ব দ্বন্দ্বজং চিরোথঞ্চ ।  
জয়তি শুভপরিশুদ্ধং স্ফুটিতগজানুজঞ্চাপি ।। ব্রণকাসকুষ্ঠাশ্বয়থুদরপাণ্ডুমেহাংশ্চ । মন্দাগ্নিঞ্চ বিবন্ধং  
প্রমেহপিড়কাঞ্চ নাশয়ত্যাশু ।। সততং নিষেব্যাণঃ কালবশাদ্ধন্তি সর্বগদান্ । অভিভূয় জরাদোষং  
করোতি কৈশোরিকং রূপম্ ।। প্রত্যেকং ত্রিফলাপ্রস্থো জলমত্র যড়াঢ্যকম্ ।। পাকায়ত্তং ফলং পাকে কাথে  
পাকপ্রধানতঃ । তন্মাত্রা কাথবিদৌ নিতাং যতিতব্যং চিকিৎসকৈঃ ।।

শ্লথ পোটলীবন্ধ মহিষাঞ্চ গুগুণ্ডলু ২ সের, ত্রিফলা প্রত্যেক ২ সের, গুলঞ্চ ৪ সের, পাকার্থ জল  
৯৬ সের। পাককালে মুহুমুহু নাড়িবে। ৪৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং  
পোটলীহু গুগুণ্ডলু উক্ত কাথে গুলিয়া পুনর্ব্বার লৌহপাত্রে চড়াইয়া পাক করিবে। ঘন হইলে  
নামাইয়া অতিশীতল হইলে ত্রিফলা (প্রত্যেক) চূর্ণ ৪ তোলা, ত্রিকটুচূর্ণ (মিলিত) ১২ তোলা,  
বিড়ঙ্গচূর্ণ ৪ তোলা, তেউড়ীমূলচূর্ণ ২ তোলা, দন্তীমূলচূর্ণ ২ তোলা, গুলঞ্চচূর্ণ ১ পল প্রক্ষেপ দিয়া  
উত্তমরূপে আলোড়িত করিবে। মাত্রা ১ তোলা। অনুপান চণকাদির যুষ, দুগ্ধ বা সুগন্ধি জল। ঔষধ  
সেবনকালে যথেষ্ট আহার-বিহার করিতে পারা যায়। ইহাতে বাতরক্ত, সর্বপ্রকার ব্রণ, কাস,  
কুষ্ঠ, গুল্ম, মেহ, অগ্নিমান্দ্য ও প্রমেহপিড়কা প্রভৃতি রোগ আশু নিবারিত হয়। নিয়মিতরূপেই ইহা  
ব্যবহার করিলে সর্বপ্রকার রোগই কালে নিবারিত হয়। ঔষধের কাথ পাক করিবার সময় চিকিৎসক  
সাতিশয় যত্নবান থাকিবেন, কারণ ফল, পাকায়ত্ত এবং কাথে পাকেরই প্রাধান্য আছে।

### রসায়নগুগুণ্ডলুঃ

কর্ষদ্বয়ং পারদস্য লৌহং গন্ধঞ্চ তৎসমম্ । লৌহগন্ধসমঞ্চাভ্রং গুগুণ্ডলুং কুড়বদ্বয়ম্ ।। অমৃতায়্য রসপ্রস্থে  
রসপ্রস্থে ফলত্রিকে । সান্দ্রীভূতে রসে তস্মিন্ গর্ভং দস্তা বিচক্ষণঃ ।। ত্রিকটু ত্রিফলা দন্তী গুডুচী চেন্দ্রবাক্ষণী ।।

বিড়ঙ্গং নাগপুষ্পঞ্চ ত্রিবৃতা চ সূচুর্ণিতম্ ।। প্রত্যেকং কর্ষমাদায় সর্বমেকত্র কারয়েৎ । ভক্ষয়েৎ কোলমাত্রস্ত  
চ্ছিন্নাক্রাথানপানতঃ ।। বাতরজ্ঞং মহাঘোরং স্ফুটিতং গলিতং জয়েৎ । অষ্টাদশবিধং কণ্ঠং ক্রিমিরোগাশ্রয়ীং  
তথা ।। ভগন্দরং গুদভ্রংশং শ্বেতকুষ্ঠং সকামলম্ । অপচীং গণ্ডমালাঞ্চ পামাকণ্ডুবিচর্চিকাঃ ।। চর্ম-  
কীলং মহাদ্রু নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ । বাতরজ্ঞবিনাশায় ধ্বন্তরিকৃতঃ পুরা । রসাত্রগুণ্ডলুঃ খ্যাতো  
বাতরজ্ঞেহুতোপমঃ ।।

পারদ, লৌহ, গন্ধক প্রত্যেক ৪ তোলা, অশ্র ৮ তোলা, গুণ্ডলু ১ সের, গুলঞ্চ ২ সের, পাকার্থ  
জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; ত্রিফলা মিলিত ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। এই দুই ক্বাথ  
একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার সহিত পারদাদি দ্রব্যসকল পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে তাহাতে  
ত্রিকটু, ত্রিফলা, দস্তীমূল, গুলঞ্চ, রাখালশসার মূল, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর ও তেউড়ীমূল প্রত্যেক ২  
তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিবে। মাত্রা ১ তোলা। অনুপান গুলঞ্চের ক্বাথ। ইহা  
সেবন করিলে গলিত স্ফুটিত ঘোরতর বাতরজ্ঞ রোগ এবং কুষ্ঠ, ক্রিমি, অশ্রয়ী, ভগন্দর, শ্বেতকুষ্ঠ,  
কণ্ডু, চর্মকীল, দ্রু ও অন্যান্য নানাপ্রকার রোগ প্রশমিত হয়। বাতরজ্ঞ বিনাশের নিমিত্ত ধ্বন্তরী  
এই রসাত্রগুণ্ডলু প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা বাতরজ্ঞে অমৃতের ন্যায় কার্য্য করে।

#### পুনর্নবাগুণ্ডলুঃ

পুনর্নবামূলশতং বিশুদ্ধং ঋবুকমূলঞ্চ তথা প্রযোজ্য । দত্তা পলং ঘোড়শকঞ্চ শুষ্ঠ্যাঃ সঙ্কুট্য সমাগ্ বিপচেদ্  
ঘটেহপাম্ ।। পলানি চাষ্টাবথ কৌশিকস্য তেনাষ্টশেষেণ পুনঃ পচেৎ তু । এরণ্ডতৈল কুড়বঞ্চ দদ্যাদ্  
দত্তা ত্রিভূষণপলানি পঞ্চ ।। নিকুণ্ডচূর্ণস্য পলং শুভ্রচ্যঃ পলদ্বয়ধর্দপলং পলং বা । ফলত্রয়ত্রয়শ্চ চিত্রকানি  
সিদ্ধুখভল্লাতবিড়ঙ্গকানি ।। কর্ষং তথা মাক্ষিকধাতুচূর্ণং পুনর্নবায়াঃ পলমেব চূর্ণম্ । চূর্ণানি দত্তা হাবতার্য্য  
শীতে খাদেন্নরঃ কর্ষসমপ্রমাণম্ ।। ব্যাসৃজং বৃদ্ধিগদঞ্চ সপ্ত জয়তাবশ্যত্ব গৃধ্রসীঞ্চ । জজ্ঞোৰূপৃষ্ঠত্রিক-  
বস্তিজঞ্চ তথামবাতং প্রবলঞ্চ হস্তি ।।

পুনর্নবার মূল ১০০ পল (১২ ৥০ সের), এরণ্ডমূল ১০০ পল, শুষ্ঠীচূর্ণ ১৬ পল, এই সকল ৬৪  
সের জলে পাক করিয়া ৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে ছাঁকিয়া তাহার সহিত ১ সের  
গুণ্ডলু মিশাইয়া পুনরায় পাক করিবে। অনন্তর উহাতে এরণ্ডতৈল ৥০ অর্দ্ধসের, তেউড়ীচূর্ণ ৫  
পল, দস্তীমূলচূর্ণ ১ পল, গুলঞ্চ ২ পল, ত্রিফলা ও ত্রিকটুচূর্ণ (প্রত্যেক) অর্দ্ধপল ও চিত্রা অর্দ্ধপল,  
সৈন্ধব লবণ ১ পল, ভেলা ১ পল, বিড়ঙ্গ ১ পল, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা ও পুনর্নবা ১ পল প্রদান  
করিয়া পাক করিবে। পরে শীতল হইলে নামাইয়া (রোগীর বলানুসারে) ২ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায়  
সেবন করিতে দিবে। ইহাতে বাতরজ্ঞ, গৃধ্রসী, বৃদ্ধি এবং জজ্ঞা, উরু, পৃষ্ঠ, ত্রিক ও বস্তিগত  
আমবাত অতি প্রবল হইলেও নিবারিত হয়।

#### যোগসারামৃতঃ

শতাবরী নাগবলা বৃদ্ধদারকমুচ্চটাঃ । পুনর্নবামুতা কৃষ্ণা বাজিগন্ধা ত্রিকণ্টকম্ ।। পৃথগ্দশপলান্যোষাং  
শ্লক্ষচূর্ণানি কারয়েৎ । তদর্দ্ধশর্করায়ুজ-চূর্ণং সংমর্দয়েদ্ বৃধঃ ।। স্থাপয়েৎ সুদৃঢ়ে পাত্রৈ মধ্বর্দ্ধাদকসংযুতম্ ।  
ঘৃতগ্রন্থে সমালোড্য ত্রিসুগন্ধিপলেন তু ।। তৎ খাদেদিস্তেষ্ঠায়া যথাবহিবলং নরঃ । বাতরজ্ঞং ক্ষয়ং  
কুষ্ঠং কাশ্যং পিত্তপ্রস্রবণম্ ।। বাতপিত্তকফোথাংশচ রোগানন্যাংশচ তদ্বিধান্ ।। হস্তা কৰোতি পুরুষং  
বলীপলিতবর্জিতম্ ।। যোগসারামৃতো নাম লক্ষ্মীকান্তিবিবর্ধনঃ ।।

শতমূলী, গোরক্ষচাকুলে, বৃদ্ধদারক, ভূম্যামলকী, পুনর্নবা, গুলঞ্চ, পিপ্পলী, অশ্বগন্ধা, গোক্ষুর এই

## ৮২ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

সকল দ্রব্য প্রত্যেক ১০ পল লইয়া চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণের অর্দ্ধপরিমাণ চিনি লইয়া মিশ্রিত করিবে। তাহার পর দুঢ় ভাণ্ডে রাখিয়া তাহাতে ৮ সের মধু ও ৪ সের ঘৃত মিশ্রিত করিয়া দণ্ড দ্বারা আলোড়ন করিবে। পরে দারুচিনি, এলাইচ ও তেজপত্র প্রত্যেক ১ পল চূর্ণ করিয়া সুগন্ধি করিবার জন্য মিশ্রিত করিবে। রোগীর বল ও অগ্নি বিবেচনা করিয়া এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা বাতরক্ত, ক্ষয়রোগ, কুষ্ঠ, রক্তপিত্তজনিত কৃশতা, বাতজ পিত্তজ ও কফজ বিবিধ রোগ এবং পলিতাদি বৃদ্ধলক্ষণসমূহ দূরীভূত হয়। এই ঔষধ কাস্তি ও শ্রীবর্দ্ধক।

### অমৃতভল্লাতকাবলেহঃ

ভল্লাতকপ্রহুগং ছিত্বা দ্রোণজলে ক্ষিপেৎ। প্রহুদ্বয়ং গুড়চ্যাশ্চ ক্ষুণ্ণং তত্রাভুসি ক্ষিপেৎ।। চতুর্থাংশাবশেষস্তু কষায়মবতারয়েৎ। বস্ত্রপূতে কষায়ে তু বক্ষ্যমাণানি নিক্ষিপেৎ।। শরাবমাত্রকং সর্পির্দুগ্ধং স্যাাদাঢ়কং তথা।। সিতাং প্রহ্মমিতাং দদ্যাৎ প্রহুদ্ব্যং মাংসিকং ক্ষিপেৎ। সর্বগোপ্যেকত্র ভাণ্ডে তু পচেনমৃদ্বগ্নিনা শনৈঃ। সর্বদ্রবে ঘনীভূতে পাবকাদবতারয়েৎ।। তত্র ক্ষেপ্যাণি চূর্ণানি বুয়ো বিল্ববিষামৃতাঃ। বাকুচী চাখ দদ্রঘ্নঃ পিচুমর্দো হরীতকী।। অক্ষো ধাত্রী চ মঞ্জিষ্ঠা মরিচং নাগরং কণা। যমানী সৈন্ধবং মুস্তং ত্বগেলা নাগকেশরম্।। পপটিং পত্রকং বালমশীরং চন্দনং তথা।। গোক্ষুরস্য চ বীজানি কর্করো রক্তচন্দনম্।। পৃথক্ পলার্দমানানাং চূর্ণমেযামিহ ক্ষিপেৎ। পলমাত্রামিদং প্রাতঃ সমশ্রীযাজ্জলেন হি।। নাশয়েদবলেহোহুয়ং পথ্যান্যানি খাদতঃ। কুষ্ঠানি বাতরক্তানি সর্বগোপ্যশাংসি সেবিতঃ।। ব্যায়ামমাতাপং বহিমল্লং মাংসং দধি দ্বিয়ম্। তৈলাভ্যঙ্গং তথাধ্বানং নরো ভল্লাতকী তাজেৎ।।

ভল্লাতকসকলের মুখ (নাক বা বৃত্ত) ছাড়াইয়া উহার ৪ সের এবং গুলঞ্চ ৪ সের কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করত ১৬ সের থাকিতে নামাইবে। এই ক্কাথ বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া একটি পাত্রে রাখিয়া উহাতে ২ সের ঘৃত, ১৬ সের দুগ্ধ, ২ সের চিনি, এই সকল দ্রব্য দিয়া ধীরে ধীরে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ঐ ক্কাথ ঘনীভূত হইলে অগ্নি হইতে নামাইয়া বেলগুঠ, আতাইচ, গুলঞ্চ, সোমরাজী, চাকুন্দেবীজ, নিম, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, মঞ্জিষ্ঠা, মরিচ, গুঠ, পিপলী, যমানী, সৈন্ধব, মুতা, দারুচিনি, এলাইচ, নাগকেশর, ক্ষেতপাপড়া, তেজপত্র, বালা, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন, গোক্ষুরবীজ, শটী ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৪ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে এবং শীতল হইলে ২ সের মধু মিশাইবে। এই ঔষধ প্রাতঃকালে ৮ তোলা (উপযুক্ত) মাত্রায় জলের সহিত সেব্য। এই অবলেহ সেবন করিলে কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও সর্বপ্রকার অর্শ নিবারিত হয়। এই ভল্লাতকাবলেহ সেবনকালে ব্যায়াম, রৌদ্র, অগ্নিসন্তাপ, অম্লদ্রব্য, মাংস, দধি, স্ত্রীসঙ্গোপ, তৈলাভ্যঙ্গ ও পথপর্যটন ত্যাগ করিবে।

### রসপ্রয়োগঃ

#### বাতরক্তান্তকো রসঃ

পারদং গন্ধকং লৌহং ঘনং তালং মনঃশিলা। শিলাজতু পুরং শুদ্ধং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ।। বিড়ঙ্গ-ত্রিফলাবোষাং সোমরাজী<sup>১</sup> পূর্নব। দেবদারু চিত্রকঞ্চ দার্বী শ্বেতাপরাজিতা।। চূর্ণমেযাং পৃথক্ তুল্যাং সর্বমেকত্র ভাবয়েৎ। ত্রিফলাভৃঙ্গরাজস্য রসেনৈব ত্রিধা ত্রিধা।। সন্তাব্য ভক্ষয়েৎ পশ্চান্মাষমাত্রং দিনে দিনে। কৃতানুপানং নিম্বস্য পত্রং পুষ্পং ত্বচং সমম্।। শাগমাত্রং ঘৃতেঃ কুর্যাৎ সর্ববাতবিকারনুৎ। বাতরক্তং মহাঘোরং গম্ভীরং সর্বজং জয়েৎ। সর্বোপদ্রবসংযুক্তং সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যয়ম্।।

১. সোমরাজীত্যত্র অহিফেনমিতি রত্নাবলীধৃতঃ পাঠঃ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র, হরিতাল, মনছাল, শিলাজতু, শোধিত গুগগুলু, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, সোমরাজী, পুনর্নবা, দেবদারু, চিতামূল, দারুহরিদ্রা, শ্বেত অপরাজিতা এই সমুদায় সমভাগে মর্দন করিয়া ত্রিফলার কাথে ও ভৃঙ্গরাজের রসে যথাক্রমে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া মাষকলাই প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান নিষের পত্র, পুষ্প ও ত্বকের চূর্ণ অর্দ্ধতোলা এবং ঘৃত। ইহা কিছু দিন সেবন করিলে উপদ্রব-সংযুক্ত ঘোরতর বাতরক্ত রোগ নষ্ট হয়।

#### গুড়ুচ্যাতি লৌহম্

গুড়ুচীসারসংযুক্তং ত্রিকত্রয়সমায়ুতম্। বাতরক্ত নিহন্ত্যশু সর্বরোগহরং হয়ঃ।। (গুড়ুচীং কুট্রয়িত্বা পাত্রস্থজে সংমর্দ্য অধঃপতিতসারো বিশুদ্ধো গ্রাহ্যঃ। ত্রিকত্রয়ং ত্রিফলাত্রিকটুত্রিমদাঃ। সর্বসমং লৌহম্)।

গুলঞ্চের চিনি, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ত্রিমদ (বিড়ঙ্গ, চিতামূল, মুতা) প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ১০ তোলা; এই সমুদায় দ্রব্য জল দিয়া মাড়িয়া (৬ রতি প্রমাণ) বটিকা করিবে। ইহাতে বাতরক্ত প্রশমিত হয়। (ধনে ও পলতার জলের সহিত সেবনীয়। হস্তপদাদির জ্বালাতে ইহা বিশেষ উপকার করে)।

#### লাঙ্গল্যাং লৌহম্

বিশুদ্ধলাঙ্গলীমূল-ত্রিকটুত্রিফলৈস্তথা। দ্রাক্ষাগুগগুলুভিস্ত্র্যং লৌহচূর্ণং নিষোজয়েৎ।। মাতুলুঙ্গরসেনৈব ত্রিফলায়া রসেন চ। বিম্বা যত্নতঃ পশ্চাদ্ গুড়িকং কোলসম্মিতাম্।। ভক্ষয়েন্মধুনা সার্দং শৃণু কুর্কন্তি যান্ গুগান্। আজানস্ফটিতং ঘোরং সর্বাস্ফুটিতং তথা। তৎ সর্বং নাশয়ত্যাশু সাধ্যাসাধ্যঞ্চ শোণিতম্।।

পরিষ্কৃত ঈশলাঙ্গলার মূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা ও গুগগুলু এই সকল দ্রব্য সমভাগ; ইহাদের সকলের সমান লৌহচূর্ণ; একত্র মিশ্রিত করিয়া টাবালেবুর রসে ও ত্রিফলার কাথে মর্দিত করত কুলপরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু। ইহাতে সর্বাস্ফুটিত এবং সাধ্যাসাধ্য সর্বপ্রকার বাতরক্ত উপশমিত হয়।

#### তালভস্ম

হরিতালং পলং শুদ্ধং তথা কর্ষং বিষস্য চ। শ্বেতাক্ষোষ্ঠরসেনৈব দ্বয়মেকত্র খল্লয়েৎ।। পলাশভস্ম দ্বিপলং নিধায় স্থালিকোপরি। তদ্ব্যয়োপরি তালস্য গোলকং স্থাপয়েৎ সৃষ্টিঃ।। তস্যোপরি অপামার্গ-ভস্ম দদ্যাদ্ পলত্রয়ম্। স্থালীমুখে শরাবঞ্চ দদ্যাদ্ যত্নেন লেপয়েৎ।। লেপয়িত্বা ততশ্চল্ল্যামহোরাত্রং পচেদ্ ভিষক্। ততস্ত জায়তে ভস্ম শুদ্ধকপূরসম্ভিতম্।। গুঞ্জাত্রয়ং ততো ভক্ষ্যমনুপানবিশেষতঃ। বাতরক্তঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ দ্রব্ববিশ্ফোটকপটীঃ।। বিচর্চিকং চন্দ্রদলং বাতপিত্তঞ্চ শোণিতম্। রক্তপিত্তং তথা শোথং গলৎকুষ্ঠং বিনাশয়েৎ। হলীমকং তথা শূলমগ্নিমান্দ্যমরোচকম্।।

হরিতাল ১ পল, বিষ ২ তোলা; এই দ্রব্যদ্বয়কে শ্বেত-আঁকড়ার রসে খলে মর্দন করিয়া একটি গোলক করিবে। পরে একটি স্থালীর নীচে ১৬ তোলা পলাশের ক্ষার রাখিয়া তাহার উপর ঐ গোলক রাখিয়া ২৪ তোলা অপামার্গের ক্ষার তাহার উপরে প্রদান করিবে, এবং স্থালীর মুখ শরার দ্বারা উত্তমরূপে বদ্ধ করিয়া লেপন করিবে। পরে দিবারাত্র চুল্লীর উপর পাক করিয়া পাকের পর হরিতালভস্ম শুদ্ধ কপূরের ন্যায় দেখিতে পাইবে। পরিমাণ ৩ রতি। অনুপানবিশেষে সেবন করিলে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, দ্রব্ব, বিশ্ফোট, অপটী, বিচর্চিকা, চন্দ্রদল, বাতপিত্ত, রক্তদুষ্টি, রক্তপিত্ত, শোথ,



গলংকুষ্ঠ, হলীমক, শূল, অগ্নিমান্দ্য ও অরোচক রোগ বিনষ্ট হয়।

**মহাতালেশ্বরো রসঃ**

তথাসিদ্ধেন তালেন গন্ধতুল্যেন মেলয়েৎ। দ্বয়োস্তূল্যাং জীর্ণতাপ্রং বালুকায়ন্তগং পচেৎ।। অয়ং তালেশ্বরো নাম রসঃ পরমদুর্লভঃ। হন্যাং কুষ্ঠানি সর্বাণি বাতরক্তমথাপি চ। শূলমষ্টবিধং শ্বিত্রং রসস্তালেশ্বরো মহান্।।

পূর্বোক্ত প্রণালীমতে হরিতাল ভস্ম করিয়া ঐ হরিতালভস্ম ও ততুল্য গন্ধক একত্র করিয়া উভয়ের সমান জারিত তাশ্র প্রদান করিবে এবং বালুকায়ন্ত্রে পাক করিবে। তাহা হইলে পরম দুর্লভ মহাতালেশ্বর নামক রস প্রস্তুত হইবে। এই ঔষধ সেবনে সর্বপ্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত, অষ্ট প্রকার শূল ও শ্বিত্র রোগ উপশমিত হইবে।

**বিশ্বেশ্বরো রসঃ**

রসাদ্ দশ বিষাৎ পঞ্চ গন্ধকাদ্ দশ শোধিতাৎ। তুখাদ্ দশ পলাশস্য বীজেভ্যাং পঞ্চ কারয়েৎ।। ক্ষুদ্রাশ্বমার-ধুস্তুর-করহাটকনীলিতঃ। দশকং দশকং কুর্য্যাচ্ছাষয়িত্বা জটাত্তচঃ।। দশকং দশকং দত্তা কুচিলাদ্ দশ নূতনাৎ। ভল্লাতকাচ্চ দশকং চূর্ণয়িত্বা ভিষক্ ততঃ।। সুদিনে চ বলিং দত্তা বৈদ্যাঃ পূজাপরায়ণঃ। রক্তিকাদ্বিতয়ং দদ্যাৎ সহতে যদি বা ত্রয়ম্।। বাতরক্তং জ্বরং কুষ্ঠং খরস্পর্শমসৌখ্যদম্। আজানুক্ষুটিতং হস্তি বিষজং বাহ্নি নিঃসৃতম্।। কুষ্ঠমষ্টদশবিধমগ্নিমান্দ্যমরোচকম্। বিশ্বেশ্বরো রসো নাম বিশ্বনাথেন ভাষিতঃ।।

শোধিত পারদ ১০ ভাগ, বিষ ৫ ভাগ, গন্ধক ১০ ভাগ, তুঁতে ১০ ভাগ, পলাশবীজ ৫ ভাগ, কণ্টকারী, করবীর, ধূতুরা, হাতজুরীলতা, নীলগাছ, জটামাংসী, দারুচিনি, প্রত্যেক ১০ ভাগ, নূতন কুঁচিলা ও ভেলা দশ-দশটি; এই সকল দ্রব্য গ্রহণ করত চূর্ণ করিবে। পূজাপরায়ণ বৈদ্য রোগীর অবস্থানুসারে ২ রতি অথবা ৩ রতি পর্য্যন্ত সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে বাতরক্ত, জ্বর, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, অরোচক ও বিষজ বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

**দ্বাদশায়সঃ**

গরুখ্যান্ দরদস্তীক্ষ্ণং শর্ক্বাখ্যো বঙ্গশুভ্রিকে। শুশ্বঞ্চ গগনং ফেনং রুধিরঞ্চ ত্রিনেত্রকম্।। পাতাল-নৃপতিশ্চৈব বহ্নিমূলং সরামঠম্। ত্রিকটু ত্রিফলা শিগ্র অজমোদা যমানিকা।। পিপ্পলীমূলং ভার্গী চ লগুনং জীৰকদ্বয়ম্। আর্দ্রকস্য রসেনৈব বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্।। বাতরক্তং মহাকুষ্ঠং গলিতাঙ্গং ত্রিদোষজম্। শোথং কণ্ডুঞ্চ রুধিরং সর্বমেতদ্ ব্যাপোহতি।। মন্দানলামবাতঞ্চ শ্লেধ্যাণঞ্চ জলোদরম্। দ্রাণাক্ষিকণ্জিহ্বানং সর্বরোগং বিনাশয়েৎ।।

স্বর্ণমাক্ষিক, হিঙ্গুল, লৌহ, রসসিন্দূর, বঙ্গ, শুভ্রি, তাশ্র, অশ্র, সমুদ্রফেন, কুঙ্কুম, স্বর্ণ, সীসা, চিতামূল, হিঙ্গ, ত্রিকট, ত্রিফলা, সজিনাবীজ, বনযমানী, যমানী, পিপুলমূল, বামনহাটী, রসুন, জীরা ও কৃষ্ণজীরা এই সমুদায় একত্র আদার রসে মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে বাতরক্ত, গলিত ত্রিদোষজ কুষ্ঠ, কণ্ডু, মন্দাগ্নি, আমবাত এবং চক্ষু কণ্ঠ নাসিকা ও জিহ্বা প্রভৃতির সকল প্রকার পীড়া নিবারণ হয়।

**ওড়ুটী ঘৃতম্**

ওড়ুটীকাথকক্ষাভ্যাং সপয়স্কং শৃতং ঘৃতম্। হস্তি বাতং তথা রক্তং কুষ্ঠং জয়তি দুস্তরম্।।

ঘৃত ৪ সের, গুলঞ্চের কাথ ১৬ সের, দুগ্ধ ৪ সের ও গুলঞ্চের কক্ষ ১ সের। যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে বাতরক্ত ও কুষ্ঠ নিবারিত হয়।

#### শতাবরী ঘৃতম্

শতাবরীকক্ষগর্ভং রসে তস্যাস্চতুর্গুণে। ক্ষীরতুলাং ঘৃতং পকং বাতশোণিতনাশনম্॥

শতমুলীর কক্ষ ও স্নেহচতুর্গুণ রস দ্বারা যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। পাককালে ঘৃতের সমান দুগ্ধ দিবে। ইহাতে বাতরক্ত প্রশমিত হয়।

#### অমৃতাদ্যং ঘৃতম্

অমৃতামধুকং দ্রাক্ষা ত্রিফলা নাগরং বলা। বাসারন্ধবৃশ্চীর-দেবদারুত্রিকণ্টকম্॥ কটুকা সবরী কৃষ্ণ কাশ্যার্যাসা ফলানি চ। রাস্নাকুরকগন্ধর্ব-বৃদ্ধদারুঘনোৎপলৈঃ॥ কঙ্কৈরেভিঃ সঠৈঃ কৃত্তা সর্পিঃপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। ধাত্রীরসসমং দত্তা বারি ত্রিগুণসংযুতম্॥ সম্যক্ সিদ্ধস্ত বিজ্জায় ভোজ্যপানে প্রশস্যতে। বহুদোষাধিতং বাতং রক্তেন সহ মুচ্ছিতম্॥ উত্তানঞ্চাপি গন্তীরং ত্রিকজ্জোরুজানুজম্। ক্রোষ্টৃশীর্ষে মহাশূলে চামবাতে সুদারুণে॥ বাতরোগোপসৃষ্টস্য বেদনাঞ্চাপি দুস্তরাম্। মূত্রকৃচ্ছ্রমদাবর্তং প্রমেহং বিষমজ্বরম্॥ এতান সর্বান নিহন্ত্যশু বাতপিত্তকফোদ্ভবান্। সর্বকালোপযোগেন বর্ণায়ুর্বলবর্দ্ধনম্। অশ্বিভ্যাং নির্মিতং শ্রেষ্ঠং ঘৃতমেতদনুত্তমম্॥

ঘৃত ৪ সের, আমলকীর রস ৪ সের, জল ১২ সের। কক্ষার্থ যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, শুঠ, বেড়োলা, বাসক, সোন্দাল, শ্বেতপুনর্নবা, দেবদারু, গোক্ষুর, কটকী, শতমূলী, পিপুল, গাস্তারীফল, রাস্না, কুলেখাড়া, এরণ্ড, বৃদ্ধদারক, মূতা ও নীলোৎপল সমভাগে এই সকল দ্রব্য প্রয়োগ করিয়া যথাবিহিত নিয়মানুসারে ঘৃত পাক করিবে। পানীয় ও ভোজ্যবস্তুর সহিত এই ঘৃত পান করিলে উত্তান ও গন্তীর এবং ত্রিক জানু ও জজ্ঞাশ্রিত বহুদোষযুক্ত বাতরক্ত, ক্রোষ্টৃশীর্ষ, শূল, আমবাত, বাতজনিত বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও প্রমেহ প্রভৃতি বহুপ্রকার রোগ বিনষ্ট এবং বল বর্ণ ও আয়ু বর্দ্ধিত হয়।

#### গুড়ুচী তৈলম্

গুড়ুচীকাথকক্ষাভ্যাং সিদ্ধং তৈলং প্রযত্নতঃ। বাতরক্তং নিহন্ত্যশু নাত্র কার্য্য বিচারণা॥

গুলঞ্চের কাথ ১৬ সের ও কক্ষার্থ গুলঞ্চ ১ সের-সহ তিলতৈল ৪ সের পাক করিয়া মর্দন করিলে বাতরক্ত ও পিত্ত-জন্য দাহ উপশমিত হয়।

#### মধ্যমগুড়ুচী তৈলম্

গুড়ুচীকাথকক্ষাভ্যাং সিদ্ধং তৈলং পয়ঃসমম্। বাতরক্তং নিহন্ত্যশু সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা॥ একজং দ্বন্দ্বজম্বেব তথৈব সান্নিপাতিকম্। নাশয়েৎ তিমিরং ঘোরং গুড়ুচীতৈলমুত্তমম্॥

তিলতৈল ৪ সের, গুলঞ্চের কাথ ১২ সের (কেহ বলেন ১৬ সের) ও কক্ষ ১ সের। দুগ্ধ ৪ সের। এই তৈল মর্দনে বাতরক্ত নষ্ট হয়।

#### বৃহদগুড়ুচী তৈলম্

শতং ছিন্নরুহাশচ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। তেন পাদাবশেষেণ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥ ক্ষীরং চতুর্গুণং দদ্যাৎ কক্ষান্নেতান প্রযত্নতঃ। অশ্বগন্ধা বিদারী চ কাকোলৌ হরিচন্দনম্॥ শতাবরী চাতিবলা শ্বদেহ্তা বৃহতীদ্বয়ম্। ত্রিমিষং ত্রিফলা রাস্না ত্রায়মাণা চ শারিবা। জীবন্তী গ্রহিকং ব্যোষং বাণ্ডজী ভেকপর্ণিকা। বিশালা গ্রহিপর্ণঞ্চ মঞ্জিষ্ঠা চন্দনং নিশা॥ শতাহা সপ্তপলী চ কার্য্যকাণ্যপকল্পয়েৎ। পানাত্যজ্ঞানস্যেযু

## ৮৬ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

বাতরক্তে প্রযোজ্যেৎ ॥ বাতরক্তমুদাবর্ত্তং কুষ্ঠান্যষ্টদশৈব তু। হনুস্তত্ত্বং প্রমেহঞ্চ কামলাং পাণ্ডুতাং জয়েৎ ॥ বিশেষ্টকটু বসপঞ্চ নাড়ীত্রণভগন্দরম্। বিচর্চিকাং গাত্রকণ্ঠং পাদদাহং বিশেষতঃ। এতৎ তৈলবরং শ্রেষ্ঠং বলীপলিতনাশনম্। আত্রৈয়নির্মিতৈষৈব বলবর্ণকরং স্মৃতম্ ॥

তিলতৈল ৪ সের। কাথার্থ গুলঞ্চ ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কঙ্কার্থ অশ্বগন্ধা, ভূমিকুষ্ঠাণ্ড, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, হরিচন্দন, শতমূলী, গোরক্ষচাকলে, গোক্ষর, বৃহতী, কণ্টকারী, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, রাস্না, বলাড়ুমুর, অনন্তমূল, জীবন্তী, পিপুলমূল, ত্রিকটু, হাকুচবীজ, থুলকুড়ি, রাখালশসার মূল, গোট্টেলা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, শুলফা ও ছাতিমছাল প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল পান অভ্যঙ্গ ও নস্যার্থে ব্যবহার্য্য। এই তৈল মর্দনে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, প্রমেহ, কামলা, পাণ্ডু, বিশেষ্টকটু, বসপঞ্চ, ভগন্দর, হস্তপদাদির দাহ ও নানাপ্রকার বাতপৈত্তিক রোগ নষ্ট হয়।

### মহারুদ্রগুড়ী তৈলম্

অমৃতায়াক্ষলাং সম্যগজলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। পিচুমর্দহুচং ক্ষুণ্ণাং ভাজনপ্রতিমাং তথা ॥ জলদ্রোণে বিনিক্ষাণ্ডা গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্। প্রস্থঞ্চ কটুতৈলস্য গোমূত্রঞ্চাপি তৎসমম্ ॥ অমৃত্য বাণ্ডজী কুন্তী করবীফলত্রিকম্। দাড়িম্বং নিম্ববীজঞ্চ রজন্যৌ বৃহতীদ্বয়ম্ ॥ নাগবলা ত্রিকটুকং পত্রং মাংসী পুনর্নবা। গ্রন্থিকং বিকসাম্ভা শতপুষ্পা চ চন্দনম্ ॥ শারিবে দ্বৈ সপ্তপর্ণো গোময়স্য রসস্তথা। এযাং কৰ্ম্মিতেৰ্ভাগৈঃ সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা ॥ বাতরক্তং নিহন্ত্যাণ্ড সর্কোপদ্রবসংযুতম্। কুষ্ঠঞ্চাষ্টাদশবিধং বিসপঞ্চ ব্রণাময়ম্। মহারুদ্রগুড়্যাখ্যং তৈলং ভুবনদুর্লভম্ ॥

কটুতৈল ৪ সের। কাথার্থ গুলঞ্চ ১২ ৥ ১০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; নিমছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোমূত্র ৪ সের। কঙ্কার্থ গুলঞ্চ, সোমরাজীবীজ, দস্তীমূল, করবীমূল, ত্রিফলা, দাড়িম্ববীজ, নিম্ববীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বৃহতী, কণ্টকারী, গোরক্ষচাকলে, ত্রিকটু, তেজপত্র, জটামাংসী, পুনর্নবা, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, অশ্বগন্ধা, শুলফা, রক্তচন্দন, শ্যামালতা, অনন্তমূল, ছাতিমছাল ও গোময়রস প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা মর্দন করিলে সকল প্রকার উপদ্রবযুক্ত বাতরক্ত, কুষ্ঠ বিসপঞ্চ ও ব্রণ নষ্ট হয়।

### রুদ্র তৈলম্

পুনর্নবা নিশা নিম্বং বার্ত্তাকুবৃহতী ত্বচম্। কণ্টকারী করঞ্জশ্চ নিম্বন্তী বৃষমূলকম্ ॥ অপামার্গং পটোলঞ্চ ধুস্তুরং দাড়িমীফলম্। জয়ন্তীমূলঞ্চ দন্তী প্রত্যেকং কার্ষিকদ্বয়ম্ ॥ ত্রিফলায়াঃ প্রদাতব্যং দ্বিকর্ষঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ দত্তা ছিন্নরহস্যশচ দ্বাত্রিংশচ্চ পলানি চ ॥ পাচয়েদ্র ভাজনং তেয়াং চতুর্ভাগাবশেষিতম্। কটুতৈলস্য চ প্রস্থং দুগ্ধঞ্চ তৎসমং ভবেৎ ॥ বাসকস্বরসপ্রস্থং মন্দমন্দেন বহিন্না। গন্ধং শটী চ কাকোলী চন্দনং গ্রন্থিকং নথী ॥ পুতিকা কেশরং কুষ্ঠং বচা কুন্দুরু শৈলজম্। হ্রীবেরং যষ্টিমধুকং জটামাংসী শিলারসম্ ॥ রেণুকৈলাঞ্চ সরলং নালুকং কার্ষিকং ক্ষিপেৎ ॥ রুদ্রতৈলমিদং খ্যাতং বাতরক্তং বিমুঞ্চতি ॥ অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং হস্তাষ্ট্রিমজ্জগতং পুনঃ ॥ হস্তপাদাঙ্গুলীসন্ধি-গলিতং স্ফুটিতং তথা ॥ কৃষ্ণং শ্বেতং তথা রক্তং নানাবর্ণং সদাহকম্। পামাং বিচর্চিকাং কণ্ঠং ছায়াং ত্বচঞ্চ কালিনীম্ ॥ মসুরিকাং মণ্ডুলঞ্চ জলনঞ্চ বিসপঞ্চম্। নাড়ীত্রণং মম্বহীনং গাত্রবৈবর্ণ্যদ্রব্ধকম্। নিহন্তি রক্তদোষঞ্চ ভাস্করস্তিমিরং যথা ॥

কটুতৈল ৪ সের। কাথার্থ গুলঞ্চ ৪ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; দুগ্ধ ৪ সের, বাসক রস ৪ সের। কঙ্কার্থ পুনর্নবা, হরিদ্রা, নিমছাল, বেগুণ, বৃহতী, গুড়ত্বক, কণ্টকারী, করঞ্জ, নিসিন্দা, বাসকমূল,

আপাঙ্গ, পটোলপত্র, ধুতুরা, দাড়িমফলের ছাল, জয়ন্তীমূল ও দস্তী ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। ত্রিফলা পৃথক পৃথক ৪ তোলা। গন্ধার্থ কৃষ্ণগুড়, শটী, কাঁকলা, চন্দন, গের্টোলা, নখী, খটাশী, নাগেশ্বর, কুড়, বচ, কুন্দুরখেটি, শৈলজ, বালা, যষ্টিমধু, জটামাংসী, শিলারস, রেণুকা, এলাইচ, সরলকাষ্ঠ, নালকা প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দন করিলে অস্থিগত ও মজ্জাশ্রিত কণ্ঠ, হস্তপদাদির ক্ষত, পামা, বিচার্চিকা, কণ্ঠ, মসুরিকা, গাত্রবৈবর্ণ্য, দক্ৰ, রক্তদোষ ও নানাপ্রকার ত্বগদোষ নিবারণ হয়।

#### মহারুদ্র তৈলম্

পুনর্নবা নিশা নিম্বং বার্কাকুদাড়িমীফলম্। বৃহতৌ প্তিকামূলং বাসকং সিদ্ধবারকম্॥ পটোলপত্রং ধুতুরমপামাগং জয়ন্তিকা। দস্তী বরা পৃথক্ সর্বং কর্ষদ্বয়মিতং পুনঃ॥ বিষয়া দ্বিপলং দেয়ং পৃথগ্ ব্যোষং পলত্রয়ম্। প্রস্থঞ্চ সার্ষপং তৈলং প্রস্থান্থ বৃষপত্রজম্॥ ওডুচ্যাস্ত চতুষষ্টি-পলং কাথরসেন চ। বারিপ্রস্থেন পক্তব্যং মহারুদ্রমিদং শুভম্॥ বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু নানাদোষসমুদ্ভবম্। অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং হস্তি বর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥ ক্রিমিদুস্তব্রণেষ্টেব দাহং কণ্ঠং নিহন্তি চ। অশ্বেদনং মহাশ্বেদমভ্যাসাদেব নশ্যাতি॥ (বাসারুদ্রগুডুচীতৈলমিত্যসা সংজ্ঞাস্তরম্)।

কটুতৈল ৪ সের, বাসকপত্ররস ৪ সের। কাথার্থ গুলঞ্চ ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কন্ধার্থ পুনর্নবা, হরিদ্রা, নিমছাল, বেগুণ, দাড়িমফলের ছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটামূল, বাসকছাল, নিসিন্দা, পটোলপত্র, ধুতুরা, আপাঙ্গমূল, জয়ন্তী, দস্তী, ত্রিফলা প্রত্যেক ৪ তোলা, বিষ ১৬ তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ৩ পল। জল ৪ সের। এই তৈল মর্দন করিলে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, দুস্তব্রণ, কণ্ঠ ও দাহ প্রভৃতি নিবারণ হয়। ইহা বর্ণ ও অগ্নিবর্দ্ধক। (এই মহারুদ্রতৈলকে বাসারুদ্রগুডুচী তৈলও কহে)।

#### বিষতিন্দুক তৈলম্

বিষতরুফলমজ্জপ্রস্থযুগ্মঞ্চ শিগ্রহস্বরসলকুচবারিপ্রস্থমেকৈকশশচ। কনকবরুণচিত্রাপত্রনিগুণ্ডিকানুক-  
স্বরসতুরগগন্ধাবৈজয়ন্তীরসশচ॥ পৃথাগতি পরিকল্প্য প্রস্থযুগ্মেন যুগ্মং বিষতরুফলমজ্জাতুল্যতৈলং  
বিপকম্। লগুনসরলযন্তীকুষ্ঠসিদ্ধকুথুয়ুগ্মং দহনতিমিরকৃষ্ণকঙ্কযুগ্মং সুসিদ্ধম্॥ হরতি সকলবাতান্  
ঘোররূপানসাধ্যান্ প্রতিদিনমনুলোপাং সুপ্তবাতস্য জস্তোঃ। কুষ্ঠমষ্টাদশবিধং দ্বিবিধং বাতশোণিতম্।  
বৈবর্ণ্যং ত্বগ্গতান্ দোষান্ নাশয়ত্যাশু মর্দনাৎ॥

তিলতৈল ৪ সের। কাথার্থ কুটিত কুঁচিলাবীজ ৪ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের; সজিনামূলের রস (অভাবে কাথ) ৪ সের; মাদারমূল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; কালধুতুরা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; বরুণছাল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। চিতাপত্র ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; নিসিন্দাপত্ররস ৪ সের; (স্বরসের অভাবে কাথ), অশ্বগন্ধার কাথ ৪ সের; জয়ন্তীর রস ৪ সের (স্বরসের অভাবে কাথ)। কন্ধার্থ রসুন, সরলকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, কুড়, সৈন্ধব ও বিটলবণ, চিতামূল, হরিদ্রা ও পিপুল প্রত্যেক ১ পল। এই তৈল মর্দন করিলে প্রবল বাতব্যাদি, অষ্টাদশবিধ কুষ্ঠ, দ্বিবিধ বাতরক্ত, বিবর্ণতা ও ত্বগদোষ আশু নিবারণ হয়।

#### মহাপিণ্ড তৈলম্

অমৃতায়্যঃ পলশতং সোমরাজীতুলাং তথা। প্রসারণ্যাঃ পলশতং জলদ্রোণে পৃথক্ পচেৎ॥ পাদশেষং গৃহীত্বা চ তৈলপ্রস্থং পচেদ্ ভিষক্। ক্ষীরং চতুর্গুণং দত্ত্বা মন্দমন্দেন বহির্না। পিণ্ডশালজন্যির্য়্যাস-  
সিদ্ধবারফলত্রয়ম্। বিজয়াবৃহতীদস্তী-কক্কোলকপুনর্নবাঃ॥ বহিঃগ্রহিককুষ্ঠানি নিশে দ্বে চন্দনদ্বয়ম্।

## ৮৮ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

পুতিপুতীকসিদ্ধার্থ-বাকুচীচক্রমর্দকম্। বাসানিষ্পটোলানি বানরীবীজমেব চ। অম্বাহা সরলং সর্বং  
প্রতিকর্মিতং পচেৎ।। এতৎ তৈলবরং হস্তি বাতরক্তমসংশয়ম্। কুষ্ঠমষ্টাদশবিধং গ্রহিবাভং সুদারুণম্।।  
কায়গ্রহণ্যামবাতং ভগন্দরশুদাময়ম্। জ্বরমষ্টবিধং হস্তি মর্দনামাত্র সংশয়ঃ।।

তৈল ৪ সের। ক্কাথার্থ গুলঞ্চ, সোমরাজী, গন্ধভাদুলে প্রত্যেক ১২।। ০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ  
১৬ সের (পৃথক পৃথক ক্কাথ), দুগ্ধ ১৬ সের। কঙ্কার্থ শিলারস, ধূনা, নিসিন্দা, ত্রিফলা, সিদ্ধি,  
বৃহতী, দন্তীমূল, কঁকলা, পুনর্নবা, চিতামূল, পিপুলমূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চন্দন, রক্তচন্দন,  
খটাশী, করঞ্জ, শ্বেতসর্বপ, সোমরাজীবীজ, চাকন্দাবীজ, বাসকছাল, নিমছাল, পটোলপত্র,  
আলকুশীবীজ, অম্বগন্ধা ও সরলকাষ্ঠ প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দনে বাতরক্ত ও কুষ্ঠাদি  
বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

### দশপাকবলাতৈলম্

বলাকষায়কঙ্কাভ্যাং তৈলং ক্ষীরচতুর্গম। দশপাকং ভবেদেতদ্ বাতাসৃগ্বাতপিত্তজিৎ।। ধন্যং  
পুংসবনধৈব নরাণাং শুক্রবর্ধনম্। রেতোযোনিবিকারয়মেতদ্বাত্ত বিকারনুৎ।।

তৈল ৪ সের। বেড়েলার ক্কাথ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। বেড়েলার কঙ্ক ১ সের; এইরূপ ক্কাথ ও  
কঙ্ক দ্বারা দশবার যথাবিধি তৈল পাক করিয়া মর্দন করিলে বাতরক্ত ও বাতপিত্তরোগ নষ্ট হয়।  
ইহা শুক্রবৃদ্ধিকারক এবং রেতোদোষ, যোনিবিকার ও বাতবিকার-বিনাশক।

### শারিবাদ্যতৈলম্

শারিবারিপ্তকুণ্ডাগু-পোতকীভস্মকায়নাঃ। শুভ্রীক্কাথদুগ্ধাভ্যাং কর্মরঙ্গরসেন চ।। পচেৎ তৈলঞ্চ তিলজং  
দন্তৈতানি ভিষগ্বরঃ। কাকোল্যৌ জীর(ব)কে মেদে শতাহ্বা ক্ষীরিণীযুতৈঃ।। জিঙ্গী সিক্খামতানস্তা-  
সজ্জসৈন্ধবচন্দনৈঃ। হন্যাদ বাতাসৃজং যোরং স্ফুটিতং গলিতং তথা।। চন্দ্রদলঞ্চ পামাদীংস্ত্বগদোষঞ্চ  
বিপাদিকম্। কুষ্ঠান্যর্শাংসি সর্বাণি ব্রণশোথভগন্দরম্।। নাসাক্ষি বাতরক্তস্য বিকারৈরতিবর্দ্ধিতম্।  
তমিহন্যাচ্ছারিবাদ্যাং তৈলমেতদ্ বিনিশ্চিতম্।।

তিলতৈল ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, কামরাস্তর রস ৪ সের। ক্কাথ্য দ্রব্য অনন্তমূল, নিমছাল, কুণ্ডাগু,  
পুঁইশাক, বিড়ঙ্গ, মাযাণী (বা গন্ধভাদুলিয়া) ও গুলঞ্চ, এই সকল দ্রব্য মিলিত ৮ সের, জল ৬৪  
সের, শেষ ১৬ সের। কঙ্কার্থ কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মেদা, মহামেদা, গুলফা,  
ক্ষীরিণী (দুধলে), মঞ্জিষ্ঠা, মোম, গুলঞ্চ, অনন্তমূল, ধূনা, সৈন্ধবলবণ ও রক্তচন্দন, এই সকল দ্রব্য  
মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈল ব্যবহার করিলে স্ফুটিত ও গলিত ভয়ঙ্কর  
বাতরক্ত, চর্মদল, পামা, প্রভৃতি ত্বগদোষ, কুষ্ঠ, অর্শ, ব্রণশোথ ও ভগন্দর প্রভৃতি বিবিধ রোগ  
নিবারিত হয়।

### শতাহ্বাদি তৈলম্

ক্কাথেন শতপুষ্पाয়াঃ কুষ্ঠস্য মধুকস্য চ। একৈকং সাধয়েৎ তৈলং বাতরক্তরূজাপহম্।।

গুলফা, কুড়, কিংবা যষ্টিমধুর ক্কাথ-সহ যথাবিধি তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিলে বাতরক্ত  
বিনষ্ট হয়।

## পথ্যাপথ্যবিধিঃ

### বাতরক্তে পথ্যানি

যবষষ্ঠিকনীবার-কলমারুণশালয়ঃ। গোধূমাশ্চণকা মুদগাস্তবর্যোহপি মুকুটিকাঃ।। অজানাং মহিষীণাঞ্চ গবামপি পয়াংসি চ। লাবতিস্তিরিসপদ্বিট্-তাস্রচূড়াদিবিষ্কিরাঃ।। প্রতুদাঃ শুকদাত্যাহ-কপোতচটকাদয়ঃ। উপোদিকা কাকমাচী বেত্রাগ্রং সুনিষগ্ধকম্।। বাস্তকং কারবেল্লঞ্চ তণ্ডুলীয়ঃ প্রসারণী। পতুরো বৃদ্ধকুণ্ডাশ্চ সর্পিঃ শম্পাকপল্লবম্।। পটোলং রুবৃতৈলঞ্চ মুদ্বীকা শ্বেতশর্করা। নবনীতং সোমবল্লী কস্তুরী সিত-চন্দনম্।। শিংশপাশুরুদেবাহ্ব-সরলং স্নেহমর্দনম্। তিস্তঞ্চ পথ্যমুদিস্তং বাতরক্তগদে নৃণাম্।।

যব, ষষ্ঠিকতগুল, উড়ীধান্য, কলমাধান্য, রক্তশালি, গোধূম, ছোলা, মুগ, অড়হর, বনমুগ, ছাগদুগ্ধ, মহিষদুগ্ধ, গোদুগ্ধ, লাব, তিতিরি, ময়ূর ও কুক্কট প্রভৃতি বিষ্কির পক্ষী এবং শুক, ডাকপাখী, কবুতর, চটক প্রভৃতি প্রতুদ পক্ষীর মাংস, পুঁইশাক, কাকমাচী, বেতাগ্র, সুযুগিশাক, বেতোশাক, করলা, নটেশাক, গন্ধভাদুলিয়া, শালিঞ্চশাক, পাকা কুমড়া, ঘৃত, সোন্দালের কচি পাতা, পটোল, এরণ্ডতৈল, দ্রাক্ষা, পরিষ্কৃত চিনি, মাখন, সোমলতা, কস্তুরী, শ্বেতচন্দন, শিশুবৃক্ষ, অণুরু, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, তৈলাদি মর্দন ও তিস্তদ্রব্য এই সমস্ত বাতরক্ত রোগে পথ্য।

### বাতরক্তেহপথ্যানি

দিবাস্বপ্নাঘ্নিসত্তাপ-ব্যায়ামাতপমৈথুনম্। মাষাঃ কুলথা নিম্পাবাঃ কলায়াঃ ক্ষারসেবনম্।। অম্বুজানূপ-মাংসানি বিরুদ্ধানি দধীনি চ। ইক্ষুবো মূলকং মদ্যং পিপ্যাকোহ্মানি কাক্ষিকঃ।। কটুশঃশুণ্ডক্যাভিষান্দি-লবণানি চ শক্তবঃ। ইতাপথ্যং নিগদিতং বাতরক্তগদে নৃণাম্।।

দিবানিদ্রা, অগ্নির উত্তাপ, ব্যায়াম, রৌদ্রসেবন, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, মাষকলায়, কুলথকলায়, শিম, মটরকলায়, ক্ষারসেবন, ঔদকমাংস, আনূপমাংস, বিরুদ্ধদ্রব্য, দধি, ইক্ষু, মূলা, মদিরা, তিলকঙ্ক, অম্লদ্রব্য, কাঁজি, কটুরস, উষ্ণবীর্য গুরুপাক ও কফকর দ্রব্য, লবণ ও ছাতু এই সমস্ত বাতরক্তরোগে অপথ্য।

ইত্যায়ুর্বেদ-সংগ্রহে বাতরক্তাধিকারঃ।

# উরুস্তস্তাধিকার

## উরুস্তস্ত নিদানম্

শীতোষদ্রবসংশ্ল-গুরুমিষ্টৈর্নিষেবিতৈঃ। জীর্ণাজীর্ণে তথ্যাস সংক্ষোভস্বপ্নজাগরৈঃ।। সশ্লেষ্মমেদঃ-  
পবনঃ সামমত্যাৰ্থসম্বিতম্। অভিভূয়েতরং দোষমূরু চেৎ প্রতিপদ্যতে।। সন্ধ্যাহ্নিনী প্রপূর্য্যাস্তঃ শ্লেষ্মণা  
স্তিমিতেন চ। তদা স্তম্ভাতি তেনোরু স্তরৌ শীতাবচেতনৌ।। পরকীয়াবিব গুরু স্যাত্যামতিভূষব্যথৌ।  
ধ্যানাস্তমদস্তুমিতা-তন্দ্ৰাচ্ছদ্যরুচিজরৈঃ।। স যুক্তৌ পাদসদন-কুচ্ছোদ্ধরণসুপ্তিভিঃ। তমুরুস্তস্তমিতাঙ্-  
রাঢ্যবাতমথাপরে।।

শীতল, উষ্ণ, দ্রব, কঠিন, গুরু, লঘু, স্নিগ্ধ ও রুক্ষদ্রব্যসেবন; অনেকভাগ জীর্ণ অল্প অজীর্ণ একপ  
অবস্থায় ভোজন, পরিশ্রম, সংক্ষোভ (অত্যন্ত শরীরচালনা), দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ এই সকল  
কারণে কুপিত বায়ু দুষ্ট মেদ ও শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইয়া আমরসযুক্ত অতিসম্বিত পিত্তকে  
দূষিত করিয়া যখন উরুকে আশ্রয় করে, তখন ঐ বায়ু স্তিমিত শ্লেষ্মা দ্বারা উরুর অস্থি পূর্ণ করিয়া  
উহাকে স্তর, শীতল, অচেতন, ভারাক্রান্ত ও অতিশয় বেদনাকর করে। তাহাতে রোগী মনে করে  
যেন উরু তাহার নয়, অপরের, অর্থাৎ উত্তোলন ও গমনাদিক্রিয়ায় সামর্থ্য থাকে না। উরুস্তস্তকে  
অনেকে আঢ্যবাত কহিয়া থাকেন। এই রোগে অতিচিন্তা, অঙ্গবেদনা, স্তিমিতা, তন্দ্রা, বমি, অরুচি  
ও জ্বর এবং পাদের অবসাদ স্পর্শানভিগুতা ও কষ্টে সঞ্চালন, এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

## উরুস্তস্ত চিকিৎসা

মোহাসুখ্যাববমন-বস্তিকর্ম্মবিরেচনম্। বহুর্জয়োদাঢ্যবাতো তু যতস্তৈস্তস্য কোপনম্।। তস্মাদত্র সদা  
কার্য্যং য়েদলজ্জনরুক্ষণম্। আমমেদঃকফাধিক্যান্মারুতং পরিরক্ষতা।। যৎ স্যাৎ কফপ্রশমনং নতু মারুত-  
কোপনম্। তৎ সর্ব্বং সর্ব্বদা কার্য্যমুরুস্তস্তস্য ভেষজম্।। সর্ব্বৌ রুক্ষঃ ক্রমঃ কার্য্যস্তত্রাদৌ কফনাশনঃ।  
পশ্চাদ্ বাতবিনাশায় বিধাতব্যখিলা ক্রিয়া।।

উরুস্তস্ত রোগে স্নেহপ্রয়োগ, রক্তমোক্ষণ, বমন, বস্তিকর্ষ ও বিরেচন এই সমুদয় বর্জ্যন করিবে, কারণ ইহাদের দ্বারা রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব আম মেদ ও কফের আধিক্য হইতে বায়ুকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত উরুস্তস্তে স্বেদ লঙ্ঘন ও রুক্ষক্রিয়া কর্তব্য। যাহা কফের প্রশমক অথচ বায়ুর প্রকোপক নহে, তাহাই ইহাতে প্রযোজ্য। প্রথমে কফনাশক সর্বপ্রকার রুক্ষক্রিয়া কর্তব্য, পশ্চাৎ বায়ুনাশের নিমিত্ত যাহা আবশ্যিক, তৎসমুদায়ই করিবে।

রুক্ষণাদ্ বাতকোপশ্চেন্নিদ্ভানাশার্তিপূর্বকঃ। স্নেহস্বেদক্রমস্তত্র কার্যো বাতাময়াপহঃ। প্রতারয়েৎ প্রতিদ্রোতঃ সরিতং শীতলোদকাম্। সরশ্চ বিমলং শীতং স্থিরতোয়ং পুনঃপুনঃ।।

অতিরুক্ষণ দ্বারা বায়ুর প্রকোপহেতু নিদ্ভানাশাদি উপদ্রব উপস্থিত হইলে বাতনাশক স্নেহস্বেদ প্রয়োগ করিবে। রোগীকে শীতল জলবিশিষ্ট নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে কিংবা সরোবরের নির্মল শীতল স্থির জলে পুনঃপুনঃ সন্তরণ করিতে দিবে।

কঙ্কৈর্দীহেচ্চ মূত্রাঢ্যোঃ করঞ্জফলসর্ষপেঃ। মূলৈর্বাণ্যশ্বগন্ধায়া মূলৈরকস্য বা ভিষক্।। পিচুমর্দস্য বা মূলৈরথবা দেবদারুণঃ। দস্তীদ্রবস্তীসূরসাসর্ষপৈশ্চাপি বুদ্ধিমান্। তর্কারীসূরসশিগ্র-বচাবৎসকনিষ্কেঃ।।

ডহরকরঞ্জার ফল ও সর্ষপ; কিংবা অশ্বগন্ধা, আকন্দ, নিম বা দেবদারুর মূল, অথবা দস্তী, ইন্দুরকাণি, রান্না ও সর্ষপ; কিংবা জয়ন্তী, রান্না, সজিনা, বচ, কুড়িচ ও নিম গোমূত্রে বাটিয়া উরুস্তস্তে তাহার প্রলেপ দিবে।

ক্ষৌদ্রসর্ষপবগ্মীক-মুত্তিকা-সংযুতং ভিষক্। কুর্যাৎ প্রলেপনং গাঢ়মুরুস্তস্তে সবেদনে।।

সর্ষপচূর্ণ ও উরীমুত্তিকা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া (ধূতুরাপাতার রসের সহিত পিষ্ট ও উষ্ণ করিয়া) বেদনায়ুক্ত উরুস্তস্তে গাঢ়রূপে প্রলেপ দিবে।

কৃষ্ণধূতুরামূলঞ্চ ফলঞ্চ খাখসাভিম্। রসোনমরিচাজাজী-জয়ন্তীশিগ্রসর্ষপাঃ।। সর্ব্যাণ্যেতানি মূত্রেণ পিষ্টান্যুষীকৃতানি চ। গাঢ়ং প্রলেপয়েদ্ বৈদ্য আঢ্যাবাতে ভয়াবহে।।

কৃষ্ণধূতুরামূল, টেঁড়ীফল, রসুন, মরিচ, কৃষ্ণজীরা, জয়ন্তীপত্র, সজিনার ছাল ও সর্ষপ এই সমুদয় দ্রব্য গোমূত্রের সহিত পিষ্ট ও উষ্মীকৃত করিয়া উরুস্তস্তে গাঢ় প্রলেপ দিবে।

**ভল্লাতকাদিঃ**

ভল্লাতকামতাশুষ্ঠী-দারুপথ্যাপুনর্নবাঃ। পঞ্চমূলীদ্বয়োনিশ্চা উরুস্তস্তনিবর্হণাঃ।।

ভেলা, গুলঞ্চ, শুঠ, দেবদারু, হরীতকী, পুনর্নবা ও দশমূল ইহাদের কাথ উরুস্তস্তে হিতকর।

**পিপ্পল্যাদিঃ**

পিপ্পলীপিপ্পলীমূল-ভল্লাতকাথমেব বা। কঙ্কং মধুযুতং পীত্বা উরুস্তস্তাদ্ বিমূচ্যতে।।

পিপুল, পিপুলমূল ও ভেলার মুটি ইহাদের কাথ কঙ্ক বা চূর্ণ মধু-সহ সেবন করিলে উরুস্তস্ত রোগ প্রশমিত হয়।

গ্রহ্মিকারুক্ষণানাং কাথং ক্ষৌদ্রাষ্মিতং পিবেৎ। লিহাদ্ বা ত্রিফলাচূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ কটুকায়ুতম্।।

পিপুলমূল, ভেলা ও পিপুল ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া কিংবা ত্রিফলাচূর্ণ ও কটকীচূর্ণ (মাত্রা অর্দ্ধতোলা) মধুর সহিত সেবন করিলে উরুস্তস্ত বিনষ্ট হয়।

শিলাজতু গুগ্গুলুং বা পিপ্পলীমথ নাগরম্। উরুস্তস্তে পিবেন্মূত্রৈর্দশমূলীরসেন বা।।



## ৯২ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

শিলাজতু, গুগগুলু, পিপুল কিংবা শুঠ ইহাদের কোন একটি গোমূত্র কিংবা দশমূল্যের কাথের সহিত সেবন করিলে উরুস্তম্ভ রোগ বিনষ্ট হয়।

ত্রিফলা পিপলী মুস্তং চব্যং কটুকরোহিণী। লিহ্যাদ্ বা মধুনা চূর্ণমূরুস্তস্তাদ্ধিতো নরঃ।।

ত্রিফলা, পিপুল, মুতা, চই ও কটকী ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত (অর্দ্ধতোলা মাত্রায়) লেহন করিলে উরুস্তম্ভ নিবারিত হয়।

পিপলীবর্দ্ধমানং বা মাঙ্কিকেশ গুড়েন বা। উরুস্তম্ভে প্রশংসন্তি গণ্ডীরারিষ্টমেব চ।।

মধু বা পুরাতন গুড়ের সহিত পিপলীবর্দ্ধমান যোগ কিংবা শোথোক্ত গণ্ডীরারিষ্ট উরুস্তম্ভে ব্যবস্থা করিবে। পিপলীবর্দ্ধমান যোগের নিয়ম এই, যথা প্রত্যহ এক-একটি পিপলী অধিক ভক্ষণ করিয়া পরে এক-একটি কমাইতে হয় অর্থাৎ প্রথম দিন ৫টি ভক্ষণ করিলে দ্বিতীয় দিনে ৬টি, তৃতীয় দিন ৭টি, এইরূপ ১০টি পর্য্যন্ত হইবে, পরে এক-একটি করিয়া মাত্রা হ্রাস করিবে।

কফক্ষ্যার্থং ব্যায়ামেধেনং শক্যেযু যোজয়েৎ। স্থানান্যক্রময়েৎ কল্যাং প্রতিশ্রোতো নদীমুখম্।।

উরুস্তম্ভ-রোগীর কফক্ষয়-নিমিত্ত উপযুক্ত ব্যায়াম, প্রভাতে উচ্চস্থানসমূহ লঙ্ঘন এবং নদীশোতের প্রতিকূলে সন্তরণ করাইবে।

সৈন্ধবাদাং হিতং তৈলং বর্ষাভ্র্মতগুগ্গুলুঃ।।

উরুস্তম্ভরোগে বক্ষ্যমাণ সৈন্ধবাদ্য তৈল এবং বাতরক্ত অধিকারের পুনর্নবাণ্ডগুগুল ও অমৃতগুগুল হিতকর।

গুঞ্জাভদ্রো রসঃ

নিষ্কত্রয়ং শুদ্ধসূতং নিষ্কদ্বাদশগন্ধকম্। গুঞ্জাবীজঞ্চ বড়্‌নিষ্কং জয়ন্তী নিষ্ববীজকম্।। প্রত্যেকং নিষ্কমাত্রস্ত নিষ্কং জৈপালবীজকম্। জয়াজহীরধুস্তুর-কাকমাচীদ্রবৈদিনম্।। ভাবয়িত্বা বটীং কুর্য্যাক্ততুগুঞ্জাপ্রমাণতঃ। গুঞ্জাভদ্রো রসো নামা হিঙ্গু-সৈন্ধবসংযুতঃ। সময়ত্যাগ্ধণং দৃঃখমূরুস্তম্ভং সুদুর্জয়ম্।।

পারদ ১ ৥০ তোলা, গন্ধক ৬ তোলা, শ্বেতকুঁচের বীজ ৩ তোলা, জয়ন্তীবীজ, নিষ্ববীজ ও জয়পাল-বীজ প্রত্যেক ৥০ তোলা; এই সমুদায় জয়ন্তী, জামীরলেবু, ধূতুরা ও কাকমাচীর রসে ১ দিন ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। হিং ও সৈন্ধব লবণের সহিত সেব্য। ইহাতে উৎকট উরুস্তম্ভ রোগ নিবারিত হয়।

অষ্টকটুর তৈলম্

পলাভ্যাং পিপলীমূল-নাগরাদষ্টকটুরঃ। তৈলপ্রস্থঃ সমো দধ্না গৃধ্রসূর্যগ্রহাপহঃ। অষ্টকটুরতৈলেহস্মিন্ তৈলং সার্ষপমিষাতে।।

সার্ষপতৈল ৪ সের, দধি ৪ সের, কটুর অর্থাৎ সসার দধি তত্র ৩২ সের। কঙ্কার্থ পিপুলমূল ২ পল, শুঠ ২ পল, (কেহ-কেহ বলেন, পিপুলমূল ও শুঠ মিলিত ২ পল)। যথাবিধি তৈলপাক করিয়া ব্যবহার করিলে গৃধ্রসী ও উরুস্তম্ভ বিনষ্ট হয়।

কৃষ্ঠাদ্যং তৈলম্

কৃষ্ঠত্রীবেষ্টকৌদীচ্যাং সরলং দারু কেশরম্। অজগন্ধাশ্বগন্ধা চ তৈলং তৈঃ সার্ষপং পচেৎ। সক্ষৌদ্রাং মাত্রয়া তন্মাদুরস্তস্তাদ্ধিতঃ পিবেৎ।।

সার্ষপতৈল ৪ সের, জল ১৬ সের। কক্ষার্থ কড়, নবনীতখোটা, বালা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, নাগকেশর, বনযমানী ও অশ্বগন্ধা (মিলিত) ১ সের; এই তৈল পাক করিয়া মধুর সহিত পান করিলে উরুস্তস্ত নিবারিত হয়।

**মহাসৈন্ধবদাং তৈলম্**

সিন্ধুরশ্মিপাসোগ্রা-ভাগীযষ্টিহিরাফলৈঃ। দারুবিষশটীধান্য-কৃষ্ণকটফলপৌষ্করৈঃ।। দীপ্যাকাতিবিষেরণ্ড-নীলীনীলাম্বুজৈঃ পচেৎ। তৈলং সকাঞ্জিকং হস্তি পান্যভ্যঞ্জননাবনৈঃ।। আমবাতং ক্রিমীন্ গুল্মান্ প্রীহোদরশিরোরুজঃ। মন্দাঘ্নি পক্ষসন্ধ্যণ্ড-বাতস্তস্তগদানপি।।

তৈল ৪ সের। কক্ষার্থ সৈন্ধব, কুড়, চিতা, বচ, বামুনহাটী, যষ্টিমধু, শালপাণি, জাতীফল, দেবদারু, শুষ্ঠী, শঠী, ধনে, পিপুল, কটফল, পুষ্করমূল, যমানী, আতইচ, ভেরেণ্ডামূল, নীলীবৃক্ষ ও নীলপদ্ম। এই সকল মিলিত ১ সের। কাঁজি ১৬ সের। এই তৈল যথাবিধানে পাক করিয়া পানে নস্যে ও অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিলে আমবাত উরুস্তস্ত ও গুল্ম প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

**পথ্যাপথ্যবিধিঃ**

**উরুস্তস্তে পথ্যানি**

রুক্ষং সর্ববিধং শ্বেদঃ কোদ্রবা রক্তশালয়ঃ। যবাঃ কুলথাঃ শ্যামাকা উদ্দালাশ পুরাতনাঃ।। শোভাজ্ঞনঃ কারবেল্লং পটোলং লশুনানি চ। সুনিয়মং কাকমাচী বেত্রাগ্রং নিম্বপল্লবম্।। পতুরো বাস্তকং পথ্য্য বার্গাকুস্তম্বাবারি চ। শম্পাকশাকং পিণ্যাক-তত্রারিষ্টমধুনি চ।। কটুতিক্তকষায়াণিক্ষারসেবা গবাং জলম্। ব্যায়ামশ্চ যথাসক্তি স্থলস্যাক্রমণানি চ।। স্বচ্ছ হৃদে সন্তরণং প্রতিশ্রোতোনদীষু চ। শ্লেষ্মাপহরণং যচ্চ ন চ মারুতকোপনম্।। এতৎ পথ্য্যং নরৈঃ সেব্যমুরুস্তস্তবিকারিভিঃ।।

সমস্ত রুক্ষক্রিয়া, শ্বেদ, পুরাতন কোদোধান্য, রক্তশালি, যব, কুলথকলায়, শ্যামাধান্য, বনকোদ্রব, সজিনা, করলা, পটোল, রশুন, সুঘণিশাক, কাকমাচী, বেত্রাগ্র, নিম্বপাতা, শালিঞ্চশাক, বেতোশাক, হরীতকী, বেগুন, গরমজল, সোন্দালপাতা, তিলাদির কক্ষ, তত্র, অরিষ্ট, মধু, কটুদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, কষায়দ্রব্য, ক্ষারসেবন, গোমূত্র, সামর্থ্যানুসারে ব্যায়াম, শরীরকর্ষণ, স্বচ্ছ জলবিশিষ্ট হৃদে সন্তরণ শ্রোতস্থিনী নদীর প্রতিকূলে সন্তরণ এবং যাহা কফনাশক অথচ বায়ুর প্রকোপক নহে, সেই সমস্ত উরুস্তস্ত রোগীর হিতজনক।

**উরুস্তস্তেহপথ্যানি**

গুরুশীতদ্রবমিঞ্চ-বিরুদ্ধাসাধ্যভোজনম্। বিরচনং স্নেহনঞ্চ বমনং রক্তমোক্ষণম্। বস্তিক্ষয়ং ন হিতং শ্রাহরুরুস্তস্তবিকারিণাম্।।

গুরুপাক, শীতবীর্য, দ্রববহুল, মিঞ্চ (ঘৃতাদিবহুল) দ্রব্য, সংযোগবিরুদ্ধ (যেমন মাংস ও দুগ্ধ, মৎস্য বা লবণের সহিত দুগ্ধসেবন) ও অসাধ্য (স্বাস্থ্যের অহিতকর) দ্রব্যসকল ভোজন, বিরচন, স্নেহপ্রয়োগ, বমন, রক্তমোক্ষণ এবং বস্তিক্রিয়া উরুস্তস্ত রোগীর পক্ষে এই সমস্ত অহিতকর।

ইত্যম্বুর্বেদ-সংগ্রহে উরুস্তস্তাধিকারঃ।

# আমবাতাধিকার

## আমবাত নিদানম্

বিরুদ্ধাহারচেষ্টস্য মন্দাগ্নের্নিশ্চলস্য চ। শ্লিষ্ণং ভুক্তবতো হ্যমং ব্যায়ামং কুর্বতস্তথা।। বায়ুনা প্রেরিতো হ্যামঃ শ্লেষ্মাহ্বানং প্রধাবতি। তেনাতার্থং বিদন্ধোহসৌ ধমনীঃ প্রতিপদ্যতে।। বাতপিশ্তকফৈর্ভূয়ো দূষিতঃ সৌহ্মজো রসঃ। শ্রোতাংস্যভিযান্দয়তি নানাবর্ণোহতিপিচ্ছিলঃ।। জনয়ত্যাশু দৌর্বল্যং গৌরবং হৃদয়স্য চ। ব্যাধীনামাশ্রয়ো হ্যেয আমসংজ্ঞোহৃতিদারুণঃ।। যুগপৎ কুপিতাবস্ত্ত্বিকসন্ধিপ্রবেশকৌ। স্তন্ধং বা কুরুতো গাত্রামামবাতঃ স উচ্যতে।। অঙ্গমর্দোহরুচিস্তৃষণ আলস্যং গৌরবং জ্বরঃ। অপাকঃ শূনতাপ্তানামামবাতস্য লক্ষণম্।। স কষ্টঃ সর্বরোগাগাং যদা প্রকুপিতো ভবেৎ। হস্তপাদশিরোগুল্ফ-ত্রিকজানুরুসন্ধিষু।। করোতি সরুজং শোথং যত্র দোষঃ প্রপদ্যতে।। স দেশো রুজ্যতেহত্যর্থং ব্যাবিদ্ধ ইব বৃশ্চিকৈঃ।। জনয়েৎ সৌহ্মিদৌর্বল্যং প্রসেকারুচিগৌরবম্। উৎসাহহানিং বেরসাং দাহঞ্চ বহুমূত্রতাম্।। কুক্ষৌ কঠিনতাং শূলং তথা নিদ্রাবিপর্ধ্যায়ম্। তৃটচ্ছর্দিভ্রমমূচ্ছার্শ্চ হৃদগ্রহং বিড়্‌বিবদ্ধতাম্। জাড্যান্নকুজমানাহং কষ্টাংশ্চান্যানুপদ্রবান্।। পিত্তাৎ সদাহরাগঞ্চ সশূলং পবনানুগম্। স্তিমিতং গুরু কণ্ডুঞ্চ কফদুষ্টং তমাদিশেৎ।।

যুগপৎ ক্ষীরমৎস্যাদি বিরুদ্ধ আহার, অতিরিক্ত মৈথুন, ব্যায়াম ও জলপ্রতরগাদি বিরুদ্ধবিহার, অগ্নিমান্দ্য, গমনাগমনরাহিত্য, শ্লিষ্ণান্নভোজী হইয়া ব্যায়ামকরণ, এই সকল কারণে আম অর্থাৎ অপক্ক আহাররস, বায়ু-কর্ডুক আমাশয় সন্ধ্যাদি-কফস্থানে নীত ও তথায় অত্যন্ত দূষিত হইয়া ধমনীসমূহে উপস্থিত হয়। অনন্তর সেই আমাশয় অন্নরস, বায়ু পিত্ত ও কফ দ্বারা অধিকতর দূষিত, অতিপিচ্ছিল ও বিবিধ বর্ণযুক্ত হইয়া শ্রোতসকলকে ক্রোদযুক্ত করে। ইহাতে শরীর শীঘ্র দুর্বল ও হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া থাকে। এই আমসংজ্ঞক ব্যাধি অতি ভয়ঙ্কর ও বিবিধ রোগের মূল। উক্তপ্রকারে

আমসংযুক্ত বায়ু এবং কফ যুগপৎ কুপিত হইয়া ত্রিক ও সন্ধিস্থলে প্রবেশ করত গাত্রকে স্তব্ধ করিয়া ফেলে, ইহার নাম আমবাত।

অঙ্গমর্দ, অরুচি, তৃষ্ণা, আলস্য, দেহের গুরুতা, জ্বর, অপরিপাক ও শোথ এইগুলি আমবাতের সাধারণ লক্ষণ।

আমবাত প্রকুপিত হইলে, সকল রোগাপেক্ষাই কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। ইহাতে হস্ত, পদ, মস্তক, গুল্ফ, ত্রিক, জানু, উরু ও সন্ধিস্থলে বেদনায়ুক্ত শোথ উৎপন্ন হয় এবং সেই দুষ্ট আম যে-স্থানকে আশ্রয় করে, সেই স্থানে বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় অত্যন্ত যাতনা উপস্থিত হয়। এই রোগে অগ্নিদৌর্বল্য, মুখনাসাদি দিয়া জলস্রাব, অরুচি, দেহের গুরুতা, উৎসাহহানি, মুখবৈরস্য, দাহ, বহুমূত্র, কুক্ষিদেহে শূল ও কঠিনতা, নিদ্রাবিপর্ষয়, পিপাসা, বমি, ভ্রম, মূর্ছা, হৃদয়ে ব্যথা, মলবদ্ধতা, শরীরের জড়তা, অস্ত্রকূজন (পেটের নাড়ীতে অব্যক্ত ধ্বনি) ও আনাহ এবং অন্যান্য বিবিধ কষ্টপ্রদ উপদ্রবসকল উপস্থিত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক আমবাতে গাত্রদাহ ও শরীর রক্তবর্ণ হয়। বাতজে শূলবৎ বেদনা; কফজে ভৈরমিত্য, গুরুতা ও কণ্ঠ হইয়া থাকে।

### আমবাত চিকিৎসা

লঙ্ঘনং স্বেদনং তিস্তং দীপনানি কটুনি চ। বিরচনং মেহনঞ্চ বস্ত্রয়শ্চামারুতে।।

আমবাত রোগে লঙ্ঘন, স্বেদক্রিয়া, তিস্ত কটু ও অগ্নিদীপক আহার, বিরচন, মেহপান ও বস্ত্রপ্রয়োগ কর্তব্য।

রক্ষঃ স্বেদো বিধাতব্যো বালুকাপুটকৈস্তথা। উপনাসাশ্চ কর্তব্যাস্তেহপি মেহবিবর্জিতাঃ।।

আমবাত পীড়ায় বালুকার পুটুলী উত্তপ্ত করিয়া, তদ্বারা রক্ষস্বেদ প্রদান এবং মেহবিবর্জিত প্রলেপ বিধেয়।

### শঙ্কর স্বেদঃ

কার্পাসাঙ্ঘিকুলথিকাতিলযবৈরেরণ্ডমূলাতসীবর্ষাভূষণশিগ্রকাজ্জিকয়ুতৈরেকীকৃতৈর্বা পৃথক্। স্বেদঃ স্যাদথ কূর্পরোদরশিরঃশিফকপাণিপাদাঙ্গলিগুল্ফস্কন্ধকটীকুজা বিজয়তে সামাঃ সমীরানগাঃ।। (এতানি সমুদিতানি একৈকশো বা সংকুট্য কাজ্জিকেন সংসিচ্য বস্ত্রেণ পোট্টলীদ্বয়ং বদ্ধা দীপ্তাঘ্নিচুল্ল্যপরিবৃষ্ট-কাজ্জিকস্থাল্যপরিলিপ্তসচ্ছিদ্রশরাবস্থং বাষ্পতপ্তমৌকৈকমানীয় বেদনাস্থানে স্বেদয়েৎ।)

কার্পাসবীজ, কুলথকলাই, তিল, যব, লাল ভেরেণ্ডামূল, মসিনা, পুনর্নবা, শণবীজ ও সজিনাবীজ, এই সকল দ্রব্যসমস্ত বা যাহা পাওয়া যায়, তাহা কুট্রিত ও কাঁজিতে সিক্ত করিয়া দুইটি পুটুলী বান্ধিবে এবং প্রজ্বলিত চুল্লীর উপর কাঁজিপূর্ণ একটি হাঁড়ি বসাইয়া ঐ হাঁড়ির মুখে একখানি বহুছিদ্রবিশিষ্ট শরা চাপা দিয়া সন্ধিস্থলে লেপ দিবে। ঐ শরার উপর ঔষধের পুটুলী দুইটি রাখিবে, একটি উষ্ম হইতে থাকিবে, অপরটি দ্বারা স্বেদ দিবে, এরূপ ক্রমান্বয়ে পুটুলীদ্বয় দ্বারা স্বেদ দিলে কূর্পর, উদর, মস্তক, শিফ (পাছ), হস্ত, পদ, অঙ্গুলি, গুল্ফ, স্কন্ধ ও কটীদেশের আমবাতজনিত বেদনা বিনষ্ট হইবে।

আমবাতে পঞ্চকোল-সিদ্ধং .

## ৯৬ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

এই রোগে পঞ্চকোলের অর্থাৎ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুঁঠ ইহাদের সহিত সিদ্ধ অন্নপান ব্যবহৃত হয়।

শুষ্কমূলকযুষং বা যুষং বা পঞ্চমৌলিকম্। রসকং কাজ্জিকং বাপি শুষ্ঠীচূর্ণবচূর্ণিতম্॥

শুষ্ক মূলার বা পঞ্চমূলের সহিত সিদ্ধ মুদগযুষ অথবা শুঁঠচূর্ণ-সংযুক্ত মাংসরস বা কাঁজি আমবাতে হিতকর।

শতপুষ্পাবচাবিশ্ব-শ্বদংষ্ট্রা বরুণহুচঃ। সহদেবী চ বর্ষাভূঃ শটী চাপি প্রসারণী॥ সতর্কারীফলং হিঙ্গু শুক্ৰকাজ্জিকপেয়িতম্। আমবাতহরং শ্রেষ্ঠং সুখোষ্ণং লেপনং হিতম্॥

শুলফা, বচ, শুঁঠ, গোক্ষুর, বরুণছাল, পীত বেড়েলা, পুনর্নবা, শটী, গন্ধভাদুলে, জয়ন্তীফল ও হিং, এই সকল দ্রব্য শুক্ৰ বা কাঁজির সহিত পেয়িত এবং তাহা অল্প উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে আমবাতে বিশেষ উপকার করে।

অহিংস্রা কৈবুকং মূলং শিগ্রবর্ষ্মীকমৃদ্ধিকা। মূত্রেনৈতানি সংপিষ্য চোপনাহায় কল্পয়েৎ॥

কেলেকড়া, কঁউমূল, সজিনাছাল ও উই মৃদ্ধিকা, এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে আমবাতের উপশম হয়।

চিত্রকং কটুকা পাঠা কলিঙ্গাতিবিষ্যমূতাঃ। দেবদারু বচা মুস্ত-নাগরাতিবিষাভয়াঃ। পিবেদম্বাধ্বনা নিত্যমামবাতস্য ভেষজম্॥

চিতামূল, কটকী, আকনাদি, ইন্দ্রযব, আতাইচ ও গুলঞ্চ অথবা দেবদারু, বচ, মুতা, শুঁঠ, আতাইচ ও হরীতকী, ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত নিত্য সেবন করিলে আমবাত উপশমিত হয়।

শটীবিষ্মৌষধিকঙ্কং বর্ষাভূক্কাথসংযুতম্। সপ্তরাত্রং পিবেজ্জন্তুরামবাতবিনাশনম্॥

পুনর্নবার ক্কাথে শটী ও শুঁঠের কঙ্ক প্রক্ষেপ দিয়া সপ্তাহকাল সেবন করিলে আমবাত বিনষ্ট হয়।

ত্রিবৃৎসৈন্ধবশুষ্ঠীনাamarনালেন চূর্ণিতম্। পীত্বা বিরচ্যতে জন্তুরামবাতহরং পরম্॥

তেউড়ীচূর্ণ ১২ মাষা, সৈন্ধব লবণ ২ মাষা, শুষ্ঠীচূর্ণ ২ মাষা এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া কাঁজির সহিত পান করিলে বিরচন ইয়া আমবাত প্রশমিত হয়।

সপ্তাহং ত্রিবৃতশচূর্ণং ত্রিবৃৎক্কাথেন ভাবিতক্। কাজ্জিকেন তু তৎ পীতং রেচয়েদামবাতিনম্॥

তেউড়ীচূর্ণ, তেউড়ীর ক্কাথে সাতদিন ভাবনা দিয়া কাঁজির সহিত পান করিলেও বিরচন ইয়া আমবাতের শান্তি হয়।

কর্ষং নাগরচূর্ণস্য কাজ্জিকেন পিবেৎ সদা। আমবাতপ্রশমনং কফবাতহরং পরম্॥

শুঁঠচূর্ণ ২ তোলা (১০ তোলা ব্যবহার) কাজ্জিকের সহিত প্রতিদিন সেবন করিলে আমবাত ও কফবাত বিনষ্ট হয়।

শুষ্ঠীগোক্ষুরক্কাথঃ প্রাতঃ প্রাতর্নিবেষিতঃ। সামবাতে কটীশূলে পাচনো রুক্ষপ্রণাশনঃ॥ (কোষ্ঠভেদে কর্তব্যে যবক্ষারমত্র প্রক্ষিপন্তি)॥

শুঁঠ ১ ভাগ, গোক্ষুর ২ ভাগ; যথাবিধি ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে আমবাত ও কটীশূল নিবারিত হয়। এই ক্কাথ দোষের পাচক ও বেদনানিবারক। (কোষ্ঠভেদ আবশ্যক ইহলে ইহাতে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিবে)।

## আমবাতাধিকার ৯৭

আমবাতে কণামুক্তং দশমূলীজলং পিবেৎ। খাদেদ্ বাপ্যভয়াবিশ্বং শুভ্রচীং নাগরেন বা।।

আমবাতে দশমূলীর ক্কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে কিংবা হরীতকীচূর্ণ ২ মাষা ও শুঠচূর্ণ ২ মাষা বাটীয়া উষঃজল-সহ অথবা গুলঞ্চ ও শুঠের ক্কাথ পান করিবে।

অমৃতানাগরগোক্ষুরমুণ্ডিতিকাবরুণকৈঃ কৃতং চূর্ণম্। মস্তারনালপীতমামানিলনাশনং খ্যাতম্।।

গুলঞ্চ, শুঠ, গোক্ষুর, মুণ্ডিরী ও বরুণবৃক্ষের মূল এই সকলের চূর্ণ দধির মাত কিংবা কাঁজির সহিত সেবন করিলে আমবাত প্রশমিত হয়।

### রসোনাদিকষায়ঃ

রসোনাবিশ্বনিশুণ্ঠী-ক্কাথমামাদিতঃ পিবেৎ। নাভঃ পরতরং ক্লিষ্টদামবাতস্য ভেষজম্।।

রসুন, শুঠ ও নিসিন্দা ইহাদের ক্কাথ পান করিলে আমবাত নষ্ট হয়। আমবাতের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

দশমূলীকষায়েণ পিবেৎ বা নাগরাস্তসা। কৃষ্ণিবস্তিকটীশূলে তৈলমেরুসম্ভবম্।।

দশমূলের বা শুঠের ক্কাথের সহিত এরুতৈল পান করিলে কৃষ্ণি বস্তি ও কটীশূল নিবারণ হয়।

আমবাতগজেন্দ্রস্য শরীরবনচারিণঃ। এক এব নিহস্তাসবেরুসম্মেহকেশরী।।

শরীররূপবনে বিচরণকারী আমবাতরূপ গজেন্দ্রের, এরুতৈলরূপ কেশরীই একমাত্র নিহস্তা অর্থাৎ এরুতৈল আমবাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এরুতৈলসংযুক্তাং হরীতকীং ভক্ষয়েন্নরো বিধিবৎ। আমানিলার্জিযুক্তো গৃধ্রসীবৃদ্ধাদিতো নিত্যম্।।

হরীতকীচূর্ণ এরুতৈলের সহিত অবলেহ করিলে আমবাত, গৃধ্রসী ও বৃদ্ধিরোগের শাস্তি হইয়া থাকে।

### রাস্নাপঞ্চকম্

রাস্নাং শুভ্রচীমেরুশুং দেবদারু মহৌষধম্। পিবেৎ সার্বঙ্গিকৈ বাতে সামো সন্ধ্যস্থিমজ্জগে।

রাস্না, গুলঞ্চ, এরুশূল, দেবদারু ও শুঠ ইহাদের ক্কাথ, সন্ধিগত অস্থিগত মজ্জাগত ও সার্বঙ্গগত আমবাতে প্রযোজ্য।

### রাস্নাসপ্তকম্

রাস্নামৃতারথদেবদারু-ত্রিকণ্টকৈরুপনর্নবানাম্। ক্কাথং পিবেন্নাগরচূর্ণমিশ্রং জজ্ঞোয়ানুপাশ্বত্রিক-পৃষ্ঠশূলী।। রাস্নাপঞ্চকে রাস্নাসপ্তকে চ উষে ভেদার্থমেরুতৈলং প্রক্ষিপতি বৃদ্ধাঃ।

রাস্না, গুলঞ্চ, সোন্দালফল, দেবদারু, গোক্ষুর, এরুশূল ও পুনর্নবা, ইহাদের ক্কাথে শুঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জজ্ঞা, উরু, পার্শ্ব, ত্রিক ও পৃষ্ঠশূল প্রশমিত হয়। (বিবেচনার্থ রাস্নাপঞ্চক ও রাস্নাসপ্তকের উষঃ ক্কাথে বৃদ্ধ বৈদ্যাগণ এরুতৈল প্রক্ষেপ দিয়া থাকেন)।

### রাস্নাদশমূলকম্

দশমূল্যমুতৈরুশু-রাস্নানাগরদারুভিঃ। ক্কাথো রুবুকতৈলেন সামং হস্ত্যানিলং গুরুম্।।

দশমূল, গুলঞ্চ, এরুশূল, রাস্না, শুঠ ও দেবদারু, ইহাদের ক্কাথে এরুতৈল (শোধনার্থ ২ তোলা এবং শমনার্থ ১ তোলা পর্য্যন্ত) প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে আমবাত বিনষ্ট হয়।

### মহারাস্নাদি পাচনম্

রাস্না বাতারিমূলঞ্চ বাসকঃ সদুরালভঃ। শটী দারু বলা মুত্তং নাগরতিবিষাভয়াঃ। শ্বদংষ্ট্রাব্যাধিঘাতশচ

## ৯৮ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

মিসিধান্যপুনর্নবাঃ। অশ্বগন্ধামৃত কৃষ্ণ বৃদ্ধদারঃ শতাবরী।। বচা সহচরশ্চৈব চবিকা বৃহতীদ্বয়ম্। সমভাগান্নিত্তৈরেতৈ রাস্নাদ্বিগুণভাগিকৈঃ।। কষায়ং পায়য়েৎ সিদ্ধমষ্টভাগাবশেষিতম্। শুষ্ঠীচূর্ণসমায়ুক্ত-  
মাভাদেন যুতং তথা।। অলম্বুবাদিসংযুক্তমজমোদাদিসংযুতম্। যথাদোষং যথাব্যাধিং প্রক্ষেপং কারয়েদ্  
ভিষক।। সর্বেষু বাতরোগেষু সন্ধিমজ্জগতেষু চ। অনাহেষু চ সর্বেষু সর্বগাত্রানুকম্পনে।। কুজকে  
বামনে চৈব পক্ষাঘাতে তথাদিতৈ। জানুজ্জাহ্নিপীড়াস গৃধ্রস্যাঞ্চ হনগ্রহে।। প্রশস্তং বাতরক্তে স্যাদূরুস্তম্ভে  
তথাশসি। বিশ্বচীওল্মহদ্রোগ-বিসৃচীক্রেগষ্টুশীর্ষকে।। অস্ত্রবৃদ্ধৌ শ্লীপদে চ যোনিশুক্রময়ে তথা।। পুংসাং  
মেঢ়গতে রোগে শ্লীণাং বন্ধ্যাময়ে তথা।। যোষিতাং গর্ভদং মুখ্যং নাস্তি কিঞ্চিদতঃ পরম্। সর্বেষাং  
পাচনানাস্ত শ্রেষ্ঠমেতদ্ধি পাচনম্। মহারানাদিকং নাম প্রজাপতিবিনির্মিতম্।।

রাস্না, এরণ্ডমূল, বাসক, দুরালভা, শটী, দেবদারু, বেড়োলা, মুস্তক, শুষ্ঠ, আতইচ, হরীতকী, গোক্ষুর,  
সোন্দাল, মৌরি, ধনে, পুনর্নবা, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, পিপ্পলী, বৃদ্ধদারক, শতমূলী, বচ, ঝিষ্ঠী, চই,  
বৃহতী ও কণ্টকারী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগ, রাস্না ২ ভাগ; এই কাথ ৮ ভাগের ১ ভাগ  
থাকিতে নামাইয়া দোষ ও রোগ অনুসারে শুষ্ঠীচূর্ণ, আভাদ্যচূর্ণ, অলম্বুবাদি চূর্ণ কিংবা অজমোদাদি  
চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া পান করিবে। ইহা বিবেচনার সহিত প্রযুক্ত হইলে সন্ধি ও মজ্জাগত সর্বপ্রকার  
বাতরোগ, অনাহ, গাত্রকম্পন, কুজতা, পক্ষাঘাত, অর্দিত, জানুবেদনা, অস্থিবেদনা, গৃধ্রসী, হনুগ্রহ,  
বাতরক্ত, উরুস্তম্ভ, অর্শ, বিশ্বচী, ওল্ম, হ্রদ্রোগ, যোনিব্যাপণ, শুক্রদোষ, মেঢ়গত রোগ ও শ্লীণের  
বন্ধ্যাদোষ প্রভৃতি বহুবিধ রোগের শাস্তি হইয়া থাকে। ইহা ত্রীলোকদের গর্ভসঞ্চারক। এক্রপ ওষধ  
অদ্যাপি আবিস্কৃত হয় নাই। প্রজাপতি ইহার প্রকাশক।

### শতপুষ্পাদ্যং চূর্ণম্

শতপুষ্পা বিড়ঙ্গশ্চ সৈন্ধবং মরিচং সমম্। চূর্ণমুষ্ণাধ্বনা পীতমগ্নিসন্দীপনং পরম্।।

গুলফা, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব লবণ ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিবে। ইহা অগ্নিদীপক।

### হিঙ্গাদ্যং চূর্ণম্

হিঙ্গু চব্যাং বিড়ং শুষ্ঠী কৃষ্ণাজ্জী সপৌদ্ধরম্। ভাগোত্তরমিদং চূর্ণং পীতং বাতামর্জিদ ভবেৎ।।

হিঙ্গু ১ ভাগ, চই ২ ভাগ, বিটলবণ ৩ ভাগ, শুষ্ঠ ৪ ভাগ, পিপুল ৫ ভাগ, জীরা ৬ ভাগ ও পুষ্করমূল  
৭ ভাগ, ইহাদের চূর্ণ গরম জল-সহ সেবন করিলে আমবাত বিনষ্ট হয়।

### অলম্বুবাদ্যং চূর্ণম্

অলম্বুযাং গোক্ষুরকং শুভ্রচীং বৃদ্ধদারকম্। পিপ্পলীং ত্রিবৃত্তাং মুস্তং বরুণং সপনর্নবম্।। ত্রিফলাং  
নাগরঞ্জেব শ্লক্ষচূর্ণানি কারয়েৎ। মস্তুরনালতক্রৈণ পয়োমাংসরসেন বা।। আমবাতং নিহন্ত্যাপু শ্বয়থুং  
সন্ধিসংস্থিতম্। শ্লীহশুম্মোদরানাহ-দুর্নামানি বিনাশয়েৎ।। অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং তেজোবৃদ্ধিং বলং তথা।।  
বাতরোগান্ জয়ত্যেব সন্ধিমজ্জগতানপি।।

মুণ্ডিরী, গোক্ষুর, গুলঞ্চ, বৃদ্ধদারক, পিপ্পলী, তেউড়ী, মুতা, বরুণমূল, পুনর্নবা, ত্রিফলা ও শুষ্ঠ এই  
সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ দধির মাত, কাঁজি, তক্র, দুগ্ধ বা  
মাংসরসের সহিত সেবন করিলে আমবাত, সন্ধিজাত শোথ, শ্লীহা, গুল্ম, জঠররোগ, অনাহ, অর্শ  
ও সন্ধিমজ্জগত ব্যাতরোগ নিবারিত হয়। ইহা বলকারক, অগ্নিদীপক ও তেজোবর্ধক।

### বৈশ্বানরচূর্ণম্

মাণিমেহস্য ভাগৌ দ্বৌ যমান্যাস্তদ্বদেব হি। ভাগাস্ত্রয়োহজমোদায়া নাগরাদ্ ভাগপঞ্চকম্।। দশ দ্বৌ চ

হরীতক্যাঃ স্ফুটচূর্ণীকৃতাঃ শুভাঃ। মস্তারনালতক্রৈণ সর্পিষোষেগদকেন বা।। পীতং জয়ত্যাংবাতং শুশ্মং  
হৃদ্বস্তিজান্ গদান্। শ্লীহানং গ্রহস্থীলদীনশাংস্যানাহমেব চ।। বিবন্ধং বাতজান্ রোগাংস্তথৈব হস্তপাদজান্।  
বাতানুলোমনিদং চূর্ণং বৈশ্বানরং স্মৃতম্।। (ভাগান্ত্রয়োহ্জমোদায়া ইতি অজমোদা যমানী, তেন পঞ্চ  
ভাগা যমান্যা এব। কেচিদ বনযমানীত্বাপন্যস্য যমান্যা ভাগদ্বয়ং প্রযচ্ছন্তি। অন্যো ত্বজমোদাং বনযমানীং  
গহুন্তি। কিন্তুশুঃপরিমার্জ্জনে যমান্যেব যুক্তা)। চঃ টীঃ।

সৈন্ধব লবণ ২ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ, শুঁঠ ৫ ভাগ, হরীতকী ১২ ভাগ, এই সমুদায় চূর্ণ মিশ্রিত ও  
একত্র মর্দিত করিয়া লইবে। অনুপান দধির মাত, কাঁজি, তত্র, ঘৃত বা উষঃ জল। এই ঔষধ সেবন  
করিলে আমবাত, গুল্ম, শূল, অর্শ ও আনাহ প্রভৃতি নানা রোগ উপশমিত হয়। ইহা বায়ুর অনলোমক।  
(বৈশ্বানর চূর্ণে কেহ-কেহ যমানী ২ ভাগ ও অজমোদা অর্থাৎ বনযমানী ৩ ভাগ গ্রহণ করিয়া  
থাকেন; কেহ বা ‘অজমোদা’ এই শব্দটিই তাগ করিয়া কেবলমাত্র যমানীই ২ ভাগ গ্রহণ করেন;  
কিন্তু এ স্থলে ‘অজমোদা’র অর্থ যমানী, যেহেতু অন্তঃপরিমার্জ্জনের জন্য যমানীই প্রশস্ত, অতএব  
৫ ভাগ যমানী গ্রহণই কর্তব্য)।

#### পথ্যাদ্যং চূর্ণম্

পথ্যাবিশ্বযমানীভিস্তল্যাভিস্চূর্ণিতং পিবেৎ। তত্রৈণোষেগদকেনাপি কাঞ্জিকেনাথবা পুনঃ।। আমবাতং  
নিহন্ত্যাশু শোথং মন্দ্যগ্নিতামপি। পীনসং কাসহ্রদ্রোগং স্বরভেদমরোচকম্।।

হরীতকী, শুঁঠ ও যমানী এই সকল চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া (১০ তোলা মাত্রায়) তত্র, উষঃ জল  
অথবা কাঁজির সহিত সেবন করিলে আমবাত অগ্নিমান্দ্য ও হ্রদ্রোগ প্রভৃতি রোগসকল নিবারিত  
হয়।

#### পুনর্নবদি চূর্ণম্

পুনর্নবামৃত্যু শতী শতাহা বৃদ্ধদারকম্। শতী মুণ্ডিতিকচূর্ণমারনালেন পায়য়েৎ।। আমাশয়োথবাতয়ং  
চূর্ণং পেয়ং সুখাম্বুনা। আমবাতং নিহন্ত্যাশু গৃধ্রসীমুদ্ধতামপি।।

পুনর্নবা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, গুলফা, বৃদ্ধদারক, শতী ও মুণ্ডিরী ইহাদের চূর্ণ কাঁজির কিংবা ঈষদুষ্ণ জলের  
সহিত পান করিলে আমবাত ও উদ্ধত গৃধ্রসী রোগ নিবারিত হয়।

#### আভাদ্যচূর্ণম্

আভা রাস্না ওড়ুচী চ শতাবর্যো মহৌষধম্। শতপুষ্পাশ্বগন্ধা চ হবুযা বৃদ্ধদারকঃ।। যমানী চাজমোদা চ  
সমভাগানি কারয়েৎ। সূক্ষ্মচূর্ণমিদং কৃত্বা বিড়ালপদকং পিবেৎ।। মদৌর্মাংসরসৈষ্যৈস্তত্রৈণোষেগদকেন  
বা। সর্পিষা বাপি লেহাস্ত দধিমণ্ডেন বা পুনঃ।। অস্থিসন্ধিগতং বায়ুং স্নায়ুমজ্জাশ্রিতঞ্চ যম্। কটিগ্রহং  
গৃধ্রসীঞ্চ মন্যাস্তস্তং হনুগ্রহম্।। যে চ কোষ্ঠগতা রোগাস্তাংশ্চ সর্বান্ প্রণাশয়েৎ। আভাদ্যো নাম চূর্ণেইয়ং  
সর্বব্যাদিনিবর্হণঃ।।

বাবলামূলের ছাল, রাস্না, গুলঞ্চ, শতমূলী, শুঁঠ, গুলফা, অশ্বগন্ধা, হবুযা, বৃদ্ধদারক, যমানী, বনযমানী  
প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া সূক্ষ্মচূর্ণ করিবে। মদ্য, মাংসরস, যুষ, তত্র, উষেগদক, ঘৃত  
অথবা দধিমণ্ডের সহিত এই চূর্ণ (১০ তোলা মাত্রায়) সেবন করিলে অস্থিগত, সন্ধিগত, স্নায়ুগত  
ও মজ্জাশ্রিত বায়ু এবং কটিগ্রহ, গৃধ্রসী, মন্যাস্তস্ত, হনুগ্রহ ও কোষ্ঠগত সকলপ্রকার রোগ নিরাকৃত  
হয়।



### অজমোদাদিবটকঃ

অজমোদা মরিচপিল্লীবিড়ঙ্গসূরদারুচিএকশতায়াঃ।। সৈন্ধবপিল্লীমূলং ভাগা নবকস্য পলিকাঃ স্যুঃ।। শুষ্ঠী দশপলিকা স্যাৎ পলানি তাবস্তি বৃদ্ধদারস্য। পথ্যা পঞ্চপলানি চ সর্ব্যাণ্যেকত্র সঞ্চর্যা।। সমণ্ডবটকানদতশূর্ণং বাপ্যুষ্যবারিণা পিবতঃ।। নশ্যান্ত্যামানিলজাঃ সর্বের রোগাঃ সুকষ্টাশ্চ।। বিসূচিকা প্রতিভূণী হ্রদ্রোগো গৃধ্রসী চোগ্রা।। কটিবস্তিগুদম্ফটনৈষেবাহিজজায়োস্তীত্রম্।। শ্বয়থুস্তথাসন্ধিবু যে চান্যোহ্যামবাতসম্ভূতাঃ।। সর্বের প্রয়াস্তি নাশং তম ইব সূর্য্যাংগুবিধবন্তম্।। (অজমোদাদিবটকে সর্বচূর্ণসমো গুড়ঃ, কিঞ্চিদুদকং দত্তা বহৌ গুড়ং দ্রবীকৃত্য তত্র চূর্ণং প্রক্ষিপ্য বটকাঃ কার্য্যাঃ, চূর্ণং বেতি গুড়ং বিহায় কেবলমুষ্ণেদকাদিভিঃ পেয়মিতি ভানুঃ)।।

যমানী, মরিচ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, শুলফা, সৈন্ধব, পিপুলমূল, এই নয় দ্রব্যের প্রত্যেকের ১ পল, শুষ্ঠী ১০ পল, বিদ্ধড়ক বীজ ১০ পল, হরীতকী ৫ পল; এই সমুদায় একত্র চূর্ণ করিয়া সর্বসমান গুড়ের সহিত মিশ্রিত করত বটক প্রস্তুত করিবে। (প্রথমে গুড়ের সহিত কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া অগ্নিসস্তাপে দ্রবীভূত করিবে। অনন্তর তাহাতে চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া বটক করিতে হইবে। গুড় ব্যতিরেকে কেবলমাত্র চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত।।০ তোলা পরিমাণে সেবন করিলেও উপকার হয়)। ইহাতে আমবাত, হ্রদ্রোগ, গৃধ্রসী, কটিশূল, বস্তিশূল প্রভৃতি এবং আমবাত-সম্ভূত অন্যান্য নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়।

### যোগরাজগুগুলুঃ

চিত্রকং পিল্লীমূলং যমানী কারবী তথা।। বিড়ঙ্গান্যজমোদা চ জীরকং সূরদারু চ।। চর্বোলা সৈন্ধবং কুষ্ঠং রান্না গোক্ষুরধান্যকম্।। ত্রিফলা মুখকং ব্যাধং ত্রিশূলীং যবাগ্রজম্।। তালীশপত্রং পত্রঞ্চ শ্লক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ।। যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবন্মাত্রস্ত গুগুণ্ডলম্।। সংমর্দ্য সর্পিষা গাঢ়ং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।। অতো মাত্রাং প্রযুক্তীত যথেষ্টাহারবানপি।। যোগরাজ ইতি খ্যাতো যোগোহয়মমতোপমঃ।। আমবাতাত্য বাতাদীন ক্রিমিদুস্তরণানি চ।। শ্লীহগুল্লোদরানাহ-দুর্নামানি বিনাশয়েৎ।। অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং তেজোবৃদ্ধিং বলং তথা।। বাতরোগান্ জয়তোষ সন্ধিমজ্জগতানপি।। (আদৌ শুদ্ধগুগুণ্ডলং ঘৃতেন পিট্টয়িত্বা পশ্চাৎ সমেন সর্বচূর্ণেনসহ ঘৃতেন পিট্টয়িত্বা স্নিগ্ধভাণ্ডে স্থাপয়েৎ, ততোহষ্টৌ মাষকানুষ্ণেদকেন ভক্ষয়েৎ)।।

চিতামূল, পিপুলমূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ, যমানী, জীরা, দেবদারু, চই, এলাইচ, সৈন্ধব, কুড়, রান্না, গোক্ষুর, ধনে, ত্রিফলা, মুতা, ত্রিকটু, গুড়ভ্রক, বেণার মূল, যবক্ষার, তালীশপত্র ও তেজপত্র এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণ করিবে। চূর্ণসমষ্টির সমান গুগুণ্ডলু। অগ্রে গুগুণ্ডলু ঘৃতে মাড়িয়া ভাণ্ডে রাখিবে। বিবেচনা করিয়া মাত্রা প্রদান করিবে। (ব্যবহার মাত্রা।।০ তোলা), অনুপান উষ্ণ জল বা কাঁজি। ইহা সেবন করিলে আমবাত, উরুস্তম্ভ, ত্রিমি, দুষ্টব্রণ, শ্লীহা ও অন্যান্য অনেক রোগ উপশমিত হয়।

### বৃহদযোগরাজ গুগুণ্ডলুঃ

ত্রিকটু ত্রিফলা পাঠা শতাহা রজনীদ্বয়ম্।। অজমোদা বচা হিঙ্গু হবুষা হস্তিপিল্লী।। উপকৃষ্ণিকা শটী ধান্যং বিড়ং সৌবর্চলং তথা।। সৈন্ধবং পিল্লীমূলং ত্রিফলাপত্রকেশরম্।। ফণিজবকশ্চ লৌহঞ্চ সজ্জকশ্চ ত্রিকটকঃ।। রান্না চাতিবিষা শুষ্ঠী যবক্ষারান্নবেতসম্।। চিত্রকং পুষ্করং চব্যাং বৃক্ষান্নং দাড়িমং রুবুঃ।। অশ্বগন্ধা ত্রিবৃন্দস্তী বদরং দেবদারু চ।। হরিদ্রা কটুকা মুর্ব্বা ত্রায়মাণা দুরালভা।। বিড়ঙ্গং মৃত-বস্পঞ্চ যমানী বাসকাত্রকম্।। এতানি সমভাগানি স্নিগ্ধচূর্ণানি কারয়েৎ।। শোধিতং গুগুণ্ডলুক্ষেব সর্বচূর্ণসমং নয়েৎ।। ঘৃতেন পিট্টয়িত্বা চ স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।। রসবাতেন যে ভগ্নাঃ কটিভগ্নাশ্চ যে জনাঃ।।

\* একাস্রং শুষ্যতে যেবাং কুষ্ঠং বাপি ক্ষতোত্তরম্। পাদৌ বিস্তারিতৌ যেবাং যেবাং বা গৃধ্রসীগ্রহঃ॥  
সন্ধিবাতং ক্রেগষ্টুশীর্ষং বাতং সর্বশরীরগম্। অশীতিং বাতজান্ রোগাংশ্চত্বারিংশ্চ পৈত্তিকান্॥  
বিংশতিং শ্লেথিকাংশ্চৈব হস্ত্যবশ্যং ন সংশয়ঃ। অয়ং বৃহদ্যোগরাজ-গুগগুলুঃ সর্ববাতহা॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, আকনাদি, শুলফা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বনযমানী, বচ, হিঙ্গু, হবুষা, গজপিপ্পলী, জীরা, শটী, ধনে, বিট, সচল ও সৈন্ধব লবণ, পিপুলমূল, শুভ্রত্বক, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, ক্ষুদ্রপত্র তুলসী, লৌহ, ধূনা, গোস্কুর, রান্না, আতাইচ, শুষ্ঠ, যবক্ষার, অল্পবেতস, চিতামূল, কুড়, চই, মহাদা, দাড়িম, এরণ্ডমূল, অশ্বগন্ধা, তেউড়ী, দস্তীমূল, কুলশুষ্ঠ, দেবদারু, হরিদ্রা, কটকী, মূর্ব্বা, বলাড়ুমুর, দুরালভা, বিড়ঙ্গ, বঙ্গভঙ্গ, যমানী, বাসকছাল ও অত্র প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ। চূর্ণসমষ্টির সমান গুগগুলু। ঘূতের সহিত মর্দন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। ইহাতে নানাপ্রকার বাতরোগ, পৈত্তিক ও শ্লেথিক রোগ নষ্ট হয়।

#### শিবাণ্ডগুণ্ডলুঃ

শিবাবিভীতামলকীফলানাং প্রত্যেকশো মুষ্টিচতুষ্টয়ঞ্চ। তোয়াঢ়কে তৎকথিতং বিধায় পাদাবশেষে ত্ববতারণীয়ম্॥ এরণ্ডতৈলং দ্বিপলং নিধায় পিচুত্রয়ং গন্ধকনামকস্য। পচেৎ পরস্যাত্র পলদ্বয়ঞ্চ পাকাবশেষে চ বিচূর্ণ্য দদ্যৎ॥ রান্না বিড়ঙ্গং মরিচং কণা চ দস্তী জটানাগরদেবদারু। প্রত্যেকশঃ কোলমিতং তথৈবাং বিচূর্ণ্য নিক্ষিপ্য নিয়োজয়েচ্চ॥ আমবাতে কটীশূলে গৃধ্রসীক্রেগষ্টুশীর্ষকে। নচান্যদন্তি ভৈষজ্যং যথাযং গুগগুলুঃ শ্বতঃ॥

হরীতকী, বহেড়া, আমলকী প্রত্যেক দ্রব্য ৩২ তোলা পরিমাণে লইয়া ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া একপাদ অর্থাৎ ৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে তাহাতে এরণ্ডতৈল ১৬ তোলা ও গন্ধক ৬ তোলা দিয়া পাক করিবে। পাকাবসানে গুগগুলু ১৬ তোলা প্রক্ষেপ দিবে এবং রান্না, বিড়ঙ্গ, মরিচ, পিপ্পলী, দস্তী, জটামাংসী, শুষ্ঠ ও দেবদারু প্রত্যেক বস্ত ১ তোলা পরিমাণে চূর্ণ করিয়া প্রদান করিবে। ইহা সেবনে আমবাত, কটীশূল, গৃধ্রসী ও ক্রেগষ্টুশীর্ষক প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

#### সিংহনাদগুণ্ডলুঃ

পলত্রয়ং কষায়স্য ত্রিফলায়াঃ সচূর্ণিতম্। সৌগন্ধিকপলঞ্চৈকং কৌশিকস্য পলং তথা॥ কড়বং চিত্রতৈলস্য সর্বমাদায় যত্নতঃ। পাচয়েৎ পাকবিদ্ বৈদ্যঃ পাঠ্রে লৌহময়ে দৃঢ়ে॥ হস্তি বাতং তথা পিত্তং শ্লেষ্মাণং খঞ্জপঙ্গতাম্। শ্বাসং সদজ্জর্যং হস্তি কাসং পঞ্চবিধং তথা॥ কঠানি বাতরক্তানি গুণ্ডমূলোদরাণি চ। আমবাতং জয়েদেতদপি বৈদ্যবিবর্জিতম্॥ এতদভ্যাসযোগেন জরাপলিতানাশনম্। সপিপ্তেলবসোপেতমশ্রীয়াচ্ছালিষষ্টিকম্॥ সিংহনাদ ইতি খ্যাতে রোগবারণদর্পহা। বহিবৃদ্ধিকরঃ পুংসাং ভাষিতো দণ্ডপাণিনা॥

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদের কাথ ৩ পল, শোধিত গন্ধকচূর্ণ ১ পল, গুগগুলু ১ পল, এরণ্ডতৈল ১০ সের (কেহ বলেন ১ সের), একখানি দৃঢ় লৌহপাঠ্রে প্রথমে এরণ্ডতৈলের সহিত গন্ধকচূর্ণ ও গুগগুলু পাক করিয়া পরে ত্রিফলার কাথ দিয়া আলোড়িত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, শ্বাস, পঞ্চবিধ কাস, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, গুণ্ড, শূল, উদর ও অতি কঠিন আমবাত রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা নিয়ত সেবন করিলে জরা ও পলিতাদি বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনকালে ঘৃত তৈল ও বসার সহিত শালি বা যষ্টিকধান্যের অন্ন পথ্য করিবে। এই ঔষধ সিংহনাদ গুগগুলু বলিয়া বিখ্যাত। ইহা সেবনে অগ্নির দীপ্তি হয়। (মাত্রা ২ আনা ইহাতে ২ তোলা পর্য্যাপ্ত)।

### বৃহৎ সিংহনাদ গুগগুলুঃ

পিট্টিতাং গুগগুলুর্মোহিণীং কটুতৈলপলাষ্টিকে। প্রত্যেকং ত্রিফলা প্রস্থৌ সার্কদ্রোণে জলে পচেৎ ॥ পাদশেষঞ্চ পূতঞ্চ পুনরতদ্বিঃশ্রিয়েৎ ॥ ত্রিকটুত্রিফলামুস্ত-বিড়ঙ্গামরদারু চ ॥ গুডুচামিত্রিবৃদ্ধস্তী-চবীশূরণমাণকম্ ॥ পারদং গন্ধকঞ্চৈব প্রত্যেকং শুক্লিসম্মিতম্ ॥ সহস্রং কানকফলং সিদ্ধে সংচূর্ণ্য নিষ্কিপেৎ ॥ ততো মাষদ্বয়ং জঙ্ঘা পিবেৎ তপ্তজলাদিকম্ ॥ অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বড়বানলসম্মিতম্ ॥ ধাতুবৃদ্ধিং বয়লাবৃদ্ধিং বলং সুবিপুলং তথা ॥ আমবাৎ শিরোবাৎ সন্ধিবাৎ সুদারুণম্ ॥ জানুজঙ্ঘাশ্রিতং বাতং সকটীগ্রহমেব চ ॥ অশ্বারীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ ভগ্নঞ্চ তিমিরোদয়ে ॥ অল্পপিপ্তং তথা কুষ্ঠং প্রমেহং শুদনির্গমম্ ॥ কাসং পঞ্চবিধং শ্বাসং ক্ষয়ঞ্চ বিষমজ্বরম্ ॥ শ্লীহানং শ্লীপদং গুল্মং পাণ্ডুরোগং সকামলম্ ॥ শোথাস্ত্রবৃদ্ধিশূলানি গুদজানি বিনাশয়েৎ ॥ মেদঃকফামসংঘাতং ব্যাধিবারণদর্পহা ॥ সিংহনাদ ইতিখ্যাতো যোগোহয়মমৃতোপমঃ ॥ (কটুতৈলেন গুগগুলুং পিট্টিয়িত্বা ক্কাথজলেন সহ পক্ষা আসন্নপাকে প্রক্ষেপার্থং ত্রিকটুদীনাং চূর্ণ ৪ তোলা শোধিত জয়পালবীজ গোটা ১০০০ রসগন্ধকৌ কঙ্কজলীকৃত্য শীতীভূতে দাতব্যো ইতি বৃদ্ধাঃ ১)

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া প্রত্যেক ৪ সের, শ্লথ পোট্টলীবদ্ধ গুগগুলু ১ সের, পাকার্থ জল ৯৬ সের, শেষ ২৪ সের। পরে ঐ পোট্টলীবদ্ধ গুগগুলু বাহির করিয়া তাহা ৮ পল কটুতৈলে পেষণ করণানন্তর ঐ ঐ ক্কাথ-জলের সহিত পাক করিবে। আসন্ন পাকে তাহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মূতা, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, গুলঞ্চ, চিতামূল, তেউড়ী, দস্তীমূল, চই, ওল, মাণ, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ৪ তোলা, জয়পাল ১০০০টা (উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া) নিক্ষেপ করত আলোড়িত করিয়া লইবে। মাত্রা ২ মাষা (ব্যবহার অর্দ্ধ সের ইহাতে অর্দ্ধ পোয়া পর্য্যন্ত)। অনুপান উষ জল বা উষ দুগ্ধ প্রভৃতি। ইহাতে অতিশয় অগ্নির দীপ্তি, ধাতুপুষ্টি ও বলবৃদ্ধি এবং আমবাৎ প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। ইহা তীব্র বিরোচক বলিয়া মেদ, কফ ও আমের সংঘাতনাশক।

### বাতারিগুগগুলুঃ

বাতারিতৈলসংযুক্তং গন্ধকং পুরসংযুতম্ ॥ ফলত্রয়যুতং কৃষ্ণা পিট্টিয়িত্বা চিরং রুজী ॥ ভক্ষয়েৎ প্রত্যহং প্রাতঃকৃত্যেত্যনুপানতঃ ॥ দিনে দিনে প্রয়োক্তব্যং মাষমেকং নিরন্তরম্ ॥ সামবাৎ কটীশূলং গৃধ্রসীং খঞ্জপঙ্গুতাম্ ॥ বাতরক্তং সশোথঞ্চ সদাহং ক্রেদস্থশীর্ষকম্ ॥ শময়েদ্ বহুশো দৃষ্টমপি বৈদ্যবিবর্জিতম্ ॥

এরুতৈল, গন্ধক, গুগগুলু ও ত্রিফলা একত্র পেষণ করিয়া তাহা এক মাস ক্রমাগত প্রাতঃকালে উষ জলের সহিত সেবন করিলে আমবাৎ, কটীশূল, গৃধ্রসী, পঙ্গুতা ও বাতরক্ত প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

### রসোনপিণ্ডঃ

রসোনস্য পলশতং তিলস্য কুড়বং তথা ॥ হিঙ্গু ত্রিকটুকং ক্ষারৌ দ্বৌ পঞ্চ লবণানি চ ॥ শতপুষ্পা তথা কুষ্ঠং পিপ্পলীমূলচিত্রিকৌ ॥ অজমোদা যমানী চ ধান্যকঞ্চাপি বুদ্ধিমান্ ॥ প্রত্যেকস্ত পলঞ্চৈষাং শ্লক্ষুচূর্ণানি কারয়েৎ ॥ ঘটভাণ্ডে দৃঢ়ে চৈতৎ স্থাপয়েদ্ দিনষোড়শ ॥ প্রক্ষিপ্য তৈলমাণীঞ্চ প্রস্থার্দং কাক্ষিকস্য চ ॥ খাদেৎ কষ্যপ্রমাণস্ত তোয়ং মদাং পিবেদনু ॥ আমবাতে তথা বাতে সর্ববৈদ্যৈকাজসংশ্রয়ে ॥ অপশ্মারেহনলে মন্দে কাসশ্বাসগরেষু চ ॥ উন্মাদে বাতভগ্নে চ শূলে জস্তোঃ প্রশস্যতে ॥ রসোনপিণ্ডাদুপজাতগাত্র-দাহে বিদধ্যাদ্ বপুষঃ প্রলেপম্ ॥ ধৃতুরপত্রস্বরসেন পিষ্টং নাগেশচূর্ণং নবনীতযুক্তম্ ॥

রসুন ১২ ॥ ০ সের, নিম্বষ তিল ১০ সের, হিঙ্গু, ত্রিকটু, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, শুলফা, কুড়, পিপ্পলমূল, চিতামূল, বনযমানী, যমানী ও ধনে ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল; এই সমুদায় একত্র কোন ঘটপাত্রে রাখিয়া তাহাতে তিলতৈল ১ সের ও কাঁজি ২ সের প্রক্ষিপ্ত করিয়া ১৬ দিন

ধন্যরাশির মধ্যে রাখিবে। মাত্রা ২ তোলা (ব্যবহার ৥০ তোলা)। অনুপান জল বা মদ্য। ইহাতে আমবাত, বাত, শ্বাস, কাস ও শূলাদি নানা রোগ নষ্ট হয়। রসোনপিণ্ড সেবনে গাত্রদাহ উপস্থিত হইলে নাগেশ্বরচূর্ণ ধূতুরাপাতার (কেহ বলেন ধূতুরাফুলের) রসে মাড়িয়া তাহার সহিত নবনীত মিশাইয়া গাত্রে প্রলেপ দিবে।

#### মহারসোনপিণ্ডঃ

পলশতং রসো নস্য তদধ্বং নিস্তৃষাৎ তিলাৎ। পাত্রং গব্যস্য তত্রস্য পিষ্টা চৈতানি সংক্ষিপেৎ॥ ত্রিকটু ধান্যকং চব্যং চিত্রকং গজপিপ্ললী। অজমোদা ত্রুগেলা চ গ্রহিকঞ্চ পলাংশিকম্॥ শর্করায়াঃ পলান্যষ্টৌ পলাংশং মরিচস্য চ। কুষ্ঠাজাজ্যোচ্চ চত্বারি মধুনঃ কুড়বং তথা॥ আর্দ্রকস্য চ তাবন্তি সর্পিষোহষ্টৌ পলানি চ। তিলতৈলস্য চত্বারি শুভ্রকস্যাপি বিংশতিম্॥ সিদ্ধার্থকস্য চত্বারি রাজিকায়ান্তথৈব চ। কর্ষপ্রমাণং দাতব্যং হিঙ্গুলবর্ণপঞ্চকম্॥ একীকৃত্য দৃঢ়ে কুণ্ডে ধান্যরাসৌ নিধাপয়েৎ। দ্বাদশাহং সমুদ্ধত্যা প্রাতঃ খাদ্যং যথাবলম্॥ সুরাং সৌবীরকং সীধু ক্ষীরঞ্চানু পিবেন্নরঃ। জীর্ণে যথেষ্টিতং ভোজ্যং দধিপিষ্টান্নবর্জিতম্॥ একমাসপ্রয়োগেণ সর্বান্ ব্যাধীন্ ব্যাপোহতি। অশীতিং বাতজান্ রোগাংশ্চ-  
ত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্॥ বিংশতিং শ্লেথ্নিকাংশ্চৈব প্রমেহানপি বিংশতিম্। অর্শাংসি যটুপ্রকারানি শুন্মং পঞ্চবিধং তথা॥ অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠমেকাদশবিধং ক্ষয়ম্। শ্ময়থুং যোনিশূলঞ্চ সর্বমাশু বিনাশয়েৎ॥ ক্ষতসন্ধ্যাহিভগ্নানাং সন্ধানকরণঃ পরঃ। দৃষ্টৈর্বলকরে হৃদ্য আয়ুষ্যো বলবর্দ্ধনঃ। মহারসোন-  
পিণ্ডোহয়মামবাতকুলান্তকঃ॥ (সর্বানেকীকৃত্য চণ্ডাতপে শোষয়িত্বা স্নিগ্ধভাণ্ডে সংস্থাপ্য ধান্যরাসৌ দ্বাদশ দিনানি স্থাপ্য তত উদ্ধৃত্য আকৃষ্য খাদ্যং মাং ৮ উক্তমনুপানম্)।

রসোন ১০০ পল, তুষরহিত তিল ৫০ পল, গব্য তত্র ১৬ সের, ত্রিকটু, ধনে, চই, চিতামূল, গজপিপ্ললী, বনযমানী, গুড়ভ্রুক, এলাইচ, পিপুলমূল ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল, চিনি ৮ পল, মরিচচূর্ণ ১ পল, কুড় ৪ পল, কৃষ্ণজীরা ৪ পল, মধু ৥০ সের, আদা ৪ পল, ঘৃত ৮ পল, তিলতৈল ৪ পল, শুভ্র (কাঁজিবিশেষ) ২০ পল, শ্বেতসর্ষপ ৪ পল, রাইসর্ষপ ৪ পল, হিঙ্গু ২ তোলা, পঞ্চলবণ প্রত্যেক ২ তোলা, এই সমুদায় ঘৃতকুণ্ডে স্থাপন করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ১২ দিন অবস্থাপিত করিবে। প্রাতঃকালে যথাযোগ্য মাত্রায় প্রদান করিবে। অনুপান সুরা, সৌবীরক, সীধু বা দুগ্ধ। দধি ও পিষ্টক ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্য ভোজ্য। এক মাস এই ঔষধ সেবন করিলে নানাপ্রকার বাতজ, পিত্তজ ও কফজ ব্যাধি নিবারিত হয়। ইহা আমবাতের মহৌষধ এবং আয়ুষ্য, হৃদ্য, চক্ষুর্জ্যোতিষ্কর ও বলবর্দ্ধক।

#### আমবাতগজসিংহো মোদকঃ

শুষ্ঠীচূর্ণস্য প্রষ্ট্রেকং যমান্যাশ্চ পলাষ্টকম্। জীরকস্য পলদ্বন্দ্বং ধান্যকস্য পলদ্বয়ম্॥ পলৈকং শতপুষ্পায়া লবঙ্গস্য পলং তথা। টঙ্গণস্য পলং ভৃষ্টং মরিচস্য পলং ভবেৎ॥ ত্রিবৃত্তাগ্রিফলাক্ষার-পিপ্ললীনাং পলং পলম্। শট্টোলাতেজপত্রাণাং চবিকানাং পলস্তথা॥ অভ্রং লৌহং তথা বঙ্গং প্রত্যেকঞ্চ পলং পলম্। এতেষাং সর্বচূর্ণানাং খণ্ডং দদ্যাদ্ গুণত্রয়ম্॥ ঘৃতেন মধুনা মিশ্রং কর্ষমাত্রস্ত মোদকম্। একৈকং ভক্ষয়েৎ প্রাতর্ঘৃৎক্ষানুপিবেৎ পয়ঃ॥ শরীরং বীক্ষ্য মাত্রাস্য যুক্ত্য বা ক্রটিবর্দ্ধনম্। আমবাতপ্রশমনঃ কটীগ্ৰহবিনাশনঃ॥ শূলঘ্নো রক্তপিণ্ডশ্চান্নপিত্তবিনাশনঃ। শ্রীমতা চন্দ্রনাথেন গুরুণা ভাষিতং ময়ি॥ শ্রীমদাহননাথোহহং কৃতবান্ মোদকং শুভম্। গজ্জ্বত্বামগজেস্ত্রোহয়মজীর্ণবলমগতঃ॥ যথা সিংহো বনে হস্তি দন্তিনং বলিনং শুভম্। তথামরাজকরিণং নিহন্ত্যেব ন সংশয়ঃ॥ (শট্টাদীনাং চতুর্গাং প্র ক ১ সুগমন্যৎ)।

শুঠ ২ সের, যমানী ১ সের, জীরা ২ পল, ধনে ২ পল, শুলফা ১ পল, লবঙ্গ ১ পল, সোহাগার খই ১ পল, মরিচ ১ পল, তেউড়ী, ত্রিফলা, যবক্ষার, পিপুল, শটী, এলাইচ, তেজপত্র, চই, অত্র, লৌহ ও বঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল, চূর্ণসমষ্টির তিন গুণ চিনি। ঘৃত ও মধুসংযোগে মোদক প্রস্তুত করিবে। বলাদি বিবেচনা করিয়া ২ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় ব্যবস্থা করিবে। অনুপান দুগ্ধাদি। ইহা সেবন করিলে আমবাত, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত ও শূল প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

#### আমবাতারিটিকা

রসগন্ধকলৌহাদ্র<sup>১</sup>-তুখটঙ্গণসৈন্ধবান্। সমভাগৈর্বীচূর্ণ্যাথ চূর্ণদ্বিগুণশ্চ গুণ্ডলুঃ।। গুণ্ডলোঃ পাদিকং দেয়ং ত্রিবৃত্তমূলবন্ধলম্। তৎসমং চিত্রকং দেয়ং ঘৃতেন বটিকাং কুরু।। খাদেম্মাষদ্বয়ধেদং ত্রিফলাজলযোগতঃ। আমবাতারিটিকা পাটিকা ভেদিকা মতা।। আমবাতং নিহন্ত্যাপ্ত গুণ্ডমশূলোদরাণি চ। যকৎপ্লীহোদরাষ্টীলাঃ কামলাং পাণ্ডুরোগকম্।। হলীমকঞ্চান্নপিত্তং স্বয়ং শ্লীপদার্কদৌ। গ্রন্থিশূলং শিরঃশূলং বাতরোগঞ্চ গৃধ্রসীম্।। গলগণ্ডং গণ্ডমালাং ক্রিমিকৃষ্টবিনাশিনী। বিদ্রধিং গর্দভানাহবস্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ নাশয়েৎ। আমবাতারি-বটিকা পুরেশানেন চোদিতা।।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র, (পাঠান্তরে তাত্র), তুঁতে, সোহাগা, সৈন্ধব প্রত্যেক সমান ভাগ। সকলের দ্বিগুণ গুণ্ডলু, গুণ্ডলুর চতুর্থাংশ (সিকিভাগ) তেউড়ীচূর্ণ, তেউড়ীচূর্ণের সমান চিতামূলচূর্ণ। সমুদায় ঘৃতে মর্দন করিয়া ২ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ত্রিফলার জল। এই ঔষধ পাচক ও ভেদক। ইহা সেবন করিলে আমবাত, গুল্ম, শূল, উদর, যকৎ, প্লীহা, অম্লপিত্ত এবং শিরঃশূল প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

#### অপরামবাতারি-বটিকা

রসগন্ধৌ বরা বহিগুণ্ডলুঃ ক্রমবর্দ্ধিতঃ। এতদেবগুতৈলেন মর্দয়েদতিচিক্ণম্।। কর্ষোহস্যৈরগুতৈলেন হস্ত্যঞ্চজলপায়িনঃ। আমবাতমতীবোগং দুগ্ধং মৌদ্ধাদি বজ্জয়েৎ।।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, ত্রিফলা ৩ ভাগ, চিতা ৪ ভাগ, গুণ্ডলু ৫ ভাগ, এই সকল দ্রব্য এরগুতৈলের সহিত অতি পরিষ্কাররূপে মর্দন করিবে। পরে ২ তোলা প্রমাণ এরগুতৈলের সহিত সেবন করিয়া উষ্ণ জল পান করিবে; তাহা হইলে অত্যুগ্র আমবাতও বিনষ্ট হইবে। এই ঔষধ সেবনকালে দুগ্ধ ও মুগ প্রভৃতি বজ্জন করিবে।

#### আমবাতেশ্বরো রসঃ

শুদ্ধগন্ধং পলার্কঞ্চ মৃততাম্রঞ্চ তৎসমম্। তাম্রার্কং পারদং শুদ্ধং রসতল্যং মৃতায়সম্।। সর্বং পঞ্চাঙ্গুলেনৈব ভাবয়েচ্চ পুনঃপুনঃ। সংচূর্ণ্য পঞ্চকৌলৌথে কাথে সর্বং বিভাবয়েৎ।। রৌদ্রে বিংশতি-বারাংশ্চ শুভ্রচীনাং রসৈর্দর্শ। ভূষ্টটঙ্গণচূর্ণেন তুল্যেন সহ মেলয়েৎ।। টঙ্গণার্কং বিড়ং দেয়ং মরিচং বিড়তুল্যকম্।। তিস্তিডীক্ষারতুল্যঞ্চ সূততুল্যঞ্চ দস্তিকম্।। ত্রিকটু ত্রিফলা চৈব লবঙ্গষার্কভাগিকম্। আমবাতেশ্বরো নাম বিষুনা পরিকীৰ্ত্তিতঃ।। মহাঘ্নিকারকো হোষ আমবাতান্তকো মতঃ। স্থূলানাং কর্ষণঃ শ্রেষ্ঠঃ কৃশানাং স্থৌল্যকারকঃ।। অনপানবিশেষণ সর্বরোগবিনাশনঃ। অনেন সদৃশো নাস্তি বহির্দীপ্তিকরো মহান্।। গুণ্ডমার্শোগ্রহণীদোষ-শোথপাণ্ডুজ্বরপহঃ।।

শোধিত গন্ধক ও তাম্র প্রত্যেকের ৪ তোলা, শুদ্ধ পারদ ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা, এই সকল দ্রব্যকে এরগুমূলের রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। পরে চূর্ণ করিয়া পঞ্চকোলের (পিপুল, পিপুলমূল,

১. লৌহাদ্র ইত্যত্র লৌহার্ক ইতি বা পাঠঃ।

চই, চিতা, শুঠ) কাথ দ্বারা ২০ বার ভাবনা দিয়া গুলঞ্চ রসে ১০ বার ভাবনা দিবে। ইহার সহিত সর্বসমান সোহাগাচূর্ণ, তদর্দ্ধ বিটলবণ এবং মরিচ মিলিত করিয়া তিস্তিড্রীক্ষার ও দস্তী পারদের তুলা (২ তোলা) এবং ত্রিকটু, ত্রিফলা ও লবঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। বিষুঃ কর্তৃক এই আমবাতেশ্বর নামক মহৌষধ কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। এই ঔষধ অনুপানবিশেষে প্রয়োজিত হইলে আমবাত, অগ্নিমান্দ্য, অতিরিক্ত স্থূলতা, কৃশতা, গুল্ম, অশ্ম, গ্রহণী, শোথ, পাণ্ডু প্রভৃতি সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয় এবং ইহা শরীর পুষ্ট ও অগ্নি বৃদ্ধি করে।

#### বাতগজেন্দ্রসিংহঃ

অত্রং লৌহং রসং গন্ধকং তাম্রং নাগং সটঙ্গম্। বিষং সিদ্ধং লবঙ্গঞ্চ হিঙ্গু জাতীফলং সমম্॥ তদর্দ্ধং ত্রিসুগন্ধঞ্চ ত্রৈফলং জীরকং তথা। কন্যারসেন সংপিষ্য বটী কার্য্য ত্রিরক্তিকা॥ সেব্য্য পয়োহনুপানেন সদা প্রাতঃ সুখান্বিতৈঃ। অশীতিং বাতজাং রোগাংশ্চত্বারিংশ্চ পৈত্তিকান্॥ বিংশতিং শ্লেথিকান্ রোগান্ সেবনাদেব নাশয়েৎ। অভিঘাতেন যে ক্ষীণাঃ ক্ষীণাৰ্দ্ধাবয়বাশ্চ যে। ব্যাধিক্ষীণা বয়ঃক্ষীণাঃ স্ত্রীক্ষীণাশ্চাপি যে নরাঃ। ক্ষীণেন্দ্রিয়া নষ্টগুত্রা বহিহীনাশ্চ মানবাঃ। তেষাং ব্যাশ্চ বলশ্চ বয়ঃস্থাপন এব চ। খঞ্জানাং পঙ্গুকুজানাং ক্ষীণানাং মাংসবর্দ্ধনঃ। অরোগী সুখমাপ্নোতি রোগী রোগাদ্ বিমুচ্যতে। রসস্যাস্য প্রসাদেন নান্তি রোগাশ্চয়ং কচিৎ। বাতগজেন্দ্রসিংহোহুয়ং রসো রোগবিনাশকঃ॥

অত্র, লৌহ, রস, গন্ধক, তাম্র, সীসা, সোহাগা, বিষ, সৈন্ধব, লবঙ্গ, হিঙ্গু ও জায়ফল প্রত্যেক ১ তোলা; গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, ত্রিফলা ও জীরা প্রত্যেক ১০ তোলা; এই সমুদয় ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান জল। ইহা সেবন করিলে আমবাত এবং বাতিক পৈত্তিক ও শ্লেথিক বিবিধ রোগের উপশম হয়।

#### ত্রিফলাদিলৌহম্

ত্রিফলা মুস্তকং ব্যোষং বিড়ঙ্গং পুষ্করং বচা। চিত্রকং মধুকণ্ঠেব পলাংশং শ্লক্ষুচূর্ণিতম্॥ অযশ্চূর্ণপলান্যষ্টৌ গুগ্গুলোস্তাবদেব হি। আলোভ্য মধুনোপেতং পলদ্বাদশকেন চ। প্রাতর্বিলাহ্য ভুঞ্জানো জীর্ণে তস্মিন্ জয়েদ্রজঃ। দুঃসাধ্যমামবাতঞ্চ পাণ্ডুরোগং হলীমকম্। জীর্ণান্নসম্ভবং শূলং শ্বয়থুং বিষমজ্বরম্॥

ত্রিফলা, মুতা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, কুড়, বচ, চিতামূল ও যষ্টিমধু প্রত্যেক চূর্ণ ৬ পল, লৌহচূর্ণ ৮ পল, গুগগুলু ৮ পল, এই সমুদায় দ্রব্য ১২ পল মধুর সহিত মর্দন করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে দুঃসাধ্য আমবাত ও অন্নদ্রবশূল প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়।

#### বৃদ্ধদারাদ্যং লৌহম্

বৃদ্ধদারত্রিবৃন্দস্তী-গজপিপ্লিমাণকৈঃ। ত্রিকট্রয়সমায়ুক্তৈরামবাতাস্তকস্ত্বয়ঃ। সর্বান্নেব গদান্ হন্তি কেশরী করিণং যথা॥

বৃদ্ধদার, তেউড়ীমূল, দস্তী, গজপিপ্লী, পুরাতন মাণকচূর মূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা এবং ত্রিজাত (দারুচিনি, এলাইচ ও তেজপাত; মতান্তরে ত্রিমদ), প্রত্যেক সমভাগ, সকলের সমান লৌহ। এই ঔষধ আমবাতাদি রোগসকল বিনষ্ট করে।

#### বিড়ঙ্গাদি-রস লৌহম্

বজ্রপাণ্ডাদিলৌহানাং গ্রাহ্যং পঞ্চপলং শুভম্। চূর্ণং মৃত্যাক্রকস্যপি লৌহার্দ্ধং পারদং তথা॥ ত্রিগুণা ত্রিফলা গ্রাহ্যা লৌহাভ্যাং ঘোড়শৈর্জলৈঃ। পঙ্কটিভাগশেষস্ত গ্রাহ্যং কাথজলং ততঃ। তেন লৌহাভ্রচূর্ণঞ্চ পুনঃ পাচ্যং সমং ঘটম্। শতাবর্য্যা রসক্ষেব ক্ষীরঞ্চ দ্বিগুণং রসাৎ॥ লৌহময্যা পচেদ্ দর্ব্ব্যা পাঠে

চায়সি তাম্রকে। পচেৎ পাকবিধিজন্তু বহিনা মৃদুনা শনৈঃ।। সিদ্ধে চ প্রক্ষিপেদেতান্ বিড়ঙ্গাদিযথোদিতান্।  
বিড়ঙ্গং নাগরং ধান্যগুড়ুচীসন্তুজীকরম্।। পলাশবীজং মরিচং পিপ্পলী হস্তিপিপ্পলী। ত্রিবৃতা ত্রিফলা  
দন্তী এলা চৈরগুকাং তথা।। চবিকা গ্রন্থিকং চিত্রং মুস্তকং বৃদ্ধদারকম্। সর্বেষাং চূর্ণমেতেষাং লৌহাত্রক-  
সমং ভবেৎ।। আমবাতগজেন্দ্রস্য কেশরী বিধিনির্দিষ্টঃ। আমবাতঞ্চ শোথঞ্চাপ্যগ্নিমান্দ্যং হলীমকম্।।  
(হস্তীতি শেষঃ)।

লৌহ ৫ পল, অত্র ২ ৥০ পল, পারদ ২ ৥০ পল। কাথার্থ ত্রিফলা প্রত্যেক ৭ ৥০ পল, জল ৩৬০  
পল, শেষ ৪৫ পল। প্রথমে কোন লৌহ বা তাম্রপাত্রে উক্ত লৌহ ও অত্রচূর্ণ রাখিয়া তাহাতে ঐ  
ত্রিফলার কাথ ৪৫ পল, ঘৃত ৭ ৥০, শতমূলীর রস ৭ ৥০ পল, দুগ্ধ ১৫ পল নিক্ষেপ করিয়া মৃদু  
অগ্নিতে পাক করিবে এবং লৌহদর্ষী দ্বারা নাড়িবে। আসন্নপাকে পশ্চাৎস্থিত দ্রব্যসকল প্রক্ষেপ  
করিবে। যথা বিড়ঙ্গ, শুঠ, ধনে, গুলঞ্চসার, জীরা, পলাশবীজ, মরিচ, পিপুল, গজপিপ্পলী, তেউড়ী,  
ত্রিফলা, দন্তীমূল, এলাইচ, এরগুমূল, চই, পিপুলমূল, চিতামূল, মুতা ও বিদ্ধকবীজ ইহাদের  
মিলিত চূর্ণ ৭ ৥০ পল। পাকসমাপনান্তে নামাইয়া উপরিউক্ত পারদ ২ ৥০ পল এবং গন্ধক ২ ৥০  
পল (অনুজ্ঞ হইলেও) কজ্জলী করিয়া উহার সহিত মিশাইয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। ইহা সেবন  
করিলে আমবাত, শোথ, অগ্নিমান্দ্য ও হলীমক রোগ নষ্ট হয়।

পঞ্চানন-রস লৌহম্

জরিতং পুটিতং লৌহচূর্ণং পঞ্চপলং শুভম্। গুগ্গলোশচ পলং পঞ্চ লৌহার্দ্ধং মৃতমত্রকম্।। শুদ্ধসূতমত্র-  
সমং গন্ধকং তৎসমং ভবেৎ। ত্রিগুণাময়সচূর্ণাৎ কৃত্বা তাং ত্রিফলাং পচেৎ।। দ্বিরষ্টভাগং পানীয়মষ্টভাগ-  
বশেষিতম্।। তেন চাষ্টাবশেষেণ পচেন্নৌহাত্রগুগ্গলুম্।। ঘৃততুল্যং শতাবর্য্য রসং দত্তা তথা শুভম্।  
প্রস্থং প্রস্থঞ্চ দুগ্ধস্য শনৈর্মুদগ্নিনা পচেৎ।। লৌহমর্য্যা পচেদ দর্ষ্যা পাত্রে চায়সি মুন্ময়ে। ততঃ পাক-  
বিধিজন্তু পাকসিদ্ধৌ বিনিষ্কিপেৎ।। বিড়ঙ্গং নাগরং ধান্যং গুড়ুচীসন্তুজীকরম্। পঞ্চকোলং ত্রিবৃদন্তী  
ত্রিফলৈলা চ মুস্তকম্।। সচর্চিতঞ্চ প্রত্যেকমেষাৰ্দ্ধপলং ক্ষিপেৎ।। রসস্য কজ্জলীং কৃত্বা ঈষদুষে  
বিমদয়েৎ।। উত্তর্য্য স্থাপয়েদ ভাণ্ডে স্নিগ্ধে চাপি সুরক্ষিতম্।। ঘৃতেন মধুনা পশ্চাৎমদ্যিভানুপানতঃ।।  
গুড়ুচীনাগরৈরগুগ্গলুকাথয়িত্বা জলং পিবেৎ। ভক্ষয়েচ্ছুদ্ধদেহস্ত শুভেহহনি সুরার্চকঃ।। আমবাতমহাব্যাধি-  
বিনাশায়েষ্টদেবতাম্।। সন্ধিবাতং কটীশূলং কৃষ্ণিশূলং সুদারুণম্।। জজ্ঞাপাদাঙ্গুলীশূলং গৃধ্রসীং হস্তি  
পঙ্গুতাম্।। গুল্মশোথং পাণ্ডুরোগং সন্ধিবাতঞ্চ দুঃসহম্। আমবাতগজেন্দ্রস্য কেশরী বিধিনির্দিষ্টঃ।।

লৌহ ৫ পল, গুগগুলু ৫ পল, অত্র ২ ৥০ পল, পারদ ২ ৥০ পল, গন্ধক ২ ৥০ পল, কাথার্থ ত্রিফলা  
প্রত্যেক ৫ পল, জল ৩০ সের, শেষ ৩ সের ৬ পল। এই কাথে লৌহ অত্র ও গুগগুলু পাক  
করিবে। তাহাতে ঘৃত ৩২ পল, শতমূলীর রস ৩২ পল, দুগ্ধ ৩২ পল দিয়া লৌহ বা মৃন্ময়পাত্র  
লৌহদর্ষী দ্বারা পাক করিবে। আসন্নপাকে বিড়ঙ্গ, শুঠ, ধনে, গুলঞ্চসার, জীরা, পঞ্চকোল, তেউড়ী,  
দন্তীমূল, ত্রিফলা, এলাইচ, মুতা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা নিক্ষেপ করিবে। পারদ ও গন্ধক  
কজ্জলী করিয়া ঈষদুষে থাকিতে নিক্ষেপ করা কর্তব্য। পরে ঔষধ নামাইয়া স্নিগ্ধ ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে।  
ইহা ঘৃত ও মধুর সহিত মাড়িয়া গুলঞ্চ শুঠ ও এরগুমূলের কাথের সহিত সেব্য। অগ্রে বিরচনাদি  
দ্বারা দেহ শোধন করিয়া পশ্চাৎ এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহাতে আমবাত ও সন্ধিবাত  
প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়।

নাগরকাথক্কাভ্যাং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। চতুর্গুণেন তেনাথ কেবলেনোদকেন বা।। বাতশ্লেষ্মাপ্রশমনমগ্নি-

\* সন্দীপনং পরম্। নাগরং ঘৃতমিত্যুজং কট্যামশূলনাশনম্।।

ঘৃত ৪ সের। কঙ্কার্থ কুট্রিত শুষ্ঠী ১ সের; শুষ্ঠীর কাথ কিংবা কেবল জল ১৬ সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে কটীশূল ও আমবাত প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। ইহা অগ্নিবর্ধক।

**শৃঙ্গবেরাদ্যং ঘৃতম্**

শৃঙ্গবেরযবক্ষার-পিপ্পলীমূলপিপ্পলীঃ। পিষ্টা বিপাচয়েৎ সর্পিরারনাং চতুর্ভুগম্।। শূলং বিবন্ধমানাহমাম-  
বাতং কটীগ্রহম্। নাশয়েদ্ গ্রহণীদোষগ্নিসন্দীপনং পরম্।।

ঘৃত ৪ সের। কঙ্কার্থ শুষ্ঠ, যবক্ষার, পিপুলমূল, পিপুল মিলিত ১ সের। কাঁজি ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত সেবন করিলে শূল, বিবন্ধ, আনাহ, আমবাত, কটীগ্রহ ও গ্রহণীদোষ নিরাকৃত হয়। ইহা অগ্নিসন্দীপক।

**কাঞ্জিকষটপলঘৃতম্**

হিঙ্গু ত্রিকটুকং চব্যং মাণিমম্বং তথৈব চ। কঙ্কান্ কৃত্বা চ পলিকান্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।। আরনালাড়কং  
দত্তা তৎসর্পির্জঠরাপহম্। শূলং বিবন্ধমানাহমামবাতং কটীগ্রহম্।। নাশয়েদ্ গ্রহণীদোষং মন্দাগ্নেদীপনং  
পরম্। পুস্ত্যর্থং পয়সা সাধ্যং দত্তা বিগ্নুত্রসংগ্রহে। দীপনার্থং মতিমতা মন্তুনা চ প্রকীর্তিতম্।।

ঘৃত ৪ সের। কঙ্কদ্রব্য হিঙ্গু, শুষ্ঠ, পিপুল, মরিচ, চই ও সৈন্ধব প্রত্যেক ১ পল পরিমিত। কাঁজি ১৬ সের। যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে জঠর, শূল ও আমবাত প্রভৃতি রোগ নষ্ট এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয়। এই ঘৃত কাঁজির পরিবর্তে চতুর্ভুগ দুগ্ধ দ্বারা পাক করিলে পুষ্টিকারক, চতুর্ভুগ দধির সহিত পাক করিলে মলমূত্রের বিবন্ধতানাশক এবং দধির মাতের সহিত পাকে অগ্নিদীপক ইহিয়া থাকে।

**প্রসারণী তৈলম্**

প্রসারণ্যা রসসিদ্ধং তৈলমেরুগুজং পিবেৎ। সর্বদোষহরক্ষৈব কফরোগহরং পরম্।

এরুগুতৈল ৪ সের, ১৬ সের গন্ধভাদুলিয়ার রসের সহিত পাক করিয়া যথামাত্রায় পান করিলে উপকার হয়। শ্লেষ্মিক রোগে ইহা অত্যন্ত হিতকর।

**দ্বিপঞ্চমূল্যাদ্যং তৈলম্**

দ্বিপঞ্চমূলীনির্যুহ-কঙ্কদ্রব্যম্কাঞ্জিকৈঃ। তৈলং কট্যুপার্শ্বার্জি-কফবাতাময়ান্ গ্রহান্।। হস্তি বস্তিপ্রদানেন  
করোত্যগ্নিবলং মহৎ।।

দশমূলের কাথ ও কঙ্ক এবং দধি ও অল্প কাঞ্জিকের সহিত পক তৈলের বস্তি প্রয়োগ করিলে কটী, উরু ও পার্শ্বশূল এবং বাতশ্লেষ্মিক বেদনা নিবারিত হয়। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবলকারক।

**বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্**

সৈন্ধবং শ্রেয়সী রাস্না শতপুষ্পা যমানিকা। সর্জ্জিকা মরিচং কুষ্ঠং শুষ্ঠী সৌবর্চলং বিড়ম্।। বচাজমোদা  
মধুকং জীরকং পৌন্ধরং কণা। এতান্যর্দ্ধপলাংশানি শ্লক্ষুপিষ্টানি কারয়েৎ।। প্রস্থমেরুগুতৈলস্য প্রস্থামু  
শতপুষ্পজম্। কাঞ্জিকং দ্বিগুণং দত্তা তথা মন্তু শনৈঃ পচেৎ।। সিদ্ধমেতৎ প্রযোজ্যমামবাতহরং পরম্।  
পানভাজনবস্তৌ চ করুতেহগ্নিবলং ভূশম্।। বাতার্শ্ববজ্ঞশে শস্তং কটীজানুরুসন্ধিজে। শূলে হৃৎপার্শ্বপৃষ্ঠেষ  
কৃষ্ণেহুম্মরিনিপীড়িতে।। বাহ্যায়ামার্দিতানাহে অস্ত্রবন্ধিনিপীড়িতে। অন্যাংশানিলজান্ রোগান্  
নাশয়ত্যশু দেহিনাম্।।



এরপ্ততৈল ৪ সের, শুলফার কাথ ৪ সের, কাঁজি ৮ সের, দধির মাত ৮ সের। কঙ্কার্থ সৈন্ধব, গজপিপ্লী, রান্না, শুলফা, যমানী, সর্জ্জক্ষার, মরিচ, কুড়, শুঠ, সচল লবণ, বিটলবণ, বচ, যমানী, যষ্টিমধু, জীরা, পিপুল ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা। এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ ও বস্তিতে প্রয়োগ করিলে আমবাত প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হইয়া অগ্নিবল বৃদ্ধি হয়।

### দ্বিতীয় সৈন্ধবাদ্য তৈলম্

সৈন্ধবং দেবকাষ্ঠঞ্চ বচা শুষ্ঠী চ কটফলম্। শতাহা মুস্তকং চব্যং মেদে মলহরং ত্রিবং।। হিজ্জলস্য ত্বচং বালং চিত্রকং ব্রহ্মযষ্টিকা। শটী বিভ্জঙ্গমধুকং রেণুকাতিবিষা রুবু।। অম্বষ্ঠা নীলিনী দস্তীমূলং মরিচমেব চ। অজমোদা পিপ্লী চ কুষ্ঠং রান্না চ গ্রহিকম্।। এষাং কৰ্মমিতৈঃ কষ্টৈঃ শনৈর্মুদগিনা পচেৎ। প্রহৃষ কটুতৈলস্য মুচ্ছিতস্য যথাবিধি। এতৎ তৈলবরং শ্রেষ্ঠমভ্যঙ্গ্যং সৰ্ববাতানুৎ। বিশেষেণামবাতেষু কটীজানুরুসন্ধিষু।। হৃৎপার্শ্বসৰ্বগাথেষু শূলশৈব বিনাশয়েৎ। বাতশ্লেষ্মাণি বাহ্যায়ামাস্ত্রবৃদ্ধৌ ভগন্দরে।। শস্তং নাড়ীত্রপানং সৰ্বান নাশয়ত্যথ দেহিনাম্। অন্যাংশ্চ বিবিধান্ রোগান বৃক্ষমিদ্ভ্রাশনির্যথা।। সৈন্ধবাদ্য-মিদং তৈলং সৰ্বকাময়নিসূদনম্।।

যথাবিধি মুচ্ছিত কটু তৈল ৪ সের। কঙ্কার্থ সৈন্ধব, দেবদারু, বচ, শুঠ, কটফল, শুলফা, মুতা, চই, মেদা, মহামেদা, জয়পালমূল (অথবা ত্বক), তেউড়ীমূল, হিজলছাল, বালী, চিতামূল, বামুনহাটী, শটী, বিভ্জঙ্গ, যষ্টিমধু, রেণুক, আতইচ, এরপ্তমূল, আকনাদি, নীলবৃক্ষ, দস্তীমূল, মরিচ, বনযমানী, পিপুল, কুড়, রান্না, পিপুলমূল প্রত্যেক ২ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই তৈল মর্দনে সকল প্রকার বাতরোগ নষ্ট হয়। বিশেষত আমবাতে ও হৃৎপার্শ্বশূলে এবং সর্বাঙ্গশূলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

### বিজয়ভৈরবতৈলং মহাবিজয়ভৈরবতৈলঞ্চ

রসগন্ধশিলাতালং সৰ্বং কুর্যাৎ সমাংশকম্। চূর্ণয়িত্বা ততঃ সূক্ষ্মমারনালেন পেষয়েৎ।। তৈলকঙ্কেন সংলিপ্য সূক্ষ্মবস্ত্রং ততঃ পরম্। তৈলাভ্যাং কারয়েদ্ বর্ষিমূর্দ্ধভাগে চ দীপয়েৎ।। বর্ষাধঃস্থাপিতে পাत्रে তৈলং পততি শোভনম্। লেপয়েন্তেন গাত্রাণি ভক্ষণায় চ দাপয়েৎ।। নাশয়েৎ সূততৈলং তদ্ বাতরোগান-শেষতঃ। বাহুকম্পং শিরঃকম্পং জঙ্ঘাকম্পং ততঃ পরম্।। একাঙ্গঞ্চ তথা বাতং হস্তি লেপ্তান্ন সংশয়ঃ। ফণিফেনযুতশ্চৈতন্মহাবিজয়ভৈরবম্।।

পারদ, গন্ধক, মনছাল ও হরিতাল প্রত্যেক ২ তোলা কাঁজিতে পেষণ করিয়া তদ্বারা সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড লিপ্ত করিবে। পরে উহা শুষ্ক করিয়া বাতির ন্যায় পাকাইবে এবং সেই বাতির অগ্রভাগে তৈল মাখাইবে। পরে বাতি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাতে অল্প-অল্প তৈল ঢালিয়া দিবে, ঐ তৈল প্রজ্জ্বলিত হইয়া নিম্নস্থাপিত পাत्रে বিন্দু-বিন্দু পতিত হইবে, (উল্লিখিত বর্ষিতে ১৬ তোলা মাত্রা তৈল প্রস্তুত হইবে)। ইহার নাম বিজয়ভৈরব তৈল। এই তৈল গাত্রে মর্দন করিলে প্রবল বেদনা, একাঙ্গবাত ও বাহুকম্প প্রভৃতি বিবিধ বাতরোগ প্রশমিত হয়। ইহা ৩-৪ বিন্দু মাত্রায় দুষ্কের সহিত সেবন করিতেও দেওয়া যায়। এই তৈলের সহিত অহিফেন মিশাইলে মহাবিজয়ভৈরব তৈল প্রস্তুত হয়।

স্বল্পপ্রসারণীতৈলং তৈলং বা সৈন্ধবাদিকম্। দশমূলাদ্যতৈলেন বস্তিদানং প্রশস্যতে।।

স্বল্পপ্রসারণী তৈল, সৈন্ধবাদি তৈল বা দশমূলাদ্য তৈলের বস্তিপ্রদান আমবাতে প্রশস্ত।

### প্রসারণীসন্ধানম্

প্রসারণ্যাঢ়ক্কাথে প্রহো গুড়রসানয়োঃ। পঙ্কঃ পঞ্চাষণরজঃ-পাদঃ স্যাদামবাতহা।।

গন্ধভাদুলে ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ১৬ সের কাথে গুড় ১ সের ও রসুন ১ সের মিশ্রিত করিয়া এক সপ্তাহকাল একটি আবৃত পাত্রে রাখিবে, পরে ইহাতে পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও গুঁঠ, ইহাদের চূর্ণ ১০ অর্দ্ধ সের প্রক্ষেপ দিবে। ইহারই নাম প্রসারণী সন্ধান। ইহা আমবাতনাশক।

### পথ্যাপথ্যবিধিঃ

#### আমবাতে পথ্যানি

রুক্ষঃ শ্বেদো লজ্জনং মেহপানং বস্তির্লোপো রেচনং পায়ুবর্জিঃ। অক্লেৎপন্নাঃ শালয়ো যে কুলথা জীর্ণং মদ্যং জাঙ্গলানাং রসাশ্চ ॥ বাতশ্লেষ্মাদ্ধানি সর্বানি তত্রং বর্ষাভূশ্চৈরণ্ডতৈলং রসোনম্। পটোলপদ্মরু-  
কারবেল্লং বার্তাকুশিগ্রহি চ তপ্তনীরম্। মন্দার-গোকণ্টকবৃদ্ধদারং ভল্লাতকং গোজলমার্দ্রকঞ্চ কটুনি  
তিক্তানি চ দীপনানি স্যুরামবাতময়িনে হিতানি ॥

রুক্ষ শ্বেদ, উপবাস, মেহপান, বস্তিক্রিয়া, প্রলেপ, বিরেচন, গুহ্যে বর্জিপ্রয়োগ, এক বৎসরের পরাতন  
শালিতগুল এবং কুলথকলায়, পুরাতন মদ্য, জাঙ্গল মৃগপক্ষী প্রভৃতির মাংসরস, বায়ুনাশক ও  
শ্লেষ্মানাশক সমস্ত ত্রিফা, তক্র, পুনর্নবা, ভেরেণ্ডার তৈল, রসুন, পটোল, শালিঞ্চ শাক, করলা,  
বেগুন, সজিনা, গরম জল, পালিধামাদার, গোক্ষুর, বৃদ্ধদারক, ভল্লাতক, গোমূত্র, আদা, কটুদ্রব্য,  
তিক্তদ্রব্য, অগ্নিপ্রদীপক দ্রব্য, এই সকল আমবাত রোগে হিতজনক।

#### আমবাতেহপথ্যানি

দধিমৎস্যগুড়ক্ষীরোপোদিকামাষপিষ্টিকম্। দুষ্টনীরং পূর্ববাতং বিরুদ্ধান্যশনানি চ ॥ অসাত্ব্যাং বেগরোধঞ্চ  
জাগরং বিষমাশনম্। বর্জয়েদামবাতার্ভো গুর্ধভিষান্দকারি চ ॥

দধি, মৎস্য, গুড়, দুগ্ধ, পুঁইশাক, মাষকলায়, পিষ্টিক, দূষিত জল, পূর্ববায়ু, বিরুদ্ধভোজন, অসাত্ব্য  
ভোজন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, রাত্রিজাগরণ, বিষমাশন এবং গুরু ও অভিষান্দি দ্রব্য এই সকল  
আমবাত রোগে অহিতকর।

ইত্যায়ুর্বেদ-সংগ্রহে আমবাতাধিকারঃ।

# শূলরোগাধিকার

## শূল নিদানম্

দৌষৈঃ পৃথক্-সমস্তাম-দ্বন্দ্বৈঃ শূলোহৃষ্টধা ভবেৎ। সর্বেষ্বেতেষু শূলেষু প্রায়েণ পবনঃ প্রভুঃ।।

শূল আট প্রকার, যথা বাতাদি পৃথক-পৃথক দোষে তিন প্রকার; দ্বন্দ্বদোষে তিন প্রকার, মিলিত ত্রিদোষে এক প্রকার ও আমদোষে এক প্রকার। কিন্তু এই আট প্রকার শূলেই বায়ুর বিশেষ প্রাধান্য থাকে।

## শূল চিকিৎসা

বমনং লঙ্ঘনং শ্বেদঃ পাচনং ফলবর্ত্তয়ঃ। ক্ষারচূর্ণানি গুড়িকাঃ শস্যস্তে শূলশাস্তয়ে।।

শূলরোগে বমন (উৎক্লিষ্টকফে), লঙ্ঘন (আমপাচনার্থ), শ্বেদ (পৈত্তিক শূল ব্যতিরেকে), পাচন, ফলবর্ত্তি ক্ষারবর্ত্তি বা ক্ষারপ্রয়োগ এবং বক্ষ্যমাণ চূর্ণ ও গুড়িকা প্রশস্ত।

## বাতজশূল লক্ষণম্

ব্যায়ামযানাদতিমৈথুনাচ্চ প্রজাগরাচ্ছীতজলাতিপানাৎ। কলায়মুদ্যাঢ়কিকোরদূষাদত্যর্থরুক্ষাধ্যশনাভি-  
ঘাতাৎ।। কষায়তিজ্ঞাতিবিরূঢ়জান্নবিরুদ্ধবল্লরকশুদ্ধশাকাৎ। বিটশুক্রমুত্রানিলবেগরোধাচ্ছোকোপ-  
বাসাদতিহাস্যভাষাৎ।। বায়ুঃ প্রবুদ্ধো জনয়েদ্ধি শূলং হৃৎপার্শ্বপৃষ্ঠত্রিকবস্ত্রিদেহে। জীর্ণে প্রদোষে চ ঘনাগমে  
চ শীতে চ কোপং সমুপৈতি গাঢ়ম্।। মুহুম্বুহুশ্চোপশমপ্রকোপৌ বিড়বাতসংস্তুস্তনতোদভেদৈঃ। সংশ্বেদ-  
নাভ্যঞ্জনমর্দনাদ্যৈঃ স্নিগ্ধোষভোজ্যৈশ্চ শমং প্রয়াতি।।

ব্যায়াম, অশ্বাদিয়ানে ভ্রমণ, অতিমৈথুন, রাত্রিজাগরণ, শীতল জলের অতিপান এবং মুগ, কলায় (মটর), অড়হর ও কোদোধান্য ভক্ষণ, রুক্ষদ্রব্যসেবন, পূর্বাহার অজীর্ণসত্ত্বে পনর্ভোজন, অভিঘাত,

কষায় ও তিক্ত রস আহার, অঙ্কুরিত ধান্যের অন্ন ও মিলিত ক্ষীরমাংসাদি বিরুদ্ধভোজন, শুষ্ক মাংস ও শুষ্ক শাক আহার, মল মূত্র বায়ু ও শুক্রেণ বেগধারণ, শোক, উপবাস, অতিহাস্য ও অতিভাষণ, এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া হৃদয় পার্শ্বদ্বয় পৃষ্ঠ ত্রিক ও বস্তিদেশে শূল উৎপাদন করে। এই বায়ুজনিত শূল ভুক্ত আহার জীর্ণ হইলে, সায়াংকালে, মেঘাগমে এবং বর্ষা ও শীত ঋতুতে প্রগাঢ় প্রকুপিত হয়। এই শূল মুহুমুহ উপশমিত ও মুহুমুহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাতে মল ও অধোবায়ুর স্তম্ভন এবং সূচীবোধবৎ বা ভঙ্গবৎ বেদনা উপস্থিত হয়। শ্বেদক্রিয়া, তৈলাদি মর্দন বা বেদনাস্থলে হস্তাদিমর্দন এবং স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য ভোজন এই সকল দ্বারা বাতশূলের উপশম হইয়া থাকে।

#### বাতজশূল চিকিৎসা

বিজ্ঞায় বাতশূলন্তু মেহশ্বেদৈরুপাচরেৎ। বাতশূলাকুলস্য স্যাৎ শ্বেদ এব সুখাবহঃ ॥

বাতশূলের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে মেহশ্বেদ প্রয়োগ করিবে। বাতশূলে শ্বেদই বিশেষ আরামজনক।

#### মৃত্তিকাস্বেদঃ

মৃত্তিকাং সজলাৎ পাকাদ্ ঘনীভূতাং পটে ক্ষিপেৎ। কৃত্বা তৎপোট্রলীং শূলী যথা শ্বেদং নিধাপয়েৎ ॥

মৃত্তিকা জলে গুলিয়া অগ্নিতে পাক করিবে, জল নিঃশেষ-প্রায় হইয়া ঘনীভূত হইলে উহা বস্ত্রখণ্ডে পোট্রলীবদ্ধ করিয়া শূলস্থানে উষ্ণশ্বেদ প্রদান করিবে।

তিলৈশ্চ গুড়িকাং কৃত্বা ভ্রাময়েজ্জঠরোপরি। শূলং সুদুস্তরং তেন শান্তিং গচ্ছতি সত্ত্বরম্ ॥ গুটিকেষাং কোষগ ভ্রাময়িতব্য। ইতি বৃন্দটীকা।

কতকগুলি তিল বাটিয়া তাহার গুড়িকা করিবে। সেই গুড়িকা উষ্ণ করিয়া উদরের উপরে বুলাইলে অতি দুষ্টর শূল আশু প্রশমিত হয়।

বিশ্বমূলতিলৈরগুং পিষ্টা চান্নতুষান্তসা। গুড়িকাং ভ্রাময়েদুষ্ণং বাতশূলবিনাশিনীম্ ॥

বিশ্বমূল, তিল ও এরণ্ডমূল একত্র কাঁজিতে বাটিয়া তন্নির্মিত এবং ঈষদুষ্ণীকৃত গুড়িকা বেদনাস্থলে বুলাইলে বাতশূল বিনষ্ট হয়।

নাভিলেপাজ্জয়েচ্ছূলং মদনং কাজিকাম্বিতম্ ॥

মদন (ময়না) ফল কাঁজিতে বাটিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলে শূল নিবারিত হয়।

দারুহৈমবতীকুষ্ঠ-শতাহ্বাহিঙ্গুসৈন্ধবৈঃ। অল্পপিষ্টৈঃ সুখোষ্ণৈশ্চ লিম্পেচ্ছূলযুতোদরম্ ॥

দেবদারু, শ্বেতবচ, কুড়, গুলফা, হিং ও সৈন্ধব কাঁজিতে বাটিয়া ঈষদুষ্ণ করত উদরে প্রলেপ দিলে শূল নিবারিত হয়।

মূলং বৈষ্ণং তথৈরগুং চৈত্রকং বিশ্বভেষজম্। হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তং সদ্যঃ শূলনিবারণম্ ॥

বিশ্বমূল, এরণ্ডমূল, চিতামূল, শুঁঠ, হিং ও সৈন্ধব পেষণ করিয়া উদরে প্রলেপ দিলেও ত্বরায় শূলের শান্তি হয়।

বলাপুনর্বৈরগু-বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরৈঃ। সহিঙ্গু লবণং পীতং সদ্যো বাতরুজাপহম্ ॥

বেড়েলা, পুনর্ব্বা, এরণ্ডমূল, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, ইহাদের কাথে হিং ও সচল লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতশূল সদ্য প্রশমিত হয়।

বিশ্বমেরুঞ্জ মূলং কাথয়িত্বা জলং পিবেৎ । হিঙ্গুসৌবর্চলোপেতং সদ্যঃ শূলনিবারণম্ ॥

শুঠ ও এরণ্ডমূলের কাথ হিং ও সচল লবণের সহিত পান করিলে ত্বরায় শূলবেদনা নিবারিত হয় ।

হিঙ্গপঙ্করমূলাভ্যাং হিঙ্গুসৌবর্চলেন বা । বিম্বৈরগুণ্যবকাথঃ সদ্যঃশূলনিবারণঃ । তদ্রক্ষণ্যবকাথে হিঙ্গুসৌবর্চলাষিতঃ ॥

শুঠ, এরণ্ডমূল ও যব ইহাদের কাথ হিঙ্গু ও পুষ্করমূলচূর্ণের সহিত; অথবা হিঙ্গু ও সচল লবণের সহিত পান করিলে সদ্য শূল নিবারিত হয়। এরণ্ডমূল ও যব ইহাদের কাথও হিঙ্গু এবং সচল লবণের সহিত পান করিলে শুলের শান্তি হইয়া থাকে ।

শূলী নিরন্নকোষ্ঠোহস্তিকৃষ্ণভিশ্চূর্ণিতাঃ পিবেৎ । হিঙ্গুপ্রতিবিষাব্যোষ-বচাসৌবর্চলাভয়াঃ ॥

শূলরোগী অভুক্তাবস্থায় হিং, আতাইচ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, বচ, সচল লবণ ও হরীতকী, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিবেন ।

তুষ্ণুরণ্যভয়া হিঙ্গু-পৌষ্করং লবণত্রয়ম্ । পিবেদ্ যবাম্বনা বাত-শূলগুম্মাপতম্বকী ॥

ধনে, হরীতকী, হিং, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), বিটলবণ, সৈন্ধব লবণ ও ঔদ্ভিদ লবণ, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ যবের কাথের সহিত পান করিলে বাতশূল, গুল্ম ও অপতম্বক রোগ উপশমিত হয় ।

যমানীহিঙ্গুসিদ্ধুথ-ক্ষারসৌবর্চলাভয়াঃ । সুরামণ্ডেন পাতব্য বাতশূলনিসূদনাঃ ॥

যমানী, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সচল লবণ ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণ সুরামণ্ডের সহিত পান করিলে বাতশূল নিবারিত হয় ।

শ্যামা বিড়ং শিগ্ৰফলানি পথ্যা বিড়ঙ্গকম্পিপ্লবকমশ্বমূত্রী । কঙ্কং সমং মদ্যযুতঞ্চ পীত্বা শূলং নিহন্যাদ-  
নিত্যক্কাণ্ড ॥ (শ্যামা—বৃদ্ধদারকঃ । অশ্বমূত্রী—শল্লকী) ।

বৃদ্ধদারক, বিটলবণ, সজিনাবীজ, হরীতকী, বিড়ঙ্গ, কমলাগুড়ি ও শল্লকী, ইহাদের কঙ্ক মদ্যের সহিত পান করিলে বাতশূল বিনষ্ট হয় ।

হিঙ্গম্নকৃষ্ণলবণং যমানী-ক্ষারভয়াসৈন্ধবতুল্যভাগম্ । চূর্ণং পিবেদ্বারুণিমণ্ডমিশ্রং শূলে প্রবৃদ্ধেহ্নিলজে শিবায় ॥

হিং, অল্পবেতস, পিপ্পলী, সচল লবণ, যমানী, যবক্ষার, হরীতকী ও সৈন্ধব, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ বারুণি (তাড়ী)-মণ্ডের সহিত পান করিলে অতি প্রবৃদ্ধ বাতশূলও বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

সৌবর্চলাম্বিকাজাজী-মরিচৈর্দ্বিগুণোত্তরৈঃ । মাতুলুঙ্গরসৈঃ পিষ্ট্বা গুড়িকা বাতশূলনুৎ ॥

সচল লবণ ১ ভাগ, তেঁতুল ২ ভাগ, কৃষ্ণজীরা ৪ ভাগ ও মরিচ ৮ ভাগ; এই সমুদায় দ্রব্য টাবালেবুর রসে মর্দন করিয়া ১০ আনা মাত্রায় গুড়িকা করিবে; উষ্ণ জল-সহ এই গুড়িকা সেবনে বাতশূল নিবারিত হয় ।

হিঙ্গম্নবেতসব্যোষ-যমানীলবণত্রিকৈঃ । বীজপূররসোপেতৈগুড়িকা বাতশূলনুৎ ॥

হিং, অল্পবেতস, শুঠ, পিপুল, মরিচ, যমানী, সৈন্ধব, সচল ও বিটলবণ এই সমুদায় দ্রব্য টাবালেবুর রসে পেষণ করিয়া ২ আনা বা ৪ আনা মাত্রায় গুড়িকা করিবে। ইহা বাতশূলনাশক ।

বীজপূরকমূলঞ্চ ঘৃতেন সহ পায়য়েৎ । জয়েদ্ বাতভবং শূলং কৰ্ষমেকং প্রমাণতঃ ॥

টাবালেবুর মূল ২ তোলা ঘূতের সহিত সেবন করিলে বাতশূল প্রশমিত হয়। (মাত্রা ১০ তোলা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ বর্দ্ধনীয়)।

#### পিত্তজশূল লক্ষণম্

ক্ষারাতীতিক্ষোষণবিদাহিতৈলনিপ্পাবপিণ্যাকুলখযুগৈঃ। কটম্বসৌবীরসুরাবিকারৈঃ ক্লেধানায়াসব-  
বিশ্রতাপৈঃ ॥ গ্রামাতিযোগাদশনৈবিদন্ধৈঃ পিত্তং প্রকৃপ্যন্তু কৰোতি শূলম্। তৃণোহদাহার্তিকরং হি  
নাভ্যাং সংশ্বেদমূৰ্ছাভ্রমচোষযুক্তম্ ॥ মধ্যাহ্নে কুপ্যতি চার্করাগ্রে বিদাহকালে জলদাত্যয়ে চ। শীতে  
চ শীতৈঃ সমুপৈতি শান্তিং সুস্বাদুশীতৈরপি ভোজনৈশ্চ ॥

ক্ষারপদার্থ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি উষ্ণ ও অতি বিদাহজনক দ্রব্যভোজন, তৈলপান, শিঙ্গী, তিলকঙ্ক, কুলথকলায়ের ঘৃষ, কটু ও অম্লরস, সৌবীর (সন্ধানবিশেষ), সুরাবিকার (সুরানিশ্মিত খাদ্যদ্রব্য), ক্লেধ, অগ্নিতাপ, পরিশ্রম, রৌদ্রসেবন, অতিমৈথুন ও বিদগ্ধ আহার, এই সকল কারণে পিত্ত প্রকৃপিত হইয়া আশু নাভিদেশে শূল উৎপাদন করে। ইহাতে তৃষ্ণা, মোহ, দাহ, ঘর্ম্ম, মূৰ্ছা, ভ্রম ও চোষ (নিকটে অগ্নি থাকিলে শরীরে যেরূপ চূষণবৎ পীড়া উপস্থিত হয়, তদ্বৎ পীড়া) এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। মধ্যাহ্ন সময়ে, অর্দ্ধরাগ্রে, ভুক্তাঙ্গের পরিপাকাবস্থায় শরৎঋততে ও শীতক্রিয়ায় এবং সুস্বাদু ও শীতল আহার দ্বারা ইহার উপশম হইয়া থাকে।

#### পিত্তজশূল চিকিৎসা

গুড়শালিযবাঃ ক্ষীরং সর্পিঃ পানং বিরেচনম্। জাঙ্গলানি চ মাংসানি ভেষজং পিত্তশূলিনাম্ ॥

পুরাতন গুড়, শালিধান্য, যব, দুগ্ধ ও ঘূত এবং বিরেচন ক্রিয়া ও জাঙ্গলপশুর মাংস পিত্তশূল রোগীর হিতকারক।

পৈত্তে তু শূলে বমনং পয়োহম্বুরসৈস্তথেষ্টোঃ সপটোলনিষ্টৈঃ। শীতাবগাহাঃ পুলিনাঃ সবাতাঃ কাংস্যাদি-  
পাত্রাণি জলপ্লুতানি ॥

পিত্তশূলে পটোল ও নিম্বের কঙ্ক-যুক্ত দুগ্ধ, জল কিংবা ইক্ষুরস পান করাইয়া বমন করাইবে। শীতল জলে অবগাহন, নদীতটে বায়ুসেবন ও জলপ্লুত কাংস্যাদি পাত্র ধারণ করিলে পিত্তশূল বিনষ্ট হয়।

বিরেচনং পিত্তহরঞ্চ শস্তং রসাশ্চ শস্তাঃ শশলাবকানাম্। সন্তপর্ণং লাজমধূপপন্নং যোগাঃ সুশীতা মধু-  
সংপ্রযুক্তাঃ ॥

পৈত্তিক শূলে পিত্তঘ্ন মধুর গণযুক্ত বিরেচনক্রিয়া, শশ ও লাভপক্ষীর মাংসরস, মধু-সংযুক্ত খই চূর্ণের সন্তপর্ণ ও মধু-সংযুক্ত অন্যান্য সুশীতল যোগ হিতকর।

হৃদ্যাং জ্বরে পিত্তভবেহথ শূলে যোরে বিদাহে দ্ব্যতিতর্ষিতে চ। যবস্য পেয়াং মধুনা বিমিশ্রাং পিবেৎ  
সুশীতাং মনুজঃ সুখার্থী ॥

বমি, জ্বর, পিত্তশূল, প্রবল দাহ ও অতি তৃষ্ণা এই সকল স্থলে মধু-সংযুক্ত সুশীতল যবপেয়া উপকারী।

প্রলিহ্যাং পিত্তশূলঘ্নং ধাত্রীচূর্ণং সমাঙ্গিকম্।

মধুর সহিত আমলকীচূর্ণ অবলেহন করিলে পিত্তশূল বিনষ্ট হয়।

## ১১৪ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

শতাবরীরসং ক্ষৌদ্র-যুতং প্রাতঃ পিবেন্নরঃ। দাহশূলোপশান্ত্যর্থং সর্বপিণ্ডাময়াপহম্।।

প্রাতঃকালে মধুর সহিত শতমূলীর রস পান করিলে পিত্তশূল, দাহ ও সর্বপ্রকার পিত্তজ রোগ প্রশমিত হয়।

ধাত্র্যা রসং বিদার্য্যা বা ত্রায়স্তীগোস্তনাধু বা। পিবেৎ সর্ষকরং সদ্যঃ পিত্তশূলনিসূদনম্।।

আমলকীরস বা ভূমিকুষ্ঠাণ্ডের রস অথবা বলাড়ুমুর ও দ্রাক্ষার ক্কাথ এই যোগত্রয় চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিলে পিত্তশূল নিবারিত হয়।

শতাবরীসম্যাহু-বাট্যালকুশগোক্ষরৈঃ। শৃতশীতং পিবেৎ তেয়ং সগুড়ক্ষৌদ্রশর্করম্। পিত্তস্গদাহশূলয়ং সদ্যো দাহজ্বরাপহম্।।

শতমূলী, যষ্টিমধু, বেড়োলা, কুশমূল ও গোক্ষুর ইহাদের ক্কাথ শৃতশীত অর্থাৎ পাকান্তে ব্যজনা দ্বারা শীতল করিয়া গুড় মধু ও চিনি-সহ পান করিলে রক্তপিত্ত, দাহ, পিত্তশূল ও দাহযুক্ত জ্বর প্রশমিত হয়।

বৃহতৌ গোক্ষুরৈঃ-কুশকাক্ষেবালিকাঃ। পীতাঃ পিত্তভবং শূলং সদ্যো হন্যুঃ সুদারুণম্।।

বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, কুশ, কাশ ও ইক্ষুবালিকা (খাগড়াভেদ) ইহাদের ২ তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া ক্কাথ প্রস্তুত করত পান করিলে সুদারুণ পিত্তশূল নিবারিত হয়।

তৈলমেরুগুজং বাপি মধুকক্কাথসংযুতম্। শূলং পিত্তোদ্ভবং হস্তি গুম্মং পৈত্তিকমেব চ।।

যষ্টিমধুর ক্কাথে এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিত্তোদ্ভব শূল ও পৈত্তিক গুম্ম প্রশমিত হয়।

ত্রিফলানিষ্যস্ত্যাহু-কটুকারঋধৈঃ। শৃতম্। পায়য়েন্মধুসংমিশ্রং দাহশূলোপশান্ত্যে।।

ত্রিফলা, নিমছাল, যষ্টিমধু, কটকী ও সোন্দালফল, ইহাদের ক্কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দাহ ও শূল প্রশান্ত হয়।

ত্রিফলারঋধক্কাথং সক্ষৌদ্রং শর্করাষ্মিতম্। পায়য়েদ্রক্তপিত্তয়ং দাহশূলনিবারণম্।।

ত্রিফলা ও সোন্দালের ক্কাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দাহ, শূল ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

কফজ শূল লক্ষণম্

আনুপবারিজকিলাটপয়োর্বিকারৈর্মাংসেক্ষুপিষ্টকৃশরাতিলশঙ্খুলীভিঃ। অনৈর্বলাসজনকৈরপি হেতুভিশ্চ শ্লেষ্মা প্রকোপমুপগম্য করোতি শূলম্।। হস্তাসকাসসদনারুচিসংপ্রসেকৈরামাশয়ে স্তিমিতকোষ্ঠশিরো-গুরুত্বৈঃ। ভুক্তে সদৈব হি রুজং কুরুতেহুতিমাত্রং সূর্য্যোদয়েহ্থ শিশিরে কুসুমাগমে চ।।

আনুপ (জলবহুল-দেশজাত) ও জলজ মাংস, তত্রকুর্চিকা, দুগ্ধবিহার (দধি প্রভৃতি), মাংস, ইক্ষুরস, পিষ্টক, কৃশরা (খিচুড়ীবিশেষ), তিলপিষ্টক এবং অন্যান্য যাবতীয় কফকর হেতু, এই সকল কারণে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া, আমাশয়ে শূল উৎপাদন করে। ইহাতে বমনবেগ, কাস, দেহের অবসন্নতা, অরুচি, মুখাদি ইহাতে জলস্রাব, কোষ্ঠপ্রদেশের শুষ্কতা ও মস্তকে ভারবোধ, এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। আহার করিবামাত্র এবং প্রাতঃকালে, শীত ও বসন্ত ঋতুতে শ্লেষ্মিক শূল অতিমাত্র যন্ত্রণাদায়ক হয়।

### কফজ শূল চিকিৎসা

শ্লেষ্মাধিকে চ্ছদনলজ্ঞনানি শিরোবিরেকং মধুসীধুপানম্। মধুনি গোধুমযবানরিষ্টান্ সেবেত রুক্ষান্  
কটুকাংশ্চ সৰ্কান্॥ মধুসীধু মদ্যবিশেষৌ। বৃন্দটীকা।

শ্লেষ্মাধিক শূলরোগে বমন, লজ্ঞন, শিরোবিরেচন, মধুজাত মদ্য ও সীধু, মধু, গোধুম, যব, অরিষ্ট  
(সন্ধানবিশেষ) এবং সর্বপ্রকার রুক্ষ ও কটুদ্রব্য হিতকর।

পিপ্ললীপিপ্ললীমূল-চবাচিত্রকনাগরৈঃ। যবাগুদীপনীয়া স্যাচ্ছূল্যী তেয়সাধিতা॥

পিপল, পিপলমূল, চই, চিতা ও শুঠ এই সকল দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ-যবাগু অগ্নির দীপক ও শূলনাশক।

লবণত্রয়সংযুক্তং পঞ্চকোলং সরামঠম্। সুখোষ্ণেনাস্থনা পীতং কফশূলবিনাশনম্॥

পঞ্চকোল অর্থাৎ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুঠ, ইহাদের চূর্ণে লবণত্রয় (সৈন্ধব সচল ও বিটলবণ) ও হিঙ্গু মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে কফজনিত শূল প্রশমিত হয়। (চূর্ণের মাত্রা ১ তোলা ও উষ্ণ জল অর্দ্ধপোয়া)।

মুস্তং বচাং তিক্তকরোহিণীঞ্চ তথাভয়াং নির্দহনীঞ্চ তুল্যাম্। পিবেৎ তু গোমূত্রযুতাং কফোথশূলে  
তথামস্য চ পাচনার্থম্॥

কফজ শূলে আমপাচনার্থ মুতা, বচ, কটকী, হরীতকী ও মূর্খা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে পেষণ  
করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিবে।

বচাস্কাণ্ডাভয়াতিক্তা-চূর্ণং গোমূত্রসংযুতম্। সক্ষারং বা পিবেৎ ক্কাথং বিশ্বাদেঃ কফশূলবান্॥ (বিশ্বাদেদশ-  
মূলস্য)।

বচ, মুতা, চিতা, হরীতকী ও কটকী, ইহাদের চূর্ণ গোমূত্রের সহিত অথবা বিশ্বাদি দশমূলের ক্কাথ  
যবক্ষারের সহিত পান করিলে কফশূল নিবারিত হয়।

### আমজ শূল লক্ষণম্

আটোপহস্তাসবমীগুরুত্ব-স্তৈমিত্যকানাহকফপ্রসেকৈঃ। কফস্য লিঙ্গেন সমানলিঙ্গমোদ্ভবং শূলমুদা-  
হরতি॥

আমজ শূলে আটোপ (উদরের গুড়গুড় শব্দ), বমনবেগ, বমি, দেহের গুরুতা, স্তৈমিত্য, মলমূত্রের  
অপ্রবৃতি, কফস্রাব এবং কফজ শূলেজ্ঞ লক্ষণসমূহ উপস্থিত হইয়া থাকে।

### আমজ শূল চিকিৎসা

আমশূলে ক্রিয়া কার্য্যা কফশূলবিনাশিনী। সেব্যমামহরং সর্বং যদিঘবলবর্দ্ধনম্॥

আমশূলে কফশূল-বিনাশিনী চিকিৎসা করিবে এবং যে-সকল ঔষধে আমদোষ বিনষ্ট ও অগ্নি  
বর্দ্ধিত হয়, সেই সমুদায় ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

### চতুঃসম চূর্ণম্

দীপাকং সৈন্ধবং পথ্যা নাগরঞ্চ চতুঃসমম্। চূর্ণং শূলঃ জয়ত্যাশু মন্দস্যাগ্লেচ্ছ দীপনম্॥

যমানী, সৈন্ধব, হরীতকী ও শুঠ এই চারি দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া জলের সহিত  
সেবন করিলে আমশূল নিবারিত ও অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।



বস্ত্রো হংপার্শ্বপৃষ্ঠেষু স শূলঃ কফবাতিকঃ। কুক্ষৌ হৃন্নাভিমধ্যেষু স শূলঃ কফপৈত্তিকঃ। দাহজ্বরকরো  
মোরো বিভ্রয়ো বাতপৈত্তিকঃ।।

দ্বন্দ্বজশূল লক্ষণ। বাতশ্লেষ্মিকশূল—বস্তি, হৃদয়, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠে; পিত্তশ্লেষ্মাজ শূল—কুক্ষি, হৃদয় ও  
নাভিদেহে এবং বাতপৈত্তিক শূল—পূর্বোক্ত বাতিক ও পৈত্তিক শূলের নির্দিষ্ট স্থানে উৎপন্ন  
হইয়া থাকে। এই শূলে অতিশয় জ্বর ও দাহ উপস্থিত হয়।

বাতপিত্তজ শূল চিকিৎসা

সমাস্কিকং বৃহত্যাং পিবেৎ পিত্তানিলায়কৈ। ব্যামিশ্রং বা বিধিং কুর্য্যাচ্ছূলে পিত্তানিলায়কৈ।।

বাতপৈত্তিক শূলে বৃহত্যাংগণের ক্কাথ মধু-সংযুক্ত করিয়া পান করিবে অথবা যে-সকল ঔষধ  
বাতজ ও পিত্তজ শূলনাশক, সেই সকল ঔষধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে।

পিত্তশ্লেষ্মাজ শূল চিকিৎসা

পিত্তজে কফজে বাপি যা ক্রিয়া কথিতা পৃথক্। একীকৃত্য প্রযুক্তীত তাং ক্রিয়াং কফপিত্তজে।। পটোল-  
ত্রিফলারিষ্ট-ক্কাথং মধুযুতং পিবেৎ। পিত্তশ্লেষ্মাজ্বরচ্ছর্দি-দাহশূলাপশান্তয়ে।।

পিত্তজ ও কফজ শূলে পৃথক-পৃথক যে-চিকিৎসা কথিত হইয়াছে, পিত্তশ্লেষ্মাজ শূলে তাহা মিলিত  
করিয়া প্রয়োগ করিবে। পটোল, ত্রিফলা ও নিমছাল, ইহাদের ক্কাথ মধু-সহ পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মা-  
জ্বর, বমি, দাহ ও শূল উপশমিত হয়।

বাতশ্লেষ্মাজ শূল চিকিৎসা

রসোনং মদ্যসংমিশ্রং পিবেৎ প্রাতঃ প্রকাজিকতঃ। বাতশ্লেষ্মাভবং শূলং নিহন্তং বহিদিপনম্।।

নিম্বষ রসন ৬ মাষা ও মদ্য ৮ তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মাজনিত  
শূল নিবারিত ও অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

ত্রিদোষজ শূল লক্ষণম্

সর্কেষু দোষেষু চ সর্বলিঙ্গং বিদ্যাদ্ ভিষক্ সর্বভবং হি শূলম্। সুকষ্টমেনং বিযবজ্জকল্পং বিবজ্জনীয়ং  
প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ।।

ত্রিদোষজ শূল। পূর্বোক্ত কারণসমূহে বাতাদি দোষত্রয় প্রকপিত হইয়া ত্রিদোষলক্ষণত্রয়ান্ত  
(সান্নিপাতিক) শূল উৎপাদন করে। এই শূল অতি কষ্টদায়ক এবং বিষ ও বজ্রসদৃশ ভয়াবহ।  
চিকিৎসকেরা ইহাকে অসাধ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।

ত্রিদোষজ শূল চিকিৎসা

বিদারীদাড়িমরসঃ সয্যোষলবণাশ্রিতঃ। ক্ষৌদ্রযুক্তো জয়ত্যাশু শূলং দোষত্রয়োদ্ভবম্।।

ভূমিকুণ্ড্যাণ্ডের রস ২ তোলা ও পক্ দাড়িমের রস ২ তোলা, ইহাদের সহিত গুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও  
সৈন্ধবলবণচূর্ণ এবং মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ত্রিদোষজনিত শূল নিবারিত হয়।

গোমূত্রশুদ্ধমণ্ডুরং ত্রিফলাচূর্ণসংযুতম্। বিলহন্ মধুসর্পির্ভ্যাং শূলং হন্তি ত্রিদোষজম্।।

মণ্ডুর পোড়ইয়া ক্রমশ সাতবার গোমূত্রে নির্বাপিত করিয়া শোধিত করিবে। সেই শোধিত মণ্ডুরচূর্ণ  
১ ভাগ এবং ত্রিফলাচূর্ণ (মিলিত) ১ ভাগ, ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে ত্রিদোষজ শূল  
নিবারিত হয়। (মাত্রা ৫, ৬ বা ৭ মাষা)।

• শঙ্খচূর্ণং সলবণং সহিস্থু ব্যোষসংযুতম্। উষ্ণেদকেন তৎ পীতং শূলং হস্তি ত্রিদোষজম্।।

শোধিত শঙ্খচূর্ণ ১ মাষা; সৈন্ধব লবণ, শুঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ মিলিত ২ মাষা এবং হিং ২ বা ৩ রতি, এই সকল দ্রব্য একত্র মিলিত করিয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে শ্লেষ্মোষ্মণ ত্রিদোষজ শূল প্রশমিত হয়। (কাহারও মতে সকল দ্রব্য সমভাগ)।

#### পরিণাম শূল লক্ষণম্

স্বৈর্নিদানৈঃ প্রকুপিতো বায়ুঃ সন্নিহিতস্তদা। কফপিণ্ডে সমাবৃত্য শূলকারী ভবেদ্ বলী।। ভুক্তে জীৰ্য্যতি যচ্ছূলং তদেব পরিণামজম্। তস্য লক্ষণমপ্যেতৎ সমাসেনাভিধীয়তে।। আঘানাটোপবিগূত্র-বিবন্ধা-রতিবেপনৈঃ। মিক্ষোষেণপশমপ্রায়ং বাতিকং তদ বদেদ ভিষক্।। তৃষণাদাহরতিষেদং কটুমলবণোত্তরম্। শূলং শীতশমপ্রায়ং পৈতিকং লক্ষ্যেদ বুধঃ। ছর্দিহল্লাসসম্মোহং স্বপ্নরুগ্ দীর্ঘসন্ততি। কটুতিক্তোপশান্তঞ্চ তচ্চ জ্ঞেয়ং কফাত্মকম্।। সংসৃষ্টলক্ষণং বুদ্ধা দ্বিদোষং পরিকল্পয়েৎ। ত্রিদোষজমস্যাস্তু ক্ষীণমাংস-বলানলম্।।

পরিণামশূল। নিজ প্রকোপণহেতুতে প্রকুপিত বলবান বায়ু কফপিণ্ডের সন্নিহিত হইয়া, তাহাদিগকে দূষিত করত পরিণামশূল উৎপাদন করে। ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক-সময়ে পরিণামশূলের প্রকোপ হইয়া থাকে। বাতিকাদিভেদে ইহার ভিন্ন-ভিন্ন লক্ষণসকল লিখিত হইতেছে।

বাতিক পরিণামশূলে উদরাঘ্মান, উদরে গুড়গুড় ধ্বনি, মলমূত্রের বিবন্ধতা, অসুস্থচিন্তা ও কম্প এই লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়। মিক্ষোষ সেবন দ্বারা ইহা শান্ত হয়।

কটু অম্ল ও লবণরস সেবনে পৈতিক পরিণামশূল উপশম হয়। ইহাতে তৃষণা, দাহ, অসুস্থচিন্তা ও ঘর্ম্ম এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এই শূল শীতক্রিয়ায় উপশমিত হইয়া থাকে।

কফজনিত পরিণামশূলে বমি, বমনবেগ ও মূচ্ছা হইয়া থাকে। ইহাতে বেদনা অল্প, কিন্তু দীর্ঘকাল-স্থায়ী। কটু তিক্ত সেবন দ্বারা এই শূল উপশমিত হয়।

পরিণামশূলে দুই দোষের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে দ্বিদোষজ এবং তিন দোষের লক্ষণ সংঘটিত হইলে তাহাকে ত্রিদোষজ বলিয়া জানিবে। ত্রিদোষজ পরিণামশূলগ্রস্ত রোগীর মাংস বল ও অগ্নি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, শূল অসাধ্য হইয়া থাকে।

#### পরিণাম শূল চিকিৎসা

বমনং তিক্তমধুরৈবিরেকচ্চাপি শস্যতে। বস্ত্রয়শ্চ হিতাঃ শূলে পরিণামসমুদ্ভবে।।

পরিণামশূল রোগে আমাশয়স্থ দোষে তিক্ত ও মধুর রসদ্রব্য দ্বারা বমন, লজ্জন; পচ্যমানাশয়স্থ দোষে বিরচন ও নিরুহ বস্তি এবং পক্বাশয়স্থ দোষে অনুবাসন-বস্তি প্রয়োগ করিবে।

শম্ব কজং ভস্ম পীতং জলেনোষেন তৎক্ষণাৎ। পক্তিজং বিনিহন্ত্যেতচ্ছূলং বিষ্ণুরিবাসুরান্।।

একটি বা দুইটি নির্মাৎস শম্বক(শামুকের খোলা) ভস্ম করিয়া, সেই ভস্ম উষ্ণ জলে গুলিয়া পান করিলে কফপ্রধান পরিণামশূল নিবারিত হয়। (এই ঔষধ পান করিবার সময় মুখাভ্যন্তর ঘৃতাভ্যন্তর করা আবশ্যিক)।

#### শম্বকাদি গুড়িকা

শম্বকং ত্র্যয়ণক্ষেব পক্ষেব লবণানি চ। সমাংশং গুড়িকাং কৃত্বা কলম্বুরসেন বা।। প্রাতঃ বা ভক্ষয়েৎ তু যথাবলম্। শূলাদ্ বিমুচ্যতে জন্তুঃ সহসা পরিণামজাৎ।।

শম্বকভস্ম, শুষ্ঠ, পিপুল, মরিচ ও পঞ্চলবণ (সৈন্ধব, বিট, সচল, সামুদ্র ও ঔষ্টিদ লবণ) সমভাগে লইয়া কলমীর রসে মর্দন করত ৥০ তোলা পরিমাণে বটিকা করিবে। এই বটিকা প্রাতঃকালে বা ভোজনসময়ে বলানুসারে সেবন করিলে পরিণামশূল আশু প্রশমিত হয়।

তিলনাগরপথ্যানাং ভাগং শম্বকভস্মনাম্। দ্বিভাগগুড়সংযুক্তং শুভ্রীং কৃৎস্নভাগিকাম্॥ শীতান্বপানং পূর্বাঙ্কু ভক্ষয়েৎ ক্ষীরভোজনঃ। সায়াহ্নে রসকং পীত্বা নরো মুচ্যেত দুর্জর্যাৎ॥ পরিণামসমুখাচ্চ শূলাচ্চিরভবাদপি।।

তিল, শুষ্ঠ, হরীতকী ও শম্বকভস্ম প্রত্যেক সমভাগ, গুড় ৮ ভাগ; একত্র করিয়া ২ তোলা পরিমাণে গুড়িকা করিবে। এই ঔষধ পূর্বাঙ্কু শীতল জলের সহিত সেবন করিয়া দুগ্ধের সহিত অন্নভোজন ও সায়াহ্নে মাংসরস পান করিবে। ইহা দ্বারা দীর্ঘকালোৎপন্ন দুর্জর্য পরিণামশূল ও নিবারিত হয়।

**নারিকেলক্ষারঃ**

নারিকেলং সতোয়ঞ্চ লবণেন প্রপূরিতম্। মৃদাববেষ্টিতং শুষ্কং পকং গোময়বহিনা॥ পিঙ্গল্যা ভক্ষিতং হস্তি শূলং হি পরিণামজম্। বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লেষ্মিকং সান্নিপাতিকম্॥

জল-সংযুক্ত সুপক্ক নারিকেলের মধ্যে সৈন্ধব লবণ পূরণ করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা উত্তমরূপে প্রলেপ দিবে এবং উহা শুষ্ক করিয়া ঘুঁটের অগ্নিতে দক্ষ করিবে। পরে উহার মধ্যস্থ সৈন্ধব-সংযুক্ত নারিকেল, পিঙ্গলীর সহিত যথামাত্রায় সেবন করিবে। তাহাতে সর্বপ্রকার পরিণামশূল নিবারিত হইবে।

লৌহচূর্ণং বরায়ুক্তং বিলীঢ়ং মধুসর্পিষা। শূলং পরিণতং হন্যাৎ তন্মলং বা প্রযোজিতম্॥ (অত্র তন্মলং লৌহমলং মধুরং পলং ১, মিলিত ত্রিফলাচূর্ণং পলং ১, ততো মিলিতচূর্ণাৎ ৮ মাষাঃ মধুঘৃতাভ্যাং লেহ্যাঃ)।

লৌহচূর্ণ ও ত্রিফলাচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে পরিণামশূল প্রশমিত হয়। কিংবা মধুরচূর্ণ ৮ তোলা ও ত্রিফলাচূর্ণ মিলিত ৮ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া ১ তোলা পরিমাণে, ঘৃত ও মধু-সহ লেহন করিলে পরিণামশূল নষ্ট হয়।

কৃষ্ণভয়ালৌহচূর্ণং গুড়েন সহ ভক্ষয়েৎ। পক্তিশূলং নিহন্তোতজ্জঠরাণ্যগ্নিমন্দতাম্। আমবাতবিকারাংশ্চ হৌল্যৈশ্চৈবাপকর্ষতি।।

পিঙ্গলী, হরীতকী ও লৌহচূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিবে। ইহা দ্বারা পরিণাম-শূল, উদররোগ, অগ্নিমন্দ্য, আমবাত ও হৌল্য বিনষ্ট হয়।

পথ্যালৌহরজঃশুষ্ঠী-চূর্ণং মাক্ষিকসর্পিষা। পরিণামরুজং হস্তি বাতপিত্তকফাশ্মিকাম্॥

হরীতকী, শুষ্ঠ ও লৌহচূর্ণ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে বাতিক পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক পরিণামশূল নিবারিত হয়।

নাগরতিলগুড়কঙ্কং পয়সা সংসাধ্য যঃ পুমানদ্যাৎ। উগ্রং পরিণতিশূলং তস্যাপৈতি সপ্তরাশ্রেণ।। (শুষ্ঠীচূর্ণগুড়য়োঃ প্রত্যেকং কর্ষঃ, তিল প্র ১ গব্যদুগ্ধং ২ শং পায়সং কৃৎস্না ভক্ষয়েৎ)।

শুষ্ঠচূর্ণ ২ তোলা, পুরাতন গুড় ২ তোলা ও তিলচূর্ণ ৮ তোলা, ২ সের গব্য দুগ্ধের সহিত পায়স করিয়া সেবন করিলে সপ্তাহের মধ্যে পরিণামশূল প্রশমিত হয়।

দগ্ধালুনসরেণাদ্যাং সতীনযবশুক্কান্। অচিরান্মুচ্যতে শূলান্ নরোহ্নপরিবর্জনাৎ॥

অন্নভোজন পরিত্যাগ করিয়া সর-সংযুক্ত দধির সহিত মটর ও যবের ছাতু ভক্ষণ করিলে শীঘ্র শূল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়।

কঞ্চলাবৃতগাত্রস্য প্রাণায়ামং প্রকুব্বতঃ। কটুতৈলাক্তশক্তনাং ধূপঃ শূলহরঃ পরঃ॥

শূলরোগী কঞ্চল দ্বারা গাত্র আবৃত করিয়া শ্বাসরোধপূর্বক কটুতৈল-মিশ্রিত যবশক্তুর ধূম গ্রহণ করিলে শূলরোগ হইতে বিমুক্ত হয়।

### এরু সপ্তকম্

এরু বিশ্ববৃহতীদ্বয়মাতলঙ্গপাষণভৃৎত্রিকণ্টমূলকৃতঃ কষায়াঃ। সক্ষারহিঙ্গলবণো রুবতৈলমিশ্রঃ শ্রোণ্যাংসমেদ্রহৃদয়স্তনরুক্ষু পেয়ঃ॥

এরুশূল, বিশ্বমূল, বৃহতী, কণ্টকারী, টাবালেবুর মূল, পাষণভেদী ও গোক্ষুরমূল, ইহাদের কাথে যবক্ষার, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ ও এরুতৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কটী, অংস, মেদ্র, হৃদয় ও স্তন প্রভৃতি স্থানের শূল বিনষ্ট হয়।

তীক্ষ্ণায়শূর্ণসংযুক্তং ত্রিফলাচূর্ণমুত্তমম্। প্রযোজ্যং মধুসপির্ভ্যাং সর্বশূলনিবারণম্॥ (মারিত-পুটিত-বজ্রলৌহচূর্ণং কর্ষ ১ মাষা ৮, ত্রিফলাচূর্ণং প্র মা ৮, মিলিতচূর্ণাচ্চ গ্রাহ্যং রতি ৪, ঘৃতমধুনী দত্তা লৌহমুদারেন সংমর্দা ভক্ষণীয়ম্)।

তীক্ষ্ণলৌহচূর্ণ ২ তোলা ৮ মাষা ও ত্রিফলাচূর্ণ প্রত্যেকে ৮ মাষা একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত এবং মধুর সহিত ৪ রতি পরিমাণে সেবন করিলে সর্বপ্রকার শূল নিবারিত হয়।

মুত্রাস্তঃপাচিতাং শুষ্কাং লৌহচূর্ণসমুথিতাম্। সণ্ডডামভয়ামদ্যাং সর্বশূলপ্রশান্তয়ে॥

গোমূত্রসিদ্ধ ও শুষ্ক হরীতকীচূর্ণ ১ ভাগ, লৌহচূর্ণ ১ ভাগ ও সণ্ড ২ ভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্বপ্রকার শূল নিবারিত হইয়া থাকে।

### অন্নদ্রবশূল লক্ষণম্

জীর্ণে জীর্ষাত্যজীর্ণে বা যচ্ছলমুপজায়তে। পথ্যাপথ্যপ্রয়োগেন ভোজনাভোজনে চ। ন শমং যতি নিয়মাৎ সোহন্নদ্রব উদাহতঃ॥

ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইলে বা পরিপাকের সময় অথবা অপক্বাবস্থাতেই যে-শূল উপস্থিত হয় এবং যাহা পথ্য, অপথ্য, ভোজন, অভোজন বা যে-কোন নিয়ম প্রতিপালন করা যায় কিছুতেই উপশম-প্রাপ্ত হয় না, তাহাকে অন্নদ্রবশূল কহে।

### অন্নদ্রব শূল চিকিৎসা

অন্নদ্রবাত্ম্যে শূলে তু ন তাবৎ স্বাস্থ্যমশ্নুতে॥ যাবৎ কটুকপিত্তাম্লমমং ন চ্ছর্দয়েদ্ দ্রবম্॥ বাস্তমাত্রে জরং পিত্তং শূলমাশু বিনাশয়েৎ। পিত্তাস্তং বমনং কৃত্বা কফাস্তঞ্চ বিরেচনম্॥

অন্নদ্রব-নামক শূল উৎপন্ন হইলে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কটু পিত্ত ও অন্নরসযুক্ত হইয়া ভুক্তদ্রব্য বমি হইয়া না যায়, ততক্ষণ রোগী স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে না। বমি হইবামাত্র পিত্ত জীর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া শূল বিনষ্ট করে। অতএব এই রোগে পিত্তোদগমন পর্য্যন্ত বমন এবং কফ নিঃসরণ পর্য্যন্ত বিরেচন দেওয়া কর্তব্য।

অন্নদ্রবে চ তৎ কার্য্যং জরৎপিত্তে যদি রিতম্। আমপকাশয়ে শুদ্ধে গচ্ছেদন্নদ্রবং শমম্। মাষেশুরী সতৃষিকা স্নিগ্ধা সপির্যুতা হিতা॥

এরূপিতে (অন্নপিত্তে) যে-সকল চিকিৎসা কথিত হইয়াছে, অন্নদ্রবশূলেও সেই সকল চিকিৎসা কর্তব্য। আমাশয় ও পক্কাশয় শুদ্ধ থাকিলেই অন্নদ্রবশূলের শাস্তি হয়। ঘৃত-সংযুক্ত সিদ্ধ সতুষ মাষেণ্ডরী অন্নদ্রবশূলে সপথ্য। (খোলা-সহ মাষকলায় দ্বারা কৃত পিষ্টিকাকার ভক্ষ্য দ্রব্যকে মাষেণ্ডরী কহিয়া থাকে)।

ধাত্রীফলভবং চূর্ণময়চূর্ণসমম্বিতম্। যষ্টীচূর্ণেন বা যুক্তং লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রেণ তদাদে।। শ্যামাকতগুলৈঃ সিদ্ধং সিদ্ধং কোদ্রবতগুলৈঃ। প্রিয়ঙ্গুতগুলৈঃ সিদ্ধং পায়সং সহিতং হিতম্।। (প্রিয়ঙ্গুঃ কঙ্গুবিশেষঃ)। আমলকীচূর্ণের সহিত সমভাগ লৌহচূর্ণ কিংবা যষ্টীমধুচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে জরৎপিত্ত ও অন্নদ্রবশূল নিবারিত হয়। শ্যামাধান্যের তগুল, কোদ্রব তগুল বা প্রিয়ঙ্গু তগুলের (কঙ্গুধান্য-বিশেষের) পায়স পাক করিয়া সেবন করিলেও অন্নদ্রবশূল বিনষ্ট হয়।

অন্নদ্রবো দৃশ্চিকিৎস্যো দুর্বিজ্ঞেয়ো মহাগদঃ। তস্মাৎ তস্য প্রশমনে পরং যত্নং সমাচরেৎ।।  
অন্নদ্রবশূল ভয়ানক দৃশ্চিকিৎস্য ব্যাধি। অতএব ইহার শাস্তির জন্য বিশেষরূপে যত্ন করিবে।

জীবন্তীমূলকঙ্কো বা সতৈলঃ পার্শ্বশূলনুৎ।।

জীবন্তীমূলের কঙ্ক তিলতৈলের সহিত মিলিত করিয়া প্রলেপ দিলে পার্শ্বশূল প্রশমিত হয়।

মাতুলুঙ্গরসো বাপি শিগ্রক্কাথস্তথা পরঃ। সক্ষারো মধুনা পীতঃ পার্শ্বহৃদন্তিশূলনুৎ।।

টাবালেবুর মূলের কাথে বা সজিনামূলের কাথে যবক্ষার ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পাক করিলে পার্শ্ব, হৃদয় ও বন্তিশূল প্রশমিত হয়।

চিত্রকং গ্রহীকৈরণ্ড-শুগীধান্যং জলৈঃ শূতম্। শূলানাহবিবন্ধেষু সহিঙ্গু বিড়সৈন্ধবম্।।

চিতা, পিপুলমূল, এরণ্ডমূল, শুঠ ও ধনে ইহাদের কাথে হিং, বিট ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শূল, আনাহ ও মলবদ্ধতা বিনষ্ট হয়।

হিঙ্গু সৌবর্চলং পথ্যা বিড়সৈন্ধবতৃস্কর। পৌষ্করঞ্চ পিবেচ্চূর্ণং দশমূলযবান্তসা।। পার্শ্বহৃৎকটিপৃষ্ঠাংস-শূলে তদ্রূপতানকে। শোথে শ্লেষ্মপ্রসেকে চ কর্ণরোগে চ শসাতে।।

দশমূল প্রত্যেক ১ মাষা ৭ রতি ও যবতগুল ২ তোলা, জল ২ সের, শেষ ১০ পোয়া। এই কাথে হিং, সচল লবণ, হরীতকী, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, ধনে ও পুষ্করমূল (অভাবে কুড়) ইহাদের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পার্শ্ব, হৃদয়, কটি, পৃষ্ঠ ও স্কন্ধশূল এবং তন্দ্রা, অপতানক, শোথ, শ্লেষ্মপ্রসেক ও কর্ণশূল উপশমিত হয়।

হিঙ্গু ত্রিকটুকং কুষ্ঠং যবক্ষারোহথ সৈন্ধবম্। মাতুলুঙ্গরসোপেতং গ্লীহশূলাপহং রজঃ।।

টাবালেবুর মূলের কাথ (কাহারও মতে টাবালেবুর ফলের রসে) হিং, শুঠ, পিপুল, মরিচ, কুড়, যবক্ষার ও সৈন্ধব ইহাদের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে গ্লীহশূল বিনষ্ট হয়।

দধ্মনির্গতধূমং মৃগশৃঙ্গং গোঘৃতেন সহ পীতম্। হৃদয়নিতম্বজশূলং হরতি শিখী দারুনিবহমিব।।

হরিণের শৃঙ্গ চূর্ণ করিয়া, তাহা অস্তধূমে দধ্ম করিবে। ঐ দধ্ম শৃঙ্গচূর্ণ গব্যঘৃতের সহিত সেবন করিলে হৃদয় ও নিতম্বজ শূল প্রশান্ত হইয়া থাকে।

শঙ্খরস ওড়িকা

পলানি চিঞ্চাক্ষারস্য পঞ্চ পঞ্চ পলানি চ। লবণানাং ক্ষিপেৎ প্রস্থদ্বয়ং জম্বীরবারিণঃ।। পলদ্বাদশ শঙ্খস্য

- ভস্মীভূতং ক্ষিপেৎ পুনঃ। পূর্বত্রয়েণ সংমর্দ্য হিঙ্গুব্যোষচতুষ্পলম্।। রসামৃতসুগন্ধানাং পলার্কধ্ব পৃথক্ পৃথক্। দদ্যাৎ সমস্তং সংমর্দ্য জম্বীরাম্রৈদিনত্রয়ম্।। বদরাহ্মিপ্রমাণেন গুড়িকাঃ কারয়েদ্ ভিষক্। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুথায় তোয়মুষ্ণং পিবেদনু।। শূলঞ্চ সর্বগুণ্মঞ্চ অজীর্ণং পরিণামজম্। অম্লশূলং পতিশূলং হৃচ্ছূলঞ্চ বিশেষতঃ।। কুক্ষিশূলং পার্শ্বশূলং পৃথক্ বাতাদিসম্ভবম্। আমশূলমদাবর্ত্তং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।। (তিস্তীভীতৃগ্ভয়ঃ প্ল ৫, পঞ্চলবণ প্রত্যেকং প্ল ১, শঙ্খাভয়ঃ প্ল ১২, জম্বীররস শং ৮; শনৈঃ শনৈঃ পক্ষা পশ্চাৎ হিঙ্গু গুণ্ঠী পিঙ্গলী মরিচ এষাং চূর্ণং প্রত্যেকং প্ল ১, রসগন্ধক অমৃত প্রত্যেকং তো ৪ সর্বমেকীকৃত্য জম্বীররসেন মর্দয়িত্বা দিনত্রয়ং রৌদ্রে শোষয়েৎ। ততো বদরাহ্মিমিতা বট্যাঃ কার্য্যাঃ। অত একামুষ্ণজলেন ভক্ষয়েৎ)।

তেঁতুলছালভয় ৫ পল, পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ পল, শঙ্খাভয় ১২ পল, জামীরলেবুর রস ৮ সের; অল্পে-অল্পে পাক করিয়া পশ্চাৎ হিঙ্গু, শুঠ, পিপুল, মরিচ ইহাদের প্রত্যেক ১ পল এবং পারদ, বিষ ও গন্ধক প্রত্যেক ৪ তোলা। এই সমুদায় মিশ্রিত করিয়া জামীরের রসে মাড়িয়া তিন দিন রৌদ্রে শুষ্ক করত কুল-আঁটির ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। উষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। ইহাতে পরিণাম-শূল প্রভৃতি সকল প্রকার শূল নষ্ট হয়।

### লৌহগুড়িকা

লৌহস্য রজসো ভাগত্রিফলায়াস্ত্রয়স্তথা। গুড়স্যাপ্টৌ তথা ভাগা গুড়ানুত্রং চতুর্গম্।। এতৎ সর্বধ্ব বিপচেদ্ গুড়পাকবিধানবিৎ। লিহেচ্চ তদ যথাশক্তি ক্ষয়ে শূলে চ পাকজে।।

লৌহচূর্ণ ১ ভাগ, ত্রিফলা ৩ ভাগ, পুরাতন গুড় ৮ ভাগ এবং গোমূত্র ৩২ ভাগ, এই সকল একত্র করিয়া গুড়পাক-বিধানে পাক করিবে। রোগীর শক্তি বঝিয়া প্রয়োগ করিলে ক্ষয়রোগ ও পরিণামশূল নষ্ট হয়।

### সামুদ্রাদ্য চূর্ণম্

সামুদ্রং সৈন্ধবং ক্ষারৌ রুচকং রোমকং বিড়ম্। দন্তী লৌহরজঃ কিট্রং ত্রিবৃচ্ছরণকং সমম্।। দধিগোমূত্র-পয়সা মন্দপাবকপাচিতম্। তদযথাগ্নিবলং চূর্ণং পিবেদুষ্ণেণ বারিণা।। জীর্ণেহজীর্ণে তু ভুক্তীত মাংসাদি ঘৃতসাধিতম্। নাভিশূলং প্লীহশূলং যকৃৎগুণ্মকৃতঞ্চ যৎ।। বিদ্রধ্যস্তীলিকাং হস্তি কফবাতোদ্ভবং তথা। শূলানাংপি সর্বেষামৌষধং নাস্তি তৎপরম্। পরিণামসমুখস্য বিশেষেণান্তকৃন্মতম্।। (সামুদ্রাদীনাং প্রত্যেকং সমভাগচূর্ণমেকীকৃত্য দধিদুগ্ধগোমূত্রাণাং সমভাগেন যাবতা আলোড়িতং ভবতি, তাবদ্ দন্তা মন্দানলেন পচেৎ আ চূর্ণীভাবাৎ। ততোহদক্ষমুষ্ণেদকেন যথাযোগ্যং প্রযোজ্যম্। অন্যে তু সমুদিতচূর্ণাদ্ দধ্যাদীনাং মিলিতানাং চাতুর্ভগ্যমাঃ)।

করকচ, সৈন্ধব, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সচল, সাগ্গারি ও বিটলবণ, দন্তীমূল, লৌহচূর্ণ, মণ্ডুর, তেউড়ী ও ওল প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ। দধি, দুগ্ধ ও গোমূত্র সমান-সমান ভাগে পাকযোগ্য মাত্রায় দিয়া মন্দ অগ্নিতে পাক করিবে। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। উষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিয়া ঘৃতপক্ মাংসাদি ভোজন করা যাইতে পারে। এই ঔষধ সকল প্রকার শূল, বিশেষত পরিণামশূল নিবারক। ইহা যকৃৎ প্লীহাদি ও অন্যান্য রোগেরও উত্তম মহৌষধ।

### বিড়ঙ্গাদি মোদকঃ

বিড়ঙ্গতগুলব্যোষং ত্রিবৃদ্ধস্তীসচিত্রকম্। সর্বর্গ্যোতানি সংহত্য সৃক্ষচূর্ণনি কারয়েৎ।। গুড়েন মোদকং কৃৎবা ভক্ষয়েৎ প্রাতরুথিতঃ। উষেদাকানুপানন্ত দদ্যাদগ্নিবিবর্দ্ধনম্। জয়েৎ ত্রিদোষজং শূলং পরিণাম-সমুদ্ভবম্।।

## ১২২ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

বিড়ঙ্গের তণ্ডুল, ত্রিকটু, তেউড়ী, দস্তী ও চিতা এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া এবং চূর্ণের দ্বিগুণ গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা উষ্ণ জলের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে ত্রিদোষ-জন্য পরিণামশূল প্রশমিত হয়। মাত্রা ২ তোলা।

### কোলাদি মণ্ডুরম্

কোলাগ্রন্থিকশুবেরচপলাক্ষারৈঃ সমং চূর্ণিতং মণ্ডুরং সুরভীজলেহস্তগুণিতে পঙ্কথ সান্দ্রীকৃতম্। তৎ খাদেদশনাদিমধ্যাবিরতো প্রায়েণ দুষ্কামভুগ্ জেতুং বাতকফাময়ান্ পরিণতো শূলঞ্চ শূলানি চ।।

শুদ্ধ মণ্ডুরচূর্ণ ২।।০ পল, চই, পিপুলমূল, শুঠ, পিপুল, যবক্ষার প্রত্যেক ৪ তোলা, গোমূত্র ২০ পল। মণ্ডুর ও গোমূত্র পাক করিয়া আসন্নপাকে চূর্ণসকল প্রক্ষেপ দিবে। এই ঔষধ ভোজনের প্রথমে, মধ্যে ও অন্তে সেবনীয়। ঔষধ সেবনকালে দুষ্কামভোজী হওয়া আবশ্যক। ইহাতে পরিণামজ ও অন্যান্য শূল নষ্ট হয়।

### গুড়মণ্ডুরম্

গুড়ামলকপথ্যানাং চূর্ণং প্রত্যেকশঃ পলম্। ত্রিপলং লৌহকিটাস্য তৎসর্বং মধুসর্পিষা।। সমালোডা সমন্বীয়াদক্ষমাত্রাপ্রমাণতঃ। আদিমধ্যাবসানেষু ভোজনস্য নিহস্তি তৎ।। অন্নদ্রব্যং জরৎপিত্তমত্রপিত্তং সুদারুণম্। পরিণামসমুৎপন্ন শূলং সংবৎসরোথিতম্।।

পুরাতন গুড়, আমলকী ও হরীতকীচূর্ণ প্রত্যেক ১ পল, শোধিত মণ্ডুরচূর্ণ ৩ পল একত্র মিশ্রিত এবং ঘৃত ও মধুর সহিত আলোড়িত করিয়া, ভোজনের আদি মধ্য ও অন্তে ২ তোলা (ব্যবহার ১।০ তোলা) পরিমাণে সেবন করিলে অন্নদ্রব্যশূল, অন্নপিত্ত, রক্তপিত্ত ও বৎসরভাঙ্তরজাত সুদারুণ পরিণামশূল প্রশমিত হয়।

### ক্ষীরমণ্ডুরম্

লৌহকিটপলান্যাস্টৌ গোমূত্রাদ্বাদ্যকে পচেৎ। ক্ষীরপ্রস্নেহ তৎ সিদ্ধং পিত্তশূলহরং পরম্।।

মণ্ডুর ১ সের, পাকার্থ গোমূত্র ৮ সের, দুগ্ধ ৪ সের। যথাবিধি পাক করিয়া লইবে। ইহাতে পরিণাম-শূল নষ্ট হয়।

### মণ্ডুরবটিকা

লৌহকিটপলান্যাস্টৌ গোমূত্রহস্তগুণে পচেৎ। চবিকানাগরক্ষার-পিপ্ললীমূলপিপ্ললীঃ।। সংচূর্ণ্য নিক্ষিপেৎ তস্মিন্ পলাংশাঃ সান্দ্রতাং গতে। গুড়িকাঃ কল্পয়েৎ তেন পিত্তশূলনিবারিণীঃ।।

মণ্ডুরচূর্ণ ১ সের, ৮ সের গোমূত্রে পাক করিয়া, আসন্ন পাকে চই, শুঠ, যবক্ষার, পিপুলমূল ও পিপুল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক-এক পল প্রক্ষেপ দিবে, গাঢ় হইলে উপযুক্ত মাত্রায় বটী করিবে। এই বটী সেবনে পরিণামশূল নিবারিত হয়।

### তারামণ্ডুরগুড়ঃ

বিড়ঙ্গং চিত্রকং চব্যং ত্রিফলা ত্র্যম্বণানি চ। নব ভাগানি চৈতানি লৌহকিটসমানি চ।। গোমূত্রং দ্বিগুণং দত্তা মূত্রাক্ষিকগুড়াঙ্ঘ্রিতম্। শনৈর্মুদ্বয়িমা পঙ্কা সুসিদ্ধং পিণ্ডতাং গতম্।। নিক্তভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য ভক্ষয়েৎ কোলামাত্রয়া। প্রাণ্ধ্যাত্ত্রমেণৈব ভোজনস্য প্রয়োজিতঃ।। যোগোহয়ং শময়ত্যাগ পিত্তশূলং সুদারুণম্। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং মন্দান্নিতামপি।। অর্শাংসি গ্রহীরোগং ক্রিমিশূলমদরাণি চ। নাশয়েদন্নপিত্তঞ্চ স্ফৌল্যঞ্চাপি নিযচ্ছতি।। বর্জয়েচ্ছুক্ষশাকানি বিদাহ্যন্নকটুনি চ। পিত্তশূলান্তকো হ্যেষ

## শূলরোগাধিকার ১২৩

• গুড়ো মণ্ডুরসংজ্ঞিতঃ শূলার্তানং কৃপাহেতোস্তারয়া পরিকীৰ্তিতঃ ॥

শুদ্ধ মণ্ডুর ৯ পল, গোমূত্র ১৮ পল, গুড় ৯ পল। যথাবিধানে পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চই, ত্রিফলা, ত্রিকটু, প্রত্যেক ১ পল। মৃদু অগ্নিতে অল্পে অল্পে পাক করত পিণ্ডীভূত হইলে স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ১ তোলা। ভোজনের আদি মধ্য ও অন্তে সেবনীয়। ইহাতে পক্তিশূল প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উপশমিত হয়। এই ঔষধ সেবনকালে শুষ্ক শাক, বিদাহী দ্রব্য এবং অন্ন ও কটুরস বর্জনীয়।

### শতাবরীমণ্ডুরম্

সংশোধ্য চূর্ণিতং কৃত্বা মণ্ডুরস্য পলাষ্টকম্। শতাবরীরসস্যাষ্টৌ দধ্বশ্চ পয়সস্তথা ॥ পলান্যাদায় চত্বারি তথা গব্যসা সর্পিষঃ। বিপচেৎ সর্বমেকধ্যং যাবৎ পিণ্ডভূতমগতম্ ॥ সিদ্ধস্তু ভক্ষয়েন্মধ্যে ভোজনস্যা-  
গ্রতোহপি বা। বাতাত্মকং পিত্তভবং শূলঞ্চ পরিণামজম্। নিহন্ত্যেব হি যোগোহয়ং মণ্ডুরস্য ন সংশয়ঃ ॥

শোধিত মণ্ডুরচূর্ণ ৮ পল, শতমূলী রস ৮ পল, দধি ৮ পল, ঘৃত ৪ পল। এই সমুদায় একত্র পাক করিবে, পিণ্ডবৎ হইলে নামাইয়া লইবে। ইহা ভোজনের আদিতে মধ্যে ও অন্তে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে বাতিক, পৈত্তিক ও পরিণামজ শূল নষ্ট হয়।

### বৃহচ্ছতাবরীমণ্ডুরম্

শতাবরীরসপ্রস্থে চ সুরভীজলে। অজায়াঃ পয়সঃ প্রস্থে প্রস্থে ধাত্রীরসস্য চ ॥ লৌহমলপলান্যষ্টৌ শর্করাপলষোড়শ। দণ্ডাজ্যকুড়বং তত্র শনৈর্মুদগ্নিনা পচেৎ ॥ সিদ্ধশীতে ঘনীভূতে দ্রবাণীমানি দাপয়েৎ। বিড়ঙ্গত্রিফলাব্যোষ-যবানীগজপিপ্পলীদ্বিজীরকঘনানাঞ্চ শ্লক্ষ্মান্যক্ষসমানি চ। খাদেদগ্নিবলাপেক্ষী ভোজনাদৌ বিচক্ষণঃ ॥ শূলং সর্বভবং হন্তি পিত্তশূলং বিশেষতঃ। হৃচ্ছলং পাশ্চশূলঞ্চ কৃষ্ণিবন্তিগুদে রুজম্ ॥ কাসং শ্বাসং তথা শোথং গ্রহণীদোষমেব চ। যকৃৎপ্লীহোদরানাহ-রাজযক্ষ্মবিনাশনম্ ॥ বিষ্টম্ভমামং দৌৰ্ভল্যমগ্নিমান্দ্যঞ্চ যদ্ ভবেৎ। এতান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করন্তিমিরং যথা ॥

শতমূলীর রস ৪ সের, গোমূত্র ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের, আমলকীর রস ৪ সের, মণ্ডুর ৮ পল, চিনি ১৬ পল, ঘৃত ৪ পল। এই সমুদায় একত্র মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পাকশেষে ঘনীভূত ও শীতল হইলে তাহাতে বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, যমানী, গজপিপ্পলী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মুতা প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। এই ঔষধ আহারের পূর্বে অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া সেবন করা উচিত। ইহা সকলপ্রকার শূলের, বিশেষত পিত্তশূলের উৎকণ্ঠ ঔষধ। ইহাতে কৃষ্ণি, বন্তি ও গুহ্যরোগ এবং শোথ, গ্রহণীদোষ, প্লীহা প্রভৃতি অন্যান্য রোগও উপশমিত হয়।

### বৃহচ্ছতাবরীমণ্ডুরম্ (মতান্তরে)

মণ্ডুরস্যাতিতপ্তস্য বরাক্কাথপ্লুতস্য চ ॥ চূর্ণীকৃত্য পলান্যষ্টৌ শতাবরীরসস্য চ ॥ দধ্বশ্চ পয়সশ্চাষ্টাবা-  
মলক্যা রসস্য চ। চতপলং ঘৃতস্যাপি শাণমাত্রং বিনিক্ষিপেৎ ॥ সিদ্ধে প্রত্যেকমেতেষামজাজী-  
ধান্যমুস্তকম্। ত্রিজাতককণাপথ্যা উপযুক্তং নিহন্তি চ ॥ শূলং দোষত্রয়োদ্ধুতমল্লপিত্তঞ্চ দারুণম্। অরুচিঞ্চ  
বমিষ্ণেব কাসং শ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ ॥ (ত্রিফলাক্কাথনির্কষাপিত মণ্ডুর প্ল ৮, পাকার্থং শতমূলী রস প্ল ৮,  
দধি প্ল ৮, দুগ্ধ প্ল ৮, আমলকীরস প্ল ৮, ঘৃত প্ল ৪, সিদ্ধে প্রক্ষেপার্থমজাজ্যদীনং প্র চূর্ণ মা ৪। অত্র  
অজাজী জীরকম্)।

প্রথমত মণ্ডুর উষ্য করিয়া ত্রিফলার কাথে নিষিক্ত করত শোধন করিয়া লইবে। এইরূপে শোধিত  
মণ্ডুর ৮ পল। পাকার্থ শতমূলীর রস ৮ পল, দধি ৮ পল, দুগ্ধ ৮ পল, আমলকীর রস ৮ পল, ঘৃত



৪ পল। পাক সিদ্ধ হইলে জীরা, ধনে, মুতা, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, পিপুল ও হরীতকী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ মাষা প্রক্ষেপ দিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সান্নিপাতিক শূল ও অল্পপিণ্ডাদি নানা রোগ নষ্ট হয়।

#### চতুঃসমগুরম্

সদ্যো লৌহমল্যাজ্যমাফিকসিতাভাগাঃ সমা মানতঃ পাত্রে তাম্রময়ে দিনান্তমথিতং সংস্থাপয়েদাতপে। পশ্চাৎ তদঘনতাং প্রণীয় রজনীমেকাং বহিঃ স্থাপয়েৎ পাত্রে তাম্রময়ে নিধেয়মথবা পাত্রে বহিঃভাবিতে।। পশ্চান্মাষচতুষ্টয়ং প্রতিদিনং জঙ্ঘাজলং শীতলং পেয়ং ভোজনপূর্বমধ্যাবিরতৌ স্বচ্ছন্দভৌজ্যনরৈঃ। জেতুং শূলছতশমান্যকসনশ্বাসান্নপিত্তজ্বরোন্মাদাপস্মৃতিমেহসর্বজঠরাজীর্ণাদিসর্ব্বা রুজঃ।

শোধিত মগুর ১ পল, ঘৃত ১ পল, মধু ১ পল, চিনি ১ পল, এই সমুদায় একত্র তাম্রপাত্রে লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দন করিয়া একদিন রৌদ্রে এবং একরাত্রি শিশিরে স্থাপন করিবে, পরে উহা কোন তাম্রপাত্রে বা ঘৃতপাত্রে রাখিয়া দিবে। প্রত্যহ ৪ মাষা পরিমাণে সেব্য। অনুপান শীতল জল। ইহা ভোজনের আদি মধ্য ও অন্তে সেবন করা ব্যবস্থেয়। ইহাতে শূলাদি নানা রোগ নষ্ট হয়। (ইহার মাত্রা যে ৪ মাষা লিখিত হইয়াছে, তাহাই ৩ ভাগ করিয়া এক-এক ভাগ ভোজনের কালএয়ে সেবনীয়)।

#### রসমগুরম্

কুড়বং পথ্যার্চুং দ্বিপলং গন্ধাশ্ম লৌহকিটুঞ্চ। শুদ্ধরসার্দ্রপলং ভৃঙ্গস্য রসং সকেশরাজস্য।। প্রস্থোন্মিতঞ্চ দত্তা পাত্রে লৌহেহুত দণ্ডসংঘট্টম্। শুদ্ধং ঘৃতমধুযুক্তং মৃদিতং স্থাপ্যঞ্চ ভাজনে মিক্ষে।। উপযুক্তমেতদ-চিরান্নিহন্তি কফপিত্তান্ রোগান্। শূলং তথান্নপিত্তং গ্রহণীঞ্চ কামলামুগ্রাম্।।

হরীতকীচূর্ণ ৪ পল, শুদ্ধ গন্ধকচূর্ণ ২ পল, শুদ্ধ মগুরচূর্ণ ২ পল, পারদ ৪ তোলা, ভৃঙ্গরাজরস ৪ সের, কেশুরিয়ার রস ৪ সের (কেহ-কেহ বলেন ভৃঙ্গরাজরস ২ সের, কেশুরিয়ার রস ২ সের), এই সমুদায় লৌহপাত্রোপরি লৌহদণ্ডে মর্দনপূর্বক রৌদ্রে শুকাইয়া ঘৃত মধু সংযুক্ত করত মিক্ষভাণ্ডে রাখিবে। (মাত্রা ৪ রতি ইহাতে আরম্ভ করিয়া ১ মাষা পর্যন্ত বৃদ্ধি করিবে)। অনুপান দুগ্ধাদি। ইহাতে শূল ও অল্পপিণ্ডাদি রোগ নষ্ট হয়।

#### লৌহামৃতম্

তনুনি লৌহপত্রাণি তিলোৎসেধসমানি চ। কাশকামূলকন্ধেন সংলিপ্য সর্ষপেণ বা।। বিশোষ্য সূর্য্যকিরণেঃ পুনরেবাবলেপয়েৎ। ত্রিফলায়া জলে স্নাতং বাপয়েচ্চ পুনঃপুনঃ।। ততঃ সংচূর্ণিতং কৃত্বা কর্পটেন তু ছানয়েৎ। ভক্ষয়েন্মধুসর্পির্ভায়া যথাগোত্রেৎ প্রযোজয়েৎ।। মাষকং ত্রিগুণং বাথ চতুঃগুণমথপি বা। ছাগস্য পয়সঃ কুর্য়াদনুপানমভাবতঃ।। গবাং ঘৃতেন দুগ্ধেন চতুঃষষ্টিগুণেন চ। পল্লিশূলং নিহন্ত্যেতন্মাসেনৈকেন নিশ্চিতম।। লৌহামৃতমিদং শ্রেষ্ঠং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা। ককারপূর্বকং যচ্চ যচ্চান্নং পরিকীর্তিতম্। সেবাং তন্ন ভবেদত্র মাংসঞ্চানুপসম্ভবম্।।

তিলপ্রমাণ পুরু কতকগুলি লৌহপত্রে শ্বেত আকন্দের মূল অথবা শ্বেতসর্ষপ বাটিয়া প্রলেপ দিবে। পরে রৌদ্রে শুদ্ধ করিয়া পুনরায় লেপ দিবে এবং অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ত্রিফলার কাথে নিৰ্ব্বাপিত করিবে। যতক্ষণ রৌদ্রে লৌহ জীর্ণ না-হয়, ততক্ষণ উক্তরূপে প্রলিপ্ত, শুদ্ধ ও দগ্ধ করিয়া ত্রিফলার কাথে নিৰ্ব্বাপিত করিবে। অনন্তর চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। ৩ মাষা কিংবা ৪ মাষা মাত্রায় ঘৃত ও মধু-সহ সেবনীয়। অনুপান ছাগদুগ্ধ অথবা ঔষধের ৬৪ গুণ গব্যঘৃত ও দুগ্ধ। এই

ঔষধসেবনে এক মাসের মধ্যে নিশ্চয়ই পঞ্জিশূল নিবারিত হয়। ইহা সেবনকালে ককরাদি দ্রব্য, অন্নদ্রব্য এবং আনুপ মাংস বর্জনীয়।

### ত্রিফলা লৌহম্

অক্ষমালকশিবানাং স্বরসৈশ্চ পঞ্চং সুলৌহচূর্ণম্। সগুড়ং যদুপভুক্তং মুঞ্চতি ত্রিদোষজং শূলম্॥

লৌহচূর্ণ ১ সের, বহেড়া, আমলকী ও হরীতকীর স্বরস বা কাথ ৪ সের (কেহ বলেন, প্রত্যেকের কাথ ৪ সের), গুড় ১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা সেবনে ত্রিদোষজ শূল দূরীভূত হয়।

### সপ্তামৃত লৌহম্

মধুকং ত্রিফলাচূর্ণময়োরজঃ সমং লিহন্। মধুসর্পিযুতং সমগ্যং গব্যং ক্ষীরং পিবেদনু॥ ছর্দিং সতিমিরং শূলমল্লপিপ্তং জ্বরং ক্রমন্। আনাহং মূত্রসঙ্গং শোথক্ষেব নিহন্তি তৎ॥

যষ্টিমধু, ত্রিফলা প্রত্যেক এক-এক ভাগ, লৌহচূর্ণ ৪ ভাগ; এই সমুদায় উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দন করিয়া লইবে। অনুপান গব্য দুগ্ধ। ইহাতে শূল ও অল্পপিত্তাদি রোগ নষ্ট হয়।

### ধাত্রীলৌহম্

ধাত্রীচূর্ণস্যাপ্তৌ পলানি চত্বারি লৌহচূর্ণস্য। যষ্টিমধুকরজশ্চ দ্বিপলং দদ্যাৎ পটে ঘৃষ্টম্॥ অমৃতাকাথেন তচ্চূর্ণং ভাব্যঞ্চ সপ্ত সপ্তাহম্। চণ্ডাতপেষু শুষ্কং ভূয়ঃ পিষ্টা নবে ঘটে স্থাপ্যম্॥ ঘৃতমধুনা সহ যুক্তং ভক্তাদৌ মধ্যতোহস্তে চ। ত্রীণি বারান্ যাদেৎ পথ্যং দোষানুবন্ধেন॥ ভক্তস্যাদৌ শময়তি রোগান্ পিত্তানিলোদ্ধতান্। মধ্যেহম্বিষ্টপ্তং জয়তি নৃণাং বিদহাতে নামম্॥ পানানকৃতান্ দোষান্ ভুক্তান্তে শীলিতং জয়তি। এবং জীযাতে চান্নে শূলং নৃণাং সুকষ্টমপি॥ হরতি চ সহসা যুক্তো যোগশচায়ং জরং-পিত্তম্। চক্ষুযাং পলিতয়ং কফপিত্তসমুদ্ভবান্ জয়েদ্রোগান্॥ (অত্র অমৃতামালকীতি ভানুদাসঃ, অন্যে তু শুভ্রচীমাঃ। সপ্তাহং সপ্ত ভাবনাঃ। ঔষধস্য মাষকত্রয়ং ভোজনাদিমধ্যান্তেষু ঘৃতমধুভ্যাং মর্দিতং ভক্ষমিতি ত্রিপুরারিঃ)।

আমলকীর চূর্ণ ৮ পল, লৌহচূর্ণ ৪ পল, বস্ত্রপূত যষ্টিমধুচূর্ণ ২ পল। এই সমুদায় একত্র করিয়া আমলকীর কাথে (কাহারও মতে গুলফের কাথে) ভাবনা দিবে। ভাবনার্থ আমলকী ১৪ পল, পাকের জল ১১২ পল, শেষ ২৮ পল। এই কাথে ৭ দিন ৭বার ভাবনা দিবে। পরে প্রথর রৌদ্রে শুষ্ক ও পুনর্ব্বার পিষ্ট করিয়া নূতন মৃৎপাত্রে রাখিবে। ঘৃত ও মধুর সহিত আহারের আদি মধ্য ও অন্তে এক-এক মাষা মাত্রায় ৩ মাষা সেবনীয়। ইহাতে অতি কৃচ্ছ্র শূলরোগ নষ্ট হয়।

### ধাত্রীলৌহম্ (মতান্তরে)

যটপলং শুদ্ধমগুরং যবস্য কুড়বং তথা। পাকায় নীরপ্রস্থার্কং দদ্যাৎ পাদাবশেষিতম্॥ শতমূলীরসস্যাপ্তা-বামলক্যা রসস্তথা। তথা দধি পয়ো ভূমিকুত্মাণ্ডস্য চতুষ্পলম্॥ চতুষ্পলং সর্পিরিঙ্কু-রসং দদ্যাৎ বিচক্ষণং। প্রক্ষিপেজ্জীরন্যাকাং ত্রিজাতং করিপিপ্ললী॥ মুস্তং হরীতকীক্ষেব লৌহমত্রং কটুত্রিকম্। রেণকং ত্রিফলাক্ষেব তালীশং নাগকেশরম্।<sup>১</sup> এতেষাং কার্ষিকং ভাগং চূর্ণয়িত্বা বিনিষ্কিপেৎ। ভোজনাদ্যবসানে চ মধ্যে চৈব সমাহিতং। তোলৈকং ভক্ষয়েচ্চান্ পেয়ং নিত্যং পয়স্তথা। শূলমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা॥ বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্রৈয়িকং সান্নিপাতিকম্। পরিণামভবং শূলমল্লদ্রবভবং তথা॥ দ্বন্দ্বজানপি শূলাংশ্চ অল্পপিপ্তং সুদারুণম্। সর্ব্বশূলহরং শ্রেষ্ঠং ধাত্রীলৌহমিদং শুভম্॥

১. ইতঃপরং—“কটুকং মধুকং রাসা চাখগন্ধা সচন্দনম্।” ইতি রসেন্দ্রধতোহধিকঃ পাঠঃ।

ঈষৎকুট্টিত যবতণ্ডুল ৪ পল, পাকার্থ জল ১৬ পল, শেষ ৪ পল। বস্ত্রপূত শতমূলীর রস, আমলকীব রস (অভাবে ক্কাথ), দধি, দুগ্ধ প্রত্যেক ৮ পল; ভূমিকুণ্ডাণ্ড রস, ঘৃত, ইক্ষুরস প্রত্যেক ৪ পল; এই সমুদায় একত্র করিয়া উহাতে গোমূত্রশোধিত ও সূক্ষ্মচূর্ণীকৃত মণ্ডুর ৬ পল দিয়া পাক করিবে। আসন্নপাকে জীরক, ধনে, গুড়ভ্রুক, তেজপত্র, এলাইচ, গজপিপ্পলী, মুতা, হরীতকী, লৌহ, অত্র, ত্রিকটু, রেণুক, ত্রিফলা, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, (মতান্তরে কটকী, যষ্টিমধু, রাস্না, অশ্বগন্ধা ও চন্দন) ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করত নামাইয়া লইবে। মাত্রা ১০ আনা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত। ইহা ভোজনের প্রথমে মধ্যে ও অন্তে সেবনীয়। সেবনান্তে দুগ্ধ পান করা কর্তব্য। ইহাতে সর্বপ্রকার শূল ও অন্নপিণ্ড নষ্ট হয়।

#### খণ্ডামলকী

স্থিন্নপীড়িতকুণ্ডাণ্ডাৎ তুলার্দং ভৃষ্টমাজ্যতঃ। প্রস্বাদে খণ্ডতুল্যস্ত পচেদামলকীরসাৎ।। প্রস্থে সুস্থিষ্ণুকুণ্ডাণ্ড-রসপ্রস্থে বিঘট্টয়ন। দৰ্ভ্যাং পাকং গতে তস্মিংশূর্ণীকৃত্য বিনিক্ষিপেৎ।। দ্বৈ পলে কণাজাজী-শুষ্ঠীনাং মরিচসা চ। পলং তালীশন্যাক-চাতুর্জ্জাতকমুস্তকম্।। কর্ণপ্রমাণং প্রত্যেকং প্রস্বাদে মাক্ষিকসা চ। পক্তিশূলং নিহন্ত্যেতদ্ দোষত্রয়কৃতঞ্চ যৎ।। ছর্দ্যন্নপিণ্ডমূর্ছাশ্চ শ্বাসং কাসমরোচকম্। হাচ্ছূলং পৃষ্ঠশূলঞ্চ রক্তপিণ্ডঞ্চ নাশয়েৎ।। রসায়নমিদং শ্রেষ্ঠং খণ্ডামলকসংজ্ঞিতম্।। (ছর্দ্যন্নপিণ্ডয়োঃ পিত্তোত্তরশূলে চ দৃষ্টফলোহয়ং যোগঃ)।

সিদ্ধ এবং বস্ত্রনিষ্পীড়িত সুপক্ক কুণ্ডাণ্ডশস্য ৫০ পল, ২ সের ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। পরে আমলকীর রস ৪ সের, কুণ্ডাণ্ডরস ৪ সের একত্র এবং তাহাতে ৫০ পল চিনি মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই রসে উক্ত ঘৃতভৃষ্ট কুণ্ডাণ্ড দিয়া রীতিমত পাক করিবে। হাতা দ্বারা বারংবার সংঘট্টন করিবে, নতুবা নীচে ধরিয়া যাইবে। এইরূপে পাকান্তে নামাইয়া তাহাতে পিপুল, জীরা ও শুষ্ঠ প্রত্যেক চূর্ণ ২ পল, মরিচচূর্ণ ১ পল, তালীশপত্র, ধনে, গুড়ভ্রুক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর ও মুতা প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে মধু ২ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে ত্রিদোষাথ পরিণামশূল, শ্বাস, কাস, হাচ্ছূল, পৃষ্ঠশূল ও রক্তপিণ্ড প্রভৃতি নিবারিত হয়। বমি, অন্নপিণ্ড ও পিত্তপ্রধান শূলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

#### নারিকেলখণ্ডঃ

কুড়বমিতমিহ স্যান্নারিকেলং সুপিষ্টং পলপরিমিতসর্পিঃপাচিতং খণ্ডতুল্যম্। নিজপয়সি তদেতৎ প্রস্থমাত্রৈ বিপকং গুড়বদথ সূশীতে শাণভাগান্ ক্ষিপেচ।। ধান্যাকপিপ্পলিপয়োদতুগাধিজীরান্ শাণং ত্রিজাতমিভ-কেশরবদ বিচূর্ণ্য। হস্ত্যন্নপিণ্ডমরুচিং ক্ষয়মত্রপিণ্ডং শূলং বমিং সকলপৌষ্কর্যকারি হারি।।

সুপক্ক নারিকেল শস্য শিলায় পেষণ এবং তাহা বস্ত্র দ্বারা নিষ্পীড়ন করিয়া তাহার ৪ পল (মতান্তরে ৮ পল) লইয়া অর্দ্ধপোয়া ঘৃতে ঈষৎ ভাজিয়া লইবে। পরে ৪ সের নারিকেলজলে ১০ সের চিনি গুলিয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই জলে নারিকেল শস্য দিয়া পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে নামাইয়া ধনে, পিপুল, মুতা, বংশলোচন, জীরা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ১০ তোলা, গুড়ভ্রুক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর প্রত্যেক চূর্ণ ১ মাষা করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অন্নপিণ্ড, অরুচি, ক্ষয়রোগ, রক্তপিণ্ড, শূল ও বমি নিবারণ হয়। ইহাতে পুরুষত্ববৃদ্ধি হইয়া থাকে।

#### বৃহন্নারিকেলখণ্ডঃ

নারিকেলপলান্যষ্টৌ শর্করা প্রস্থসম্বিতা। তজ্জলং পাত্রমেকান্ত সর্পিঃ পঞ্চপলানি চ।। শুষ্ঠীচূর্ণস্য কুড়বং

প্রসার্কঃ ক্ষীরমেব চ। সর্বমেকীকৃতং পাত্রে শনৈর্মুদগ্নিনা পচেৎ।। তুগা ত্রিকটুকং মুস্তং চাতুর্জাতং  
সধান্যকম্। দ্বিকণাজীরকক্ষেব কর্ষযুগ্মং পৃথক্ পৃথক্।। স্নগ্ধচূর্ণং বিনিক্ষিপ্য স্থাপয়েদ্ ভাজনে মৃদঃ।  
খাদেৎ প্রতিদিনং শাণং যথেষ্টহারবানপি।। সর্বদোষভবং শূলমেকজং দ্বন্দ্বজং তথা।। পরিণামভবং  
শূলম্নপিস্তঞ্চ নাশয়েৎ।। বলপাষ্টিকরং হৃদ্যাং বাজীকরণমুত্তমম্।। রক্তপিস্তহরং শ্রেষ্ঠং ছর্দিহাদ্রোগনাশনম্।  
ধ্বস্তরিকৃতক্ষেতম্মারিকেলরসায়নম্।।

শিলাপিস্ত-নিষ্কাশিতরস-সুপক নারিকেলশস্য ৮ পল, ভজ্জনার্থ ঘৃত ৫ পল। নারিকেলজল ১৬  
সের, চিনি ২ সের; এই জলে চিনি গুলিয়া ছাঁকিয়া তাহার সহিত ঘৃতভজ্জিত নারিকেলশস্য ৮  
পল, শুষ্ঠীচূর্ণ ৪ পল, দুগ্ধ ২ সের দিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে বংশলোচন,  
ত্রিকটু, মুতা, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, ধনে, পিপুল, গজপিপুল, জীরা ও কৃষ্ণজীরা  
প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা নিক্ষেপ ও উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইয়া মৃৎপাত্রে রাখিবে। মাত্রা ৥০  
অর্দ্ধ তোলা। ইহা সেবন করিলে শূল, অম্লপিত্ত, বমি ও হৃদ্রোগ নষ্ট হইয়া বলবীৰ্য্য বৃদ্ধি হয়।

### নারিকেলামৃতম্

নারিকেলফলপ্রস্থং সুপিস্তং ভজ্জিতং ঘৃতে। প্রহ্নে প্রস্থং সমাদায় শুষ্ঠীচূর্ণস্ত তৎসমম্।। দ্বিপাত্রং নারিকেলান্ন  
তৎসমং ক্ষীরমেব চ। ধাত্র্যাচ স্বরসপ্রস্থং খণ্ডস্যাপি তুলাং নস্যেৎ।। একীকৃত্য পচেৎ সর্বং শনৈর্মুদগ্নিনা  
ভিষক্। সদ্ধশীতে প্রদাতব্যং চূর্ণমেবাং সুশোভনম্।। কটুত্রয়ং চাতুর্জাতং প্রত্যেকঞ্চ পলোন্মিতম্।  
ধাত্রী জীরকযুগ্মঞ্চ ধন্যকং গ্রহ্মির্পর্ণকম্।। তুগাপয়োদচূর্ণানি ত্রিকর্ষাণি পৃথক্ পৃথক্। চতুঃপলানি মধুনঃ  
স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।। শিবং প্রণম্য সগণং ধ্বস্তরিমথাপরম্। কর্ষপ্রমাণং ভোক্তব্যং ক্ষীরং যুযং  
পিবেন্দনু।। অম্লপিত্তং নিহন্ত্যগ্রং শূলক্ষেব সুদারুণম্। পরিণামভবং শূলং পৃষ্ঠশূলঞ্চ নাশয়েৎ।। অম্লদ্রব-  
ভবং শূলং পার্শ্বশূলং সুদুস্তরম্।। অগ্নিসন্দীপনকরং রসায়নমিদং শুভম্।। মূত্রাঘাতানশেষাংশ্চ রক্তপিত্তং  
বিশেষতঃ। পীনসঞ্চ প্রতিশ্যায়ং নাশয়েন্মিত্যসেবনাৎ।। রোগানীকবিনাশায় লোকানুগ্রহহেতবে। অশ্বিভ্যাং  
নির্ম্মিতং শ্রেষ্ঠং নারিকেলামৃতং শুভম্।।

শিলাপিস্ত-বস্ত্রনিপীড়িত-সুপক নারিকেলশস্য ৪ সের, সন্তলনার্থ ঘৃত ৪ সের, পাকার্থ নারিকেল  
জল ৩২ সের, গব্য দুগ্ধ ৩২ সের, আমলকী রস ৪ সের, চিনি ১২ ৥০ সের, শুষ্ঠীচূর্ণ ২ সের। এই  
সমুদায় একত্র পাক করিবে। পাকান্তে শীতল হইলে ত্রিকটু, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর  
প্রত্যেক ১ পল, আমলকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, গেঁটেলা, বংশলোচন ও মুতা প্রত্যেক ৬ তোলা  
প্রক্ষেপ দিয়া, মধু ৥০ সের মিলাইয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত।  
অনুপান দুগ্ধ ও মুদ্রাযুষ প্রভৃতি। এই ঔষধ সেবন করিলে নানাপ্রকার শূল, অম্লপিত্ত, অশেষবিধ  
মূত্রাঘাত এবং রক্তপিত্ত প্রভৃতি অনেক রোগের শাস্তি হইয়া থাকে।

### হরীতকীখণ্ডঃ

ত্রিফলাঙ্গং চাতুর্জাতং যমানী কটুকত্রয়ম্। ধান্যং মধুরিকা চৈব শতপুষ্পা লবঙ্গকম্।। প্রত্যেকং কার্ষিকং  
গ্রাহ্যং ত্রিবৃত্তা স্বর্ণপত্রিকা।। পলদ্বন্দ্বপ্রমাণেন সর্বতুল্যা হরীতকী।। যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি সিতা তদ্বিগুণা  
মতা। পট্টেতানি বিধানেন ক্ষীরেণোষ্ণেন সংপিবেৎ।। হস্ত্যম্লপিত্তং শূলঞ্চ ষড়্‌র্শাংস্যনিলাময়ম্।  
কোষ্ঠবাতং কটীশূলমানহমপি দারুণম্।।

ত্রিফলা, মুতা, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, যমানী, ত্রিকটু, ধনে, মৌরি, লবঙ্গ, শুলফা  
প্রত্যেক ২ তোলা; তেউড়ী ও সোনাখুখী প্রত্যেক ২ পল, হরীতকীচূর্ণ ৮ পল, চিনি ৩২ পল।

যথাবিধি পাক করিবে। (উপযুক্ত মাত্রা ১ তোলা)। অনুপান উষ্ণ দুগ্ধ। ইহা সেবন করিলে অল্পপিত্ত, শূল, ছয় প্রকার অর্শ ও বায়ুরোগ প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

#### পূগখণ্ডঃ

ছিন্নং পূগফলং দৃঢ়ং পরিণতং পক্ষা চ দুগ্ধান্বভিঃ প্রক্ষাল্যাতপশোষিতং বসুপলং গ্রাহ্যং ততশ্চূর্ণিতাৎ। তৎ সর্পিঃকুড়বে বিপাচা হি বরীধাত্রীরসৌ দ্ব্যঞ্জলী দ্বৈ শ্রেষ্ঠে পয়সঃ প্রদায় বিপচেন্মন্দং তুলার্কং সিতাম্।। হেমাণ্ডোদধরচন্দনং ত্রিকটুকং ধাত্রীপিয়ালান্বিজৌ মজ্জানৌ ত্রিসুগন্ধিজীরকযুগং শৃঙ্গাটকং বংশজা। জাতীকৌষফলে লবঙ্গমপরং ধান্যাককাকোলকং নাকুলীতগরাসুবীরণশিফা ভৃঙ্গাশ্বগন্ধে তথা।। সর্বং দ্ব্যক্ষমিতং বিচূর্ণ্য বিধিনা পাকে তু মন্দে ততঃ প্রক্ষিপ্যাথ বিঘট্টয়ন মুহুরিদং দর্ক্যাবতার্য ক্ষণাৎ। সিদ্ধং বীক্ষ্য বিধারয়েদবহিতঃ স্নিগ্ধেহু মৃদভাজনে খাদেৎ প্রাতরিদং জ্বাময়হরং ব্যাং বৃধঃ কার্ষিকম্।। শূলাজীর্ণগুদপ্রবাহরুধিরং দুষ্টান্নপিত্তং জয়েদ্ যক্ষ্মক্ষীণহিতং মহাঘ্রিননং তৃট্ছর্দিমূর্ছাপহম্। পাণ্ডুঘ্নং বলবর্ণদৃষ্টিকরণং গর্ভপ্রদং যোষিতামেতৎ পূগরসায়নং প্রদরনুৎ বিণমুত্রসঙ্গাপহম্।।

সুপক সুপারি খণ্ড-খণ্ড করিয়া সজল দুগ্ধে সিদ্ধ করত ঘৌত করিয়া লইবে। পরে উহা রৌদ্রে শুষ্ক ও চূর্ণীকৃত করিয়া ৮ পল চূর্ণ গ্রহণ করিবে। ঐ সুপারিচূর্ণ ৮ পল, ১ সের ঘূতে পাক করিয়া তাহাতে আমলকীর রস ১ সের, শতমূলীর রস ১ সের, দুগ্ধ ৮ সের ও চিনি ৫০ পল দিয়া পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ নাগেশ্বর, মুতা, রক্তচন্দন, ত্রিকটু, আমলকীমজ্জা, পিয়ালমজ্জা, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, পানিফল, বংশলোচন, জয়িত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, ধনে, কাঁকলা, গন্ধরাস্না, তগরপাদুকা, বাল্লা, বেণার মূল, ভৃঙ্গরাজ ও অশ্বগন্ধা প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা। এই সমুদায় চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া হাতা দ্বারা মুহূর্মুহু আলোড়ন করিয়া নামাইয়া স্নিগ্ধ মৃৎপাত্রে রাখিবে। প্রত্যহ প্রাতে ১ তোলা পরিমাণে সেবনীয়। ইহাতে শূল ও অল্পপিত্ত প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

#### পূগখণ্ডঃ (মতান্তরে)

প্রৈত্থকং পূগচূর্ণস্য পয়সশ্চাটকং ক্ষিপেৎ। শর্করায়াঃ পলশতং ঘৃতস্য কুড়বদ্বয়ম্।। চাতুর্জ্ঞাতং ত্রিকটুকং দেবপুষ্পং সচন্দনম্। মাংসী তালীশপত্রঞ্চ বীজং কমলসম্ভবম্।। নীলোৎপলং তথা বাংশী শৃঙ্গাটং জীরকং তথা।। বিদারীকন্দজঠেষ্টব রজো গোক্ষুরসম্ভবম্।। শতমূলীরসশ্চৈব মালতীকুসুমং তথা। ধাত্রীচূর্ণং সমং কর্ষ্যং কর্পূরং শুক্তিমানতঃ।। মন্দেহুয়ৌ বিপচেদ্ বৈদ্যঃ স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। খাদেচ্চ প্রাতরুথায় কর্ষ্যমেকং প্রমাণতঃ।। ছর্দিম্পিত্তহৃদাহ-ভ্রমিমূর্ছাপহং নৃণাম্। সর্বশূলহরং শ্রেষ্ঠমামবাতবিনাশনম্।। মেহমেদোবিকারঘ্নং স্লীহপাণ্ডুগদাপহম্। অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ গুদজং রুধিরং জয়েৎ।। রেতোবৃদ্ধিকরং হৃদ্যং পুষ্টিদং কামদং তথা। বক্ষ্যাপি লভতে পুত্রং বৃদ্ধোহপি তরুণায়তে। নাভঃ পরতরং শ্রেষ্ঠং বিদ্যতে বাজিকর্মসু।।

সুপারিচূর্ণ ২ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, চিনি ১২।।০, ঘৃত ২ সের। এই সমুদায় একত্র পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, ত্রিকটু, লবঙ্গ, রক্তচন্দন, জটামাংসী, তালীশপত্র, পদ্মবীজ, নীলসুঁদি, বংশলোচন, পানিফল, জীরা, ভূমিকুথ্যাণ্ড, গোক্ষুর, শতমূলীরস, মালতীপুষ্প ও আমলকী প্রত্যেক ২ তোলা ও কর্পূর ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া যথাবিধি পাক করিবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ২ তোলা পরিমাণে সেবনীয়। ইহাতে সকলপ্রকার শূল, আমবাত, মেহ, বমি ও অল্পপিত্ত প্রভৃতি নানা রোগ উপশমিত হয়। ইহা শুক্রজনক, হৃদ্য ও পষ্টিকারক এবং ইহা বাজীকারক শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

### শঙ্খাদি চূর্ণম্

শঙ্খচূর্ণং পলংষ্ঠৈব পলংষ্ঠৈব লবণানি চ। ক্ষারং টঙ্গণকং জাতী শতপুষ্পা যমানিকা।। হিঙ্গু ত্রিকটু কণ্ঠৈব সর্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ। আমবাতং যকৃচ্ছূলং পরিণামসমুদ্ভবম্। অম্লদ্রবকৃতং শূলং শূলৈষ্ণৈব ত্রিদোষজম্।।

শঙ্খভস্ম ১ পল, সৈন্ধব সচল বিট শান্তার ও ঔদ্ভিদ লবণ, সোহাগার খই, জায়ফল, গুলফা, যমানী, হিঙ্গু ও ত্রিকটু প্রত্যেক ১ পল, একত্র চূর্ণ করিয়া (১ মাষা মাত্রায় উষ্ণ জল-সহ) সেবন করিবে। ইহাতে আমবাত, যকৃৎশূল ও সর্বপ্রকার শূল উপশমিত হয়।

### শূলসংহারকং চূর্ণম্

সুপুরাতনমণ্ডুরং পলাষ্টকসমম্বিতম্। মারীযদাড়িমতৃক্ চ কচ্চী কুটজবঙ্কলম্।। মুচুকুন্দঞ্চ কক্কোলম-পামার্গঞ্চ চিত্রকম্। পৃথগ্ দ্বিকার্ষিকণ্ঠৈযাং গুড়ুচীঞ্চ দ্বিকার্ষিকীম্।। আঢ়কেন চ মূত্রেন তাবজ্জ্বালাং সমাচরেৎ। যাবৎ পিণ্ডলিকামূর্দ্ধবহিস্তত্র প্রজায়তে।। ক্ষারভূতং সমাপেয্য রসগন্ধৌ চ হিঙ্গলম্। লবঙ্গং তেজপত্রঞ্চ শুভা জাতীফলং তথা।। শঙ্খানাভি দন্ধহারি প্রত্যেকঞ্চ দ্বিকার্ষিকম্। পূর্ববৎ পেযয়িত্বা চ সর্বমেকত্র মেলয়েৎ।। প্রস্থগোমূত্রদন্ধেন পুনঃ সর্বং তথা পচেৎ। তোলৈকমুষঃদন্ধেন পায়য়েৎ কুশলো ভিষক্।। একজং দন্ধজ্ঞৈব ত্রিদোষজমথাপি বা। শূলমষ্টবিধং হস্তি সাধ্যাসাধ্যং সুনিশ্চিতম্। শূলসংহারকং নাম চূর্ণমেতৎ সুদুর্লভম্।। (অত্র কচ্চীতি মাণস্য বঙ্কলং, কক্কোলমিতি কাঁকরোলং, গুডেতি বংশলোচনা, দন্ধহারীতি কেংবাস্তা যস্য প্রসিদ্ধিঃ)।

শোধিত পুরাতন মণ্ডুর ১ সের। চাঁপানটে, দাড়িমফলের ছাল, মাণকচুর বঙ্কল, কুড়চিছাল, মুচুকুন্দ, কাঁকরোল, আপাঙ্গ, চিতামূল ও গুলঞ্চ প্রত্যেক ৪ তোলা, গোমূত্র ১৬ সের, এই সমস্ত একত্র পিণ্ডলপাত্রে পাক করিবে। পাক করিতে-করিতে যখন সমস্ত গোমূত্র শুকাইয়া যাইবে এবং পাত্রস্থ উক্ত দ্রব্যসকল জলিয়া উঠিবে, তখন নামাইয়া সেই ভস্ম-সহ পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল, লবঙ্গ, তেজপত্র, বংশলোচন, জাতীফল, শঙ্খানাভি এবং চাকুন্দে প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ ৪ তোলা পরিমাণে মিশাইয়া পুনরায় ৪ সের গোমূত্রে ও ৪ সের দুগ্ধে পাক করিবে। পরে সমস্ত চূর্ণ করিয়া ১ তোলা পরিমাণে উষ্ণ দুগ্ধ-সহ সেবন করিবে। এই ঔষধে সর্বপ্রকার শূল নিশ্চয়ই প্রশমিত হয়।

### ত্রিফলালৌহম্

তীক্ষ্ণায়শূর্ণসংযুক্তং ত্রিফলাচূর্ণমুত্তমম্। ক্ষীরেণ পায়য়েদ্ ধীমান্ সদ্যঃ শূলনিবারণম্।।

লৌহচূর্ণ ও ত্রিফলাচূর্ণ সমভাগে লইয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে সদ্য শূলরোগ নিবারিত হয়।

### শর্করালৌহম্

ত্রিফলায়াস্তথা ধাত্রীশূর্ণং বা কাললৌহজম্। শর্করাচূর্ণসংযুক্তং সর্বশূলেষু যোজয়েৎ।।

ত্রিফলা ও ধাত্রীচূর্ণের সমান লৌহচূর্ণ একত্র করিয়া চিনির সহিত সেবনীয়। ইহা সর্বপ্রকার শূলেই প্রয়োগ করা যায়।

### বৈশ্বানরলৌহম্

দ্বিপলং তিস্তিডীক্ষারং তথাপামার্গসম্ভবম্। শম্বুকভস্মসংযুক্তং লবণঞ্চ সমং তথা।। চতুর্গাং সমভাগাঃ সুস্তলাঞ্চ লৌহচূর্ণকম্। চূর্ণং সংপিষ্য খল্লাদৌ কারয়েদেকতং ভিষক্।। শূলস্যাগমবেলায়াং খাদেন্মাষদ্বয়ং নরঃ। শূলমষ্টবিধং হস্তি সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ।।

ঠেঁতুলছালভস্ম, আপাঙ্গভস্ম, শামুকমুটিভস্ম ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক ১০ পোয়া, লৌহ ১ সের;

এই সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া লইবে। শূলবেদনা উপস্থিত হইবার সময় ইহা ২ মাষা পরিমাণে সেবন করাইবে। ইহাতে সকলপ্রকার শূল নষ্ট হয়।

#### চতুঃসমলৌহম্

অত্রং গন্ধং রসং লৌহং প্রত্যেকং সংস্কৃতং পলম্। সর্বমেতৎ সমাহত্য যত্নতঃ কুশলো ভিষক্।। আজ্যে পলে দ্বাদশকে দৃষ্টে বৎসরসংখ্যাকে। পঞ্চা ক্ষিপেৎ তত্র চূর্ণং সুপূতং ঘনবাসসা।। বিড়ঙ্গ-ত্রিফলাবহি-ত্রিকটুনাং তথৈব চ। পিষ্টা পলোমিতানেতাংস্তথা সংমিশ্রিতান্ নয়েৎ।। তৎ তু পিষ্টং শুভে ভাণ্ডে স্থাপয়েৎ তু বিচক্ষণঃ। আত্মনঃ শোভনে চাহি পূজয়িত্বা রবিং গুরুম্।। ঘৃতেন মধুনালোভা ভক্ষয়েন্মায়কাদিকম্। অষ্টৌ মাষান্ ক্রমেণৈব বর্দ্ধয়েচ্চ সমাহিতঃ।। অনুপানং প্রযোক্তব্যং নারিকেলজলং পয়ঃ। জীর্ণে লোহিতশাল্যং মৃদগমাংসরসাদিভিঃ।। ভক্ষয়েদ্ ঘৃতসংযুক্তং সদ্যঃ শূলাদ বিমুচ্যতে। হাচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চাপ্যামবাৎ কটীগ্ৰহম্।। গুপ্তশূলং শিরঃশূলং যকৃৎপ্লীহানমেব চ। অগ্নিমান্দ্যং ক্ষয়ং কুষ্ঠং কাসং শ্বাসং বিচর্চিকাম্। অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রং যোগেনানেন সাধয়েৎ।।

শোধিত অত্র, গন্ধক, পারদ, লৌহ প্রত্যেক ১ পল, এই সমুদায় দ্রব্য ১২ পল, ঘৃত ও ১২ পল দুগ্ধ সহ একত্র পাক করিয়া তাহাতে পশ্চাল্লিখিত দ্রব্যের ঘনবস্ত্র-নিষ্কাশিত চূর্ণসকল প্রক্ষেপ দিবে। প্রক্ষেপ্যদ্রব্য যথা বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, চিতামূল, ত্রিকটু প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল। যথাবিধি পাক করিয়া উপযুক্ত পাত্রে রাখিবে। নিজের শুভদিনে সূর্য্য ও গুরুর পূজা করিয়া ঘৃত ও মধু-সহ ১ মাষা মাত্রায় সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ ৮ মাষা পর্যন্ত মাত্রাবৃদ্ধি করিবে। অনুপান দুগ্ধ বা নারিকেলজল। পথ্য রক্তশালিতগুলের অন্ন, মুগের যুষ ও মাংসরস প্রভৃতি। ইহাতে নানাবিধ শূল, গুল্ম, যকৃৎ, প্লীহা ও ক্ষয় প্রভৃতি অনেক রোগের শান্তি হয়।

#### শূলরাজলৌহম্

কর্ষকং কান্তলৌহস্য শুদ্ধমত্রং পলং তথা। সিতায়াশ্চ পলঞ্চৈকং মধুসর্পিগুণৈব চ।। সর্বমেকীকৃতং পাত্রে লৌহদণ্ডেন মর্দয়েৎ। ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং চব্যচিত্রকম্।। প্রত্যেকং তোলকং মানং চূর্ণিতং তত্র দাপয়েৎ। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুথায় শিশিরাক্ষনুপানতঃ।। সর্বদোষভংগ শূলং কুক্ষিশূলঞ্চ যদ্ ভবেৎ। হাচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ অন্নপিপ্তঞ্চ নাশয়েৎ।। অর্শাংসি গ্রহণীদোষং প্রমেহাংশ্চ বিসূচিকাম্। শূলরাজমিদং লৌহং হরেণ পরিনির্মিতম্।।

কান্তলৌহ ২ তোলা এবং শোধিত অত্র, চিনি, মধু ও ঘৃত প্রত্যেক দ্রব্য ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দন করিবে। ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, চই, চিতা প্রত্যেক ১ তোলা পরিমাণে চূর্ণ করিয়া তাহাতে মিশ্রিত করিবে। শীতল জল অনপানে প্রাতঃকালে সেবন করিলে সকল দোষজাত শূল, কুক্ষিশূল, পার্শ্বশূল, হাচ্ছূল, অন্নপিপ্ত, অর্শ, গ্রহণীরোগ, প্রমেহ ও বিসূচিকা বিনষ্ট হয়। হর কর্তৃক এই শূলরাজলৌহ নির্মিত হইয়াছে।

#### শূলগজকেশরী

শুদ্ধসূতং দ্বিগাগন্ধং যামৈকং মর্দয়েদ্ দৃঢ়ম্। দ্বয়োস্তল্যং শুদ্ধতাম্র-সম্পূটে তৎ নিরোধয়েৎ।। উর্দ্ধাধো লবণং দত্তা মৃদভাণ্ডে স্থাপয়েদ্ বৃধঃ। রুক্ষা গজপুটং দত্তা স্বাসশীতং সমুদ্বরেৎ।। সম্পূটে চূর্ণয়েৎ শ্লক্ষণং পর্ণখণ্ডে দ্বিগুণকম্। ভক্ষয়েৎ সর্বশূলার্ণবে হিঙ্গু গুণ্ঠীঞ্চ জীরকম্।। বাচামরিচজং চূর্ণং কর্ষমুখজলৈঃ পিবেৎ। অসাধ্যং সাধয়েচ্ছূলং শ্রীশূলগজকেশরী।। (মৃদভাণ্ডে পলদ্বয়লবণযোগ্যে পলৈকং লবণং নিক্ষিপ্য লবণমধ্যে সম্পূটকং স্থাপয়িত্বা অপরলবণপলেনাচ্ছাদ্য ভাণ্ডমুখং কপট্যা আচ্ছাদ্য লিপ্তা চ গজপুটে পঠেৎ। ইতি রসেন্দ্রটীকা)।

শুদ্ধ পারদ ২ তোলা, শুদ্ধ গন্ধক ৪ তোলা উভয়ে কজ্জলী করিয়া গৌড়ালেবুর রসে মাড়িয়া তদ্বারা ৬ তোলা পরিমিত তাষপুটের অভ্যন্তরভাগ লিপ্ত করিবে। পরে একটি ভাণ্ডের মধ্যে ৮ তোলা লবণ রাখিয়া তদুপরি ঐ তাষসম্পূট স্থাপন ও তাহার উপরিভাগেও ৮ তোলা লবণ প্রদান করিয়া মুখ রুদ্ধ করত গজপুটে পাক করিবে। পর দিবস তাষপুট উদ্ধৃত ও চূর্ণিত করিয়া উপযুক্ত পাত্রে স্থাপন করিবে। ইহা ২ রতি পরিমাণে পানের সহিত সেব্য। ঔষধসেবনাতে হিঙ্গু, শুষ্ঠ, জীরক, বচ ও মরিচ, ইহাদের ২ তোলা পরিমিত চূর্ণ উষঃ জলের সহিত সেবন করা কর্তব্য। ইহাতে কৃচ্ছ্রসাধ্য শূলও উপশমিত হইয়া থাকে।

#### শূলবজ্রিণী বটী

রসগন্ধকলৌহানাং পলার্দেন সমন্বিতম্। টঙ্গণং রামঠং শুষ্ঠী<sup>১</sup> ত্রিকটু ত্রিফলা শঠী। ত্বগেলা পত্রতালীশং জাতীফললবঙ্গকম্। যমালী জীরকং ধান্যং প্রত্যেকং তোলকং শুভম্। গণেশং যোগিনীঃ শম্ভুংহরিং সূর্য্যং প্রপূজ্য চ। শীততোয়ানুপানেন চ্ছাগীদুগ্ধেন বা পুনঃ। একৈকা ভক্ষিতা চেয়ং বটিকা শূলবজ্রিণী। শূলমষ্টবিধং হস্তি প্লীহাশ্মোদরজ্বরম্। অষ্টীলানাহমেহাংশ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্। অল্পপিত্তমবাতাংশ কামলাং পাণ্ডরোগকম্। গুরুণা চন্দ্রনাথেন বটিকৈবা প্রকীর্তিতা। সংসারলোকরক্ষার্থং বিচিন্ত্য পরিনির্মিতা।।

পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেক ৪ তোলা, সোহাগা, হিঙ্গু, শুষ্ঠ (কেহ বলেন, তামা), ত্রিকটু, ত্রিফলা, শঠী, গুড়ত্বক, এলাইচ, তেজপত্র, তালীশপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ, যমালী, জীরা, ধনে ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা। সমুদয় ছাগীদুগ্ধে পেষণ করিয়া ১ মাষা পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান ছাগীদুগ্ধ বা শীতল জল। ইহাতে শূল, গুল্ম, প্লীহা, মেহ ও অল্পপিত্ত প্রভৃতি নানা রোগ বিনষ্ট হয়।

#### শূলান্তকো রসঃ

ত্বাণং ত্রিফলা মুস্তং ত্রিবৃতা চিত্রকং তথা। একৈকশঃ সমো ভাগস্তদ্রন্ধং রসগন্ধাযোঃ।। লৌহাশ্রক-বিড়ঙ্গানাং ভাগস্তদ্বিগুণো ভবেৎ। এতৎ সর্বং সমাদায় চূর্ণয়িত্বা বিচক্ষণঃ।। ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ গুড়িকাং কারয়েদ্ ভিষক্। তদেকাং ভক্ষয়েৎ প্রাতর্ভুক্তবারি পিবেদনু।। নিহস্তি পরিণামোথম্পিত্তং বমিং তথা। অল্পদ্রবভবং শূলং সন্নিপাতসমুদ্ভবম্। সর্বশূলান্ নিহন্ত্যাশু শুষ্কং দার্বনলো যথা।।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, তেউড়ী, চিতামূল প্রত্যেক ১ তোলা, কজ্জলী ১ তোলা, লৌহ, অভ্র, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমুদয় চূর্ণ ত্রিফলার কাথে মর্দন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান কাঁজি। ইহাতে পরিণামজাদি সর্বপ্রকার শূল রোগ নষ্ট হয়।

#### ত্রিপুরভৈরবঃ

ভাগে রসস্যাশ্রহেন্নো ভাগে গ্রাহোহতিযুক্ততঃ। তয়োর্দাদশভাগানি তাষপত্রিণ লেপয়েৎ।। পচেচ্ছলহরঃ সূতো ভবেৎ ত্রিপুরভৈরবঃ। মাষো মখ্বাজাসংযুক্তো দেয়োহস্য পরিণামজে। অন্যে হেরগুতৈলেন হিঙ্গুত্রয়যুতো রসঃ।।

১ ভাগ পারদ ও ১ ভাগ গন্ধক কজ্জলী করিয়া তদ্বারা ১২ ভাগ তামার পাত প্রলিপ্ত করিবে। পরে তাহা বালুকাযন্ত্রে পাক করিলে ঔষধ প্রস্তুত হইবে। ইহা ১ মাষা মাত্রায় পরিণামশূলে মধু ও ঘূতের সহিত প্রয়োগ করিবে। অন্য শূলে এরগুতৈল ও ৩ ভাগ হিঙ্গুর সহিত সেবন করিতে দিবে।



### শূলহরণযোগঃ

হরীতকী ত্রিকটুং কুচিলা হিঙ্গু সৈন্ধবম্। গন্ধকঞ্চ সমং সর্বং বটীং কুর্যাৎ সুখাবহাম্॥ লঘুকোল-  
প্রমাণান্ত শস্যতে প্রাতরেব হি। একৈকা বটিকা গ্রাহ্যা গুল্মশূলবিনাশিনী॥ গ্রহণ্যামতিসারে চ সাজীর্থে  
মন্দপাবকে। যোজয়েদুষ্ণপয়সা সুখমাপ্নোতি নিশ্চিতম্। সুবর্ণবদ ভবেদং দেহং সদোৎসাহযুতং নৃণাম্॥

হরীতকী, ত্রিকটু, কুচিলা, হিঙ্গু, সৈন্ধব, গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র করিয়া ছোট কুলের  
মত বটিকা করিবে। প্রাতঃকালে উষ্ণ দুগ্ধের সহিত ১টি করিয়া বটি সেবন করিলে গুল্ম, শূল,  
গ্রহণী, অতিসার, অজীর্ণ ও মন্দাগ্নি প্রভৃতি রোগসকল নষ্ট হয়। ইহাতে সুবর্ণের ন্যায় কান্তি ও  
শরীর উৎসাহবান হইয়া থাকে।

### শ্রীবিদ্যাধরাত্রম্

বিড়ঙ্গমুস্তত্রিফলাণ্ডুচী-দন্তীত্রিবৃদবহিকটুত্রিকঞ্চ। প্রত্যেকমেঘাং পিচুভাগচূর্ণং পলানি চত্বার্য্যাসো  
মলস্য।। গোমূত্রশুদ্ধস্য পুরাতনস্য যদ্বায়সস্তানি চিরাটিকায়াঃ। কৃষ্ণাভ্রচূর্ণপলং বিশুদ্ধং নিশ্চন্দ্রকং  
শ্লক্ষ্মমতীব সূতাৎ। পাদোনকৰ্বং স্বরসেন খল্ল-শিলাতলে মন্যুমনীদলস্য। সংমর্দ্য যত্নাদতিশুদ্ধগন্ধ-  
পাষণচূর্ণেন পিচুন্মিতেন।। যন্ত্যা ততঃ পূৰ্ব্বরজাংসি দত্তা সর্পির্মধভ্যামবর্দ্য যত্নাৎ। নিধাপয়েৎ  
মিধ্ববিশুদ্ধভাণ্ডে ততঃ প্রয়োজ্যাস্য রসায়নস্য।। প্রাণ্ডুমাষকৌ দ্বাবথ বা ত্রয়ো বা গব্যং পয়ো বা শিশিরং  
জলং বা। পিবেদয়ং যোগবরং প্রভূতকালপ্রনষ্টানলদীপকশ্চ।। রোগং নিহন্যৎ পরিণামশূলং শূলং  
তথাম্ভবসংস্ককঞ্চ। যক্ষ্মাশ্লপিতং গ্রহণীং প্রদুষ্টাং জীর্ণজ্বরং লোহিতপিত্তমুগ্রম্।। ন সন্তি তে যান্ ন  
নিহন্তি রোগান্ যোগোন্মং সম্যগুপাস্যমানঃ।। (মন্যুমনীদলং থুলকুড়ীতি যস্য প্রসিদ্ধিঃ, চিরাটিকা  
লৌহচটকেতি খ্যাতা। থানকুলীরসেন পারদং সংশোধ্য সংমর্দ্য পশ্চাদ্ গন্ধকচূর্ণং কর্মমিতং দত্তা সংমর্দ্য  
চ বিড়ঙ্গাদিচূর্ণং শ্লক্ষিপা ঘৃতভাণ্ডে স্থাপনীয়ম্। ভোজনাদিমধ্যান্তেষু ভক্ষ্যম্। ভোজনাৎ পূৰ্বং ব্যবহরন্তি  
বৈদ্যাঃ। মণ্ডুরহানে লৌহং গ্রাহ্যম্। পরিণামশূলহৃতিপ্রশস্তম্। চতুঃষষ্টিগুণং গব্যদুগ্ধং শিশিরতোয়ং  
বা অনুপেয়ম্)।

বিড়ঙ্গ, মুতা, ত্রিফলা, গুল্ম, দন্তীমূল, তেউড়ী, চিতামূল ও ত্রিকটু ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা।  
গোমূত্রশোধিত মণ্ডুর অথবা লৌহচটা-ভস্ম ৪ পল, কৃষ্ণাভ্রচূর্ণ ১ পল, থুলকুড়ির রসে শোধিত  
হিঙ্গুলোখ পারদ ১।।০ তোলা, শোধিত গন্ধক ২ তোলা। অগ্রে পারদ ও গন্ধকে কজ্জলী করিয়া  
পশ্চাত উহার সহিত অন্যান্য দ্রব্যসকল মিশ্রিত এবং ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া যত্নপূর্বক মাড়িয়া  
বটিকা প্রস্তুত করিবে এবং তাহা মিধ্বভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা প্রথমত ২ বা ৩ মাষা। অনুপান গব্যদুগ্ধ  
বা শীতল জল। ইহাতে নানাবিধ শূল ও অল্পপিত্তাদি বহু রোগ নষ্ট হয়, বিশেষত ইহা পরিণাম-  
শূলের অতি উৎকষ্ট ঔষধ।

### বৃহৎ বিদ্যাধরাত্রম্

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং ফলত্রয়কটুত্রয়ম্। বিড়ঙ্গমুস্তকক্ষেব ত্রিবৃতা দন্তীচিত্রিকম্।। আখুপর্ণী গ্রহিকঞ্চ  
প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্। পলং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণস্য মৃতায়শ্চ চতুর্গুণম্।। ঘৃতেন মধনা পিষ্টকা বটিকাং  
কোলসম্মিতাম্। একৈকাং বটিকাং খাদেৎ প্রাতরুথায় নিত্যশঃ।। অনুপানং গবাং ক্ষীরং নীরং বা  
নারিকেলজম্। সর্ষপশূলং নিহন্ত্যাশু বাতপিত্তভবং তথা।। একজং দ্বন্দ্বজক্ষেব তথৈব সান্নিপাতিকম্।  
পরিণামোন্মদং শূলমামবাতোন্মদং তথা।। কাশ্যং বৈবর্ণ্যমালসং তন্দ্রাকচিবিনাশনম্। সাধ্যাসাধ্যং  
নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।।

শোধিত পারদ, গন্ধক, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, মুতা, তেউড়ী, দন্তী, চিতা, আখুপর্ণী, পিপুলমূল,

## শূলরোগাধিকার ১৩৩

প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা করিয়া গ্রহণ করিবে। কৃষ্ণ অম্লচূর্ণ ৮ তোলা, শোধিত লৌহ ৩২ তোলা; ঘৃত ও মধুর সহিত মাড়িয়া কুলের মত বটী প্রস্তুত করিবে। প্রাতঃকালে গোদুগ্ধ অথবা নারিকেলজল অনপানে সেবন করিবে। ইহাতে বাতিক, পৈত্তিক, একজ, দ্বন্দ্বজ এবং সান্নিপাতিক প্রভৃতি সর্বপ্রকার শূল, পরিণামজ ও আমবাতজ শূল, কৃশতা, বিবর্ণতা, আলস্য, তন্দ্রা ও অরুচি প্রভৃতি সাধ্যসাধ্য সর্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

### গুড়পিপ্ললীঘৃতম্

সপিপ্ললীগুড়ং সর্পিঃ পচেৎ ক্ষীরচতুর্গুণে। বিনিহন্ত্যল্পপিত্তঞ্চ শূলঞ্চ পরিণামজম্।

গব্য ঘৃত ১ সের। কক্ষার্থ পিপুল অর্দ্ধপোয়া, গুড় অর্দ্ধপোয়া। দুগ্ধ ৪ সের। এই ঘৃত পান করিলে পরিণামশূল ও অল্পপিত্ত রোগনিবারণ হয়।

### পিপ্ললীঘৃতম্

কাথেন কঙ্কেন চ পিপ্ললীনাং সিদ্ধং ঘৃতং মাষিকসংপ্রযুক্তম্। ক্ষীরানুপানস্য নিহন্ত্যবশ্যাং শূলং প্রবৃদ্ধং পরিণামসংগুণম্।। (সুশ্রীতে মধু পাদিকং, কঙ্কবন্মধুশর্করেতি বচনাৎ দুগ্ধপলমনুপিবৎ)।

ঘৃত ৪ সের, পিপুলের কাথ ১৬ সের। কক্ষার্থ পিপুল ১ সের। সুশ্রীতল হইলে মধু ১ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। অনুপান দুগ্ধ অর্দ্ধপোয়া। ইহা সেবন করিলে পরিণামশূল নষ্ট হয়।

### দাধিকং ঘৃতম্

পিপ্ললী নাগরং বিশ্বং কারবীচব্যচিক্রম্। হিঙ্গুদাড়িমবৃক্ষান্ন-বচাক্ষারান্নবেতসম্।। বর্ষাভূঃ কৃষ্ণলবণম-জাজী বীজপূরকম্। দধি ত্রিগুণিতং সর্পিস্তংসিদ্ধং দাধিকং ঘৃতম্।। গুল্মার্শঃপ্রীহহংপার্শ্ব-শূলযোনি-রুজাপহম্। দোষসংশমনং শ্রেষ্ঠং দাধিকং পরমং স্মৃতম্।

ঘৃত ৪ সের। দধি ১২ সের। কক্ষার্থ পিপুল, শুঠ, বিশ্বমূল, কৃষ্ণজীরা, চই, চিতা, হিঙ্গু, দাড়িম, মহাদা, বচ, যবক্ষার, অল্পবেতস, পুনর্নবা, কৃষ্ণলবণ, জীরক ও বীজপূরকমূল; উত্তমরূপে কুড়িত এই সকল কঙ্ক দ্বারা যথারীতি ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে গুল্ম, অর্শ, প্রীহা, হৃদয়শূল, পার্শ্বশূল ও যোনিশূল প্রশমিত হয়। ইহা দোষপ্রশমক শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

### বীজপুরাদ্যং ঘৃতম্

বীজপূরকমেরগুং রান্নাং গোক্ষুরকং বলাম্। পৃথক পঞ্চপলান্ন ভাগান্ন যবপ্রস্থসমায়ুতান্ন। বারিদ্রোণেন সংসাধ্য যাবৎ পাদাবশেষিতম্। ঘৃতপ্রস্থং পচেৎ তেন কঙ্কং দত্তাক্ষসম্মিতম্।। তুযুরূপাভয়া ব্যোষং হিঙ্গু সৌবর্চলং বিড়ম্। সৈন্ধবং যাবশুকঞ্চ সজ্জিকামল্লবেতসম্।। পুষ্করং দাড়িমঞ্চৈব বৃক্ষান্নং জীরক-দ্বয়ম্। মস্তপ্রস্থদ্বয়ং দত্তা সর্বং মৃদ্বগ্নিা পচেৎ।। ঘৃতমেতৎ প্রশংসন্তি শূলং হন্তি ত্রিদোষজম্। বাতশূলং যক্চ্চুলং গুল্মং প্রীহাপহং পরম্।। হচ্চুলং পার্শ্বশূলঞ্চ অঙ্গশূলঞ্চ নাশয়েৎ। বলবর্ণকরং হৃদয়গ্নিসন্দীপনং পরম্।।

ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ টাভালেবুর মূল, এরণ্ডমূল, রান্না, গোক্ষুর, বেড়েলা, ইহাদের প্রত্যেকের ৫ পল, নিস্তম্ব যব ২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কক্ষার্থ ধনে, হরীতকী, ত্রিকটু, হিঙ্গু, সচল, বিট ও সৈন্ধব লবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, অল্পবেতস, কুড়, দাড়িম, মহাদা, জীরা, কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ২ তোলা। দধির মাত ৮ সের। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে নানাবিধ শূল নষ্ট হয়।

### শূলগজেন্দ্রতৈলম্

এরুণ্ডং দশমূলঞ্চ প্রত্যেকং পলপঞ্চকম্। জলে চাষ্টগুণে পক্ত্বা তৈলস্যাঙ্কাঢ়কং পচেৎ।। বিশ্বং জীরং যমানীঞ্চ ধান্যকং পিঙ্গলীং বচাম্। সৈন্ধবং বদরীপত্রং প্রত্যেকঞ্চ পলদ্বয়ম্।। যবন্ধাথঃ পয়শ্চৈব তৈলাদু দেয়ং গুণদ্বয়ম্। তৈলমেতন্মহাতেজো নাম্না শূলগজেন্দ্রকম্।। নিহন্ত্যপ্তবিধং শূলমুপদ্রবসমম্বিতম্। অগ্নিপ্রদং বমিহরং শ্বাসকাসারুচীর্জয়েৎ।। জ্বরঘ্নং রক্তপিত্তঘ্নং প্লীহণ্ডশ্মবিনাশনম্। শ্রীমদগহননাথেন নির্মিতং বিশ্ব-সম্পদে।।

তিলতৈল ৮ সের। কাথার্থ এরুণ্ডমূল ও দশমূলের প্রত্যেক ৫ পল, জল ৫৫ সের, শেষ ১৩ সের ১২ ছটাক; যব ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দুগ্ধ ১৬ সের। কক্ষার্থ শুঠ, জীরা, যমানী, ধনে, পিপুল, বচ, সৈন্ধব, কুলপত্র প্রত্যেক ২ পল। এই তৈল মর্দনে শূল ও তজ্জনিত বমি প্রভৃতি উপদ্রব এবং শ্বাসাদি বিবিধ রোগ নিবারিত হয়।

### পথ্যাপথ্যবিধিঃ

#### শূলরোগে পথ্যানি

ছর্দিঃ শ্বেদো লজ্জনং পায়ুবর্জিবর্জিনিদ্রা রেচনং পাচনঞ্চ। অদোৎপন্নাঃ শালয়ো বাট্যমণ্ডন্তপ্তক্ষীরং জাম্বলানাং রসশ্চ।। পটোলশোভাজ্ঞানকারবেলবার্ত্তকুরাম্ণাণি পচেলিমানি। দ্রাক্ষা কপিথং রুচকং পিয়ালং শালিঞ্চপত্রাণি চ বাস্তুকানি।। সামুদ্রসৌবর্জলহিঙ্গু বিশ্বং বিড়ং শতাহ্বা লগুনং লবঙ্গম্। এরুণ্ডতৈলং সুবতীজলঞ্চ তপ্তাশু জম্বীররসোহপি কুষ্ঠম্। লঘুনি চ ক্ষাররজাংসি চেতি বর্গো হিতঃ শূলগদাদিতৈভ্যঃ।।

বমন, শ্বেদ, উপবাস, গুহ্যে বর্জিতপ্রয়োগ, বর্জিতক্রিয়া, নিদ্রা, বিরেচন, পাচকদ্রব্য, সংবৎসরোষিত শালিধান্য, যবমণ্ড, গরম দুগ্ধ, জাম্বল মাংসের রস, পটোল, সজিনা, করলা, বেগুণ, গাছপাকা আম, কিসমিস, কয়েৎবেল, রুচকলবণ, পিয়ালফল, শালিঞ্চশাক, বেতোশাক, সামুদ্রলবণ, সচল লবণ, হিঙ্গু, শুষ্ঠী, বিটলবণ, শুলফা, লগুন, লবঙ্গ, ভেরেণ্ডার তৈল, গোমূত্র, গরম জল, গোঁড়ালেবুর রস, কুড়, লঘুপাক দ্রব্য ও যবক্ষারচূর্ণ এই সমস্ত দ্রব্য শূলরোগে হিতজনক।

#### শূলরোগেহপথ্যানি

বিরুদ্ধান্যম্পানানি জাগরং বিষমাশনম্। রুক্ষতিক্তকষায়ানি শীতলানি গুরুণি চ।। ব্যায়ামং মেথুনং মদ্যং বৈদলং লবণং তিলান্। বেগরোধং শুচং ক্রোধং বর্জ্যয়েচ্ছূলবান্ নরঃ।।

বিরুদ্ধ অন্নপানীয়, রাত্রিজাগরণ, বিষম ভোজন, রুক্ষ তিক্ত ও কষায় দ্রব্য, শীতল দ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য, ব্যায়াম, স্ত্রী-প্রসঙ্গ, মদ্য, ডাল, লবণরসযুক্ত দ্রব্য, তিল, বেগধারণ, শোক ও ক্রোধ শূলরোগে অহিতকর।

ইত্যাযুর্বেদ-সংগ্রহে শূলরোগাধিকারঃ।

# উদাবর্তনাহাধিকার

## উদাবর্ত্ত নিদানম্

বাতবিগ্ধুত্রজ্জ্বাশ-ক্ষবোধকারবমীদ্রিয়ক্ষুণ্ণেষোচ্ছ্বাসনিদ্রাণাং ধৃত্যোদাবর্ত্তসম্ভবঃ।।

অধোবায়ু মল, মূত্র, জ্জ্বা (হাই), অশ্রু, হাঁচি, উদগার, বমি, শুক্র, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দীর্ঘশ্বাস ও নিদ্রা এই সকলের বেগ ধারণ করিলে যে-যে রোগ জন্মে, তাহাদিককে উদাবর্ত্ত কহে।

## উদাবর্ত্ত চিকিৎসা

সর্বেষেতেষু বিধিবদুদাবর্ত্তেষু কৃৎস্নশঃ। বায়োঃ ক্রিয়া বিধাতব্য্য স্বমার্গপ্রতিপত্তয়ে।।

সকল উদাবর্ত্তে রোগেই বায়ুকে স্বমার্গে আনিবার জন্য যথাবিধি সমস্ত ক্রিয়াই বিধেয়।

অধোবাতনিরোধোখে হৃদাবর্ত্তে হিতং মতম্। স্নেহপানং তথা স্বেদো বস্তিৰ্ভিত্তিহিতো মতঃ।।

অধোবাত-নিরোধজনিত উদাবর্ত্তে স্নেহপান, স্বেদ, ফলবর্ত্তি ও বস্তিপ্রয়োগ হিতজনক।

বিড়বিঘাতসমুখে তু বিড়্ভেদ্যমং তথৌষধম্। বর্জ্যভ্যঙ্গাবগাহাংশ্চ স্বেদো বস্তিৰ্হিতো মতঃ।।

মলবেগ ধারণজনিত উদাবর্ত্তরোগে বিরোচক ঔষধ ও অন্ন এবং ফলবর্ত্তি প্রয়োগ, স্নেহাভ্যঙ্গ, জলাবগাহন, স্বেদ ও বস্তিক্রিয়া হিতকর।

মূত্রাবরোধজনিতে ক্ষীরবারিচ্যাং পিবেৎ। দুঃস্পর্শাস্বরসং বাপি কষায়ং ককুভস্য চ।। এক্ষারবীজং তোয়েন পিবেদ্ বা লবণীকৃতম্। সিতামিক্ষুরসং ক্ষীরং দ্রাক্ষাং যষ্টিমথাপি বা। সর্বথৈব প্রযুক্ত্বীত মূত্রকৃচ্ছ্রাশুরীবিধিম্।।

মূত্রবেগ রোধজনিত উদাবর্ত্তে সজল দধির সহিত বচচূর্ণ, কিংবা দরালভার স্বরস, অথবা অর্জুনছালের কাথ অথবা জলের সহিত কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ-মিশ্রিত কাঁকুড়বীজচূর্ণ অথবা চিনি,

ইক্ষুরস, দুগ্ধ, দ্রাক্ষারস বা যষ্টিমধুর ক্কাথ পান করিবে। মূত্রকৃচ্ছ ও অশ্মরীরোগের সমস্ত বিধি ইহাতে প্রয়োগ করিবে।

জুস্তাভিঘাতজে স্নেহং স্বেদং বাপি প্রযোজয়েৎ। অন্যান্যপি প্রযুক্তীত সমীরণহরান্ বিধীন্।।

জুস্তাবেগধারণজনিত উদাবৰ্ত্তে রোগে স্নেহ বা স্বেদ প্রয়োগ করিবে। বাতহর অন্যান্য ক্রিয়াও ইহাতে কর্তব্য।

নেত্রনীরাবরোধোথে মুগ্ধেদ্ বাপি দৃশোজলম্। স্বপ্যাৎ সুখঞ্চ তস্যাগ্রে কথয়েচ্চ কথাঃ প্রিয়াঃ।।

অশ্রুবেগ বিধারণজনিত উদাবৰ্ত্তে তীক্ষ্ণাঞ্জন প্রদান দ্বারা চক্ষু হইতে অশ্রুনিঃসারণ করিবে, রোগীকে সুখে নিদ্রা যাইতে দিবে এবং তাহার নিকট প্রিয় কথা কহিবে।

ছিঙ্কানিরোধজে তীক্ষ্ণ-স্রাণনস্যার্কদর্শনেঃ। প্রবর্তয়েৎ ক্ষুত্তং সত্ত্বং স্নেহস্বেদৌ চ শীলয়েৎ।।

হাঁচি নিরোধজনিত উদাবৰ্ত্তে মরিচাদি তীক্ষ্ণ দ্রব্যের স্রাণ ও নস্য এবং সূর্যাদর্শন দ্বারা সত্ত্ব (আট্‌কান) হাঁচির প্রবর্তন করাইবে এবং স্নেহস্বেদ প্রয়োগ করিবে।

উদগারস্যাবরোধে তু স্নৈহিকং ধূমমাচরেৎ।

উদগাররোধজনিত উদাবৰ্ত্তে স্নৈহিক ধূম প্রয়োগ করিবে।

ছদ্দিনিগ্রহসঞ্জাতে বমনং লঙ্ঘনং হিতম্। বিরেচনঞ্চাত্র মতং তৈলেনাভ্যঞ্জনং তথা।।

বমনবেগ ধারণ-জন্য উদাবৰ্ত্তে বমন, লঙ্ঘন, বিরেচন এবং তৈলাভ্যঙ্গ ব্যবস্থা করিবে।

বস্তিশুদ্ধিকরৈঃ সিদ্ধং চতুর্ভুজলং পয়ঃ। আবারিনাশাৎ কথিতং পীতবস্ত্তং প্রকামতঃ। রময়েয়ঃ প্রিয়া নাথ্যঃ শুক্রেদাবর্তিনং নরম্।। তস্যাত্ত্যগ্গোহবগাহশ্চ মদিরা চরণায়াধাঃ। শালিঃ পয়োনিরুহশ্চ মৈথুনমেব চ।।

শুক্রেদিনিগ্রহ-জন্য উদাবৰ্ত্তে রোগীকে বস্তিশুদ্ধিকর (তৃণপঞ্চমূলদি) দ্রব্যের কক্ষ ও চতুর্ভুজ জল-সহ দুগ্ধ পাক করিয়া দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিতে দিবে এবং প্রিয়তমা রমণীতে রমণ করাইবে। ইহাতে তৈলাভ্যঙ্গ, অবগাহন, মদ্যপান, কুক্কটমাংসের রস, শালিতণ্ডুলের অন্ন এবং পয়োনিরুহ অর্থাৎ দুগ্ধের পিচকারী হিতকর। মৈথুনই ইহার প্রকৃত ঔষধ।

ক্ষুদ্বিঘাতসমুদ্ভূতে শ্লিষ্ণুমুষণং তথা লঘু। রুচ্যমল্লং হিতং ভক্ষ্যং পুষ্পং সেব্যং সুগন্ধি যৎ।।

ক্ষুধাবেগধারণ-জন্য উদাবৰ্ত্তে শ্লিষ্ণু, উষণ, লঘু ও রুচিকারক অথচ অল্প ভোজন করিবে এবং সুগন্ধি পুষ্পের আশ্রাণ লইবে।

তৃষণবিঘাতসমুদ্ভূতে শীতঃ সর্বো বিধির্হিতঃ। কর্পূরশিশিরং স্বল্পং পিবেৎ তোয়ং শনৈঃ শনৈঃ। তৃষণঘাতে পিবেনম্হুং যবাগুং বাপি শীতলাম্।।

তৃষণনিগ্রহ-জন্য উদাবৰ্ত্তে সর্বপ্রকার শীতল ক্রিয়া এবং কর্পূরবাসিত সুশীতল অল্প জল অল্পে পান করা প্রশস্ত। ইহাতে মছ ও শীতল যবাগু পেয়।

রসেনাদ্যাৎ সুবিশ্রান্তঃ শ্রমশ্বাসাতুরো নরঃ।।

শ্রমোদ্ভূত শ্বাসের বেগধারণজনিত উদাবৰ্ত্তে বিশ্রাম এবং মাংসরসের সহিত অল্পভোজন কর্তব্য।

নিদ্রাবেগবিঘাতোথে পিবেৎ ক্ষীরং সিতায়ুতম্। সংবাহনং সুশয্যাত্র হিতং স্বপ্নঃ প্রিয়াঃ কথাঃ।।

শিদ্ভাবেগধারণজনিত উদাবর্ত রোগে চিনি-সংযুক্ত দন্ধপান, গাত্রমর্দন, সখপ্রদ শয্যা, নিদ্রা ও প্রিয়কথা হিতকর।

### সদ্যোজাতস্যোদাবর্তস্য লক্ষণম্

বায়ুঃ কোষ্ঠানুগো রুক্ষঃ কষায়কটুতিক্তকৈঃ। ভোজনৈঃ কুপিতঃ সদ্য উদাবর্তং কৰোতি চ॥ বাতমূত্র-পূরীষাস্ক-কফমেদোবহানি বৈ। শ্রোতাংস্যাদাবর্তয়তি পুরীষক্ষাতিবর্তয়েৎ॥ ততো হৃদস্তিশূলার্ভে হস্তাসারতিপীড়িতঃ। বাতমূত্রপূরীষাণি কৃচ্ছ্রণ লভতে নরঃ॥ শ্বাসকাসপ্রতিশ্যায়-দাহমোহতৃষাজরান্। বমিহিক্কাশিরোরোগ-মনঃশ্রবণবিভ্রমান্। বহুন্যাংশ্চ লভতে বিকারান্ বাতকোপজান্॥

বেগরোধজ উদাবর্তের লক্ষণ লিখিত হইল; এক্ষণে রুক্ষাদি সেবনহেতু প্রকপিত বায়ুজনিত সদ্যসম্ভূত উদাবর্তের লক্ষণাদি লিখিত হইতেছে—কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, রুক্ষ কষায় কটু ও তিক্ত ভোজনহেতু কুপিত হইয়া সদ্য উদাবর্ত রোগ উৎপাদন করে। এই কুপিত বায়ু, বাত মূত্র মল রক্ত কফ ও মেদোবহ শ্রোতসকলকে আবৃত এবং মলকে শুষ্ক করে। তাহাতে রোগী হাচ্ছল, বস্তিশূল, বিবমিষা ও অস্বাস্থ্যে কাতর হয় এবং অতিকষ্টে অধোবায়ু মূত্র ও মল ত্যাগ করে। ক্রমশ শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, দাহ, মুচ্ছা, তৃষ্ণা, জ্বর, বমি, হিক্কা, শিরোরোগ, মনোবিভ্রম, শ্রবণবিভ্রম এবং বাতপ্রকোপ জন্য অপরাপর বিবিধ পীড়ায় পীড়িত হইয়া থাকে।

### উক্তোদাবর্তস্য চিকিৎসা

হিস্ফুমাক্ষিকসিদ্ধুত্থৈঃ পিষ্টৈবর্তিং বিনির্মিতাম্। ঘৃতাভ্যক্তাং গুদে ন্যাস্যেদুদাবর্তবিনাশিনীম॥

অতঃপর রুক্ষাদি সেবন-জন্য কুপিত বাতকৃত সদ্যোজাত উদাবর্তের চিকিৎসা কথিত হইতেছে—  
হিং, মধু, সৈন্ধব লবণ একত্র পেষণ করিয়া তদ্বারা বর্তি নির্মাণ করিবে। ঐ বর্তি ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া গুহো প্রবেশ করাইয়া দিলে বিরচন হইয়া উদাবর্তের প্রশান্তি হইয়া থাকে।

### ফলবর্তিঃ

মদনং পিঙ্গলী কুষ্ঠং বচা গৌরবাশ্চ সর্ষপাঃ। গুড়ক্ষারসমায়ুক্তাঃ ফলবর্তিহোচ্যতে॥

মদনফল (ময়নাফল), পিপুল, কুড়, বচ, যবক্ষার ও শ্বেতসর্ষপ প্রত্যেক সমভাগ, গুড় সর্ব্বসম। গুড়ে কিঞ্চিৎ জল দিয়া অগ্নিতে পাক করিয়া, তাহাতে ঐ সকল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া বর্তি প্রস্তুত করিবে। ইহারই নাম ফলবর্তি, গুহাঘারে এই বর্তি প্রয়োগ করিলেও উদাবর্তের নিবৃত্তি হয়।

### আনাহ লক্ষণম্

আমং শকুদ বা নিচিতং ক্রমেণ ভূয়ো বিবন্ধং বিগুণানিলেন। প্রবর্তমানং ন যথাস্বমেনং বিকারমানাহমুদা-  
হরন্তি॥ তস্মিন্ ভবন্ত্যামসমুদ্ভবে তু তৃষ্ণাপ্রতিশ্যায়শিরোবিদাহাঃ। আমাশয়ে শূলমথো গুরুত্বং হংস্তস্ত  
উদগারবিঘাতনঞ্চ॥ স্তম্ভঃ কটীপৃষ্ঠপূরীষমূৰ্ত্তে শূলোহথ মুচ্ছা শকৃৎশ্চ ছর্দিঃ। শোথশ্চ পকাশয়জে  
ভবন্তি তথালসোক্তানি চ লক্ষণানি॥

আনাহের কারণ ও লক্ষণ—আহারজনিত অপক রস বা পুরীষ ক্রমশ সঞ্চিত ও বিগুণ বায়ু কর্তৃক বিবন্ধ হইয়া যথায়থরূপে নিঃসৃত না হইলে, তাহাকে আনাহ রোগ বলা যায়।

আমজ আনাহ রোগে তৃষ্ণা, প্রতিশ্যায়, মস্তকের জ্বালা, আমাশয়ে শূল ও গুরুতা, হৃদয়ের স্তম্ভতা এবং উদগারের অপ্রবর্তন, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মলসঞ্চয়জনিত আনাহে কটী ও পৃষ্ঠের স্তম্ভতা, মলমূত্রের রোধ, শূল, মূছা, পুরীষবমন ও শোথ এবং অলসক-রোগোক্ত আত্মান ও বাতনিরোধাদি লক্ষণসমূহ লক্ষিত হয়।

### আনাহ চিকিৎসা

তুল্যকারণকার্যত্বাদবর্তহরীং ক্রিয়াম্। আনাহেষ্ চ কুর্কীত বিশেষশ্চাভিধীয়তে।।

উদার্বন্ত ও আনাহ এই উভয় রোগেরই উৎপত্তির কারণ ও কার্য্য একপ্রকার; অতএব উদার্বন্তের যে-সকল ক্রিয়া উক্ত হইল, আনাহ রোগেও তাহাই করিবে। যাহা বিশেষ আছে তাহা কথিত হইতেছে।

ত্রিবৎকৃষ্ণহরীতক্যো দ্বিচতুঃপঞ্চভাগিকাঃ। গুড়েন তুল্যা গুটিকা হরত্যানাহমূষণম্।।

তেউড়ী ২ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, হরীতকী ৫ ভাগ এবং গুড় সর্বসম অর্থাৎ ১১ ভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া যথোপযুক্ত মাত্রায় গুড়িকা করিবে। এই গুড়িকাসেবনে প্রবল আনাহ বিনষ্ট হয়।

বচাভয়াচিত্রকযাবশুকান্ সপিপ্পলীকতিবিযান্ সকুষ্ঠান্। উষাশুনানাহবিমূঢ়বাতান্ পীত্বা জয়েদাশু হিতৌদনাসী।।

বচ, হরীতকী, চিতা, যবক্ষার, পিপুল, আতাইচ ও কুড়, ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিয়া হিতাহারী হইলে অতি সত্ত্বর আনাহ ও মূঢ়বাত প্রশমিত হয়।

ত্রিবৃদ্ধরীতকীশ্যামাঃ স্নহীক্ষীরেণ ভাবয়েৎ। বটিকা মূত্রপীতাস্তাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চানাহভেদিকাঃ।।

অরুণমূল তেউড়ী, হরীতকী ও শ্যামমূল তেউড়ী, ইহাদের চূর্ণ মনসাসিজের আঠায় ভাবনা দিয়া বটিকা করিবে। অনুপান গোমূত্র। ইহা আনাহ রোগে প্রধান ভেদক ঔষধ।

ফলঞ্চ মূলঞ্চ বিরোচনোক্তং হিঙ্গুলমূলং দশমূলমগ্রাম্। স্কুচিট্রকৌ চৈব পুনর্নবা চ তল্যানি সর্কৈর্লবণানি পঞ্চ।। স্নেহৈঃ সমুত্রৈঃ সহ জঙ্জরানি শরাবসন্ধৌ বিপচেৎ সুলিপ্তে। পঞ্চ সুপিপ্তং লবণং তদগ্নৈঃ পানৈস্তথানাহরুজায়মগ্রাম্।।

বিরোচনকল্লোক্ত ফল ও মূল এবং হিং, আকন্দমূল, দশমূল, মনসাসিজ, চিতা ও পুনর্নবা প্রত্যেক সমভাগ; সর্বসম পঞ্চলবণ (সৈন্ধব, বিট, সচল, সামুদ্র ও ওস্তিদ লবণ); এই সকল দ্রব্য তৈল ও গোমূত্রে জঙ্জরিত করিয়া একটি হাঁড়িতে স্থাপনপূর্বক একখানি শরার দ্বারা হাঁড়ির মুখ বদ্ধ ও মৃত্তিকা দ্বারা সন্ধিস্থান প্রলিপ্ত করিবে। ঐ হাঁড়ি চুল্লীতে বসাইয়া নিম্নে জ্বল দিবে ও ভস্ম হইলে নামাইয়া চূর্ণ করিবে। এই লবণৌষধ অন্নপানের সহিত সেবনীয়। ইহা আনাহবেদনা নিবারণের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

রাঠধুমবিড়ব্যোষ-গুড়মূত্রৈর্বিপাচিতা। গুদেহৃদুষ্ঠসমা বর্ত্তিবিধেয়ানাহশূলনুৎ।।

মদনফল, গৃহধূম (ঝুল), বিটলবণ, ত্রিকটু এই সকল দ্রব্য উপযুক্ত পরিমাণে গুড় ও গোমূত্রের সহিত পাক করিয়া অঙ্গুষ্ঠসদৃশ স্থূল বর্ত্তি প্রস্তুত করত গৃহাদেশে প্রয়োগ করিলে আনাহশূল বিনষ্ট হয়।

### ত্রিকটুকাদ্যা বর্ত্তিঃ

বর্ত্তিত্রিকটুকসৈন্ধবসর্বপগৃহধূমকুষ্ঠমদনফলৈঃ। মধুনি গুড়ে বা পকৈর্বিহিতা সান্ধুষ্ঠসংমিতা বিজ্ঞৈঃ।।

## উদাবর্তনাহাধিকার ১৩৯

- বস্তিরিয়ং দৃষ্টফলা শনৈঃ প্রণিহিতা শুদে ঘৃতাভ্যক্তা। আনাহমুদররুজার্জিঃ শময়তি জঠরং তথা গুন্মম্॥  
(ত্রিকটাদীনাম্ মিলিত্বা কৰ্ষঃ, শুড়ঃ কৰ্ষঃ, মধু পলমিত্যেকৈঃ; ত্রিকটাদিদ্রব্যং সমভাগং সংগৃহ্য বস্তিঃ  
কার্যোতি কেচিৎ। বৃন্দটাকা)।

ত্রিকটু, সৈন্ধব, শ্বেতসর্ষপ, গৃহধূম, কুড় ও ময়নাফল মিলিত ২ তোলা, মধু ৮ তোলা, শুড় ২ তোলা এই সমস্ত পাক করিয়া বৃদ্ধাস্পৃষ্ট পরিমিত বস্তি প্রস্তুত করিবে। কেহ-কেহ ত্রিকটু প্রভৃতি সমভাগ লইতে বলেন। ঐ বস্তিতে ঘৃত মাখাইয়া উহা গুহ্যে প্রয়োগ করিলে আনাহ, উদাবর্ত, উদর ও গুন্মরোগ নষ্ট হয়।

### নারাচচূর্ণম্

খণ্ডপলং ত্রিবৃতাসমুপকূল্যাকর্ষচূর্ণিতং শ্লক্ষম্। প্রাগ্ভোজনস্য মধুনা বিড়ালপদকং নরো লিহ্যৎ।  
এতদ্ গাঢ়পুরীষে দেয়ং বিজ্ঞেয়দাবর্তে। মধুরং নরপতিযোগ্যং চূর্ণং নারাচকং নাম্না॥

চিনি ৮ তোলা, তেউড়ীচূর্ণ ৮ তোলা এবং পিপ্পলীচূর্ণ ২ তোলা; এই সকল একত্র করিয়া ২ তোলা মাত্রায় ভোজনের পূর্বে মধুর সহিত লেহন করিলে মলকাঠিন্য নিবারিত হয়। ইহা সুস্বাদু।

### গুড়াষ্টকম্

সব্যোষ্যপিপ্পলীমূলং ত্রিবৃন্দস্তী চ চিত্রকম্। তচূর্ণং গুড়সংমিশ্রং ভক্ষয়েৎ প্রাতঃকথিতঃ॥ এতদ্ গুড়াষ্টকং  
নাম্না বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্। উদাবর্তপ্লীহগুন্ম-শোথপাণ্ডাময়াপহম্॥

ত্রিকটু, পিপ্পলীমূল, তেউড়ী, দস্তী ও চিতা এই সকল সমভাগে গ্রহণ করিয়া সমস্ত চূর্ণের সমান শুড় মিশ্রিত করিবে। ইহা প্রাতঃকালে যথামাত্রায় সেবন করিলে উদাবর্ত, প্লীহা, শোথ ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয় এবং বল বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

### বৈদ্যনাথবটী

পথ্যা ত্রিকটু সূতঞ্চ দ্বিগুণং কানকং তথা। থানকুনীরসৈরন্ন-লোণিকায়্যারসৈঃ কৃত্য। গুড়িকোদরগুন্মাদি  
পাণ্ডাময়বিনাশিনী। ক্রিমিকণ্ঠগাত্রকণ্ঠ-পিড়কাশ্চ নিহন্তি চ॥ গুড়ী সিদ্ধফলা চেয়ং বৈদ্যনাথেন  
ভাষিতা॥

হরীতকী, ত্রিকটু, রসসিন্দুর, এই সকল এক-এক ভাগ; জয়পাল ২ ভাগ, ইহাদিগকে থানকুনী ও আমরুলের রসে মর্দিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে উদাবর্ত, গুন্ম ও পাণ্ডুরোগ, ক্রিমি, কণ্ঠ ও গাত্রকণ্ঠ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

### নারাচরসঃ

সূতগন্ধকতুল্যাংশং মরিচং সূততুল্যকম্। টঙ্গুং পিপ্পলী শুষ্ঠী দ্বৌ দ্বৌ ভাগৌ বিমিশ্রয়েৎ॥ সর্বকতুল্যানি  
বীজানি দস্তীনাং নিস্তষাগি চ। সুহীক্ষীরেণ সংযুক্তং মর্দয়েৎ দিবসত্রয়ম্॥ নারিকেলাদরে স্থাপ্যং  
মহাগাঢ়াগ্নিনা ততঃ। তৎ কঙ্কং পাচয়েৎ ক্ষিপ্ৰং খল্লয়িত্বা নিধাপয়েৎ॥ তন্মধ্যনাভিলেপেন রাজযোগ্যং  
বিরেচনম্। বটিকা লেপমাত্রাণ দশবারং বিরেচয়েৎ। তদগন্ধদ্রাণমাত্রাণ বিরেকো জায়তে ধ্রুবম্॥

পারদ, গন্ধক, মরিচ প্রত্যেক এক-এক ভাগ; সোহাগা, পিপুল, শুষ্ঠ প্রত্যেক ২ ভাগ; সর্বসমান নিস্তষ লঘুদস্তীবীজ। এই সমুদায় সিজের আটায় ৩ দিবস মর্দন করিয়া নারিকেলের মধ্যভাগে স্থাপনপূর্বক প্রবল অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঔষধ দ্বারা নাভিদেলে প্রলেপ দিলে বা ইহার গন্ধ আশ্রয় করিলেই বিরেচন হয়।



### বৃহদিচ্ছাভেদী রসঃ

শুদ্ধং পারদটঙ্গং সমরিচং গন্ধাশ্ব তুলাং ত্রিবৃদ্বিশ্বা চ দ্বিগুণা ততো নবগুণং জৈপালচূর্ণং ক্ষিপেৎ ।  
খল্লৈ দণ্ডযুগং বিমর্দ্য বিধিনা চার্কস্য পত্রে ততঃ স্বেদং গোময়বহিনা চ মৃদুনা স্বেচ্ছাবশাদ্ ভেদকঃ ॥  
গুঞ্জৈকপ্রমিতো রসো হিমজলৈঃ সংসেবিতো রেচয়েদ্ যাবম্মোষজলং পিবেদপি বরং পথ্যঞ্চ দধ্যোদনম্ ।  
আমং সর্বভবং সুজীর্ণমূদরং গুল্মং বিশালং হরেদ্ বহুদীপ্তিকরো বলাসহরণঃ সর্ব্বাময়ধ্বংসনঃ ॥

শোধিত পারদ, সোহাগা, মরিচ, গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সমভাগ; গন্ধকের দ্বিগুণ তেউড়ী ও আতইচ এবং ৯ গুণ জয়পালচূর্ণ একত্র করিয়া খলে আকন্দপাতার রসে ২ দণ্ড কাল মর্দন করিবে। অনন্তর ঘূটের অগ্নিতে মৃদু পাক করিয়া ১ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করত শীতল জলের সহিত সেবন করিবে। উষ্ণ জল সেবন না-করা পর্য্যন্ত দান্ত হইবে। পথ্য দধি ও অন্ন। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার আম, উদাবর্ত, গুল্ম প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় এবং অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

### শুষ্কমূলাদ্যং ঘৃতম্

মূলকং শুষ্কমার্দ্রঞ্চ বর্ষাভূমূলপঞ্চকম্ । আরেবতফলঞ্চাপি পিষ্ট্বা তেন পচেদ্ ঘৃতম্ । তৎ পীতমাত্রং  
শময়েদুদাবর্তমসংশয়ম্ ॥ শুষ্কমিতি মূলকাদ্রকয়োর্বিশেষণমিতি উল্লংগঃ ।

শুষ্ক মূলা, আদা (ডিম্বগের মতে শুঠ), পুনর্নবা, বৃহৎ পঞ্চমূল ও সৌদালফল, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া তাহার ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। সেই ক্বাথ-সহ ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে উদাবর্ত রোগ নিশ্চয় প্রশমিত হয়। (এই ঘৃতে রক্কদ্রব্য নাই)।

### স্থিরাদ্যং ঘৃতম্

স্থিরাদিবর্গস্য পুনর্নবায়াঃ সম্পাকপৃথীককরঞ্জয়োশ্চ । সিদ্ধঃ কষায়ো দ্বিপলাংশিকানাং প্রস্তো ঘৃতাৎ  
স্যাৎ প্রতিরুদ্ধবাতো ॥

স্থলপঞ্চমূল, পুনর্নবা, সোন্দালফল ও নাটাকরঞ্জ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ পল পরিমাণে লইয়া চতুর্গুণ জল-সহ পাক করিবে। চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঐ ক্বাথের সহিত ৪ সের পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে প্রতিরুদ্ধ বাত প্রশমিত হয়।

### পথ্যাপথ্যবিধিঃ

#### উদাবর্তে পথ্যানি

ম্নেহস্বেদবিরেকাশ্চ বস্তয়ঃ ফলবর্জয়ঃ অভ্যঙ্গাশ্চ যবাঃ সর্ব্বে সৃষ্টবিগূত্রমাক্রুতম্ ॥ গ্রামৌদকানুপরসা  
রুবুতৈলঞ্চ বারুণী । বালমূলকশম্পাক-ত্রিবৃৎতিলসুখাদলম্ ॥ শৃঙ্গবেরং মাতুলুঙ্গং যবক্ষারো হরীতকী ।  
লবঙ্গং রামঠং দ্রাক্ষা গোমূত্রং লবণানি চ ॥

মিষ্ণুস্বেদ, বিরেচন, বস্তিক্রিয়া, ফলবর্জি, তৈলাদি মর্দন, যব এবং মূল মূত্র ও বায়ুর নিঃসারক সমস্ত দ্রব্য; গ্রাম্য ঔদক ও আনুপ মাংসের রস, ভেরেশ্বর তৈল, বারুণী মদ্য, কচি মূলা, সৌদাল-পত্র, তেউড়ী, তিল, সিঁজপাতা, শুষ্ঠী, ছোলঙ্গ, যবক্ষার, হরীতকী, লবঙ্গ, হিঙ্গু, কিসমিস, গোমূত্র ও সৈন্ধবলবণ এইগুলি উদাবর্ত রোগে পথ্য।

#### উদাবর্তেহপথ্যানি

বমনং বেগরোধঞ্চ শমীধান্যানি কোদ্রবম্ । নালীতশাকং শালুকং জাম্ববং ককটীফলম্ ॥ পিণ্যাকমালুকং  
সর্ব্বং করীরং পিষ্টবৈকৃতম্ । বিষ্টপ্তীনি বিরুদ্ধানি কষায়নি গুরাণি চ । উদাবর্তী প্রযত্নেন বজ্জয়েৎ সততং  
নরঃ ॥

বমন, মলমূত্রাদির বেগরোধ, শমীধান্য (মগ মাষ প্রভৃতি কলায়), কোদোধান্য নালিতা শাক, কমদাদির মূল, জাম, কাঁকড়, তিলকন্ধ, সর্বপ্রকার আলু, বাঁশের কোঁড়া, সকলপ্রকার পিষ্টবিকৃতি, বিষ্টগ্ভী দ্রব্য, বিরুদ্ধ দ্রব্য, কষায় দ্রব্য ও গুরুপাক দ্রব্য, এই সমস্ত উদাবৰ্ত্তরোগীর পরিত্যাজ্য।

#### আনাহরোগে পথ্যাপথ্যম্

উদাবৰ্ত্তহিতং সৰ্বং পাচনং লঙ্ঘনং তথা। আনাহে তু যথাযোগ্যং যোজয়েন্মতিমান্ ভিষ্ক।। অপথ্যানি প্রদীপ্তানি যান্যুদাবৰ্ত্তিনাং পুরা। আনাহী তু পরিহরেৎ তানি সৰ্ব্যাণি যত্নতঃ।।

জ্ঞানী বৈদ্য আনাহরোগে উদাবৰ্ত্তে সর্বপ্রকার ক্রিয়া এবং লঙ্ঘন ও পাচন যুক্তি অনুসারে প্রয়োগ করিবেন। উদাবৰ্ত্তরোগে যে-সকল অপথ্য উক্ত হইয়াছে, আনাহরোগেও সেই সকল অহিতকর, অতএব যত্নবান হইয়া তাহা পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

ইত্য্যুৰ্বেদ-সংগ্রহে উদাবৰ্ত্তনাহাধিকারঃ।

# গুন্মরোগাধিকার

~~~~~

## গুন্ম-নিদানম্

দুষ্টা ব্যতাদয়োহতার্থং মিথ্যাহারবিহারতঃ। কুর্ষতি পঞ্চাশা গুন্মা কোষ্ঠান্তগ্রস্থিরূপিণম্।। তস্য পঞ্চবিধং স্থানং পার্শ্বহৃদাভিভুজঃ। হৃদাভ্যোরন্তরে গ্রস্থিঃ সঞ্চারী যদি বাচলঃ।। বৃন্তচ্যাপচয়বান্ স গুন্ম ইতি কীর্তিতঃ। স ব্যস্তৈর্জায়তে দোষৈঃ সমস্তৈরপি চোচ্ছিতৈঃ।। পুরুষাণাং তথা স্ত্রীণাং জ্যেয়ো রক্তেন চাপরঃ। অরুচিঃ কৃচ্ছ্রবিপ্লুত্র-বাততান্ত্রবিকূজনম্। আনাহশ্চোদ্রবাতত্বং সর্বগুন্মেযু লক্ষ্যেৎ।।

বাতাদি দোষত্রয়, অনুচিত আহার-বিহারাদি দ্বারা অত্যাৰ্থ কুপিত হইয়া কোষ্ঠমধ্যে গ্রস্থিরূপ গুন্ম রোগ উৎপাদন করে। ইহা পাঁচপ্রকার। পার্শ্বহৃদয়, হৃদয়, নাভি ও বস্তি এই পাঁচটি, গুন্মের অবস্থিতিস্থান। উর্ধ্ব হৃদয় এবং অধোদিকে বস্তি, ইহার মধ্যে কোন স্থানে সঞ্চরণশীল বা অচল, কদাচিৎ পুষ্ট বা কদাচিৎ অপুষ্ট, যে-গোলাকার গ্রস্থি জন্মে তাহাকে গুন্ম কহে।

সেই গুন্ম পাঁচ প্রকার; যথা বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ। ইহা স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই হয়। ঋতুশোণিতজনিত গুন্ম কেবল স্ত্রীদিগেরই হইয়া থাকে।

অরুচি এবং মল মুত্র ও অধোবায়ুর কষ্টে প্রবর্তন, অস্ত্রকূজন, আনাহ ও বায়ুর উর্ধ্বগতি এই সকল লক্ষণ সর্বপ্রকার গুন্মরোগেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

## গুন্ম চিকিৎসা

বায়োঃ প্রশমনং কার্যমাদৌ গুন্মচিকিৎসতা। জিতে তস্মিন্ বলী দোষঃ সুখেনান্যো নিবার্যতে।।

গুন্ম-চিকিৎসক অগ্রে বায়ুপ্রশমনের চেষ্টা করিবেন, কারণ বায়ুর শাস্তি হইলেই অন্য প্রবল দোষ সহজেই নিবারিত হয়।

সিদ্ধমেকাদশবিধং শূণ মে গুণ্মভেষজম্। স্নেহনং স্বেদনং নিরুহণং অনুবাসনম্।। বিরেকবমনে চোভে লঙ্ঘনং বৃংহণং তথা। শমনঞ্চাবসেকঞ্চ শোণিতস্যাগ্নিকর্ম চ। কারয়েদিতি গুণ্মানাং যথারম্ভং চিকিৎসিতম্।।

গুণ্মরোগে এই একাদশবিধ কর্ম কর্তব্য; যথা স্নেহন, স্বেদন, নিরুহণ, অনুবাসন, বিরেকন, বমন, লঙ্ঘন, বৃংহণ, শমন, রক্তাবসেকন ও অগ্নিকর্ম।

স্নেহস্বেদবিরেকেন্ত গুণ্ম শৈথিল্যমাণুয়াৎ। তস্মাদনেন বিদিনা গুণ্মরোগমুপাচরেৎ।।

স্নেহ, স্বেদ ও বিরেকন দ্বারা গুণ্ম শিথিল হয়, অতএব এই বিধি অবলম্বন করিয়া গুণ্মরোগের চিকিৎসা করিবে।

লঘ্বয়ঃ দীপনং স্নিগ্ধমুষ্ণং বাতানুলোমনম্। বৃংহণং যদ্ ভবেৎ সর্বং তদ্বিতং সর্বগুণ্মিনাম্।। স্নিগ্ধস্য ভিষজা স্বেদঃ কর্তব্যো গুণ্মশান্তয়ে। স্রোতসাং মার্দবং কৃত্বা জিত্বামারুতমুষ্ণম্। ভিত্ত্বা বিবদ্ধং স্নিগ্ধস্য স্বেদো গুণ্মমপোহতি।।

লঘু অন্নভোজন এবং অগ্নিদীপক স্নিগ্ধ উষ্ণ ও বাতানুলোমক ঔষধসেবন এবং যদ্বারা দেহের পুষ্টিসাধন হয়, তৎসমুদায়, আহার-বিহার গুণ্মরোগে হিতকর। গুণ্মরোগ-শান্তির জন্য অগ্নে স্নেহপানাদি দ্বারা রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া স্বেদ প্রয়োগ করা চিকিৎসকের কর্তব্য। কারণ স্নেহ-স্বেদ দ্বারা স্রোতঃসকলের মৃদুতা, উন্মত্ত বায়ুর হ্রাস ও মলবিবদ্ধতার নাশ হইয়া গুণ্মরোগের শান্তি হয়।

কুণ্ডীপিণ্ডেষ্ঠকাস্বেদান্ কারয়েৎ কশলো ভিষক। উপানাহাশ্চ কর্তব্যঃ সখোষণঃ শাল্লণদয়ঃ।। (কুণ্ডীস্বেদঃ—বাতহরকাথাডিভিঃ কাজ্জিকাডিভির্বা ঘটস্থিভিঃ স্বেদঃ। পিণ্ডস্বেদঃ—উৎস্নিন্নমাষাদি-পিণ্ডকৈর্বস্ত্রবদ্ধৈঃ স্বেদঃ। ইষ্টকাস্বেদঃ—ইষ্টকয়া প্রতপ্তয়া বাতহরকাথাসিক্তয়া স্বেদঃ। শাল্লণস্বেদঃ—“কাকোল্যাডিঃ সবাতঘঃ সর্বাদ্রব্যবাসংযতঃ। সানুপমাংসঃ সুস্নিগ্ধঃ সর্বস্নেহসমমিতঃ। সখোষণঃ স্পষ্টলবণঃ শাল্লণঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ”)।

গুণ্মরোগে কুণ্ডীস্বেদ, পিণ্ডস্বেদ ও ইষ্টকাস্বেদ এবং শাল্লণাদি প্রলেপ হিতকর। (বাতঘ্ন অত্যুষ্ণ কাথ বা কাজ্জিক দ্বারা একটি ঘট পূর্ণ করিয়া তদ্বারা স্বেদপ্রদান করাকে কুণ্ডীস্বেদ; সিদ্ধ মাষাদির পিণ্ড বস্ত্রবদ্ধ করিয়া তদ্বারা যে-স্বেদ দেওয়া যায়, তাহাকে পিণ্ডস্বেদ; ইষ্টক অগ্নিতে প্রতপ্ত ও বাতহর কাথে সিক্ত করিয়া তদ্বারা স্বেদপ্রদান করাকে ইষ্টকাস্বেদ কহে। শাল্লণ উপনাহ বাতব্যাধিতে উক্ত হইয়াছে)।

স্থানাবসেকো রক্তস্য বাত্মধ্যে শিরাব্যধঃ। স্বেদানুলোমনস্তেব প্রশস্তং সর্বগুণ্মিনাম্।।

স্থির গুণ্মে গুণ্মস্থান হইতে রক্তমোক্ষণ এবং বাতসন্ধির অধোদেশস্থ সূক্ষ্ম শিরা বিদ্ধ করিবে। স্বেদ ও অনুলোমন ক্রিয়া, সকল গুণ্মরোগেই প্রশস্ত।

পেয়া বাতহরৈঃ সিদ্ধাঃ কৌলখা ধমজা রসাঃ। খড়্গাঃ সপঞ্চমূলাশ্চ গুণ্মানাং ভোজনে হিতাঃ।।

বাতহর ঔষধাদি (দশমূল্যাদি) দ্বারা সিদ্ধ পেয়া, কুলখ কলায়ের যুয এবং জাঙ্গল মাংসরস ও বৃহৎপঞ্চমূলসিদ্ধ খড়্গযুয গুণ্মরোগীর হিতকর।

বাতজগুণ্ম লক্ষণম্

রুক্ষান্নপানং বিষম্যতিমাত্রং বিচেষ্টনং বেগবিনিগ্রহশ্চ। শোকোহভিঘাতোহতিমলক্ষ্যশ্চ নিরন্নতা চানিলগুণ্মহেতুঃ।। যঃ স্থানসংস্থানরুজাবিকল্পং বিড়বাতসঙ্গং গলবজ্জুশোষম্। শ্যাবারুণত্বং শিশির-

জ্বরঞ্চ হংকৃষ্পার্শ্বাংশশিরোরুজঞ্চ ॥ কৰোতি জীৰ্ণে ভূমিকং প্রকোপং ভুক্তে মৃদুত্বং সমুপৈতি যশ্চ ।  
বাতাৎ স গুল্মো ন চ তত্র রক্ষং কষায়িত্ত্বং কটু চোপশেতে ॥

বাতগুল্মের নিদান ও লক্ষণ । অধিক বা অল্প অথবা অসময়ে ভোজন, রক্ষ অন্নপানীয় সেবন, বলবান ব্যক্তির সহিত যুদ্ধবিগ্রহাদি বিরুদ্ধচেষ্টা, মলমূত্রের বেগধারণ, শোক, আঘাতপ্রাপ্তি, বিরোচনাদি দ্বারা অতিশয় মলক্ষয় এবং অনশন এইগুলি বাতগুল্মের হেতু । বাতগুল্মের অবস্থিতির কোন নিয়ম নাই; কখনও নাভিতে, কখনও পার্শ্বে, কখনও বা বস্ত্রিদেহে চলিয়া বেড়ায় । আকৃতিও সর্বদা একরূপ থাকে না; কখনও ক্ষুদ্র, কখনও বৃহৎ, কখনও গোলাকার, কখনও বা দীর্ঘাকার হইয়া থাকে । যন্ত্রণারও স্থিরতা নাই; কখনও অল্প, কখনও মহৎ, কখনও সূচীবেধবৎ, কখনও বা নানারূপ যাতনা উপস্থিত হয় । ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধ, অধোবায়ুর অপ্রবৃত্তি, মুখ ও গলনালীর শোষ, শরীরের শ্যাব বা অরুণবর্ণতা, শীতজ্বর, হৃদয় কুক্ষি পার্শ্ব ক্ষুদ্র ও মস্তকে বেদনা হইয়া থাকে । ভুক্তাহারের পরিপাকবাহ্যায় রোগের অধিক প্রকোপ হয়, কিন্তু আহার করিলে কিছু উপশম হয় । রক্ষ কষায়িত্ত্ব ও কটুদ্রব্যসেবন বাতগুল্মে উপশয়জনক (সুখকর) হয় না ।

বাতজ গুল্ম চিকিৎসা

বাতগুল্মে কফে বৃদ্ধ বাস্তিশূর্ণাদিচেষ্টাতে ॥

বাতজ গুল্মে কফ প্রবল হইলে বমন করাইবে এবং চূর্ণ, ফলবর্ত্তি ও গুড়িকাদি প্রয়োগ করিবে ।

বাতারিতৈলেন পয়োযুতেন পথ্যাসমেতেন বিরোচনং হি । সংশ্বেদনং ম্লিঞ্চমতিপ্রশস্তং প্রভঞ্জনক্ৰোধকৃতে চ গুল্মে ॥

বাতজ গুল্মে দুগ্ধ ও হরীতকীচূর্ণের সহিত এরণ্ডতৈল সেবন এবং মেহশ্বেদ প্রয়োগ বিধেয় ।

স্বর্জিকাকুষ্ঠসহিতঃ ক্ষারঃ কেতকজেহপি বা । পীতস্তৈলেন শময়েদ্ গুল্মাং পবনসম্ভবম্ ॥

সাচিক্ষার ২ মাষা, কুড় ২ মাষা ও কেতকীজটার ক্ষার ৪ মাষা, এই সকল তিলতৈলের (কেহ বলেন, এরণ্ডতৈলের) সহিত সেবন করিলে বাতজ গুল্ম বিনষ্ট হয় ।

মাতুলঙ্গরসো হিঙ্গু দাড়িমং বিড়সৈন্ধবম্ । সুরামণ্ডেন পাতব্যং বাতগুল্মরূজাপহম্ ॥

টাবালেবুর রস, হিং, দাড়িম, বিটলবর্ণ ও সৈন্ধব লবণ, এই সকল দ্রব্য সুরামণ্ডে প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিলে বাতজ গুল্ম প্রশমিত হয় ।

নাগারাক্ষপলং পিষ্টং দ্বৈ পলে লুপ্তিতস্য চ । তিলসৈকং গুড়পলং ক্ষীরেণোক্ষেণ বা পিবেৎ । বাতগুল্ম-মুদাবর্ত্তং যোনিশূলঞ্চ নাশয়েৎ ॥

গুঠ ৪ তোলা, তুষরহিত তিল ২ পল, গুড় ১ পল এই সকল পেষণ করিয়া উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বাতগুল্ম, উদাবর্ত্ত ও যোনিশূল প্রশমিত হয় ।

পিবেদেরণ্ডতৈলং বা বারুণীমণ্ডমিশ্রিতম্ । তদেব তৈলং পয়সা বাতগুল্মী পিবেন্নরঃ ॥

বারুণীমণ্ডের কিংবা উষ্ণ দুগ্ধের সহিত এরণ্ডতৈল পান করিলে যথাক্রমে কফানুগ ও পিত্তানুগ বাতগুল্ম উপশমিত হয় ।

সাধয়েচ্ছূক্ষণদ্বয়ং রসোনাস্য চতুষ্পলম্ । ক্ষীরোদকেহুষ্ণগণিতে ক্ষীরশেষঞ্চ পায়য়েৎ ॥ বাতগুল্মমুদাবর্ত্তং গৃধ্রসীং বিষমজ্বরম্ । হ্রোগং বিদ্রধিং শোষণং নাশয়ত্যাশু তৎ পয়ঃ । এবম্ সাধিতে ক্ষীরে স্তোকমপ্যত্র দীয়তে ॥

পরিম্লত ও শুষ্ক রশুন ৪ পল, দুগ্ধ ও জল (মিশ্রিত) ৩২ পল একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইবে। এই দুগ্ধ (অগ্নিবলানুসারে) অল্প মাত্রায় পান করিলে বাতশুল্ম, উদাবৰ্ত্ত, গৃধ্রসী, বিষমজ্বর, হৃদ্রোগ, বিদ্রুগ ও শোষ আশু নিবারিত হয়।

তিস্তিরাংশ ময়ূরাংশ কুঙ্কটান্ ক্রৌঞ্চবৰ্ত্তকান্। সর্পিঃ শালিং প্রসন্নাঞ্চ বাতশুল্মে প্রযোজয়েৎ॥

তিস্তিরি, ময়ূর, কুঙ্কট, বক ও বৰ্ত্তক (ভারুই) পক্ষীর মাংস এবং ঘৃত, শালিতণ্ডুলের অন্ন ও প্রসন্না (মদ্যবিশেষ) বাতশুল্ম রোগীকে পথ্য দিবে।

### পিত্তজশুল্ম লক্ষণম্

কটুমতীক্লেববিদাহিরক্ষ-ক্রোধাতিমদ্যার্কহতাশসেবা। আমাভিঘাতো রুধিরঞ্চ দুষ্টং পৈত্তস্য শুল্মস্য নিমিত্তযুক্তম্॥ জ্বরঃ পিপাসা বদনাঙ্গরাগঃ শূলং মহজ্জীর্ণ্যতি ভোজনে চ। শ্বেদো বিদাহো ব্রণবচ্ শুল্মঃ স্পর্শসহঃ পৈত্তিকশুল্মরূপম্॥

পিত্তজনিত শুল্মের নিদান ও লক্ষণ। কটু অল্প তীক্ষ্ণ উষ্ণ বিদাহী ও রক্ষদ্রব্য ভোজন, ক্রোধ, অধিক মদ্যপান, অত্যন্ত রৌদ্র ও অগ্নিসন্তাপ সেবন, বিদগ্ধাজীর্ণজনিত দুষ্ট আমরসের আধিক্য এবং দুষ্ট রক্ত, এইগুলি পৈত্তিক শুল্মের হেতু। ইহাতে জ্বর, পিপাসা, সমস্ত অঙ্গের বিশেষত মুখের লোহিতবর্ণিত্ব, আহারের পরিপাক্যবস্থায় অত্যন্ত বেদনা, ঘর্ম্মাগম ও বিদাহ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। পৈত্তিক শুল্ম ব্রণবৎ স্পর্শসহ হইয়া থাকে।

### পিত্তজ শুল্ম চিকিৎসা

পিত্তে তু রেচনং মিশ্রং রক্তে রক্তস্য মোক্ষণম্। মিক্ষোষণেনোদিতো শুল্মে পৈত্তিকে অংসনং হিতম্। রক্ষোষণে তু সত্ত্বতে সর্পিঃ প্রশমনং পরম্॥

পিত্তজ শুল্মে মিশ্র বিরেচন ও রক্তজ শুল্মে রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থেয়। মিক্ষোষণ কারণসত্ত্বত পৈত্তিক শুল্মে বিরেচন এবং রক্ষোষণ কারণজাত পৈত্তিক শুল্মে ঘৃতপান হিতকর।

কাকোল্যাদি-মহাতিক্ত-বাসাদৌঃ পিত্তশুল্মিনম্। মেহিতং অংসয়েৎ পশ্চাদ্ যোজয়েদ্ বস্তিকক্ষমা॥

কাকোল্যাদি গণের ক্রাথ ও কক্ষ দ্বারা সাধিত কাকোল্যাদি ঘৃত অথবা কুঠোক্ত মহাতিক্তক ঘৃত বা রক্তপিত্তোক্ত বাসাদ্য ঘৃত পান করাইয়া রোগীকে মিশ্র করণানন্তর বস্ত্তিপ্রয়োগ দ্বারা তাহার বিরেচন করাইবে।

মিক্ষোষণজে পিত্তশুল্মে কম্পিল্লং মধুনা লিহেৎ। রেচনার্থে রসং বাপি দ্রাক্ষায়াঃ সণ্ডড়ং পিবেৎ॥

মিক্ষোষণ কারণজনিত পিত্তশুল্মে বিরেচনের নিমিত্ত মধুর সহিত কমলাগুড়ি অথবা গুড়-সহ দ্রাক্ষারস পান করিবে।

পিত্তশুল্মে ত্রিবৃচ্চুর্ণং পাতব্যং ত্রিফলাম্বুনা। অভয়াং দ্রাক্ষায়া খাদেৎ পিত্তশুল্মী গুড়েন বা॥ (ত্রিফলাম্বুনা ত্রিফলাকাথেন)।

পিত্তশুল্মী ত্রিফলার কাথের সহিত তেউড়ীচূর্ণ অথবা দ্রাক্ষার সহিত কিংবা গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিলে উপকার দর্শে।

রোহিণীকটুকা নিম্বো মধুকং ত্রিফলাত্বচঃ। কর্ষাং শাস্ত্রায়মাণা চ পটোলত্রিবৃতে পলে॥ দ্বিপলঞ্চ মসুরাণাং সাধ্যমষ্টগুণে জলে। ঘৃতাস্ছেষং ঘৃতসমং সর্পিযশ্চ চতুষ্পলম্॥ পিবেৎ সংমুচ্ছিতং তেন শুল্মঃ শাম্যতি

পৈত্তিকঃ। জ্বরস্তৃষণ চ শূলঞ্চ ত্রয়ো মুচ্ছারতিস্তথা ॥

কটকী, নিম্ব, যষ্টিমধু, ত্রিফলাত্বক ও বলাড়ুমুর প্রত্যেক ২ তোলা, পলতা ও তেউড়ী প্রত্যেক ১ পল ও মসুর ২ পল, পাকার্থ জল ঘূতের ৮ গুণ, শেষ ৪ পল। ঐ কাথে ঘূত ৪ পল মিশ্রিত করিয়া যথাবিধি পান করিলে পৈত্তিক গুল্মাদি বহু রোগ বিনষ্ট হয়।

দাহশূলার্ভিসংক্ষোভ-স্বপ্ননাশারুচিজ্বরৈঃ। বিদহ্যমানং জানীয়াদ্ গুল্মং তমুপনাহয়েৎ ॥

গুল্মরোগে দাহ, শূল, বেদনা, ক্ষুধাতা, নিদ্রানাশ, অরুচি ও জ্বর উপস্থিত হইলে গুল্ম পাকিবার উপক্রম হইয়াছে জানিবে। তৎকালে উহার পাকের নিমিত্ত সত্ত্বর ব্রণশোথোক্ত পাচন প্রলেপ দিবে।

পক্ষে তু ব্রণবৎ কার্যং ব্যাধিশোধনরোপণম্। স্বয়মূৰ্দ্ধমধো বাপি স চেদ্ দোষঃ প্রবৰ্ত্ততে ॥ দ্বাদশাহমুপেক্ষেত রক্ষণন্যানুপদ্রবান্। পরন্তু শোধনং সপিঃ শুদ্ধে মধু সতিজ্ঞকম্ ॥

গুল্ম পাকিয়া উঠিলে তাহা ব্রণবৎ বিদ্ধ করিয়া পূয়াদি নিঃসারণ ও রোপণক্রিয়া করিবে। ইহা স্বয়ংই বিদীর্ণ হইয়া পূয়াদি উর্ধ্ব কিংবা অধোদেশ দিয়া নির্গত হইতে পারে, এই নিমিত্ত ১২ দিন পর্যন্ত শোধনাদি কোন ক্রিয়াই করিবে না। কেবল অন্যান্য যে-সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিকার করিবে। দ্বাদশ দিনের পর ব্রণশোধক ঔষধমিশ্রিত ঘূত পান করাইবে। পূয়াদি নিঃসারণ হইলে ক্ষতরোপণার্থ তিলদ্রব্যাসাধিত ঘূত মধুমিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে।

কফজ গুল্ম লক্ষণম্

শীতং গুরু স্নিগ্ধম্চেষ্টনঞ্চ সপূরণং প্রস্বপনং দিবা চ। গুল্মস্য হেতুঃ কফসম্ভবস্য সর্বস্তু দুষ্টো নিচয়ায়-কস্য ॥ স্তৈমিত্যশীতজ্বরগাত্রাসাদ-হল্লাসকানারুচিগৌরবাণি। শৈত্যং রুগল্লা কঠিনোন্নতত্বং গুল্মস্য রূপাণি কফাজ্জকস্য ॥

কফজ ও ত্রিদোষজ গুল্মের হেতু। শীতল গুরু ও স্নিগ্ধ দ্রব্য সেবন, শারীরিক চেষ্টারাহিত্য, অধিক ভোজন এবং দিবানিদ্রা এইগুলি কফজ গুল্মের হেতু। আর উল্লিখিত বাতজাদি তিন প্রকার গুল্মের যে-সকল হেতু উক্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত হেতুই ত্রিদোষজ গুল্মের জানিবে।

কফজ গুল্মের লক্ষণ। স্তৈমিত্য, শীতজ্বর, গাত্রের অবসন্নতা, বমনবেগ, কাস, অরুচি, শরীরের গুরুতা, শীতানুভব, বেদনার মাত্রাভাৱ এবং গুল্মের কাঠিন্য ও উন্নতি ইত্যাদি কফজ গুল্মের রূপ।

কফজ গুল্ম চিকিৎসা

যৌগৈশ্চ বাতগুল্মোক্তৈঃ শ্লেষ্মগুল্মমুপাচরেৎ। অপরৈশ্চ বলাসম্মৈর্যুক্তিযুক্তৈঃ শমং নয়েৎ ॥

শ্লেষ্মিক গুল্মে বাতগুল্মনাশক যোগ এবং অন্যান্য কফঘ্ন যোগসকল বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

লজুনোন্মেষ্টনে শ্বেদে কৃতেহয়ৌ সংপ্রধুক্ষিতে। ঘূতং সক্ষারকটুকং পাতব্যং কফগুল্মিনা ॥

কফজ গুল্মে উপবাস, বমন ও শ্বেদক্রিয়া দ্বারা অগ্নিবৃদ্ধি হইলে যক্ষার ও ত্রিকটুর কক্ষ দ্বারা সাধিত ঘূত পান করিবে।

মন্দোহ্নির্বেদনা মন্দা গুরুস্তিমিতকোষ্ঠতা। সোৎক্রেশা চারুচির্বস্য স গুল্মী বমনোপগঃ ॥

মন্দাগ্নি, অল্প বেদনা, কোষ্ঠে ভার ও স্তৈমিত্য, উৎক্রেশ (গা বমি-বমি) এবং অরুচি হইলে গুল্মরোগীকে বমন করাইবে।

‘মন্দেহ্মাবনিলে মুঢ়ে জ্ঞান্ধা সন্নেহমশয়ম্। ওড়িকাশূর্ণনির্যুহাঃ প্রযোজ্যাঃ কফশূক্ষ্মনাম্।।

কফজনিত গুণ্মে অগ্নিমন্দ্য ও বায়ুর স্তব্ধতা দৃষ্ট হইলে স্নেহক্রিয়া দ্বারা কোষ্ঠকে স্নিগ্ধ করিয়া এই অধিকারোক্ত ওড়িকা, চূর্ণ ও কষায় বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

পঞ্চমূলীশূতং তোয়ং পুরাণং বারুণীরসম্। কফশূক্ষ্মী পিবেৎ কালে জীর্ণং মাধ্বীকমেব বা।। (মাধ্বীকং মধু)।

কফজ গুণ্মে রোগীকে বৃহৎ পঞ্চমূলের কষায়, পুরানো বারুণী ও জীর্ণ মধু পান করিতে দিবে।

তিলৈরগুতসীবীজ-সর্ষপৈঃ পরিলিপ্য বা। শ্লেষ্মাশূক্ষ্মময়ঃপাত্রেঃ সুখোষ্ণৈঃ শ্বেদয়েদ্ ভিষক্।।

শ্লেথিক গুণ্মে তিল, মসিনা, এরগুবীজ ও সর্ষপ বাটিয়া গুণ্মস্থানে প্রলেপ দিয়া ঈষদুষ্ণ লৌহপাত্র দ্বারা শ্বেদ প্রদান করিবে।

যমানীচূর্ণিতং তত্রং বিড়েন লবণীকৃতম্। পিবেৎ সন্দীপনং বাত-মূত্রবর্চোহনুলোমনম্।।

যমানীচূর্ণ ও বিটলবণ-সংযুক্ত তত্রপান করিলে অগ্নির দীপ্তি ও বাত-মূত্র-পুরীষের অনুলোম হয়।

দ্বন্দ্বজ গুণ্ম লক্ষণম্

নিমিত্তরূপাণ্যুপলভা গুণ্মে দ্বিদোষজে দোষবলাবলঞ্চ। ব্যামিশ্রলিপ্তানপর্য্যংশ গুণ্মাংস্ত্রীনাदिशेदৌষধ-  
কল্পনার্থম্।।

যদিও বাতজাদি পাঁচ প্রকার গুণ্মের উল্লেখ হইয়াছে, তথাপি যে-স্থলে উভয়বিধ গুণ্মের নিদান ও লক্ষণ একত্র দৃষ্ট হইবে, তথায় ঔষধ কল্পনার্থ অর্থাৎ মিলিত চিকিৎসা করিবার জন্য আর তিন প্রকার মিশ্রলক্ষণাত্মক দ্বন্দ্বজ গুণ্ম নির্দেশ করিবে। এই দ্বন্দ্বজ গুণ্মে দোষের বলাবলের প্রতিও লক্ষ রাখিবে।

দ্বন্দ্বজ গুণ্ম চিকিৎসা

ব্যামিশ্রদোষে ব্যামিশ্রঃ সর্ব্ব এব ক্রিয়াক্রমঃ। সন্নিপাতোত্তবে গুণ্মে ত্রিদোষয়ো বিধির্হিতঃ।।

দ্বিদোষজ গুণ্মে তত্তদোষোক্ত পৃথক-পৃথক চিকিৎসা মিলিত করিয়া ব্যবস্থা করিবে এবং ত্রিদোষজ গুণ্মে ত্রিদোষজ ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

বচাভিড়ভয়াশুষ্টি-হিঙ্গুকুষ্ঠাগ্নিদীপ্যকাঃ। দ্বিত্রিষট্চতুরেকাষ্ট-সপ্তপঞ্চাংশিকাঃ ক্রমাৎ।। চূর্ণং মদ্যাদিভিঃ  
পীতং গুণ্মানাহোদরাপহম্। শূলার্শঃশ্বাসকাসয়ং গ্রহণীদীপনং পরম্।।

বচ ২ ভাগ, বিটলবণ ৩ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, শুঠ ৪ ভাগ, হিং ১ ভাগ, কুড় ৮ ভাগ, চিতা ৭ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ; এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মদ্য ও উষ্ণ জল প্রভৃতির সহিত সেবন করিলে গুণ্ম, আনাহ, উদর, শূল, অর্শ, শ্বাস ও কাস বিনষ্ট হয়। ইহা অগ্নিস্থান গ্রহণীযন্ত্রের উদ্দীপক।

যমানীহিঙ্গুসিদ্ধুথ-ক্ষারসৌবর্জলাভয়াঃ। সুরামণ্ডেন পাতব্য্য গুণ্মশূলনিসূদনাঃ।।

যমানী, হিঙ্গু, সৈন্ধব লবণ, যবক্ষার, সচল লবণ ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া উষ্ণ জল বা সুরামণ্ডের সহিত পান করিলে গুণ্মশূল নিবারিত হয়।

হিঙ্গুপঞ্চরমূলানি তুষ্ণুরূপি হরীতকী। শ্যামা বিড়ং সৈন্ধবঞ্চ যবক্ষারং মহৌষধম্।। যবকাথোদকেনৈতদ্  
ঘৃতভৃষ্টস্ত পায়য়েৎ। তেনাস্য ভিদ্ভ্যতে গুণ্মাঃ সশূলঃ সপরিগ্রহঃ।। (চূর্ণাদ্ যোগ্যমাত্রাং গৃহীত্বা যবকাথে  
প্লাবয়িত্বা ঘৃতে পরিভর্জ্য পায়য়েৎ। শ্যামা ত্রিবিদিত চক্রটীকা)।



হিং, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), ছোট ধনে, হরীতকী, তেউড়ীমূল, বিটলবণ, সৈন্ধব লবণ, যবক্ষার ও শুঠ এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিবে, সেই চূর্ণ যবের ক্বাথের সহিত মিশ্রিত ও ঘূতে সন্তুলন করিয়া পান করিলে গুল্ম ও তজ্জনিত উপদ্রবসকল বিনষ্ট হয়।

প্ৰতীকপত্রগজচিৰ্ভিটচব্যবহিব্যোষধঃ সংস্করচিতং লবণোপধানম্। দক্ষা বিচূর্ণ্য দধিমস্ত্যুতং প্রযোজ্যং  
গুল্মোদরশ্বয়থুপাণ্ডুগদোদ্ভবেষু।।

নাটাকরঞ্জার পত্র, রাখালশসা, চই, চিতা, শুঠ, পিপুল ও মরিচ এই সকল দ্রব্য একটি হাঁড়িতে রাখিয়া তদুপরি সমস্ত দ্রব্যের সমান সৈন্ধব লবণ এবং ঐ সৈন্ধব লবণের উপর আবার নাটাকরঞ্জ পত্রাদি স্থাপন করিয়া স্তর সাজাইবে। পরে হাঁড়ির মুখে একখানি শরা চাপা দিয়া সন্ধিস্থলে লেপ দিবে। তদনন্তর ঐ হাঁড়ি চুল্লীতে বসাইয়া নিম্নে জ্বাল দিবে, যখন অন্তর্ধূমে হাঁড়ির মধ্যস্থ ঔষধ দন্ধ হইবে, তখন উহা লইয়া চূর্ণ করিবে। গুল্ম, উদর, শোথ ও পাণ্ডুরোগে ঐ চূর্ণ যথামাত্রায় দধির মাতের সহিত প্রয়োগ করিবে।

পিপ্ললীপিপ্ললীমূল-চিত্রকাজাজীসৈন্ধবৈঃ। যুক্তা পীতা সুরা হস্তি গুল্মমাশু সুদুত্তরম্।।

পিপল, পিপলমূল, চিতা, কৃষ্ণজীরা ও সৈন্ধব, ইহাদের চূর্ণ সরার সহিত পান করিলে দস্তর বাতশ্লেষ্মাজ গুল্ম বিনষ্ট হয়।

ত্রিফলা কাঞ্চনক্ষীরী সপ্তলা নীলিনী বচা। ত্রায়ত্তী হবুবা তিজ্ঞা ত্রিবৃৎ সৈন্ধবপিপ্ললী।। পিবেদ্ বিচূর্ণ্য  
মুদ্রোষঃ-বারিমাংসরসাদিভিঃ। সর্বগুণ্মোদরপ্লীহ-কুষ্ঠার্শঃশোথপীড়িতঃ।।

ত্রিফলা, স্বর্ণক্ষীরী, চক্ষুকাবা, নীলবুহা, বচ, বলাড়ুমুর, হবুবা, কটকী, তেউড়ী, সৈন্ধব ও পিপ্ললী ইহাদের চূর্ণ গোমূত্র, উষ্ণ জল বা মাংসরসাদির সহিত পান করিলে সর্বপ্রকার গুল্ম, উদর, প্লীহা, কুষ্ঠ, অর্শ ও শোথ প্রশমিত হয়।

শরপুঙ্খস্য লবণং পথ্যচূর্ণং সমং দ্বয়ম্। শাণপ্রমাণমন্নীয়াচূর্ণং গুল্মগদাপহম্।।

শরপুঙ্খের ক্ষার ও হরীতকীচূর্ণ সমভাগ লইয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে গুল্মরোগ প্রশমিত হয়।

স্বর্জিকা শাণমানা স্যাৎ তাবদেব গুড়ং ভবেৎ। উভয়োর্বটিকাং খাদেদ্ গুল্মাময়বিনাশিনীম্।।

স্বর্জিকাক্ষার অর্দ্ধতোলা ও পুরাতন গুড় অর্দ্ধতোলা, একত্র মর্দন করিয়া বটী করিবে। সেই বটী সেবন করিলে গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়।

রক্তজ গুল্ম লক্ষণম্

নবপ্রসূতাহিতভোজনা যা যা চামগর্ভং বিসৃজেদুতৌ বা। বায়ুর্হি তস্যাঃ পরিগৃহ্য রক্তং করোতি গুল্মং  
সরুজং সদাহম্।। পিত্তস্য লিঙ্গেন সমানলিঙ্গং বিশেষণঞ্চাপ্যপং নিবোধ। যঃ স্পন্দতে পিণ্ডিত এব  
নাক্ষৈশ্চিরাৎ সশূলঃ সমগর্ভলিঙ্গঃ। স রৌধিরঃ স্ত্রীভব এব গুল্মো মাসে ব্যতীতে দশমে চিকিৎস্যঃ।।

প্রসবান্তে, অপকর্গভ্রাবান্তে বা ঋতুকালে অহিতজনক আহার-বিহারাদি করিলে বায়ু কুপিত হইয়া রক্তকে পরিগ্রহণ করত গর্ভাশয়ে গুটিকাকার রক্তগুল্ম উৎপাদন করে। ইহাতে অত্যন্ত বেদনা ও দাহ থাকে এবং পিত্তজ গুল্মের তাবৎ লক্ষণই উপস্থিত হয়, তন্নিম্ন গর্ভলক্ষণ সমস্ত অর্থাৎ ঋতুবন্ধ, মুখ পীতবর্ণ, স্তনাগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ ও নানাবিধ আহারাদিতে স্পৃহা হইয়া থাকে।

তবে গর্ভ হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা বেদনা ব্যতিরেকে নিরন্তর স্পন্দিত হয়, রক্তগুণ্ম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গভাবে সমস্ত পিণ্ডটিই, দীর্ঘকালান্তে অত্যন্ত যাতনার সহিত স্পন্দিত হইয়া থাকে, এইমাত্র প্রভেদ। যাহা হউক, এইরূপ প্রভেদ সত্ত্বেও গর্ভাশঙ্কায় পণ্ডিতেরা দশম মাস ব্যতীত হইলে এই স্ত্রীভব রক্তগুণ্মের চিকিৎসা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অন্যান্য রোগ পুরাতন হইলে কষ্টসাধ্য হয়, কিন্তু ব্যাধিমাহাত্যে, রক্তগুণ্ম সুখসাধ্য হইয়া থাকে। তজ্জনা কেহ-কেহ বলেন, যখন গর্ভ ও গুণ্মে এরূপ প্রভেদলক্ষণ দৃষ্ট হয়, তখন গর্ভাশঙ্কায় না-হইয়া পুরাণত্বাভিপ्राয়েই পণ্ডিতেরা দশম মাসান্তে চিকিৎসা করিতে বিধি দিয়াছেন।

### রক্তজ গুণ্ম চিকিৎসা

রৌধিরসা তু গুণ্মস্য গর্ভকালব্যতিক্রমে। স্নিগ্ধম্নিশরীরায়ৈ দদ্যাৎ স্নিগ্ধবিরেচনম্।।

রক্তগুণ্মে প্রসবকালে অর্থাৎ দশম মাস অতীত হইলে রোগিণীকে স্নেহ ও স্বেদ প্রদান করিয়া স্নিগ্ধ বিরেচন দিবে।

শতাহুচিরবিশ্বত্ৰুগ্ দারুভার্গীকণোদ্রবঃ। কঙ্কং পীতো হরেদ্ গুণ্মং তিলক্কাথেন রক্তজম্।।

শুলফা, নাটাকরঞ্জার ছাল, দেবদারু, বামুনহাটি ও পিপুল, ইহাদের কঙ্ক তিলের ক্কাথের সহিত সেবন করিলে রক্তজ গুণ্ম নিবারিত হইয়া থাকে।

তিলক্কাথং গুড়ব্যোষ-হিঙ্গুভার্গীযুতং পিবেৎ। আর্তবপ্রভাবে গুণ্মে নষ্টে পুষ্পে চ যোষিতাম্।।

রক্তগুণ্মে এবং রজোলাপে তিলের ক্কাথে পুরাতন গুড়, ত্রিকটু, হিং ও বামুনহাটীর চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

সক্ষারত্র্যমণং মদ্যং প্রপিবেদত্রগুণ্মিনী। পলাশক্ষারতোয়েন সিদ্ধং সর্পিঃ পিবেচ্চ সা।। (ক্ষারো ঘণ্টাপারুল্যাদিকৃতঃ। অন্যে তু যবক্ষার ইত্যাহঃ। চঃ টীঃ)।

ঘণ্টাপারুলি প্রভৃতির ক্ষার (কেহ বলেন, যবক্ষার) ও ত্রিকটুচূর্ণের সহিত মদ্য, অথবা পলাশক্ষার-সংযুক্ত চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ ঘৃত পান করিলে রক্তগুণ্ম প্রশমিত হয়।

উষৈর্বা ভেদয়েদ্ ভিন্নে বিধিরাঙ্গদরো হিতঃ। ন প্রতিদ্যোত যদ্যেবং দদ্যাদ্ যোনিবিশোধনম্। ক্ষারেণ যুক্তং পললং সুধাক্ষীরেণ বা পুনঃ।।

রক্তগুণ্মে সুরামণ্ডাদি উষ্মবীৰ্য্য ঔষধ দ্বারা গুণ্ম ভেদ করাইয়া রক্তপ্রদর-বিহিত ক্রিয়া করিবে। যদি গুণ্ম ভিন্ন না-হয়, তাহা হইলে পলাশক্ষার বা সিজের আঠার সহিত তিলকঙ্কের বর্ষিত প্রস্তুত করিয়া সেই বর্ষিত যোনির অভ্যন্তরে নিহিত করিয়া যোনিশোধন করিবে।

প্রবর্তমানে নিতরাং শোণিতে রক্তপিণ্ডহং। রক্তাতিসারশমনী ক্রিয়া চাপি বিধীয়তে।।

উপরিউক্ত ক্রিয়াসমূহ দ্বারা যদি অধিক রক্তস্রাব হয়, তাহা হইলে রক্তপিণ্ড ও রক্তাতিসারের চিকিৎসা করিবে।

পীতো ধাত্রীরসো যুক্তো মরিচৈশ্চশ্চগুণ্মনুৎ।।

মরিচচূর্ণের সহিত আমলকীর রস পান করিলে রক্তগুণ্মের শান্তি হয়।

### হিঙ্গাদি চূর্ণম্

হিঙ্গু ত্রিকটুকং পাঠাং হবুধামভয়াং শটী। অজমোদাজগন্ধে চ তিস্তিভীকান্নবেতসৌ।। দাড়িমং পৌষ্করং

ধান্যমজাজীং চিত্রকং বচাম্। দ্বৌ ক্ষারৌ লবণে দ্বৌ চব্যাক্ষৈকত্র চূর্ণয়েৎ।। চূর্ণমেতৎ প্রযোক্তব্যমন্ন-  
পানেন্দনতায়ম্। প্রাগ্ভুক্তমথবা পেয়ং মদ্যেনোষেগদকেন বা।। পার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলেষু গুল্মে বাতকফায়্যকে।  
আনাহে মুত্রকৃষ্ণেযু গুদযোনিরুজাস চ।। গ্রহণ্যশোষিকারেষু শ্লীহপাণ্ড্রাময়েহরুচৌ। উরোবিবন্ধে হিষ্কায়াং  
শ্বাসে কাসে গলগ্রহে।। ভাবিতং মাতুলুঙ্গস্য চূর্ণমেতদ্রসেন বা। বহুশো গুড়িকাঃ কার্য্যাঃ কাম্বুকাঃ  
সু্যন্ততোহধিকাঃ।। (গুড়িকাপক্ষে এষাং সমভাগচূর্ণং সপ্তদিনং ছোলঙ্গরসেন ভাবয়িত্বা গুড়িকাঃ কার্য্যাঃ।  
তিস্তিড়ীকং মহার্ককমিতি চক্র-টীকা)।

হিঙ্গু, ত্রিকটু, আকনাদি, হবুয, হরীতকী, শটী, যমানী, ক্ষেত্রযমানী, মহাদা, অন্নবেতস, অন্নদাড়িম,  
কুড়, ধনে, জীরা, চিতামূল, বচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, সচললবণ ও চই এই সমুদায়ের  
সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া মদ্য বা উষঃ জলের সহিত ভোজনের পূর্বে সেবন করিলে বাতশ্লেথিক  
গুল্ম ও আনাহ প্রভৃতি বহু রোগ নিবারিত হয়। (এ সকল চূর্ণ ছোলঙ্গ লেবুর রসে ৭ দিন ভাবনা  
দিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিলে ইহা চূর্ণ অপেক্ষা ফলপ্রদ হয়)।

#### বচাদি চূর্ণম্

বচা হরীতকী হিঙ্গু সৈন্ধবঞ্চান্নবেতসম্। যবক্ষারং যমানীঞ্চ পিবেদুষ্ণেন বারিণা।। এতদ্ধি গুল্মনিচয়ং  
সশূলং সপরিগ্রহম্। ভিনন্তি সপ্তুরাত্রেণ বহুবৃদ্ধিং করোতি চ।।

বচ, হরীতকী, হিঙ্গু, সৈন্ধব লবণ, অন্নবেতস, যবক্ষার ও যমানী এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণিত  
করিয়া (প্রাতঃকালে ৪ মাষা পরিমাণে) উষঃ জলের সহিত সেবন করিলে সত্ত্বর গুল্মরোগ প্রশমিত  
হইয়া অগ্নির তেজোবৃদ্ধি হয়।

#### হিঙ্গাদি চূর্ণম্

হিঙ্গুগ্রগন্ধা বিড়শৃষ্ঠাজাজী হরীতকী পঙ্করমূলকষ্ঠম্। ভাগোত্তরং চূর্ণিতমেতদিত্তং গুল্মোদরাজীর্ণ-  
বিসূচিকাসু।।

হিং ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, বিটলবণ ৩ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, জীরা ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, পুঙ্করমূল  
৭ ভাগ, কুড় ৮ ভাগ; সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া সেবন করিলে গুল্ম প্রভৃতি অনেক রোগ নষ্ট হয়।

#### লবঙ্গাদি চূর্ণম্

লবঙ্গদন্তীত্রিবৃত্যযমানী-শুষ্ঠীবচাধান্যকচিত্রকাণি। ফলত্রয়ং মাগধিকা চ কটী দ্রাক্ষা চবী গোক্ষুরযাবশূকম্।।  
এলাজমোদা কুটজস্য বীজং বিধায় চূর্ণানি সমানামীষাম্। যাদেৎ ততঃ পাণিতলং হিতাশী কোষঃ  
জলধ্বানুপিবৎ প্রযত্নাৎ।। নিহস্তি গুল্মং সৰুজং সদাহমর্শাংসি শোথাংশ্চ তথামবাতম্। সর্বোদরান্যেব  
চিরোথিতানি চূর্ণং লবঙ্গাদিকমাসু হস্তি।।

লবঙ্গ, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, যমানী, শুঁঠ, বচ, ধনে, চিতামূল, ত্রিফলা, পিপুল, কটকী, দ্রাক্ষা, চই,  
গোক্ষুর, যবক্ষার, এলাইচ, বনযমানী ও ইন্দ্রযব এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণিত করিয়া ২ তোলা  
পর্য্যন্ত পরিমাণে উষঃ জলের সহিত সেবন করিলে গুল্ম প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

#### ক্ষারান্তকম্

পলাশবজ্রিশিখরী-চিঞ্চাক্তিলনালজাঃ। যবজঃ স্বর্জিকা চেতি ক্ষারা অষ্টৌ প্রকীর্তিতাঃ। এতে গুল্মহরাঃ  
ক্ষারা অজীর্ণস্য চ পাচকাঃ।।

পলাশক্ষার, মনসাসিজের ক্ষার, আপাঙ্গের ক্ষার, তেঁতুলক্ষার, আকন্দক্ষার, তিলনালের ক্ষার,  
যবক্ষার ও স্বর্জিকাক্ষার এই অষ্টক্ষার গুল্মনাশক ও অজীর্ণপাচক।

• বজ্রক্ষারঃ

সামুদ্রং সৈন্ধবং কাচং যবক্ষারঃ সুবর্চলম্। টঙ্কণং স্বর্জিকাক্ষারং তুল্যং চূর্ণং প্রকল্পয়েৎ॥ বজ্রিক্ষীরৈর-  
বিক্ষীরৈরাতপে ভাবয়েৎ ত্র্যহম্। বেষ্টিয়েদর্কপত্রৈণ রুদ্ধা ভাণ্ডে পুনঃ পচেৎ॥ তৎ ক্ষারং চূর্ণয়েৎ পশ্চাৎ  
ত্র্যষণং ত্রিফলা তথা। যমানী জীরকো বহিষ্চূর্ণমেষাঞ্চ কারয়েৎ॥ সর্বচূর্ণসমং ক্ষারং সর্বমেকত্র  
কারয়েৎ। তচ্চূর্ণং টঙ্কযুগলং সলিলেন প্রযোজয়েৎ॥ গুণ্মে শূলে তথাজীর্ণে শোথে সর্বোদরেষু চ।  
মন্দে বহৌ চোদাবর্ষে গ্লীহি চাপি পরং হিতম্॥ বাতেহধিকে জলৈঃ কোষেহিতঃ পিত্তাধিকে ঘৃতেঃ।  
গোমূত্রৈণ কফাধিক্যে কাক্ষিকেন ত্রিদোষজে॥ বজ্রক্ষার ইতি খ্যাতঃ প্রোক্তঃ পূর্বাং স্বয়ম্ভবা। সেবিতো  
হরতেহজীর্ণং তথাজীর্ণভবান্ গদান্॥

সামুদ্রলবণ, সৈন্ধবলবণ, কাচলবণ, যবক্ষার, সচল লবণ, সোহাগার খই ও সাচিক্ষার, ইহাদের চূর্ণ  
সমভাগে লইয়া মনসাসিজের আঠা দ্বারা ৩ দিন ও আকন্দের আঠা দ্বারা ৩ দিন ভাবনা দিয়া  
রৌদ্রে শুকাইবে। পরে উহা আকন্দপাতা দ্বারা বেষ্টিত করিয়া একটি হাঁড়ির মধ্যে পুরিয়া শরা দ্বারা  
হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিবে এবং ঐ হাঁড়ি চুল্লীর উপর বসাইয়া নিম্নে জাল দিবে। হাঁড়ির মধ্যস্থ ঔষধ  
অন্তর্ধূমে দগ্ধ হইলে, ঐ দগ্ধ ক্ষার বাহির করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে ত্রিকটু, ত্রিফলা, যমানী, জীরা ও  
চিতা, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ এবং উপরিউক্ত ক্ষারচূর্ণ সর্বসমষ্টির সমান গ্রহণ করিয়া  
একত্র মিলিত করত জলের সহিত ১ তোলা পরিমাণে সেবন করিবে। ইহা দ্বারা গুণ্ম, শূল, অজীর্ণ,  
শোথ, সর্বপ্রকার উদররোগ, অগ্নিমান্দ্য, উদাবর্ষ ও গ্লীহা নষ্ট হয়। এই বজ্রক্ষার বাতাধিক্যে  
ঈষদুষ্ণ জলের সহিত, পিত্তাধিক্যে ঘৃতের সহিত, শ্লেষ্মাধিক্যে গোমূত্রের সহিত এবং ত্রিদোষপ্রকোপে  
কাক্ষিকের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবনে অজীর্ণজনিত রোগ প্রশমিত হয়।

দন্তীহরীতকী

জলদ্রোণে বিপক্তব্যা বিংশতিঃ পঞ্চ চাভয়াঃ। দন্ত্যাঃ পলানি তাবন্তি চিত্রকস্য তথৈব চ॥ তেনাস্তভাগ-  
শেষেণ পচেদ দন্তীসমং গুড়ম্। তাস্চাভয়াত্বিবৃচ্চূর্ণং তৈলাচ্চাপি চতুষ্পলম্॥ পলমেকং কণাশুষ্ঠ্যাঃ  
সিদ্ধে লেহে চ শীতলে। ক্ষৌদ্রং তৈলসমং দদ্যাচ্চাতুর্জাতপলং তথা। ততো লেহপলং লীদ্রো জঙ্ঘা  
চৈকাং হরীতকীম্। সুখং বিরিচ্যতে ম্লিক্কো দোষপ্রহমনাময়ঃ॥ দ্বীহন্থয়থুগুণ্মার্শোহংপাণ্ডুগ্রহণীগদাঃ।  
শাম্যন্তুৎক্রেণবিষম-জ্বরকুষ্ঠান্যরোচকাঃ॥

শ্লথ পোটুলীবদ্ধ হরীতকী ২৫টি, দন্তীমূল ২৫ পল, চিতামূল ২৫ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ৮  
সের। এই ক্বাথজলে ২৫ পল পুরাতন গুড় গুলিয়া ছাঁকিবে এবং পূর্বোক্ত পোটুলীবদ্ধ স্থিন্ন  
হরীতকী ২৫টি, ৪ পল তৈলে ভাজিয়া তাহা ঐ ক্বাথে পাক করিবে। আসন্নপাকে তেউড়ীচূর্ণ ৪  
পল, পিপুলচূর্ণ ৪ তোলা, গুঁঠচূর্ণ ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে নামাইবে অর্থাৎ  
লেহবৎ করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে তাহাতে মধু ৪ পল, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর  
প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। সেবনের মাত্রা ২ তোলা লেহ এবং হরীতকী ১টি।  
ইহা দ্বারা বিরোচন হইয়া গুণ্ম, গ্লীহা, শোথ, অর্শ ও হ্রদ্রোগ প্রভৃতি অনেক রোগ নষ্ট হয়।

কাক্ষায়নগুড়িকা

শটীং পুষ্করমূলঞ্চ দন্তীং চিত্রকমাঢ়কীম্। শৃঙ্গবেরং বচাঞ্বেব পলিকানি সমাহরেৎ॥ ত্রিবৃত্তায়াঃ পলঞ্বেব  
কুর্যাৎ ত্রীণি চ হিস্নুনঃ। যবক্ষারপলে দ্বৈ তু দ্বৈ পলে চান্নবেতসাৎ॥ যমান্যাজাকী মরিচং ধান্যকণ্ঠেতি  
কার্ষিকম্। উপকুণ্ডলজমোদাভ্যাং তথা চান্তমিকামপি॥ মাতুলঙ্গরসেনৈব গুড়িকাঃ কারয়েদ্ ভিষক্।  
আসাঞ্বেকাং পিবেদ্ দ্বৈ বা তিস্রো বাথ সুখান্বনা॥ অগ্নৈর্মদ্যৈশ্চ যুষ্মৈশ্চ ঘৃতেন পয়সাথবা। এষা

## ১৫২ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

কাক্ষায়নোক্তা চ ওড়িকা গুণ্মনাশিনী ।। অর্শোহ্রদ্রোগশমনী ক্রিমীণাঞ্চ বিনাশিনী । গোমূত্রযুক্তা শময়েৎ  
কফগুণ্মং চিরোথিতম্ ।। ক্ষীরেণ পিত্তগুণ্মঞ্চ মদৈর্যম্লেচ্চ বাতিকম্ । ত্রিফলারসমূত্রৈশ্চ নিষচ্ছেৎ  
সান্নিপাতিকম্ । রক্তগুণ্মে চ নারীণামুদ্রীক্ষীরেণ পায়য়েৎ ।।

শর্টী, পুষ্করমূল, দন্তীমূল, চিতামূল, অড়হরমূল, শুঠ, বচ ও তেউড়ীমূল প্রত্যেক ১ পল, হিঙ্গু ও  
পল, যবক্ষার ২ পল, অন্নবেতস ২ পল, যমানী, শ্বেতজীরা, মরিচ, ধনে প্রত্যেক ২ তোলা, কৃষ্ণজীরা,  
যমানী প্রত্যেক অর্দ্ধ পল; এই সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া টা বলেবুর রসে মাড়িয়া (৪ মাষা পরিমাণে)  
গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক, দুই বা তিন গুড়িকা একবারে সেবনীয়। অনুপান সুখোষ জল,  
কাঁজি, মদ্য, মুদগাদির ঘৃষ, ঘৃত ও দুগ্ধ প্রভৃতি। গোমূত্রের সহিত সেবনে কফজ, দুগ্ধের সহিত  
সেবনে পৈত্তিক, মদ্য বা কাঁজির সহিত সেবনে বাতিক এবং ত্রিফলার কাথ বা গোমূত্রের সহিত  
সেবন করিলে সান্নিপাতিক গুণ্ম নষ্ট হয়। স্ত্রীলোকদিগের রক্তগুণ্মে উষ্ট্রদুগ্ধের সহিত সেব্য। ইহা  
সেবন করিলে গুণ্ম এবং অন্যান্য অনেক ব্যাধি নষ্ট হয়।

### পঞ্চাননরসঃ

পারদং শিথিতুথঞ্চ গন্ধকং জৈপালপিপ্পলী। আরগ্ধফলান্মজ্জাং বজ্রীক্ষীরেণ ভাবয়েৎ ।। ধাত্রীরসযুতং  
খাদেদ্রক্তগুণ্মপ্রশান্তয়ে । চিঞ্চাফলরসঞ্চানু পথাং দধোদনং হিতম্ ।।

পারদ, তুঁতে, গন্ধক, জয়পাল, পিপুল ও সোঁদালফলের মজ্জা এই সমুদায় সিজের আঠায় ভাবনা  
দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান আমলকীর রস বা তেঁতুলের রস। পথ্য দধি ও অন্ন। ইহাতে  
রক্তগুণ্ম নিবারিত হইয়া থাকে।

### গুণ্মবজ্রিণী বটিকা

রসগন্ধকতাম্রঞ্চ কাংস্যং টঙ্গণতালকম্ । প্রত্যেকং পলিকং গ্রাহ্যং মর্দয়েদতিযত্নতঃ ।। তদ যথান্বিবলং  
খাদেদ রক্তগুণ্মপ্রশান্তয়ে । নিষ্মিতা নিত্যানাথেন বটিকা গুণ্মবজ্রিণী ।। গুণ্মপ্লীহোদরাষ্টীলা-যকৃদানাহ-  
নাশিনী । কামলাপাণ্ডুরোগয়ী জ্বরশূলবিনাশিনী ।।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, কাংস্য, সোহাগা, হরিতাল প্রত্যেক ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে  
মর্দন করিবে। রোগীর অগ্নি ও বল বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিলে রক্তগুণ্ম, গুণ্ম, প্লীহা, উদর,  
অষ্টীলা, যকৃৎ, আনাহ, কামলা, পাণ্ডু, জ্বর ও শূল প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

### গুণ্মকালানলো রসঃ

পারদং গন্ধকং তালং তাম্রকং টঙ্গণং<sup>১</sup> সমম্ । তোলদ্বয়মিতং ভাগং যবক্ষারঞ্চ তৎসমম্<sup>২</sup> ।। মুস্তকং  
পিপ্পলী শুষ্ঠী মরিচং গজপিপ্পলী । হরীতকী বচা কুষ্ঠং তোলৈকং চূর্ণয়েৎ সুধীঃ ।। সর্বমেকীকৃতং পাঠ্রে  
ভাবনা ক্রিয়তে ততঃ । পপটং মুস্তকং শুষ্ঠ্যপামার্গং পাপচেলিকম্ ।। তৎ পুনশ্চূর্ণয়েৎ পশ্চাৎ সর্বগুণ্ম-  
নিবারণম্ । গুঞ্জাচতুষ্টয়ং খাদেদ্ধরীতক্যানুপানতঃ ।। বাতিকং পৈত্তিকং গুণ্মং শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্ ।।  
দ্বন্দ্বজং বিনিহন্ত্যশু বাতগুণ্মং বিশেষতঃ ।। শ্রীমদ্গহননাথেন নিষ্মিতো বিশ্বসম্পদে ।।

পারদ, গন্ধক, হরিতাল, তাম্র, সোহাগা (মতান্তরে লৌহ) প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা, যবক্ষার ১০  
তোলা, মুতা, পিপুল, শুষ্ঠ, মরিচ, গজপিপ্পলী, হরীতকী, বচ, কুড় প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা। সমুদায়  
চূর্ণ একত্র মিলিত করিয়া ক্ষেতপাপড়া, মুতা, শুষ্ঠ, আপাঙ্গ ও আকনাদি ইহাদের ক্লেথে ভাবনা দিয়া

১. অত্র টঙ্গণমিত্যত্র লৌহমিতি রসেন্দ্রঃ । ২. গুণ্মকালানলে যবক্ষারঞ্চ তৎসমমিতি সর্বদ্রব্যসমম্ ।

শুকাইয়া পুনর্ব্বার চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা ৪ রতি। অনুপান হরীতকীর জল। ইহাতে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক ও দ্বন্দ্বজ গুণ্ম আশু প্রশমিত হয়। বিশেষত ইহা বাতগুণ্মের উত্তম ঔষধ।

#### বৃহদগুণ্মকালানলো রসঃ

অত্রং লৌহং রসং গন্ধং টঙ্গণং কটুকং বচাম্। দ্বিষ্কারং সৈন্ধবং কুষ্ঠং ত্র্যয়ণং সুরদারু চ।। পত্রমেলাং ত্রচং নাগং খাদিরং সারমেব চ। গৃহীত্বা সমভাগেন শ্লক্ষচূর্ণং প্রকল্পয়েৎ।। জয়ন্তীচিত্রকোষ্মতঃ-কেশরাজদলং তথা। নিম্পীড্য স্বরসং নীত্বা ভাষয়েৎ কুশলো ভিষক্।। চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকাঃ কারয়েৎ ততঃ। উথায় ভক্ষয়েৎ প্রাতরনুপানং জলং পয়ঃ।। গুণ্মং পঞ্চবিধং হস্তি যক্ৎপ্লীহোদরাণি চ। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথঋষেব সুদারুণম্।। হলীমকং রক্তপিত্তং মন্দাগ্নিমরুচিং তথা। গ্রহণীমার্দবং কাশাং জীর্ণঞ্চ বিষমজ্বরম্।।

অত্র, লৌহ, পারদ, গন্ধক, সোহাগা, কটকী, বচ, যবক্ষার, সাচিষ্কার, সৈন্ধব, কুড়, ত্রিকটু, দেবদারু, তেজপত্র, এলাইচ, গুড়ভ্রুক, নাগেশ্বর, খদিরসার প্রত্যেক সমভাগে সূক্ষ্ম চূর্ণ ও একত্র মিশ্রিত করিয়া জয়ন্তী, চিতা, ধূতূরা ও কেশুরিয়া ইহাদের পত্রের রসে ভাবনা দিবে। ৪ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া জল বা দুগ্ধ-সহ প্রাতঃকালে সেবন করিবে। ইহাতে পঞ্চপ্রকার গুণ্ম, যক্ৎ, প্লীহা, উদর, শোথ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

#### মহাগুণ্মকালানলো রসঃ

গন্ধকং তালকং তাম্রং তথৈব তীক্ষ্ণলৌহকম্। সমাংশং মর্দয়েদ্ গাঢ়ং কন্যানীরেণ যত্নতঃ।। সংপুটং কারয়েৎ পশ্চাৎ সন্ধিলেপঞ্চ কারয়েৎ।। ততো গজপুটং দত্ত্বা স্বাস্থ্যশীতং সমুদ্ধরেৎ।। দ্বিগুঞ্জাং ভক্ষয়েদ্ গুণ্মী শৃঙ্গবেরানুপানতঃ। সর্বগুণ্মং নিহন্ত্যশু ভাঙ্করস্তিমিরং যথা।।

গন্ধক, হরিতাল, তাম্র ও তীক্ষ্ণলৌহ প্রত্যেক সমভাগ, ঘৃতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া শরাবদ্বয়ের মধ্যে স্থাপন করত মৃত্তিকা দ্বারা শরাবদ্বয়ের সন্ধিস্থান প্রলিপ্ত করিবে। পরে গজপুটে পাক করিয়া শীতল হইলে তুলিবে। ২ রতি পরিমিত বটী আদার রস বা শুঠের কাথ-সহ সেবনে সর্বপ্রকার গুণ্মরোগ বিনষ্ট হয়।

#### গুণ্মশার্দলো রসঃ

রসং গন্ধং শুদ্ধ-লৌহং গুগ্গলুঃ পিঙ্গলঃ পলম্। ত্রিবৃতা পিঙ্গলী শুষ্ঠী শঠী ধান্যকজীরকম্।। প্রত্যেকং পলিকং গ্রাহ্যং পলার্দং কানকং ফলম্।। সংচূর্ণ্য বটিকা কার্য্যা ঘৃতেন বহ্নমানতঃ।। বটীদ্বয়ং ভক্ষয়েচ্ছার্দ-কোষ্যশু পিবেদন। হস্তি প্লীহযক্ৎগুণ্ম-কামলোদরশোথকম্।। বাতিকং পৈত্তিকং গুণ্মং শ্লেষ্মিকং রৌধিরং তথা। গহনানন্দনাথোক্ত-রসোহয়ং গুণ্মশার্দলঃ।।

পারদ, গন্ধক, শোধিত লৌহ, গুগলু, অশ্বথছাল, তেউড়ী, পিপুল, শুঠ, শঠী, ধনে, জীরা প্রত্যেক ৮ তোলা, জয়পালফল ৪ তোলা একত্র চূর্ণ করিয়া ঘৃত মিশ্রিত করত ৩ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। আদার রস ও উষ জল-সহ ২ বটী সেবন করিবে। ইহাতে প্লীহা, যক্ৎ, কামলা, উদর, শোথ এবং বাতিক পৈত্তিক শ্লেষ্মিক ও রৌধির গুণ্ম বিনষ্ট হয়।

#### নাগেশ্বরো রসঃ

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধো নাগবঙ্গৌ মনঃশিলা। নরসারশ্চ ত্রিষ্কারো লৌহং শুদ্ধং<sup>১</sup> তথাভ্রকম্।। এতানি

## ১৫৪ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

সমভাগানি শ্বহীক্ষীরেণ মর্দয়েৎ। চিত্রকো বাসকো দন্তী কাথেনৈকেন মর্দয়েৎ।। দিনেকস্ত প্রযত্নেন রসো নাগেশ্বরো মতঃ। গুল্মগ্রীহপাণ্ডুশোথান্ আত্মানঞ্চ বিনাশয়েৎ। ভক্ষয়েন্মায়ামেকস্ত পর্ণঞ্চণেন গুল্মবান্।।

পারদ, গন্ধক, সীসা, বঙ্গ, মনঃশিলা, নিশাদল, যবক্ষার, সাচিষ্কার, সোহাগা, লৌহ ও অভ্র, এই সমুদায় সমভাগে লইয়া সিজের আঠায় মর্দন করিবে। পরে চিতা, বাসক ও দন্তী এই তিনের কোনটির কাথ দ্বারা ১ দিন মর্দন করিয়া ১ মাষা প্রমাণ বটি করিবে। পানের সহিত সেব্য। ইহাতে গুল্ম, গ্রীহা, পাণ্ডু, শোথ ও উদরাঘ্মান রোগ প্রশমিত হয়।

### বিদ্যাধরো রসঃ

পারদং গন্ধকং তালং তাপ্যং স্বর্ণং মনঃশিলাম্। কৃষ্ণকাথেঃ শ্বহীক্ষীরৈর্দিনেকং মর্দয়েৎ সুধীঃ।। নিক্কার্দ্দং শ্লেথিকং গুল্মং হস্তি মুত্রানুপানতঃ। রসো বিদ্যাধরো নাম গোদুগ্ধঞ্চ পিবেদনু।।

পারদ, গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ ও মনঃশিলা প্রত্যেক সমভাগ। পিপুলের কাথে ও মনসা সিজের আঠায় একদিন মর্দন করিবে। ইহা ২ মাষা (উপযুক্ত) মাত্রায় সেবন করিলে শ্লেথিক গুল্ম বিনষ্ট হয়। অনুপান গোমূত্র বা গব্য দুগ্ধ।

### শিখিবাড়বো রসঃ

মারিতং তাম্রসূতাভ্রং গন্ধকং মাক্ষিকং সমম্। মর্দয়েচ্চিত্রকদ্রাবৈর্যবক্ষারযতং দিনম্।। দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েন্মিত্যং নাগবল্লীদলেন চ। বাতগুল্মহরঃ খ্যাতো রসোহয়ঃ শিখিবাড়বঃ।।

তাম্র, পারদ, অভ্র, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক ও যবক্ষার প্রত্যেক সমানভাগ। চিতার রসে ১ দিন মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান পানের রস। ইহা সেবন করিলে বাতগুল্ম প্রশমিত হয়।

### প্রাণবল্লভো রসঃ

লৌহং তাম্রং বরাটঞ্চ তুথং হিঙ্গু ফলত্রিকম্। শ্বহীমূলং যবক্ষারং জৈপালং টঙ্গণং ত্রিবং।। প্রত্যেকং পলিকং গ্রাহ্যং ছাগীদুগ্ধেন পেষয়েৎ। চতুর্গুঞ্জং বটীং খাদেদ বারিণা মধুনাপি বা।। প্রাণবল্লভনামায়াং গহনানন্দভাষিতঃ। নিহন্তি কামলাং পাণ্ডুং মেহং হিক্কাং বিশেষতঃ।। অসাধ্যং সন্নিপাতঞ্চ গুল্মং রুধির-সম্ভবম্। বাতরক্তঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ কণ্ঠবিস্ফোটকাপটীম্।।

লৌহ, তাম্র, কপর্দক, তুঁতে, হিঙ্গু, ত্রিফলা, সিজমূলের ক্ষার, যবক্ষার, জয়পাল, সোহাগা, তেউড়ীমূল প্রত্যেক বস্তু ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া ছাগদুগ্ধে মর্দন করিবে। ৪ কুঁচ পরিমিত বটী জল কিংবা মধু অনুপানে সেবন করিলে কামলা, পাণ্ডু, মেহ, হিক্কা, রক্তগুল্ম, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, কণ্ঠ, বিস্ফোট ও অপচী রোগ বিনষ্ট হয়।

### রসায়নামৃত লৌহম্

ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং জীরকদ্বয়ম্। যমানীদ্বয়ভূনিস্বং ত্রিবৃদ্ধন্তী সুবর্চলম্। সর্বেষাং কার্বিকং ভাগং সৈন্ধবং কর্ষমদ্রকম্। খণ্ডস্য ষোড়শপলং প্রস্থঞ্চ ত্রিফলাজলম্।। জম্বীরাণাং রসং দদ্যাৎ পলষোড়শকং তথা। পাচ্যং সর্বং প্রযত্নেন লৌহং দন্তা পলদ্বয়ম্।। সিদ্ধে পাকে পুনর্দেয়ং ঘৃতং পলচতুষ্টয়ম্। সর্বরোগেষু সংযোজ্যং মহামৃতরসায়নম্।। গুল্মং পঞ্চবিধং হস্তি যকৃৎগ্রীহাদরাণি চ। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং জীর্ণজ্বরং তথা। রোগান্ সর্বান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।।

চিনি ১৬ পল। পাকার্থ মিলিত ত্রিফলা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের এবং গৌড়ালেবুর রস

‘১৬ পল যথাবিধানে পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, চিরতা, তেউড়ী, দন্তীমূল, সচল লবণ, সৈন্ধব ও অত্র প্রত্যেক ২ তোলা, লৌহ ২ পল; এই সমুদায় প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে তাহার সহিত ৪ পল ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই রসায়নামৃত সকলপ্রকার রোগেই প্রয়োগ করা যায়। বিশেষত ইহাতে পঞ্চপ্রকার গুণ্ম, যকৃৎ, প্লীহা, উদর, পাণ্ডু, কামলা, শোথ ও জীর্ণজ্বর আশু বিনষ্ট হয়।

#### ব্র্যষণাদ্য ঘৃতম্

ব্র্যষণত্রিফলাধান্য-বিড়ঙ্গচব্যচিকৈঃ। কঙ্কীকৃতৈর্ঘৃতং সিদ্ধং সক্ষীরং বাতগুণ্মনুৎ॥

ঘৃত ৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কঙ্কার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, ধনে, বিড়ঙ্গ, চই ও চিতা। যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। অনুপান দুগ্ধ। এই ঘৃত বাতগুণ্মনাশক।

#### দ্রাক্ষাদ্য ঘৃতম্

দ্রাক্ষাং মধুকথজ্জ্বর বিদারীং সশতাবরীম্। পরাষকানি ত্রিফলাং সাধয়েৎ পলসম্মিতাম্॥ জলাঢ়কে পাদশেষে রসমামলকস্য চ। ঘৃতমিষ্কুরসং ক্ষীরমভয়াবক্ষপাদিকম্॥ সাধয়েৎ তু ঘৃতং সিদ্ধং শর্করাক্ষৌদ্র-পাদিকম্। প্রয়োগাৎ পিত্তগুণ্ময়ং সর্বপিত্তবিকারনুৎ। সাহচর্যাদিহ পৃথগ্ ঘৃতাদেঃ ক্কাথতুল্যতা॥

দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, পিণ্ডুখজ্জ্বর, ভূমিকুণ্ডাণ্ড, শতমূলী, ফলসা ও ত্রিফলা প্রত্যেক ৮ তোলা, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের, আমলকীর রস ৪ সের, ঘৃত ৪ সের, ইষ্কুরস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, হরীতকীর কঙ্ক ১ সের। যথাবিধানে পাক করিবে। শীতল হইলে মধু ও শর্করা মিলিত ১ সের মিশ্রিত করিবে। এই ঘৃতসেবনে পিত্তগুণ্ম ও সর্বপ্রকার পিত্তজ রোগ বিনষ্ট হয়।

#### পঞ্চপল ঘৃতম্

পিপ্পল্যাঃ পিচুরধ্যাকৌ দাড়িমাদ্ দ্বিপলং পলম্। ধান্যাৎ পঞ্চ ঘৃতাচ্ছুষ্ঠাঃ কৰ্ষঃ ক্ষীরং চতুর্গুণম্॥ সিদ্ধমেতদ্ ঘৃতং সদ্যো বাতগুণ্মং চিকিৎসতি। যোনিশূলং শিরঃশূলমর্শাংসি বিষমজ্বরম্॥

ঘৃত ৫ পল। কঙ্কার্থ পিপুল ৩ তোলা, দাড়িমবীজ ২ পল, ধনে ১ পল, শুঠ ২ তোলা, দুগ্ধ ২০ পল। এই সমুদায় সদ্য পাক করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে বাতগুণ্ম, যোনিশূল, শিরঃশূল, বিষমজ্বর ও অর্শরোগ নিবারিত হয়।

#### ধাত্রীষট্‌পলকং ঘৃতম্

ধাত্রীফলানাং স্বরসৈঃ ষড়ঙ্গং পাচয়েদ্ ঘৃতম্। শর্করাসৈন্ধবোপেতং তদ্ধিতং সর্বগুণ্মিনাম্॥

ঘৃত ৪ সের, আমলকীর রস ১৬ সের। কঙ্কার্থ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ ও যবক্ষার প্রত্যেক ১ পল। পাকে জল ১৬ সের। প্রক্ষেপ চিনি ও পোয়া ও সৈন্ধব ১০ পোয়া। এই ঘৃত সকল প্রকার বাতগুণ্মেই হিতকর।

#### ভার্গীষট্‌পলকং ঘৃতম্

ষড়্ভিঃ পলৈর্মগধজাফলমূলচব্যবিশৌষধজলনযাবককঙ্কপকম্। প্রস্থং ঘৃতস্য দশমূল্যকবুকভার্গী-ক্কাথেহপ্যাথো পয়সি দধি চ ষট্‌পলাখ্যম্॥ গুণ্মোদরারুচিভগন্দরমগ্নিসাদকাসজ্বরক্ষয়শিরোগ্রহণী-বিকারন্। সদ্যঃ শমং নয়তি যে চ কফানিলোথা ভার্গ্যাখ্যট্‌পলমিদং প্রবদন্তি বৈদ্যাঃ॥

ঘৃত ৪ সের। কঙ্কার্থ পিপুলী, পিপুলীমূল, চই, শুঠ, চিতা ও যবক্ষার প্রত্যেক এক-এক পল করিয়া



৬ পল; দশমূল, এরণ্ডমূল ও বামুনহাটীর কাথ (মিলিত) ৬ সের (কাহারও মতে কাথ ৮ সের, নিশ্চলের মতে কাথ ১৬ সের), দুগ্ধ ৪ সের, দধি ৬ সের, (কাহারও মতে দধি ৪ সের, নিশ্চলের মতে দধি ১৬ সের, অন্যের মতে দধি ৮ সের)। যথাবিধি পাক করিবে। এই ষট্‌পলক ঘৃত পান করিলে গুল্ম, জঠর, অরুচি, ভগন্দর, অগ্নিমান্দ্য, কাস, জ্বর, ক্ষয়, শিরোরোগ ও গ্রহণীবিকার এবং বাতশ্লেষ্মজনিত অন্যান্য রোগ আশু প্রশমিত হয়।

#### ক্ষীরষট্‌পলকং ঘৃতম্

পিপ্পলীপিপ্পলীমূল-চব্যচিৎকনাগরৈঃ। পলিকৈঃ সযবক্ষারৈঃ সর্পিঃপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥ ক্ষীরগ্রহ্নেহ তৎ সর্পিহস্তি গুল্মং কফাশ্মকম্। গ্রহণীপাণ্ডুরোগঘ্নং প্রীহকাসজ্বরপহম্॥

ঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের। কক্ষার্থ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ ও যবক্ষার প্রত্যেক ১ পল। এই ঘৃত সেবনে কফগুল্ম, গ্রহণীরোগ ও পাণ্ডু প্রভৃতি অনেক ব্যাধি নষ্ট হয়।

#### ভল্লাতকং ঘৃতম্

ভল্লাতকানাং দ্বিপলং পঞ্চমূলং পলোন্মিতম্। সাধ্যং বিদারীগন্ধাচ্যামাপোথ্য সলিলাঢ়কে।। পাদাবশেষে পূতে চ পিপ্পলীং নাগরং বচাম্। বিভঙ্গং সৈন্ধবং হিঙ্গু যাবশুকং বিভং শটীম্।। চিত্রকং মধুকং রাস্নাং পিষ্ট্বা কর্শমান ভিষক্। প্রস্থঞ্চ পয়সো দত্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥ এতদ্ ভল্লাতকং নাম কফগুল্মহরং পরম্। প্রীহপাণ্ডুরাময়শ্বাস-গ্রহণীকাসগুল্মনুৎ॥

ভেলা ২ পল, বিদারীগন্ধাদি স্বল্পপঞ্চমূল অর্থাৎ শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর প্রত্যেক ১ পল, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। কক্ষার্থ পিপুল, শুঠ, হিঙ্গু, বচ, বিভঙ্গ, সৈন্ধব লবণ, যবক্ষার, বিটলবর্ণ, শটী, চিতা, যষ্টিমধু ও রাস্না প্রত্যেক ২ তোলা। দুগ্ধ ৪ সের, ঘৃত ৪ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই ভল্লাতক ঘৃত কফগুল্মের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা দ্বারা প্রীহা, পাণ্ডু, শ্বাস, গ্রহণী, কাস ও গুল্ম বিনষ্ট হয়।

#### হব্ষাদ্যং ঘৃতম্

হব্ষাব্যোষপৃথ্বীকা-চব্যচিৎকসৈন্ধবৈঃ। সাজাজীপিপ্পলীমূল-দীপ্যকৈঃ পাচয়েদ্ ঘৃতম্।। সকোলমূলকরসং সক্ষীরদধিদাড়িমম্। তৎপরং বাতগুল্মঘ্নং শূলানাহবিবন্ধনুৎ॥ যোনার্যোগ্রহণীদোষ-শ্বাসকাসারুচিজ্বরান্। পার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলঞ্চ ঘৃতমেতদ্ ব্যপোহতি।।

ঘৃত ৪ সের, কলশুঠের কাথ ৪ সের, শুক্ল মূলার কাথ ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, দধি ৪ সের, দাড়িমফলের কাথ ৪ সের। কক্ষার্থ হব্ষা, ত্রিকটু, কৃষ্ণজীরা, চই, চিতামূল, সৈন্ধব, জীরা, পিপুলমূল ও যমানী মিলিত ১ সের। এই ঘৃত পান করিলে বাতগুল্ম প্রভৃতি অনেক রোগ উপশমিত হয়।

#### রসোনাদ্যং ঘৃতম্

রসোনস্বরসে সর্পিঃ পঞ্চমূলরসাস্থিতম্। সুরারনালদধ্যম্ন-মূলকস্বরসৈঃ সহ।। ব্যোষদাড়িমবৃক্ষান্ন-যমানী-চব্যসৈন্ধবৈঃ। হিঙ্গম্নবেতসাজাজী-দীপ্যকৈশ্চ পলাশিতৈঃ।। সিদ্ধং গুল্মগ্রহণ্যশঃ-শ্বাসোদ্যাদক্ষয়জ্বরান্। কাসাপস্মারমন্দাগ্নি-প্রীহশূলানিলান্ জয়েৎ॥

রসুনের স্বরস, মহৎ পঞ্চমূলের কাথ, সুরা, কাঁজি, দধি ও অল্পমূলক, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৪ সের, ঘৃত ৪ সের। কক্ষার্থ ত্রিকটু, দাড়িম, মহাদা, যমানী, চই, সৈন্ধব, হিঙ্গু, অল্পবেতস (থৈকল), জীরা, বনযমানী প্রত্যেক ১ পল। যথাবিধানে পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে গুল্ম, গ্রহণী,

অর্শ, শ্বাস, উন্মাদ, ক্ষয়, জ্বর, কাস, অপস্মার, মন্দাগ্নি, প্রীহা, শূল ও বাতরোগ বিনষ্ট হয়।

### ত্রায়মাণাদ্যং ঘৃতম্

জলে দশগুণে সাধ্যং ত্রায়মাণাচতুষ্পলম্। পঞ্চভাগস্থিতং পূতং কষ্টৈঃ সংযোজ্য কাষিকৈঃ।। রোহিণীকটুকা মুস্তং ত্রায়মাণা দুরালভা। কষ্টৈস্তামলকী বীরা জীবন্তী চন্দনোৎপলৈঃ।। রসস্যামলকীনাঞ্চ ক্ষীরস্য চ ঘৃতস্য চ। পলানি পৃথগষ্টাষ্টৌ দত্ত্বা সম্যগ্ বিপাচয়েৎ।। পিত্তগুণ্মং রক্তপিত্তং বিসর্পং পৈত্তিকজ্বরম্। হৃদ্রোগং কামলাং কুষ্ঠং হন্যাদেব ঘৃতোত্তমম্।। পলোল্লেখাগতে মানে ন দ্বৈগুণ্যমিহৈষ্যতে। চত্বারিংশৎ-পলং তেন ত্রায়ং দশগুণং ভবেৎ।।

ঘৃত ১ সের। কাথার্থ বলাড়ুমুর ৪ পল, জল ৪০ পল, শেষ ৮ পল। আমলকীর রস ১ সের, দুগ্ধ ১ সের। কক্ষার্থ কটকী, মূতা, বলাড়ুমুর, দুরালভা, ভূঁইআমলকী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, রক্তচন্দন ও উৎপল প্রত্যেক ২ তোলা। এই ঘৃত পানে পিত্তগুণ্ম, রক্তপিত্ত ও অন্যান্য অনেক রোগ নষ্ট হয়।

### বৃশ্চীরাদ্যরিষ্টঃ

বৃশ্চীরমূরুবৃকঞ্চ বর্ষাভ্য়ং বৃহতীদ্বয়ম্। চিত্রকঞ্চ জলদ্রোণে পচেৎ পাদাবশেষিতম্।। মাগধীচিত্রকক্ষৌদ্র-লিপ্তকুণ্ডে নিধাপয়েৎ। মধুনঃ প্রস্থমাংবাপ্য পথ্যার্চূর্ণাধ্বংসংযুতম্।। বুযোযিতং দশাহঞ্চ জীর্ণভক্তং পিবেন্নরঃ। অরিষ্টৌহয়ং জয়েদ্ গুণ্মমবিপাকং সুদন্তরম্।।

শ্বেত পুনর্নবা, এরগুমূল, পুনর্নবা, বৃহতী, কণ্টকারী ও চিতা এই সকল দ্রব্য মিলিত ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের। যথাবিধি পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইবে। তৎপরে একটি কলসীর অভ্যন্তর-ভাগ পিপুল, চিতা ও মধু দ্বারা লিপ্ত করিয়া ঐ কলসীতে উক্ত কাথ স্থাপন করিবে। পশ্চাৎ ৪ সের মধু ও ১ সের হরীতকীচূর্ণ তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া ঐ কলসীতে ১০ দিন ধান্য (আগড়া) রাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। ভুক্ত দ্রব্য সমাক্ জীর্ণ হইলে এই অরিষ্ট পান করিবে। ইহা পান করিলে গুণ্ম ও দন্তর অপাক নিবারিত হইয়া থাকে।

### পথ্যাপথ্যবিধিঃ

#### গুণ্মরোগে পথ্যানি

স্নেহঃ শ্বেদো বিরেকশ্চ বস্তির্বাহুশিরাব্যাধঃ। লঙ্ঘনং বর্তিরভাঙ্গঃ স্নেহঃ পকে তু পাটনম্।। সংবৎসর-সমুৎপন্নঃ কলায়রক্তশালয়ঃ। খড়কুলথযূষশ্চ ধ্বংসাংসরসঃ সুরা।। গবামজায়াশ্চ পয়ো মৃদীকা চ পরুষকম্। খজ্জুরং দাড়িমং ধাত্রী নাগরঙ্গাম্বেতসম্।। তক্রমেরগুতৈলঞ্চ লণ্ডনং বালমূলকম্। পতুরো বাস্তকং শিগ্র যবক্ষারো হরীতকী।। রামঠং মাতুলুঙ্গঞ্চ ত্রাযণং সুরভীজলম্। যদন্নং ম্লিঞ্চমুঞ্চঞ্চ বৃংহণং লঘু দীপনম্। বাতানুলোমনষ্টৈব পথ্যং গুণ্মে নৃণাং ভবেৎ।।

স্নেহ, শ্বেদ, বিরেচন ও বস্তিপ্রয়োগ, বাহুদ্বয়ের শিরাবেধ, উপবাস, গুহ্যে বস্তিপ্রয়োগ, তৈলাদি অভ্যঙ্গ, স্নেহপ্রয়োগ, পাটন (পাকিলে ছেদন), সংবৎসরোষিত কলায় ও রক্তশালি, খড়যূষ, কুলথ-কলায়ের যুষ, ধ্বংসদেজ মৃগপক্ষী প্রভৃতির মাংসরস, সুরা, গোদুগ্ধ, ছাগদুগ্ধ, দ্রাক্ষা, ফসলাফল, খজ্জুর, দাড়িম, আমলকী, নারঙ্গীলেবু, থৈকল, তক্র, ভেরেণ্ডার তৈল, রসন, কচি মূলা, শালিঞ্চশাক, বেতোশাক, সজিনা, যবক্ষার, হরীতকী, হিঙ্গু, ছোলঙ্গলেবু, ত্রিকটু, গোমূত্র এবং ম্লিঞ্চ উষ্ণবীৰ্য্য পুষ্টিকর লঘু ও অগ্নিদীপক দ্রব্য এবং বাতানুলোমক অন্ন গুণ্মরোগে হিতকর।

## ১৫৮ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

### গুম্মরোগেহপথ্যানি

বাতকারীণি সর্বাণি বিরুদ্ধান্যশনানি চ। বম্বরং মূলকং মৎস্যান্ মধুরাণি ফলানি চ।। শুষ্কশাকং শমীধান্যং  
বিষ্টস্ত্রীণি গুরুণি চ। অধোবাতশকৃন্মুত্র-শ্রমশ্বাসাশ্রদ্ধারণম্। বমনং জলপানঞ্চ গুম্মরোগী পরিত্যজেৎ।।

বায়ুবর্ধক দ্রব্যসমূহ, বিরুদ্ধভোজন, শুষ্ক মাংস, মূলা, মৎস্য, মধুর রসযুক্ত ফল, শুষ্ক শাক, শমীধান্য  
(মুদগমাষাদি), বিষ্টস্ত্রিদ্ৰব্য, গুরুদ্ৰব্য, অধোবাতবেগ, মলবেগ, মুত্রবেগ, শ্রমজনিত শ্বাসবেগ ও  
অশ্রুবেগ ধারণ, বমন এবং জলপান, গুম্মরোগীর এই সমস্ত পরিত্যাজ্য।

দ-সংগ্রহে গুম্মরোগাধিকারঃ।

# হৃদ্রোগাধিকার

~~~~~

## হৃদ্রোগ নিদানম্

অত্যধঃগুরুবর্ষকষায়তিক্ত-শ্রমাভিঘাতাধ্যশনপ্রসঙ্গৈঃ। সংচিস্তনৈর্বেগবিধারগৈশ্চ হৃদাময়ঃ পঞ্চবিধঃ  
প্রদিশ্চঃ।। দুষয়িত্বা রসং দোষা বিণ্ডুণা হৃদয়ং গতঃ। হৃদি বাধাং প্রকুব্বন্তি হৃদ্রোগং তং প্রচক্ষতে।।

অতি উষ্ণ গুরু কষায় ও তিক্ত ভোজন, পরিশ্রম, আঘাতপ্রাপ্তি ও অধ্যশন অর্থাৎ পূর্বাহার অজীর্ণ  
সত্ত্বেও পুনর্ভোজন এই সকলের আতিশয্য এবং নিরন্তর চিন্তা ও মলাদির বেগধারণ এই সকল  
কারণে হৃদ্রোগ জন্মে। হৃদ্রোগ পাঁচপ্রকার। যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ এবং ক্রিমিজ।  
কুপিত বাতাদি দোষত্রয় উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ রসকে দূষিত করত নানাপ্রকার বেদনা উপস্থিত  
করে। ইহাকেই হৃদ্রোগ বলিয়া থাকে।

## বাতজ হৃদ্রোগ লক্ষণম্

আয়ম্যতে মারুতজে হৃদয়ং তুদ্যতে তথা। নিশ্মথ্যতে দীর্ঘ্যতে চ শ্ফেটিতে পাট্যতেহপি চ।।

বাত-জন্য হৃদ্রোগে হৃদয় যেন আকৃষ্ট, সূচী দ্বারা বিদ্ধ, দণ্ড দ্বারা মথিত, অস্ত্র দ্বারা দ্বিধাকৃত,  
শলাকা দ্বারা স্ফুটিত ও কুঠার দ্বারা পাটিত বলিয়া বোধ হয়।

## বাতজ হৃদ্রোগ চিকিৎসা

বাতোপসৃষ্টে হৃদয়ে বাময়েৎ স্নিগ্ধমাতরম্। দ্বিপঞ্চমূলীক্কাথেন সস্নেহলবণেন চ।। (অত্রানুক্তমপি  
মদনফলাদিচূর্ণং বোধ্যং বমনযোগদ্ধাৎ, বাতজেহপি বমনবিধানং হৃদয়স্য কফস্থানত্বাৎ। এবং পিত্তেহপি  
বমনং বোধ্যম্। চরকে হৃদ্রোগিণো যদ্যপ্যবম্যা উক্তান্তথাপি কফোৎক্রেশে বলীয়সি সর্বত্রৈব বমনং  
জ্ঞেয়ম্)।

বাতোষণ হাদ্রোগে স্নেহপ্রয়োগ দ্বারা রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া তৈল ও লবণ-সংযুক্ত দশমূলের ক্বাথের সহিত মদনফলচূর্ণ পান করাইয়া বমন করাইবে।

ঘৃতেন দুগ্ধেন ওড়াস্তসা বা পিবন্তি চূর্ণং ককুভঙ্কচো যে। হাদ্রোগজীর্ণজ্বররক্তপিণ্ডং হস্তা ভবেয়ুশ্চির-জীবিনস্তে ॥

ঘৃত, দুগ্ধ কিংবা ওড়োদকের সহিত অর্জুনছালচূর্ণ ২ আনা মাত্রায় সেবন করিলে হাদ্রোগ, জীর্ণজ্বর ও রক্তপিণ্ডের শান্তি এবং আয়ুর্বৃদ্ধি হয়।

#### পিপ্পল্যাди চূর্ণম্

পিপ্পল্যালা বচা হিঙ্গু যবক্ষারোহথ সৈন্ধবম্। সৌবার্চলমথো শুষ্ঠী অজমোদা চ চূর্ণিতম্ ॥ ফলধান্যাম্ন-কৌলথ-দধিমদ্যাসবাদিভিঃ। পায়য়োচ্ছুদ্রদেহঞ্চ স্নেহেনান্যতমেন বা ॥

অগ্রে মদনফলাদি দ্বারা বমন করাইয়া রোগীকে শুদ্ধদেহ করিয়া পরে পিপুল, এলাইচ, বচ, হিঙ্গু, যবক্ষার, সৈন্ধব এবং সচল লবণ, শুষ্ঠ ও বনযমানী ইহাদের চূর্ণ, টাবালেবুর রস, কাঁজি, কুলথ-কলায়ের ক্বাথ, দধি, মদ্য, আসব বা কোন স্নেহপদার্থের সহিত পান করাইবে।

সপুষ্করাখ্যং ফলপূরমূলং মহৌষধং শঠ্যভয়া চ কঙ্কঃ। ক্ষীরাম্নসর্পির্লবণৈর্বিমিশ্রঃ স্যাদ্ বাতহাদ্রোগহরো নরাণাম্ ॥

পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), টাবালেবুর মূল, শুষ্ঠ, শঠী ও হরীতকী, ইহাদের কঙ্ক, দুগ্ধ কাঁজি ঘৃত ও লবণ সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে বায়ু-জন্য হাদ্রোগ প্রশমিত হয়।

হরীতকীবাচারাম্ন-পিপ্পলীনাগরোদ্রবম্। শঠীপুষ্করমূলোথং চূর্ণং হাদ্রোগনাশনম্ ॥

হরীতকী, বচ, রান্না, পিপুল, শুষ্ঠ, শঠী ও পুষ্করমূল, ইহাদের চূর্ণ (২ আনা হইতে ১০ আনা মাত্রায়) জলের সহিত সেবন করিলে হাদ্রোগ নিবারিত হয়।

নাগরং বা পিবেদমুঞ্চং কষায়ধগ্নাগিবর্দ্ধনম্। কাসস্বাসানিলহরঃ শূলহাদ্রোগনাশনম্।

শুষ্ঠের উষঃ ক্বাথ পানে শূল, হাদ্রোগ, কাস, শ্বাস ও বায়ু প্রশমিত এবং অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পুটদ্রব্ধং হরিণশৃঙ্গং পিষ্টং গব্যেন সর্পিষা পিবতঃ। হংপৃষ্ঠশূলমচিরাদুপৈতি শান্তিং সুকষ্টমপি ॥

হরিণশৃঙ্গ কুশ দ্বারা বেষ্টিত ও মৃত্তিকালিপ্ত করিয়া গোময়ান্নিতে দগ্ধ করিবে। পরে তাহা গব্য ঘৃতের সহিত পেষিত করিয়া সেবন করিলে অতি কষ্টগ্রস্ত হৃদয়শূল ও পৃষ্ঠশূল অচিরে নিবারিত হয়।

তৈলাজ্যগুড়বিপক্কং চূর্ণং গোধূমপার্থজং বাপি। পিবতি পয়োহনু চ যঃ স ভবেজ্জিতসকলহৃদাময়ঃ পুষ্কমঃ।

তৈল, ঘৃত ও গুড় মিলিত ১ ভাগ, গোধূম ও অর্জুনছালচূর্ণ মিলিত ৪ ভাগ, অন্ন জল-সহ একত্র মোহনভোগের ন্যায় পাক করিয়া সেবন করিলে রোগী সকলপ্রকার হাদ্রোগ হইতে মুক্তিলাভ করে। পথ্য দুগ্ধ।

#### পিত্তজ হাদ্রোগ লক্ষণম্

তৃষ্ণেঘাদাহচোষাঃ স্যাৎ পৈত্তিকে হৃদয়ক্রমঃ। ধূমায়নঞ্চ মুর্ছা চ স্বেদঃ শোষো মুখস্য চ ॥

পৈত্তিক হাদ্রোগে তৃষ্ণা, উত্তাপ, দাহ, শরীরে চুষণবৎ পীড়া, হৃদয়গ্নানি, কণ্ঠ হইতে ধূমনির্গমবৎ

প্রতীতি, মূর্ছা, ঘর্ম ও মুখশোষ হইয়া থাকে।

### পিত্তজ হৃদ্রোগ চিকিৎসা

শীতাঃ প্রদেহাঃ পরিষেচনঞ্চ তথা বিরেকো হৃদি পিত্তদুষ্টে।।

পিত্তজনিত হৃদ্রোগ শীতল প্রদেহ ও পরিষেক এবং বিরেচন প্রশস্ত।

শ্রীপর্ণীমধুকক্ষৌদ্র-সিতাশুড়জলৈর্বমেৎ। পিত্তোপসৃষ্টে হৃদয়ে সেবেত মধুরৈঃ শৃতম্। ঘৃতং কষায়াংশ্চো-  
দ্দিস্তান্ পিত্তজ্বরবিনাশনান্।।

পিত্তজনিত হৃদ্রোগে গাভারীছাল ও যষ্টিমধু ২ তোলা, ১০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১০ পোয়া থাকিতে নামাইবে। সেই ক্বাথে ময়নাফলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহা মধু, চিনি ও গুড়ের সহিত পান করাইয়া বমন করাইবে। ইহাতে কাকোল্যাদি মধুর গণোক্ত দ্রব্যের ক্বাথ ও কক্ষ-সহ সিদ্ধ ঘৃত এবং পিত্তজরোক্ত কষায়সকল ব্যবস্থা করিবে।

দ্রাক্ষাসিতাক্ষৌদ্রপুরুষকৈঃ স্যাৎ শুদ্ধে চ পিত্তাপহম্নপানম্। পিত্তা পিবেদ্বাপি সিতাজলেন যষ্ট্যাহুয়ং  
তিজ্জকরোহিণীঞ্চ।।

বমন ও বিরেচন দ্বারা দেহশোধন করিয়া দ্রাক্ষা, চিনি, মধু ও ফলসা ফল-সহ পিত্তনাশক অন্ন পানীয় প্রদান করিবে। চিনির জলের সহিত যষ্টিমধু ও কটকী পেষণ করিয়া সেবন করাইবে।

অর্জুনস্য ত্বচা সিদ্ধং ক্ষীরং যোজ্যং হৃদাময়ে। সিতয়া পঞ্চমূল্যা বা বলয়া মধুকেন বা।।

অর্জুনছাল, স্বপ্নপঞ্চমূল, বেড়েলা বা যষ্টিমধুর সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া চিনির সহিত সেবন করিতে দিবে।

### কফজ হৃদ্রোগ লক্ষণম্

গৌরবং কফশ্বাস্যবোহরুচিঃ স্তম্ভোহগ্নিমাৰ্দ্দবম্। মাধুর্যমপি চাস্যস্য বলাসাবততে হৃদি।।

শ্রৈশ্বিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে গুরুতা, কফশ্বাব, অরুচি, জড়তা, অগ্নিমান্দ্য ও মুখমাধুর্য এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

### কফজ হৃদ্রোগ চিকিৎসা

বচানিষকষায়াভ্যাং বাস্তং হৃদি কফোথিতে। বাতহৃদ্রোগহৃদ্রূপং পিঙ্গল্যাদিঞ্চ যোজয়েৎ।।

কফজ হৃদ্রোগে বচের কষায় বা নিমের কষায় দ্বারা কিংবা বচের কক্ষ ও নিমের কষায় মিলিত করিয়া তদ্বারা বমন করাইয়া পূর্বেোক্ত বাতহৃদ্রোগনাশক পিঙ্গল্যাদি চূর্ণ ও পিঙ্গল্যাদি গণ প্রয়োগ করিবে।

### ত্রিবৃত্তাদি চূর্ণম্

ত্রিবৃচ্ছতী বলা রান্না শুষ্ঠী পথ্যা সপৌষ্করা। চূর্ণিতা বা শূতা মূত্রে পাতব্যা কফহৃদগদে।।

কফজ হৃদ্রোগে তেউড়ী, শঠী, বেড়েলা, রান্না, শুষ্ঠ, হরীতকী ও কুড় ইহাদের ক্বাথ পান করাইবে।

### সুশ্লেলাদিচূর্ণম্

সুশ্লেলা মাগধীমূলং প্রলীঢ়ং সর্পিষা সহ। নাশয়েদাশু হৃদ্রোগং কফজং সপরিগ্রহম্।।

ছোট এলাইচ ও পিপুলমূলচূর্ণ ঘৃতের সহিত লেহন করিলে আশু কফজ হৃদ্রোগ ও তাহার উপদ্রব-সকল প্রশমিত হয়।

### ত্রিদোষজ ত্রিমিজ হৃদ্রোগ লক্ষণম্

বিদ্যাদ্ ত্রিদোষজত্বপি সর্বলিঙ্গং তীব্রাতিতোদং ত্রিমিজং সকণ্ডম্ ।। উৎক্রেদঃ স্তীবনং তোদঃ শূলং  
হৃদ্রাসকণ্ডমঃ । অরুচিঃ শ্যাবনেত্রত্বং শোথশ্চ ত্রিমিজে ভবেৎ ।। ক্রমঃ সাদো ভ্রমঃ শোষো জ্ঞেয়াস্তেষামুপ-  
দ্রবাঃ । ত্রিমিজে ত্রিমিজাতীনাং শ্লেষ্মিকাকাণাঞ্চ যে মতাঃ ।।

ত্রিদোষজ ও ত্রিমিজ হৃদ্রোগের লক্ষণ । ত্রিদোষজ হৃদ্রোগে বাতজাদি ত্রিবিধ হৃদ্রোগের লক্ষণই  
সংঘটিত হয় । অপচি ইহাতে অপচার ঘটিলে অর্থাৎ তিল ক্ষীর ও গুড়াদি আহার করিলে হৃদয়ের  
কোন স্থানে একটি গ্রন্থি উৎপন্ন হয় এবং সেই গ্রন্থির রস ও ক্রেদ হইতে ত্রিমি জন্মিয়া থাকে । তখন  
সেই ত্রিদোষজ হৃদ্রোগে ত্রিমি-জন্ম তীব্র বেদনা, হৃদয়ে সূচীবোধবৎ পীড়া ও কণ্ড উপস্থিত  
হয় । ত্রিমিজ হৃদ্রোগে বমনবেগ, মুখশ্রাব, হৃদয়ে সূচীবোধবৎ পীড়া, শূল, হৃদয়স্থ রসের উদ্গিরণ,  
অন্ধকারদর্শন, অরুচি, শ্যাবনেত্রতা ও শোথ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় । ক্লাস্তিবোধ, দেহের  
অবসাদ, ভ্রম ও শোষ এই সকল উপদ্রব সর্বপ্রকার হৃদ্রোগেই দৃষ্ট হয় । ত্রিমিজ হৃদ্রোগে এতদ্ব্যতীত  
শ্লেষ্মিক ত্রিমির যে-সকল উপদ্রব তাহাও ঘটিয়া থাকে ।

### ত্রিদোষজ হৃদ্রোগ চিকিৎসা

ত্রিদোষজ লঙ্ঘনমাদিতঃ স্যাদন্নঞ্চ সর্বেষু হিতং বিধেয়ম্ । হীনাতিমধ্যাক্তমবেক্ষ্য চৈব কার্য্যং ত্রয়্যগামপি  
কর্ম্ম শস্তম্ ।।

ত্রিদোষজ হৃদ্রোগে প্রথমে লঙ্ঘন করাইয়া পরে যে-সকল অন্নপান বাতাদি দোষত্রয়েই প্রশস্ত, তাহা  
ব্যবস্থা করিবে । এবং দোষের হীনতা প্রবলতা ও মধ্যাবস্থা লক্ষ করিয়া দোষত্রয়েরই বৈধ চিকিৎসা  
করিবে ।

চূর্ণং পুষ্করজং লিহ্যাম্মাক্ষিকং সমায়ুতম্ । হৃচ্ছলং শ্বাসকাসঘ্নং ক্ষয়হিক্মানিবারণম্ ।।

পুষ্করচূর্ণ (অভাবে কুড়চূর্ণ) মধুর সহিত মিলিত করিয়া লেহন করিলে হৃৎশূল, কাস, শ্বাস, ক্ষয় ও  
হিক্মা নিবারিত হয় ।

গোধূমককুভচূর্ণং ছাগপয়োগব্যাসর্পিষা পকম্ । মধুশর্করাসমেতং শময়তি হৃদ্রোগমুদ্ধতং পুংসাম্ ।।

গোধূম ১ ভাগ, অর্জুনছালচূর্ণ ১ভাগ, ঘৃত ও চিনি এই সমস্ত দ্রব্য ছাগদুগ্ধ-সহ মোহনভোগের  
ন্যায় পাক করিয়া শীতল হইলে তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিবে । ইহা সেবনে উগ্র হৃদ্রোগ প্রশমিত হয় ।

মূলং নাগবলায়াস্ত চূর্ণং দুন্ধেন পায়য়েৎ । হৃদ্রোগশ্বাসকাসঘ্নং ককুভস্য চ বন্ধলম্ ।। রসায়নং পরং  
বল্যং বাতজিহ্মাসযোজিতম্ । সংবৎসরপ্রয়োগেন জীবদ্ বর্ষশতং ধ্রুবম্ ।।

গোরক্ষচাকুলের মূলচূর্ণ অথবা অর্জুনছালচূর্ণ দুন্ধের সহিত পান করিলে হৃদ্রোগ, শ্বাস ও কাস  
নিবারিত হয় । ইহা রসায়ন, বলকর ও বায়ুনাশক । এই ঔষধ দীর্ঘকাল সেবন করিলে রোগী দীর্ঘায়ু  
হয় ।

হিস্তগ্রগন্ধাবিড়বিশ্বকৃষা-কুষ্ঠভয়াচিত্রকযাবশুকম্ । পিবেৎ সসৌবর্চলপুষ্করাঢ্যং যবাভুসা শূলহৃদা-  
ময়ঘ্রম্ ।।

হিং, বচ, বিটলবণ, শুঠ, পিপুল, কুড়, হরীতকী, চিতা, যবক্ষার, সচল লবণ ও পুষ্করমূল ইহাদের  
চূর্ণ যবের কাথের সহিত সেবন করিলে হৃদ্রোগ ও শূল নিবারিত হয় ।

## হৃদ্রোগাধিকার ১৬৩

• দশমূলীকষায়স্থ লবণক্ষারসংযুতঃ। শ্বাসং কাসঞ্চ হৃদ্রোগং গুল্মশূলঞ্চ নাশয়েৎ।।

দশমূলের ক্রাথে লবণ ও যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে হৃদ্রোগ, কাস, শ্বাস ও গুল্মশূল বিনষ্ট হয়।

পাঠাং বচাং যবক্ষারমভয়াং সাল্লবেতসাম্। দুরালভাং চিত্রকঞ্চ ত্র্যযণঞ্চ ফলত্রয়ম্।। শঠীং পুষ্করমূলঞ্চ তিস্তিভীকং সদাড়িমম্। মাতুলঙ্গস্য মূলানি শ্লক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ।। সুখোদকেন মদৈর্বা চূর্ণান্যোতানি পায়য়েৎ। অর্শঃ শূলঞ্চ হৃদ্রোগং গুল্মঞ্চাপ্য ব্যাপোহতি।।

আকনাদি, বচ, যবক্ষার, হরীতকী, অল্লবেতস, দুরালভা, চিতার মূল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, শঠী, পুষ্করমূল, তেতুলছাল, দাড়িমত্বক ও টাবালেবুর মূল, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ঈষদুষ্ণ জল বা মদ্যের সহিত সেবন করিলে গুল্ম, অর্শ, শূল ও হৃদ্রোগ নিবারিত হয়।

### ত্রিমিজ হৃদ্রোগ চিকিৎসা

ত্রিমিজে চ পিবেন্মুত্রং বিড়ঙ্গময়সংযুতম্। হৃদি স্থিতাঃ পতন্ত্যেবমধস্তাং ত্রিময়ো নৃণাম্।। যবান্নং বিতয়েচ্চাশ্মৈ সবিড়ঙ্গমতঃপরম্।।

ত্রিমিজ হৃদ্রোগে বিড়ঙ্গ ও কুড়চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গোমুত্র-সহ পান করিলে হৃদয়স্থ ত্রিমিসকল অধোগামী হইয়া নিপাতিত হয়। পথ্য বিড়ঙ্গ কষায়-সাধিত যবান্ন।

ত্রিমিহৃদ্রোগিণং স্নিগ্ধং ভোজয়েৎ পিশিতৌদনম্। দধ্না চ পললোপেতং ত্র্যহং পশ্চাদ্বিরেচয়েৎ।। সুগন্ধিভিঃ সলবণৈর্ঘোঁগৈঃ সাজাজিষকঁরৈঃ। বিড়ঙ্গাচৈর্ধান্যান্নং পায়য়েদ্ধিতমুত্তমম্।। (অত্র পিশিতৌদনং ত্রিমীণামুৎক্রেসার্থং; পিশিতপ্রধানমোদনং পিশিতৌদনং দধ্না পললেন চ সংযুক্তং ত্র্যহং ভোজয়েৎ। পললং পিষ্টকমিতি জেজ্জড়ঃ, তিলচূর্ণমিতি চক্রঃ, অন্যে তু শুক্লমাংসচূর্ণমাষ্টঃ। এতে ত্রিমিখাতকাঃ। সুগন্ধিভিঃ সলবণৈর্ঘোঁগৈরিতি বিরেচনযোগৈঃ, চাতুর্জাতেন সুগন্ধীকরণঞ্চ বাস্তিশঙ্কানিরাসাথং। ধান্যান্ন-মনুপেয়ম্)।

ত্রিমিজ হৃদ্রোগে প্রথমত ৩ দিন দধি ও তিলপিষ্টক-সংযুক্ত স্নিগ্ধ মাংসান্ন ভোজন করাইয়া চাতুর্জাতাদি দ্বারা সুগন্ধীকৃত এবং সৈন্ধব, জীরা, চিনি ও অধিক বিড়ঙ্গবিশিষ্ট বিরেচক ঔষধ পান করাইবে। অনুপান কাঁজি।

### উরোগ্রহ নিদানম্

অত্যভিষাদিগুব্বস্ত-শুদ্ধপূত্যাঘিষানাৎ। সান্নং মাংসং যকৃৎপ্রীহোঃ সদ্যোবৃদ্ধির্দ্য ভবেৎ।। উরোগ্রহং তদা কৃক্কো কুরুতঃ কফমরুতো।। ন বামপার্শ্বে ন চ দক্ষিণাংশে বুদ্ধস্য মধ্যে পরিবৃদ্ধিমেতি। উরোগ্রহং তং প্রবদন্তি রোগং বৃক্কাগ্রতন্তস্য শিরাতনুত্বম্।। দৌর্বল্যং দুর্বল্যগ্নিত্বং কাশ্যং মাংসাভিকান্ধিতম্। জায়তে কৃষবর্ণত্বং পীতকর্ণপি জায়তে।। দ্বিজিহ্বদশঃ কশ্চিৎ কশ্চিৎ কচ্ছপসন্নিভঃ। জুরোহরুচিঃ পিপাসা চ শোথশ্চাতিপ্রকোপণে।।

ক্রেদজনক, গুরুপাক আহার, জলপান এবং শুষ্ক ও পুতিমাংস ভোজনহেতু বায়ু ও কফ প্রকুপিত হইয়া উরোগ্রহ (অগ্রমাস)-নামক রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে যকৃৎ-প্রীহার মধ্যস্থ অস্ত্র ও মাংস সদ্যোবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার আকৃতি সর্প বা কচ্ছপসদৃশ। রোগীর বৃক্কাগ্রত শিরাসকল তনু, বর্ণ কৃষ্ণ বা পীত এবং দৌর্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, কৃশতা ও মাংসভক্ষণেচ্ছা হইয়া থাকে। এই রোগ প্রবল হইলে জ্বর, অরুচি, পিপাসা ও শোথ উপস্থিত হয়।



### উরোগ্রহ চিকিৎসা

অত্রাণ্ড স্বেদনং যুক্ত্যা বমনং রক্তমোক্ষণম্। তীক্ষ্ণনিরূহণঞ্চৈব ক্রমান্বয়গম্যচরেৎ॥

যুক্তিপূর্বক যথাক্রমে স্বেদ, বমন, রক্তমোক্ষণ, তীক্ষ্ণ নিরূহণ ও লঙ্ঘন দ্বারা উরোগ্রহের আশু প্রতিকার করিবে।

পুত্রজীবকশিগ্রত্বক্-সূর্য্যাবর্ন্তবলোদ্ভবাঃ। রসা একৈকশঃ কোষা দ্বিশো বা রামঠাশ্রিতাঃ॥

জিয়াপূতা, সজিনাছাল, হুড়হুড়ে ও বেড়েলা ইহাদের প্রত্যেকটির বা দুই-দুইটির রস হিং-সংযুক্ত ও দ্বৈদুষ্ণ করিয়া পান করিবে।

চব্যাম্বেতসক্ষার-সরামঠসচিত্রকান্। পিবেৎ তৈলারনালাভ্যামুরোগ্রহনিবৃত্তয়ে॥

চই, অল্পবেতস, যবক্ষার, হিং ও চিতামূল, সমভাগ চূর্ণ তৈল বা কাঁজির সহিত সেবন করিলে উরোগ্রহ বিনষ্ট হয়।

### হৃদ্রোগ সাধারণ চিকিৎসা

ককুভাদি চূর্ণম্

ককুভত্বগ্ভচা রান্না বলা নাগবলাভয়া। শটী পুষ্করমূলঞ্চ পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্॥ সর্ব্বাণ্যেতানি সংচূর্ণ্য সর্পিষা শাণমাত্রয়া। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুথায় সর্ব্বহৃদ্রোগশাস্তয়ে॥

অর্জুনছাল, বচ, রান্না, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, হরীতকী, শটী, কুড়, পিপুল ও শুঠ প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ১০ তোলা মাত্রায় উপযুক্ত পরিমাণে গব্যঘূতের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার হৃদ্রোগের শান্তি হয়।

রসায়নম্

রসগন্ধাভ্রস্মানি পার্থবৃক্ষতৃগম্বুনা। একবিংশতিধা ঘর্ষ্যে ভাবিতানি বিধানতঃ। মাষমাত্রমিদং চূর্ণং মধুনা সহ লেহয়েৎ॥ বাতজং পিত্তজং শ্লেষ্মা-সত্ত্বতং বা ত্রিদোষজম্। ক্রিমিজঙ্ঘাপি হৃদ্রোগং নিহন্ত্যেব ন সংশয়ঃ॥

পারদ, গন্ধক ও অভ্রভ্রম এই সকল দ্রব্য অর্জুনছালের রসে ২১বার আতপে ভাবনা দিয়া ১ মাষা পরিমিত চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে বাতাদি সর্ব্বপ্রকার দোষসত্ত্বত হৃদ্রোগ নিবারিত হয়।

নাগার্জুনভ্রম্

সহস্রপুটনৈঃ শুদ্ধং বজ্রাভ্রমর্জুনভ্রচঃ। সত্ত্বৈর্মির্দিতং সপ্তদিনং খন্ডে বিশোষিতম্॥ ছায়াশুষ্কা বটী কার্য্যা নান্দেমর্জুনাহুয়ম্। হৃদ্রোগং সর্ব্বশূলার্শো-হস্তাসাচ্ছর্দ্যরোচকান্॥ অতীসারমগ্নিমান্দ্যং রক্তপিত্তং ক্ষতক্ষয়ম্। শোথোদরান্নপিত্তঞ্চ বিষমজ্বরমেব চ। হস্তান্যানপি রোগাংশ্চ বলাৎ ব্যাং রসায়নম্॥ (অর্জুনভ্রচঃ সত্ত্বৈরিতি অর্জুনবল্ললকাথৈরিতার্থঃ। র, টী)।

সহস্রপুট দ্বারা শুদ্ধ বজ্রাভ্র অর্জুনছালের কাথে ৭ দিন খলে উত্তমরূপে মর্দন করিয়া ছায়াতে শুদ্ধ করত বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা দ্বারা হৃদ্রোগ, শূল, অর্শ, ছর্দি, অরোচক, অতীসার, অগ্নিমান্দ্য, রক্তপিত্ত ও বিষমজ্বর প্রভৃতি নানা ব্যাধি বিনষ্ট হয়।

কল্যাণসুন্দরো রসঃ

সিন্দূরভ্রং তারঞ্চ তাম্রং হেম চ হিঙ্গুলম্। সর্ব্বং খল্লতলে ক্ষিপ্ত্বা মর্দয়েদ্ বহিবারিণা॥ হস্তিশুণ্ডান্তসা

## হৃদ্রোগাধিকার ১৬৫

পশ্চাদ্ ভাবয়িত্বা চ সপ্তধা। গুঞ্জামাত্রাং বটীং কৃত্বা কোষতোয়েন দাপয়েৎ।। উরস্তোয়ঞ্চ হৃদ্রোগং বক্ষোবাতমুরোহৃৎকম্। ফৌপ্ফুসান্ হস্তি রোগাংশ্চ রসঃ কল্যাণসুন্দরঃ।।

রসসিন্দূর, অভ্র, রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণ ও হিঙ্গুল প্রত্যেক সমভাগে লইয়া চিতার রসে একদিন মাড়িয়া এবং হাতিশুঁড়ার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে উরস্তোয়, হৃদ্রোগ, বক্ষোবাত, বক্ষোরুধির এবং ফুসফুসজ রোগ সমস্ত বিনষ্ট হয়।

### চিত্তামণি রসঃ

পারদং গন্ধকাঞ্চনং লৌহং বঙ্গং শিলাজতু। সমং সমং গৃহীত্বা চ স্বর্ণং সূতাঙ্ঘ্রিসম্মিতম্।। স্বর্ণস্য দ্বিগুণং রৌপ্যং সর্বমেকত্র মর্দয়েৎ। চিত্রকস্য দ্রবেণাপি ভৃঙ্গরাজান্তসা ততঃ।। পার্থস্যাথ কষায়েণ সপ্তকৃত্বো বিভাবয়েৎ। ততো গুঞ্জামিতাঃ কুর্য্যাদ্ বটীশ্ছায়াপ্রশোষিতাঃ।। একৈকাং দাপয়েদাসাং গোধূম-ক্লথবারিণা। হৃদ্রোগান্ নিখিলান্ হস্তি ব্যাধীন্ ফুপ্ফুসজানপি।। প্রমেহান্ বিংশতিং শ্বাসান্ কাসানপি সুদুস্তরান্। বলপুষ্টিকরো হৃদ্যো রসশ্চিত্তামণিঃ শ্রুতঃ।।

পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, বঙ্গ, শিলাজতু প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ১০ তোলা ও রৌপ্য ১০ তোলা; সমুদায় একত্র করিয়া চিতার রসে, ভৃঙ্গরাজ রসে এবং অর্জুনছালের কাথে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করত ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। এক-একটি বটিকা গোধূমের কাথের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে হৃদ্রোগ, হৃদগত ও ফুসফুসগত রোগ এবং প্রমেহ প্রভৃতি ব্যাধি নষ্ট ও বলবীৰ্য্য বর্দ্ধিত হয়।

### বিষ্মেশ্বর রসঃ

স্বর্ণাভ্রলৌহবঙ্গানাং রসগন্ধকয়োরপি। বৈক্রান্তস্য চ সংগৃহ্য ভাগাংশ্তোলকসম্মিতান্।। কর্পূরসলিলেনাথ ভাবয়িত্বা যথাবিধি। রক্তিকৈকপ্রমাণেন বিদধ্যাদ্ বটিকান্ততঃ।। অয়ং বিষ্মেশ্বরো নাম রসঃ ফুসফুসজান্ গদান্। হৃদ্রোগাংশ্চ জয়েৎ সর্বান্ সংশয়োহত্র ন বিদাতে।।

স্বর্ণ, অভ্র, লৌহ, বঙ্গ, পারদ, গন্ধক ও বৈক্রান্ত প্রত্যেক ১ তোলা পরিমাণে লইয়া কর্পূরের জলে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে হৃদ্রোগ ও ফুসফুসজ সমস্ত রোগ নিরাকৃত হয়।

### হৃদয়ার্ণব রসঃ

সূতাকর্গন্ধকং কাথে বরায়া মর্দয়েদ্ দিনম্। কাকমাচ্যা বটীং কৃত্বা চণমাত্রাঞ্চ ভক্ষয়েৎ। হৃদয়ার্ণবনামায়াং হৃদ্রোগদলনো রসঃ।।<sup>১</sup>

পারদ, গন্ধক ও তাম্র ত্রিফলার কাথে এবং কাকমাচীর রসে এক-এক দিন মর্দন করিয়া চণক প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে হৃদ্রোগের শাস্তি হয়।

১. ইতোহগ্রো—কাকমাচীফলং কর্ণং ত্রিফলাফলসংযুতম্। দ্বাত্রিংশৎ তোলকং কাথমষ্টভাগাবশেষিতম্। অনুপানং পিবেচ্ছাত্র হৃদ্রোগে চ কফোপিত। ইতি রসেন্দ্রধৃতঃ অধিকঃ পার্থঃ।

কাকমাচীফল, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া মিলিত ২ তোলা; জল ৩২ তোলা, শেষ ৪ তোলা, এই কাথ কফজ হৃদ্রোগে অনুপানার্থ প্রয়োগ করিবে।

## ১৬৬ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

পঞ্চানন রসঃ

সূতগন্ধৌ দ্রবৈর্ধাত্র্য মর্দয়েদ্ গোস্তুনীদ্রবৈঃ। যষ্টিখজ্জ্বরসলিলৈর্দিনঞ্চ পরিমর্দয়েৎ। ধাত্রীচূর্ণং সিতাঞ্চানু  
পিবেদ্ হ্রদ্রোগশান্তয়ে॥

পারদ ও গন্ধক একত্র কজ্জলী করিয়া আমলকী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু ও খেজুরের রসে এক-এক দিন  
মর্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান আমলকীচূর্ণ ও চিনি। ইহা সেবনে হ্রদ্রোগ বিনষ্ট হয়।

প্রভাকর বটী

মক্ষিকং লৌহমল্লঞ্চ তুগাক্ষীরং শিলাজতু। ক্ষিপ্তা খন্ডোদরে পশ্চাদ্ ভাবয়েৎ পার্থবারিণা॥ বহ্নদ্বয়মিতাং  
কুর্যাদ্ বটীং ছায়াবিশোষিতাম্। প্রভাকরবটী সেয়ং হ্রদ্রোগান্ নিখিলান্ জয়েৎ॥

স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অত্র, বংশলোচন ও শিলাজতু প্রত্যেক সমভাগে লইয়া অজ্জুনছালের কাথে  
ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। যথাযোগ্য অনুপানের সহিত  
সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে সকলপ্রকার হ্রদ্রোগের শান্তি হয়।

শঙ্করবটী

রসস্য ভাগাশ্চত্বারো বলেরস্তৌ তথা মতাঃ। ত্রয়ো লৌহস্য নাগস্য দ্বাবিত্যেকত্র মর্দয়েৎ॥ ভাবয়েৎ  
কাকমাচ্যাশ্চ চিত্রকস্যার্ককস্য চ। স্বরসেন জয়ন্ত্যাশ্চ বাসায়্য বিশ্বপার্থয়োঃ॥ ততো গুঞ্জাদ্বয়মিতাং  
বিদধ্যাদ্ বটিকাং ভিষক্। একৈকাং দাপয়েদাসামীষদুষ্ণেন বারিণা॥ জয়েদিয়ং ফুসফুসজান্ রোগান্  
হৃদয়সম্ভবান্। জীর্ণজ্বরং তথা যোরং প্রমেহানপি বিংশতিম্॥ কাসশ্বাসামবাতাংশ্চ গ্রহণীমপি দুস্তরাম্।  
বটীং শ্রীশঙ্করপ্রোক্তা বলপুষ্টিবিবর্দ্ধনী॥

পারদ ৪ ভাগ, গন্ধক ৮ ভাগ, লৌহ ৩ ভাগ ও সীসা ২ ভাগ, এই সমুদায় একত্র করিয়া যথাক্রমে  
কাকমাচী, চিতা, আদা, জয়ন্তী, বাসক, বিশ্ব ও অজ্জুনের স্বরসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা  
করিবে। ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে ফুসফুসজ রোগ, হ্রদ্রোগ ও অন্যান্য  
বিবিধ পীড়া নিরাকৃত হয়।

পার্থস্য কঙ্কস্বরসেন সিদ্ধং শত্ৰুং ঘৃতং সর্ব্বহৃদাময়েষু॥

ঘৃত ৪ সের, কাথার্থ অজ্জুনছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কঙ্কার্থ অজ্জুনছাল ১  
সের। অজ্জুনঘৃত সকলপ্রকার হ্রদ্রোগে প্রশস্ত।

বলাদ্যং ঘৃতম্

ঘৃতং বলানাগবলাজ্জুনাসু-সিদ্ধং সযষ্টীমধুকঙ্কপাদম্। হ্রদ্রোগশূলক্ষতরক্তপিত্তং কালানিলাস্ক শময়ত্যু-  
দীর্ঘম্॥

ঘৃত ৪ সের, কাথার্থ বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে ও অজ্জুনছাল মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ  
১৬ সের। কঙ্কার্থ যষ্টীমধু ১ সের। এই ঘৃত পান করিলে হ্রদ্রোগ, শূল, উরঃক্ষত ও রক্তপিত্তাদি  
অনেক পীড়ার উপশম হইয়া থাকে।

বহ্নভকং ঘৃতম্

মুখাং শতাব্দঞ্চ হরীতকীনাং সৌবর্চলস্যপি পলদ্বয়ঞ্চ। পঞ্চং ঘৃতং বহ্নভকেতি নাম্না হচ্ছাসশূলোদর-  
মারুতঘ্নম্॥

ঘৃত ৪ সের। কঙ্কার্থ হরীতকী ৫০টা, সচল লবণ ২ পল। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে হৃদ্রোগ, শ্বাস, শূল ও বায়ুনাশ হয়।

#### ঋদংষ্ট্রাদাং ঘৃতম্

ঋদংষ্ট্রোশীরমঞ্জিষ্ঠা বলা কাশ্মর্য্যাকর্ডুগম্। দর্ভমূলং পৃথক্পর্ণী পলাশর্ষভকৌ হিরা।। পলিকান্ সাধয়েৎ তেবাং রসে ক্ষীরে চতুর্গুণে। কষ্টৈঃ স্বগুণ্ডর্ষভক-মেদাজীবন্তীজীবকৈঃ।। শতাবর্য্যাদ্বিমুদ্রীকা-শর্করা-শ্রাবণীবিসৈঃ। প্রহং সিদ্ধো ঘৃতাঘাত-পিত্তহাস্রোগশূলনং।। মূত্রকৃচ্ছ্র প্রমেহার্শঃ-শ্বাসকাসক্ষয়াপহঃ। ধনঃস্ত্রী-মদ্যভারাক্ষ-ক্ষীণানাং বলমাংসদঃ।।

ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ গোক্ষুর, বেণার মূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেড়েলা, গাভারীছাল, গন্ধতণ, কুশমূল, চাকুলে, পলাশমূল, ঋষভক ও শালপাণি প্রত্যেক ১ পল। জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কঙ্কার্থ আলকুশীবীজ, ঋষভক, মেদা, জীবন্তী, জীবক, শতমূলী, ঋদ্ধি, দ্রাক্ষা, চিনি, মুণ্ডিরী ও মৃণাল ১ সের। এই ঘৃত বাতিক ও পৈত্তিক হৃদ্রোগ, শূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ, অর্শ ও ক্ষয় প্রভৃতি রোগনাশক। ধনুঃ আকর্ষণ, স্ত্রী-সংসর্গ, মদ্যপান, ভারবহন ও পথশ্রম-জন্য ক্ষীণ ব্যক্তির ইহা দ্বারা বল ও পুষ্টিসম্পন্ন হয়।

#### পার্থাদ্যরিস্তঃ

পার্থীং ত্রচং তুলামেকাং মূদ্রীকার্কতুলাং তথা। ভাগং মধুকপ্পুপস্য পলবিংশতিসম্মিতম্।। চতুদ্রোণেহস্তসং পঞ্চা দ্রোণমেবাবশেষয়েৎ। ধাতক্যা বিংশতিপলং গুড়স্য চ তুলাং ক্ষিপেৎ।। মাষমাত্রং স্থিতো ভাণ্ডে ভবেৎ পার্থাদ্যরিস্তকঃ। হংফুসফুসগদান্ সর্ব্বান্ হস্তায়ং বলবীর্য্যক্ৎ।।

অর্জুনছাল ১২।।০ সের, দ্রাক্ষা ৬।০ সের ও মৌলফুল ২০ পল, একত্র ২৫৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কাথজল ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর ঐ জলে গুড় ১২।।০ সের গুলিয়া ও ধাইফুলচূর্ণ ২০ পল প্রক্ষিপ্ত করত রুদ্ধভাণ্ডে ১ মাস রাখিবে। ইহাতে অন্তরুৎসেক ক্রিয়া দ্বারা অরিস্ত প্রস্তুত হইবে। এই পার্থাদ্যরিস্ত পান করিলে হৃদয় ও ফুসফুসজাত পীড়াসকলের শান্তি এবং বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয়।

#### পথ্যাপথ্যবিধিঃ

##### হৃদ্রোগে পথ্যানি

ষ্বেদা বিরেকো বমনঞ্চ লজ্জনং বস্তির্বিলেপী চিররক্তশালয়ঃ। মুগদ্বিজা জাঙ্গলসংজ্ঞয়াষিতা যুষা রসা মুদাকুলথসম্ভবাঃ।। রাগাঃ খড়্গাঃ কাশলিকাশ্চ ষাড়বা ভব্যং পটোলং কদলীফলান্যপি। পুরাণকুদ্ভাণ্ড-রসালদাড়িমং শম্পাকশাকং নবমূলকান্যপি।। এরগুতৈলং গগনাস্থ সৈন্ধবং দ্রাক্ষাপি তক্রঞ্চ পুরাতনো গুড়ঃ।। শুষ্ঠী যমানী লশুনং হরীতকী কুষ্ঠঞ্চ কুস্তম্বুরু কৃষ্ণমার্ককম্।। সৌবীরশুভ্রং মধু বারুণীরসঃ। কস্তুরিকা চন্দনকং প্রপাণকম্। তাম্বুলমপোষ গণঃ সখা ভবেন্নাস্ত্য হৃদ্রোগনিপীড়িতস্য।।

ষ্বেদ, বিরেকন, বমন, উপবাস, বস্তিক্রিয়া, বিলেপী, পুরাতন রক্তশালি, জাঙ্গল মুগপক্ষীর মাংসরস, মুগ ও কুলথকলায়ের যুষ, রাগ (রুচিকর যোগবিশেষ) খড়যুষ, কাশলিক যুষ, ষাড়ব, চালতা, পটোল, কদলীফল, পুরানো কুমড়া, পাকা আম, দাড়িম, সৌদালশাক, কচিমূলা, ভেরেগুতৈল, বৃষ্টিজল, সৈন্ধব, দ্রাক্ষা, তক্র, পুরানো গুড়, শুষ্ঠী, যমানী, রগুন, হরীতকী, কুড়, ধনে, মরিচ, আদা, সৌবীর, শুভ্র, মধু, বারুণীরস, কস্তুরী, রক্তচন্দন, পানক ও তাম্বুল হৃদ্রোগী মনুষ্যের হিতকারক।

## ১৬৮ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

### হৃদ্রোগেহপথ্যানি

তৃট্ছর্দিমূত্রানিলশুক্রকাসোদারশ্রমশ্বাসবিড়শ্রবেগান্। সহ্যাদ্রিবিদ্যাদ্রিনদীজলানি মেধীপয়ো দুষ্টজলং  
কষায়ম্।। বিরুদ্ধমুষ্ণং গুরুতিক্তমল্লং পত্রোথশাকানি চিরন্তনানি। ক্ষারং মধুকানি চ দন্তকাষ্ঠং রক্তশুতিং  
হৃদগদবাংস্ত্যজেচ্চ।।

তৃষ্ণা, বমি, মূত্র, অধোবাত, শুক্র, কাস, উদগার, শ্রমজনিত শ্বাস, মল এবং অশ্রু এই সমস্তের  
বেগধারণ; সহ্যাদ্রি ও বিদ্যাদ্রিরাজাত নদীর জল; মেধীদুগ্ধ, দূষিত জল, কষায়রস, বিরুদ্ধদ্রব্য,  
উষ্ণদ্রব্য, গুরুদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, বহুদিবসোৎপন্ন পত্রশাক, যবক্ষার, মৌলফল, দন্তধাবন ও  
রক্তমোক্ষণ এই সকল হৃদ্রোগে অপথ্য।

ইত্যায়ুর্বেদ-সংগ্রহে হৃদ্রোগাধিকারঃ।

Digitized by srujanika@gmail.com

# মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকার

## মূত্রকৃচ্ছ্র নিদানম্

ব্যায়ামতীক্ষ্ণেষধরুক্ষমদ্যপ্রসঙ্গনিত্যদ্রুতপৃষ্ঠযানাৎ। আনুপমাংসাধ্যশনাদজীর্ণাৎ স্যুমূত্রকৃচ্ছ্রাণি নৃণাং তথাষ্টৌ।। পৃথঙ্‌মলাঃ শৈঃ কুপিতা নিদানৈঃ সর্বেহুথবা কোপমুপেত্য বন্তৌ। মূত্রস্য মার্গং পরিপীড়য়ন্তি যদা তদা মূত্রয়তীহ কৃচ্ছ্রাৎ।। তীব্রাতিরুধ্বজ্ঞপবন্তিমেদ্রে স্বল্পং মুহুমূত্রয়তীহ বাতাৎ। পীতং সরক্তং সরুজং সদাহং কৃচ্ছ্রং মুহুমূত্রয়তীহ পিত্তাৎ।। বন্তেঃ সলিঙ্গস্য গুরুত্বশোথৌ মূত্রং সপিচ্ছং কফমূত্রকৃচ্ছ্রে। সর্বানি রূপানি তু সন্নিপাতাদ্ ভবন্তি তৎ কৃচ্ছ্রতমং হি কৃচ্ছ্রম।।

ব্যায়াম, তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ ও রুক্ষ মদ্য ইহাদের প্রসঙ্গ অর্থাৎ সতত সেবা, নিত্য দ্রুত পৃষ্ঠযান (ঘোটকাদিতে গমন), অনুপদেশ (সজলভূমি)-জাত মাংস, অধ্যশন ও অজীর্ণ এই সকল কারণে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ উৎপন্ন হয়। ইহা আটপ্রকার। বাতাদি পৃথক-পৃথক দোষ অথবা মিলিত ত্রিদোষ স্ব-স্ব প্রকোপণহেতুতে প্রকুপিত হইয়া বস্তিদেবে যাইয়া মূত্রমার্গকে পরিপীড়িত করিলে অতিক্রমশে মূত্রপ্রবর্তন হয়, তাহাকে মূত্রকৃচ্ছ্র কহে।

বায়ুজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে বজ্ঞপ (কুঁচকিস্থান), বস্তি (মূত্রাশয়) ও মেদ্রে (লিঙ্গে) তীব্র বেদনা হয় এবং মুহুমূহু অল্প পরিমাণে মূত্রপ্রবর্তন হইয়া থাকে। পিত্তজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে অত্যন্ত বেদনা ও দাহের সহিত পীত বা রক্তবর্ণ মূত্র কষ্টে মুহুমূহু নির্গত হয়। শ্লেষ্মাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে লিঙ্গ ও বস্তিদেবে গুরুত্ব ও শোথ হয় এবং মূত্র পিচ্ছিল হইয়া থাকে। সন্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে উল্লিখিত ত্রিবিধ লক্ষণই প্রকাশিত হয়। ইহা অতি কষ্টসাধ্য। (শল্যজাদি আর চারিপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র আছে, তাহাদের লক্ষণ বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রের ন্যায় জানিবে)।

### মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা

অভ্যঞ্জনস্নেহনিরুহবস্তি-স্বেদোপনাহোত্তরবস্তিসেকান্। স্থিরাদিভির্বাতিহরৈশ্চ সিদ্ধান্ দদ্যাৎসংশ্চানিল-  
মূত্রকৃচ্ছ্রে॥

বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে বায়ুনাশক তৈলমর্দন, স্নেহপান, নিরুহবস্তি, স্বেদ, উপনাহ (পুলটিস), উত্তরবস্তি ও পরিষেক এবং স্বল্পপঞ্চমূল ও বাতঘ্ন ঔষধের সহিত সিদ্ধ মাংসরস ব্যবস্থা করিবে।

#### অমৃতাদিঃ

অমৃতং নাগরং ধাত্রীং বার্জিগন্ধাঞ্চ গোক্ষুরম্। কথয়িত্বা পিবেদ্ বাতমূত্রকৃচ্ছ্রী সমাক্ষিকম্॥

বায়ুজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে রোগীকে গুলঞ্চ, শুঠ, আমলকী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুর, ইহাদের কাথ মধুর সহিত পান করিতে দিবে।

#### পুনর্নবদ্য মিশ্রকঃ

পুনর্নবৈরগুশতবরীডিঃ পতুরবৃশ্চীরবলাশ্মভিষ্টিঃ। দ্বিপঞ্চমূলেণ কুলথকেন যবৈশ্চ তোয়োৎকথিতে  
কষায়ে। তৈলং বরাহক্ষবসা ঘৃতঞ্চ তৈরেব কঙ্কৈর্লবণৈশ্চ সিদ্ধম্। তন্মাত্রয়াত্র প্রতিহন্তি পীতং শূলান্বিতং  
মারুতমূত্রকৃচ্ছ্রম্॥

রক্তপুনর্নবা, এরণ্ডমূল, শতমূলী, রক্তচন্দন (কেহ বলেন শালিঞ্চশাক) স্নেহ পুনর্নবা, বেড়েলা, পাষণভেদী, দশমূল, কুলথকলাই ও যব ইহাদের কষায় ও কঙ্ক এবং লবণ-সহ তৈল, শূকরবসা, ভল্লুকবসা ও ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে বেদনান্বিত বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

সেকাবগাহাঃ শিশিরাঃ প্রদেহাঃ গ্রৈয়ো বিধিবস্তিপয়োবিকারাঃ। দ্রাক্ষাবিদারীক্ষুরসৈষ্মতৈশ্চ শস্তা হি  
পিত্তপ্রভবে চ কৃচ্ছ্রে॥

পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রে শীতল পরিবেষক, অবগাহন ও প্রলেপ এবং গ্রীষ্মঋতুচর্য্যোক্ত বিধি, বস্তিক্রিয়া, দুগ্ধবিকৃতি পান, কিসমিস, ভূমিকুট্মাণ্ড, ইক্ষুরস ও ঘৃত হিতকর।

#### পঞ্চতৃণমূলম্

কুশঃ কাশঃ শরো দর্ভ ইক্ষুশ্চেতি তৃণোদ্ভবম্। পিত্তকৃচ্ছ্রহরং পঞ্চমূলং বস্তিবিশোধনম্। এতৎ সিদ্ধং  
পয়ঃ পীতং মেঢ়গং হস্তি শোণিতম্॥

কুশ, কাশ, শর, উলু ও কৃষ্ণেক্ষুমূল, এই তৃণপঞ্চমূলের কাথ পান করিলে পিত্তজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়। তৃণপঞ্চমূল বস্তিশোধক। এই পঞ্চমূলের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে লিঙ্গের শোণিতস্রাব নিবারিত হয়।

শতাবরীরসঃ পীতঃ সসিতঃ পিত্তকৃচ্ছ্রনুৎ।

শতমূলীর রস চিনির সহিত পান করিলে পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়।

#### শতবর্ষাদিঃ

শতবরীকাসকশশ্চদন্তা বিদারিশালীক্ষুকসেরুকাণাম্। কাথং সুশীতং মধরশর্করাভ্যাং যুক্তং পিবেৎ  
পৈত্তিকমূত্রকৃচ্ছ্রে॥

শতমূলী, কাশ, কুশ, গোক্ষুর, ভূমিকুট্মাণ্ড, শালিধান্যমূল, কৃষ্ণেক্ষুমূল ও কেশুরের মূল, ইহাদের

ক্কাথ শীতল অবস্থায় মধু ও চিনির সহিত পান করিলে পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রে উপকার দর্শে।

এক্সার্কবীজং মধুকঞ্চ দাক্ষীং পৈন্তে পিবেৎ তণ্ডুলধাবনেন। দাক্ষীং তথৈবামলকীরসেন সমাক্ষিকাং পিঙক্তে তু কৃচ্ছ্রে।।

পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রে কাঁকড়বীজ, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রা, ইহাদের চূর্ণ তণ্ডুলধাবন জলের সহিত অথবা দারুহরিদ্রাচূর্ণ মধু-সংযুক্ত করিয়া আমলকীর রসের সহিত পান করিতে দিবে।

**হরীতক্যাदि:**

হরীতকীগোক্ষুররাজবৃক্ষ পাষণভিদ্দধষ্যবাসকানাম্। ক্কাথং পিবেন্মাক্ষিকসংপ্রযুক্তং কৃচ্ছ্রে সদাহে সৰুজে বিবদ্ধে।।

মূত্রকৃচ্ছ্রে দাহ, বেদনা ও মূত্রবিবদ্ধতা থাকিলে হরীতকী, গোক্ষুর, সোন্দাল, পাষণভেদী ও দুরালভা, ইহাদের ক্কাথ মধুর সহিত প্রয়োগ করিবে।

ক্ষারোষ্যতীক্ষ্ণৈষধমলপানং শ্বেদো যবান্নং বমনং নিরুহাঃ। তক্রঞ্চ তিক্তৌষধসিদ্ধতৈল-মভ্যঙ্গপানং কফমূত্রকৃচ্ছ্রে।।

কফজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে ক্ষার, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য ঔষধ এবং অন্ন পানীয়, শ্বেদ, যবান্ন, বমন, নিরুহ, তক্র এবং তিক্ত ঔষধের সহিত তৈল সিদ্ধ করিয়া সেই তৈল মর্দন ও পান ব্যবস্থেয়।

মূত্রং সুরয়া বাপি কদলীশ্বরসেন বা। কফকৃচ্ছ্রবিনাশায় শ্লক্ষ্ণং পিষ্টা ক্রুতীং পিবেৎ।।

কফজ মূত্রকৃচ্ছ্র-বিনাশার্থ ছোট এলাইচ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া গোমূত্র, সুরা বা কদলীমূলের রসের সহিত পান করিবে।

তক্রং যুক্তং শিতিমারকস্য বীজং পিবেৎ কৃচ্ছ্রবিনাশহেতোঃ। পিবেত্তথা তণ্ডুলধাবনেন প্রবালচূর্ণং কফমূত্রকৃচ্ছ্রে শ্বদংষ্ট্রাবিশ্বতোয়ং বা কফকৃচ্ছ্রবিনাশনম্।।

শালিঞ্চবীজ তক্রের সহিত অথবা প্রবালচূর্ণ তণ্ডুলজলের সহিত পান করিলে কফজ মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়। কিংবা গোক্ষুর ও শুঁঠ ইহাদের ক্কাথ পান করিলেও কফজ মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হইয়া থাকে।

সর্বং ত্রিদোষপ্রভবে তু বায়োঃ স্থানানুপূৰ্ণ্যা প্রসমীক্ষ্য কার্যম্। ত্রিভ্যোহধিকে প্রাগ্‌বমনং কফে স্যাৎ পিঙ্তে বিরেকঃ পবনে তু বন্তিঃ।।

ত্রিদোষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে যদি বাতাদি তিন দোষেরই প্রকোপ সমান থাকে, তাহা হইলে বাতজাদি নির্দিষ্ট পৃথক-পৃথক চিকিৎসা মিলিত করিয়া করিবে। কিন্তু সমত্রিদোষজ মূত্রকৃচ্ছ্রের উদ্ভব বাতস্থানে হয় বলিয়া অগ্রে বায়ুরই শমতা করিবে। বিষম ত্রিদোষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে যদি কফের আধিক্য থাকে, তাহা হইলে প্রথম বমন, পিঙ্তের প্রাবল্য থাকিলে বিরেচন ও বায়ুর আধিক্য থাকিলে বস্তিপ্রয়োগ ব্যবস্থেয়।

বৃহতীধাবনীপাঠা-যষ্টিমধুকলিঙ্গকাঃ। পাচনীয়ো বৃহত্যাदिঃ কৃচ্ছ্রদোষত্রয়াপহঃ।।

বৃহতী, কণ্টকারী, আকন্দাদি, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্কাথ মূত্রকৃচ্ছ্রোৎপাদক বাতাদি তিন দোষেরই শান্তিকারক।

মূত্রকৃচ্ছ্রেহভিঘাতোখে বাতকৃচ্ছ্রক্রিয়া হিতা।।

অভিঘাতজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা করিবে।



## ১৭২ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

ষেদচূর্ণক্রিয়াভ্যঙ্গবস্ত্রয়ঃ সুঃ পুরীষজে ॥ (চূর্ণক্রিয়েতি ফলবর্ত্তিঃ কিংবা বিরচনদ্রব্যচূর্ণং দত্তা ওদে নলিকয়া ফুৎকরণম্)।

পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছে শ্বেদপ্রদান, চূর্ণক্রিয়া (মদনফল-নির্মিত ফলবর্ত্তি গুহাদ্বারে দিয়া কিংবা বিরচন দ্রব্যের চূর্ণ গুহাদ্বারে দিয়া নল দ্বারা ফুৎকারপ্রদান), তৈলাভ্যঙ্গ ও বস্ত্তিপ্রয়োগ কর্তব্য।

কাথং গোক্ষুরবীজস্য যবক্ষারযুতং পিবেৎ। মূত্রকৃচ্ছং শক্জ্জঞ্চ পীতঃ শীঘ্রং বিনাশয়েৎ।

গোক্ষুরবীজের কাথ যবক্ষার সংযুক্ত করিয়া পান করিবে। তাহাতে শীঘ্রই পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ বিনষ্ট হয়।

ক্রিয়া হিতা তৃশ্মারীশর্করায়াং যা মূত্রকৃচ্ছৈ কফমারুতোথে ॥

কফবাতজনিত মূত্রকৃচ্ছৈ যে-সকল চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, অশ্মরী ও শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছৈও সেই সকল চিকিৎসা হিতকর।

ত্রিকণ্টকারষধদর্ভকাশ-দুরালভাপর্বতভেদপথ্যাঃ। নিয়ন্তি পীতা মধনশ্মরীজং সম্প্রাপ্তমৃত্যোরপি মূত্রকৃচ্ছম্ ॥

গোক্ষুরবীজ, সোঁদাল আটা, কুশ, কাশ, দুরালভা, পাষণভেদী ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণ বা কাথ মধুর সহিত সেবন করিলে অশ্মরীজ মূত্রকৃচ্ছের শান্তি হয়।

পাষণভেদীকাথস্ত কৃচ্ছমশ্মরীজং জয়েৎ ॥

পাথরকুচির কাথ অশ্মরীজ মূত্রকৃচ্ছবিনাশক।

লেখং শুক্রবিবন্ধোথে শিলাজতু সমাক্ষিকম্ ॥

শুক্রবিবন্ধজনিত মূত্রকৃচ্ছৈ মধুর সহিত শিলাজতু লেহন করিবে।

এলাহিঙ্গুযুতং ক্ষীরং সপির্মিশ্রং পিবেন্নরঃ। মূত্রদোষবিশুদ্ধার্থং শুক্রদোষহরণং তৎ ॥

মূত্রদোষবিশোধন ও শুক্রদোষনিবারণ-জন্য দুগ্ধে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ এলাইচচূর্ণ ও হিং প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

যন্মূত্রকৃচ্ছৈ বিহিতস্ত পৈত্তে তৎ কারয়েচ্ছাণিতমূত্রকৃচ্ছৈ ॥

পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছৈ যে-সকল চিকিৎসা কথিত হইয়াছে, রক্তদুষ্টিজনিত মূত্রকৃচ্ছৈও সেই সমস্ত চিকিৎসা করিবে।

ধাত্রাদিঃ

ধাত্রী দ্রাক্ষা বিদারী চ যষ্ট্যাং গোক্কুরং তথা। এভিঃ কষায়ং বিপচেৎ পিবেচ্ছীতং সশর্করম্। অপি যোগশতাসাধ্যং মূত্রকৃচ্ছং জয়েন্নয় ॥

আমলকী, দ্রাক্ষা, ভূমিকুণ্ডাণ্ড, যষ্টিমধু ও গোক্কুর মিলিত ২ তোলা, জল ১০ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া। শীতল হইলে চিনি অর্দ্ধ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে। ইহাতে দুঃসাধ্য মূত্রকৃচ্ছ প্রশমিত হয়।

বৃহদ্ধাত্রাদিঃ

ধাত্রী দ্রাক্ষা চ যষ্ট্যাং বিদারী সত্রিকণ্টকা। দর্ভেক্ষুমূলমভয়া কাথয়িত্বা জলং পিবেৎ। সসিতং মূত্রকৃচ্ছয়ং রুজাদাহরং পরম ॥

## মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকার ১৭৩

আমলকী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, ভূমিকুপ্পাণ্ড, গোক্ষুর, কুশমূল, কৃষ্ণেক্ষুমূল ও হরীতকী প্রত্যেক ২ মাষা, জল ৥০ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া, প্রক্ষেপ চিনি অর্দ্ধ তোলা। এই ক্কাথ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও তজ্জনিত দাহাদি নিবারিত হয়।

নারিকেলোদ্ববং পুষ্পং তণ্ডুলোদকসংযুতম্। রক্তজং মূত্রকৃচ্ছ্রং হি পীতং হস্তি ন সংশয়ঃ ॥

নারিকেলফুল তণ্ডুলজলের সহিত বাটিয়া খাইলে রক্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়।

কয্যোহতিবলামূল-সাধিতোহশেষকৃচ্ছ্রজিং ॥ (অতিবলা শ্বেতবলা, চক্রটাকা)।

শ্বেত বেড়েলামূলের ক্কাথ পান করিলে অশেষ প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়।

অয়োরজঃ শ্লক্ষপিস্তং মধুনা সহ যোজিতম্। মূত্রকৃচ্ছ্রং নিহন্ত্যাণ্ড ত্রিভিলৈর্হৈনং সংশয়ঃ ॥ সিতাতুল্যা যবক্ষারঃ সর্বকৃচ্ছ্রবিনাশনঃ। নিদিক্কারসো বাপি সক্ষৌদ্রঃ কৃচ্ছ্রনাশনঃ ॥ (অয় ইত্যাদি মারিত-পুটিতবজ্রাদিলৌহচূর্ণং রতি ৫, মধুমােত্রং লৌহপাত্রে মন্দয়িত্বা লেহম্, রক্তিকাক্রমেণ মাষকদ্বয়পর্য্যন্তম্। ত্রিভিলৈর্হৈরিতি দিনত্রয়েণেত্যর্থঃ। চ, টাঃ)।

লৌহচূর্ণ (৫ রতি হইতে ২ মাষা পর্য্যন্ত মাত্রায়) মধুর সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তিন দিন অবলেহ করিলে নিশ্চয়ই মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়। যবক্ষার ও চিনি সমভাগে সেবন করিলে অথবা কণ্টকারীর স্বরস মধুর সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হইয়া থাকে।

সূর্য্যাবর্তভবং বীজং শ্লক্ষং দশদি পেষিতম্। ব্যাধিতোদকসংপীতং কৃচ্ছ্রং হস্তি সুদারুণম্ ॥

ছড়ছড়ের বীজ উত্তমরূপে শিলাপিস্ত করিয়া বাসি জলের সহিত খাইলে সুদারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

মধুনা চ যবক্ষারং মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীহরম্ ॥

মধুর সহিত যবক্ষার সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

কুপ্পাণ্ডকরসং পীত্বা সযবক্ষারশর্করম্। মূত্রকৃচ্ছ্রাদ্ বিমুচ্যেত শীঘ্রঞ্চ লভতে সুখম্ ॥

কুপ্পাণ্ডের রসে কিঞ্চিৎ যবক্ষার ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শীঘ্র মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

গুড়েনামলকং ব্যাঘ্র শ্রমঘ্নং তর্পণং পরম্। পিত্তাসৃগদাহশূলঘ্নং মূত্রকৃচ্ছ্রনিবারণম্ ॥

আমলকী ও গুড় সমভাগে সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, দাহ ও শূল নিবারিত হয়। ইহা ব্যাঘ্র, শ্রমঘ্ন ও শ্রেষ্ঠ তর্পণ।

হরিদ্রা মধুকং মূর্ব্বা মুস্তকং দেবদারু চ। পিবেদক্ষসমং কন্ধং পয়সা মূত্রপীড়িতঃ ॥

মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে হরিদ্রা, যষ্টিমধু, মূর্ব্বা, মুতা ও দেবদারু ইহাদের কন্ধ ১ তোলা বা ২ তোলা পরিমাণে দুগ্ধের সহিত পান করিবে।

পিস্তা গোপয়সা শ্লক্ষং কুটজস্য ত্রচং পিবেৎ। তেনোপশাম্যতি ক্ষিপ্ৰং মূত্রকৃচ্ছ্রং সুদারুণম্ ॥

কুড়চির ছাল গোদুগ্ধে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া পান করিলে শীঘ্রই সুদারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র উপশমিত হয়।

শ্বদংষ্ট্রাদিলেপঃ

পিস্তা শ্বদংষ্ট্রাফলমূলিকাভিরেব্বারুবীজানি সকাঞ্জিকানি। আলিপ্যমানানি সমানি বস্তৌ মূত্রস্য সংশুদ্ধি-করাণি সদাঃ ॥

গোক্ষুরের ফল ও মূল এবং কাঁকড়বীজ সমভাগে লইয়া কাঁজিতে পেষণ করত বস্তিদেখে প্রলেপ দিবে, তাহাতে সদাই মুত্র বিশোধিত হইবে।

ভৈষজ্যরশ্মরীপ্রোক্তৈর্মূত্রকৃচ্ছ্রমুপাচরেৎ। যোগবাহিরসৈর্বাপি চানুপানবিশেষতঃ।।

অশ্মরীরাগাধিকারোক্ত ঔষধ ও অনুপানবিশেষে যোগবাহী রসসমূহের প্রয়োগ দ্বারা মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা করিবে।

বৃহৎগোক্ষুরাদ্যবলেহঃ

গোকটকং পলশতং দশমূলং তথৈব চ। পাষাণভেদোহষ্টপলং গুড়চূচীপলপঞ্চকম্।। এরণ্ডোহ্তীকুরট্টৌ মূলং দশপলং পৃথক্। পদ্মমূলঞ্চাশ্বগন্ধা প্রত্যেকং পলবিংশতিঃ।। সর্বমেকত্র সংকুট্য জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। পাদশেষস্ত সংগৃহ্যং বস্ত্রপূতং সমাক্ষিপেৎ।। গব্যাজং প্রহ্মমেকস্ত শিলাজঞ্চ তথা স্মৃতম্। ঘনীভূতে তু সঞ্জাতো দ্রব্যানীমানে দাপয়েৎ।। তালমূলী শতাহু চ ত্রিকটু ত্রিফলা তথা। সুস্মেলা ভূতকেশী চ হ্রীবেরং নাগকেশরম্।। পদ্মকং জাতিপত্রদ্বগ্ মধুযষ্টী সরোচনা। জাতিফলমুশীরঞ্চ ত্রিবৃত্তা রক্তচন্দনম্।। ধান্যকং কটুকং ক্ষারৌ নাগবল্লী চ শৃঙ্গিকা। পুষ্করাহুং শঠী দারু সীসং লৌহঞ্চ বঙ্গকম্।। দ্রব্যানীমানি সংগৃহ্য প্রত্যেকং পলমাত্রকম্। খাদেন্দ বলাগ্নিং সংপ্রেক্ষ্য পথ্যং সেবেত মানবঃ।। শ্লিষ্ণভাণ্ডে নিধায়াথ নিতাং লিহ্যৎ পলোন্মিতম্। অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতো বিবদ্ধতা।। প্রমেহা বিংশতিশৈচব শুক্রদোষস্তথৈব চ। ধাতক্ষয়শ্চেষষবাতো বাতকণ্ডলিকাদয়ঃ।। তে সর্বৈ প্রশমং যান্তি ভাস্করেণ তমো যথা। নাতঃ পরতরং কিস্তিঃ কৃষ্ণগ্রেয়েণ পূজিতঃ।।

গোক্ষুর ১০০ পল, দশমূল ১০০ পল, পাষাণভেদী ৮ পল, গুলঞ্চ ৫ পল, এরণ্ডমূল ৮ পল, শতমূলী ১০ পল, পদ্মমূল ২০ পল, অশ্বগন্ধা ২০ পল, এই সকল দ্রব্য কুড়িত ও ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে উহা বস্ত্রে ছাঁকিয়া তাহাতে গব্যঘৃত ৪ সের ও শিলাজতু ২ সের মিলিত করিয়া পুনর্বার পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে উহাতে তালমূলী, গুলফা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ছোট এলাইচ, ভূতকেশী, বালা, নাগকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, জৈত্রী, দারুচিনি, যষ্টিমধু, গোরোচনা, জায়ফল, বেণার মূল, তেউড়ী, রক্তচন্দন, ধনে, কটকী, যবক্ষার, সোহাগা, পান, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পুষ্করমূল, শঠী, দেবদারু, সীসা, লৌহ ও বঙ্গ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক এক পল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া নামাইয়া একটি ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। প্রতিদিন ১ পল পরিমাণে বা অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতাদি পীড়াসকল এবং শুক্রদোষ প্রশমিত হয়।

### রসপ্রয়োগঃ

মূত্রকৃচ্ছ্রহরঃ

বিদারী গোক্ষুরং যষ্টী কেশরঞ্চ সমং পচেৎ। তৎ কষায়ং পিবেৎ ক্ষৌদ্রে রসভক্ষয়ুতং পুনঃ। মূত্রকৃচ্ছ্রং হরেৎ সর্বং সপ্তাহং পিত্তসম্ভবম্।

ভূমিকুণ্ডাণ্ড, গোক্ষুর, যষ্টিমধু, নাগেশ্বর, প্রত্যেক ৪ মাষা, পাকের জল ১০ সের, শেষ অর্দ্ধপোয়া। প্রক্ষেপ্য মধু ৪ মাষা। এই কাথের সহিত রসসিন্দুর সেবন করিলে সপ্তাহ-মধ্যে পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্রান্তকো রসঃ

রসগন্ধযবক্ষারং সিাতাতক্রযুতং পিবেৎ। মূত্রকৃচ্ছ্রাণ্যশেষাণি নিহন্তি নিয়তং নৃণাম্।।

পারদ, গন্ধক ও যবক্ষার একত্রিত করিয়া চিনি ও তক্রের সহিত সেবন করিলে সর্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হইয়া থাকে।

#### মূত্রকৃচ্ছ্রান্তকঃ

সূতং স্বর্ণঞ্চ বৈক্রান্তং গন্ধতুল্যং বিমর্দয়েৎ। চাণ্ডালীরাক্ষসীদ্রাবৈর্দ্বিযামাস্তে তু গোলকম্। শুষ্কং বন্ধা পুটেচ্চাহং কৰীষাঘ্নৌ মহাপুটে। মাষমাত্রং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈর্মূত্রকৃচ্ছ্রপ্রশান্তয়ে।।

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, বৈক্রান্ত প্রত্যেক সমভাগ, চাণ্ডালী ও চোরখড়িকার রসে ২ প্রহর মর্দন করিয়া গোলাকার করিবে। পরে উহা শুষ্ক করিয়া ঘুঁটের অগ্নিতে ১ দিন মহাপুটে পাক করিবে। মাষকলায় পরিমাণে মধুর সহিত সেব্য। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্রবিনাশক।

#### ত্রিনেত্রাত্মো রসঃ

বঙ্গং সূতং গন্ধকং ভাবয়িত্বা লৌহে পাत्रে মর্দয়েদেকঘণ্টম্।। দূর্ব্বাযষ্টিগোক্ষুরৈঃ শাশ্বলীভির্মূষামঘো ভূধরে পাচয়িত্বা।। তণ্ডুদ্রাবৈর্ভাবয়িত্বাস্য বঙ্গং দদ্যচ্ছীতং পায়সং বক্ষ্যমাণম্।। দূর্ব্বাযষ্টিশাশ্বলীতোয়দুগ্ধৈ স্তল্যৈঃ কুর্যাৎ পায়সং তদদীত।। প্রাতঃকালে শীতপানীয়পানান্মূত্রে জাতে স্যাৎ সুখী চ ক্রমেণ।।

বঙ্গ, পারদ, গন্ধক এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া দূর্ব্বা, যষ্টিমধু, গোক্ষুর ও শিমুলের রসে একদিন লৌহপাত্রে মর্দন করিবে। পরে মূষাবদ্ধ করিয়া ভূধরযন্ত্রে পাক করত শীতল হইলে তুলিয়া পূর্ব্বোক্ত দূর্ব্বা, যষ্টিমধু, গোক্ষুর ও শিমুলের কাথে ভাবনা দিবে। তিন কুঁচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিয়া সেবনার্থ প্রয়োগ করিবে। অনন্তর দূর্ব্বা, যষ্টিমধু ও শিমুলের কাথে এবং কাথতুল্য দুগ্ধে পায়স প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে এবং প্রাতঃকালে শীতল জল পান করিতে দিবে। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হয়।

#### তারকেশ্বরঃ

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং লৌহং বঙ্গং মৃতান্নকম্।। দুর্দালভাং যবক্ষারং বীজং গোক্ষুরজং শিবাম্।। সমাংশং ভাবয়েৎ সর্ব্বং কুণ্ডাগুফলবারিণা।। পঞ্চতৃণভবকাথে রসে গোক্ষুরজে তথা।। সংপিষ্য বটিকা কার্য্যা দ্বিগুণ্ণফলমানতঃ।। মধুনামর্দ্য বিলিহেমূত্রকৃচ্ছ্রবিনাশনঃ।। উডুঘরফলং পঞ্চ চূর্ণিতং কর্ষমাত্রকম্।। লেহয়েন্মধুনা সার্কম্নপানং সুখাবহম্।। অজাফীরং ভবেৎ পথ্যং শর্করেশ্বরসো হিতঃ।।

পারা, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, অন্ন, দুর্দালভা, যবক্ষার, গোক্ষুরবীজ ও হরীতকী এই সমুদায় সমভাগে লইয়া একত্র মর্দন করিয়া কুমড়ার জলে, কুশাদি তৃণপঞ্চমূলের কাথে ও গোক্ষুররসে ভাবনা দিবে এবং উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। মধুর সহিত মর্দন করিয়া সেবনীয়। ঔষধসেবনান্তে ২ তোলা পক্ষ্যজড়মুর ফলচূর্ণ মধু-সংযুক্ত করিয়া অবলেহ করিবে। পথ্য ছাগদুগ্ধ, চিনি ও ইক্ষুরস। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

#### বরুণাদ্যাং লৌহম্

দ্বিপলং বরুণং ধাত্রীস্তুদর্দকং ধাত্রীপুষ্পকম্।। হরীতক্যাঃ পলার্দ্ধঞ্চ পুষ্টিপর্ণং তদর্দ্ধকম্।। কর্ষমানঞ্চলৌহাভ্রং চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ।। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুথায় শাণমানং বিধানবিৎ।। মূত্রাঘাতং তথা ঘোরং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ দারুণম্।। অশ্বারীং বিনিহন্ত্যাশু প্রমেহং বিষমজ্বরম্।। বলপুষ্টিকরঞ্চৈব ব্যয়াম্যুষ্যমেব চ।। বরুণাদ্যমিদং লৌহং চরকেন বিনির্দ্দিতম্।।

বরুণছাল ১৬ তোলা, আমলকী ১৬ তোলা, ধাইফুল ৮ তোলা, হরীতকী ৪ তোলা, চাকুলে

২ তোলা, লৌহ ২ তোলা, অঙ্গ ২ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া প্রাতঃকালে ৪ মাষা পরিমাণে সেবন করিবে। ইহাতে মূত্রাঘাত, যোর মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, প্রমেহ ও বিষমজ্বর আশু বিনষ্ট হয়। এই বরুণাদ্য লৌহ বলকারক, পুষ্টিকর, বৃষ্য ও আয়ুবর্দ্ধক।

#### মূত্রকৃচ্ছ্রাস্তক রসঃ

শতাবরীসৈঃ পিষ্টা মৃতসূতঞ্চ তালকম্। শিখিতুথঞ্চ তুল্যাংশং দিনৈকং মর্দয়েদ্ দৃঢ়ম্।। তদ্ গোলং সার্ষপে তৈলে পাচ্যং যামঞ্চ চূর্ণয়েৎ। মূত্রকৃচ্ছ্রাস্তকশ্যাস্য ক্লেদৈর্গুজাচতুষ্টিয়ম্।। ভক্ষণান্নাত্র সন্দেহো মূত্রকৃচ্ছ্রং নিহন্ত্যলম্। তুলসী তিলপিণ্যাকং বিশ্বমূলং তুষাধুণা। কঠৈকং বানুপানেন সুরয়া বা সুবর্চলৈঃ।।

রসসিন্দূর, হরিতাল ও তুঁতে ইহাদিগকে শতাবরী রসে একদিন দৃঢ়রূপে মর্দন করিয়া সার্ষপ তৈলে এক প্রহর কাল পাক করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া ৪ রতি পরিমিত বটি প্রস্তুত করত মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে নিশ্চয়ই মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়। ঔষধসেবনাশ্তে তুলসী, তিলকক্ষ, বেলমূলের ছাল মিলিত ২ তোলা, ইহাদের কাথ, কাঁজি, সুরা বা হুড়হুড়ের রস-সহ অনুপানার্থ প্রয়োগ করিবে।

শতাবরীকাশকশম্ভদ্রাষ্ট্রবিদারিকেশ্বামলকেশু সিদ্ধম্। সর্পিঃ পরো বা সিতয়া বিমিশ্রং কৃচ্ছেষ পিণ্ডপ্রভবেষ যোজ্যম্।।

শতমূলী, কাশ, কুশ গোক্ষুর, ভূমিকুণ্ডাগু, ইক্ষুমূল ও আমলকী ইহাদের সহিত ঘৃত বা দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

#### সুকুমারকুমারক ঘৃতম্

পুনর্বামূলতুলা দশমূলং শতাবরী। বলা তুরগগন্ধা চ তৃণমূলং ত্রিকণ্টকম্।। বিদারীগন্ধা নাগাহ্না গুড়ুচ্যতিবলা তথা। পৃথগ্ দশপলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।। তেন পাদাবশেষেণ ঘৃতস্যার্কাদৃকং পচেৎ। মধুকং শৃঙ্গবেরঞ্চ দ্রাক্ষাসৈন্ধবপিপ্পলীঃ।। দ্বিপলিকাঃ পৃথগ্ দদ্যাদ্ যমান্যঃ কুড়বং তথা। ত্রিশদ গুড়পলানাত্র তৈলসৈরগুজস্য চ।। প্রস্থং দত্ত্বা সমালোড্য সম্যগ্ মৃদগ্নিনা পচেৎ।। এতদীশ্বরপুত্রাণাং প্রাগ্ ভোজনমনিন্দিতম্।। রাজ্ঞ্যং রাজসমানাঞ্চ বহুক্ৰীপতয়শ্চ যে। মূত্রকৃচ্ছ্রে কটীস্তম্ভে তথা গাঢ়-পুত্রীষিগাম্।। মেঢ়বঙ্গক্ষণশূলে চ যোনিশূলে প্রশস্যতে। যথোক্তানাঞ্চ গুল্মানাং বাতশোণিকাশ্চ যে।। বল্যং রসায়নং শীতঞ্চ সুকুমারকুমারকম্। পুনর্বাসতে দ্রোণো দেয়োহন্যেযু তথাপরঃ।।

পুনর্বামূল ১০০ পল এবং দশমূল, শতমূলী, বেড়োলা, অশ্বগন্ধা, তৃণপঞ্চমূল, গোক্ষুর, শালপাণি, গোরক্ষচাকুলে, গুলঞ্চ ও শ্বেত বেড়োলা প্রত্যেক ১০ পল অর্থাৎ সমুদায়ে ১০০ পল, এই ২০০ পল দ্রব্য ২ দ্রোণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই কাথ ৩২ সের, ঘৃত ৮ সের, গুড় ৩০ পল (৩ সের ৩ পোয়া), এরগুতৈল ৪ সের। কক্ষার্থ যষ্টিমধু, আদা, দ্রাক্ষা, সৈন্ধব লবণ ও পিপ্পলী প্রত্যেক ২ পল, যমানী অর্দ্ধ সের। যথাবিধানে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ইহা আহারের প্রথমে সেব্য। এই ঘৃত মূত্রকৃচ্ছ্র, কটীস্তম্ভ, মলের গাঢ়তা, মেঢ়-যোনি-বঙ্গক্ষণ-শূল, গুল্ম ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগে প্রশস্ত। ইহা বলকারক, রসায়ন ও শীতল।

#### ত্রিকণ্টকাদ্যং ঘৃতম্

ত্রিকণ্টকেরগুকুশাদ্যভীক-কর্কারকেক্ষুস্বরসেন সিদ্ধম্। সর্পির্গুডার্ক্যাংশযুতং প্রপেয়ং কৃচ্ছ্রাশ্মরীমূত্র-বিষাতহেতোঃ।।

ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ গোক্ষুর ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; এরওমূল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; তৃণপঞ্চমূল মিলিত ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; শতমূলীর রস ৪ সের; কুণ্ডাণ্ডুরস ৪ সের; ইক্ষুরস ৪ সের। পাক সিদ্ধ হইলে উষ্ণ অবস্থায় ছাঁকিয়া লইয়া ২ সের গুড় মিশ্রিত ও আলোড়িত করিয়া লইবে। অনুপান উষ্ণ দুগ্ধ। এই ঘৃত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও মূত্রাঘাত রোগ উপশমিত হয়।

### পথ্যাপথ্যবিধিঃ

#### মূত্রকৃচ্ছ্র পথ্যানি

পুরাতনা লোহিতশালয়শ্চ ক্ষারো যবান্নানি চ তীক্ষ্ণমৃষম্। তত্রং পয়ো দধাপি গোপ্রসূতং ধন্বামিষং  
মুদগরসাং সিতা চ।। পুরাণকুণ্ডাণ্ডফলং পটোলং মহার্ককং গোক্ষুরকং কুমারী। গুবাকখজ্জুরকনারিকেল-  
তালদ্রমাণাঞ্চ শিরাংসি পথ্যা।। তালাস্তিমজ্জা ত্রপুষং ত্রটিশ্চ শীতানি পানান্যশনানি চাপি। প্রণীরনীরং  
হিমবালুকা চ মিত্রং নৃণাং স্যাৎ সতি মূত্রকৃচ্ছ্রে।।

পুরাতন রক্তশালি, যবক্ষার, যবান্ন, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্য, তত্র, গব্যদুগ্ধ ও দধি, মরুদেশজ  
মৃগপক্ষী প্রভৃতির মাংসরস, মুগের যুষ, চিনি, পুরানো কুমড়া, পটোল, মহাদা, গোক্ষুর, ঘৃতকুমারী  
এবং সুপারি, খজ্জুর, নারিকেল ও তালগাছের মাতি, হরীতকী, তালজ্বাটির শাঁস, শসা, ছোট  
এলাইচ, শীতল অন্নপানীয়, শীতল জল ও কর্পূর, এই সকল মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে হিতকর।

#### মূত্রকৃচ্ছ্রপথ্যানি

মদ্যং শ্রমং নিধুবনং গজবাজিয়ানং সর্ব্বং বিরুদ্ধমশনং বিষমাশনঞ্চ। তাম্বুলমৎস্যলবণার্ককতৈলভৃষ্টং  
পিণ্যাকহিঙ্গুতিলসর্যপবেগরোধান্।। মাষান্ করীরমতিতীক্ষ্ণবিদাহিরক্ষমল্লঞ্চ মুঞ্চত জনঃ সতি মূত্রকৃচ্ছ্রে।।

মদ্যপান, পরিশ্রম, মৈথুন, হস্তী ও অশ্বে আরোহণ; সকলপ্রকার বিরুদ্ধভোজন, বিষমাশন, তাম্বুল  
ভক্ষণ, মৎস্য, লবণ, আর্দ্রক, তৈলভৃষ্ট দ্রব্য, তিলাদির কঙ্ক, হিঙ্গু, তিল, সর্ষপ, মলমূত্রাদির বেগধারণ,  
মাষকলায়, বংশাক্ষুর, অতিশয় তীক্ষ্ণ বিদাহী রক্ষ ও অন্নরস-সংযুক্ত দ্রব্য এই সকল মূত্রকৃচ্ছ্র  
রোগীর পরিত্যজ্য।

ইত্য্যুর্বেদ-সংগ্রহে মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকারঃ।

# মূত্রাঘাতাধিকার

## মূত্রাঘাত নিদানম্

জায়ন্তে কুপিতৈর্দৈবৈর্মূত্রাঘাতাস্ত্রয়োদশ। প্রায়ো মূত্রবিঘাতাদৈর্বা তকুণ্ডলিকাদয়ঃ।। রৌক্ষ্যাদ্বেগবিঘাতাদ্বা বায়ুর্বন্তৌ সবেদনঃ। মূত্রমাবিশ্য চরতি বিগুণঃ কুণ্ডলীকৃতঃ।। মূত্রমল্লান্নমথবা সরুজং সংপ্রবর্ততে। বাতকুণ্ডলিকাং তাস্তু ব্যাধিং বিদ্যাৎ সুদারুণম্।। আত্মাপয়ন্ বন্তিগুদং রুদ্ধা বায়ুশ্চলোন্নতাম্। কুর্যাৎ তীব্রার্তিমষ্টীলাং মূত্রবিগ্নাগ্রোহিণীম্।। বেগং বিধারয়েদ্ যস্তু মূত্রস্যাকুশলো নরঃ। নিরুণন্ধি মুখং তস্য বস্তে বন্তিগতোহনিলঃ।। মূত্রসঙ্গো ভবেৎ তেন বন্তিকৃষ্ণিনিপীড়িতঃ। বাতবন্তিঃ স বিজ্ঞেয়ো ব্যাধিঃ কৃচ্ছ্রপ্রসাধনঃ।। চিরং ধারয়তো মূত্রং ত্বরয়া ন প্রবর্ততে। মেহমানস্য মন্দং বা মূত্রাতীতঃ স উচ্যতে।। মূত্রস্য বেগেহভিহতে তদুদাবর্ত্তহেতুকঃ। অপানঃ কুপিতো বায়ুরুদরং পূরয়েদ্ ভূশম্।। নাভেরধস্তাদাঘানং জনয়েৎ তীব্রবেদনম্। তগুমূত্রজঠরং বিদ্যাদধোবন্তিনিরোধনম্।। বন্তৌ বাপ্যথবা নালে মলৌ বা यस্য দেহিনঃ। মূত্রং প্রবৃত্তং সজ্জত সরক্তং বা প্রবাহতঃ।। অবচ্ছেন্নৈরল্লমল্লং সরুজং বাথ নীরুজম্। বিগুণানিলজো ব্যাধিঃ স মূত্রোৎসঙ্গ সংজ্ঞিতঃ।। রুক্ষস্য ক্লান্তদেহস্য বন্তিহৌ পিত্তমারুতো। মূত্রক্ষয়ং সরুগদাহং জনয়েতাং তদাহুয়ম্।। অন্তর্বন্তিমুখে বৃত্তং স্থিরোহল্লং সহসা ভবেৎ। অশ্বরীতুল্যরুগ্-গ্রস্থিমূত্রগ্রস্থিঃ স উচ্যতে।। মুত্রিতস্য দ্বিগুণং যাতো বায়ুনা শুক্রমুদ্ধতম্। স্থানাক্ষ্যতং মূত্রয়তঃ প্রাক্ পশ্চাদ্বা প্রবর্ততে।। ভস্মোদকপ্রতীকাশং মূত্রশুক্রং তদুচ্যতে। ব্যায়ামাধ্বাতপৈঃ পিত্তং বন্তিং প্রাপ্যানিলাশ্লিতম্।। বন্তিং মেঢ়ং গুদক্ষেপ প্রদহেৎ আবয়েদধঃ। মূত্রং হারিদ্ৰমথবা সরক্তং রক্তমেব বা।। কৃচ্ছ্রাৎ পুনঃপুন-জন্তোরুক্ষঃ বাতং ব্রবন্তি তম্। পিত্তং কফো দ্বাবপি বা সংহন্যেতেহনিলেন চেৎ।। কৃচ্ছ্রান্মূত্রং তদা পীতং শ্বেতং রক্তং ঘনং সৃজেৎ। সদাহং রোচনাশঙ্খচূর্ণবর্ণং ভবেৎ তু তৎ।। শুষ্কং সমস্তবর্ণং বা মূত্রসাদং বদন্তি তম্। রুক্ষদুর্বলয়োর্বাতেনোদাবর্ত্তং শব্দং যদা।। মূত্রস্রোতোহনুপদ্যোত বিটংসংস্টং তদা নরঃ। বিড়গন্ধং মূত্রেয়ং কৃচ্ছ্রাদ্ধিড়ি ঘাতং বিনির্দিশেৎ।। দ্রুতাক্ষলজ্ঞানায়াসৈরিভিঘাতাৎ প্রপীড়নাৎ।

স্বস্থানাদন্তিরদ্বন্দ্বঃ স্থূলস্তিষ্ঠতি গৰ্ভবৎ।। শূল্পন্দনদাহার্ণো বিন্দং বিন্দং অবতাপি। পীড়িতস্ত সৃজেক্কারাং সংস্তম্ভোদেষ্টনার্হিমান্।। বন্তিকুণ্ডলমাহন্তং ঘোরাং শস্ত্রবিষোপমম্। পবনপ্রবলং প্রায়ো দুর্নিবারমবুদ্ধিভিঃ।। তস্মিন্ পিত্তাধ্বিতে দাহঃ শূলং মূত্রবিবর্ণতা। শ্লেথ্যাণা গৌরবং শোথঃ স্নিগ্ধং মূত্রং ঘনং সিতম্।।

মূত্রাদির বেগধারণ ও রুক্ষভোজনাদি দ্বারা বাতাদি দোষসকল কুপিত হইয়া বাতকুণ্ডলিকা প্রভৃতি ত্রয়োদশ প্রকার মূত্রাঘাত রোগ উৎপাদন করে। মূত্রক্লেচ্ছ ও মূত্রাঘাতে প্রভেদ এই, মূত্রক্লেচ্ছ মূত্রনির্গমকালে যাতনা অত্যন্ত অধিক, বিবদ্ধতা কম; কিন্তু মূত্রাঘাতে বিবদ্ধ অধিক, মূত্রণকালে যন্ত্রণা কম।

বাতকুণ্ডলিকা। দেহের রুক্ষতা বা মূত্রাদির বেগধারণহেতু বায়ু কুপিত হইয়া বস্তিদেশে মূত্রকে আবরণ করিয়া বেদনার সহিত আবর্জনের ন্যায় কুণ্ডলাকারে সঞ্চরণ করে, তাহাতে মূত্র অল্প-অল্প অথবা যাতনার সহিত নির্গত হয়, ইহাকেই বাতকুণ্ডলিকা কহে। এই ব্যাধি অতি কষ্টদায়ক।

মূত্রাণ্টীলা। কুপিত বায়ু মূত্রাশয় ও গুদনাড়ীকে স্ফীত, আত্ম্যাপিত ও রুদ্ধ করিয়া তীব্র বেদনায়ুক্ত মলমূত্রমার্গরোধক, চলনশীল ও উন্নতাকার অণ্টীলাতুল্য গ্রন্থি উৎপাদন করে। ইহাই মূত্রাণ্টীলা। বাতবন্তি। যে-ব্যক্তি মুখ্যতাবশত মূত্রের বেগ ধারণ করে, তাহার বন্তিগত বায়ু কুপিত হইয়া বন্তিমুখ রোধ করে, তাহাতে মূত্ররোধ হয় এবং ঐ কুপিত বায়ু পিণ্ডিত হইয়া বন্তি ও কুম্ভিদেহে অবস্থিতি করে। ইহাকেই বাতবন্তি কহে। বাতবন্তি অতি কষ্টসাধ্য।

মূত্রাতীত। দীর্ঘকাল মূত্রের বেগধারণ করিলে প্রস্রাব সত্ত্বর হয় না অথবা মন্দ-মন্দ নির্গত হইয়া থাকে। ইহাকেই মূত্রাতীত কহে।

মূত্রজঠর। মূত্রের বেগ অভিহত হইলে উদাবর্ভ রোগ উপস্থিত হয় এবং সেই উদাবর্ভ-হেতু আপান বায়ু দুষ্ট হইয়া উদরকে অতিশয় পরিপূরণ করিয়া নাভির অধোভাগে তীব্র যন্ত্রণাদায়ক আত্ম্যান উপস্থিত করে। ইহাকেই মূত্রজঠর রোগ কহে। এই রোগে বন্তির অধোভাগ বিবদ্ধ হইয়া থাকে।

মূত্রোৎসঙ্গ। এই রোগে বন্তিদেহে, লিঙ্গনালে অথবা লিঙ্গগ্রন্থিতে মূত্র সংযুক্ত হইয়া থাকে, নির্গত হইতে পারে না, অতিশয় কুছন করিলে বন্তি প্রভৃতিব গাত্রভেদ হওয়ায় সরক্ত মূত্র বেদনার সহিত অথবা বেদনা ব্যতিরেকে শনৈঃ শনৈঃ বিন্দু-বিন্দু নির্গত হইতে থাকে। বিগুণ বায়ু দ্বারা এই ব্যাধির উৎপত্তি হয়। ইহার নাম মূত্রোৎসঙ্গ।

মূত্রক্ষয়। রুক্ষ ও ক্লান্তদেহ ব্যক্তির বন্তিস্থিতি পিত্ত এবং মারুত কুপিত হইয়া মূত্রক্ষয় করে, ইহারই নাম মূত্রক্ষয়। মূত্রক্ষয় রোগে অত্যন্ত বেদনা ও দাহ উপস্থিত হয়।

মূত্রগ্রন্থি। বন্তিমুখের অভ্যন্তরভাগে সহসা উৎপন্ন এবং অশ্মরীতুল্য বেদনাবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ও গোলাকার স্থির গ্রন্থিকে মূত্রগ্রন্থি কহে। অশ্মরী ও মূত্রগ্রন্থিতে প্রভেদ এই যে অশ্মরী ক্রমে-ক্রমে সঞ্চিত হয়, মূত্রগ্রন্থি সহসা জন্মিয়া থাকে। অপর ভেদ এই যে অশ্মরী রোগে পিত্তাদি কুপিত হয়, মূত্রগ্রন্থিতে কেবলমাত্র রক্ত কুপিত হইয়া থাকে এবং অশ্মরীর পূর্বরূপও প্রকাশ পায় না।

মূত্রশুক্র। মূত্রবেগাক্রান্ত ব্যক্তি স্ত্রীসঙ্গম করিলে শুক্র স্বস্থানচ্যুত হইয়া বায়ু কর্দক উর্ধ্বনীত হয় এবং মূত্রণকালে প্রস্রাবের অগ্রে বা পশ্চাতে ভস্মমিশ্রিত জলের ন্যায় নির্গত হইয়া থাকে। ইহারই নাম মূত্রশুক্র।

উষ্ণবাত। ব্যায়াম, অধিক পথ-পর্যটন এবং আতপসেবন এই সকল কারণে পিত্ত প্রকুপিত ও



বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া বস্তিকে আশ্রয় করিয়া বস্তি লিঙ্গ ও পায়ুদেশে দাহ উপস্থিত করে। এবং পীত বা ঈষল্লোহিত অথবা সম্পূর্ণ লোহিতবর্ণ মূত্র অতি কষ্টের সহিত পুনঃ পুনঃ প্রবর্তিত করিয়া থাকে। ইহাকেই উষ্ণবাত কহে।

মূত্রসাদ। যদি পিত্ত বা কফ অথবা পিত্ত ও কফ উভয়ই বায়ু দ্বারা ঘনীভূত হয়, তাহা হইলে শ্বেত পীত বা লোহিতবর্ণ কিংবা গোরোচনা বা শঙ্খচূর্ণবিশিষ্ট অথবা উল্লিখিত সমস্ত বর্ণযুক্ত অল্পপরিমিত ঘন মূত্র প্রবর্তন করে। মূত্রণকালে কষ্ট ও দাহ হইয়া থাকে। ইহারই নাম মূত্রসাদ।

বিড়বিঘাত। দেহ অতিশয় রুক্ষ ও দুর্বল হইলে পুরীষ বায়ু দ্বারা উর্ধ্বগত হইয়া মূত্রস্রোতে উপনীত হয়, তজ্জন্য মলগন্ধযুক্ত অথবা মলমিশ্রিত মূত্র অতি কষ্টে প্রবর্তিত হইয়া থাকে। এইরূপ পীড়ার নাম বিড়বিঘাত।

বস্তিকুণ্ডল। দ্রুত পথ-পর্যটন, উল্লম্ফন, পরিশ্রম, আঘাতপ্রাপ্তি এবং প্রপীড়ন (টেপাটেপি) এই সকল কারণে বস্তি অর্থাৎ মূত্রাশয় স্বস্থান হইতে উথিত হইয়া গর্ভবৎ স্থলাকারে পার্শ্বদেশে অবস্থিতি করে। তাহাতে রোগী শূল কম্প ও দাহে আর্ন্ত হইয়া বিন্দু-বিন্দু প্রস্রাব ত্যাগ করে। কিন্তু বস্তি চাপিলে উহা হইতে মূত্রধারা নির্গত এবং উহাতে স্তব্ধতা ও মোচড়নবৎ বেদনা উপস্থিত হয়। এই পীড়ার নাম বস্তিকুণ্ডল। ইহা বাতোল্লণ হইলে শস্ত্র ও বিষসদৃশ ভয়াবহ এবং প্রায়ই দুর্নিবার হইয়া থাকে। পিত্তাঘিত হইলে দাহ শূল ও মূত্রবিবর্ণতা হয়। কফাঘিত হইলে দেহের গুরুতা, শোথ এবং মূত্র স্নিগ্ধ ঘন ও শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে।

### মূত্রাঘাত চিকিৎসা

মূত্রাঘাতান্ যথাদোষং মূত্রকৃচ্ছহরৈর্জয়েৎ। বস্তিমুত্তরবস্তিঞ্চ দদ্যাৎ স্নিগ্ধং বিরেচনম্॥

মূত্রাঘাতে অর্থাৎ মূত্রবিবন্ধতা রোগে মূত্রকৃচ্ছনাশক ঔষধ, বস্তি ও উত্তরবস্তি এবং স্নিগ্ধ বিরেচন প্রযোজ্য।

মূত্রকৃচ্ছাশ্মরীরোগে ভেষজং যৎ প্রকল্লিতম্। মূত্রাঘাতেষু সর্বেষু তৎ কুর্যাদেশকালবিৎ॥

মূত্রকৃচ্ছ ও অশ্মরীরোগে যে-সকল ঔষধ কল্লিত হইয়াছে, দেশকালবিদ বৈদ্য সকলপ্রকার মূত্রাঘাতেই সেই সকল ঔষধ বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবেন।

কক্ষমের্বারবীজানামক্ষমাগ্রং সসৈন্ধবম্। ধান্যাম্লযুক্তং পীষ্ট্বৈব মূত্রাঘাতাদ্ বিমুচ্যতে॥

কাঁকুড়বীজ ২ তোলা, সৈন্ধব লবণ ১০ আনা, কাঞ্জিতে বাটিয়া সেবন করিলে মূত্রাঘাত নিবারিত হয়।

নলকুশলাশেক্ষুশিফাং কথিতাং প্রতিঃ সুশীতলাং সসিতাম্। পিবতঃ প্রয়াতি নিয়তং মূত্রগ্রহ ইত্যুবাচ কচঃ॥ (কচঃ বৃহস্পতেঃ পুত্রঃ)।

নল, কুশ, কাশ ও ইক্ষু, ইহাদের মূলের ক্বাথ শীতল করিয়া চিনির সহিত প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন করিলে মূত্ররোধ নষ্ট হয়।

যবক্ষারগুড়োন্মিশ্রং পিবেৎ পুষ্পফলোদ্ভবম্। রসং মূত্রবিবন্ধয়ং শর্করাশ্মরিনাশনম্॥

কুমড়ার রস, কিঞ্চিৎ যবক্ষার ও পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মূত্রাঘাত, শর্করা ও অশ্মরীরোগ নষ্ট হয়।

- সুরাং সৌবর্চলবতীং মূত্রাঘাতী পিবেন্নরঃ। দাড়িমান্বযতং মুখ্যমেলাবীজং সনাগরম্। পীত্বা সুরাং সলবণাং মূত্রাঘাতাধিমুচ্যতে।।

মূত্রাঘাতরোগী সৌবর্চল লবণের সহিত সুরা অথবা এলাইচ ও শুঁঠচূর্ণের সহিত দাড়িমরস; কিংবা সৈন্ধবলবণের সহিত সুরা পান করিলে, মূত্রাঘাত রোগ হইতে বিমুক্ত হইবে।

সপত্রফলমূলস্য ক্কাথং গোক্ষুরকস্য চ। পিবেন্মধুসিতায়ুক্তং মূত্রাঘাতাদিরোগনুৎ।।

পত্র ফল ও মূলের সহিত গোক্ষুরবৃক্ষের ক্কাথ, মধু ও চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিলে মূত্রাঘাতাদি রোগ বিনষ্ট হয়।

ত্রিফলাকঙ্কসংযুক্তং লবণং বাপি পায়য়েৎ। নিদিদ্ধিকায়ঃ স্বরসং পিবেদ্ বস্ত্রাৎ পরিশ্রুতম্।। (অত্রাষ্টসৈব পানম্। তথা মিলিত্বা অষ্টমাসকমানঞ্চ, ত্রিফলাকঙ্ক মাষা ৬ সৈন্ধবমাষা ২। চক্রঃ টীঃ)।

মূত্রাঘাত রোগে ত্রিফলার কঙ্ক ও সৈন্ধবলবণ (সমভাগে মিলিত ১ তোলা) জলের সহিত সেবন করিবে। অথবা কণ্টকারীর রস বস্ত্রে ছাঁকিয়া তাহা পান করিবে।

বিশ্বীমূলঞ্চ সংপিপ্তং কাজিকেন সমম্বিতম্। নাভিলেপনমাত্রেন মূত্ররোধং নিহন্তি চ।।

মূত্ররোধ হইলে তেলাক্কার মূল কাঁজিতে বাটিয়া নাভিদেখে তাহার প্রলেপ দিলে প্রস্রাব হইবে।

মূত্রে বিবদ্ধে কর্পূরচূর্ণং লিঙ্গে প্রবেশয়েৎ। কুম্মাণ্ডকরসো বাপি পেয়ঃ সক্ষারশর্করঃ।। (কুম্মাণ্ডরসঃ কুম্মাণ্ডমঞ্জিকাস্বরসঃ। চঃ টীঃ)।

মূত্রবিবদ্ধ হইলে লিঙ্গমধ্যে কর্পূরচূর্ণ (পরিশ্রুত দূর্ব্বাকাণ্ডাদি দ্বারা) প্রবেশ করাইয়া দিবে। অথবা কুম্ভার মঞ্জীর রস যবক্ষার ও চিনির সহিত পান করিবে।

ত্রিকণ্টকেরণ্ডশতাবরীভিঃ সিদ্ধং পয়ো বা তৃণপঞ্চমূলৈঃ। গুড়প্রগাঢ়ং সঘৃতং পয়ো বা রোগেষু কৃচ্ছ্রাদিশু শস্যতে তৎ।।

গোক্ষুর, এরণ্ডমূল ও শতমূলী ইহাদের সহিত অথবা তৃণপঞ্চমূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে গুড় ও ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পান করিবে। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতাদি রোগে প্রশস্ত।

জলেন খদিরীবীজঞ্চ মূত্রাঘাতাশ্মরীহরম্। মূলং রুদ্রজটায়াস্চ তক্রপীতং তদর্থক্।। (খদিরীবীজমশোক-বীজমিত্যাঃ। চঃ টীঃ)।

অশোকবীজ জলের সহিত অথবা রুদ্রজটার মূল তক্রের সহিত সেবন করিলে মূত্রাঘাত ও অশ্মরী রোগ প্রশমিত হয়।

শৃতপীতপয়োহ্লাশী চন্দনং তণ্ডুলাম্বনা। পিবেৎ সশর্করং শ্রেষ্ঠমৃষ্যবাতো সশোণিতে।।

শৃতশীতল দুগ্ধের সহিত অন্নভোজন এবং তণ্ডুলোদকের সহিত চিনি-সংযুক্ত শ্বেতচন্দন পান করিলে শোণিতযুক্ত উষ্মবাত নিবারণ হইয়া থাকে।

শীতাবগাহ আবস্তেষ্কৃষ্মবাতনিবারণঃ।।

শীতল জলে বস্ত্রিদেহ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিলেও উষ্মবাত নিবারিত হয়।

স্ত্রীগামতিপ্রসঙ্গেন শোণিতং যস্য রিচ্যতে। মৈথুনোপরমশ্যাস্য বৃংহণীয়ো হিতো বিধিঃ।।

অধিক স্ত্রীসম্ভোগহেতু লিঙ্গ দিয়া যাহার রক্ত নির্গত হয়, তাহার মৈথুনত্যাগ ও বলকারক ঔষধাদি সেবন করা কর্তব্য।

স্বপ্তাফলমুদীকা-কৃষ্ণেশ্বরসিতারজঃ। সমাংশমর্দভাগানি ক্ষীরকৌদ্রঘৃতানি চ।। সর্বং সমাগ্ বিমথ্যাক্ষ-  
মানং লীড়া পয়ঃ পিবেৎ। হস্তি শুক্রাশয়োথাংশচ দোষান্ বন্ধ্যাসূতপ্রদম্।।

আলকুশীর বীজ, দ্রাক্ষা, পিপ্পলী, কুলেখাড়ার বীজ ও চিনি, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণসমভাগ এবং দুগ্ধ  
মধু ও ঘৃত প্রত্যেক (মিলিত চূর্ণের) অর্দ্ধভাগ একত্র উত্তমরূপে আলোড়িত করিয়া ২ তোলা  
পরিমাণে লেহন করিয়া দুগ্ধ অনুপান করিবে। তাহাতে শুক্রাশয়জাত সমস্ত দোষ নিবারিত হয়।

গোধাবত্যা মূলং কথিতং ঘলতৈলগোরসৈর্মিশ্রম্। পীতং নিরুদ্ধমরিয়াদ্ ভিনন্তি মূত্রস্য সংরোধম্।।

গোয়ালিয়া লতার মূলের কাথ ঘৃত তৈল ও তঁত্রের সহিত সেবন করিলে মূত্ররোগ অচিরে নিবারিত  
হয়।

বরান্নলবণোপেতং সূতং যশ্চ পিবেন্নরঃ। তস্য নশ্যন্তি বেগেন মূত্রাঘাতাস্ত্রয়োদশ।।

কাঁজি ও সৈন্ধব লবণের সহিত রসসিন্দূর সেবন করিলে সকলপ্রকার মূত্রাঘাত প্রশমিত হয়।

দশমূলীশৃতং পীড়া সশিলাজতু-শর্করম্। বাতকুণ্ডলিকাষ্টীলা-বাতবন্তৌ প্রযুক্ত্যতে।।

দশমূলের কাথে শিলাজতু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতকুণ্ডলিকা, অষ্টীলা ও বাতবন্তি  
উপশমিত হয়।

কর্কটাবীজসিন্ধুখ-ত্রিফলাসমভাগিকম্। পীতমুষণ্ডসা চূর্ণং মূত্ররোধং নিবারয়েৎ।।

কাঁকুড়বীজ, সৈন্ধবলবণ ও ত্রিফলা ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে  
মূত্ররোধ নিবারিত হয়।

### চিত্রকাদ্যং ঘৃতম্

চিত্রকং শারিবা চৈব বলা কালানুশারিবা। দ্রাক্ষা বিশালা পিপ্পল্যাস্তথা চিত্রফলা ভবেৎ।। তথৈব মধুকং  
পথ্যাং দদ্যাদামলকানি চ। ঘৃতাঢ়কং পচেদভিঃ কষ্টৈরক্ষসমষ্টিতঃ।। ক্ষীরদ্রোণে জলদ্রোণে তৎসিদ্ধম-  
বতারয়েৎ। শীতং পরিশ্রুতকৈব শর্করাপ্রস্থং যুতম্।। তুগাক্ষীর্যাশ্চ তৎসর্বং মতিমান্ প্রতিমিশ্রয়েৎ।  
ততো মিতং পিবেৎ কালে যথাদোষং যথাবলম্।। বাতরেতাঃ পিত্তরেতাঃ শ্লেষ্মারেতাশ্চ যো ভবেৎ।  
রক্তরেতা গ্রস্থিরেতাঃ পিবেদিচ্ছন্নরোগতাম্।। জীবনীযঞ্চ ব্যাঘ্রং সর্পিরেতম্বাহুগুণম্। প্রজাহিতঞ্চ ধন্যঞ্চ  
সর্বরোগাপহং শিবম্।। সর্পিরেতৎ প্রযুক্ত্বানা স্ত্রী গর্ভং লভতেহ্চিত্রাৎ। অসৃগ্দোষান্ জয়েচ্চাপি  
যোনিদোষাংশ্চ সংহতান্। মূত্ররোধেষু সর্বেষু কুর্যাদেতচ্চিকিৎসিতম্।।

ঘৃত ১৬ সের। দুগ্ধ ৬৪ সের, জল ৬৪ সের। কঙ্কার চিতা, অনন্তমূল, বেড়োলা, তগরপাদুকা,  
দ্রাক্ষা, রাখালশসা, পিপুল, চিত্রফলা (গোরক্ষচাকুলেবিশেষ), যষ্টিমধু, হরীতকী ও আমলকী ২  
তোলা পরিমাণে এই সকল দ্রব্য কুট্রিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে বস্ত্র  
দ্বারা ছাঁকিয়া তাহাতে ২ সের চিনি ও ২ সের বংশলোচন মিশ্রিত করিবে। এই ঘৃত জীর্ণাহারে এবং  
অগ্নি ও বলানসারে যথামাত্রায় সেবন করিলে সর্বপ্রকার মূত্রদোষ নিবারিত হয়। ইহা ব্যাঘ্র, আয়ুষ্কর,  
যোনিদোষ ও রক্তদোষ-নিবারক এবং সর্বরোগনাশক।

### ধান্য গোক্ষুরকং ঘৃতম্

ধান্যগোক্ষুরককাথ-কঙ্কযুক্তং ঘৃতং হিতম্। মূত্রাঘাতে মূত্রদোষে শুক্রদোষে চ দারুণে।।

ধনে ও গোক্ষুর, এই উভয়ের কাথ ও কঙ্ক-সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে মূত্রাঘাত  
এবং মূত্র ও শুক্রদোষ নিবারিত হয়।

### ভদ্রাবহং ঘৃতম্

অম্বষ্ঠা পাটলা চৈব বর্ষাভূদ্বয়মেব চ। বিদারীকন্দকাশাশ্চ কুশমোরটগোক্ষুরাঃ॥ পাষাণভেদো বারাহী শালিমূলং শরস্তথা। ভল্লাতকং শিরীষস্য মূলমেবামথাহরেৎ॥ সমভাগানি সর্বাণি ক্কাথয়িত্বা বিচক্ষণঃ। পাদশেষকষায়েণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥ কক্ষং দত্ত্বাথ মতিমান্ গিরিজং মধুকং তথা। নীলোৎপলঞ্চ কাকোলীং বীজং ত্রাপুষ্যমেব চ॥ কুশ্মাণ্ডঞ্চ তথৈবর্কারু-সম্ভবঞ্চ সমং ভবেৎ। উষ্ণবাতং নিহন্ত্যেতদ্ ঘৃতং ভদ্রাবহং শুভম্॥

অম্বষ্ঠা, পারুল, শ্বেত পুনর্নবা, রক্ত পুনর্নবা, ভূমিকুশ্মাণ্ড, কাশ, কুশ, ইক্ষু, গোক্ষুর, পাষাণভেদী, বারাহীকন্দ (চুবড়ি আলু), শালিধান্যমূল, শরমূল, ভেলার মুটি ও শিরীষমূল, এই সকল দ্রব্য সমভাগ (মোট ৮ সের), জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কক্ষার্থ শৈলজ, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, কাকোলী, শসার বীজ, কুশ্মাণ্ড ও কাঁকুড়বীজ এই সকল মিলিত ১ সের। ঘৃত ৪ সের। যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে উষ্ণবাত নিবারিত হয়।

### বিদারী ঘৃতম্

বিদারী বৃষকো যুথী মাতুলুঙ্গী চ ভূত্বগম্। পাষাণভেদঃ কন্তুরী বসুকো বসিরোহনলঃ॥ পুনর্নবা বচা রাস্না চাতিবলা তথা। কশেরুবিসশৃঙ্গাট-তামলক্যঃ স্থিরাদয়ঃ॥ শরেক্ষুদর্ভমূলঞ্চ কুশঃ কাশস্তথৈব চ। পলদ্বয়স্ত সংহত্য জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥ পাদশেষে রসে তস্মিন্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। শতাবর্য্যাস্তথা ধাত্র্যাঃ স্বরসো ঘৃতসম্বিতঃ॥ ষট্‌পলং শর্করায়াম্‌চ কার্ষিকায়াপরাণি চ। যষ্ট্যাহুং পিঙ্গলী দ্রাক্ষা কাশ্মর্য্যং সপক্‌ষকম্॥ এলা দুরালভা কৌস্তী কুক্ষুমং নাগকেশরম্। জীবনীয়ানি চাষ্টো চ দত্ত্বা চ দ্বিগুণং পয়ঃ॥ এতৎ‌ সপিবিপক্তব্যং শনৈর্মুদয়িত্বা বৃধেৎ। মুত্রাঘাতেষু সর্ব্বেষু বিশেষাৎ‌ পিত্তজেষু চ॥ শর্করাস্থরীশুলেষু শোণিতপ্রভবেষু চ। হৃদোগে পিত্তগুণ্ডেষু চ বাতাস্কপিত্তজেষু চ॥ কাসশ্বাসস্ফতারেষু ধনুঃস্ত্রীভারকষিভে। তৃষণাচ্ছর্দির্মনঃকম্প-শোণিতচ্ছর্দনে তথা॥ রক্তে যক্ষ্মণ্যপস্মারে তথোন্মাদে শিরোগ্রহে। যোনিদোষে রজোদোষে শুক্রদোষে স্বরাময়ে॥ এতৎ‌ স্মৃতিকরণং বৃষ্যং বাজীকরণমুত্তমম্। পুত্রদং বলবর্ণাঢ্যং বিশেষাদ্‌ বাতনাশনম্॥ পানভোজননস্যেযু ন কচিৎ‌ প্রতিহন্যতে। বিদারীঘৃতমিত্যুক্তং রসায়নমনুত্তমম্॥

ঘৃত ৪ সের। ক্কাথার্থ ভূমিকুশ্মাণ্ড, বাসক, যুঁইমূল, টাবালেবু, গন্ধতৃণ, পাষাণভেদী, কন্তুরী, আকন্দ, গজপিঙ্গলী, চিতা, পুনর্নবা, বচ, রাস্না, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, কেণ্ডুর, মৃগাল, পানিফল, ভুঁই আমলা, স্বল্প পঞ্চমূল, শর, ইক্ষু, দর্ভমূল, কুশ, কাশ প্রত্যেক ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। শতমূলীর স্বরস ৪ সের। আমলকীর স্বরস ৪ সের। দুগ্ধ ৮ সের। কক্ষার্থ চিনি ৬ পল, যষ্টিমধু, পিপুল, দ্রাক্ষা, গাণ্ডারী, পরুষফল, এলাইচ, দুরালভা, রেণুকা, কুক্ষুম, নাগেশ্বর ও জীবনীয়গণ (ঋক্তি, বৃদ্ধি, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক ও ঋষভক) প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্যসহ মৃদু অগ্নিতে যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মুত্রাঘাত, বিশেষত পিত্তজ মুত্রাঘাত নিবারিত হয়। ইহাতে শর্করা, অশ্মরী, রক্তদোষ-জন্য রোগ, হৃদোগ, বাতরক্ত প্রভৃতি এবং রজোদোষ, যোনিদোষ, শুক্রদোষ ও স্বরভঙ্গ বিনষ্ট হয়। এই ঘৃতপানে অতিরিক্ত ধনু-আকর্ষণ, ভারবহন ও স্ত্রীসঙ্গ-জন্য উপস্থিত রোগসকল নষ্ট হইয়া থাকে। ইহা বৃষ্য, স্মৃতিকর, বাজীকরণ, পুত্রদ ও বলবর্ণকারক।

### শিলোত্তিাদি তৈলম্

শিলোত্তিদেরগুসমস্থিরাভিঃ পুনর্নবাতীরুরসেযু সিদ্ধম্। তৈলং শৃতং ক্ষীরমথানুপানং কালেযু কৃচ্ছাদিষু সম্প্রযোজ্যম্॥

তৈল ৪ সের। পুনর্নবা ও শতমূলীর রস ১৬ সের। কঙ্কার্থ পাষণভেদী, ভেরেণ্ডামূল ও শালপাণি মিলিত ১ সের। যথাবিধি তৈল পাক করিয়া দুগ্ধসহ সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছাদি রোগ প্রশমিত হয়।

#### উশীরাদ্যং তৈলম্

উশীরং তগরং কৃষ্ণং যষ্টীমধুকচন্দনম্। বিভীতক্যভয়াভীরু পদ্মমূলপল শারিবে।। বলা তুরগগন্ধা চ দশমূলং শতাবরী। বিদারী কাকোলী চৈব শুভ্রচ্যতিবলা তথা।। শ্বদংষ্ট্রা শতপুষ্পা চ বাট্যালকমধুরিকৈ। এতৈঃ কৰ্মমিতৈর্ভাগৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।। সপত্রফলমূলস্য গোক্ষুরস্য পলং শতম্। জলদ্রোণে বিপক্তব্যং পাদাংশেনাবতারয়েৎ।। তত্রং তৈলসমং দেয়ং বীরণকাথমাঢ়কম্। মূত্রাঘাতং মূত্রকৃচ্ছমশ্মরীং হস্তি দারুণাম্।। বলবর্ণকরং ব্যাং বাতপিত্তনিসূদনম্। উশীরাদ্যমিদং তৈলং কাশিরাজেন নিষ্মিতম্।।

তিলতৈল ৪ সের। ক্কাথার্থ পত্র ফল ও মূল-সহ গোক্ষুর ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; বেণার মূল ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; তক্র ৪ সের। কঙ্কার্থ বেণার মূল, তগরপাদুকা, কুড়, যষ্টীমধু, রক্তচন্দন, বহেড়া, হরীতকী, মহাশতাবরী, পদ্মকাষ্ঠ, উৎপল, অনন্তমূল, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, দশমূল, শতমূলী, ভূমিকুশ্মাণ্ড, কাকোলী, গুলঞ্চ, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, গুলফা, শ্বেত বেড়েলা ও মৌরি প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দনে মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ ও অশ্মরী রোগ নিবারিত হয়। ইহা বল ও বর্ণকারক, ব্যাং এবং বায়ু ও পিত্তনাশক।

#### পথ্যাপথ্যবিধিঃ

##### মূত্রাঘাতে পথ্যানি

অভ্যঞ্জনম্বেহবিরেকবস্তি-স্বেদাবগাহোত্তরবস্ত্যশচ। পুরাতনা লোহিতশাল্যশচ মাংসানি ধ্বংপ্রভবাণি মদ্যম্।। তত্রং পয়ো দধ্যাপি মাষযুষঃ পুরাণকুশ্মাণ্ডফলং পটোলম্। মহার্কং তালফলাস্থিমজ্জা হরীতকী কোমলনারিকেলম্।। গুবাকখজ্জীরকনারিকেল তালদ্রুমাগামপি মন্তকানি। যথামলং সর্বমিদঞ্চ মূত্রাঘাততুরাগাং হিতমাবহস্তি।।

অভ্যঙ্গ, মেহপ্রয়োগ, বিরেচন, বস্তিক্রিয়া, স্বেদ, অবগাহন, উত্তরবস্তি, পরানো রক্তশালি, ধ্বংদেশজাত মৃগপক্ষী প্রভৃতির মাংস, মদ্যপান, তক্র, দুগ্ধ, দধি, মাষকলায়ের যুষ, পুরানো কুমড়া, পটোল, বন আদা, তালআঁটির শাঁস, হরীতকী, কোমল নারিকেল (নেয়াপাতি), এবং সুপারি, খজ্জীর, নারিকেল ও তালবৃক্ষের মন্তক, এই সকল দোষানুসারে প্রয়োগ করিলে মূত্রাঘাতরোগীর হিতকর হয়।

##### মূত্রাঘাতেহপথ্যানি

বিরুদ্ধানি চ সর্বাণি ব্যায়ামং মাগশীলনম্। রুক্ষং বিদাহি বিষ্টপ্তি ব্যবায়ং বেগধারণম্। করীরং বমনঞ্চাপি মূত্রাঘাতী বিবজ্জয়েৎ।।

সকলপ্রকার বিরুদ্ধদ্রব্য, ব্যায়াম, নিয়ত পর্যটন, রুক্ষ দ্রব্য, বিদাহী দ্রব্য, বিষ্টপ্তি দ্রব্য, মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, বংশাঙ্কুর এবং বমন এই সকল মূত্রাঘাতে পরিত্যাগ করিবে।

ইত্যয়ুর্বেদ-সংগ্রহে মূত্রাঘাতাধিকারঃ।

# অশ্মরীরোগাধিকার

## অশ্মরী নিদানম্

বাতপিত্তকফৈস্তিষ্ণচতুৰ্থী শুভ্রজাপরা। প্রায়ঃ শ্লেষ্মাশ্রয়াঃ সৰ্ব্বা অশ্মর্যাঃ সূর্যমোপমাঃ।। বিশেষয়েদ্বস্তি-  
গতং সশুক্রং মূত্রং সপিত্তং পবনঃ কফং বা। যদা তদাশ্মর্যুপজায়তে তু ক্রমেণ পিত্তেষ্বিব রোচনা  
গোঃ।। অশ্মরী শৰ্করা চৈব তুল্যসত্ত্ববলক্ষণে। বিশেষণং শৰ্করায়াঃ শৃণু কীর্তয়তো মম।। পচ্যমানাশ্মরী  
পিত্তাচ্ছোষ্যমাণা চ বায়ুনা। বিমুক্তকফসন্ধানা ক্ষরন্তী শৰ্করা মতা।। হৃৎপীড়া বেপথুঃ শূলং কৃষ্ণাবগ্নিচ্চ  
দুৰ্ব্বলঃ। তয়া ভবতি মুচ্ছা চ মূত্রকৃচ্ছ্রা দারুণম্।। মূত্রবেগনিরন্তাভিঃ প্রশমং যতি বেদনা। যাবদস্যাঃ  
পুনর্নৈতি ওড়িকা স্রোতসো মুখম্।।

কুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ ও শুক্র দ্বারা অশ্মরী রোগ উৎপন্ন হয়। সুতরাং অশ্মরী চারি প্রকার। যথা  
বাতজ পিত্তজ কফজ ও শুক্রজ। শুক্রজ অশ্মরী ভিন্ন, সকলপ্রকার অশ্মরীরই সমবায়ী-কারণ  
শ্লেষ্মা। শুক্রাশ্মরীর সমবায়ী কারণ শুক্র। কাহারও মতে শুক্রাশ্মরীরও সমবায়ী-কারণ কফ। অশ্মরী  
অতি ভয়ঙ্কর ব্যাধি, অচিকিৎসিত হইলে নিশ্চয়ই মারাত্মক হইয়া থাকে।

কুপিত বায়ু কর্তৃক বস্তিগত মূত্র ও শুক্র কিংবা পিত্ত ও কফ বিশোষিত হইলে অশ্মরীরূপে পরিণত  
হয়। যেমন গো-পিত্ত বায়ু কর্তৃক শোষিত হইয়া ক্রমে-ক্রমে গোৰোচনারূপে পরিণত হয়, অশ্মরীও  
সেইরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শৰ্করা। অশ্মরী ও শৰ্করার কারণ ও লক্ষণ তুল্যরূপ জানিবে। তবে শৰ্করার বিশেষ বিবরণ শুনো।  
মূত্র শুক্র ও কফ প্রথমে পিত্তোষ্মা দ্বারা পক, পশ্চাৎ বায়ু দ্বারা শোষিত এবং কফ দ্বারা আলিষ্ট  
হইলে, তাহাকে অশ্মরী বলা যায়। ঐ অশ্মরী যদি কোন কারণে কফসংশ্লেষরহিত হয়, তাহা হইলে  
শৰ্করাবৎ সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম হইয়া মূত্রমার্গ দিয়া ক্ষরিত হইতে থাকে, তাহাকেই শৰ্করা কহে। সেই শৰ্করা

হইতে দারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে। ইহাতে হাংপীড়া, কম্প, কুক্ষিদেহে শূল, অগ্নিমান্দ্য ও মুচ্ছা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। অশ্মরীণ্ডিকা অর্থাৎ শর্করা মূত্রবেগে যখন স্রোতোমুখে আসিয়া সংলগ্ন হয়, তখন দারুণ বেদনা আনয়ন করে, কিন্তু মূত্রবেগবর্জিত হইলে বেদনার শাস্তি হইয়া থাকে। (অশ্মরী শর্করাক্রমে পরিণত হয় বলিয়া এই উভয়কে অভিন্ন পদার্থ বলা যাইতে পারে, সুতরাং অশ্মরী ও শর্করা হইতে জাত মূত্রকৃচ্ছ্রদ্বয়ও একজাতীয়, অতএব শর্করাজ মূত্রকৃচ্ছ্রকে অশ্মরীজ মূত্রকৃচ্ছ্রের অন্তর্ভূত গণনা করিয়া সমুদায়ে আটপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র অভিহিত হইয়াছে)।

### অশ্মরী চিকিৎসা

অশ্মরী দারুণো ব্যাধিরন্তকপ্রতিমো মতঃ। ঔষধৈস্তরুণঃ সাধ্যঃ প্রবদ্ধশ্চেদমহতিঃ।।

অশ্মরী অতি ভয়ঙ্কর ব্যাধি, ইহা সাক্ষাৎ যমস্বরূপ, তরুণ অশ্মরী ঔষধসাধ্য, কিন্তু বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইলে শস্ত্রপ্রয়োগ আবশ্যক।

তস্য পূর্বেষু রূপেষু স্নেহাদিক্রম ইষ্যতে। তেনাস্যাপচয়ং যাস্তি ব্যাধেমূলান্যশেষতঃ।।

অশ্মরীরোগের পূর্বরূপ প্রকাশ পাইলে স্নেহাদিপ্রয়োগ কর্তব্য। কারণ তদ্বারা ব্যাধির মূল নষ্ট হয়।

বরুণস্য ত্বচং শ্রেষ্ঠাং গুণীগোক্ষুরসংযুতাম্। যবক্ষারগুড়ং দত্ত্বা ক্কাথয়িত্বা জলং পিবেৎ। অশ্মরীং বাতজাং হস্তি চিরকালানুবন্ধিনীম্।।

বরুণছাল, শুঠ ও গোক্ষুর ইহাদের ক্কাথে যবক্ষার ২ মাষা, পুরাতন গুড় ২ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন বাতশ্মরীর শাস্তি হইবে।

### গুণ্যাদিক্কাথঃ

গুণ্যায়মহুপাযাণ-শিগ্রবরুণগোক্ষুরৈঃ। অভয়ারম্বধফলৈঃ ক্কাথং কুর্য্যাদ বিচক্ষণঃ।। রামঠক্ষারলবণ-চূর্ণং দত্ত্বা পিবেন্নরঃ। অশ্মরীমূত্রকৃচ্ছ্রয়ং পাচনং দীপনং পরম্। হন্যাৎ কোষ্ঠাশ্রিতং বাতং কট্যরুগুদ-মেদ্রগম্।।

শুঠ, গণিয়ারি, পাযাণভেদী, সজিনা, বরুণছাল, গোক্ষুর, হরীতকী ও সৌদালফল, ইহাদের ক্কাথে হিঙ্গু, যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং কোষ্ঠ কটী উরু গুহ্য ও মেদ্রগত বাত প্রশমিত হয়। ইহা পাচক ও অগ্নির প্রদীপক।

### উষকাদিগণঃ

উষকং সৈন্ধবং হিঙ্গু কাশীশদ্বয়গুণ্ডলু। শিলাজতু তুথকঞ্চ উষকাদিরূদাহতঃ।। উষকাদিঃ কফং হস্তি গণো মেদোবিশোধনঃ। অশ্মরীশর্করামূত্র-শূলয় কফগুণ্মনাৎ।।

ক্ষারমৃত্তিকা, সৈন্ধব, হিঙ্গু, হিরাকসদ্বয় (ধাতুকাশীশ, পুষ্পকাশীশ), গুণ্ডলু, শিলাজতু, তুঁতে ইহার উষকাদিগণ। এই সমস্ত দ্রব্য কফনাশক, মেদোবিশোধক, অশ্মরী শর্করা মূত্রশূল ও কফগুণ্মনাশক।

### বরুণাদিকষায়ঃ

বরুণত্বক্কাযাস্ত পীতস্ত গুড়সংযুতঃ। অশ্মরীং পাতয়ত্যাশু বস্তিশূলবিনাশনঃ।।

বরুণছালের কষায় গুড় দিয়া পান করিলে অশ্মরী আশু নিপতিত ও বস্তিশূল প্রশমিত হয়।

পিবেদ বরুণমূলত্বক্-ক্কাথং তৎকক্ষসংযুতম্। ক্কাথশ্চ শিগ্রমূলোথঃ কদুবেগহশ্মরীনাশনঃ।।

ধরণমূলের ছালের কাথে বরণমূলের ছালের কঙ্ক মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অশ্মরী বিনষ্ট হয়।  
সজিনামূলের ছালের কাথও ঈষদুষ্ট করিয়া পান করিলে অশ্মরী বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নাগবরণগোক্ষুরপাষণভেদকপোতবজ্রকাথঃ। গুড়যাবশুকমিশ্রং পীতো হস্তাশ্মরীমুগ্রাম্॥

শুঠ, বরণছাল, গোক্ষুর, পাষণভেদী ও কপোতবজ্র (শিরীষসদৃশ ক্ষুদ্রপত্রবিশিষ্ট বৃক্ষবিশেষ),  
ইহাদের কাথে গুড় ও যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে উগ্র অশ্মরীও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বরণত্বকশিলাভেদ-শুষ্ঠীগোক্ষুরকৈঃ কৃতঃ। কষায়ঃ ক্ষারসংযুক্তঃ শর্করাঞ্চ ভিনক্তাপি॥ শ্বদংষ্ট্রৈরুপত্রাণি  
নাগরং বরণত্বচম্। এতৎ কাথবরং প্রাতঃ পিবেদশ্মরীভেদনম্॥

বরণছাল, পাষণভেদী, শুঠ ও গোক্ষুরের কাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শর্করা বিনষ্ট  
হয়। গোক্ষুর, এরণ্ডপত্র, শুঠ ও বরণছালের কাথ প্রাতে সেবন করিলে অশ্মরীভেদ হইয়া থাকে।

বৃহদবরণাদিঃ

বারুণং বঙ্কলং শুষ্ঠী বীজং গোক্ষুরসম্ভবম্। তালমূলী কুলথঞ্চ কুশাদিপঞ্চমূলকম্॥ শর্করাক্ষারসংযুক্তং  
কাথয়িত্বা জলং পিবেৎ। অশ্মরীমূত্রকৃচ্ছ্রং বস্তিমহেনশূলনুৎ॥

বরণছাল, শুঠ, গোক্ষুরবীজ, তালমূলী, কুলথকলাই, কুশাদি তৃণপঞ্চমূল মিলিত ২ তোলা, জল ১০  
সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া, প্রক্ষেপ চিনি ২ মাষা, যবক্ষার ২ মাষা। ইহাতে অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, বস্তিশূল  
ও লিঙ্গশূল নিবারিত হয়।

মূলং শ্বদংষ্ট্রৈশ্চুরকোরুবুকাং ক্ষীরেণ পিষ্টং বৃহতীদ্বয়াচ্চ। আলোড়্য দগ্ধা মধুরেণ পেয়ং দিনানি সপ্তাশ্মরি-  
ভেদনর্থম্॥ (সর্বং মিলিত্বা মাষচতুষ্টয়ম্)।

গোক্ষুর, কোকিলাক্ষ, এরণ্ড, বৃহতী ও কণ্টকারী ইহাদের মূল মিলিত ৪ মাষা, দুগ্ধে পেষণ করিয়া  
অনল্প দধিতে আলোড়ন করিয়া ৭ দিন পান করিলে অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

এলাদিঃ

এলোপকুল্যা মধুকাশ্মভেদঃ কৌষ্ঠীশ্বদংষ্ট্রাবৃষকোরুবুকাঃ। কাথং পিবেদশ্মজতুপ্রগাঢ়ং সশর্করে চাশ্মরি-  
মূত্রকৃচ্ছ্রে॥

এলাইচ, পিঙ্গলী, যষ্টিমধু, পাষণভেদী, রেণুকা, গোক্ষুর, বাসক ও এরণ্ড, ইহাদের কাথে ৩/৪  
মাষা শিলাজতু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শর্করা, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

ত্রিকণ্টকস্য বীজানাং চূর্ণং মাষিকসংযুতম্। অবিক্ষীরেণ সপ্তাহং পিবেদশ্মরীনাশনম্। শুক্রাশ্মর্যাস্ত  
সামান্যো বিধিরশ্মরীনাশনঃ॥

গোক্ষুরবীজচূর্ণ মধু-সংযুক্ত করিয়া মেঘীদুগ্ধের সহিত সপ্তাহকাল সেবন করিলে অশ্মরী বিনষ্ট  
হয়। শুক্রাশ্মরী রোগে অশ্মরী রোগোক্ত সাধারণ চিকিৎসা করিবে।

প্রপিবৎ তালমূল্যা বা কঙ্কং ব্যুথিতবারিণা। তেনৈবাথ গবাক্ষ্যা বা ত্রাহদশ্মরীপাতনম্॥

তালমূলী অথবা গোরক্ষচাকুলে বাটিয়া বাসি জলের সহিত পান করিলে অশ্মরী শীঘ্রনিপতিত হয়।

যো নারিকেলকুসুমং সক্ষারং বারিণা পিষ্টা। পিবতি তস্য হি দিনেকান্নিপতিত যোরাশ্মরী নুনম্॥

নারিকেলফুল ৪ মাষা, যবক্ষার ৪ মাষা জলে বাটিয়া প্রাতে ভক্ষণ করিলে অশ্মরী পতিত হয়।



### পাষণভেদাদ্য চূর্ণং ঘৃতঞ্চ

পাষণভেদো বৃষকঃ স্বদংষ্ট্রা পাঠাভয়া ব্যোমশটীনিকুণ্ডাঃ। হিংস্রাখরাহাশিতিমারকাণামেব্বারুকাচ্চ  
ত্রপুষাচ্চ বীজম্।। উপকৃষ্ণিকা হিঙ্গু সবেতসাল্লং স্যাৎ দ্বৈ বৃহতৌ হবুযা বচা চ। চূর্ণং পিবেদশ্মরিভেদি  
পকং সর্পির্শচ গোমূত্রচতুর্গুণং তৈঃ।।

পাষণভেদী, বাসক, গোক্ষুর, আকনাদি, হরীতকী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, শটী, দন্তী, কালিয়াকড়া,  
বনযমানী, শালিঞ্চ, কাঁকড়বীজ, শসাবীজ, কৃষ্ণজীরা, হিং, অল্পবেতস, বৃহতী, কণ্টকারী, হবুযা ও  
বচ ইহাদের চূর্ণ জল-সহ পান করিবে অথবা এই সকল দ্রব্যের কক্ষ দ্বারা ঘৃতের চতুর্গুণ গোমূত্র-  
সহ যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

### জাতীফলাদ্যবর্গঃ

জাতীফলং বরী দর্ভং শর্করা চ তথৈব চ। এলা চৈব লবঙ্গানি সর্পিষা সপ্তদ্বত্ৰচম্।। সমভাগানি সর্ব্বাণি  
কারয়েচ্চৈব যত্নতঃ। অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রম্ মূত্রাঘাতং তথৈব চ। স্রোতোরোধং নিহন্ত্যাশু প্রমেহনিখিলানি  
চ।।

জাতীফল, শতমূলী, কুশ, চিনি, এলাইচ, লবঙ্গ ও দারুচিনি ইহাদের সমভাগ চূর্ণ ঘৃত-সহ মিশ্রিত  
করিয়া সেবন করিবে। এই জাতীফলাদ্য বর্গসেবনে অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, স্রোতোরোধ ও  
সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ নিবারিত হয়।

### তিলাদিষ্কারযোগঃ

তিলাপামার্গকদলী-পলাশযবসম্ভবঃ। ক্ষারঃ পেয়োহবিমূত্রেষণ শর্করাশ্মরিজিদ্ ভবেৎ।। (ছাগমূত্রেষণেতি  
রসেন্দ্রচিস্তামণৌ)।

তিলনালভস্ম, আপাঙ্গভস্ম, কদলীকাণ্ডভস্ম, যবনালভস্ম (মিলিত ২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ  
১৬ সের। এই ক্ষারজল ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করত সমুদায় জল নিঃশেষিত করিবে)। ইহাদের  
ক্ষারচূর্ণ ২ রতি পরিমাণে মেঘ বা ছাগমূত্রের সহিত সেবা। ইহাতে শর্করা ও অশ্মরী রোগ নষ্ট হয়।

### পাষণবজ্রো রসঃ

শুক্রসূতং দ্বিধাগন্ধং রসৈঃ স্বেতপুনর্নবৈঃ। মর্দয়িত্বা দিনং যন্তে রুদ্ধা তদ্ ভূধরে পচেৎ।। দিনান্তে তৎ  
সমুদ্রুতা মর্দয়েদ্ গুড়সংযুতম্। অশ্মরীং বন্তিশূলং হন্তি পাষণবজ্রকঃ।। গোরক্ষকর্কটীমূল-ক্কাথং  
কৌলথকং তথা। অনুপানং প্রযোক্তব্যং বুদ্ধা দোষবলাবলম্।।

শোধিত পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, স্বেত পুনর্নবার রসে একদিন খলে মর্দন করিয়া ভূধরযন্ত্রে পাক  
করিবে। পরে শীতল হইলে উত্তোলন করত গুড়-সহ মর্দন করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান গোরক্ষকর্কটী  
মূলের এবং কুলথকলায়ের ক্কাথ। দোষের বলাবল বুঝিয়া অনুপান প্রয়োগ করিবে। ইহাতে অশ্মরী (পাথুরী)  
ও বন্তিশূল প্রশমিত হয়।

### পাষণভিন্নঃ

শুক্রসূতং দ্বিধাগন্ধং শিলাজতুরসঃ পলম্। স্বেত পুনর্নবাবাসা-রসৈঃ স্বেতাপরাজিতৈঃ।। প্রতিদিনং ত্র্যহং  
মর্দ্যং শুদ্ধং তদ্ ভাওসংপুটে। স্বেদয়েদ্ দোলিকায়ন্তে সংশুদ্ধং তদ্ বিচূর্ণয়েৎ।। রসঃ পাষণভিন্নঃ স্যাৎ  
দ্বিগুণ্ডাশ্মরীং হরেৎ। ভূধাত্রীফলবিশালাং পিষ্ট্বা দুক্ষেন পায়য়েৎ। কলথক্কাথসংপীতমনুপান সখাবহম্।।

পারদ ১ পল, গন্ধক ২ পল, শিলাজতু ১ পল, এই সমুদায় একত্র করিয়া যথাক্রমে স্বেত পুনর্নবা,

বাসক ও শ্বেত অপরাজিতার রসে এক-এক দিন মর্দন করিয়া শুকাইয়া ভাণ্ডমধ্যে নিরোধ করত দোলায়ন্তে শ্বেদ প্রদান করিবে। পরে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া ভূঁই আমলার ফল ও রাখালশসার মূল দুন্ধের সহিত পেষণ করিয়া তৎসহযোগে এই ঔষধ ২ রতি পরিমাণে সেবন করাইবে। কিংবা কুলথের ক্বাথের সহিত সেব্য। ইহাতে অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

#### ত্রিবিক্রমো রসঃ

মৃততাম্রমজাঙ্ক্ষীরেঃ পাচ্যাং তুল্যাং গতে দ্রবে। তৎ তাম্রং শুদ্ধসূতঞ্চ গন্ধকঞ্চ সমং সমম্।। নিগুণ্ডী-  
স্বরসৈর্মদ্যাং দিনং তদ্যোগলকীকৃতম্। যামৈকং বালুকাযন্ত্রে পত্না যোজ্যং দ্বিগুঞ্জকম্।। বীজপূরস্য মূলঞ্চ  
সজলধানুপায়য়েৎ। রসদ্বিবিক্রমো নাম শর্করামশ্মরীং জয়েৎ।। (ত্রিবিক্রমরসে তাম্রতুল্যাং ছাগীদুগ্ধং  
দত্তা পাচ্যম্। দুগ্ধে নিঃশেষিতে তাম্রতুল্যাং রসগন্ধকং নিষ্কিপ্য নিগুণ্ডীরসৈর্দিনেকং সংমর্দ্য বালুকাযন্ত্রে  
যামৈকং পচেৎ। মাত্রা চাস্য গুঞ্জাদয়পরিমিতা। রসেন্দ্র টীঃ)।

জারিত তাম্রে সমপরিমিত ছাগীদুগ্ধ মিশাইয়া একত্র পাক করিবে। যখন দুগ্ধ নিঃশেষ হইবে, তখন ঐ তাম্রের সমান শোধিত পারদ ও গন্ধক একত্রিত করিয়া নিসিন্দারসে একদিন মর্দন করত বালুকাযন্ত্রে একপ্রহর পাক করিয়া ২ রতি পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। টাবালেবুর মূল ও জল অনুপানে সেবনীয়। ইহাতে শর্করা ও অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

#### পাষাণাদ্যাং ঘৃতম্

পাষাণভেদো বসুকো বশিরোহুশ্রান্তকস্তথা। শতাবরী শ্বদংষ্ট্রা চ বৃহতী কণ্টকারিকা।। কপোতবস্ত্রাণ্ডগল-  
কাঞ্চনোশীরগুপ্তাকাঃ। বৃক্ষাদনী ভল্লুকশ বরুণঃ শাকজং ফলম্।। যবাঃ কুলথাঃ কোলানি কতকস্যা  
ফলানি চ। উষকাদিপ্রতীবাপমেয়াং ক্বাথে শৃতং ঘৃতম্।। ভিনন্তি বাতসমুত্তামশ্মরীং কষায়াংশ্চ পয়াংসি  
চ। ভোজনানি চ কুব্বীত বর্গেহুশ্মিন্ বাতনাশনে।।

পাষাণভেদী, আকন্দ, রক্তাপামার্গ, আমরুল, শতমূলী, কাঞ্চন, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, নীলঝিণ্টী, কপোতবস্ত্র (শিরীষসদৃশ ক্ষুদ্রপত্রবিশিষ্ট বৃক্ষবিশেষ), বেণার মূল, গুলঞ্চ, পরগাছা, শ্যোণাক, বরুণ, সেগুণফল, যব, কুলথকলাই, কুল, নিম্বলীফল, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথে ও উষকাদিগণের কন্ধে ঘৃত পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বাতজ অশ্মরী বিনষ্ট হয়। উপরিউক্ত বাতনাশক দ্রব্যসমূহের সহিত ক্ষার, যবাগু, পেয়া, কষায়, দুগ্ধ ও ভোজ্য দ্রব্যসকল যথাবিধি পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে বাতশ্মরী বিনষ্ট হয়।

#### কুশাদ্যাং ঘৃতম্

কুশঃ কাসঃ শরো গুল্ম ইৎকরো মোরটেহুশ্মভিৎ। দর্ভো বিদারী বারাহী শালিমূলং ত্রিকণ্টকঃ।। ভল্লুকঃ  
পাটলী পাঠা পত্তুরোহুত কুরটিকা। পুনর্নবে শিরীষশ্চ কথিতোস্তেষু সাধিতম্।। ঘৃতং শিলাহুমধুকৈ-  
বীজৈরিন্দীবরস্য চ। ত্রপুদ্বৈর্বারুকাণাং বা বীজৈশ্চাবাপিতং শৃতম্।। ভিনন্তি পিত্তসমুত্তামশ্মরীং ক্ষিপ্রমেব  
চ।। ক্ষারান্ যবাগুঃ পেয়াশ্চ কষায়াংশ্চ পয়াংসি চ। ভোজনানি প্রকুব্বীত বর্গেহুশ্মিন্ পিত্তনাশনে।।

কুশ, কাশ, শর, গুলঞ্চ, ইকড়, ইক্ষুমূল, পাষাণভেদী, উলুমূল, ভূমিকুশাণ্ড, বরাক্রান্তা, শালিধান্যমূল, গোক্ষুর, শোণা, পারুল, আকনাদি, শালিঞ্চ, পীতঝিণ্টী, রক্তপুনর্নবা, শ্বেত পুনর্নবা ও শিরীষ এই সকল দ্রব্যের ক্বাথে এবং শিলাজতু, যষ্টিমধু, পদ্মবীজ, শসাবীজ ও কাঁকড়বীজ, ইহাদের কন্ধে যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে পিত্তজ অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

উপরিউক্ত পিত্তনাশক বর্ণে ক্ষার, যবাগু, পেয়া, কষায়, দুগ্ধ ও ভোজ্য দ্রব্যসকল যথাবিধি পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

#### বরুণাদ্যং ঘৃতম্

গণে বরুণকাদৌ চ গুগগুলুহরেনুভিঃ। কুষ্ঠমুস্তাহুমরিচ-চিত্রকৈঃ সসুরাহুয়ৈঃ।। এতৈঃ সিদ্ধমজাসপি-  
কৃষকাদিগণেন চ। ভিনন্তি কফসত্ত্বতামশ্মরীং ক্ষিপ্ৰমেব তু।। ক্ষারান্ যবাগুং পেয়াশ্চ কষায়াংশ্চ পয়াংসি  
চ। ভোজনানি প্রকুব্বীত বর্গেহস্মিন্ কফনাশনে।।

বরুণাদিগণের ক্কাথে এবং গুগগুলু, এলাইচ, রেণুক, কুড়, মুতা, মরিচ, চিতা ও দেবদারু, ইহাদের এবং উষকাদিগণের কক্ষে যথাবিধি ছাগঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে কফজ অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

উপরিউক্ত কফনাশকগণের সহিত ক্ষার, যবাগু, পেয়া, কষায়, দুগ্ধ ও ভোজ্য দ্রব্যসকল যথাবিধানে পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

#### বরুণঘৃতম্

বরুণস্য তুলাং ক্ষুধাং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। পাদশেষং পরিম্বায ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।। বরুণং কদলী  
বিশ্বং তৃণজং পঞ্চমূলকম্। অমৃত্য চান্মজং দেয়ং বীজঞ্চ ত্রপুষোদ্ভবম্।। শতপর্কাতিলক্ষারং পলাশ-  
ক্ষারমেব চ। যুথিকায়শ্চ মূলানি কার্ষিকাগি সমাবপেৎ।। অস্যা মাত্রাং পিবেজ্জন্তুর্দেশকালাদ্যপেক্ষয়া।  
জীর্ণে চান্মিন্ পিবেৎ পূর্বং গুড়ং জীর্ণস্তু মস্তনা। অশ্মরীং শর্করাঞ্চৈব মূত্রকৃচ্ছ্রং বিনাশয়েৎ।। (পূর্বমিতি  
ভোজনাৎ পূর্বম্)।

ঘৃত ৪ সের। ক্কাথার্থ কুণ্ডিত বরুণছাল ১২।১০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কক্ষার্থ বরুণমূলের ছাল, কদলীমূল, বিশ্বছাল, কুশাদি পঞ্চতৃণের মূল, গুলঞ্চ, শিলাজতু, শসার বীজ, বাঁশের মূল, তিলনালের ক্ষার, পলাশক্ষার ও যুইমূল প্রত্যেক ২ তোলা। দেশকাল বিবেচনা করিয়া মাত্রা স্থির করিবে। ঘৃত জীর্ণ হইলে ভোজনের পূর্বে পুরাতন গুড়-সংযুক্ত দধির মাত সেবনীয়। ইহাতে অশ্মরী, শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়।

#### কুলখাদ্যং ঘৃতম্

কুলখসিদ্ধথবিড়ঙ্গসারং সশর্করং শীতলিয়াবশুকম্। বীজানি কুশ্মাণ্ডকগোক্ষুরাভ্যাং ঘৃতং পচেন্না বরুণস্য  
তোয়ে।। দঃসাধ্যসর্বশ্মরীমূত্রকৃচ্ছ্রং মূত্রাভিঘাতঞ্চ সমূত্রবন্ধম্। এতানি সর্বাণি নিহন্তি শীঘ্রং  
প্ররূঢ়বৃক্ষানি বজ্রপাতম্।।

ঘৃত ৪ সের। ক্কাথার্থ বরুণছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কক্ষদ্রব্য কুলখকলাই, সৈন্ধব লবণ, বিড়ঙ্গ, চিনি, শিউলিছোপ, যবক্ষার, কুশ্মাণ্ডবীজ, গোক্ষুরবীজ প্রত্যেক ১ পল। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত পান করিলে দুঃসাধ্য সর্বপ্রকার অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত নিবারিত হয়।

#### বীরতরাদ্যং তৈলম্

ব্রহ্মাধিকারে যৎ তৈলং সৈন্ধবাদ্যং প্রকীর্তিতম্। তৎ তৈলং দ্বিগুণং ক্ষীরং পচেদ্ বীরতরাদিনা।। ক্কাথেন  
পূর্বকঙ্কেন সাধিতস্ত ভিষগ্‌বরৈঃ। এতৎ তৈলবরং শ্রেষ্ঠমশ্মরীণাং বিনাশনম্।। মূত্রাঘাতে মূত্রকৃচ্ছ্র  
পিচ্চিতে মথিতেহপি বা। ভগ্নে শ্রমাভিপ্নে চ সর্বথৈব প্রশস্যতে।।

ব্রহ্ম (কুঁচকী)-চিকিৎসোক্ত সৈন্ধবাদি তৈল, পুনর্ব্বার নিম্নলিখিত ক্কাথাদির সহিত পাক করিবে অর্থাৎ তাহা দ্বিগুণ দুগ্ধ ও চতুগুণ বা দ্বিগুণ বীরতরাদির ক্কাথ এবং পূর্ব্বকঙ্ক-সহ অর্থাৎ সৈন্ধবাদি তৈল পাক করিতে যে-কঙ্ক দেওয়া হইয়াছিল, সেই কঙ্ক-সহ পাক করিবে। অশ্মরীবিনাশে ইহা শ্রেষ্ঠ তৈল। মূত্রাঘাত, মূত্রক্চ্ছ প্রভৃতি রোগেও এই তৈল প্রশস্ত।

#### বরুণাদ্য তৈলং

ত্বকপত্রপুষ্পমূলস্য বরুণাৎ-সত্রিকণ্টকাৎ। কষায়োণ পচেৎ তৈলং বস্তিনাস্থাপনেন চ। শর্করাস্মারিশূলঘ্নং মূত্রক্চ্ছ বিনাশনম্।। (ক্কাথার্থং বরুণস্য যথালভং ত্বকপত্রমূলপুষ্পং পল ৩২, গোক্ষুর পল ৩২, জল শং ৬৪, শেষ সং ১৬। অকঙ্কমিদং তৈলম্, চঃ টীঃ)।

বরুণের ত্বক পত্র পুষ্প ও মূল (যথালভ) ৩২ পল এবং গোক্ষুর ৩২ পল, গল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, এই ক্কাথে তৈল পাক করিয়া সেই তৈল বস্তিতে ও আস্থাপনে প্রয়োগ করিবে, তাহাতে শর্করা, অশ্মরী ও মূত্রক্চ্ছ বিনষ্ট হইবে।

#### পথ্যাপথ্য বিধিঃ

##### অশ্মরীরোগে পথ্যানি

বস্তির্বিরেকো বমনঞ্চ লঙ্ঘনং ষ্বেদোহবগাহোহপি চ বারিসেচনম্। যবাঃ কুলথাঃ প্রপূরণশালয়ো মদ্যানি ধন্বাণ্ডজসম্ভবা রসাঃ।। পরাণকথ্যাণ্ডফলঞ্চ তল্লতা গোকণ্টকো বারুণশাকমার্দ্দকম্। পাষাণভেদী যবশূকবেণবঃ স্থিরা সমাকর্ষণমশ্মনামপি।। এতানি সর্ব্বাণি ভবন্তি সর্ব্বদা মদেহশ্মরীরোগ-নিপীড়িতানাম্।।

বস্তিক্রিয়া, বমন, বিরেচন, উপবাস, ষ্বেদ, অবগাহন, জলসেচন, যব, কুলথকলায়, পুরাতন শালি-তণ্ডুল, মদ্য, মরুদেশজাত এবং অণ্ডজ (পক্ষী ও মৎস্যাদি) প্রাণীর মাংসরস, পুরানো কুমড়া, কুমড়ার ডাঁটা, গোক্ষুর, বরুণের বচি পাতা, আদা, পাষাণভেদী, যবক্ষার, বংশতণ্ডুল, শালপাণি এবং অশ্মরী-আকর্ষক দ্রব্য, এই সকল অশ্মরীপীড়িত রোগীর পথ্য।

##### অশ্মরীরোগে পথ্যানি

মূত্রস্য শুক্রস্য চ বেগমল্লং বিষ্টন্তি রুক্ষং গুরু চান্নপানম্। বিরুদ্ধপানানশ্মরীমান্ বিবর্জ্যেৎ সন্ততম-প্রমত্তঃ।।

মূত্রবেগ ও শুক্রবেগধারণ, অন্নদ্রব্য, বিষ্টন্তী রুক্ষ গুরু এবং বিরুদ্ধ অন্নপানীয় ভোজন এই সমস্ত অশ্মরীরোগে অবহিতচিত্তে সতত পরিত্যাগ করিবে।

ইত্যয়ুর্বেদ-সংগ্রহে অশ্মরীরোগাধিকারঃ।

# প্রমেহরোগাধিকার

## প্রমেহ নিদানম্

আস্যাসুখং স্বপ্নসুখং দধীনি গ্রামোদকানুপরসাঃ পর্যাংসি । নবান্নপানং গুড়বৈকৃতঞ্চ প্রমেহহেতুঃ কফকৃচ্চ  
সর্বম্ ॥ মেদশ্চ মাংসঞ্চ শরীরজঞ্চ ক্রেদং কফো বস্তিগতঃ প্রদূষ্য । করোতি মেহান্ সমুদীর্ণমুষ্টৈস্তানেন  
পিত্তং পরিদূষ্য চাপি ॥ ক্ষীণেষু দোষেষুবকৃষ্য ধাতুন্ সংদূষ্য মেহান্ কুরুতেহনিলশ্চ ॥ সাধ্যাঃ কফোথা  
দশ পিত্তজাঃ ষট্ যাপ্যা ন সাধ্যাঃ পবনাচ্চতুষ্কঃ । সমক্রিয়ত্বাদ্বিষমক্রিয়ত্বান্নহাত্যত্বাচ্চ যথাক্রমং তে ॥  
কফঃ সপিত্তঃ পবনশ্চ দোষা মেদোহৃৎশুক্রাণ্ডবসালসীকাঃ । মজ্জা রসোজঃ পিশিতঞ্চ দূষ্যাঃ প্রমেহিণাং  
বিংশতিরেব মেহাঃ ॥ দস্তাদীনাং মলাঢ্যত্বং প্রাগুরুপং পানিপাদয়োঃ । দাহশ্চিক্লগতা দেহে তুট্ স্বাস্থ্যস্যঞ্চ  
জায়তে ॥ সামান্যং লক্ষণং তেষাং প্রভূতাবিলমূত্রতা ॥ দোষদূষ্যাবিশেষেহপি তৎসংযোগবিশেষতঃ ।  
মূত্রবর্ণাদিভেদেন ভেদো মেহেষু কল্প্যতে ॥ অচ্ছং বহু সিতং শীতং নির্গন্ধমুদকোপমম্ । মেহতু্যদকমেহেন  
কিঞ্চিদাবিলপিচ্ছিলম্ ॥ ইক্ষো রসমিবাত্যর্থং মধুরঞ্চক্ষুমেহতঃ ॥ সাদ্রীভবেৎ পর্যাণ্বিতং সান্দ্রমেহেন  
মেহতি । সুরামেহী সুরাতুল্যমুপর্য্যচ্ছমধো ঘনম্ ॥ সংহস্তরোমা পিষ্টেন পিষ্টবদ্বহ্লং সিতম্ । শুক্রাভং  
শুক্রমিশ্রং বা শুক্রমেহী প্রমেহতি ॥ মূর্ত্তগুণ্ সিকতামেহী সিকতারূপিণো মলান্ । শীতমেহী সুবহ্লশো  
মধুরং ভৃশশীতলম্ ॥ শনৈঃ শনৈঃ শনৈমেহী মন্দং মন্দং প্রমেহতি । লালাতস্ত্যুতং মূত্রং লালামেহেন  
পিচ্ছিলম্ ॥ গন্ধবর্ণরসস্পর্শৈঃ ক্ষারৈঃ ক্ষারতোয়বৎ । নীলমেহেন নীলাভং কালমেহী মসীনিভম্ ॥  
হারিद्रমেহী কটুঞ্চ হরিদ্রাসমিভং দহৎ । বিষং মাঞ্জিষ্ঠমেহেন মঞ্জিষ্ঠাসিলিলোপমম্ ॥ বিষমুষং সলবণং  
রক্তাভং রক্তমেহতঃ । বসামেহী বসামিশ্রং বসাভং মূত্রয়েমুষং ॥ মজ্জাভং মজ্জমিশ্রং বা মজ্জমেহী  
মুহুম্বুষং । কষায়ং মধুরং রুক্ষং ক্ষৌদ্রমেহং বদেদ্বুষং ॥ হস্তী মত্ত ইবাজতং মূত্রং বেগবিবর্জিতম্ ।  
সলসীকং বিবদ্বঞ্চ হস্তিমেহী প্রমেহতি ॥ অবিপাকোহরুচিস্থির্দিনিদ্রা কাসঃ সপীনসঃ । উপদ্রবাঃ প্রজায়ন্তে  
মেহানাং কফজন্মনাম্ ॥ বস্তিমেহনয়োস্তোদো মুদ্ধাবদরণং জ্বরঃ । দাহত্বষগ্নিকা মুচ্ছা বিড়্ ভেদঃ পিত্ত-  
জন্মনাম্ ॥ বাতজানামুদার্বন্তঃ কম্পহৃদগ্রহলোলতাঃ । শূলমুন্নিদ্রতা শোষণঃ কাসঃ শ্বাসশ্চ জায়তে ॥

নিশ্চিতভাবে কেবলমাত্র উপবেশনজনিত সুখানুভব বা নিদ্রালুতা, সর্বপ্রকার দধি ও দুগ্ধ, গ্রাম্য ঔদক ও আনূপ (সজল দেশজাত বরাহ-কচ্ছপাদি) মাংসের যুষ, নূতন অন্নপানীয়, গুড়জাত দ্রব্যসমূহ এবং অপরাপর যাবতীয় কফজনক দ্রব্য, প্রমেহ রোগের হেতু।

(কফজনিত মেহের আধিক্য ও সাধ্যত্বহেতু সর্বাগ্রে কফজ মেহের, তৎপরে যথাক্রমে পিত্তজ ও বাতজ মেহের সম্প্রাপ্তি লিখিত হইতেছে)।

বস্তিগত কফ, মেদ মাংস ও শরীরজ ক্লেদপদার্থকে দূষিত করিয়া মেহরোগ উৎপাদন করে। এইরূপ পিত্ত উষ্ণবীর্য ও উষ্ণস্পর্শ দ্রব্যসেবন দ্বারা কুপিত হইয়া উক্ত মেদ প্রভৃতিকে দূষিত করিয়া পৈত্তিক মেহ জন্মাইয়া থাকে। এবং ঐ দোষদ্বয় অর্থাৎ কফ ও পিত্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইলে বায়ু বসা মজ্জা ও জঃ ও লসীকা-নামক ধাতুসকলকে বস্তিমুখে আনয়ন করিয়া বাতিক মেহ উৎপাদন করে।

কফজনিত দশপ্রকার মেহ সাধ্য। কারণ তাহাদের সমক্রিয়াত্ব আছে। অর্থাৎ কটুতিক্তাদি যে-যে ভেষজ দ্বারা কফদোষের শান্তি হয়, সেই-সেই ভেষজ দ্বারা কফদোষের দূষ্য পদার্থেরও সমতা হইয়া থাকে।

পিত্তজনিত ছয়প্রকার মেহ বিষমক্রিয়াত্বহেতু যাপ্য অর্থাৎ মধুরাদি যে-ভেষজ পিত্তহর, তাহা মেদস্কর এবং কটুকাদি যে-ভেষজ মেদোহর, তাহা পিত্তকর; এইরূপ ক্রিয়াবৈষম্যহেতুই পিত্তজ মেহ যাপ্য হইয়া থাকে।

বায়ুজনিত চারিপ্রকার মেহ মহাত্যয়ত্বহেতু অসাধ্য অর্থাৎ বায়ুমজ্জাদি গন্তীর ধাত্বাশ্রয়ী, বহুবিপত্তি-জনক ও আশু অনিষ্টকারী হওয়াতে কোনপ্রকার ভেষজেই তাহার প্রতিকার হয় না, সুতরাং বায়ুজ মেহ অসাধ্য। সর্বপ্রকার প্রমেহেই বায়ু পিত্ত ও কফ এই তিনটি দোষ এবং মেদ রক্ত শুক্র, দৈহিক জলীয় পদার্থ, বসা (মাংসমেহ), লসীকা (মাংস ও ত্বকের অভ্যন্তরস্থ জলীয় পদার্থ), মজ্জা (অস্থিমধ্য-গত স্নেহ), রস, ওজঃ (সর্বধাতুসার) ও মাংস এই সকল দূষ্যপদার্থ। সমুদায়ে ২০ প্রকার মেহ, তন্মধ্যে কফজ ১০, পিত্তজ ৬ ও বায়ুজ ৪ প্রকার।

মেহরোগ জন্মিবার পূর্বে দন্ত ও চক্ষুকর্ণাদিতে অধিক মলসঞ্চয়, হস্তপদের জালা, দেহের চিক্ণতা, তৃষ্ণা ও মুখের মধুরতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

মূত্রের পরিমাণাধিক্য ও আবিলবর্ণতা, এই দুইটি লক্ষণ সকলপ্রকার মেহেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যদিও বাতজাদি সকলপ্রকার মেহেরই দোষ ও দূষ্য পদার্থসকল সমান, তথাপি মেহরোগ যে একরূপ না-হইয়া বিংশতি প্রকারে বিভিন্ন হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যেমন শ্বেত পীত লোহিত কৃষ্ণ ও শ্যাব এই পাঁচটি বর্ণের ন্যূনাধিক্য ও সংযোগবিশেষে কপিলাদি নানাপ্রকার বর্ণ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ মেহ সম্বন্ধে দোষ ও দূষ্য পদার্থসকলের প্রভেদ না-থাকিলেও উহাদের উৎকর্ষাপকর্ষ ও সংযোগবিশেষে মূত্রের বর্ণাদিভেদ হয় এবং সেই মূত্রভেদানুসারেই মেহরোগের প্রকারভেদ হইয়া থাকে। প্রত্যেক মেহের স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র লক্ষণ ক্রমশ লিখিত হইতেছে।

, ইক্ষুমেহ, সাল্মেহ, সুরামেহ, পিষ্টমেহ, শুক্রমেহ, সিকতামেহ, শীতমেহ, শৈনমেহ ও

, এই দশটি কফজ। তন্মধ্যে উদকমেহে রোগী স্বচ্ছ, বহুপরিমিত, শ্বেতবর্ণ, শীতল, জলবৎ

গন্ধহীন, কিঞ্চিৎ আবিল ও পিচ্ছিল মূত্রত্যাগ করে।

ইক্ষুমেহে প্রস্রাব ইক্ষুরসের ন্যায় অত্যন্ত মিষ্ট হয়।

সাল্মেহে প্রস্রাব পর্যুষিত (বাসি) হইলে ঘনীভূত হয়।

সুরামেহে মূত্র সুরাতুল্য এবং উপরিভাগে স্বচ্ছ ও নিম্নে ঘন হইয়া থাকে।

পিষ্টমেহে মূত্রণকালে রোগী রোমাঞ্চিত হয় এবং বহু পরিমাণে পিটুলিগোলা জলের ন্যায় শ্বেতবর্ণ প্রস্রাব করে।

শুক্রমেহে প্রস্রাব শুক্রাভ বা শুক্রমিশ্র হইয়া থাকে।

সিকতামেহে বালুকাকণার ন্যায় অতি সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম কঠিন কণাযুক্ত মূত্র নিঃসৃত হয়।

শীতমেহে মূত্র অতিশয় শীতল মধুরাস্বাদ ও বহুপরিমিত হইয়া থাকে।

শনৈর্মেহে শনৈঃ-শনৈঃ অল্প-অল্প মূত্র নির্গত হয়।

লালামেহে লালায়ুক্ত, তন্তুবিশিষ্ট ও পিচ্ছিল প্রস্রাব হয়।

ক্ষারমেহ, নীলমেহ, কালমেহ, হারিদ্ৰমেহ, মাজ্জিষ্ঠমেহ ও রক্তমেহ এই ৬টি পিত্তজ।

ক্ষারমেহে ক্ষারজলের ন্যায় গন্ধ বর্ণ স্বাদ ও স্পর্শবিশিষ্ট মূত্র নির্গত হয়।

নীলমেহে নীলবর্ণ এবং কালমেহে মসীনিভ মূত্র নিঃসৃত হয়।

হারিদ্ৰমেহে মূত্র হরিদ্রাবর্ণ ও কটুরস এবং প্রস্রাবকালে লিঙ্গনালে জ্বালা হইয়া থাকে।

মাজ্জিষ্ঠমেহে মূত্র আমগন্ধযুক্ত মজ্জিষ্ঠাজলের ন্যায় লোহিতবর্ণ হয়।

রক্তমেহে মূত্র আমগন্ধযুক্ত, উষ্ণ, লবণাস্বাদ ও রক্তবর্ণ হয়।

বসামেহ, মজ্জমেহ, ক্ষৌদ্ৰমেহ ও হস্তিমেহ এই ৪টি বাতজ।

তন্মধ্যে বসামেহে মুহুর্শুভ্র বসাব বা বসামিশ্র মূত্র নির্গত হয়। (সুশ্রুত গ্রন্থে এই বসামেহ সর্পিমেহ নামে পঠিত)।

মজ্জমেহে মজ্জাভ বা মজ্জমিশ্র মূত্র প্রসৃত হয়।

ক্ষৌদ্ৰমেহে মূত্র কষায় মধুর ও রুক্ষ হইয়া থাকে। (চরক গ্রন্থে এই ক্ষৌদ্ৰমেহ মধুমেহ নামে পঠিত)।

হস্তিমেহে রোগী মত্ত হস্তির ন্যায় নিরন্তর বেগবর্জিত মূত্রত্যাগ করে। কখনও বা মূত্ররোধ হইয়া যায়। হস্তিমেহের মূত্রে লসীকা-নামক জলীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকে।

কফজ মেহের উপদ্রব—আহারের অপরিপাক, অরুচি, বমি, নিদ্রাধিক্য, আর্দ্রকাস ও পীনস।

পিত্তজ মেহের উপদ্রব—বস্তি ও লিঙ্গে সূচীবেধবৎ বেদনা, পাকনিবন্ধন অণ্ডকোষের বিদারণ, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, অম্লোদগার, মূচ্ছা ও মলভেদ।

বাতজ মেহের উপদ্রব—উদাবর্ত্ত, কম্প, হৃদয়বেদনা, সর্বপ্রকার আহারে লোলুপতা, শূল, অনিদ্রা, শোয (যক্ষ্মা), কাস ও শ্বাস।

### প্রমেহনিবৃত্তিলক্ষণম্

প্রমেহিণো যদা মূত্রমনাবিলমপিচ্ছিলম্। বিষদং তিক্তকটুকং তদারোগ্যং প্রচক্ষতে।।

প্রমেহরোগীর মূত্র আবিলতাহীন, অপিচ্ছিল, স্বচ্ছ এবং তিক্ত-কটুরসবিশিষ্ট হইলে রোগ নিবৃত্ত হইয়াছে জানিবে।

### প্রমেহরোগ চিকিৎসা

স্থূলঃ পরমেহী বলবানিহিকঃ কৃশস্তথান্য পরিদুর্বলশ্চ। সংবৃংহণং তত্র কৃশস্য কার্য্যং সংশোধনং দোষ-বলাধিকস্য।।

প্রমেহরোগীর মধ্যে কেহ বা স্থূল ও বলবান, কেহ বা কৃশ ও দুর্বল হইয়া থাকে। কৃশ ব্যক্তির

পক্ষে বৃহৎ অর্থাৎ বলমাংসবৃদ্ধিকারক ঔষধ এবং বলবান ও প্রভূত দোষাক্রান্তের পক্ষে সংশোধন অর্থাৎ বমন-বিরেচনাদি ব্যবস্থেয়।

উর্দ্ধং তথাধশ্চ মলেহপনীতে মেহেষু সন্তপর্ণমেব কার্যম্। সংশোধনং নাইতি যঃ প্রমেহী তস্য ক্রিয়া সংশমনী বিধেয়া।।

মেহরোগ বমন ও বিরেচন দ্বারা দোষসকল উর্ধ্বাধঃ নিঃসৃত হইলে সন্তপর্ণ ক্রিয়া করিবে। যে-প্রমেহ রোগীর বমন-বিরেচনাদি শোধনক্রিয়া নিষিদ্ধ, তাহার পক্ষে শমন ঔষধ বিধেয়।

**শ্লেষ্মাজ দশবিধ প্রমেহ চিকিৎসা**

হরীতকীকটফলমুত্তলোধাঃ পাঠাবিডুঙ্গাজ্জর্জনধমনাশ্চ। উভে হরিদ্রে তগরং বিডুঙ্গং কদম্বশালাজ্জর্জনদীপ্য-  
কাশ্চ।। দার্বী বিডুঙ্গং খদিরো ধবশ্চ সূরাহুকুষ্ঠাজ্জর্জনচন্দনানি। দার্ব্যগ্নিমদ্বৌ ত্রিফলা সপাঠা পাঠা চ  
মূর্ব্বা চ তথা শ্বদন্তা।। যবানুশীরাণ্যভয়া শুভ্রা চীতশ্চিৎকসপ্তপর্ণাঃ। পাদৈঃ কষায়া মধুমেহিনাং  
তে দশোপদিষ্টা মধুসংপ্রযুক্তাঃ।। জলপ্রমেহেহক্ষুরসপ্রমেহে সান্দ্রপ্রমেহে চ সূরাপ্রমেহে। পিষ্টপ্রমেহেহপি  
চ শুক্রমেহে ক্রমাদমী স্যাঃ সিকতাপ্রমেহে।। শীতপ্রমেহে চ শনৈঃপ্রমেহে লালাপ্রমেহেহপি সুখায় তেষাম্।।

হরীতকী, কটফল, মুতা, লোধ। আকনাদি, বিডুঙ্গ, অজ্জর্জন, ধামনা। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তগর-  
পাদুকা, বিডুঙ্গ। কদম্ব, শাল, অজ্জর্জন, যমানী। দারুহরিদ্রা, বিডুঙ্গ, খদির, ধাওয়া। দেবদারু, কুড়,  
অজ্জর্জন, চন্দন। দারুহরিদ্রা, গণিয়ারি, ত্রিফলা, আকনাদি। আকনাদি, মূর্ব্বা, গোক্ষুর। যমানী, বেণার  
মূল, হরীতকী, গুলঞ্চ। জামছাল, হরীতকী, চিতা, ছাতিম। এই দশ-যোগের কষায় মধুযুক্ত করিয়া  
প্রয়োগ করিবে। এই ১০টি কষায় যথাক্রমে প্রযুক্ত হইয়া উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, সান্দ্রমেহ, সুরামেহ,  
পিষ্টমেহ, শুক্রমেহ, সিকতামেহ, শীতমেহ, শনৈর্মেহ ও লালামেহ এই দশটি মেহ নিবারণ করে।

পারিজাতজয়ানিষ-বহিগায়ত্রীণাং পৃথক্। পাঠায়াঃ সাগুরোঃ পীতাদয়স্য শারদস্য চ।। জলেক্ষুমন্যসিকতা-  
শনৈর্বর্ণপিষ্টকান্। সান্দ্রমেহান্ ক্রমাদ্ ঘৃন্তি চাসৌ ক্কাথাঃ সমাক্ষিকাঃ।।

পালিধামন্দারের ক্কাথ, জয়ন্তীর ক্কাথ, নিমের ক্কাথ, চিতার ক্কাথ, খদিরের ক্কাথ, আকনাদি ও  
অগুরুর ক্কাথ, হরিদ্রা ও ছাতিমের ক্কাথ, এই ৮ প্রকার ক্কাথ মধু-সহ প্রযুক্ত হইলে যথাক্রমে জলমেহ,  
ইক্ষুমেহ, সুরামেহ, সিকতামেহ, শনৈর্মেহ, লবণমেহ, পিষ্টমেহ এবং সান্দ্রমেহ নিবারিত হয়।

শনৈর্মেহিনাং ত্রিফলাওডুচীকষায়ম্, পিষ্টমেহিনাং হরিদ্রাদ্বিত্যকষায়ম্, সিকতামেহিনাং নিম্বকষায়ম্,  
উদকমেহিনাং পারিজাতকষায়ং পায়য়েৎ। সান্দ্রমেহিনাং সন্তপর্ণকষায়ম্, লালামেহিনাং ত্রিফলায়ম্ধ-  
কষায়ং পায়য়েৎ। শুক্রমেহিনাং দুর্ব্বাশৈবলপ্লবকরঞ্জকসেরুক-কষায়ং ককুভচন্দনকষায়ং বা, শীতমেহিনাং  
পাঠাগোক্ষুরকষায়ম্, ইক্ষুমেহিণাং নিম্বকষায়ম্, সুরামেহিণাং শাল্মলীকষায়ং পায়য়েৎ।।

শনৈর্মেহে ত্রিফলা ও গুলঞ্চের কষায়, পিষ্টমেহে হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার কষায়, সিকতামেহে নিমের,  
উদকমেহে পালিধার ও সান্দ্রমেহে ছাতিমের কষায়, লালামেহে ত্রিফলা ও সৌদালের কষায়,  
শুক্রমেহে দুর্ব্বা, শৈবাল, কৈবর্তমতা, করঞ্জ ও কেশুরের অথবা অজ্জর্জন ও চন্দনের কষায়, শীতমেহে  
আকনাদি ও গোক্ষুরের কষায়, ইক্ষুমেহে নিমের ও সুরামেহে শিমুলের কষায় পান করিতে দিবে।

**পিষ্টজ প্রমেহ চিকিৎসা**

লোথ্রাজ্জুনোশীরকুচন্দনানামরিষ্টসেব্যামলকাভয়ানাম্। ধাত্র্যাজ্জুনরিষ্টকবৎসকানাং নীলোৎপলানাং  
তিনিশাজ্জুনানাম্।। চত্বার এতে বিহিতাঃ কষায়াঃ পিষ্টপ্রমেহে মধুসংপ্রযুক্তাঃ।।



লোধ, অর্জুন, বেণার মূল ও রক্তচন্দন। নিম, বেণার মূল, আমলকী ও হরীতকী। আমলকী, অর্জুন, নিম ও কুড়চি। নীলোৎপল, তিনিশ ও অর্জুন। এই চারিটি যোগের কাথ মধু-সহ প্রযোজিত হইলে পিত্তজ মেহ নিবারিত হয়।

উশীরলোপ্তাধ্বজচন্দনানামুশীরমুস্তামলকাভয়ানাম্। পটোলনিম্বামলকামুতানাং মুস্তাভয়াপদ্মকব্জিকাণাম্।। লোপ্তাধ্বকালীয়কথাতকীনাং নিম্বাধ্বজচন্দনানিশোৎপলানাম্। মাজ্জিষ্ঠহারিদ্রকনীলকৃষ্ণক্ষারাক্ষারক্তে ক্রমশঃ কষায়াঃ।। (পদ্মকমিত্যত্র কচিৎ পুষ্করং কচিৎ মুস্তক ইতি পাঠান্তরম্)।

বেণার মূল, লোধ, অর্জুনছাল ও রক্তচন্দন। বেণার মূল, মুতা, আমলকী ও হরীতকী। পলতা, নিমছাল, আমলকী ও গুলঞ্চ। মুতা, হরীতকী, পদ্মকাষ্ঠ ও কুড়চি। লোধ, বালা, দারুহরিদ্রা ও ধাইফল। নিমছাল, অর্জুন, আমড়াছাল, হরিদ্রা ও নীলোৎপল। এই ছয়টি যোগের কাথ মধু সংযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহার যথাক্রমে মাজ্জিষ্ঠমেহ, হরিদ্রমেহ, নীলমেহ, মসীমেহ, ক্ষারমেহ ও রক্তমেহ এই ছয় প্রকার মেহ বিনষ্ট করে।

অশ্বখাচ্চতরঙ্গুল্যান্যগ্রোধাদেঃ ফলত্রয়াং। সর্জিসীরক্তসারাক্ষ কাথাঃ পঞ্চ সমাশ্লিকাঃ। নীলহারিদ্রশুক্রাশ্বক্ষারমাজ্জিষ্ঠকাহুয়ান্। মেহান হন্যুঃ ক্রমাদেতে সক্ষৌদ্রো রক্তমেহজিৎ। কাথঃ খর্জুরকাস্মার্য-তিন্দুকাস্ম্য-মৃতাকৃতঃ।।

অশ্বখের কাথ, সৌদালের কাথ, ন্যাগ্রোধাদিগণের কাথ, ত্রিফলার কাথ এবং মাজ্জিষ্ঠা ও রক্তচন্দনের কাথ, এই পাঁচপ্রকার কাথ মধু-সহ প্রযুক্ত হইলে যথাক্রমে নীলমেহ, হরিদ্রমেহ, শুক্রমেহ, ক্ষারমেহ ও মাজ্জিষ্ঠমেহ প্রশমিত হয়। খর্জুর, গাম্ভারীফল, গুলঞ্চ ও গাবফলের বীজ ইহাদের কাথ সুশীতল করিয়া মধু-সহ সেবন করিলে রক্তমেহ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ছিন্নাবহিকষায়েণ পাঠাকুটজরামঠম্। তিজ্জকুষ্ঠঞ্চ সংচূর্য সর্পির্মেহে পিবেন্নরং।

গুলঞ্চ ও চিতার কাথে আকনাদি, কুড়চি, হিং, কটকী ও কুড় এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্পির্মেহ নিবারিত হইয়া থাকে।

পাঠাশিরীষদুষ্পর্শমূর্ঝাকিংগুকতিন্দুকৈঃ। কপিথানান্ ভিষক্ কাথং হস্তিমেহে প্রযোজয়েৎ।।

আকনাদি, শিরীষ, দুরালভা, মূর্ঝা, কিংগুক, গাব ও কয়েৎবেল ইহাদের কাথ হস্তিমেহে প্রয়োগ করিবে।

পূগারিমেদয়োঃ কাথং সক্ষৌদ্রঃ ক্ষৌদ্রমেহিণাম্।।

সুপারি ও গুয়েবাবলার কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মধুমেহ নিবারিত হয়।

চাঙ্গেরীমেদয়োঃ কাথঃ সক্ষৌদ্রঃ ক্ষৌদ্রমেহিণাম্।।

মধুমেহে আমরুল ও মেদার কাথ মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিতে দিবে।

বসামেহিনামগ্নিমহুকষায়াং শিশপাকষায়াং বা।।

বসামেহে গণিয়ারি বা শিশপার কাথ ব্যবস্থা করিবে।

দ্বন্দ্বজ মেহ চিকিৎসা

কম্পিদ্রসপুচ্ছদশালজানি বৈভীতরৌহীতককৌটজানি। কপিথপুষ্পানি চ চূর্ণিতানি ক্ষৌদ্রেণ লিহ্যাৎ কফপিত্তমেহী।।

পিণ্ডশ্লেষ্মমেহে কমলাগুড়ি, ছাতিম, শাল, বহেড়া, রোহিতক (রক্তপুষ্পবৃক্ষবিশেষ), কুড়চি ও কয়েৎবেল ইহাদের পুষ্প চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিবে।

হরীতকীকটফলমুস্তলোধ-কুচন্দনোশীরকৃতঃ কষায়ঃ। ক্ষৌদ্রেণ যুক্তঃ কফবাতমেহং নিহন্তি পীতারজসা চ পীতঃ।।

হরীতকী, কটফল, মুতা, লোধ, বেণার মূল ও রক্তচন্দনের কাথে মধু বা হরিদ্রাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতশ্লেষ্মমেহ বিনষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গরজনীদ্বন্দ্ব-খদিরোশীরপূগজঃ। কাথঃ পীতো নিহন্ত্যশু মেহং পিত্তানিলোদ্ভবম্।।

বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, খদির, বেণার মূল ও গুবাক ইহাদের কাথ পান করিলে বাতপিত্তোদ্ভব মেহ আশু নিবারিত হয়।

ত্রিদোষজ মেহ চিকিৎসা

ত্রিফলাদারুদার্ব্যদ-কাথঃ ক্ষৌদ্রেণ মেহহা। শুভ্রচ্যঃ স্বরসঃ পীতো মধুনা সর্বমেহজিৎ।।

ত্রিফলা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা ও মুতা ইহাদের কাথ, অথবা গুলঞ্চের স্বরস মধুর সহিত পান করিলে সর্বপ্রকার মেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সর্বমেহহরো ধাত্র্যা রসঃ ক্ষৌদ্রনিশায়ুতঃ। কষায়ত্রিফলাদারু-মুস্তকৈরথবা কৃতঃ।।

আমলকীর রস অথবা ত্রিফলা, দেবদারু ও মুতার কাথ এই উভয় যোগই মধু ও হরিদ্রাচূর্ণ-সহ পান করিলে সর্বপ্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হয়।

ফলত্রিকং দারুনিশাং বিশালাং মুস্তঞ্চ নিঃকাথ্য নিশাংশকঙ্কম্। পিবেৎ কষায়ং মধু সংপ্রযুক্তং সর্বপ্রমেহস্য সমুথিতেষু।। (নিশায়া অংশচতুর্থো ভাগঃ সমুদিতকাথ্যাপেক্ষয়া, স এব কঙ্কঃ। প্রক্ষেপরূপশূর্ণঃ। ব্যবহারস্তনৈব। চক্র, টাঃ)।

ত্রিফলা, দারুহরিদ্রা, রাখালশসা ও মুতা ইহাদের কাথে মিলিত দ্রব্যের সিকি ভাগ হরিদ্রাচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ করিয়া সকল মেহে প্রয়োগ করিবে। (কাহারও মতে প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, কাহারও মতে ত্রিফলা হইতে মুতা পর্য্যন্ত প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া যত হইবে, হরিদ্রা তত লইবে)।

ত্রিফলালৌহশিলাজতপথ্যাচূর্ণঞ্চ লীঢ়মেকৈকম্। মধুনামরাস্বরস ইব সর্বান্ মেহান্ নিবারয়তি।। (প্রত্যেকং ত্রিফলাদিচতুর্গাং চূর্ণং মধুনা লেহ্যম্)।

ত্রিফলা, লৌহ, শিলাজত বা হরীতকীচূর্ণ অথবা গুলঞ্চের রস মধুর সহিত সেবন করিলে সর্বপ্রকার মেহ নিবারিত হয়।

স্ফাটিকং চূর্ণমাদায় নারিকেলোদরে ক্ষিপেৎ। তৎ ফলং পঙ্কমধ্যে তু স্থাপয়েদকরাব্রকম্।। প্রাতরানীয় সজলং চূর্ণং পেয়ং প্রযত্নতঃ। অনেন চিরকালীনো মেহো নশ্যতি নিশ্চিতম্।।

কিঞ্চিৎ ফটকিরিচূর্ণং সজল নারিকেলের মধ্যে নিহিত করিয়া ঐ নারিকেল পঙ্ক-মধ্যে এক রাত্রি মগ্ন করিয়া রাখিবে। পরদিন প্রাতঃকালে উহা উদ্ধৃত করিয়া ঐ চূর্ণ ও জল একত্র পান করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন মেহও নষ্ট হয়।

শতাবর্যা রসং নীত্বা ক্ষীরেণ সহ যঃ পিবেৎ। প্রমেহা বিংশতিস্তস্য ক্ষয়ং যাপ্তি ন সংশয়ঃ।।

শতমূলীর রস দুগ্ধের সহিত পান করিলে বিংশতি প্রকার মেহ বিনষ্ট হয়।

## ১৯৮ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

আমদুগ্ধং সমজলং যঃ পিবেৎ প্রাতঃস্থিতঃ। নিঃসংশয়ং শুক্রমেহং পুরাণস্তস্য নশ্যাতি।।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে কাঁচা দুগ্ধ ২ ছটাক ও জল ২ ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পুরানো শুক্রমেহও নষ্ট হয়।

পলাশপুষ্পতৌলেকং সিতায়া অর্দ্ধতোলকম্। পিষ্টং শীতান্তসাপীতং মেহং হস্তি ন সংশয়ঃ।।

পলাশপুষ্প ১ তোলা ও চিনি অর্দ্ধতোলা বাটিয়া শীতল জলের সহিত পান করিলে নিশ্চয়ই মেহ নিবারিত হয়।

শাম্বলীত্বগ্রসোপেতং সংক্ষৌদ্ররজনীরজঃ। বঙ্গভঙ্গ্য হরেন্মোহান্ পঞ্চানন ইব দ্বিপান্।।

শিমুলছালের রস, মধু ও হরিদ্রাচূর্ণ এই সকল দ্রব্যের সহিত বঙ্গভঙ্গ্য সেবন করিলে সর্বপ্রকার মেহ প্রশান্ত হয়।

এলাদি চূর্ণম্

এলাশিলাজতুকণাপাষণভেদনিশ্চিতং চূর্ণম্। তণ্ডুলজলেন পীতং প্রমেহরোগং হরত্যাশু।।

এলাইচ, শিলাজতু, পিপুল ও পাষণভেদী ইহাদের চূর্ণ তণ্ডুলজলের সহিত পান করিলে আশু প্রমেহ নিবৃত্ত হয়।

কর্কটাবীজাদি চূর্ণম্

কর্কটাবীজসিন্ধুখ-ত্রিফলাসমভাগিকম্। পীতামুষ্ণগুস্তসা চূর্ণং মূত্ররোধং নিবারয়েৎ।।

মেহরোগে প্রস্রাবরোধ হইলে কাঁকুড়বীজ, সৈন্ধবলবণ ও ত্রিফলা ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে।

ন্যাগ্রোধাদি চূর্ণম্

ন্যাগ্রোধোদ্রুমরাশ্বখ-শ্যোণাকরন্ধধাসনম্। আম্রজম্বুকপিথঞ্চ পিয়ালং ককুভং ধবম্।। মধুকো মধুকং লোপ্তং বরুণং পারিভদ্রকম্। পটোলং মেঘশঙ্গী চ দন্তী চিত্রকমাঢকী।। করঞ্জত্রিফলাশুক্র-ভগ্নাতকফলানি চ। এতানি সমভাগানি স্তম্ভচূর্ণানি কারয়েৎ।। ন্যাগ্রোধাদ্যমিদং চূর্ণং মধুনা সহ লেহয়েৎ। ফলত্রয়রসঞ্চানু পিবেৎগুত্রং বিশুদ্ধতি।। এতনে বিংশতির্মোহা মূত্রকৃচ্ছ্রাণি যানি চ। প্রশমং যাস্তি যোগেন পিড়কা ন চ জায়তে। ন্যাগ্রোধাদ্যমিদং তত্র চাস্তজম্ববস্থি গৃহ্যতে।।

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বখ, শোণা, সোঁদাল, অসন (পীতশাল), আমের আঁটি, জামের আঁটি, কয়েৎ বেল, পিয়াল, অর্জুন, ধাওয়া, মৌলসার, যষ্টিমধু, লোধ, মেঘশঙ্গী, বরুণছাল, পালিধামন্দার, পলতা, দন্তী, চিতা, অড়হর, করঞ্জফল, ত্রিফলা, কুড়চি ও ভেলার ফল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণের নাম ন্যাগ্রোধাদি চূর্ণ। ইহা মধুর সহিত লেহন করিয়া ত্রিফলার কাথ বা ত্রিফলা-ভিজা জল অনুপান করিলে বিংশতি প্রকার মেহ ও সমস্ত মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হইবে। পিড়কা জন্মিবে না।

কুশাবলেহঃ

কশঃ কাশঃ বীরণশ্চ কৃষ্ণেষ্কঃ খগ্গুগডস্তথা। এষাং দশপলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।। অষ্টভাগাবশেষস্ত কষায়মবতারয়েৎ। ঋগুগ্রস্থং সমাদায় লেহবৎ সাধ সাধয়েৎ।। অবতর্য্য ততঃ পশ্যচ্চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ। মধুকং কর্কটাবীজং কর্কাকং ত্রপুষং তথা।। শুভামলকপত্রাণি ত্বগেলানাগ-

- কেশরম্। বরুণামৃতপ্রিয়ঙ্গুণাং প্রত্যেকমক্ষসম্মিতম্।। প্রমেহান্ বিংশতিং হস্তি মূত্রাঘাতাংস্তথাশ্মরীঃ।  
বাতিকান্ পৈত্তিকাংশ্চাপি শ্লেষ্মিকান্ সান্নিপাতিকান্। হস্ত্যরোচকামত্যাগ্ৰং বলপুষ্টিকরণং পরম্।।

কুশ, কাশ, বেণা, কৃষ্ণ ইক্ষু ও খাগড়া ইহাদের মূল প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এই অবশিষ্ট ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে চিনি ২ সের দিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে নামাইয়া তাহাতে যষ্টিমধ, কাঁকড়বীজ, কমড়াবীজ, শসাবীজ, বংশলোচন, আমলকী, তেজপত্র, গুড়ত্বক, এলাইচ, নাগেশ্বর, বরুণছাল, গুলঞ্চ ও প্রিয়ঙ্গ প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ও সান্নিপাতিক প্রমেহ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও উগ্র অরোচক নষ্ট এবং বল ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়।

#### শিলাজতু প্রয়োগঃ

শালসারাদিতোয়েন ভাবিতং যচ্ছিলাজতু। পিবেৎ তেনৈব সংশুদ্ধদেহঃ পিষ্টং যথাবলম্।। জঙ্গলানাং রসৈঃ সার্কং তস্মিন্ জীর্ণে চ ভোজনম্। কুর্য্যাদেবং তুল্যং যাবদুপযুক্তীত মানবঃ।। মধুমেহং বিহয়াসৌ শর্করামশ্মরীং তথা। বপূর্ব্বণবলোপেতঃ শতঃ জীবতানাময়ঃ।। মাক্ষিকং ধাতুমপ্যেবং যুজ্যাদস্যাপ্যায়ং গুণঃ।। (তেনৈবেতি শালসারাদিতোয়েনৈব পিবেৎ। সংশুদ্ধদেহ ইতি বমনাদিনা। তুলাং যাবদুপযুক্তীত ইতি প্রতিদিনমর্দকর্ষাদিমাত্রয়া। চক্র টীকা)।

শালসারাদি গণের ক্বাথে শিলাজতু ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে পেষণ করিবে এবং শালসারাদি গণেরই ক্বাথের সহিত ঐ শিলাজতু সেবন করিবে। শিলাজতু জীর্ণ হইলে জাঙ্গল মাংসের ঘূষের সহিত অন্নভোজন করা কর্তব্য। বমনাদি দ্বারা শুদ্ধদেহ ব্যক্তি এই ঔষধ (শিলাজতু) অর্দ্ধ কর্ষাদি মাত্রায় প্রতিদিন সেবন করিবে। সেবিত ঔষধের মোট পরিমাণ যখন ১২।।০ সের হইবে, তখন ঔষধ সেবনে নিরস্ত হইবে। ইহাতে মধুমেহ, শর্করা ও অশ্মরী রোগ দূরীভূত হইয়া বল, বর্ণ ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। শিলাজতু প্রয়োগের বিধি অনুসারে স্বর্ণমাক্ষিক ধাতু সেবন করাইলেও তদুপ উপকার হয়।

#### শালসারাদি লেহঃ

শালসারাদিবর্গস্য ক্বাথে তু ঘনতাং গতে। দন্তীলোপ্রশিবাকান্ত-লৌহতাপ্ররজঃ ক্ষিপেৎ।। ঘনীভূতমদক্ষঞ্চ প্রাশ্য মেহান্ ব্যপোহতি।।

শালসারাদি গণের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া লেহপাকের নিয়মানুসারে যথাবিধি পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে তাহাতে দন্তীমূল, লোধকাষ্ঠ, হরীতকী, কান্তলৌহ ও তাম্র এই সমুদায়ের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। সাবধান থাকিবে যেন চূর্ণসকল দক্ষ হইয়া না-যায়, অথচ পাক ঘনীভূত হয়। এই অবলেহ সেবনে সমস্ত মেহ বিনষ্ট হয়।

#### গোক্ষুরাদি গুটী

ত্রিকটুত্রিফলাতুল্যং গুগগুলুঞ্চ সমাংশকম্। গোক্ষুরক্বাথসংযুক্তাং গুটিকাং কারয়েদ্ বৃষঃ।। দেশকাল-বলোপেক্ষী ভক্ষয়েচ্চানুলোমিকাম্। ন চাত্র পরিহারোহস্তি কর্ম্ম কুর্য্যাদ্ যথেষ্টিতম্।। প্রমেহান্ বাত-রোগাংশ্চ বাতশোণিতমেব চ। মূত্রাঘাতং মূত্রদোষং প্রদরধ্বনুনাশয়েৎ।।

ত্রিফলা ও ত্রিকটু সমভাগ, উভয়ের সমান গুগগুলু একত্র গোক্ষুরের ক্বাথে মর্দন করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। দেশ, কাল ও রোগীর বল বিবেচনা করিয়া এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে প্রমেহ, মূত্রাঘাত, মূত্রদুষ্টি, প্রদর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

### চন্দ্রপ্রভা ওটী

বেল্লবোষফলত্রিকং ত্রিলবণং দ্বিষ্কারচব্যানলশ্যামাপিগ্নলীমূলমুস্তকশটীমাক্ষীকধাতুতৃচঃ। ষড়্‌গ্রহামর-  
দারুবারণকণাভূনিষ্মদস্তীনিশাপত্রৈলাতিবিষাঃ পিচুপ্রতিমিতা লৌহস্য কর্ষাষ্টকম্।। ত্বক্ষ্মীরী পলিকা  
পুরাদদশ পলান্যষ্টৌ শিলাজন্মনোমানাৎ কর্ষসমা কৃতেতি গুটিকা সংযোজ্য সর্বং ভিষক্।। তত্রৈব  
প্রতিবাসরং সহ ঘৃতক্ষৌদ্রেণ লিহাদিমাং তক্রং মস্তু চ গোঘৃতং মধুরসং পশ্চাৎ পিবেন্মাত্রায়।।

বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, সৈন্ধব সচল ও বিটলবণ, সাচিষ্কার, যবষ্কার, চই, চিতা, অনন্তমূল, পিপলমূল, মতা, শটী, স্বর্ণমাক্ষিক, গুড়ত্বক, বচ, দেবদারু, গজপিপ্লী, চিরতা, দস্তী, হরিদ্রা, তেজপত্র, এলাইচ ও আতাইচ, প্রত্যেক ২ তোলা, লৌহ ১৬ তোলা, বংশলোচন ৮ তোলা, শোধিত গুগগুল ১০ পল, শিলাজতু ৮ পল, এই সকল একত্র মর্দন করিয়া ঘৃত ও মধু-সহ সেবন করিবে। অনুপান তক্র, দধির মাত, গব্য ঘৃত প্রভৃতি।

### রসপ্রয়োগঃ

#### মেহান্তকো রসঃ

রসগন্ধকলৌহঞ্চ তারবঙ্গত্রিভাগিকম্। অত্রকস্য ত্রয়ো ভাগা ভাগার্দ্ধেন সুবর্ণকম্।। সর্বচূর্ণসং দদ্যাৎ  
তালমূলীসূচুর্ণিতম্। নানারোগহরং শ্রেষ্ঠং বাতপিত্তভবং মহৎ। কান্তিপুষ্টিকরঞ্চৈব রতিশক্তিবিবর্দ্ধনম্।।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, রৌপ্য ও বঙ্গ প্রত্যেক ৩ ভাগ, অত্র ৩ ভাগ, স্বর্ণ অর্দ্ধভাগ এবং সকলের সমান তালমূলীচূর্ণ, একত্র জলে মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে বাতিক, পৈত্তিক মেহ ও নানা রোগ বিনষ্ট হয় এবং কান্তি পুষ্টি ও রতিশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

#### মেহকুলান্তকো রসঃ

মৃতং বঙ্গং মৃতঞ্চাভ্রং শুদ্ধ পারদগন্ধকম্। ভূনিষ্মং পিগ্নলীমূলং ত্রিকটু ত্রিফলা ত্রিবৃৎ।। রসাজ্ঞনং  
বিড়ঙ্গাঙ্গ-বিশ্বগোক্ষুরদাডিমম্। প্রত্যেকং তোলকং গ্রাহ্যং শুদ্ধমশ্বজতোঃ পলম্।। গোপালককটীমূল-  
স্বরসৈবটিকাং কুরু। প্রমেহান্ বিংশতিং হস্তি মূত্রকৃচ্ছ্রং হলীমকম্।। অশ্বরীং কামলাং পাণ্ডুং মূত্রাঘাতম-  
রোচকম্। অনুপানং প্রযোক্তব্যং ছাগীদুগ্ধং পয়োহথবা। ধাত্রীফলস্য নির্যাস্যং ক্কাথং কৌলথজং পিবেৎ।।

বঙ্গ, অত্র, পারদ, গন্ধক, চিরতা, পিপুল, মূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তেউড়ী, রসাজ্ঞন, বিড়ঙ্গ, মূতা, বেলগুঁঠ, গোক্ষুরবীজ, দাড়িমবীজ, প্রত্যেক ১ তোলা, শিলাজতু ৮ তোলা। এই সমুদায় বনকাঁকুড়ের মূলের রসে মর্দন করিয়া বটিকা করিবে। (ব্যবহার ২ রতি পরিমিত)। অনুপান ছাগদুগ্ধ, জল, আমলকীর রস বা কুলথকলায়ের ক্কাথ। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও হলীমক প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

#### পঞ্চাননো রসঃ

সূতং গন্ধং মৃতং লৌহং মৃতমভ্রং সমাংশিকম্। সর্বেষাং দ্বিগুণং বঙ্গং মধুনা মর্দয়েদ্দিনম্।। ভক্ষয়েৎ  
প্রাতরুথায় শীততোয়ং পিবেদনু। প্রমেহান্ বিংশতিং হস্তি মূত্রাঘাতাংস্তথাশ্বরীম্। মূত্রকৃচ্ছ্রং হরেদুগ্রময়ং  
পঞ্চাননো রসঃ।।

পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অত্র প্রত্যেক ১ তোলা, বঙ্গ ৮ তোলা এই সমুদায় একত্র মধুর সহিত ১ দিন মর্দন করিয়া বটিকা করিবে। (ব্যবহার ১ রতি মাত্রা)। অনুপান শীতল জল। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, মূত্রাঘাত, অশ্বরী ও উগ্র মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ হইয়া থাকে।

• বৃহৎ সোমনাথ রসঃ

হিস্গুলসত্ত্বং সূতং পালিধারসমর্দিতম্। রণ্ডাশোধিতগন্ধঞ্চ তেনৈব কজ্জলীকৃতম্।। তদুয়োর্বিগুণং লৌহং কন্যারসবিমর্দিতম্। অত্রকং বঙ্গকং রৌপ্যং খর্পরং মাঞ্চিকং তথা।। সর্বণঞ্চ সমং সর্বং প্রত্যেকঞ্চ রসান্নকম্। তৎ সর্বং কন্যাকাদ্রাবৈর্মর্দয়েদ্ ভাবয়েৎ তথা।। ডেকপণীরসেনৈব গুঞ্জাদ্বয়বটীং হিতাম্। মধুনা ভক্ষয়েচ্চাপি সোমরোগনিবৃত্তয়ে।। প্রমেহান্ বিংশতিং হস্তি বহুমূত্রঞ্চ সোমকম্। মূত্রাতিসারকচ্ছুষ্ট মূত্রাঘাতং সদারুণম্।। মূত্রদোষং বহুবিধং প্রমেহং মধুসংজ্ঞকম্। হস্তিমেহমিক্ষ্মমেহং লালামেহান্ বিনাশয়েৎ।। বাতিকং পৈস্তিকৈশ্চৈব শ্লেষ্মিকং সোমসংজ্ঞিতম্। নাশয়েদ্ বহুমূত্রঞ্চ প্রমেহমবিকল্পতঃ।।

পালিধার রসে শোধিত হিস্গুলোথ পারদ ২ তোলা ও ইন্দুরকাণি-পানার রসে শোধিত গন্ধক ২ তোলা, এই উভয়ে কজ্জলী করত তাহার সহিত লৌহ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িবে। পরে উহার সহিত অত্র, বঙ্গ, রূপা, খর্পর, স্বর্ণমাঞ্চিক ও স্বর্ণ প্রত্যেক ১ তোলা মিশাইয়া ঘৃতকুমারীর ও থুলকুড়ির রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু। ইহাতে প্রমেহ, সোমরোগ, বহুমূত্র, মূত্রাতিসার, মূত্রকচ্ছ, মূত্রাঘাত ও বহুবিধ মূত্রদোষ প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে।

মেহকুঞ্জরকেশরী রসঃ

রসগন্ধায়সাদ্রাণি নাগবঙ্গৌ সুবর্ণকম্। বজ্রকং মৌক্তিকং সর্বমেকীকৃত্য বিচূর্ণয়েৎ।। শতাবরীরসেনৈব গোলকং শুদ্ধমাতপে। বুদ্ধা শুদ্ধং তমুদ্ধত্য শরাবে সুদৃঢ়ে ক্ষিপেৎ।। সন্ধিলেপঃ মৃদা কুর্য়াদ্ গর্ত্যয়াং গোময়গ্নিনি। পুটেদ্যামচতুঃসংখ্যমুদ্ধত্য স্বাস্তশীতলম্।। শ্লক্ষ্মথল্লৈ বিনিক্ষিপ্য গোলং তং মন্দয়েদ্দৃঢ়ম্। দেবদ্রাক্ষণপূজাঞ্চ কৃত্বা ধৃত্বাথ কুপিকে।। খাদেদ্ বহ্নয়ং প্রাতঃ শীতস্থান্ পিবেজ্জলম্। অষ্টাদশপ্রমেহাংশ্চ জয়েন্মাসোপযোগতঃ।। তুষ্টিং তেজো বলং বর্ণং শুক্রবৃদ্ধিঞ্চ দারুণম্। অগ্নের্বলং বিতনুতে মেহকুঞ্জর-কেশরী। দিব্যং রসায়নং শ্রেষ্ঠং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র, সীসা, বঙ্গ, স্বর্ণ, হীরা, মুক্তা, এই সকল সমভাগে একত্র করিয়া শতমুলীর রসে মাড়িয়া একটি গোলক করিবে, এই গোলক রৌদ্রে শুদ্ধ করিয়া শরাবসংপুটে স্থাপনপূর্বক সন্ধিস্থল মৃন্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিবে। ইহা গর্ত্তমধ্যে গোময়গ্নিতে ৪ গ্রহর পাক করিয়া শীতল হইলে উদ্ধৃত করিবে। মাত্রা ৪ রতি। প্রাতঃকালে ঔষধ সেবনাশ্তে কিঞ্চিৎ শীতল জল পান করিবে। এই মেহকুঞ্জরকেশরী এক মাস সেবন করিলে অষ্টাদশ প্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হয় এবং বল বর্ণ তেজ ও শুক্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও শ্রেষ্ঠ রসায়ন।

যোগীশ্বরো রসঃ

মৃতসূতাভ্রনাগানাং তুল্যাভাগ্য প্রকল্পয়েৎ। মহানিষস্য বীজোথং চূর্ণং যোজ্যং ত্রিভিঃ সমম্।। মধুনা লেহয়েন্মাসং নানামেহপ্রশান্তয়ে। সক্ষৌদ্ররজনী চাথ লেহ্যং নিষ্কত্রয়ং সদা। অসাধ্যং নাশয়েন্মেহং বিদ্যাদ্ যোগীশ্বরো রসঃ।।

রসসিন্দুর, অত্র, বঙ্গ প্রত্যেক ১ ভাগ, মহানিস্বের বীজচূর্ণ ৩ ভাগ, এই সমস্ত একত্র জল দিয়া মাড়িয়া ১ মাষা পরিমাণে মধু-সহ সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনের পর হরিদ্রাচূর্ণ ও মধু মিলিত দেড় তোলা সেবন করিতে হইবে। ইহাতে অসাধ্য মেহও নিবারিত হয়।

সর্বেশ্বরো রসঃ

স্বর্ণং রৌপ্যং মৌক্তিকঞ্চ বিশুদ্ধঞ্চ শিলাজতু। লৌহমত্রং তথা তাপ্যং মধুযন্তী চ পিঙ্গলী।। মরিচং

বিশ্বক্ഷেতি সর্বমেকত্র কারয়েৎ। বিমর্দ্যং প্রহরং যত্নাৎ কজ্জলাকৃতিসমিভম্।। কেশরাজভৃঙ্গরাজ-  
শক্রাশনরসে পৃথক্। প্রমেহান্ বিবিধান্ হস্তি মধুমেহং সুদুর্জয়ম্। বাতপিত্তসমুদ্ভূতং তথা কফসমুদ্ভবম্।।  
সর্বৈশ্বর্যো রসো নান্না প্রমেহকুলনাশনঃ।।

স্বর্ণ, রূপা, মুক্তা, শিলাজতু, লৌহ, অত্র, স্বর্ণমাক্ষিক, যষ্টিমধু, পিপুল, মরিচ ও শুঁঠ এই সমুদায়  
একত্র এক প্রহর মর্দন করিয়া কজ্জলবৎ করিবে। পরে কেণ্ডুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ ও সিদ্ধির রসে পৃথক  
পৃথক মর্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ব্যবহার ২ রতি মাত্রা। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার  
প্রমেহ নষ্ট হয়।

**বৃহৎ কামচূড়ামণী রসঃ**

মৌক্তিকং মাক্ষিকঞ্চৈব স্বর্ণভস্ম পৃথক্ পৃথক্। কর্পূরং জাতিকোষঞ্চ জাতীফললবঙ্গকম্।। বঙ্গভস্ম  
তথা গ্রাহ্যং রূপ্যঞ্চাপি তথার্দ্ধকম্। চাতুর্জাতঞ্চ সংগ্রাহ্যং সর্বমেকত্র চূর্ণিতম্।। শতমূলীরসেনৈব ভাবয়েৎ  
সপ্তবারকম্। ততো গুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকা ভিষজাকৃতিঃ।। অনুপানবিশেষেণ রোগাকরবিনাশিনী। শীতং  
পয়োহনুপানঞ্চ কামিনীঃ কাময়েচ্ছতম্।। বীর্যাহীনো ভবেদ যন্ত যো বা স্যাৎ পতিতধ্বজঃ। সোহশীতি-  
বার্ষিকো ভূত্বা যুযেব রমতেহঙ্গনঃ।। ভেষজৈববিধৈঃ কিং স্যাদন্যৈশ্চ শতসংখ্যকৈঃ। ফলং ন কিঞ্চিৎ  
তত্রাস্তি কেবলং গৌরবং মুহুঃ।। নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদস্তি পুষ্টিকরঞ্চ তৎ। অতঃ সর্বপ্রযত্নেন সেব্য  
ভূমিভূজা সদা।। বিশেষাদ্ ধ্বজভঙ্গ সপ্তাহেন বিনাশয়েৎ। প্রমেহং মূত্ররোগঞ্চ মন্দাঘ্নিৎ স্বয়থুং তথা।  
রক্তদোষঞ্চ নারীণাং পানাদেব বিনশ্যতি।।

মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, কর্পূর, জৈত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, বঙ্গ প্রত্যেকের এক-এক ভাগ, রৌপ্য,  
দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর প্রত্যেক অর্দ্ধভাগ লইয়া একত্র মর্দন করিবে। পরে শতমূলীর  
রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে বীর্যাহীন ব্যক্তির  
বীর্যবৃদ্ধি এবং দেহের পুষ্টি হয়। বিশেষত ইহা সপ্তাহসেবনে ধ্বজভঙ্গ, প্রমেহ, মূত্ররোগ, অগ্নিমন্দ্য,  
শোথ এবং স্ত্রীলোকের রক্তদোষ নিবারিত হয়। শীতল জল-সহ সেব্য। রোগের অবস্থা বুঝিয়া  
অনুপান ব্যবস্থা করিবে।

**স্বর্ণবঙ্গম্**

প্রক্ষিপেদ ভাজনে বঙ্গমায়সে চাপি মুগ্ধয়ে। বিদ্রুতে বহিতাপেন তস্মিৎসুত্মানকং রসম্।। ক্ষিপ্তো সধুর্গণ্যেৎ  
তত্র নরসারঞ্চ গন্ধকম্। তনুবাসোমদালিপ্ত-কাচকুপ্যাং নিধায় চ।। তৎ সর্বং সিকতায়স্ত্রে পচেদ্  
যামচতুষ্টয়ম্। পাকাৎ সঞ্জায়তে চিত্রং কীর্ণং হেমকণৈরিব।। রমণীয়তরং স্বর্ণ-বঙ্গং নাম রসায়নম্।  
বল্যং মেহহরং কান্তি-মেধাবীর্য্যগ্নিবর্দ্ধনম্।।

লৌহ বা মুগ্ধয়পাত্রে কিঞ্চিৎ বঙ্গ অগ্নিতাপে গলাইয়া তাহাতে বঙ্গের সমান পারদ নিক্ষেপ করিবে।  
উভয়ে মিশ্রিত হইলে উহার সহিত নিশাদল ও গন্ধকচূর্ণ পারদের সমান পরিমাণে মিলাইয়া মর্দন  
করিবে। পরে সূক্ষ্মবস্ত্র ও কর্দম দ্বারা লিপ্ত একটি কাচের শিশিতে ঐ সমুদায় চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া  
বালুকাযস্ত্রে ৪ প্রহর কাল পাক করিবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা স্বর্ণকণাবৎ পরম রমণীয় স্বর্ণবঙ্গ নামক  
ঔষধ প্রস্তুত হইবে। ইহা রসায়ন, বলকর, কান্তিজনক, স্মরণশক্তিবর্দ্ধক, শুক্রজনক, অগ্নিসন্দীপক  
ও মেহরোগনাশক। (ইহার মাত্রা ২ রতি)।

**বঙ্গেশ্বরঃ**

রসস্য ভস্মনা তুল্যং বঙ্গভস্ম প্রযোজয়েৎ। অস্যা মাষদ্বয়ং হস্তি মেহান্ ক্ষৌদ্রসমম্বিতম্।।

- রসসিন্দুর ও বঙ্গভঙ্গ্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ২ মাষা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে মেহ নষ্ট হয়।

**মহাবঙ্গেশ্বরঃ রসঃ**

বঙ্গঃ কান্তঞ্চ গগনং হেমপুষ্পং সমং সমম্। কুমারীরসতো ভাব্যং সপ্তবারং ভিষগ্ববৈরেঃ॥ এষ বঙ্গেশ্বরো নাম প্রমহান্ বিংশতিং জয়েৎ। মূত্রকৃচ্ছ্রং সোমরোগং পাণ্ডুরোগং মহাশ্মরীম্। রসায়নমিদং শ্রেষ্ঠং নাগার্জুনবিনির্মিতম্॥

বঙ্গ, কান্ত লৌহ, অত্র, নাগেশ্বর প্রত্যেক সমভাগ। ঘৃতকুমারীর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া বটিকা করিবে। ইহা প্রমেহ, পাণ্ডুরোগ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও সোমরোগ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট করে। এই মহাবঙ্গেশ্বর উৎকৃষ্ট রসায়ন।

**বৃহদ্বঙ্গেশ্বরো রসঃ**

বঙ্গভঙ্গ্য রসং গন্ধং রূপ্যং কর্পূরমত্রকম্। কর্ষং কর্ষং মানমেঘাং সূতাস্ত্রিহেমমৌক্তিকম্॥ কেশরাজরসৈর্ভাব্যং দ্বিগুণ্যফলমানতঃ। প্রমহান্ বিংশতিং হস্তি সাধ্যাসাধ্যান্ সংশয়ঃ॥ মূত্রকৃচ্ছ্রং তথা পাণ্ডুং ধাতুস্থঞ্চ জ্বরং জয়েৎ। হলীমকং রক্তপিণ্ডং বাতপিণ্ডোক্তফোড়বম্॥ গ্রহণীমাদোসঞ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্। এতান্ সর্বান্ নিহন্ত্যাপি বৃক্ষমিন্দ্রানির্থথা॥ বৃহদ্বঙ্গেশ্বরো নাম সোমরোগং নিহন্ত্যলম্। বহুমূত্রং বহুবিধং মধুমেহং সুদারুণম্॥ মূত্রাতিসারং কৃচ্ছ্রঞ্চ ক্ষীণানাং পুষ্টিবর্দ্ধনং। ওজস্তেজস্করো নিতাং স্ত্রীষু সম্যগ্ ব্রূয়তে॥ বলবর্ণকরো রূচ্যঃ শুক্রসঞ্জননঃ পরঃ। ছাগং বা যদি বা গব্যং পয়ো বা দধি নির্মালম্॥ অনুপানং প্রযোক্তব্যং বৃদ্ধা দোষগতিং ভিষক্। দদ্যাচ্চ বালে স্ত্রৌচে চ সেবনার্থং রসায়নম্॥

বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, রূপা, কর্পূর, অত্র প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণ ও মুক্তা প্রত্যেক ৪ মাষা। এই সমুদায় কেশুরিয়ার রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। এই ঔষধ প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, সোমরোগ, বহুমূত্র ও মূত্রাতিসার প্রভৃতি পীড়ায় উৎকৃষ্ট ফলদায়ক। ইহা বল বর্ণ পুষ্টি তেজ ও শুক্রের জনক এবং রতিশক্তিবর্দ্ধক। অনুপান ছাগ বা গব্যদুগ্ধ বা উৎকৃষ্ট দধি। ফলত দোষের গতি বুঝিয়া অনুপান কল্পনা করিবে।

**বৃহদ্বঙ্গেশ্বরঃ (মতান্তরে)**

সূতং গন্ধং মূত্রং লৌহং মূত্রমত্রং সমাংশিকম্। হেম বঙ্গঞ্চ মুক্তা চ তাপ্যমেবং সমং সমম্। সর্বেষাং চূর্ণিতং কৃত্বা কন্যারসবিমর্দিতম্। গুঞ্জাদ্বয়প্রমাণেন বটিকাং কুরু যত্নতঃ॥ বৃহদ্বঙ্গেশ্বরো হোষ রক্তমূত্রে প্রশস্যতে। শ্বেতমূত্রং বৃহমূত্রং কৃচ্ছ্রমূত্রং তথৈব চ। সর্বপ্রকারমেহাংস্ত নাশয়েদবিকল্পতঃ। অগ্নিবৃদ্ধিং বয়োবৃদ্ধিং কাস্তিবৃদ্ধিং করোতি চ॥ ক্ষয়রোগং নিহন্ত্যাপি কাসং পঞ্চবিধং তথা। কুষ্ঠমস্তাদশবিধং পাণ্ডুরোগং হলীমকম্॥ শূলং শ্বাসং জ্বরং হিক্কাং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্। ত্রুমণে শীলিতো হস্তি রক্ষমিন্দ্রানির্থথা॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র, স্বর্ণ, বঙ্গ, মুক্তা, স্বর্ণমাস্কিক প্রত্যেক সমভাগ, ঘৃতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে সর্বপ্রকার প্রমেহ, রক্তমেহ ও অন্যান্য অনেক পীড়া প্রশমিত হয়।

**বঙ্গাষ্টকম্**

রসং গন্ধং মূত্রং লৌহং মূত্ররূপ্যঞ্চ খর্পরম্। মূত্রাত্রকং মূত্রং তাত্রং সর্বতুল্যঞ্চ বঙ্গকম্॥ পুটেদ গজপুটে বিদ্বান্ স্বাস্থ্যপীতং সমুদ্বরেৎ। রক্তিদ্বয়প্রমাণেন মধুনা লেহয়েন্নরম্॥ নিশাচূর্ণক্ষৌদ্রযতং



পিবদ্ধত্রীরসং হানু। বঙ্গাষ্টকমিদং খ্যাভং মহাদেব প্রকাশিতম্॥ প্রমেহান্ বিংশতিং হস্তি আমদোষং  
বিসূচিকাম্। বিষমজ্বরগুণ্মার্শো-মূত্রাতিসারপিত্তজিৎ। বীৰ্য্যবৃদ্ধিং করোত্যাশু সোমরোগনিবহংগম্॥

পারা, গন্ধক, লৌহ, রৌপ্য, খর্পর, অত্র ও তাম্র প্রত্যেক সমানভাগ, সর্বসমান বঙ্গ। এই সমুদায়  
একত্র মর্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। সুশীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। মাত্রা ২  
রতি। অনুপান মধু, হরিদ্রাচূর্ণ ও আমলকীর রস। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, আমদোষ, বিসূচিকা,  
মূত্রাতিসার ও সোমরোগ প্রভৃতি নষ্ট হইয়া থাকে।

### চন্দ্রকলা

এলা সৰ্পূরশিলা সধাত্রী জাতীফলং কেশরশাম্বলী চ। সূতেন্দ্রবঙ্গায়সভস্ম সর্বমেতৎ সমানং  
পরিভাষয়েৎ তু।। শুভ্রটিকাশাম্বলিকাকষায়েনিষ্কার্দ্দমানাং মধুনা ততশ্চ। বন্ধা শুভ্রীং চন্দ্রকলেতিসংজ্ঞাং  
মেহেষু সর্বেষু নিয়োজয়েৎ॥

এলাইচ, কর্পূর, শিলাজতু, আমলকী, জায়ফল, নাগেশ্বর, শিমুলমূল, রসসিন্দুর, বঙ্গ ও লৌহভস্ম  
এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগ। ইহাদিগকে গুলঞ্চ ও শিমুলছালের ক্বাথে ভাবনা দিবে এবং মধুর সহিত  
মাড়িয়া ২ মাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। ইহা সকলপ্রকার মেহে প্রযোজ্য।

### চন্দ্রকান্তি রসঃ

বিশুদ্ধং পারদং গন্ধং গগনং গতচন্দ্রকম্। তারং তালং তথা কাংস্যং লৌহং বারিতরং তথা।। মাস্কিকং  
ভস্মস্বর্ণঞ্চ সমভাগং প্রকল্পয়েৎ। যাবন্ত্যেতানি সর্বানি ভস্মবঙ্গঞ্চ তৎসমম্।। রসালত্বেগুভবৈস্তোয়ৈরা-  
মলক্যা রসৈস্তথা।। ততঃ কুলথতোয়েন লজ্জালুস্বরসৈস্তথা।। বটাবরোহতোয়েন রোচনস্বরসেনচ। ভাবনা  
খলু দাতব্য্য প্রত্যেকং দিবসত্রয়ম্।। জাতীফল লবঙ্গাঙ্ক-ত্বগেলাজাতি কোষকম্। সমভাগং বিচূর্ণ্যাথ  
দত্তা বৈ কল্পয়েদ্বটীম্।। আমলক্যা রসেনৈব খাদেদেকাং শুভেহহনি। চন্দ্রকান্তিরসাথ্যোহয়ং সর্বমেহ-  
বিনাশনঃ।। রসাদ্যদ্ব্যতরো জ্ঞেয়ো ক্ষীণানাঞ্চাস্ববর্দ্ধনঃ। ধ্বজভঙ্গাদীংস্তু রোগান্ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।।  
মূত্রাঘাতমশ্মারীঞ্চ মধুমেহং সুদারুণম্। মূত্রাতিসারমত্যাগ্রং কাসং পঞ্চবিধং তথা।। রাজযক্ষ্মাণমত্যাগ্রং  
বহিমান্দ্যং ভগন্দরম্। নাশয়েদন্নপিত্তঞ্চ শূলমষ্টবিধং তথা। রেতোবৃদ্ধিকরং পুংসাং ধ্বজভঙ্গাদিনাশনঃ।।  
(ইত্যাদয়ো বহবো গুণাঃ স্তি)।

শোধিত পারদ, গন্ধক, নিশ্চন্দ্রক অত্র, রৌপ্য, হরিताल, কাঁসা, লৌহ, বেণার মূল, স্বর্ণমাস্কিক, স্বর্ণ  
প্রত্যেক সমভাগ; এই সকল দ্রব্যের সমান বঙ্গ একত্র মর্দন করিয়া আমছালের ক্বাথ, আমলকীর  
রস, কুলথকলায়ের ক্বাথ, লজ্জাবতীর রস, বটের বুড়ির রস ও শিমুলমূলের রস প্রত্যেক দ্বারা  
তিন দিন করিয়া ভাবনা দিবে। পরে জায়ফল, লবঙ্গ, মুতা, দারুচিনি, এলাইচ ও জৈত্রী এই সকল  
দ্রব্য সমভাগে উল্লিখিত দ্রব্যের সমান লইয়া চূর্ণ করত একত্র মিশ্রিত করিবে। এই বটী (২ রতি  
পরিমিত) আমলকীর রস দিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহাতে সর্বপ্রকার মেহ, ধ্বজভঙ্গ, মূত্রাঘাত,  
অশ্মারী, মধুমেহ, উৎকট মূত্রাতিসার, পঞ্চপ্রকার কাস, রাজযক্ষ্মা, ভগন্দর ও অগ্নিমান্দ্য রোগ  
বিনষ্ট হয়। ইহা শরীরের পুষ্টিসাধক ও বীৰ্য্যবর্দ্ধক।

### বসন্তকুসুমাকর রসঃ

পৃথগ্ দ্বৌ হটকং চন্দ্রদ্রয়ো বঙ্গাহিকান্তকাঃ। চতুর্ভাগং শুদ্ধমত্রং প্রবালং মৌক্তিকং তথা। ভাবনা গব্য-  
দন্ধেন ভাবনেন্দ্রসেন চ। বাসালান্কারসৌদীচ্য-রক্তাকন্দপ্রস্নকৈঃ।। শতপত্ররসেনৈব মালত্যাঃ

কুঙ্কুমাদিকৈঃ। পশ্চান্মৃগমদৈর্ভাব্যং সুসিক্তো রসরাড্ভবেৎ<sup>১</sup>।। কুসুমাকরবিখ্যাতো বসন্তপদপূর্বকঃ।  
গুঞ্জাদ্বয়েন সংসেব্যঃ সিতাজ্যামধুসংযুতঃ।। বলীপলিতহৃদ্যধোঃ কামদঃ সুখদঃ সদা। মেহয় পুষ্টিদঃ  
শ্রেষ্ঠঃ পুত্রপ্রসবকারণম্। ক্ষয়কাসয় উন্মাদশ্বাসরক্তবিষাপহঃ। সিতাচন্দনসংযোগাদল্লপিত্তাদিরোগজিৎ।

স্বর্ণ ২ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ (রৌপ্যের পরিবর্তে কর্পূরও ব্যবহৃত হয়), বঙ্গ, সীসা, লৌহ প্রত্যেক  
৩ ভাগ, অত্র, প্রবাল, মুক্তা ৪ ভাগ। এই সমুদায় একত্র মাড়িয়া যথাক্রমে গব্যদুগ্ধ, ইক্ষুরস,  
বাসকছালের রস, লাক্ষাক্কাথ, বালার ক্কাথ, কদলীমূলের রস, মোচার রস, পদ্মরস, মালতীফুলের  
রস, কুঙ্কুমের জল ও মৃগনাভি এই সমুদায় দ্বারা ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে।  
অনুপান ঘৃত, চিনি, মধু। ইহা মেহরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে অন্যান্য অনেক রোগেরও উপশম  
হইয়া থাকে। চিনি ও চন্দনের সহিত সেবন করিলে অল্লপিত্ত প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শাস্তি হয়।

#### প্রমেহসেতুঃ

সূতালক্ষ বটক্ষীরৈর্মদয়েৎ প্রহরদ্বয়ম্। বিশোষ্য পক্ষমুষায়াং সর্বরোগে প্রযোজয়েৎ।। বিশেষাণ্মেহ-  
রোগেষু ত্রিফলামধুসংযুতম্। মুঞ্জীত বল্লমেকস্ত রসেন্দ্রস্যাস্য বৈদ্যরাট্।।

রসসিন্দূর ও অত্র সমভাগে বটের আটায় ২ প্রহর মর্দন করিয়া মুষাযস্ত্রে পুটপাক দিবে। পরে ৩  
রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিয়া ত্রিফলার ক্কাথ ও মধু অনুপানে সেবন করিলে সর্বপ্রকার মেহ  
বিনষ্ট হয়।

#### হরিশঙ্করো রসঃ

মৃতসূতালক্ষ তুলাং ধাত্রীফলনিজদ্রবৈঃ। সপ্তাহং ভাবয়েৎ খল্লে যোগোহুয়ং হরিশঙ্করঃ। মাষমাত্রাং  
বটীং খাদেৎ সর্বমেহপ্রশান্তয়ে।।

রসসিন্দূর ও অত্র সমভাগে গ্রহণ করিয়া আমলকীর রসে ৭ দিন ভাবনা দিবে। পরে ১ মাষা  
পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে সকলপ্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হয়।

#### বৃদ্ধরিশঙ্করো রসঃ

রসগন্ধকলৌহঞ্চ স্বর্ণং বঙ্গঞ্চ মাক্ষিকম্। সমভাগস্ত সংপিষ্য বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্।। সপ্তাহমামলদ্রাবৈ-  
র্ভাবিতোহুয়ং রসেশ্বরঃ। হরিশঙ্করনামায়াং গহনানন্দভাষিতঃ। প্রমেহান্ বিংশতিং হস্তি সত্যং সত্যং ন  
সংশয়ঃ।।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, স্বর্ণ, বঙ্গ ও স্বর্ণমাক্ষিক এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র করিয়া আমলকীর  
রসে ৭ দিন ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাতে বিংশতিপ্রকার প্রমেহরোগ নিশ্চয় প্রশমিত  
হয়।

#### আনন্দভৈরবো রসঃ

বঙ্গভস্ম মৃতং স্বর্ণং রসং ক্ষৌদ্রেবিমর্দয়েৎ। দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েন্নিত্যং হস্তি মেহং চিরোন্তবম্।। গুঞ্জামূলং  
তথা ক্ষৌদ্রৈরনুপানং প্রশস্যতে।।

বঙ্গভস্ম, স্বর্ণ, রসসিন্দূর (পারদভস্ম), ইহাদিককে সমভাগে লইয়া মধুতে মর্দিত করিবে। ২ রতি  
পরিমিত বটী প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে পুরাতন প্রমেহ বিনষ্ট হয়। অনুপান গুঞ্জামূল ও মধু।

১. ভাবনা গব্যদুগ্ধে-কু-বাসাত্রীদ্বিজলৈর্নিশা—। মোচকন্দরসৈঃ সপ্ত ক্রমাস্ত্রাব্যং পৃথক্ পৃথক্।। শতপত্ররসেনৈব মালত্যাঃ  
কুসুমৈস্তথা। পশ্চান্মৃগমদৈর্ভাব্যঃ সুসিক্তো রসরাড্ ভবেৎ।। ইতি যোগরত্নাকরে পাঠঃ।

### অপূর্বমালিনী বসন্তঃ

বৈক্রান্তমভ্রং রবিতাপ্যরৌপ্যং বঙ্গং প্রবালং রসভস্ম লৌহম্। সুটঙ্কণং কন্ধুকভস্ম সর্বং সমাংশকং  
সেব্যবরীহরিদ্রাঃ।। দ্রবৌর্বিভাঘ্যং মুনিসংখ্যা চ মুগাণ্ডজাশীতকরণে পশ্চাৎ। বঙ্গপ্রমাণে মধুপিপ্পলীভি-  
জীর্ণজুরে ধাতুগতে নিয়োজ্যঃ।। শুভ্রচিকাস্তুসিতাবৃতশ্চ সর্বপ্রমেহেষু নিয়োজনীয়ঃ। কৃচ্ছ্রাশ্মরীং  
নিহন্ত্যাশু মাতুলুঙ্গাঙ্ঘ্রিজৈর্দ্রবৈঃ। রসো বসন্তনামায়মপূর্বো মালিনীপদঃ।।

বৈক্রান্ত, অভ্র, তাম্র, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্য, বঙ্গ, প্রবাল, রসসিন্দূর, লৌহ, সোহাগার খই, শঙ্খভস্ম  
এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া বেণা, শতমূলী ও হরিদ্রা এই সকল দ্রব্য দ্বারা ৭ বার ভাবনা  
দিবে। পশ্চাৎ তাহা মুগনাভি ও কর্পূরে ভাবিত করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা ধাতুগত  
ও জীর্ণ জুরে মধু ও পিপুলচূর্ণ-সহ সকলপ্রকার প্রমেহরোগে গুলঞ্চরস ও চিনির সহিত এবং  
মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগে ছোলঙ্গ লেবুর মূলের রস-সহ সেবন করিতে দিবে।

### মেঘনাদো রসঃ

ভস্মসূতং সমং কান্তমব্রকস্ত শিলাজতু। শুদ্ধতাপ্যং শিলাব্যোষং ত্রিফলাঙ্কোষ্ঠজীরকম্।। কার্পাসবীজং  
রজনীচূর্ণং ভাব্যঞ্চ বহিনা। ত্রিংশদ্বারং বিশোষাথ লিহ্যচ্চ মধুনাসহ।। মাষমাত্রং হরেন্মেহং মেঘনাদোরসো  
মহান্।।

রসসিন্দূর, কান্তলৌহ, অভ্র, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ধলাআঁকড়া, জীরা,  
কার্পাসবীজ ও হরিদ্রাচূর্ণ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া চিতার রসে ৩০ বার ভাবনা দিয়া ১ মাষা  
পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু। ইহা দ্বারা মেহরোগ বিনষ্ট হয়।

### মেহবজ্রঃ

ভস্মসূতং মৃতং কান্ত-লৌহভস্ম শিলাজতু। শুদ্ধতাপ্যং শিলা ব্যোষং ত্রিফলা বিশ্বজীরকম্।। কপিথং  
রজনীচূর্ণং ভৃঙ্গরাজেন ভাবয়েৎ। ত্রিংশদ্বারং বিশোষাথ লিহ্যচ্চ মধুনাসহ।। নিষ্কমাত্রং হয়েন্মেহান্  
মূত্রকৃচ্ছ্রং সুদারুণম্। মহানিষ্মস বীজঞ্চ বড়নিষ্কং পেয়িতঞ্চ যৎ।। পলতগুলতোয়েন ঘৃতনিষ্কদ্বয়েন  
চ। একীকৃত্য পিবেচ্চানু হস্তি মেহং চিরোথিতম্।।

রসসিন্দূর, কান্তলৌহ, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বেল, জীরা, কয়েৎবেল,  
হরিদ্রাচূর্ণ এই সকল দ্রব্যকে ভীমরাজের রসে ৩০ বার ভাবনা দিয়া ৪ মাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত  
করত মধুর সহিত সেবন করিবে। ইহাতে সুদারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র ও মেহ নিবারিত হয়। অনুপান মহানিষ্মের  
বীজ ও তোলা চূর্ণ করিয়া চালুনিজল ৮ তোলা এবং ঘৃত ১ তোলার সহিত মিশ্রিত করত সেব্য।  
ইহাতে পুরাতন প্রমেহ প্রশমিত হয়।

### মেহকেশরী

মৃতবঙ্গং সুবর্ণঞ্চ কান্তলৌহঞ্চ পারদম্। মুক্তা শুভ্রত্বপৈব সূক্ষ্মেলাং পত্রকেশরম্।। সমভাগং বিচূর্ণ্যাথ  
কন্যানীরেণ ভাবয়েৎ। দ্বিমাষাং বটিকাং খাদেদ্ দুষ্ক্লান্নং প্রপিবৎ ততঃ।। প্রমেহং নাশয়েদাশু কেশরী  
করিণং যথা। শুক্রপ্রবাহং শময়েৎ ত্রিরাত্রান্নাত্র সংশয়ঃ।। (চিরজাতং প্রবাহঞ্চ মধুমেহঞ্চ নাশয়েৎ।  
ইত্যাধিক পাঠঃ রসেন্দ্রঃ)।

বঙ্গ, সুবর্ণ, কান্তলৌহ, পারদ, মুক্তা, দারুচিনি, ছোট এলাইচ, তেজপত্র ও নাগকেশর এই সকল  
দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া ২ মাষা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিয়া সেবন  
করিবে। পথ্য দুগ্ধ ও অন্ন। এই ঔষধ ৩ দিন সেবনে প্রমেহ, শুক্রমেহ ও মধুমেহ বিনষ্ট হয়।

### বিড়ঙ্গাদি লৌহঃ

বিড়ঙ্গাট্রিফলামুষ্ঠৈঃ কণয়া নাগরেণ চ। জীরকাভ্যাং যুতো হস্তি প্রমেহানতিদারুণাম্। লৌহো মূত্র-  
বিকারংশ্চ সর্বমেব বিনাশয়েৎ।। (লৌহং সর্বতুল্যমিতি, রঃ সঃ)।

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, মুতা, পিপুল, শুঠ, জীরা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক সমভাগ, সর্বসমান লৌহ। একত্র মর্দন করিবে। ইহাতে প্রমেহ ও সর্বপ্রকার মূত্রবিকার নিবারিত হয়। মাত্রা ৩ রতি।

### শুক্রমাতৃকা বটী

গোক্ষুরবীজং ত্রিফলা পত্রমেলা রসাজ্জনম্। ধান্যকং চবিকা জীরং তালীশং টঙ্গদাড়িমৌ।। প্রত্যেকাৰ্দ্ধপলং  
দস্তা গুগুলাঃ কর্ষমেব চ। রসাত্রগন্ধলৌহানাং প্রত্যেকঞ্চ পলং ক্ষিপেৎ।। সর্বমেকীকৃতং বৈদ্যো  
দণ্ডযোগেন মর্দয়েৎ। ঘৃতভাণ্ডে তু সংস্থাপ্য মাষমেকঞ্চ ভক্ষয়েৎ।। অনুপানং প্রদাতব্যং জাতিভেদাৎ  
পৃথক্পৃথক্। দাড়িমস্য রসেনৈব ছাগদুগ্ধেন বাস্তসা।। চন্দ্রনাথেন গদিতা বটিকা শুক্রমাতৃকা। প্রমেহান্  
বিংশতিং হস্তি বাতপিপ্তোকফোদ্ভবান্।। দ্বন্দ্বজান্ সন্নিপাতোথান্ মূত্রকৃচ্ছাশ্মরীগদান্। বলবর্ণাঘ্নিজননী  
জরদোষনির্সূদনী।। (দাড়িম্বরসেনৈব বটী কার্য্যা)।

গোক্ষুরবীজ, ত্রিফলা, তেজপত্র, এলাইচ, রসাজ্জন, ধনে, চৈ, জীরা, তালীশপত্র, সোহাগা, দাড়িমবীজ  
প্রত্যেক ৪ তোলা; গুগুলু ২ তোলা; পারদ, অভ্র, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেক ৮ তোলা। সমুদায়  
দাড়িমের রসে মর্দন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। ১ মাষা মাত্রায় সেবনীয়। ব্যবহার ৩/৪ রতি।  
অনুপান দাড়িমের রস, ছাগদুগ্ধ বা জল। ইহা সেবন করিলে সর্বপ্রকার প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ ও অশ্মরী  
রোগ নষ্ট হয় এবং বল বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

### বেদবিদ্যাবটী

পারদাত্রককান্তানাং নাগভস্ম সমং সমম্। দিনং ব্রহ্মীরসৈর্মর্দ্যং বালুকাযন্ত্রগং পুনঃ।। উদ্ধৃত্য চূর্ণয়েৎ  
শ্লক্ষং জারিতাত্রং শিলাজতু।। তাপ্যং মণ্ডুরবৈক্রান্তং কাসীসং তুল্যমেব চ।। সর্বং সর্বসমং চূর্ণং  
কল্পয়েচ্চ ততঃ পুনঃ।। মুস্তচন্দনপ্লাগ-নারিকেলসা মূলকম্।। কপিথরজনীদাক্ষীচূর্ণং সর্বসমং ভবেৎ।।  
জম্বীরাণাং দ্রবৈর্মর্দ্যং দ্বিযামং বটীকীকৃতম্।। বেদবিদ্যাবটী নাম্না ভক্ষণাৎ সর্বমেহজিৎ।। মধু ধাত্রীরসঞ্চান  
ক্লেদৈরপি গুড়চিকাঃ।।

পারদ, অভ্র, কান্তলৌহ, সীসা প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ব্রহ্মীরসে ১ দিন মর্দন করত বালুকাযন্ত্রে  
পাক করিয়া ঔষধ উদ্ধৃত করিবে। পরে অভ্র, শিলাজতু, স্বর্ণমাফিক, মণ্ডুর, বৈক্রান্ত ও হীরাকস  
প্রত্যেকে পারদের সমান এবং মুতা, রক্তচন্দন, প্লাগ, নারিকেল মূল, কয়েবেল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা  
প্রত্যেক দ্রব্য সর্বসমষ্টির তুল্য লইয়া সমস্ত দ্রব্য জামীরের রসে ২ প্রহর মর্দন করিয়া বটিকা  
প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু, আমলকীর রস কিংবা মধু-সহ গুলঞ্চরস। ইহা সর্বমেহ বিনাশক।

### ইন্দ্রবটী

মৃতং সূতং মৃতং বঙ্গমজ্জ্বলন্য ত্বচাষ্মিতম্। তুল্যাংশং মর্দয়েৎ খল্লৈ শাশ্বল্যা মূলজৈর্দ্রবৈঃ।। দিনান্তে  
বটিকা কার্য্যা মাষমাত্রা প্রমেহহা। এষা চেন্দ্রবটী নাম্না মধুমেহপ্রশান্তয়ে।।

রসসিন্দূর, বঙ্গ, অজ্জ্বলছাল এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া শিমুলমূলের রসে ১ দিন মাড়িয়া ১  
মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে প্রমেহ ও মধুমেহ নিবারণ হয়।

### চন্দ্রপ্রভা বটিকা

চন্দ্রপ্রভা বচা মুস্তা ভূনিষসূরদারবঃ। হরিদ্রাতিবিষাদাক্ষী-পিপ্পলীমূলচিত্রকম্।। ত্রিবৃন্দস্তী পত্রকঞ্চ ভ্রুগেলা

বংশলোচনা। প্রত্যেকং কর্ণমাত্রাণি কুর্যাদেতানি বুদ্ধিমান্।। ধান্যকং ত্রিফলা চব্যং বিড়ঙ্গং গজপিপ্ললী। সুবর্ণমাক্ষিকং ব্যোষং দ্বৌ ক্ষারৌ লবণত্রয়ম্।। এতানি টঙ্কমাত্রাণি সংগৃহীয়াৎ পৃথক্ পৃথক্। দ্বিকর্ষং হতলৌহং স্যাচ্চতুর্দ্বার্য সিতা ভবেৎ।। শিলাজত্বষ্টকর্ষং স্যাদষ্টৌ কর্ষাশ্চ গুগগুলোঃ। বিধিনা যোজিতৈরেতৈঃ কর্তব্যং গুটিকা শুভা।। চন্দ্রপ্রভেতি বিখ্যাতা সর্বরোগপ্রণাশনী। নিহস্তি বিংশতিং মেহান্ কৃচ্ছ্রমষ্টবিধং তথা।। চতুঃশচাম্রীকৃত্ত্বমূত্রাঘাতাৎ দ্বয়োদশ। অণুবুদ্ধিং পাণ্ডুরোগং কামলাঞ্চ হলীমকম্।। কাসং শ্বাসং তথা কৃষ্টমগ্নিমান্যমরোচকম্। বাতপিত্তকফব্যাধীন বন্য্য বৃষ্য রসায়নী।। সমারাদ্য শিবং যস্মাৎ প্রযত্নাদ্ গুড়িকামিমাম্। প্রাপ্তিবাংচ্চন্দ্রমাস্তস্মাদিয়ং চন্দ্রপ্রভা স্মৃতা।।

সোমরাজী, বচ, মুতা, চিরতা, দেবদারু, হরিদ্রা, আতইচ, দারুহরিদ্রা, পিপুলমূল, চিতামূল, তেউড়ী, দন্তীমূল, তেজপত্র, গুড়ত্বক, এলাইচ ও বংশলোচন প্রত্যেক ২ তোলা; ধনে, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, চই, গজপিপ্ললী, স্বর্ণমাক্ষিক, ত্রিকটু, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, সচল ও বিটলবণ প্রত্যেক ৪ মাষা; লৌহ ৪ তোলা, চিনি ৮ তোলা, শিলাজতু ১৬ তোলা, গুগগুলু ১৬ তোলা; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মাড়িয়া যথাবিধি বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, মূত্রাঘাত ও পাণ্ডু প্রভৃতি বিবিধ রোগের শাস্তি হয়। ইহা বলকারক, বৃষ্য ও রসায়ন।

#### মেহমুদার বটিকা

রসাজ্ঞনং বিড়ং দারু বিশ্বগোক্ষুরদাড়িমাঃ। ভূনিম্বপিপ্ললীমূলং ত্রিকটু ত্রিফলা ত্রিবৃৎ।। প্রত্যেকং তোলকং দেয়ং লৌহচূর্ণস্ত তৎসমম্। পলৈকং গুগগুলুং দত্তা ঘৃতেন বটিকাং কুরু।। মাষৈকা নিম্নিতা চেয়ং মেহমুদারসঙ্গিনী। শ্রীমদাহননাতেন লোকনিস্তারকারিণা।। অনপানং প্রকর্তব্যং ছাগীদুগ্ধং জলঞ্চ বা। বিংশমেহং নিহন্ত্যণু মূত্রকৃচ্ছ্রং হলীমকম্। অশ্মরীং কামলাং পাণ্ডুং মূত্রাঘাতমরোচকম্।। যড়শাংসি ব্রণং কৃষ্টং ভগন্দরমসূরিকাম্।। (সুখিনে যদি কর্তব্য্য ত্রিসুগন্ধিসমম্বিতা)। অত্র দারু দারুহরিদ্রা। রং টাঃ। ত্রিকটুরিত্যত্র ত্রিকটুক ইতি কচিৎ পাঠঃ।

রসাজ্ঞন, বিটলবণ, দারুহরিদ্রা, বেলগুঠ, গোক্ষুরবীজ, দাড়িম, চিরতা, পিপুলমূল, ত্রিকটু (পাঠান্তরে গোক্ষুর), ত্রিফলা ও তেউড়ীমূল প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহচূর্ণ ১৫ তোলা, গুগগুলু ৮ তোলা; এই সমুদায় দ্রব্য ঘৃত দিয়া মাড়িয়া ১ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ছাগীদুগ্ধ বা জল। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, হলীমক, অশ্মরী ও মূত্রাঘাত প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শাস্তি হয়।

#### কামধেনুরসঃ

সিন্দুরমত্রং নাগঞ্চ কর্পরং হেমমাক্ষিকম্। খর্পরং রজতঞ্চাপি মর্দয়েৎ কামলাস্তসা।। ততো গুঞ্জামিতাঃ কৃদ্ধা বটীশ্ছায়াপ্রশোষিতাঃ। একৈকাং দাপয়েদাসাং কসেরুশ্বরসেন চ।। প্রমেহান্ বিংশতিং হস্তি শুক্রমেহং বিশেষতঃ। জ্বরং জীর্ণঞ্চ যক্ষ্মাণং কামধেনুর্ভিধো রসঃ।।

রসসিন্দুর, অত্র, সীসা, কর্পর, স্বর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক, খর্পর ও রৌপ্য প্রত্যেক সমভাগে লইয়া পদ্মপুষ্পের রসে মর্দন করত ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিবে। কেশুরের রসের সহিত সেবনীয়। ইহাতে শুক্রমেহ প্রভৃতি অনেক পীড়ার শাস্তি হয়।

#### শিলাজত্বাদি বটী

শিলাজত্বত্রহেমাণি লৌহগুগগুলুটঙ্গণম্। কেশরাজস্য তোয়েন মর্দয়েদ্ দিবসদ্বয়ম্।। বহ্নমানাং বটীং কৃদ্ধা শৈবালসলিলেন চ। প্রাতঃ প্রাতঃ প্রযুক্তীত শুক্রমেহনিবৃত্তয়ে।।

শিলাজতু, অত্র, স্বর্ণ, লৌহ, গুগগুলু ও সোহাগার খই, এই সমুদায় সমভাগে লইয়া কেশুরিয়ার

রসে দুই দিবস মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। শেওলার রসের সহিত প্রত্যহ প্রভাতে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে শুক্রমেহের শান্তি হয়।

#### চন্দনাদি চূর্ণম্

চন্দনং শাম্বলীপুষ্পং ত্রিজাতং রজনীদ্বয়ম্। অনন্তাং শরিবাং মুস্তমুশীরং যষ্টিকামলে।। স্বর্ণপত্রীং শুভাং ভার্গীং দেবদারু হরীতকীম্। সর্বদ্বিগুণিতং লৌহশ্লেষকত্র পরিমর্দয়েৎ।। প্রমেহা বিংশতিং শ্বাসঃ কাশো জীর্ণজ্বরস্তথা। প্রাশনাদস্য নশ্যন্তি দুর্নামানি চ কামলা।।

শ্বেতচন্দন, শিমুলমূল, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, মুতা, বেণার মূল, যষ্টীমধু, আমলকী, সোণামুখী, বংশলোচন, বামুনহাটী, দেবদারু ও হরীতকী প্রত্যেক সমভাগ এবং এই সকলের সমষ্টির দ্বিগুণ লৌহ একত্র মর্দন করিবে। মাত্রা ১ মাষা। ইহা সেবন করিলে প্রমেহাদি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

#### মাক্ষিকাদি চূর্ণম্

মাক্ষিকং পারদং গন্ধকং খর্পরং গিরিমুক্তিকাম্। শিলাজত্বভ্রলৌহানি শাম্বল্যাঃ কুসুমং ত্বচম্।। বিদারীং গোক্ষুরং বীজশ্লেষকত্র পরিমর্দয়েৎ।। মাষমাত্রং প্রযঞ্জীত শুক্রমেহনিবৃণুয়ে।।

স্বর্ণমাক্ষিক, পারদ, গন্ধক, খর্পর, গেরিমাটি, শিলাজত, অত্র, লৌহ, শিমলফল, শিমলছাল, ভূমিকণ্ডাও ও গোক্ষুরবীজ এই সমুদায় সমভাগে লইয়া মর্দন করিবে। মাত্রা ১ মাষা। ইহা সেবন করিলে শুক্রমেহের শান্তি হইয়া থাকে।

#### প্রমেহমিহির তৈলম্

শতপুষ্পা দেবকাষ্ঠং মুস্তকঞ্চ নিশাদ্বয়ম্। মূর্ব্বা কুষ্ঠং বাজিগন্ধা চন্দনদ্বয়রেণুকম্।। কটুকী মধুকং রান্না ত্বগেলা ব্রহ্মযষ্টিকা। চবিকা ধান্যকং বৎসং পুতিকাগুরু পত্রকম্।। ত্রিফলা নলিকা বালা বলা চাতিবলা তথা। মঞ্জিষ্ঠা সরলং পদ্মং লোধং মধুরিকা বচা।। অজাজী চোশীরং জাতী বাসা তগরপাদুকা। এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।। শতাবর্য্যা রসং তুল্যং লাক্ষারসং চতুর্গুণম্। মস্ত্র লাক্ষারসৈস্তুল্যং ক্ষীরং তুল্যং প্রদাপয়েৎ।। দ্রবৈরেতৈঃ পচেৎ তৈলং গন্ধকং দস্তা যথাক্রমম্। এতৎ তৈলবরং শ্রেষ্ঠম-ভ্যঙ্গমাক্রুতাপহম্।। বিষমাখ্যান্ জ্বরান্ সর্বান্ মেদোমজ্জগতানপি। বাতিকং পৈত্তিকশ্লেষব শ্লৈশ্মিকং সান্নিপাতিকম্।। ক্ষীণেন্দ্রিয়ে তথা শস্তং ধ্বজভঙ্গ্যে বিশেষতঃ। দদ্যাৎ তৈলং বিশেষেণ ফলমস্য চ কথ্যতে।। দাহং পিত্তং পিপাসাঞ্চ চ্ছর্দিঞ্চ মুখশোষণম্। প্রমেহান্ বিংশতিশ্লেষব নাশয়েদবিকল্পতঃ। প্রমেহমিহিরং নাম্না রতিনাথেন ভাষিতম্।।

তিলতৈল ৪ সের। কাথার্থ লাক্ষা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; শতমূলীর রস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, দধির মাত ১৬ সের। কঙ্কার্থ শুলফা, দেবদারু, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, কুড়, অশ্বগন্ধা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, রেণুক, কটকী, যষ্টীমধু, রান্না, গুড়ত্বক, এলাইচ, বামুনহাটী, চই, ধনে, ইন্দ্রযব, করঞ্জবীজ, অণুরু, তেজপত্র, ত্রিফলা, নালুকা, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মৌরি, বচ, জীরা, বেণার মূল, জায়ফল, বাসকছাল ও তগরপাদুকা, প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমস্ত কঙ্ক ও কাথ-সহ যথাবিধি তৈল পাক করিয়া মর্দন করিলে মেদোগত, মজ্জগত ও সর্বদোষজাত বিষমজ্বর, ধ্বজভঙ্গ্য; দাহ পিত্ত পিপাসা ছর্দি ও মুখশোষ এবং সকলপ্রকার মেহ ও অন্যান্য অনেক পীড়া প্রশমিত হয়।

ত্রিকণ্টকাদ্যং ঘৃতং তৈলং যমকঞ্চ

ত্রিকণ্টকাস্তকসোমবন্ধৈর্ভস্মাতকৈঃ সাত্তিবিষৈঃ সলৌপ্তৈঃ। বচাপটোলার্জুর্ননিষ্মমুস্তৈহরিদ্রয়া দীপ্যক-  
পদ্মকৈশ্চ।। মঞ্জিষ্ঠপাঠাণ্ডকচন্দনৈশ্চ সর্বৈঃ সমস্তৈঃ কফবাতজেষু। মেহেষু তৈলং বিপচ্যেৎ ঘৃতস্ত  
পিত্তেনু মিশ্রং ত্রিষু লক্ষণেষু।।

গোক্ষুর, অল্পকুচা, খদিরকাষ্ঠ, শোধিত ভেলা, আতাইচ, লোধ, বচ, পলতা, অর্জুনছাল, নিমছাল, মুতা, হরিদ্রা, যমানী, পদ্মকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, আকনাদি, অণ্ডক ও রক্তচন্দন এই সমস্ত দ্রব্যের কঙ্কের সহিত যথাবিধি তৈল ও ঘৃত বা মিশ্রিত ঘৃততৈল পাক করিবে। কফ ও বাতজনিত মেহে তৈল, পিত্তজ মেহে ঘৃত, ত্রিদোষজ মেহে মিশ্রিত ঘৃততৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

কফমেহহরক্কাথ-সিদ্ধং সর্পিঃ কফে হিতম্। পিত্তমেহঘ্ননির্যূহ-সিদ্ধং পিত্তে হিতং ঘৃতম্।।

কফোক্ষণ মেহে কফজ মেহনাশক ঔষধের ক্কাথের সহিত এবং পিত্তোক্ষণ মেহে পৈত্তিক মেহনাশক দ্রব্যের ক্কাথের সহিত ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

দাড়িমাধ্যং ঘৃতম্

দাড়িমস্য তু বীজানি ত্রিমিষ্যস্য চ তণ্ডুলাঃ। রজনী চবিকাজাজী ত্রিফলা নাগরং কণা।। ত্রিকণ্টকস্য বীজানি যমানী ধান্যকং তথা। বৃক্ষাল্লং চপলা কোলং সিদ্ধুদ্রবসমায়ুতম্।। কঙ্কৈরক্ষসমৈরেভির্ঘৃতপ্রহং বিপাচয়েৎ। পানে ভোজ্যে চ দাতব্যং সর্বর্কৃষু চ মাত্রয়া।। প্রমেহান বিংশতিবিধান মুত্রাঘাতাংস্তথাশ্মরীম্। কৃচ্ছং সুদারুণঞ্চৈব হন্যাদেতন্ন সংশয়ঃ।। বিবন্ধানাহশূলয়ং কামলাজ্বরনাশনম্। (অত্র চপলা পিপ্পলী-মূলমিতি বৃন্দঃ। গজপিপ্পলীতি পদ্মসেনাপ্রিয়রকবীন্দ্রো)।

ঘৃত ৪ সের। কঙ্কার্থ দাড়িমবীজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, চই, জীরা, ত্রিফলা, শুষ্ঠ, পিপুল, গোক্ষুরবীজ, যমানী, ধনে, মহাদা, পিপুলমূল (মতান্তরে গজপিপ্পলী), কুলশুষ্ঠ ও সৈন্ধবলবণ (রত্নাবলী গ্রন্থকার আরও কয়েকটি কঙ্কদ্রব্য দিতে বলেন। যথা অল্পবেতস, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, কুড়, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, মনঃশিলা, নীলাঞ্জন ও রসাজ্ঞন), প্রত্যেক ২ তোলা। পাকের জল ১৬ সের। সকল ঋতুতেই যথাযোগ্য মাত্রায় সেবন করিলে সর্বপ্রকার প্রমেহ, মুত্রাঘাত, অশ্মরী, সুদারুণ মুত্রকৃচ্ছ, আনাহ ও শূল প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

বৃহদ্ দাড়িমাধ্যং ঘৃতম্

চতুঃষষ্টিপলং পক-দাড়িমস্য সুকুট্রিতম্। চতুঃপলং জলং দত্ত্বা চতুর্ভাগাবশেষিতম্।। ক্কাথেন বস্ত্রপুতেন ঘৃতপ্রহং বিপাচয়েৎ। দাড়িমং চবিকাজাজী ত্রিমিষ্মং রজনীদ্বয়ম্।। দ্রাক্ষাখজ্জুরযজ্ঞাতমৎপলং গজপিপ্পলী। অজমোদা মহাদ্রেকা কাকোলী নাগরং বচা।। দেবাহ্বা চবিকা কৃষ্ঠং কাশ্মরী মধুযষ্টিকা। শ্যামেন্দ্রবারুণী মূর্ব্বা শুভা শৃঙ্গী ধনীয়কম্।। কুলথঞ্চ মহামোদা নিষ্মশ্চ বৃহতীদ্বয়ম্। দণ্ডোৎপলং বরা বাসা সপ্তুলা সিদ্ধুবারকম্।। কঙ্কশ্চৈবাং যুক্তিযোগাদ গ্রাহ্যো হি পরিভাষয়া। প্রমেহং বাতিকং হস্তি পৈত্তিকং শ্লেণ্নিকম্ তথা।। হ্রচ্ছূলং বস্তিজং শূলং মুত্রাঘাতাং স্ত্রয়োদশ। হিঙ্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ যক্ষ্মাণং সর্বরূপিণম্।। স্বরক্ষয়মুরোরোগং রক্তপিত্তমুরোচকম্।। যে চ প্রমেহজা রোগান্তান্ সর্বান্ নাশয়ত্যাপি।। দাড়িমাধ্যমিদং সর্বপ্রমেহাণাং নিসূদনম্। অশ্বিভ্যাং নিশ্চিতম্ হ্যোতৎ।

১. ইতঃ পরম্—অল্পবেতসসদ্রাক্ষা-যষ্টিমধুকপাকলৈঃ। দাক্ষী ত্বচ্ চ শিলাধাতুনীলোৎপলপলরসাজ্ঞনৈঃ।। ইত্যধিক পাঠো রত্নাবল্যাম্। অত্র পাকলং কৃষ্টম্।

পক দাড়িমবীজ ৮ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের, ঘৃত ৪ সের। কক্ষার্থ দাড়িম, চই, জীরা, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দ্রাক্ষা, পিণ্ডুখজ্জ্বর, যুঞ্জাত (অভাবে তালমাতী), নীলোৎপল, গজপিপ্পলী, বনযমানী, মহানিষ, কাকোলী, শুষ্ঠ, বচ, দেবদারু, চই, কুড়, গাভারীমূলের ছাল, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, রাখালশসার মূল, মূর্বা, বংশলোচন, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ধনে, কুলথকলাই, মহামেদ, নিমছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, ডানকুনী, ত্রিফলা, বাসকছাল, ছাতিমছাল ও নিসিন্দামূল এই সমুদায় মিলিত ১ সের। জল ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক প্রমেহ, হৃচ্ছল, বস্তিশূল, ত্রয়োদশ প্রকার মূত্রাঘাত, হিকা, শ্বাস, রক্তপিত্ত ও যক্ষ্মা প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার এবং প্রমেহ-জন্য সমস্ত রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

#### মহাদাড়িমাদ্যং ঘৃতম্

দাড়িমস্য ফলপ্রস্থং প্রস্থঞ্চ যবতণ্ডুলম্। কুলথং প্রস্থমাদায় ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥ শতাবরীরসপ্রস্থং গব্যাদৃক্ষঞ্চ তৎসমম্। কক্ষং সান্দ্রপিচূর্দাক্ষা খজ্জ্বরং ত্রিফলা নতম্॥ রেণকচাষ্টবর্গশ্চ দেবদারু নিশাদ্রয়ম্। শৃঙ্গী ত্রিকটু সৃষ্টৈশ্চলা বিদার্য্যতিবলা তথা॥ প্রমেহান্ বিংশতিং হস্তি শ্লেষ্মাজান্ সন্নিপাতাজান্। বৃংহণঞ্চ বিশেষেণ সর্বমেহহরণং পরম্। অম্বিভ্যাং নিম্বিতম্ সিদ্ধং দাড়িমাদামিদং মহৎ॥

ঘৃত ৪ সের। ক্কার্থ দাড়িমবীজ ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। যবতণ্ডুল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। কুলথকলায় ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। শতমূলীর রস ৪ সের। গব্যাদৃক্ষ ৪ সের। কক্ষার্থ দ্রাক্ষা, পিণ্ডুখজ্জ্বর, ত্রিফলা, তগরপাদকা, রেণক, জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, ছোট এলাইচ, ভূমিকুন্ডাণ্ড ও গোরক্ষচাকুলে, প্রত্যেক চূর্ণ ৩ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে সকল প্রকার মেহ নষ্ট হয়।

#### শাষন্তরং ঘৃতম্

দশমূলং করঞ্জী দ্বৌ দেবদারু বর্ষাভূর্বরুণো দন্তী চিত্রকং সপুনর্নবম্॥ সুধানীপকদম্বাশ্চ বিশ্বভল্লাতকানি চ। শতীপুষ্করমূলঞ্চ পিপ্পলীমূলমেব চ॥ পৃথগ্ দশপলান্ ভাগাংস্ততস্তোয়ান্মণে পচেৎ। যবকোলকলখানান্ প্রস্থং প্রস্থঞ্চ দাপয়েৎ॥ তেন পাদাবশেষেণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। নিচুলং ত্রিফলা ভাগী রোহিযং গজপিপ্পলী॥ শৃঙ্গবেরং বিড়ঙ্গানি বচা কস্পিপ্লবং তথা। গর্ভেণানেন তৎ সিদ্ধং পায়য়েৎ তু যথাবলম্॥ এতদ্ধান্বন্তরং নাম বিখ্যাতং সর্পির্কুণ্ডমম্। কুষ্ঠং গুল্মপ্রমেহাংশ্চ শ্বয়থুঃ বাতশোণিতম্॥ প্রীহীদরং তথার্শাসি বিদ্রঘিৎ পিড়েকাশ্চ যাঃ। অপস্মারং তথোন্মাদং সর্পিরেতন্নিযচ্ছতি॥ পৃথক্ তোয়ান্মণে তত্র পচেদ্রব্যচ্ছতং শতম্। শতত্রয়াধিকে তোয়মুৎসর্গঃ ক্রমতো ভবেৎ॥

দশমূল, নাটাকরঞ্জফল ও ডহরকরঞ্জফল, দেবদারু, হরীতকী, পুনর্নবা, বরুণ, দন্তী, চিতা, শ্বেত পুনর্নবা, মনসাসীজ মূল, কেলিকদম্ব (কাহারও মতে ভূমিকদম্ব), কদম্ব, বেলছাল, শোণিত ভেলা, শটী, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়) ও পিপুলমূল; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ১০ পল। (দশমূলেরও প্রত্যেক দশ-দশ পল লইতে হইবে)। যব, কুল ও কুলথকলায়, প্রত্যেক ২ সের। এই সকল দ্রব্য ৮ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। সেই ক্বাথে ৪ সের ঘৃত, নিম্নলিখিত কক্ষের সহিত পাক করিবে। কক্ষদ্রব্য যথা হিজলফল, ত্রিফলা, বামুনহাটী, গন্ধতৃণ, গজপিপ্পলী, শুষ্ঠ, বিড়ঙ্গ, বচ ও কমলাগুড়ি। রোগীর বলাদি বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় এই ধান্বন্তর ঘৃত সেবন করাইলে কুষ্ঠ প্রমেহ প্রভৃতি বিবিধ পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে। এই ঘৃত পাক করিতে প্রতি



## ২১২ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

১০০ পল ক্কাথ্য দ্রব্যে ৬৪ সের জল দিবার নিয়ম, কিন্তু ৩০০ পলের অধিক হইলে ক্কাথ্য দ্রব্যের অষ্টগুণ জল প্রদেয়।

### শাল্মলীঘৃতম্

শাল্মলীদ্রবসংযুক্তং সর্পিচ্ছাগীপয়োহুষ্ণিতম্। অশ্বগন্ধাং বরীং রাস্নাং মুশলীং বিশ্বভেষজম্॥ অনন্তাং মধুকং দ্রাক্ষাং দন্তা চ পলমানতঃ। পচেৎশাল্মলীনা বৈদ্যাঃ পাত্রে মৃৎপরিনির্মিতে॥ প্রমেহান্ নিখিলান্ হন্তি শুক্রমেহং বিশেষতঃ॥ ক্রৈবাং ধাতুক্ষয়ং শোষণং কাসশ্লেতদ বরং ঘৃতম্॥

গব্যঘৃত ৪ সের। শিমুলের রস ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের। কন্ধার্থ অশ্বগন্ধা, শতমূলী, রাস্না, তালমূলী, শুঠ, অনন্তমূল, যষ্টিমধু ও দ্রাক্ষা প্রত্যেক ১ পল। পাকার্থ জল ১৬ সের; মৃত্তিকানির্মিত পাত্রে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ইহা সেবন করিলে শুক্রমেহাদি অনেক পীড়ার শাস্তি হয়।

### দেবদার্বাদ্যারিষ্টঃ

তুলার্কং দেবদারু স্যাদ্ধাসায়াঃ পলবিশ্শতিঃ। মঞ্জিষ্ঠেন্দ্রযবা দন্তী তগরং রজনীদ্বয়ম্॥ রাস্না ক্রিমিঘ্নং মুস্তঞ্চ শিরীষং খদিরাজ্জুনৌ। ভাগান্ দশপলান্ দদ্যাদ্ যবান্যা বৎসকস্য চ॥ চন্দনস্য গুড়চ্যাশ্চ বোহিগ্যাশ্চিক্রকস্য চ। ভাগানষ্টপলানेतানষ্টদ্রোণেষুস্তসং পচেৎ॥ দ্রোণশেষে কষায়ে চ পূতে শীতে প্রদাপয়েৎ। ধাতক্যা ষোড়শপলং মাক্ষিকস্য তুলাত্রয়ম্॥ ব্যোষস্য দ্বিপলং দদ্যৎ ত্রিজাতকচতুষ্পলম্। চতুষ্পলং প্রিয়ঙ্গোশ্চ দ্বিপলং নাগকেশরম্॥ সর্ব্যাণ্যেতানি সপূর্ণা ঘৃতভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। মাযাদূর্দ্ধাং পিবেদেহং প্রমেহং হন্তি দুস্তরম্॥ বাতরোগগ্রহণ্যশৌ-মূত্রকৃচ্ছানি নাশরেৎ। দেবদার্বাদিকোহরিষ্টো দ্রবকৃষ্টবিনাশনঃ॥

দেবদারু ৬।০ সের, বাসকছাল ২।০ সের, মঞ্জিষ্ঠা, ইন্দ্রযব, দন্তীমূল, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রাস্না, বিড়ঙ্গ, মুতা, শিরীষছাল, খদিরকাষ্ঠ, অর্জুনছাল, প্রত্যেক ১।০ সের; যমানী, ইন্দ্রযব, রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, কটকী ও চিতামূল প্রত্যেক ১ সের, পাকার্থ জল ৫১২ সের, শেষ ৬৪ সের। পাকশেষে শীতল হইলে মধু ৩৭।০ সের এবং ধাইফুল ২ সের, ত্রিকটু ১০ পোয়া, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ প্রত্যেক ১০ সের, প্রিয়ঙ্গু ১০ সের, নাগেশ্বর ১০ পোয়া, সমুদায় চূর্ণ করিয়া ঐ ক্কাথে নিক্ষেপ করিবে এবং ঘৃতপাত্রে ১ মাস রাখিবে। ইহা পান করিলে দুস্তর প্রমেহ, বাতরোগ, গ্রহণী, অর্শ ও মূত্রকৃচ্ছ প্রভৃতি বিবিধ রোগের শাস্তি হইয়া থাকে।

### চন্দনাসবঃ

চন্দনং বালকং মুস্তং গাভারীং নীলমুৎপলম্। প্রিয়ঙ্গুং পদ্মকং লোধং মঞ্জিষ্ঠাং রক্তচন্দনম্॥ পাঠাং কিরাততিক্তঞ্চ ন্যগ্রোধং পিঙ্গলং শঠীম্। পপটং মধুকং রাস্নাং পটোলং কাঞ্চনারকম্॥ আশ্বত্থচং মোচরসং প্রত্যেকং পলমাত্রকম্। ধাতকীং ষোড়শপলাং দ্রাক্ষায়াঃ পলবিশ্শতিম্॥ জলদ্রোণদ্বয়ে ক্ষিপ্ত্বা শর্করায়াস্তুলাং তথা। গুড়স্যার্কতুলঞ্চাপি মাসং ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥ চন্দনাসব ইত্যেব শুক্রমেহবিনাশনঃ। বলপুষ্টিকরো হাদ্যো বহিসন্দীপনঃ পরঃ॥

শ্বেতচন্দন, বালা, মুতা, গাভারীফল, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, আকনাদি, চিরতা, বটছাল, অশ্বখছাল, শঠী, ক্ষেতপাপড়া, যষ্টিমধু, রাস্না, পটোলপত্র, কাঞ্চনছাল, আমছাল ও মোচরস প্রত্যেক ১ পল; ধাইফুল ১৬ পল, দ্রাক্ষা ২০ পল, চিনি ১২।০ সের ও গুড় ৬।০ সের, এই সমুদায় ১২৮ সের জলে সুবিমিশ্রিত করিয়া আবৃত ভাণ্ডে এক মাস রাখিবে। পরে

কঙ্ক ত্যাগ করিয়া দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। এই চন্দনাসব শুক্রমেহ-নিবারক, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, হৃদ্য ও অগ্নিসন্দীপক।

#### লোদ্রাসবঃ

লোদ্রঃ শঠীং পুষ্করমূলমেলাং মুর্ব্বাং বিড়ঙ্গং ত্রিফলাং যমানীম্। চবাং প্রিয়ঙ্গুং ক্রমুকং বিশালাং কিরাত-  
তিক্তং কটরোহিলীঞ্চ ॥ ভার্গীং নতং চিত্রকপিপ্পলীনীনাং মূলং সকষ্ঠ্যতিবিষং সপাঠম্। কলিঙ্গকান্  
কেশরমিন্দ্রসাহুনং নখং সপত্রং মরিচং প্রবঞ্চ ॥ দ্রোণেহস্তসঃ কর্ষসমানি পক্কা পূতে চতুর্ভাজলবশেষে।  
রসেহর্দ্ধভাগং মধুনঃ প্রদায় পক্ষং নিধেয়ো ঘৃতভাজনস্থঃ ॥ লোদ্রাসবোহয়ং কফপিত্তমেহান্ ক্ষিপ্রং  
নিহন্যাদিপলপ্রয়োগাৎ ॥ পাক্সাময়াশাংস্যরুচিং গ্রহণ্যা দোষং কিলাসং বিধিবচ্চ কৃষ্টম্ ॥

লোধ, শঠী, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), এলাইচ, মুর্ব্বামূল, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, যমানী, চই, প্রিয়ঙ্গু, সুপারি, রাখালশসা, চিরতা, কটকী, বামনহাটী, তগরপাদুকা, চিতামূল, পিপুলমূল, কুড়, আতইচ, আকনাদি, ইন্দ্রযব, নাগকেশর, নখী, তেজপত্র, মরিচ ও কৈবর্তমুস্তক ২ তোলা পরিমাণে লইয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করত ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে উহাতে ৮ সের মধু মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে এক পক্ষ রাখিবে। এই লোদ্রাসব প্রতিদিন ২ পল (ব্যবহার ২ তোলা) মাত্রায় সেবন করিলে কফপিত্তমেহ, পাণ্ডু, অর্শ, অরুচি, গ্রহণীদোষ, কিলাস ও নানাপ্রকার কৃষ্ট আশু প্রশমিত হয়।

#### পথ্যাপথ্য বিধিঃ

##### প্রমেহরোগে পথ্যানি

প্রাণলগ্ননানি বমনানি বিরেচনানি প্রোদ্বর্জনানি শমনানি চ দীপকানি। নীবারকসুযববৈণবকোরদুষ-  
শ্যামাকজীর্ণকুরুবিন্দমুকন্দকাশ ॥ গোধূমশালিকলমাশ্চিরজাঃ কুলথমুকাঢ়কীচণকযূষরসান্তিলাশচ।  
লাজাঃ পুরাতনসূরামধুবাট্যমণ্ডস্তকৃষ্ণ রাসভজলং মহিষীজলঞ্চ ॥ লটাকপোতশশতিত্তিরিলাববর্হি-  
ভূঙ্গৈশবর্ভকশুকাদিকজাঙ্গলাশচ। শোভাজ্ঞানি কুলকানি কঠিল্লকানি কর্কটিকানি তলকানি চ বার্তানি ॥  
ওড়ম্বরানি লগুনানি নবীনমোচং পস্তুরগোক্ষুরকমূষিকপর্ণিশাকম্। মন্দারপত্রমমৃত ত্রিফলা কপিথং  
জম্বুঃ কশেরুকমলোৎপলকন্দবীজম্। খজ্জুরলাঙ্গলিকতালতরুশুমাঙ্গং ব্যোষঞ্চ তিন্দুকফলং খদিরঃ  
কলিঙ্গঃ। তিক্তানি চাপি সকলানি কষায়কাণি হস্তাশ্ববাহনমতিভ্রমণং রবিত্তিট্। ব্যায়াম ইত্যপি গণো  
ভবতি প্রকামং মিত্রং প্রমেহগদপীরিতমানবানাম্ ॥

উপবাস, বমন, বিরেচন, উদ্বর্তন, শমনদ্রব্য, অগ্নিদীপক দ্রব্য, উড়ীধান্য, কাজনীধান্য, যব, বাঁশের তণ্ডুল, কোদোধান্য, শ্যামাধান্য, পুরানো বোরোধান্য ও পুরাতন মুকুন্দক (যষ্টিক-ধান্যবিশেষ), পুরাতন গোধূম এবং শালি ও কলমাধান্যের তণ্ডুল; কুলথকলায়, মুগ, অড়হর ও ছোলার যুষ, মাংসরস, তিল, খই, পুরাতন সূরা, পুরাতন মধু, যবমণ্ড, তরু, গর্দভমূত্র, মহিষমূত্র, গ্রাম্যচটক, পায়রা, শশক, তিত্তিরি, লাভ, ময়ূর, ভূঙ্গ, এণ, বর্ভক ও শুক প্রভৃতি জাঙ্গলমাংস, সজিনা, পটোল, করলা, কাঁকরোল, তাল, বৃহতীফল, যজ্ঞডুমুর, রশুন, নূতন মোচা, শালিঞ্চশাক, গোক্ষুর, ইন্দুরকাণি শাক, পালিধামান্দারের পাতা, গুড়ুচী, ত্রিফলা, কয়েৎবেল, জামফল, কেশুর, পদ্ম এবং উৎপলের কন্দ ও বীজ, খজ্জুর, ঈষলাঙ্গলা, তালমাতী, ত্রিকটু, গাব, খদির, ইন্দ্রযব, সকল প্রকার তিক্ত ও কষায়দ্রব্য, হস্তী ও অশ্ববাহনে অত্যন্ত ভ্রমণ, রৌদ্রসেবন ও ব্যায়াম, এই সমস্ত প্রমেহরোগে সুপথ্য।

**প্রমেহরোগেহপথ্যানি**

মূত্রবেগং ধূমপানং স্বেদং শোণিতমোক্ষণম্। সদাসনং দিবানিদ্রাং নবান্নানি দধীনি চ।। আনুপমাংসং নিষ্পাবং পিষ্টান্নানি চ মৈথুনম্। সৌবীরকং সুরাং শুক্রং তৈলং ক্ষীরং ঘৃতং গুড়ম্।। তুষ্ণীং তালান্নি-মজ্জানং বিরুদ্ধান্যশনানি চ। কষ্মাণ্ডমিক্ষুং দুগ্ধান্বু স্বাদ্বয়ম্নলবণানি চ। অভিষ্যান্দি চ যত্নেন প্রমেহী পরিবর্জয়েৎ।।

মূত্রবেগধানণ, ধূমপান, স্বেদ, রক্তমোক্ষণ, সর্বদা উপবেশন, দিবানিদ্রা, নূতন চাউলের অন্ন, দধি, অনুপ দেশজাত মৃগপক্ষী প্রভৃতির মাংস, শিম, পিষ্টান্ন, মৈথুন, সৌবীর, সুরা, শুক্র, তৈল, দুগ্ধ, ঘৃত, গুড়, লাউ, তালআঁটির শাঁস, বিরুদ্ধভোজন, কুমড়া, ইক্ষু, দূষিত জল, মধুরদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, লবণদ্রব্য ও অভিষ্যান্দি দ্রব্য প্রমেহরোগে অতি যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবে।

ইত্যায়ুর্বেদ-সংগ্রহে প্রমেহরোগাধিকারঃ।



# সোমরোগাধিকার

সোমরোগাধিকার

## সোমরোগ নিদানম্

স্ত্রীণামতিপ্রসঙ্গাদ্ শোকাদ্যপি শ্রমাদপি। আভিচারিকদোষাচ্চ গরদোষাৎ তথৈব চ। আপঃ সৰ্বশরীরেভ্যঃ ক্ষুভ্যন্তি প্রবৰ্ন্তি চ। তস্মাৎ তাঃ প্রচ্যুতাঃ স্থানান্মূত্রমার্গং ব্রজন্তি চ।। প্রসন্না বিমলাঃ শীতা নির্গন্ধা নীরুজাঃ সিতাঃ। স্রবন্তি চাতিমাত্রস্ত দৌৰ্বল্যাৎ গতিহীনতা।। শিরসঃ শিথিলত্বঞ্চ মুখতালুবিশোষণম্। সোমরোগ ইতি জ্ঞেয়ো দেহে সোমক্ষয়ান্নগাম্।।

অধিক স্ত্রীসঙ্গম, শোক, অতিরিক্ত পরিশ্রম, আভিচারিক দোষ অথবা বিষদোষপ্রযুক্ত সৰ্বদেহস্থ জলপদার্থ বিকৃত ও স্থানচ্যুত হইয়া মূত্রমার্গে উপস্থিত হয়। ঐ সমস্ত জল মূত্ররূপে পরিণত হইয়া মূত্রপথ দিয়া অত্যন্ত অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া যায়। উহা প্রসন্ন, নির্মল, শীতল, শুভ্র ও গন্ধরহিত। উহার নির্গমকালে কোনপ্রকার যাতনা অনুভূত হয় না, কিন্তু নিতান্ত দৰ্বেলতা, গতিশক্তি-রাহিত্য, মস্তকের শিথিলতা, মুখ ও তালুর শোষ এই সমুদায় লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই রোগে দেহে সোমগুণের ক্ষয়হেতু ইহার নাম সোমরোগ। (মূত্রাতিসার রোগও এই প্রকার, তাহাতে অত্যন্ত বলক্ষয় ও প্রবল তৃষ্ণা হওয়াতে অধিক জলপান করিতে হয়)।

কার্ষ্যং স্বেদোহঙ্গগন্ধঃ করপদরসনানৈত্রকর্ণোপদাহঃ কাসঃ শেথিল্যম্বেহরুচিরপি পিড়কা-কণ্ঠতাষ্ণোষ্ঠ-শোষণঃ। দাহঃ শীতপ্রিয়ত্বং ধবলিমতনুতা শ্রান্ততা পীতমূত্রং মূত্রস্থ মক্ষিকাদ্যাশ্চিরমপি বহুমূত্রাথ্যরোগে প্রবৃদ্ধে।।

বহুমূত্রাথ্য রোগ প্রবৃদ্ধ হইলে দেহের কৃশতা, ঘর্ম্ম, অঙ্গ গন্ধ এবং হস্ত পদ জিহবা, নেত্র ও কর্ণে উপতাপ, কাস, অঙ্গের শিথিলতা, অরুচি, পিড়কা, কণ্ঠ তাল ও ওষ্ঠশোষ, দাহ, শীতলেচ্ছা, পাণ্ডবর্ণতা, শ্রান্তত্ব, পীতমূত্রতা ও মূত্রে মক্ষিকাদির উপবেশন, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

### সোমরোগ চিকিৎসা

কদলীনাং ফলং পকং ধাত্রীফলরসং মধু। শর্করাপয়সা পীতমপাং ধারণমুত্তমম্।।

পক কদলীফল ১টি, আমলকীর রস ১ তোলা, মধু ৪ মাষা, চিনি ৪ মাষা ও দুগ্ধ ১ পোয়া এই সমুদায় একত্র ভক্ষণ করিলে সোমরোগের উপশম হয়।

কদলীনাং ফলং পকং বিদারীক্ষ শতাবরীম্। ক্ষীরেণ পায়য়েৎ প্রাতঃপাং ধারণমুত্তমম্।।

পক কদলীফল, ভূমিকুণ্ডাণ্ড ও শতমূলী সমানভাগে একত্র করিয়া দুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে পান করিলে মূত্রাধিক্য নিবারণ হয়।

ধাত্রীফলস্য রসকং মধুনা চ পিবেৎ সদা। বহুমূত্রক্ষয়ং কুর্যাৎ ক্ষীরেণ বাসকস্য চ।।

প্রত্যহ মধুর সহিত আমলকীর রস অথবা যবক্ষারের সহিত বাসকের রস পান করিলে বহুমূত্র নিবারণ হয়।

তালকন্দঞ্চ তরুণং খজ্জুরং কদলীফলম্। পয়সা পায়য়েৎ প্রাতর্মূত্রাতিসারনাশনম্।।

ছোট তাল বা খেজুরগাছের মূল এবং কদলীফল দুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিলে মূত্রাতিসার নিবারণ হয়।

মাষচূর্ণং সমধুকং বিদারী শর্করা মধু। পয়সা পায়য়েৎ প্রাতঃ সোমরোগবিনাশনম্।।

মাষকলাইচূর্ণ, যষ্টিমধু, ভূমিকুণ্ডাণ্ড, চিনি ও মধু এই সমুদায় প্রভাতে দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সোমরোগ নষ্ট হয়।

### ত্রিফলাদিযোগঃ

ত্রিফলাবেণুপত্রাদ-পাঠামধুযুতৈঃ কৃতঃ। কুন্তয়োনিরিবাস্তোধিং বহুমূত্রস্ত শোষয়েৎ।।

ত্রিফলা, বাঁশপাতা, মুতা, আকনাদি, ইহাদের ক্কাথ মধু ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া পান করিলে বহুমূত্র নিবারিত হয়।

### রসপ্রয়োগঃ

#### তারকেশ্বরো রসঃ

মৃতসূত্রাগন্ধকং মর্দয়েন্মধুনা দিনম্। তারকেশ্বরনামায়ং গহনানন্দভাষিতঃ।। মাষমাত্রং ভজেৎ ক্ষৌদ্রে-  
বহুমূত্রপ্রশান্তয়ে। উডুম্বরফলং পকং চূর্ণিতম্ কর্ষমাত্রকম্। সংলিহ্যামধুনা সার্কমনুপানং সুখাবহম্।।

রসসিন্দূর, অত্র ও গন্ধক একত্র মধুর সহিত একদিন মর্দন করিয়া ১ মাষা পরিমিত বটি প্রস্তুত করিবে। ইহা মধু-সহ সেব্য। ঔষধসেবনান্তে পক যজ্ঞডুমুর ফলচূর্ণ ২ তোলা মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে বহুমূত্র রোগ বিনষ্ট হয়।

#### তারকেশ্বরো রসঃ (দ্বিতীয় প্রকারঃ)

মৃতং সূত্রং মৃতং লৌহং মৃতং বঙ্গাকং সমম্। মর্দয়েন্মধুনা চাহো রসৌহং তারকেশ্বরঃ।। মাষমাত্রং  
লিহেৎ ক্ষৌদ্রেবহুমূত্রানুপশান্তয়ে। উডুম্বরং পকফলং চূর্ণিতং মধুনা লিহেৎ।।

রসসিন্দূর, লৌহ, বঙ্গ ও অত্র প্রত্যেক সমভাগে মধুর সহিত ১ দিবস মর্দন করিয়া ১ মাষা পরিমিত বটিকা করিবে। ইহা মধুর সহিত সেবন করিয়া পশ্চাৎ পক যজ্ঞডুমুর ফলচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে।

তালকেশ্বরো রসঃ

তালং সূতং সমং গন্ধং মৃতলৌহাদ্রবঙ্গকম্। মর্দয়েন্মধুনা চৈব রসোহুয়ং তালকেশ্বরঃ॥ মাষমাত্রং ভজেৎ ক্ষৌদ্রৈর্বহুমূত্রপ্রশান্তয়ে। উডুম্বরফলং পক্কং চূর্ণিতং কর্ষমানতঃ। সংলেহ্যং মধুনা সার্কমনুপানং সুখাবহম্॥

হরিতাল, পারদ, গন্ধক, জারিত লৌহ, অত্র ও বঙ্গ, এই সকল ১ সমভাগে মধুতে মাড়িয়া ১ মাষা পরিমিত বটি প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু অথবা পক্ক উডুম্বর ফলচূর্ণ ২ তোলা ও মধু। ইহাতে বহুমূত্র বিনষ্ট হয়।

গগনাদি লৌহম্

গগনং ত্রিফলা লৌহং কুটজং কটুকত্রয়ম্। পারদং গন্ধকক্ষেপে বিষটঙ্গসজ্জিকাঃ॥ ত্রিফলা তেজপত্রঞ্চ বঙ্গং জীরকযুগ্মকম্। এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ॥ তদর্দ্ধং চিত্রকং চূর্ণং কর্ষকং মধুনা লিহেৎ। অবশ্যং বিনিহন্ত্যাপ্ত মুত্রাতিসারসোমকম্॥

অত্র, ত্রিফলা, লৌহ, কুড়চী, ত্রিকটু, পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগা, সাচিস্কার, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, বঙ্গ, জীরা ও কৃষ্ণজীরা এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া তাহাতে তদর্দ্ধ চিতাচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। পরিমাণ ২ তোলা। অনুপান মধু। ইহাতে মুত্রাতিসার ও সোমরোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

হেমনাথ রসঃ

সূতং গন্ধং হেম তাপ্যং প্রত্যেকং কোলসন্মিতম্। অয়শ্চন্দ্রং প্রবালঞ্চ বঙ্গধ্বজং বিনিষ্কিপেৎ॥ ফণিফেনস্য তোয়েন কদলীকুস্মেন চ। উডুম্বরসেনাপি সপ্তধা পরিমর্দয়েৎ॥ বহুমাত্রাং বটীং খাদেদ্ যথাব্যাহনুপানতঃ। প্রমেহান্ বিংশতিং হস্তি বহুমূত্রং সুদারুণম্॥ সোমরোগং ক্ষয়ক্ষেপে স্বাসং কাসমুর-ক্ষতম্। হেমনাথরসো নাম্না কৃষ্ণায়েণে ভাষিতঃ॥

রস, গন্ধক, স্বর্ণ ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক ১ তোলা; লৌহ, কর্পূর, প্রবাল ও বঙ্গ প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা। আফিঙের জলে, মোচার রসে এবং যজ্ঞডুমুরের রসে প্রত্যেকে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। রোগ বিবেচনা করিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবনে সকলপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র ও সোমরোগ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শাস্তি হয়।

সোমনাথ রসঃ

কর্ষং জারিতলৌহঞ্চ তদর্দ্ধং রসগন্ধকম্। এলা পত্রং নিশাযুগ্মং জম্বুবীরণগোক্ষুরম্॥ বিড়ঙ্গং জীরকং পাঠা ধাত্রী দাড়িম্বটঙ্গম্। চন্দনং গুগ্গুলুলৌধ্র-শালাজ্জুনরসাস্ত্রয়ম্॥ ছাগীদুগ্ধেন বটিকাং কারয়েদ্ দশরক্তিকাম্। নিষ্কিতো নিত্যনাথেন সোমনাথরসস্ত্রয়ম্॥ সোমরোগং বহুবিধং প্রদরং হস্তি দুর্জয়ম্। যোনিশূলং মেঢ়শূলং সর্বজং চিরকালজম্। বহুমূত্রং বিশেষেণ দুর্জয়ং হস্ত্যসংশয়ম্॥

জারিত লৌহ ২ তোলা, পারদ, গন্ধক, এলাইচ, তেজপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জাম, বেণার মূল, গোক্ষুর, বিড়ঙ্গ, জীরা, আকনাদি, আমলকী, দাড়িম, সোহাগা, চন্দন, গুগগুলু, লোধ, শাল, অর্জুন ও রসাস্ত্রন প্রত্যেক ১ তোলা। এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া ১০ রতি (ব্যবহার ২/৩ রতি) পরিমিত বটি প্রস্তুত করিবে। ইহাতে সোমরোগ, দুর্জয় প্রদর, যোনিশূল, মেঢ়শূল এবং বহুমূত্র নিবারিত হয়।

**সোমেশ্বরো রসঃ**

শালার্জুনং লোপ্রকঞ্চ কদম্বাশুরুচন্দনম্। অগ্নিমহুং নিশাযুগ্মং ধাত্রীদাড়িমগোক্ষুরম্॥ জম্বুবীরণমূলঞ্চ  
ভাগমেষণং পলার্ককম্। রসগন্ধকধান্যাদ্যমেলা পত্রং তথাত্রকম্॥ লৌহং রসাজ্জনং পাঠা বিড়ঙ্গং  
টঙ্গজীরকম্। প্রত্যেকং পলিকং ভাগং পলার্কং গুগগুলোরপি। ঘৃতেন বটিকাং কৃত্বা খাদেৎ ষোড়শ-  
রক্তিকাম্। গহনানন্দনাথেন রসো যত্নেন নির্মিতঃ॥ সোমেশ্বরো মহাতেজাঃ সোমরোগং নিহন্ত্যলম্।  
একজং দ্বন্দ্বজ্যৈষে ব স্নিগ্ধপাতসমুদ্ভবম্॥ মূত্রাঘাতং মূত্রকৃচ্ছ্রং কামলাঞ্চ হলীমকম্। ভগন্দরোপদংশৌ চ  
বিবিধান্ পিড়কাপ্রগান্। বিষ্ণোটাকবৃন্দকণ্ডুঞ্চ সর্বমেহং বিনাশয়েৎ॥

শালবৃক্ষের সার, অর্জুনছাল, লোধ, কদম্ব, অশুরু, চন্দন, গণিয়ারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আমলকী,  
দাড়িম, গোক্ষুর, জাম, বেণার মূল ও গুগগুলু প্রত্যেক অর্দ্ধ পল। পারদ, গন্ধক, ধনে, মুতা,  
এলাইচ, তেজপত্র, অভ্র, লৌহ, রসাজ্জন, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, সোহাগা ও জীরা ইহাদের প্রত্যেকের  
১ পল (৮ তোলা); ঘৃতের সহিত মর্দন করিয়া ১৬ রতি (ব্যবহার ২/৩ রতি) পরিমিত বটি প্রস্তুত  
করিবে। গহনানন্দ অতি যত্নে এই সোমেশ্বর রস প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহাতে সোমরোগ অবশ্য  
বিনষ্ট হয় এবং মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, ভগন্দর, উপদংশ ও সর্বপ্রকার মেহ প্রভৃতি রোগ নিবারিত  
হয়।

**বসন্তকুসুমাকরো রসঃ**

বৈক্রান্তস্য চ ভাগৈকং দ্বিভাগং হেমভস্মনঃ। অত্রকস্য চ ভাগৌ দ্বৌ মুক্তাবিক্রময়োস্তথা॥ বঙ্গভস্ম  
ত্রিভাগং স্যাদ্ রসস্য ভস্মনস্তথা। চন্দ্রারোহস্য চ ভাগাশ্চ সর্বমেকত্র মর্দিতম্॥ জম্বীরাদ্ভিষ্ণু গোদুন্ধৈ-  
রুশীরোদ্ভববারিভিঃ। বৃষদ্রবৈরিক্ষুণীরৈঃ সপ্তধা ভাবয়েৎ পৃথক্। ভাবিতো রসরাজঃ স্যাদ্ বসন্ত-  
কুসুমাকরঃ। বস্ত্রোহস্য মধনা লীঢ়ঃ সোমরোগং ক্ষয়ং নয়েৎ॥ মূত্রাতীসারং মেহাংশ্চ মূত্রাঘাতাশ্চারীরুজম্।  
তৃষণাদাহং তালুশোষণং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥ বল্যঃ পুষ্টিকরো ব্যাধ্যঃ সর্বরোগনিবর্হণঃ। হস্ত্যজীর্ণং  
জ্বরং শ্বাসং ক্ষয়রোগং কৃশাস্ত্রতাম্। নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ্রসায়নমিহেষাতে॥

বৈক্রান্ত ১ ভাগ; স্বর্ণ, অভ্র, মুক্তা, প্রবাল ২ ভাগ, বঙ্গ ৩ ভাগ, রসসিন্দূর ৪ ভাগ; এই সমুদায়  
গোঁড়ালেবুর রসে, গব্যদুগ্ধে, বেণার মূলের কাথে, বাসকছাল ও ইক্ষুর রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা  
দিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। মধু-সহ সেব্য। ইহা দ্বারা সোমরোগ, মূত্রাতীসার, প্রমেহ,  
মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও দাহ প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট এবং বল পুষ্টি ও বীৰ্য্য বর্দ্ধিত হয়। ইহা উৎকৃষ্ট  
রসায়ন ঔষধ।

**স্বল্পধাত্রী ঘৃতম্**

বিনা কঙ্কং স্বল্পধাত্রীঘৃতমেতন্নিগদ্যতে। সর্বং তুল্যাং গুণৈরেব পথ্যাপথ্যং তদেব হি॥

পশ্চাৎস্থিত বৃহদ্ধাত্রীঘৃত বিনা কঙ্কে পাক করিলে তাহাকে স্বল্পধাত্রী ঘৃত বলা যায়। ইহার গুণ ও  
পথ্যাপথ্য সমস্তই বৃহদ্ধাত্রী ঘৃতের তুল্য।

**বৃহদ্ধাত্রী ঘৃতম্**

ধাত্রীফলরসপ্রস্থং বিদারীঘরসং তথা। ক্ষীরস্যপি শতাবর্য্যাঃ প্রস্থং প্রস্থং রসস্য চ॥ তৃণপঞ্চরসপ্রস্থং  
দত্তা প্রস্থং ঘৃতস্য চ। পচেনমৃদ্বগ্নিনা বৈদ্যঃ পাকং জ্ঞাত্বা বিধানতঃ॥ এলালবঙ্গপ্রিফলা-কপিথফলমেব  
চ। সজলং সবলং মাংসী কদলীকন্দমেব চ॥ উৎপলস্য চ কন্দানি কঙ্কং দত্তা বিচক্ষণঃ। ততঃ কঙ্কং  
পরিশ্রাব্য চূর্ণং দদ্যাৎ পলং পলম্॥ মধুকং ত্রিবৃত্তা চৈব ক্ষারকং বৃদ্ধদারকম্। শর্করায়াঃ পলান্যষ্টৌ

মধুনশ্চ পলাষ্টিকম্ ॥ চূর্ণং দত্তা সুমথিতং স্নিগ্ধভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। সোমরোগং নিহন্ত্যাশু তৃষণং দাহ-  
মরোচকম্ ॥ মূত্রাঘাতং মূত্রকৃচ্ছ্রং নাশয়েদ্ বহুমূত্রকম্ ॥ পিত্তজান্ বিবিধান্ ব্যাধীন বাতজাংশ্চ সুদারুণান্ ॥  
করোতি শুক্রেণপচয়ং বলবর্ণকরং পরম্ ॥ নানারূপবিকারঘ্নং বিশেষাদ্ বহুমূত্রনুৎ ॥

ঘৃত ৪ সের। আমলকীর রস ৪ সের (স্বরসাভাবে কাথ, যথা আমলকী ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের), ভূমিকুণ্ডাণ্ড রস ৪ সের, শতমূলীরস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, তৃণপঞ্চমূলের কাথ ৪ সের। কঙ্কার্থ এলাইচ, লবঙ্গ, ত্রিফলা, কয়েৎবেল, বালা, সরলকাষ্ঠ, জটামাংসী, কদলীমূল ও সুঁদিমূল প্রত্যেক ৬ তোলা। যথানিয়মে পাক করিয়া কঙ্কসকল ছাঁকিয়া ফেলিয়া দিবে। পরে যষ্টিমধু, তেউড়ী, যবক্ষার, বিদ্ধড়ক মূল, প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল, চিনি ৮ পল প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে মধু ৮ পল মিশ্রিত করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। ইহা সেবন করিলে সোমরোগ, তৃষণ, দাহ, মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, বহুমূত্র প্রভৃতি নানা পীড়ার উপশম হয়।

#### কদল্যাদি ঘৃতম্

কদলীকন্দনির্যাসে তৎপ্রসূনতুলাং পচেৎ। চতুর্ভাগাবশেষেহস্মিন্ ঘৃতপ্রহং বিপাচয়েৎ ॥ চন্দনং সরলং মাংসী কদলীমূলকং তথা। এলা লবঙ্গং ত্রিফলা কপিথফলমেব চ ॥ ঔদকানি চ কন্দানি ন্যাগ্রোথাধি-  
গণস্তথা। কঙ্কেনানেন সংসিদ্ধং সোমরোগনিবারণম্ ॥ মূত্ররোগানশেষাংশ্চ প্রভূতান্ শুক্রেণপিচ্ছিলান্।  
প্রমেহান্ বিংশতিক্ষেপ মূত্রাঘাতাংস্ত্রয়োদশ ॥ বহুমূত্রং বিশেষেণ মূত্রকৃচ্ছ্রং তথাশ্মরীম্। পীতং ঘৃতং  
নিহন্ত্যাশু বিষৃগ্চক্রমিবাসুরান্ ॥ কদল্যাদিঘৃতং নাম বিষুগ্না পরীকীর্তিতম্ ॥

ঘৃত ৪ সের। কদলীপুত্প (মোচা) ১০০ পল, পাকার্থ কদলীমূলের রস ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কঙ্কার্থ রক্তচন্দন, সরলকাষ্ঠ, জটামাংসী, কদলীমূল, এলাইচ, লবঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কয়েৎবেল, পদ্মমূল, কেশুরমূল, নীলোৎপল মূল, পানিফলমূল, ন্যাগ্রোথাধি গণ অর্থাৎ বট, যজ্ঞডমুর, অশ্বথ, পিয়াল, পাকুড়, বেতস, আম, বড় জাম, ক্ষুদ্রে জাম, কুল, মৌল, গাব, অর্জুন, চোরপত্র, কটকী, কদম্ব, পলাশ, যষ্টিমধু, আমড়া, কোশাম্ব, তেজপাতা, শল্লক, লোধ, সাবরলোধ, ভেলা ও নন্দীবৃক্ষ প্রত্যেক ২ তোলা। যথাবিধি পাক রিয়া এই ঘৃত পান করিলে সোমরোগ, সকলপ্রকার মূত্ররোগ ও অশ্মরী প্রভৃতি নানারকম পীড়ার নিবৃত্তি হয়।

#### পথ্যাপথ্যবিধিঃ

সোমরোগের পথ্যাপথ্য প্রমেহরোগের ন্যায় জানিবে।

ইত্যায়ুর্বেদ-সংগ্রহে সোমরোগাধিকারঃ



# প্রমেহপিড়কাধিকার

## প্রমেহপিড়কা লক্ষণম্

শরাবিকা কচ্ছপিকা জালিনী বিনতালজী। মসুরিকা সর্ষপিকা পুত্রিণী সবিদারিকা।। বিদ্রধিশ্চেতি পিড়কাঃ  
প্রমেহোপেক্ষয়া দশ। সন্ধিমর্মসু জায়ন্তে মাংসলেষু চ ধামসু।। অস্তোন্নতা তু তদ্রূপা নিম্নমধ্যা শরাবিকা।  
গৌরসর্ষপসংস্থানা তৎপ্রমাণা চ সর্ষপী।। সদাহা কূর্মসংস্থানা জ্যেয়া কচ্ছপিকা বুধেঃ। জালিনী তীব্রদাহা  
তু মাংসজালসমাবৃতা।। অবগাঢ়রুজা ক্রোদা পৃষ্ঠে বাপ্যুদরেহপি বা। মহতী পিড়কা নীলা বিনতা নাম  
সা স্মৃতা।। মহতান্নচিতা জ্যেয়া পিড়কা চাপি পুত্রিণী। মসুরাকৃতিসংস্থানা বিজ্যেয়া তু মসুরিকা।। রক্তা  
সিতা স্ফোটচিহ্না দারুণা ত্বলজী ভবেৎ। বিদারীকন্দবদ্বৃন্তা কঠিনা চ বিদারিকা। বিদ্রধেলক্ষণৈর্যুক্তা  
জ্যেয়া বিদ্রধিকা তু সা।।

প্রমেহরোগ উপেক্ষিত হইলে শরাবিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, বিনতা, অলজী, মসুরিকা, সর্ষপিকা, পুত্রিণী, বিদারিকা ও বিদ্রধি, এই দশবিধ পিড়কা জন্মিয়া থাকে। প্রত্যেকের লক্ষণ ক্রমশ লিখিত হইতেছে।

শরাবিকা। প্রান্তভাগে উন্নত ও মধ্যভাগে নিম্ন শরাবাকৃতি যে-পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে শরাবিকা কহে। ইহা সন্ধিস্থলে, মর্মস্থানে ও মাংসল স্থানে জন্মিয়া থাকে।

কচ্ছপিকা। কচ্ছপের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও দাহযুক্ত যে-পিড়কা, তাহাকে কচ্ছপিকা কহে।

জালিনী। তীব্র দাহযুক্ত ও মাংসজালবিশিষ্ট যে-পিড়কা, তাহাকে জালিনী কহে।

বিনতা। পৃষ্ঠে বা উদরে উৎপন্ন, অত্যন্ত বেদনা ও ক্রোদবিশিষ্ট, বৃহদাকার, নীলবর্ণ যে-পিড়কা জন্মে, তাহাকে বিনতা কহে।

অলজী। রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ, স্ফোটকব্যাপ্ত ও অতি ক্রোশদায়ক যে-পিড়কা, তাহাকে অলজী কহে।

মসুরিকা। মসুর কলাইয়ের ন্যায় আকৃতি ও পরিমাণবিশিষ্ট পিড়কাকে মসুরিকা কহে।

সর্ষপিকা। শ্বেত সর্ষপের ন্যায় আকৃতি ও পরিমাণবিশিষ্ট পিড়কাকে সর্ষপিকা কহে।

পুত্রিণী। অতি সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম স্ফোটকাকৃৎ বৃহদাকার পিড়কাকে পুত্রিণী কহে।

বিদারিকা। ভূমিকুপ্পাণ্ড-কন্দের ন্যায় গোলাকার ও কঠিন পিড়কাকে বিদারিকা কহে।

বিদ্রধি। বিদ্রধির লক্ষণাক্রান্ত পিড়কাকে বিদ্রধি কহে। (বিদ্রধির লক্ষণ অন্যত্র লিখিত হইবে)।

### প্রমেহপিড়কা চিকিৎসা

শরাবিকাদ্যাঃ পিড়কাঃ সাধয়েচ্ছাথবদ্ ভিষক্। পক্কাশিকিৎসেদ্ ব্রণবৎ তাসাং পানে প্রশস্যতে।। কাথং বনস্পতের্যাস্তং মূত্রঞ্চ ব্রণশোথনম্। এলাদিকেন কুর্ক্বীত তৈলঞ্চ ব্রণরোপণম্।। আরন্ধ্বাদিনা কুর্য্যাৎ কাথমুদ্বর্তনানি চ<sup>১</sup>। শালসারাদিসেকঞ্চ ভোজ্যাদি চ কণাদিনা।। সৌবীরকং সুরাং শুভ্রং তৈলং ক্ষীরং ঘৃতং গুড়ম্। অম্লৈক্ষুরসপিষ্টান্নপমাংসানি বর্জয়েৎ।।

প্রমেহরোগোৎপন্ন শরাবিকাদি পিড়কায় ব্রণশোথবৎ চিকিৎসা করিবে, কিন্তু পিড়কা পাকিলে ব্রণবৎ চিকিৎসা করিতে হইবে। বটাদির কাথ ও ছাগমূত্র পান করিতে দিবে। সুশ্রুতোক্ত এলাদিগণের কাথ ও কন্ধ দ্বারা সাধিত তৈল ব্রণরোপণার্থ প্রয়োগ করিবে। সুশ্রুতোক্ত আরন্ধ্বাদির কাথ পানার্থ ও পরিষেকার্থ এবং কন্ধ উদ্বর্তনার্থ ব্যবস্থা করিবে। শালসারাদিগণ দ্বারা পরিষেক দিবে এবং পিঙ্গল্যাদিগণ-সাধিত আহার প্রদান করিবে। প্রমেহ-পিড়কাগ্রস্ত রোগী কাঁজি, সুরা, শুভ্র, তৈল, দুগ্ধ, ঘৃত, গুড়, অন্ন, ইক্ষুরস, পিষ্টক এবং আনুপমাংস ত্যাগ করিবে।

### পিড়কালেপঃ

ক্ষীরমৌডুম্বরং যদ্বাদ্বাকুচং বা প্রযোজয়েৎ। পিড়কাসু সমস্তাসু লেপনং সংপ্রশান্তয়ে।।

যজ্ঞডুমুরের আঠা দ্বারা অথবা সোমরাজী বীজ বাটিয়া প্রলেপ দিলে সর্বপ্রকার পিড়কা প্রশমিত হয়।

অনন্তাঃ শারিবাং দ্রাক্ষাং ত্রিবৃত্তাং স্বর্ণপত্রিকাম্। কটীং হরীতকীং বাসাং পিচুমর্দং নিশাযুগম্।। বীজং গোক্ষুরজঙ্ঘাপি কাথয়িত্বা জলং পিবেৎ। নাশং যান্তি প্রমেহোথা অনেন পিড়কা ধ্রুবম্।।

অনন্তমূল, শ্যামালতা, দ্রাক্ষা, তেউড়ী, সোণামুখী, কটকী, হরীতকী, বাসকছাল, নিমছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গোক্ষুরবীজ ইহাদের কাথ পান করিলে প্রমেহ-জন্য পিড়কাসকলের শান্তি হয়।

মুকাপণী মাষপণী ত্রিবদারম্বধং শটী। বৃদ্ধদারকবীজঞ্চ নীলিন্যোলা হরীতকী।। শ্যামানন্তা দেবপুষ্প-মিতোষাং সাধুসাধিতঃ। কাথো হন্যাৎ প্রমেহোথাঃ পিড়কাঃ ক্ষিপ্রমেব হি।।

মুগানী, মাষাণী, তেউড়ী, সোঁদাল, শটী, বিদ্ধড়ক বীজ, নীলমূল, এলাইচ, হরীতকী, শ্যামালতা, অনন্তমূল ও লবঙ্গ, ইহাদের কাথ পান করিলে প্রমেহপিড়কাসকলের শান্তি হয়।

### পাঠাদ্যং চূর্ণম্

পাঠাতিব্রকশার্গস্তাঃ শারিবা কণ্টকারিকা। সপ্তাহং কৌটজং মূলং সোমবন্ধং নৃপক্রমম্। সংচূর্ণ্য মধুনা লিহ্যাৎ তদ্বচূর্ণং নবায়সম্।।

১. কাথমুৎসাদনায় চ ইতি সুশ্রুতে পাঠঃ। উৎসাদনং নিম্নব্রণস্যোন্নতিকরণম্। উৎসাদনোপক্রমাবস্থায়ামারন্ধ্বাদিনেবোৎসাদন-মিতি বৃদ্ধঃ।

আকনাদি, চিতামূল, করঞ্জ, অনন্তমূল, কণ্টকারী, ছাতিমছাল, কুড়চিমূল, শ্বেতখদির ও সোন্দাল, ইহাদের চূর্ণ কিংবা পাণ্ডুরোগোক্ত নবায়সচূর্ণ মধু-সহ সেবন করিবে।

#### শারিবাদি লৌহম্

শারিবা নীলিনী রাস্না গুড়ুচোলাচ চিত্রকঃ। মাণশূরণশঙ্খিন্যস্ত্রিবৃদ্ধপ্লাতকাভয়াঃ।। এভির্যুতময়ো হস্তি  
প্রমেহপিড়কা দশ। বাতরক্তং যড়শাংসি ত্বগ্গদান্ নিখিলানপি।।

অনন্তমূল, নীলমূল, রাস্না, গুলঞ্চ, এলাইচ, মাণ, ওল, চোরকাঁচকী, তেউড়ী, ভেলা ও হরীতকী, এই সমুদায় সমভাগ, সমস্তির সমান লৌহ। সমুদায় একত্র মর্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ৬ রতি। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ-পিড়কা, বাতরক্ত, অর্শ ও ত্বগ্গত পীড়া সমস্ত বিনষ্ট হয়।

#### মকরধ্বজ রসঃ

সিন্দূরং হেম লৌহঞ্চ দেবপুষ্পং সচন্দ্রকম্। জাতীফলং মৃগমদশ্চৈকত্র পরিমর্দয়েৎ।। পর্ণাশ্রুতা ততঃ  
কুর্ধ্যাদ্ বটিকাং বল্লসম্মিতাম্। সেবিতশ্ছাগপয়া প্রমেহাংস্তৎকৃতান্ গদান্।। ক্লেব্যং ধাতুক্ষয়ং কাসং  
জীর্ণঞ্চ বিষমং জ্বরম্। রসোহয়ং ক্ষপয়েৎ তুর্ণং মকরধ্বজসংগতং।।

রসসিন্দূর, স্বর্ণ, লৌহ, লবঙ্গ, কর্পূর, জায়ফল, মৃগনাভি, এই সমুদায় সমানভাগে লইয়া পানের রস দিয়া মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ছাগদুগ্ধের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, প্রমেহজাত পিড়কা, ক্লেব্য, ধাতুক্ষয়, কাস এবং জীর্ণ ও বিষমজ্বর উপশমিত হয়।

#### বৃহচ্ছ্যামাঘৃতম্

শ্যামা বরা বলা পদ্মং বিদারী নীলমুৎপলম্। অষ্টবর্গশ্চ মধুকমলশ্চৈকত্র শতাবরী।। অজমোদা হরিদ্রে দ্বে  
মঞ্জিষ্ঠা চন্দনদ্বয়ম্। দ্রাক্ষা প্রসারণীমূলং সবিষ্মা কটুরোহিণী।। এষাং কষ্মিতৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রহং পচেদ্  
ভিষক্। শ্যামাশতাবরীক্ষুণাং বিদ্যায়্যাঃ স্বরসং তথা।। ছাগীপয়শ্চ তত্তুল্যং দত্তা মন্দেন বহিনা। সিদ্ধমেতদ্  
ঘৃতং পাत्रে স্থাপয়েদথ মৃন্ময়ে।। প্রমেহাংস্তৎকৃতান্ ব্যাধীন ক্লীবতাং বাতশোণিতম্।। শুক্রক্ষয়ং রক্তপিত্তং  
হৃদ্রোগং ধাতুশোষণম্।। নাশয়েন্নাত্র সন্দেহঃ শ্যামাঘৃতমিদং বৃহৎ।। বালানাং পুষ্টিজননং গর্ভদোষহরং  
পরম্।।

গব্য ঘৃত ৪ সের। শ্যামালতা, শতমূলী, ইক্ষু ও ভূমিকুখ্যাণ্ড ইহাদের প্রত্যেকের রস ৪ সের। ছাগদুগ্ধ ৪ সের। কক্কার্থ শ্যামালতা, ত্রিফলা, বেড়োলা, পদ্মকাষ্ঠ, ভূমিকুখ্যাণ্ড, নীলোৎপল, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, যষ্টিমধু, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, বনযমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, দ্রাক্ষা, গন্ধভাদুলের মূল, গুঁঠ ও কটকী প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, প্রমেহপিড়কা, ক্লীবতা, বাতরক্ত, শুক্রক্ষয়, রক্তপিত্ত, হৃদ্রোগ ও ধাতুশোষ প্রভৃতির নিবারণ হয়। ইহা বালকগণের পুষ্টিপ্রদ ও গর্ভদোষনাশক।

#### শারিবাদ্যাসবঃ

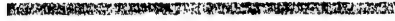
শারিবা মুস্তকং লোথ্রো ন্যাগ্রোধঃ পিঙ্গলঃ শটী। অনন্তা পদ্মকং বালং পাঠা ধাত্রী গুড়ুচিকা।। উশীরং  
চন্দনদ্বন্দ্বং যমানী কটুরোহিণী। পত্রমেলোদ্বয়ং কুষ্ঠং স্বর্ণপত্রা হরীতকী।। এষাং চতুপ্পলান্ ভাগান্  
সূক্ষ্মচূর্ণীকৃতান্ শুভান্। জলদ্রোণদ্বয়ে ক্ষিপ্তা দদ্যাদ্ গুড়তুলাত্রয়ম্। পলানি দশ ধাতক্যা দ্রাক্ষাং যষ্টিপলাং  
তথা।। মাসং সংস্থাপয়েদ্ ভাগে সংবৃত্তে মৃন্ময়ে শুভে।। শারিবিকাদয়ঃ সর্ব্বা পিড়কাস্তৎকৃতাস্চ যাঃ।।  
উপদংশিকরোগাশ্চ বাতরক্তং ভগন্দরম্। সর্ব্ব এতে শমং যান্তি ব্যাধয়ো নাত্র সংশয়ঃ।।

শ্যামালতা, মুতা, লোধ, বটছাল, অশ্বখছাল, শটী, অনন্তমূল, পদ্মকাষ্ঠ, বালা, আকনাদি, আমলকী, গুলঞ্চ, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, যমানী, কটকী, তেজপত্র, ছোট এলাইচ, বড় এলাইচ, কুড়, সোনা মুখী ও হরীতকী প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ পল, গুড় ৩৭।১০ সের, ধাইফুল ১০ পল ও দ্রাক্ষা ৬০ পল, এই সমুদায় ১২৮ সের জলে শ্লিষ্ট ও মৃৎপাত্রে রুদ্ধ করিয়া একমাস পরে উহার কঙ্ক ছাঁকিয়া দ্রবাংশ লইবে। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, প্রমেহ-পিড়কা, উপদংশ-জন্য সমস্ত বিকৃতি, বাতরক্ত ও ভগন্দর পীড়ার শান্তি হয়।

### পথ্যাপথ্যবিধিঃ

পানমম্নমভিব্যন্দি রুক্ষং তীক্ষ্ণঞ্চ দুর্জরম্। বেগরোধং ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং নিশি জাগরম্।। সুরাং সুতীক্ষ্ণাং মৎস্যঞ্চ পলাণ্ডুঞ্চ রসোনকম্। তাজেৎ সূর্য্যগ্নিসস্তাপং প্রমেহজগদাতুরঃ।।

প্রমেহ-পিড়কাক্রান্ত রোগীর পক্ষে কফজনক রুক্ষ তীক্ষ্ণ ও দুষ্পাচ্য পানাহার, বেগরোধ, মৈথুন, ব্যায়াম, রাত্রিজাগরণ, সুতীক্ষ্ণ সুরা, মৎস্য, পলাণ্ডু, রসুন, রৌদ্র ও অগ্নিসস্তাপ এই সমুদায় বজ্জনীয়। ইত্যায়ুর্বেদ-সংগ্রহে প্রমেহপিড়কাধিকারঃ।



# মেদোরোগাধিকার

মেদোরোগাধিকার

## মেদোরোগ নিদানম্

অব্যায়ামদিবাস্প-শ্লেথলাহারসেবিনঃ। মধুরোহ্মরসঃ প্রায়ঃ স্নেহাস্নেদঃ প্রবৰ্দ্ধয়েৎ।। মেদসাবৃতমার্গত্বাৎ  
পুষ্যন্ত্যন্যো ন ধাতবঃ। মেদস্তু চীয়েতে তস্মাদশক্তঃ সৰ্ব্বকৰ্মসু।। ক্ষুদ্রশ্বাসতৃবামোহ-স্বপ্নক্ৰথনসাদনৈঃ।  
যুক্তঃ ক্ষুৎসেদদুগ্ধৈরগ্নপ্রাণহৃষ্মৈথুনঃ।। মেদস্তু সৰ্বভূতানামুদরেহৃথস্থি স্থিতম্। অতএবোদরে বৃদ্ধিঃ  
প্রাপ্যো মেদস্থিনো ভবেৎ।। মেদসাবৃতমার্গত্বাদ্ বায়ুঃ কোষ্ঠে বিশেষতঃ। চরন্ সন্ধুক্ষয়ত্যাগ্নিমাহারং  
শোষয়তাপি।। তস্মাৎ স শীঘ্রং জরয়ত্যাহারমভিকাঙ্ক্ষতি। বিকারাংশ্চাপ্লুতে যোরান্ কাংশ্চিৎ কাল-  
ব্যতিক্রমাৎ।।

ব্যায়ামবর্জিত ও দিবানিদ্রাপ্রিয় ব্যক্তি শ্লেথজনক দ্রব্য ভোজন করিলে তাহার ভুক্ত দ্রব্য হইতে  
যে-রস উৎপন্ন হয়, তাহা পরিপাকপ্রাপ্ত না-হইয়া মধুররসবিশিষ্ট হয়, এবং সেই মধুর আমের  
অর্থাৎ অপর অন্নরসের স্নেহ হইতে মেদপদার্থের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মেদবৃদ্ধিহেতু রসরক্তাদিবাঁহী  
স্রোতসমূহ রুদ্ধ হওয়াতে শরীরের অন্যান্য ধাতুও পুষ্টি হইতে পারে না, কেবল মেদোদাতু ক্রমশ  
বর্দ্ধিত হইয়া মনুষ্যকে সকল কার্যে অশক্ত করিয়া ফেলে।

মেদোরোগে ক্ষুদ্রশ্বাস, তৃষণ, মুচ্ছা, নিদ্রাধিকা, অকস্মাৎ উচ্ছ্বাসাবরোধ, অবসাদ, ক্ষুধা, ঘন্মানির্গম,  
শরীরে দৌর্গন্ধ্য, বলের হ্রাস ও মৈথুনশক্তির স্বল্পতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। মেদপদার্থ  
সকল জীবের উদরে ও সৃষ্টিস্থিতে থাকে, তজ্জন্য মেদস্বী ব্যক্তির প্রায় উদরেরই বৃদ্ধি হয়।

যেমন কুস্তকারের পয়ন, কদর্ম দ্বারা আবৃত হওয়াতে তদন্তর্গত বায়ু বহির্গত হইতে না-পারিয়া  
অগ্নিকে প্রদীপ্ত করে, সেইরূপ মেদোদাতু দ্বারা মার্গাবরোধহেতু বায়ু কোষ্ঠমধ্যেই বিশেষরূপে  
সঞ্চারণ করিয়া কোষ্ঠাগ্নিকে সন্ধুষ্কিত ও আহারকে শোষিত করিয়া থাকে, তজ্জন্যই মেদস্বী ব্যক্তির

আহার শীঘ্র পরিপাক হয় ও পুনর্ভোজনের আকাঙ্ক্ষা জন্মে এবং ভোজনকালের ব্যতিক্রম ঘটিলে নানাবিধ বাতজনিত পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে।

### মেদোরোগ চিকিৎসা

শ্রমচিন্তাব্যায়ধ্ব-ক্ষৌদ্রজাগরণপ্রিয়ঃ। হস্ত্যবশ্যমতিশ্চৌল্যং যবশ্যমাকভোজনঃ।। অস্বপঞ্চ ব্যায়ধ্ব ব্যায়ামং চিন্তনানি চ। শ্চৌল্যমিচ্ছন্ পরিত্যজ্জং ক্রমেণাতি প্রবর্দ্ধয়েৎ।। প্রাতর্মধুযুতং বারি সেবিতং শ্চৌল্যানাশনম্। উষ্ণমন্নস্য মণ্ডং বা পিবন্ কৃশতনূর্ববেৎ।।

শ্রম, চিন্তা, মৈথুন, পথপর্যটন, মধুপান ও রাত্রিজাগরণ করিলে এবং যব ও শ্যামাতগুলুকৃত অন্ন ভোজন করিলে অতিশৌল্য বিনষ্ট হয়। শ্চৌল্য দূর করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি অনিদ্রা, মৈথুন, ব্যায়াম ও চিন্তা ক্রমে-ক্রমে বাড়াইবে। প্রাতঃকালে মধুমিশ্রিত জল ও অন্নের উষ্ণ মণ্ড পান করিলেও স্থূলতা নিবারিত হয়।

সচব্যজীরকব্যোষ-হিঙ্গুসৌবর্চলানলাঃ। মস্তনা শক্তবঃ পীতা মেদোয়া বহির্দীপনাঃ।।

চই, জীরা, ত্রিকটু, হিং, সৌবর্চললবণ ও চিতা ইহাদের চূর্ণ এবং (সমস্ত চূর্ণের ষোড়শ গুণ) যবশক্তু দধির মাতের সহিত সেবন করিলে মেদ নষ্ট ও অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

ফলত্রয়ং ত্রিকটুকং সতৈলং লবণাঙ্ঘ্রিতম্। যথাসাদুপযোগেন কফমেদোহিলাপহম্।।

ত্রিফলা ও ত্রিকটুচূর্ণ তৈল ও লবণসংযুক্ত করিয়া ছয়মাস সেবন করিলে কফ মেদ ও বায়ু নষ্ট হয়।

### বিড়ঙ্গাদি চূর্ণম্

বিড়ঙ্গানাগরক্ষার-কাললৌহরজো মধু। যবামলকচূর্ণস্ত প্রয়োগঃ শ্চৌল্যানাশনঃ।।

বিড়ঙ্গ, শুঠ, যবক্ষার, কান্তলৌহভস্ম, যব ও আমলকীচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে শ্চৌল্য নিবারিত হয়।

মূলং বা ত্রিফলাচূর্ণং মধুযুক্তং মধুকম্। বিশ্বাদিপঞ্চমূলস্য প্রয়োগঃ ক্ষৌদ্রসংযুতঃ। অতিশৌল্যহরঃ প্রোক্তো মণ্ডকঃ সেবিতো ধ্রুবম্।।

শুষ্ক মূলা বা ত্রিফলাচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে অথবা তুল্যপরিমাণে মধুমিশ্রিত জল পান করিলে অথবা বিশ্বাদি পঞ্চমূলের ক্কাথ মধু-সহ সেবন করিলে বা মণ্ড পান করিলে অতিশৌল্য বিনষ্ট হয়।

কর্কশদলবহিসলিলং শতপুষ্প হিঙ্গুসংযুক্তম্। পুটকে নিহন্তি নিয়তং সর্বভবাং মেদসাং বৃদ্ধিম্।। ক্ষারং বাতরিপত্রস্য হিঙ্গুযুক্তং পিবেন্নরঃ। মেদোবৃদ্ধিবিনাশায় ভক্তং মণ্ডমসম্বিতম্।। গবেধুকানাং পিষ্টানাম্ যবানপঞ্চাথ শক্তবঃ। সংক্ষৌদ্রত্রিফলাক্কাথঃ পীতো মেদোহরো মতঃ।। গুড়ুটীত্রিফলাক্কাথস্তথা লৌহ-রজোহৃষিতঃ। অশ্বজং মহিষাক্ষং বা তেনৈব বিধিনা পচেৎ।। অতিমুক্তাদীজ মধ্যং মধুলীঢ়ং হস্ত্যদর-বৃদ্ধিম্।।

পলতা, চিতা, বালা, শুলফা ও হিঙ্গু এই সকল দ্রব্য পুটপাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্বপ্রকার মেদোবৃদ্ধি বিনষ্ট হয়। ভেরেণ্ডা পাতার ক্ষার হিঙ্গুসংযোগে সেবন করিলে মাড়যুক্ত অন্ন এবং যবের বা গমের ছাতু আহার করিলে মেদোবৃদ্ধি প্রশমিত হয়। ত্রিফলার ক্কাথে মধু প্রক্ষেপ কিংবা গুলঞ্চ ও ত্রিফলার ক্কাথে লৌহচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কিংবা যথারীতি শোধিত

শিলাজতু বা গুগগুলু অথবা তিনিশবীজের শস্য মধুর সহিত লেহন করিলে স্থূলতা বিনষ্ট হয়।

বদরীপত্রকঙ্কেন পেয়া কাজ্জিকসাধিতা॥

কুলপত্রের কক্ষ ও কাজ্জিক-সহ তণ্ডুলের পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করিলে স্থূলতা দূরীভূত হয়।

হৌল্যানুং স্যাৎ সাগ্নিমহুরসং বাপি শিলাজতু॥

গণিয়ারির ক্রাথে শিলাজতু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে স্থূলতা বিনষ্ট হয়।

শৈল্যেকুষ্ঠাণ্ডরুদেবদারু-কৌস্তীসমুস্তান্যথ পঞ্চপত্রৈঃ। শ্রীবাসপুকাখরপুষ্পদেব-পুষ্পং তথা সৰ্বমিদং  
প্রপিয়া॥ ধুতুরপত্রস্য রসেন গাঢ়মুদ্বৰ্জনং হৌল্যহরং প্রদিস্তম্॥

শিলাজতু, কুড়, অণ্ডরু, দেবদারু, রেণুকা, মুতা, পঞ্চপত্র (আম, জাম, কয়েৎবেল, ছোলঙ্গ ও বেলের পাতা), সরলবৃক্ষ, পিড়িংশাক, বাবুই তুলসী ও লবঙ্গ এই সকল ধতুরাপত্রের রসে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া উদ্বৰ্জন করিলে হৌল্যানাশ হয়।

ত্রাষণাগ্নিঘনবেল্লম্বচাভিভক্ষয়ন্ সমঘৃতং মহিষাক্ষম্। আণ্ড হস্তি কফমারুতমেদোদোষজান্ বলবতোহপি  
বিকারান্॥

ত্রিকটু, চিতা, মুতা, বিড়ঙ্গ ও বচ, এই সকল চূর্ণ এবং সমভাগ ঘৃত-সহ গুগগুলু ভক্ষণ করিলে কফ বায়ু এবং মেদোদোষ-জন্য বলবান ব্যাধিও শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

গোমূত্রপিষ্টং বিনিহস্তি কুষ্ঠং বর্ণোজ্জ্বলং গোপয়সা চ যুক্তম্। কক্ষাদিদৌর্গন্ধ্যহয়ং পয়োভিঃ শস্তং বশীকৃদ  
রজনীদ্বয়েন॥ (অত্র বর্ণোজ্জ্বলং হরিতালমিতি চক্রটীকা)।

হরিতাল গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ এবং গব্য দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া মাখিলে কক্ষাদির দুর্গন্ধ নাশ হয়। উক্ত গব্যদুগ্ধ-মিশ্রিত হরিতালের সহিত হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা সংযুক্ত করিয়া ললাটে তিলক ধারণ করিলে বশীকরণ হয়।

চিঞ্চাপত্রস্বরসস্রক্ষিতং কক্ষাদিযোজিতম্ জয়তি। পুটদন্ধহরিদ্রোদ্বৰ্জনমচিরাদেহদৌর্গন্ধ্যম্॥

তেতুলপাতার রস কক্ষাদি স্থানে মাখাইয়া পুটদন্ধ হরিদ্রা দ্বারা গাত্রোদ্বৰ্জন করিলে অচিরে দৌর্গন্ধ্য নষ্ট হয়।

দলজললঘমলয়াভয়বিলেপনং হরতি দেহদৌর্গন্ধ্যম্। বিমলারনালসহিতং পীতমিবালাম্বষাচূর্ণম্॥

(দলং তেজপত্রং, লঘু অণ্ডরু, অভয়মুশীরম্, চঃ টীঃ)।

তেজপত্র, বালা, অণ্ডরু, শ্বেতচন্দন ও বেণার মূল এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে কিংবা নির্মল কাঁজির সহিত মুণ্ডিরূর্ণ সেবন করিলে গাত্রের দুর্গন্ধ নিবারিত হয়।

শিরীষলাম্বজ্জকহেমলৌত্রৈশ্চগদোষসংস্বেদহরঃ প্রঘর্ষঃ। পত্রাশুলোহাভয়চন্দনানি শরীরদৌর্গন্ধ্যহরঃ  
প্রদেহঃ॥

শিরীষছাল, বেণার মূল, নাগেশ্বর ও লোধের চূর্ণ গাত্রে ঘর্ষণ করিলে, ত্বকের ঘর্ম নিবারিত হয়।  
তেজপত্র, বালা, অণ্ডরু, বেণার মূল ও চন্দনের প্রলেপ দ্বারাও গাত্রদৌর্গন্ধ্য প্রশমিত হইয়া থাকে।

বাসাদলরসো লেপাচ্ছচূর্ণেন সংযুতঃ। বিশ্বপত্ররসো বাপি গাত্রদৌর্গন্ধ্যানাশনঃ॥

বাসক বা বিশ্বপত্রের রসে শঙ্খচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে গাত্রদৌর্গন্ধ্য দূর হয়।

হরীতকী লোম্রমিষ্টপত্রং। চূতত্বচো দাড়িমবন্ধলশ্চ। এষোহঙ্গরাগঃ কথিতোহঙ্গনানাং জন্মাকষায়শ্চ

নরাধিপানাং ।। (জজ্ঞাদ্বর্জনার্থং কঙ্কঃ, প্রায়েণ হি রাজাদীনাং গজাদিবাহনানাং জজ্ঞাবিবর্ণতা ভবতি, তাং সবর্ণীকরণার্থং জজ্ঞাসবর্ণকযায়বিধিঃ । কষায়ো বিলেপনমিতি মেদিনী) ।

হরীতকী, লোধ, নিমপত্র, আমছাল, দাড়িমছাল, এই সকল একত্র বাটিয়া প্রলেপ প্রস্তুত করিবে । ইহা অঙ্গনাদিগের অঙ্গরাগ এবং ইহার মর্দনে রাজাদিগের গজাদি যানে গমন-জন্য জজ্ঞাবিবর্ণতা দূর হইয়া থাকে ।

#### ব্যোষাদ্যশকু প্রয়োগঃ

ব্যোষাবিড়ঙ্গশিথুণি ত্রিফলাং কটুরোহিণীম্ । বৃহতৌ দ্বৈ পাঠ্যমতিবিষাং হিরাম্ ।। হিঙ্গুকেবুকমূলানি যমানীধান্যচিত্রকম্ । সৌবর্চলমজাজীঞ্চ হবুষাঞ্চৈতি চূর্ণয়েৎ ।। চূর্ণতৈলঘৃতক্ষৌদ্র-ভাগাঃ স্যুর্মানিতঃ সমাঃ । শকুনাং বোড়শগুণো ভাগঃ সত্তপর্ণং পিবেৎ ।। প্রয়োগাৎ তস্য শাম্যন্তি রোগাঃ সত্তপর্ণোদ্ধিতাঃ । প্রমেহা মুঢ়বাতাশ্চ কুষ্ঠান্যর্শাংসি কামলাঃ ।। শ্লীহা পাণ্ড্রাময়ঃ শোথো মূত্রকৃচ্ছুরোচকঃ । হাদ্রোগা রাজযক্ষ্মা চ কাসঃ শ্বাসো গলগ্রহঃ ।। ক্রিময়ো গ্রহণীদোষাঃ শ্বৈত্যাং স্থৌল্যমতীব চ । নরাণাং দীপ্যতে চাগ্নিঃ স্মৃতিবুদ্ধিষ্চ বর্দ্ধতে ।।

ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, সজিনামূলের ছাল, ত্রিফলা, কটকী, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকনাদি, আতইচ, শালপাণি, হিঙ্গু, কেঁউমূল, যমানী, ধনে, চিতামূল, সচল লবণ, জীরা ও হবুয়া, প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ, তিলতৈল ঘৃত ও মধু প্রত্যেক চূর্ণসমষ্টির সমান; শকু (ছাতু) ১৬ গুণ, এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া কোন শীতল অনুপানের সহিত সেবনীয় । ইহাতে প্রমেহ, মুঢ়বাত, কুষ্ঠ, অর্শ, কামলা ও মেদোরোগ প্রভৃতি নানা পীড়ার শাস্তি এবং অগ্নি স্মৃতি ও বুদ্ধির বৃদ্ধি হয় ।

#### অমৃতাদি গুগগুলুঃ

অমৃতাক্রটিবেল্লবৎসকং কলিঙ্গপথ্যামলকানি গুগগুলুঃ । ক্রমবৃদ্ধমিদং মধুপ্লুতং পিড়কাস্থৌল্যভগন্দরান্ জয়েৎ ।।

গুলঞ্চ ১ ভাগ, ছোট এলাচ ২ ভাগ, বিড়ঙ্গ ৩ ভাগ, কুড়িচি ৪ ভাগ, ইন্দ্রযব ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, আমলকী ৭ ভাগ ও গুগগুলু ৮ ভাগ, এই সকল চূর্ণ একত্র মধু-সহ সেবন করিলে স্থৌল্য, পিড়কা ও ভগন্দর প্রশমিত হয় ।

#### নবকগুগগুলুঃ

ব্যোষাণিত্রিফলামুগু-বিড়ঙ্গৈর্গুগগুলুং সমম্ । খাদন্ সর্বান্ জয়েদ্ ব্যাধীন্ মেদঃশ্লেথ্যামবাতজান্ ।।

ত্রিকটু, চিতা, ত্রিফলা, মুতা ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ, সর্বসমান গুগগুলু, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে মেদ ও শ্লেথ্যা এবং আমবাত রোগ নিরাকৃত হইয়া থাকে ।

#### বিড়ঙ্গাদ্য লৌহম্

বিড়ঙ্গত্রিফলামুগুস্তৈঃ কণানাগরকেণ চ । বিষ্ণচন্দনহ্রীবেরং পাঠোশীরং তথা বলা ।। এষাং সর্বসমং লৌহং জলেণ বটিকাং কুরু । ঘৃতযোগেন কর্তব্য মাষৈকা বটিকা শুভা ।। অনপানং প্রযোক্তব্যং লৌহমষ্টগুণং পয়ঃ । সর্বমেহহরং বল্যং কাষ্ঠায়ুর্বলবর্দ্ধনম্ ।। অগ্নিসন্দীপনকরং বাজীকরণমুত্তমম্ । সোমরোগং নিহন্ত্যশু ভাস্করস্তিমিরং যথা । বিড়ঙ্গাদ্যমিদং লৌহং সর্বরোগানিসূদনম্ ।।

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, মুতা, পিঙ্গলী, শুঠ, বেলশুঠ, রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি, বেণার মূল ও বেড়োলা



এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ; সর্বচূর্ণসম লৌহচূর্ণ, একত্র জলে পেষণ করিয়া ঘৃত সহযোগে ১ মাষা (ব্যবহার ৩-৪ রতি) পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। দুষ্কের সহিত বটিকা সেবন করিয়া ৮ গুণ (৮ মাষা) দুগ্ধ অনুপান করিবে। ইহা সর্বপ্রকার মেহনাশক, বলকর, কান্তি আয়ু ও বলবর্দ্ধক, অগ্নির দীপক, বাজীকরণ ও সোমরোগহর।

#### লৌহরসায়নম্

গুগগুলুস্তালমূলী চ ত্রিফলা খদিরো বৃষম্। ত্রিবৃতালম্বুষা স্নুক চ নিগুণ্ডী চিত্রকং শটী।। এষাং দশ পলান্ ভাগাংশ্তোয়ে পঞ্চাঢ়কে পচেৎ। পাদশেষং ততঃ কৃত্বা কষায়মবতারয়েৎ।। পলদ্বাদশকং দেয়ং তীক্ষ্ণলৌহস্য চূর্ণিতম্। পুরাণসর্পিষঃ প্রস্থং শর্করাস্তপলানি চ।। পচেৎ তাত্ৰময়ে পাত্রে সুশীতে চাবতারিতে। প্রস্থার্দং মাক্ষিকং দেয়ং শিলাজতুপলদ্বয়ম্।। এলাত্বচোঃ পলার্দঞ্চ বিড়ঙ্গানি পলত্রয়ম্।। মরিচঞ্চাঙ্গনং কৃষ্ণা দ্বিপলং ত্রিফলাষ্মিতম্।। পলদ্বয়স্তু কাসীসং শ্লক্ষ্মচূর্ণীকৃতং বৃধেঃ। চূর্ণং দত্ত্বাথ মথিতং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।। ততঃ সংশুদ্ধদেহস্ত ভক্ষয়েদক্ষমাত্রকম্। অনপানং পিবেৎ ক্ষীরং জাঙ্গলানং রসং তথা।। বাতশ্লেষ্মহরং শ্রেষ্ঠং কুষ্ঠমেহজ্বরপহম্। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্বয়থুং সভগন্দরম্।। মুচ্ছামোহ-বিষোন্মাদ-গরাণি বিবিধানি চ। স্থূলানাং কর্ষণং শ্রেষ্ঠং মেদুরে পরমৌষধম্।। কর্ষয়েচ্চাতিমাত্রাণে কৃক্ষিৎ পাতালসন্নিভম্। বল্য রসায়নং মেধ্যং বাজীকরণমুত্তমম্।। শ্রীকরং পুত্রজননং বলীপলিতনাশনম্। নান্মীয়াং কদলীং কন্দং কাজ্জিকং করমর্দকম্। করীরং কারবেল্লঞ্চ যট্কারাদি বজ্জয়েৎ।।

শ্লথ পোটলীবন্ধ গুগগুলু, তালমূলী, ত্রিফলা, খদিরকাষ্ঠ, বাসকছাল, তেউড়ী, মুণ্ডিরী, সিজমূল, নিসিন্দা, চিতামূল ও শটী প্রত্যেক ১০ পল, পাকার্থ জল ৮০ সের, শেষ ২০ সের। এই কাথ বস্ত্রপূত করিয়া তাহার সহিত উক্ত গুগগুলু এবং তীক্ষ্ণ লৌহচূর্ণ ১২ পল, পুরাতন ঘৃত ৪ সের ও চিনি ৮ পল মিশ্রণপূর্বক তাত্রপাত্রে পাক করিবে। পাকান্তে নামাইয়া শীতল হইলে মধু ২ সের, শিলাজতু ২ পল, এলাইচ ২ তোলা, গুড়ত্বক ২ তোলা, বিড়ঙ্গ ৩ পল, মরিচ রসাজ্ঞান পিপুল, ত্রিফলা ও হীরাকস প্রত্যেক ২ পল, ইহাদের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ২ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান দুগ্ধ ও জাঙ্গল মাংসের রস। ইহাতে বায়ু, শ্লেষ্মা, কুষ্ঠ, মেহ, জ্বর, কামলা ও মেদোরোগ প্রভৃতি উপশম হইয়া থাকে। ইহা বলকারক, ব্যাঘ্র, রসায়ন, মেধ্য ও বলীপলিতনাশক। ইহা সেবনকালে কদলী, কন্দ, কাঁজি, করমচা, করীর (বাঁশের কোঁড়) ও করলা ককারাদি এই ছয়টি দ্রব্য বজ্জনিয়।

#### ব্রূষণাদ্য লৌহম্

ব্রূষণং বিজয়া চব্যং চিত্রকং বিড়মৌস্তিদ্ভম্। বাণ্ডজী সৈন্ধবঞ্চৈব সৌবর্চলসমম্বিতম্।। অয়শ্চূর্ণেন সংযুক্তং ভক্ষয়েন্মধসর্পিষাঃ। স্থৌল্যাপকর্ষণং শ্রেষ্ঠং বলবর্গ্যাণিবর্দ্ধনম্।। মেহয়ং কণ্ঠশমনং সর্বব্যাদিহরং পরম্। নাহারে যন্ত্রণা কার্য্যা ন বিহারে তথৈব চ। ব্রূষণাদ্যমিদং লৌহং রসায়নবরোত্তমম্।।

ত্রিকটু, সিদ্ধি, চই, চিতা, বিটলবণ, ঔদ্ভিদলবণ, সোমরাজী, সৈন্ধব ও সচললবণ; এই সকল চূর্ণের সমান লৌহচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মধু ও ঘৃত অনুপানের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে স্থূলতা নাশ হয়, মেহ কুষ্ঠ প্রভৃতি নিবারিত এবং বল বর্ধ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যেরূপ আহারবিহারে রোগীর যন্ত্রণা না-হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা করিবে।

#### বড়বাগ্নিলৌহম্

সূতভয় সতালঞ্চ লৌহং তাত্রং সমং সমম্। মর্দয়েৎ সূর্য্যপত্রেণ চাস্য বল্লং প্রযোজয়েৎ।। মধুনা

\* স্থূলরোগে চ শোথে শূলে তথৈব চ। মধ্বাজ্যমনুপানঞ্চ দেয়ং বাপি কফোষণে ॥

রসসিন্দুর, হরিতাল, লৌহ ও তাম্র সমান-সমান ভাগ; আকন্দপত্ররসে মর্দন করিবে। মাত্রা ৩ রতি। কফোষণ, শোথ, শূল ও স্থূলরোগে মধু কিংবা মধু-সংযুক্ত ঘৃত অনুপান ব্যবস্থা করিবে।

#### বড়বাগ্নিরসঃ

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং তাম্রং তালং সমং সমম্। অর্কক্ষীরৈর্দিনং মর্দ্যং ক্ষৌদ্রৈর্লেহ্যং ত্রিগুঞ্জকম্। বড়বাগ্নি-রসো নাম্না স্থৌল্যমাশু নিষচ্ছতি ॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র ও হরিতাল প্রত্যেক সমান ভাগ, আকন্দ আঠায় একদিন মর্দন করিবে। পরিমাণ ৩ রতি। অনুপান মধু। ইহা আশু স্থৌল্যনিবারক।

#### ত্রিফলাদ্যং তৈলম্

ত্রিফলাতিবিষামূর্ঝা-ত্রিবৃচ্চিক্রকবাসকৈঃ। নিম্বারম্বধবড়গ্রহা-সপ্তপর্ণনিশাদ্যৈঃ ॥ গুড়চীন্দ্রসুরাক্ষণ-কুষ্ঠসর্বপনাগরৈঃ। তৈলমেডিঃ সৈমৈঃ পঙ্কং সুরসাদিরসাপ্তম্ ॥ পানান্যভ্রগণ্ডুষ-নস্যবস্তিষু যোজিতম্। স্থূলতালসাক্ষাদীন জয়েৎ কফকৃতান্ গদান্ ॥

তিলতৈল ৪ সের। সুক্ষ্মতোক্ত সুরসাদিগণের কাথ ১৬ সের। কঙ্কার্থ ত্রিফলা, আতাইচ, মূর্ঝামূল, তেউড়ী, চিতামূল, বাসকছাল, নিমছাল, সৌদালমজ্জা, বচ, ছাতিমছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, গোরক্ষকর্কটী (বা নিসিন্দা), পিপুল, কুড়, সর্বপ ও শুঁঠ মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া উহা পান, অভ্যঙ্গ, গণ্ডুষ, নস্য ও বস্তিক্রিয়ায় প্রয়োগ করিবে। ইহা ব্যবহার করিলে দেহের স্থূলতা, আলস্য ও কণ্ডু প্রভৃতি কফজ রোগ নষ্ট হয়।

#### মহাসুগন্ধি তৈলম্

চন্দনং কুঙ্কমোশীর-প্রিয়ঙ্গুটিরোচনাঃ। তুরুক্ষাগুরুকস্তুরী কপূরং জাতিপত্রিকা ॥ জাতীকক্কোলপুগানাং লবঙ্গস্য ফলানি চ। নলিকা নলদং কুষ্ঠং হরেণু তগরং প্লবম্ ॥ নথং ব্যাঘ্রনথং পৃক্ষা বোলং দমনকং তথা ॥ স্থৌণেয়কং চোরকঞ্চ শৈলেয়ং সৈলবালুকম্ ॥ সরলং সপ্তপর্ণঞ্চ লাক্ষা তামলকী তথা ॥ লামজ্জকং পদ্মকঞ্চ ধাতক্যাঃ কুসুমানি চ ॥ প্রপৌণ্ডরীকং কচ্চুরং সমাংশৈঃ শাণমাত্রকৈঃ। মহাসুগন্ধিমিত্যেতৎ তৈলপ্রস্থেন সাধয়েৎ ॥ প্রস্বেদমলদৌর্গন্ধ্য-কণ্ডুকুষ্ঠহরং পরম্ ॥ অনেনাভ্যক্তগাত্রস্ত বৃদ্ধঃ সাপ্ততিকোহপি বা। যুবা ভবতি শুক্রাঢ্যঃ স্ত্রীগম্যতন্তুবল্লভঃ। সুভগো দর্শনীয়শ্চ গচ্ছেচ্চ প্রমদাশতম্ ॥ বক্ষ্যাপি লভ্যতে গর্ভং যশোহপি পুরুষায়তে। অপুত্রঃ পুত্রমাপ্নোতি জীবেচ্চ শরদাং শতম্ ॥

তিলতৈল ৪ সের। কঙ্কার্থ রক্তচন্দন, কুঙ্কম, বেণার মূল, প্রিয়ঙ্গু, ছোট এলাচ, গোরোচনা, শিলারস, অণ্ডরু, কস্তুরী, কপূর, জৈত্রী, জাতীফল, কক্কোল, সুপারি, লবঙ্গ, নালুকা, জটামাংসী, কুড়, রেণুক, তগরপাদুকা, কৈবর্তমুস্তক, নথী, ব্যাঘ্রনথী, পিড়িংশাক, বোল, দমনক (দনা), গেঁটোলা, চোরক (গন্ধদ্রব্যবিশেষ), শিলাজত, এলবালক, সরলকাষ্ঠ, ছাতিম, লাক্ষা, উঁই আমলা, বেণার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, ধাইফুল, পুণ্ডুরিয়া ও শটী, ইহাদের প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল গাত্রে মর্দন করিলে ঘর্ম্ম-মল-দৌর্গন্ধ্য এবং কণ্ডু ও কুষ্ঠ রোগ নিবারিত হয়।

#### কার্ষ্য নিদানম্

বাতো রুক্ষান্নপানানি লজ্জনং প্রমিতাশনম্। ক্রিয়াতিযোগঃ শোকশ্চ বেগনিদ্রাবিনিগ্রহঃ ॥ নিতাং রোগো রতিনির্ন্যাং ব্যায়ামো ভোজনান্নতা। ভীতির্ধানদিচিন্তা চ কার্ষ্যকারণমীরিতম্ ॥ শুদ্ধশ্বিগুদরগ্রীবো-ধমনীজালসত্ত্বিতঃ। স্বগৃহস্থিষোহতিকৃশঃ স্থূলপর্বাননো মতঃ ॥

বায়ুদুষ্টি, রুক্ষ অন্ন ও রুক্ষ পানীয় সেবন, উপবাস, অত্যন্ত ভোজন, অতিরিক্ত বমন ও বিরেচনাদি প্রয়োগ, শোক, মলমূত্রাদির বেগ ও নিদ্রাবেগ ধারণ, নিত্য রোগভোগ, প্রত্যহ মৈথুন, ব্যায়াম, ভোজনের স্বল্পতা, ভয় ও ধনাদি-চিন্তা এই সকল কারণে শরীর কৃশ হইয়া থাকে।  
কৃশের লক্ষণ—কৃশ ব্যক্তির শিফক (পাছ), উদর ও গ্রীবাদেশ শুষ্ক, সর্বাস্থি শিরাজালে ব্যাপ্ত, চর্ম্ম ও অস্থি শুষ্ক এবং পর্ব্বসন্ধি ও মুখ স্থূল হইয়া থাকে।

### কার্য্য চিকিৎসা

রুক্ষান্নাদিনিমিত্তে তু কৃশে যুক্তীত ভেষজম্। বৃংহণং বলকৃৎ ব্যাং তথা বাজীকরণং যং।।

রুক্ষান্ন ভোজনাদি দ্বারা দেহ কৃশ হইলে পুষ্টি ও বলকারক এবং ব্যাং ও বাজীকরণ ঔষধসকল প্রয়োগ করিবে।

পীতাম্বগন্ধা পয়সার্কমাসং ঘৃতেন তৈলেন সুখান্বনা বা। কৃশস্য পুষ্টিং বপুষো বিধন্তে বালস্য শস্যস্য যথাম্বুপুষ্টিঃ।।

জলবর্ষণ দ্বারা যেমন চারাগাছ বর্দ্ধিত হয়, দুগ্ধ ঘৃত তৈল বা ঈষদুষ্ণ জল, ইহাদের কাহারও সহিত কিছুদিন অম্বগন্ধা পান করিলে তেমনই কৃশদেহের পুষ্টি হইয়া থাকে।

পুষ্টিকৃৎ বালরোগোক্তমম্বগন্ধাঘৃতং ভজেৎ। বাজীকরোদিতং তদ্বদম্বগন্ধাঘৃতাদিকম্।।

বালরোগোক্ত অম্বগন্ধা ঘৃত এবং বাজীকরণোক্ত অম্বগন্ধা-ঘৃতাদি ঔষধ সেবন করিলে কৃশাঙ্গের পুষ্টি হইয়া থাকে।

স্বভাবাদিতিকার্য্যো যঃ স্বভাবাদন্নপাবকঃ। স্বভাবাদবলো যশ্চ তস্য নাস্তি চিকিৎসিতম্।।

যে-ব্যক্তি স্বভাবত কৃশ, স্বভাবত অল্পাঙ্গি ও স্বভাবত দুর্বল, তাহার কোন ঔষধ নাই।

### অম্বগন্ধা তৈলম্

অম্বগন্ধায়াঃ কঙ্কেন কাথে তস্মিন্ পয়স্যপি। সিদ্ধং তৈলং কৃশাঙ্গানাং মৃত্যুনাশকপুষ্টিদম্।।

তিলতৈল ৪ সের, অম্বগন্ধার কঙ্ক ১ সের এবং উহার কাথ ১৬ সের, দুগ্ধ ৪ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই অম্বগন্ধাতৈল মর্দন করিলে কৃশাঙ্গের পুষ্টি হইয়া থাকে।

### অমৃতার্ণবঃ

রসভস্ময়্যো ভাগা ভগৈকং হেমভস্মকম্। সর্ব্বাংশমমৃতাসত্ত্বং সিতামধ্বাজ্যমিশ্রিতম্।। দিনৈকং মর্দয়েৎ খন্ডে মাইকং ভক্ষয়েৎ সদা। কৃশানাং কুরুতে পুষ্টিং রসোহয়মমৃতার্ণবঃ। অম্বগন্ধাপলার্কং গবাং ক্ষীরৈঃ পিবেদনু।।

রসসিন্দূর ৩ ভাগ, স্বর্ণভস্ম ১ ভাগ, গুলঞ্চের চিনি ৪ ভাগ, চিনি মধু ও ঘৃত-সহ একদিন মাড়িয়া ২ আনা পরিমাণে সেবন করিবে। ঔষধসেবনান্তে গব্য দুগ্ধ-সহ অম্বগন্ধামূলচূর্ণ ৪ তোলা (রোগীর বলাবল বুঝিয়া উপযুক্ত মাত্রায়) সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা কৃশ শরীর পুষ্ট হয়।

### পথ্যাপথ্যবিধিঃ

#### মেদোরোগে পথ্যানি

চিন্তা শ্রমো জাগরণং ব্যবায়ঃ প্রোদর্ভনং লজ্জনমাতপশ্চ। হস্ত্যাম্বয়ানং ভ্রমণং বিরেকঃ প্রাচর্দনঞ্চাপ্যপত -

পর্ণানি ।। পুরাতন বৈণবকোরদুষ-শ্যামাকনীবারপ্রিয়ঙ্গবশ্চ । যবাঃ কুলখাশ্চণকা মসুরা মুদগাস্তবর্যোহপি মধুনি লাজাঃ ।। কটুনি তিস্তানি কষায়কাণি তক্রং সুরা চিস্টমৎস্য এষ । দন্ধানি বার্তাকুফলানি চাপি ফলত্রয়ং গুগ্গুলবায়সশ্চ ।। কটুত্রয়ং সার্ষপতৈলমেলা রুক্ষাণি সৰ্ব্বানি চ মথ্যতৈলম্ । পত্রোথ-শাকহৃগুরুলেপনানি প্রতপ্তনীরাণি শিলাজত্বনি ।। প্রাগ্ভোজনস্যাপি চ বারিপানং মেদোগদং পর্যমিদং নিহন্তি ।।

চিন্তা, পরিশ্রম, রাত্রিজাগরণ, মৈথুন, অত্যন্ত শরীরমার্জন, লঙ্ঘন, রৌদ্রসেবন, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি যানে আরোহণ, পথপর্যটন, বিরেচন, বমন, অপতপণ, পুরাতন বংশতণ্ডুল, কোদোধান্য, শ্যামাধান্য, উড়ীধান্য, কাঙ্গনিধান্য, যব, কুলখকলায়, ছোলা, মসুর, মুগ, অড়হর, মধু, খই, কটুদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, কষায়দ্রব্য, তক্র, সুরা, চিংড়িমৎস্য, পোড়া বেগুন, ত্রিফলা, গুগ্গুলু, সরল নির্যাস, ত্রিকটু, সার্ষপ তৈল, এলাচ, সমস্ত রুক্ষদ্রব্য, তিলতৈল, পত্রশাক, গাত্রে অণুরূলেপন, গরম জল ও শিলাজত্ব এবং ভোজনের পূর্বে জলপান এই সকল মেদোরোগে অত্যন্ত হিতকর ।

#### মেদোরোগেহপথ্যানি

স্নানং রসায়নং শালীন্ গোধূমান্ সুখশীলতাম্ । ক্ষীরেক্ষুবিকৃতির্মাষান সৌহিত্যং স্নেহনানি চ ।। মৎস্যং মাংসং দিবানিদ্রাং অগ্ন্গন্ধৌ মধুরাণি চ । ভোজনস্য সমগ্রস্য পশ্চাৎ পানং জলস্য চ । অতিমাত্রত্বপচিতো বিশেষাদ্ বমনক্রিয়াম্ । স্বভাবহৃত্তমম্বিচ্ছন্ মেদস্বী পরিবর্জয়েৎ ।।

স্নান, রসায়নক্রিয়া, শালিতণ্ডুল, গোধূম, সুখশীলতা, ক্ষীরবিকৃতি (ছানা আদি), ইক্ষুবিকৃতি (চিনি প্রভৃতি), মাষকলায়, সৌহিত্য, স্নেহক্রিয়া অর্থাৎ ঘূতাদি পুষ্টিকর স্নেহসেবন, মৎস্য ও মাংসভক্ষণ, দিবানিদ্রা, মাল্যধারণ, সুগন্ধি দ্রব্যসেবন, মধুররস-সংযুক্ত দ্রব্যভক্ষণ ও ভোজনের পরে জলপান মেদোরোগে অহিতকর ।

অত্যন্ত স্থূলকায় ব্যক্তির পক্ষে বমনক্রিয়া বিশেষ নিষিদ্ধ ।

ইত্যায়ুর্বেদ-সংগ্রহে মেদোরোগাধিকারঃ ।

# উদররোগাধিকার

## উদর নিদানম্

রোগাঃ সৰ্বেহপি মন্দেহয়ো সতরামদরাণি চ। অজীর্ণান্মলিনৈশ্চান্নৈর্জায়ন্তে মলসঞ্চয়াৎ।। রুদ্ধা  
স্বেদান্মুবাহীনি দোষাঃ স্রোতাংসি সঞ্চিতাঃ। প্রাণায়্যপানান্ সংদূষ্য জনয়ন্ত্যদরং নৃণাম্।। আয়ানং  
গমনেহশক্তির্দৌৰ্বল্যং দুৰ্ব্বলাগ্নিতা। শোথঃ সদনমঙ্গানং সঙ্গো বাতপূরীষয়োঃ।। দাহস্তন্দ্রা চ সৰ্বেষু  
জঠরেষু ভবন্তি হি। পৃথগ্দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ প্রীহবদ্ধক্ষতোদকৈঃ।। সংভবন্ত্যদরাণ্যষ্টৌ তেষাং লিঙ্গং  
পৃথক্ শৃণু। তত্র বাতোদরে শোথঃ পাণিপান্নাভিকৃষ্ণিষু।। কৃষ্ণিপাশ্বোদরকটী-পৃষ্ঠরুক্ পৰ্বভেদনম্।  
শূলকাসোহঙ্গমর্দোহধোগুরুতা মলসংগ্রহঃ।। শ্যাবারুণত্বগাদিত্বমকস্মাদ্ বুদ্ধিহাসবৎ। সতোদভেদমুদরং  
তনুকৃষ্ণশিরাততম্।। আয়্নাতদৃতিবচ্ছদমাহতং প্রকরোতি চ। বায়ুশ্চাত্র সৰুক্শদো বিচরেৎ সৰ্বতো-  
গতিঃ।। পিত্তোদরে জ্বরো মুচ্ছা দাহস্তৃট্ কটুকাস্যতা। ভ্রমোহতীসারঃ পীতত্বং ত্বগাদ্যবদরং হরিৎপীত-  
তাম্রশিরানন্ধং সশ্বেদং সোম্য দহাতে। ধূমায়তে মৃদুস্পর্শং ক্ষিপ্ৰপাকং প্রদূয়তে।। শ্লেষ্মোদরেহঙ্গসদনং  
স্বাপশ্চয়থুগৌরবম্। নিদ্রাৎক্ৰেশোহরুচিঃ শ্বাসঃ কাসঃ শুক্লত্বগাদিতা।। উদরং স্তিমিতং স্নিগ্ধং শুক্লরাজীততং  
মহৎ। চিরাভিবৃদ্ধি কঠিনং শীতস্পর্শং গুরু স্থিরম্।। স্ত্রিয়োহন্নপানং নখলোমমুত্র-বিডার্ত্তবৈযুক্তমসাধুবৃত্তাঃ।  
যস্মৈ প্রযচ্ছন্ত্যরয়ো গরাংশ্চ দুষ্টান্দুদুৰ্বীবিষসেবনাহ্মা।। তেনাশু রক্তং কুপিতাশ্চ দোষাঃ কুর্যাৎ সুঘোরং  
জঠরং ত্রিলিঙ্গম্। তচ্ছীতবাতে ভূশদুর্দিনে চ বিশেষতঃ কুপ্যতি দহাতে চ।। স চাতুরো মুহ্যতি হি  
প্রসক্তং পাণ্ডুঃ কৃশঃ শুয্যতি তৃষ্ণয়া চ। দুষ্যোদরং কীর্ণ্তিমতেদেব।। যস্যাত্মমলৈরুপলৈপিভির্বা  
বালান্নাভির্বা পিহিতং যথাবৎ। সঞ্চীয়তে তস্য মলঃ সদোষঃ শনৈঃ শনৈঃ সঙ্করবচ্চ নাভ্যাম্।। নিরুধ্যতে  
তস্য গুদে পুরীষং নিরেতি কৃচ্ছাদপি চান্নমল্লম্। হম্মাভিমধ্যে পরিবৃদ্ধিমতি তস্যোদরং বদ্ধগুদং বদন্তি।।  
শল্যং তথাম্পোহিতং যদস্ত্রং ভূক্তং ভিনন্ত্যাগতমন্যথা বা। তস্মাৎ স্রুতোহস্ত্রাৎ সলিলপ্রকাশঃ স্রাবঃ  
অবেদৈ গুদতস্ত ভূয়ঃ।। নাভেরধশ্চেদরমেতি বৃদ্ধিং নিস্তদ্যতে দাল্যতি চাতিমাত্রম্।। এতৎ পরিষ্রাব্যদরং

প্রদীপ্তং দকৌদরং কীৰ্ত্তয়তো নিবেদা।। যঃ স্নেহপীতোহিপানুবাসিতো বা বাস্তো বিরিক্তোহপ্যথবা নিরুঢ়ঃ।  
পিবেজ্জলং শীতলমাণ্ড তস্য স্রোতাংসি দৃশ্যন্তি হি তদ্বহানি।। স্নেহোপলিপ্তেদ্বথবাপি তেষু দকৌদরং  
পূৰ্ব্বদভূপেতি। স্নিগ্ধং মহৎ তৎ পরিবৃন্দনাভিসমাততং পূৰ্ণমিবাস্থনা চ।। যথা দৃতিঃ ক্ষুভাতি কম্পতে  
চ শব্দায়তে চাপি দকৌদরং তৎ।।

অগ্নিমান্দ্যহেতু সকল ব্যাধিই, বিশেষত উদররোগ জন্মিয়া থাকে। অজীর্ণ, মলিন অন্নভোজন (অত্যন্ত দোষজনক, বিরুদ্ধভোজন ও পূৰ্ব্বাহার অজীর্ণ সত্ত্বেও পুনর্ভোজন ইত্যাদি) এবং মলসঞ্চয় এইগুলি উদররোগ জন্মিবার কারণ।

সঞ্চিত বাতাদি দোষসকল, স্বেদবহ ও অম্লবহ স্রোতসমূহকে রুদ্ধ এবং প্রাণবায়ু, অপানবায়ু ও অগ্নিকে দূষিত করিয়া উদররোগ উৎপাদন করে।

উদরাঘ্নান, গমনে অশক্তি, দৌৰ্বল্য, অতিশয় অগ্নিমান্দ্য ও শোথ, অঙ্গসকলের অবসাদ, অধোবায়ু ও মলের অপ্রবৃতি এবং দাহ ও তন্দ্রা এইগুলি সর্বপ্রকার উদররোগের সাধারণ লক্ষণ।

উদররোগ আটপ্রকার, যথা বায়ুজনিত, পিত্তজনিত, কফজনিত, ত্রিদোষজনিত, গ্লীহজনিত, মলসঞ্চয়জনিত, ক্ষতজনিত ও জলসঞ্চয়জনিত। ইহাদের পৃথক-পৃথক লক্ষণ লিখিত হইতেছে।  
বাতোদরে হস্ত পদ নাভি ও কুক্ষিদেহে শোথ, কুক্ষি পার্শ্ব উদর কটী ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা, তদ্ভিন্ন পৰ্ব্বভেদ, শুষ্ককাস, অঙ্গমর্দ, শরীরের অধোভাগে গুরুত্ব, মলরোধ, ত্বক চক্ষু ও মূত্র প্রভৃতির শ্যাববর্ণতা বা অরুণবর্ণতা, অকস্মাৎ উদরশোথের হ্রাস বা বৃদ্ধি, উদরে সূচীবোধবৎ বা ভঙ্গবৎ বেদনা এবং সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণ শিরাসমূহের উৎপত্তি ও উদরে আঘাত করিলে বায়ুপূর্ণ ভ্জ্ঞার ন্যায় শব্দোৎপত্তি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই বাতোদরে বায়ু শব্দ ও বেদনার সহিত উদরের সকল স্থানে বিচরণ করে।

পিত্তোদরে জ্বর, মুচ্ছা, দাহ, তৃষ্ণা, কটুকাস্যতা (মুখে কটুস্বাদোৎপত্তি), ভ্রম, অতিসার ও ত্রকনয়নাদির পীতবর্ণতা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং উদর ঘর্ম্মযুক্ত, উষ্মাবিশিষ্ট, দাহাশ্লিত, কোমলস্পর্শ ও হরিৎ পীত ও তাম্রবর্ণ শিরাসমূহে ব্যাপ্ত হয়। আর বোধ হয় যেন উহা হইতে ধূমোদ্রম হইতেছে। পৈত্তিকোদর শীঘ্র পাকিয়া জলোদররূপে পরিণত হয় এবং সর্বদা বেদনায়ুক্ত হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মাজনিত উদররোগে অঙ্গের অবসাদ, স্পর্শজ্ঞানাভাব, শোথ, গাত্রগুরুতা, নিদ্রা, বমনবেগ, অরুচি, শ্বাস কাস ও তৃণাদির গুরুবর্ণতা ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং উদর শোথ বৃহৎ, স্তিমিত, চিক্ণ, কঠিন, শীতস্পর্শ, গুরু, অচল ও দীর্ঘকালে পরিবর্তিত এবং গুরুবর্ণ শিরাসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ত্রিদোষজনিত উদররোগ। দুঃশীলা কামিনীগণ নিঃস্নেহ পতিকে বা অন্য কোন অভিলষিত পুরুষকে বশীভূত করিবার জন্য অজ্ঞাতসারে তদীয় অন্নপানের সহিত নখ, লোম, মূত্র, বিষ্ঠা ও আর্তব-শোণিত প্রদান করিয়া থাকে। সেই মলিন (নানাদোষজনক) অন্ন আহার করিলে কিংবা শত্রু-প্রদত্ত সংযোগজ বিষ ভোজন করিলে অথবা সবিশ মৎস্য ও তৃণপত্রাদির ক্লেবমিশ্রিত দুষ্ট জল বা দূষীবিশ (অগ্নি বা বিষময় ওষধি দ্বারা জীর্ণ স্বল্পপ্রভাব বিষ) সেবন করিলে রক্ত এবং বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া ত্রিদোষ-লক্ষণাক্রান্ত অতি ভয়ঙ্কর জঠররোগ উৎপাদন করে। ইহাকেই ত্রিদোষজ উদররোগ কহে। এবজ্জত উদররোগ, শীত বাত ও অতি দুর্দ্দিনে (জল ঝড় ও মেঘাদি বিশিষ্ট দিবসে) অতিশয় কুপিত ও দাহযুক্ত হয় এবং রোগী পাণ্ডুবর্ণ, কৃশ, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ ও পুনঃ পুনঃ মুচ্ছিত হইয়া থাকে। ইহার অপর নাম দুষ্যোদর।

যাহার অস্ত্র শাকশালুকাদি পিচ্ছিল অন্ন বা চুল ও কর্করাদি দ্বারা বিবদ্ধ হয়, তাহার সদোষ মল সম্মাজ্জনী (ঝাঁটা)-নিষ্কিপ্ত ধুলিরাশির ন্যায় ক্রমে-ক্রমে অস্ত্রনাড়ীতে সঞ্চিত হইয়া থাকে। গুদনাড়ীতে মল রুদ্ধ থাকিয়া অতি কষ্টে অল্প-অল্প পরিমাণে নির্গত হয়। ইহাতে হৃদয় ও নাভির মধ্যবর্তী স্থানে উদরের বৃদ্ধি হয়। ইহাকেই বদ্ধ গুদোদর কহে।

কণ্টকাদি শল্যযুক্ত অন্ন ভোজন করিলে সেই ভক্ত অন্ন যদি পাকাশয় হইতে বিলোমভাবে (বক্রভাবে) আগত হয়, তাহা হইলে সেই কণ্টকাদি-শল্য দ্বারা অস্ত্রনাড়ী ভেদ হইয়া যায়। জ্বস্তা ও অতিভোজন দ্বারাও অস্ত্রভেদ হইতে পারে। এইরূপে অস্ত্র ভিন্ন হইলে তাহা হইতে বহু পরিমাণে জলবৎ শ্রাব নিঃসৃত হইয়া নাভির অধোভাগে উদরের বৃদ্ধি করিয়া গুহাদ্বার দিয়া পুনঃ পুনঃ নির্গত হইতে থাকে। ইহাকেই ক্ষতোদর বা পরিস্রাব্যুদর কহে। এই উদররোগে সূচীবেধবৎ বা বিদারণবৎ অসহ্য বেদনা হইয়া থাকে।

স্নেহপান, অনুবাসন (স্নেহপদার্থ দ্বারা পিচকারী দেওয়া), বমন, বিরেচন অথবা নিরূহণ (পিচকারী বিশেষ) এই সকল ক্রিয়ার পর আশু শীতল জল পান করিলে অথবা স্নেহপদার্থ দ্বারা উপলিপ্ত হইলে জলবৎ শ্রোতসকল দূষিত হয় এবং সেই দুষ্ট নাড়ী হইতে পীতজল নিঃসৃত হইয়া উদরের বৃদ্ধি করে। ইহাকেই দকোদর বা জলোদর কহে। দকোদরে উদর চিক্ণ, বৃহৎ, জলপূর্ণবৎ স্ফীত ও নাভির চতুর্দিকে বেদনায়ুক্ত হয়। জলপূর্ণ ভন্ডা (ভিস্তি) সঞ্চালিত হইলে যেমন ক্ষুব্ধ কম্পিত ও শব্দযুক্ত হয়, দকোদরও তদ্রূপ হইয়া থাকে।

### উদর চিকিৎসা

সর্বমেবোদরং প্রায়ো দোষসংঘাতজং যতঃ। অতো বাতাদিশমনীঃ ক্রিয়াঃ সর্বত্র কারয়েৎ॥

প্রায় সকল উদররোগই ত্রিদোষপ্রকোপ-জন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব সর্বত্র উদররোগে বাতাদি দোষত্রয়ের শাস্তিকারক চিকিৎসা করিবে।

উদরে দোষসম্পূর্ণে কুক্ষৌ মন্দো যতোহনলঃ। তস্মান্তোজ্যানি যোজ্যানি দীপনানি লঘুনি চ॥

উদর দোষপূর্ণ হইলে অগ্নিমন্দ্য হয়, অতএব অগ্নির উদীপক ও লঘু আহার উদররোগে ব্যবস্থা করিবে।

দোষাতিমাত্রোপচয়াং শ্রোতোমার্গনিরোধনাৎ। সম্ভবত্ব্যদরং তস্মান্নিত্যেনং বিরেচয়েৎ॥ (শ্রোতোমার্গং শ্রোতোমুখম্, মার্গশব্দহত্র মুখরূপমার্গবাচী। চক্রঃ)।

দোষের অত্যন্ত সঞ্চয় ও শ্রোতোমুখসকলের নিরোধহেতু উদররোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব ইহাতে নিত্য বিরেচন ক্রিয়া আবশ্যক।

পায়য়েৎ তৈলমেরগুং সমুত্রং সপয়োহপি বা॥

বিরেচন করাইতে হলে গোমূত্র কিংবা উষঃ দুষ্কের সহিত এরগুতৈল পান করাইবে।

বাতোদরং বলবতঃ স্নেহশ্বেদৈরুপাচরেৎ। স্নিগ্ধায় শ্বেদিতাস্মায় দদ্যাৎ স্নিগ্ধবিরেচনম্॥ হাতে দোষে পরিপ্লবং বেষ্টিয়েদ্বাসসোদরম্। যথাস্যানবকাশত্বাদ্ বায়ুর্নাষ্যাপয়েৎ পুনঃ॥

রোগীর যদি বল থাকে তাহা হইলে বাতোদর রোগীকে প্রথমত স্নেহশ্বেদ প্রদান করিয়া স্নিগ্ধ বিরেচন দিবে। বিরেচন-দ্বারা দোষসমস্ত নির্গত হইয়া উদর কোমল হইলে বস্ত্র-দ্বারা উদর বেষ্টিত করিয়া

চাপিয়া বাঁধিবে। ইহাতে স্থানাভাব প্রযুক্ত বায়ুর দ্বারা উদরাহ্বান হইবে না।

বিরিঞ্জে চ যথাদোষে-হরৈঃ পেয়া শূতা হিতা।।

বিরেচনের পরে উদররোগে দোষের আধিক্য বুঝিয়া তত্ত্বদোষনাশক ঔষধ-সহ পেয়া প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

বাতোদরে পেয়াহ্যাসো নিরুহো দশমূলিকঃ। সোদাবর্ষে বাতঘ্নান্ন-শূতৈরগুন্যাসনঃ।।

বাতোদরে দুগ্ধপান করিলে ও দশমূলের কাথে পিচকারী দিলে উপকার হয়। উদাবর্তযুক্ত বাতোদরে বাতঘ্ন দ্রব্য ও কাঁজির সহিত এরণ্ডতৈল পাক করিয়া অনুবাসন করিবে।

এরণ্ডতৈলং দশমূলমিশ্রং গোমূত্রযজ্ঞত্রিফলারসো বা। নিহন্তি বাতোদরশোথশূলং কাতঃ সমুত্রো দশমূলজশ্চ।।

দশমূলের কাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া বা ত্রিফলার রসে গোমূত্র মিলিত করিয়া কিংবা দশমূলের কাথে গোমূত্র মিলিত করিয়া পান করিলে বাতোদর শোথ ও শূল নষ্ট হয়।

কুষ্ঠাদি চূর্ণম্

কুষ্ঠং দন্তী যবক্ষারো ব্যোষং ত্রিলবণং বচা। অজাজী দীপ্যকং হিঙ্গু স্বর্জ্জীকচা চব্যচিৎকম্। শুষ্ঠী চোক্ষগন্তসা গীতা বাতোদররূজাপহা।।

কুড়, দন্তী, যবক্ষার, ত্রিকটু, ত্রিলবণ (সৈন্ধব, বিট ও সচল), বচ, কৃষ্ণজীরা, যমানী, হিঙ্গু, স্বর্জ্জীক্ষার, চই, চিতা ও শুষ্ঠ ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া উপযুক্ত মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে বাতোদর নিবারিত হয়।

সামুদ্রাদ্যং চূর্ণম্

সামুদ্রসৌবর্জলসৈন্ধবানি ক্ষারং যমানীমজমোদকঞ্চ সপিপ্ললীচিৎকশৃঙ্গবেরং হিঙ্গুং বিড়ম্বেতি সমানি কুর্যাৎ।। এতানি চূর্ণানি ঘৃতেপ্লুতানি তুজ্জীত পূর্বং কবলং প্রশস্তম্। বাতোদরং গুল্মমজ্জীর্ণভক্তং বায়ু-প্রকোপং গ্রহণীং প্রদুষ্টাম্। অর্শাংসি দুষ্টানি চ পাণ্ডুরোগং ভগন্দরঞ্চাপি নিহন্তি সদাঃ।।

করকচ, সচল, সৈন্ধব, যবক্ষার, যমানী, বনযমানী, পিপুল, চিতামূল, শুষ্ঠ, হিঙ্গু ও বিটলবণ প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ ঘৃতে মর্দন করিয়া আহ্বারের প্রথম গ্রাসের সহিত ভোজন করিলে বাতোদর, গুল্ম, অজীর্ণ, বায়ু প্রকোপ ও গ্রহণী প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

পিত্তোদরেষু বলিনং পূর্বমেব বিরচয়েৎ। অনুবাস্যাবলং ক্ষীর-বস্তিশুদ্ধং বিরচয়েৎ।। পয়সা সত্রি-বৃৎকঙ্কেনোরুবুকশূতেন বা। শাতলাত্রায়মাণাভ্যাং শূতেনারম্ধেন বা।। (সত্রিবৃৎকঙ্কেন পয়সা ইত্যেকো যোগঃ। উরুবুকশূতেন ইতি দ্বিতীয়ো যোগঃ। শাতলাদিরারম্ধাস্তত্ত্বপরঃ জাতকর্ণসংবাদাৎ। ইতি শিবদাসঃ)।।

রোগীর বল থাকিলে পিত্তোদর রোগে প্রথমেই বিরেচন দিবে। কিন্তু রোগী যদি দুর্বল হয়, তাহা হইলে অগ্রে অনুবাসন, তৎপরে দুগ্ধপ্রধান বস্তি দ্বারা শোধন করিয়া পশ্চাৎ তেউড়ীকঙ্ক মিশ্রিত দুগ্ধ কিংবা এরণ্ডবীজ কিংবা চন্দ্রকবা, বলাড়ুমুর ও সৌদালের ফলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করাইয়া বিরেচন করাইবে।

কফাদুর্দরিণং শুদ্ধং কটুক্ষারাম্ভোজিতম্। মূত্রারিষ্টায়স্কৃতিভির্যোজয়েচ্চ কফাপহৈঃ।।



কফপ্রধান উদররোগে রোগীকে বমন ভিন্ন বিরেচনাদি অন্য শোধন দ্বারা শুদ্ধ করত কটু ও ক্ষারযুক্ত পেয়াদি অন্নভোজন করাইয়া গোমূত্র, অরিষ্ট, নবায়সাদি লৌহ বা রসায়নোক্ত লৌহ প্রভৃতি কফনাশক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

সন্নিপাতোদরে সর্ব্বা যথোক্তাঃ কারয়েৎ ক্রিয়াঃ ॥

সন্নিপাতোদরে বাতোদরাদি-নির্দিষ্ট সকল ক্রিয়াই করিবে।

নাত্যর্থসাম্রং মধুরং তক্রং পানে প্রশস্যতে ॥

ঈষৎ ঘন ও মধুরস তক্রপানার্থ প্রশস্ত।

বাতোদরী পিবেৎ তক্রং পিঙ্গলীলবণাশিতম্। শর্করামরিচোপেতং স্বাদু পিত্তোদরী পিবেৎ ॥ যমানী-সৈন্ধবাজাজী-মধুব্যোমৈঃ কফোদরী। ত্র্যষণক্ষারলবণৈর্যুক্তং নিচয়োদরী ॥ মধুতৈলবচাশুষ্ঠী-শতাহ্বাকৃষ্ঠ-সৈন্ধবৈঃ। প্লীহি বদ্ধে তু হবুষা-যমানীপটুজাজিভিঃ। স্কৃষ্ণমাক্ষিকং ছিদ্রে ব্যোমবৎ সলিলোদরে ॥

বাতোদরে পিপুল ও সৈন্ধব লবণের সহিত, পিত্তোদরে চিনি ও মরিচের সহিত, কফোদরে যমানী, সৈন্ধব লবণ, জীরা, মধু ও ত্রিকটুর সহিত এবং সন্নিপাতোদরে ত্রিকটু, যবক্ষার ও সৈন্ধব লবণের সহিত তক্র পান করাইবে। প্লীহোদরে বচ, শুঠ, শুলফা, কুড় ও সৈন্ধব লবণ ইহাদের চূর্ণ, মধু ও তৈলমিশ্রিত তক্র পান করাইবে। বদ্ধোদরে হবুষা, ঘোয়ান, সৈন্ধব লবণ ও কৃষ্ণজীরার সহিত, ছিদ্রোদরে পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত এবং দকোদরে ত্রিকটুচূর্ণের সহিত তক্র পান করাইবে।

প্লীহোদরে প্লীহহরং কৰ্ম্মোদরহরং তথা ॥

প্লীহোদরে প্লীহনাশক এবং প্লীহোদর-হর চিকিৎসা করিবে।

স্বিন্নায় বদ্ধোদরিণে মূত্রতীক্ষ্ণীষধাশিতম্। সতৈললবণং দদ্যাম্নিরূহং সানুবাসনম্ ॥ পরিশ্রংসীনি চাম্বানি তীক্ষ্ণৈষব বিরেচনম্। ছিদ্রোদরমূতে শ্বেদাৎ শ্লেথোদরবদাচরেৎ ॥

বদ্ধোদরে রোগীর উদরে শ্বেদ দিয়া পরে গোমূত্র ও তীক্ষ্ণবীৰ্য্য ঔষধযুক্ত, তৈললবণবহুল নিরূহণ ও অনুবাসন প্রয়োগ করিবে এবং পিত্তাদির অনুলোমনকারী ভোজন ও তীক্ষ্ণ বিরেচন ব্যবস্থা করিবে। ছিদ্রোদররোগে শ্বেদ ব্যতীত কফোদরোক্ত অন্যান্য চিকিৎসা করিবে।

জাতং জাতং জলং ত্র্যব্যং শাস্ত্রোক্ত শস্ত্রকৰ্ম্ম চ। জলোদরে বিশেষণ দ্রবসেবাং বিবৰ্জ্জয়েৎ ॥

জলোদরে যেমন জল সঞ্চিত হইবে, তেমনই শল্যশাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে অস্ত্র দ্বারা জল বাহির করিয়া ফেলিবে এবং জলীয় দ্রব্যভোজন একেবারে পরিত্যাগ করিবে।

দেবদারুপলাশার্ক-হস্তিপিল্লিশিগ্রহীকঃ। সাম্বগন্ধৈঃ সগোমূত্রৈঃ প্রদাহাদুদরং শনৈঃ ॥ মূত্রাণ্যষ্টাবুদরিণাং সেকৈ পানে চ যোজয়েৎ। মূহীপয়োভাবিতানাং পিঙ্গলীনাং পয়োহ্শনঃ। সহস্রঞ্চ প্রযুক্তীত শক্তিতে জঠরাময়ী ॥

উদররোগে দেবদারু, পলাশফল, আকন্দ, গজপিঙ্গলী, সজিনা ও অশ্বগন্ধা এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া সেই পিষ্ট কক্ষ দ্বারা উদর ক্রমে-ক্রমে প্রলিপ্ত করিবে। পরিষেক ও পানে গোমূত্রাদি অষ্টবিধ মূত্র প্রয়োগ করিবে। মনসাসীজের আঠায় পিঙ্গলী ২১ বার (ব্যবহার ৭ বার) ভাবনা দিয়া সেই ভাবিত পিঙ্গলী ৩টি, ৪টি বা ৫টি বা কোষ্ঠানুরূপ যে-কয়টি উপযুক্ত, সেই কয়টি করিয়া প্রতিদিন বা একদিন অন্তর এই প্রণালীতে শক্তি অনুসারে সহস্র পিঙ্গলী পর্য্যন্ত সেবন করিবে। পিঙ্গলী সেবনকালে দুগ্ধ পান করিবে।

শিলাজতুনাং মূত্রাণাং গুগগুলৌত্রৈফলস্য চ। স্নহীক্ষীরপ্রয়োগশ্চ শময়ত্যদরাময়ম্॥ (ত্রৈফলস্যোতি গুগগুলৌর্বিশেষণম্। সমাসান্তর্গতমপি প্রয়োগপদং চকারাচ্ছিলাজত্বাদিভিঃ প্রত্যেকং সম্বধ্যতো। ইতি শিবদাসঃ)।

শিলাজতু, গোমূত্র, ত্রিফলা, গুগগুলু ও মনসাসীজের আঠা এই সকল দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে উদররোগের শান্তি হয়।

স্নুপয়সা পরিভাবিততগুলচূর্ণৈনির্মিতঃ পূপঃ। উদরমুদারং হিংস্যাৎ যোগোহয়ং সপ্তরাত্রৈণ॥

মনসাসীজের আঠায় তগুলচূর্ণ ভাবনা দিয়া সেই ভাবিত তগুলচূর্ণের পিষ্টক করিয়া সেবন করিবে। এই পিষ্টক ৭ দিন সেবন করিলে উদররোগ প্রশমিত হয়।

পিপ্ললীবর্দ্ধমানং বা কল্পদৃষ্টং প্রযোজয়েৎ। জঠরাণাং বিনাশায় নাস্তি তেন সমং ভূবি।।

চরকোক্ত রসায়ন-বিধানানুসারে পিপ্ললী-বর্দ্ধমান প্রয়োগ করিবে। উদররোগ-বিনাশার্থ এরূপ ঔষধ আর ভূতলে দ্বিতীয় নাই।

দন্তী বচা গবাক্ষী চ শঙ্খিনী তিস্রকং ত্রিবৃৎ। গোমূত্রৈণ পিবেদেতজ্জঠরাময়নাশনম্।।

দন্তী, বচ, রাখালশসা, চোরপুত্পী, লোধ ও তেউড়ী এই সকল একত্র পেষণ করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিলে জঠররোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

সক্ষীরং মাহিষং মূত্রং নিরাহারং পিবেন্নরঃ। শাম্যত্যনেন জঠরং সপ্তাহাদিতি নিশ্চয়ঃ।। (মাহিষং মূত্রং পলমেকং দ্বয়ং বা পীত্বা বিরেকে সতি গোক্ষীরমেব পীত্বা স্বাতব্যমিত্যুপদিশন্তি)।

অনাহারে ১ পল কিংবা ২ পল মহিষের মূত্র পান করিয়া বিরেকের পর কেবল গোদুগ্ধ পান করিয়া থাকিবে। ইহাতে জঠররোগ নিবারিত হইবে।

গবাক্ষীশঙ্খিনীদন্তী-নীলিনীকঙ্কসংযুতম্। সর্বোদরবিনাশায় গোমূত্রং পাতুমাচরেৎ।।

রাখালশসা, চোরপুত্পী, দন্তী ও নীলীবৃক্ষ, ইহাদের চূর্ণ-সংযুক্ত গোমূত্র পান করিলে সর্বোদর বিনষ্ট হয়।

দেবক্রমং শিগ্রময়ূরকঞ্চ গোমূত্রপিষ্টামথবাম্বগন্ধাম্। পীত্বাশু হন্যাদুদরং প্রবৃদ্ধং ক্রিমীন সশোথানুদরঞ্চ দূষ্যম্।।

দেবদারু, সজিনা ও আপাং এই সকল দ্রব্য অথবা অম্বগন্ধা গোমূত্রে পেষণ করিয়া পান করিলে প্রবৃদ্ধ উদররোগ, ক্রিমি ও শোথ উপদ্রব এবং দূষ্যোদর বিনষ্ট হয়।

দশমূলদারুনাগরচ্ছিন্নরুহাপূর্নবাব্যাক্রাথঃ। জয়তি জলোদরশোথস্রীপদগলগণ্ডবাতরোগাংশ্চ।।

দশমূল, দেবদারু, শুঠ, গুলঞ্চ, পুনর্নবা ও হরীতকী, ইহাদের ক্রাথ সেবন করিলে জলোদর, শোথ, স্রীপদ, গলগণ্ড ও বাতরোগ নিবারিত হয়।

পূর্নবাং দার্কভয়াং ওড়ুচীং পিবেৎ সমুত্রাং মহিষাক্ষযুক্তাম্। ত্বগদোষশোথোদরপাণ্ডুরোগ স্রৌল্যপ্রসেকোর্দ্রকফাময়েষু।। গোমূত্রযুক্তং মহিষীপয়ো বা ক্ষীরং গবাং বা ত্রিফলাবিমিশ্রম্। ক্ষীরাম্নভুক্ কেবলমেব গব্যং মূত্রং পিবেদ্বা স্ময়থুদরেষু।।

পূর্নবা, দেবদারু, হরীতকী, গুলঞ্চ, এই সকল দ্রব্যের কাথে গোমূত্র ও গুগগুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ত্বগদোষ, শোথ, উদর, পাণ্ডু, স্রৌল্য, প্রসেক ও উর্ধ্বশ্লেষ্মাজ রোগ নষ্ট হয়। শোথসংযুক্ত

## ২৩৮ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

উদররোগে গোমূত্রের সহিত মহিষীদুগ্ধ কিংবা ত্রিফলার ক্কাথ বা কঙ্ক-সহ গব্যদুগ্ধ পান করিবে।  
কেবল দুগ্ধের সহিত অন্নভোজন এবং গোমূত্রপানও হিতকর।

পুনর্নবা দার্কমুতা পাঠা বিষং শ্বদংষ্ট্রকা। বৃহতৌ দ্বে রজনৌ দ্বে পিঙ্গল্যাশ্চিৎকং বৃষম্।। সমভাগানি  
চূর্ণানি গবাং মূত্রেণ বা পিবেৎ। বহুপ্রকারং শ্বয়থুং সর্বগাত্রবিসারিণম্। হস্তি শোথোদরাণ্যষ্টৌ ত্রণাংশৈচ-  
বোদ্ধতানপি।

পুনর্নবা, দেবদারু, গুলঞ্চ, আক্নাদি, বিষমূল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা,  
পিঙ্গলী, চিতা ও বাসক এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিলে সর্বঙ্গ  
ব্যাপী বহুপ্রকার শোথ এবং শোথযুক্ত আটপ্রকার উদর ও উৎকট ত্রণ নষ্ট হয়।

### পুনর্নবাদি ক্কাথঃ

পুনর্নবা দারু নিশা সতিক্তা পটোলপথ্যাপিচূর্মদমুস্তা। সনাগরচ্ছিন্নরুহেতি সর্বৈঃ কৃতঃ কষায়ো বিধিনা  
বিধিঞ্জৈঃ।। গোমূত্রযুগ্গুণ্ডুলুনা চ যুক্তঃ পীতঃ প্রভাতে নিয়তং নরাণাম্। সর্বঙ্গশোথোদরকাসশূল-  
শ্বাসাশ্বিতং পাণ্ডুগদং নিহন্তি।।

পুনর্নবা, দেবদারু, হরিদ্রা, কটকী, পলতা, হরীতকী, নিম্ব, মুতা, শুঠ ও গুলঞ্চ মিলিত ২ তোলা।  
ইহাদের ক্কাথে গোমূত্র ও গুগগুলু প্রক্ষেপ দিয়া প্রভাতে পান করিলে সর্বঙ্গগত শোথ, উদর,  
কাস, শূল, শ্বাস ও পাণ্ডুরোগ নিবারিত হয়।

### মাগমণ্ডঃ

পুরাণং মাগকং পিষ্টা দ্বিগুণীকৃততুলনম্। সাধিতং ক্ষীরতোয়াভ্যামভ্যস্যেৎ পায়সস্তু তৎ।। হস্তি বাতোদরং  
শোথং গ্রহণীং পাণ্ডুতামপি। সিদ্ধো ভিষগভিরাখ্যাতঃ প্রয়োগোহয়ং নিরতয়ঃ।। (পুরাণমিত্যাদি।  
পুরাণমাগকস্য মূলং পলমাত্রং দরদলিততুলনস্য পলদ্বয়ং ক্ষীরতোয়াভ্যাং সমাভ্যাং সাধয়িত্বা পায়সঃ  
কার্যঃ। অসোপযোগেহুপরমমব্যঞ্জনং নাশ্মীয়াদিত্যঃ। যোগোহয়ং শোথমাগ্রহপি প্রভবতি। ইতি  
শিবদাসঃ)।

পুরাতন মাগ ১ ভাগ, আতপতগুলচূর্ণ ২ ভাগ, সজল দুগ্ধ ২৪ ভাগ একত্র পাক করিয়া মণ্ড প্রস্তুত  
করিবে। ইহা প্রত্যহ পান করিলে বাতোদর, শোথ, গ্রহণী ও পাণ্ডু এই সমস্ত রোগের শান্তি হয়।

### নারায়ণ চূর্ণম্

যমানী হবুযা ধন্যং ত্রিফলা সোপকৃষ্ণিকা। কারবী পিঙ্গলীমূলমজ্জগন্ধা শঠী বচা।। শতাহ্না জীরকং  
ব্যোষং স্বর্ণক্ষীরী সচিত্রকা। দ্বৌ ক্ষারৌ পৌষ্করং মূলং কুষ্ঠং লবণপঞ্চকম্।। বিড়ঙ্গঞ্চ সমাংশানি দন্ত্যা  
ভাগত্রয়ং তথা। ত্রিবদ্বিশালে দ্বিগুণে সাতলা স্যাচ্চতুর্ভগা।। এষ নারায়ণো নাম চূর্ণো রোগগণাপহঃ।  
নৈনং প্রাপ্যভিবন্ধন্তে রোগা বিযুর্মিবাসুরাঃ।। তক্রণোদরিভিঃ পেয়ো গুশ্মিভির্দরাশ্চুণা। আনদ্ধবাতো  
সুরয়া বাতরোগে প্রসময়া।। দধিমণ্ডেন বিট্সঙ্গে দাড়িমান্বভিরশর্সৈঃ। পরিকর্ষে চ বৃক্ষান্নৈরুষণ্মুভির-  
জীর্ণকে।। ভগন্দরে পাণ্ডুরোগে কাসে শ্বাসে গলগ্রহে। হ্রদ্রোগে গ্রহণীদোষে কুষ্ঠে মন্দানলে জ্বরে।।  
দংষ্ট্রাবিষে মূলবিষে সগরে কৃত্রিমে বিষে। যথার্থং স্নিগ্ধকোষ্ঠেন পেয়মেতদ্ বিরচনম্।।

যমানী, হবুযা, ধনে, ত্রিফলা, কৃষ্ণজীরা, কারবী (ঈষৎ ক্ষুদ্র জীরা), পিঙ্গলীমূল, বনযমানী, শঠী,  
বচ, গুলফা, জীরা, ত্রিকটু, স্বর্ণক্ষীরী, চিতা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পুষ্করমূল, কুড়, পঞ্চলবণ ও বিড়ঙ্গ  
এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক এক-এক ভাগ, দন্তী ৩ ভাগ, তেউড়ী ২ ভাগ, রাখালশসা ২ ভাগ, চর্মকষা

৪ ভাগ, এই সমুদায় দ্রব্যের চূর্ণ একত্র সেবন করিলে সকল রোগ বিনষ্ট হয়। এই চূর্ণ উদররোগে তক্রের সহিত, গুশ্মরোগে কুলের কাথ-সহ, আনাহবাতে সুরা-সহ, বাতরোগে প্রসন্না (সুরামণ্ড)-সহ, মলবদ্ধতায় দধির মাতের সহিত, অর্শরোগে দাড়িমের কাথ-সহ, পরিকর্তিকা রোগে (গুহ্যে ও উদরে কর্তনবৎ পীড়ায়) থৈকল-সহ ও অজীর্ণরোগে উষ্ণ জল-সহ পান করিবে এবং ভগন্দর, পাণ্ডু, কাস, শ্বাস, দংশন-জন্য বিষ, মূলবিষ, বিষদোষ ও কৃত্রিম বিষ প্রভৃতি রোগে উপযুক্ত অনপানের সহিত সেবন করিলে বিরেচন হইয়া বিশেষ উপকার হয়।

#### পটোলাদ্য চূর্ণম্

পটোলমূলং রজনীং বিড়ঙ্গং ত্রিফলাত্বচম্। কম্পিপ্লবকং নীলিনীলং ত্রিবৃত্যক্ষেতি চূর্ণয়েৎ॥ ষড়াদ্যান্ কার্ষিকানন্ত্যাস্ত্রীংশ্চ দ্বিত্রিচতুর্গুণান্। কৃত্বা চূর্ণং ততো মুষ্টিং গবাং মূত্রৈণ বা পিবেৎ॥ বিরিক্তো মৃদু ভুঞ্জীত ভোজনং জাঙ্গলৈ রসৈঃ। মণ্ডং পেয়াঞ্চ পীত্বা চ সব্যোষণং ষড়হং পয়ঃ॥ শূতং পিবেৎ ততশ্চূর্ণং পিবেদেবং পুনঃ পুনঃ। হস্তি সর্বোদরোগ্যেতচ্চূর্ণং জাতোদকান্যপি॥ কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্বয়থুষ্ণাপ-কৰ্ষতি। পটোলাদ্যমিদং চূর্ণমুদরের প্রপুজিতম্॥ (নীলিনী নীলবুহা, তস্য্যশ্চ ফলং বৃদ্ধবাগ্ভট-সংবাদাদিতি শিবদাসঃ)।

পটোলমূল, হরিদ্রা, বিড়ঙ্গ ও বীজরহিত ত্রিফলা প্রত্যেক ২ তোলা, কমলাগুড়ি ৪ তোলা, নীলবহাফল ৬ তোলা, তেউড়ীমূল ৮ তোলা, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ ৮ তোলা পরিমাণে গোমূত্র-সহ পান করিতে দিবে (এক্ষণে ২ তোলার অধিক মাত্রা প্রযোজ্য হয় না)। এই চূর্ণ সেবন করিলে বিরেচন হইবে। বিরেচন হইলে জাঙ্গল মাংসরসের সহিত মণ্ড পেয়াদি লঘু ভোজ্য ভোজন এবং ত্রিকটু-সহ দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে দিবে। ছয় দিন পর্য্যন্ত এইরূপ পথ্য সেবন করাইবে। তৎপরে পুনর্বার সপ্তম দিবসে ঐ চূর্ণ খাওয়াইবে। এই চূর্ণসেবনে সর্বপ্রকার উদর, এমনকী জাতোদক উদর, কামলা, পাণ্ডু ও শোথ বিনষ্ট হয়। এই পটোলাদ্য চূর্ণ সকল উদরেই হিতকর।

#### রসপ্রয়োগঃ

##### ত্রৈলোক্যসুন্দরো রসঃ

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং তাম্রাভ্রং সৈন্ধবং বিষম্। কৃষ্ণজীরং বিড়ঙ্গঞ্চ শুভ্রচীসভুচিক্রকম্॥ উগ্রগন্ধাং যবক্ষারং প্রত্যেকং কর্ষমাত্রকম্। নিগুণ্ডিকাদবৈরগ্নি-বীজপূরদ্রবৈর্দিনম্॥ মর্দয়েচ্ছোষণেৎ সোহয়ং রসস্ত্রৈলোক্য-সুন্দরঃ। গুঞ্জাদ্বয়ং ঘৃতের্লেহ্যং বাতোদরকুলাস্তকম্। বহিচূর্ণং যবক্ষারং প্রত্যেকঞ্চ পলদ্বয়ম্। ঘৃতপ্রস্থং বিপক্তব্যং গোমূত্রৈশ্চ চতুগুণৈঃ। ঘৃতাবশেষং কর্তব্যং কর্ষমাত্রং পিবেদনম্॥

শোধিত পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, তাম্র, অভ্র, সৈন্ধব লবণ, বিষ, কালজীরা, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চসত্ত্ব, চিতা, বচ, যবক্ষার, প্রত্যেক ২ তোলা করিয়া গ্রহণ করত নিসিন্দা, চিতা ও টাবালেবুর রসে এক-একদিন মর্দন করিবে। ঘৃতের সহিত ২ রতি পরিমিত সেবন করিবে। ইহাতে বাতোদর নিবারিত হয়। পশ্চাৎ চিতা ও যবক্ষার প্রত্যেক ২ পল (১৬ তোলা) ও ঘৃত এক প্রস্থ (৪ সের), ৪ গুণ (১৬ সের) গোমূত্র দ্বারা পাক করিবে। ঘৃত অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ২ তোলা পরিমাণে সেবন করিবে।

### ইচ্ছাভেদী রসঃ

শুষ্ঠীমরিচসংযুক্তং রসগন্ধকটঙ্গণম্ । জৈপালাদ্বিগুণাঃ<sup>১</sup> প্রোক্তাঃ সর্বমেকত্র পেষয়েৎ ॥ ইচ্ছাভেদী দ্বিগুঞ্জঃ স্যাৎ সিতয়া সহ পায়য়েৎ । পিবেৎ তু চুল্লকান্ যাবৎ তাবদ্বারান্ বিরেচয়েৎ । তক্রৌদনঞ্চ দাতব্যমিচ্ছাভেদী যথেষ্টয়া ॥

শুষ্ঠ, মরিচ, পারা, গন্ধক ও সোহাগা প্রত্যেক ১ তোলা, জয়পাল ৩ তোলা (রসেন্দ্রের মতে ২ তোলা), এই সমুদায় একত্র জলে পেষণ করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান চিনির জল। যত গণ্ডুষ চিনির জল পান করিবে, ততবার দান্ত হইবে। পথ্য ঘোল ও অন্ন।

### ইচ্ছাভেদী রসঃ

শুদ্ধসূতস্য মায়ৈকং গন্ধকাম্বায়কত্রয়ম্ । বিভীতকস্য মায়ৈকং ধাত্র্যশ্চৈব তু মাষকম্ ॥ মাষদ্বয়ঞ্চ পিঙ্গল্যাঃ শুষ্ঠীনাং মাষকত্রয়ম্ । জৈপালবীজমজ্জায়া গুড়কং বিংশতিং তথা ॥ অন্নলৌণীরসৈঃ সার্বং তোয়মুঞ্চং পিবেদনু ॥ তাবদ্ বিরিচ্যতে বেগাদ্ যাবচ্ছীতং ন সেবতে ॥

পারদ ১ মাষা, গন্ধক ৩ মাষা, বহেড়া ১ মাষা, আমলকী ১ মাষা, পিপুল ২ মাষা, শুষ্ঠ ৩ মাষা, জয়পাল বীজ ২০টি আমরুলের রসে মর্দন করিয়া কলায় প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আমরুলের রস ও উষ্ণ জল। যাবৎ শীতল জল পান না করা যায়, তাবৎ পর্যন্ত বিরেচন হয়।

### ইচ্ছাভেদী রসঃ

সূতং গন্ধঞ্চ মরিচং টঙ্গণং নাগরাভয়ে । জৈপালবীজসংযুক্তং ক্রমোত্তরগুণং ভবেৎ ॥ সর্বগুন্মোদরে<sup>২</sup> দেয় ইচ্ছাভেদী ত্রয়ং রসঃ । দ্বিগুঞ্জাং বটীং ভূত্বা তপ্ততোয়ং পিবেদনু ॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, মরিচ ৩ ভাগ, সোহাগা ৪ ভাগ, শুষ্ঠ ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, জয়পাল ৭ ভাগ (পাঠান্তরে সমষ্টিতুল্য গুড়) একত্র মর্দন করিয়া ২-৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান উষ্ণ জল।

### জলোদরারি রসঃ

পিঙ্গলী মরিচং তাম্রং রজনীচূর্ণসংযুতম্ । মুহীক্ষীরৈর্দিনং মর্দ্যং তুলাং জৈপালবীজকম্ ॥ নিম্গং খাদেদ-  
বিরেকঃ স্যাৎ সদৌ হস্তি জলোদরম্ । রেচনানাঞ্চ সর্বেষাং দধ্যাম্গং স্তম্ভনে হিতম্ । দিনান্তে চ প্রদাতব্যমন্নং বা মুদাযুষকম্ ॥

পিপুল, মরিচ, তাম্র ও হরিদ্রাচূর্ণ ইহাদিকে মনসাসীজের আঠাতে একদিন মর্দন করিয়া সকল চূর্ণের সমান জয়পালচূর্ণ তাহাতে মিশ্রিত করিবে। পরিমাণ ৪ মাষা। ইহা সেবন করিলে বিরেচন হইয়া সদ্য জলোদর বিনষ্ট হয়। সর্বপ্রকার রেচন-স্তম্ভনের জন্য দধি ও অন্ন সুপথ্য। রোগীকে দিনান্তে অন্ন বা মুগের যুষ প্রদান করিবে।

### জলোদরারি রসঃ

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং শিলা চ নিশা চ বীজং জয়পালকস্য । ফলত্রয়ং ত্র্যষণকঞ্চ চিত্রং সর্বং বিচূর্ণ্যপি বিভাবয়েচ্চ ॥ দন্তীমুহীভূঙ্গরসে পৃথক্ চ সম্ভাব্য সংশোষ্য চ সপ্তবারান্ । বয়ো বলং বীক্ষ্য তথা দদীত জাতে বিরেকে চ দদীত পথ্যম্ ॥ অন্নং সতক্রং শিশিরানুশায়ি জাতে বলে তৎ পুনরেব দদ্যাৎ । তক্রোণ রোগঃ সমুপেতি শাস্তিং সিদ্ধৌ রসৌ নাম জলোদরারিঃ ॥

১. ত্রিগুণা ইত্যত্র দ্বিগুণা ইতি রসেন্দ্ৰধৃতঃ পাঠঃ । চুল্লকং সিতোদকগণ্ডুষম্ । ২. সর্বভূল্যো গুড়ো দেয় ইতি রত্নাবল্যাং পাঠঃ ।

পারদ ২ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, মনছাল, হরিদ্রা, জয়পালবীজ, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও চিতামূল প্রত্যেক ১ তোলা, এই সমুদায় দ্রব্য দস্তী, সিজ ও ভূঙ্গরাজের রসে ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। বয়স ও বল বিবেচনা করিয়া (২ রতি হইতে ৪ রতি) মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ঔষধ সেবন করিয়া বিরচন হইলে তক্র-সংযুক্ত শীতল পথ্য ব্যবস্থা করিবে। কিয়ৎক্ষণ পরে অবসন্ন ভাব দূর হইলে পুনরায় এইরূপ পথ্য দিবে। ইহাতে জলোদর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

#### নারাচরসঃ

সূতং টঙ্গণতুলাংশং মরিচং সূততুল্যকম্। গন্ধকং পিঙ্গলী শুষ্ঠী দ্বৌ দ্বৌ ভাগৌ বিচূর্ণয়েৎ॥ সর্বতুলাং ক্ষিপেদস্তী-বীজং নিস্তম্বমেব চ। দ্বিগুঞ্জো রেচনং সিদ্ধং নারাচোহয়ং মহারসঃ। গুন্মপ্লীহোদরং হস্তি পিবেৎ তণ্ডুলবারিণা ॥

পারদ, সোহাগা ও মরিচ প্রত্যেক ১ তোলা; গন্ধক, পিপল, শুষ্ঠী প্রত্যেক ২ তোলা; নিস্তম্ব জয়পালবীজ ৯ তোলা। এই সমুদায় জলে মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটি করিবে। অনুপান তণ্ডুলোদক। ইহা গুন্ম ও প্লীহোদরনাশক।

#### বহিরসঃ

সূতস্য গন্ধকস্যাষ্টৌ রজনাত্রিফলাশিলাঃ। প্রত্যেকঞ্চ দ্বিভাগং স্যাৎ ত্রিবৃঙ্ক্ষেপালচিত্রকম্। প্রত্যেকং স্যাৎ ত্রিভাগঞ্চ ব্যোমং দস্তিকজীরকম্। প্রত্যেকং সপ্তভাগং স্যাদেকীকৃত্য বিচূর্ণয়েৎ॥ জয়ন্তীমকপয়োভূঙ্গ বহি-বাতারিতৈলকৈঃ। প্রত্যেকেন ক্রমাস্ত্রাব্যং সপ্তবারং পৃথক্ পৃথক্॥ মহাবহিরসো নাম্না নিষ্কমযঃজলৈঃ পিবেৎ। বিরচকং ভবেৎ তেন তক্রভুক্তং সৈন্ধবম্॥ দিনান্তে দাপয়েৎ পথ্যং বর্জ্যয়েচ্ছীতলং জলম্। সর্বোদরহরং প্রোক্তা শ্লেষ্মবাতহরঃ পরঃ॥

পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ৮ ভাগ; হরিদ্রা ত্রিফলা ও মনঃশিলা প্রত্যেক ২ ভাগ; তেউড়ীমূল, জয়পাল ও চিতা প্রত্যেক ৩ ভাগ; ত্রিকটু দস্তী ও জীরা প্রত্যেক ৭ ভাগ করিয়া গ্রহণ করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া জয়ন্তী, সিজের আঠা, ভূঙ্গরাজ, চিতা ও এরণ্ডতৈলে ক্রমশ ৭ বার পৃথক-পৃথক ভাবনা দিয়া ১০ তোলা পরিমাণে (উপযুক্ত মাত্রায়) উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। বিরচন হইলে সৈন্ধবের সহিত তক্রযুক্ত অন্ন দিনান্তে একবার দিবে। শীতল জল খাওয়া নিষিদ্ধ। ইহাতে সর্বপ্রকার উদররোগ নষ্ট হয়।

#### শোখোদরারি লৌহম্

পুনর্বান্মূতাবহি-গবাক্ষীমাণশিগ্রবঃ। সূর্য্যাবর্জকমূলঞ্চ পৃথগষ্টপলং জলে॥ পাদশেষে শূতং দ্রোণে সুপূতে বস্ত্রগালিতে। লৌহচূর্ণাষ্টপলকং পচেদাজ্যসমং ভিষক্॥ অর্কস্য দ্বিপলং ক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং চতুষ্পলম্। পলদ্বয়ং কৌশিকস্য গন্ধকস্য পলং তথা॥ পলাদ্ধং পারদং সিদ্ধে বক্ষ্যমাণস্তু নিক্ষিপেৎ। জয়পালং তাহ্রমত্রং শুদ্ধমত্র প্রদাপয়েৎ॥ কঙ্কষ্ঠবহিকন্দান্নাং শরায়্যাদ ঘটকর্ণকাৎ। পলাশস্য চ বীজানি কঞ্চুকী তালমূলিকা॥ ত্রিফলায়াঃ ক্রিমিরিপোস্ত্রিবৃন্দস্তীভবং তথা। সূর্য্যাবর্গগবাক্ষ্যোশ চ বর্ষাবর্জবল্লিকা। এষাং লৌহসমং মাত্রাং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। অতোহস্য ভক্ষয়েন্মাত্রানুপানঞ্চ যুক্তিতঃ॥ হস্তি সর্বোদরং শীঘ্রং নাত্র কার্য্যা বিচারণা। যে চ শোখাঃ সুদুর্বারাশিচরকালানুবন্ধিনঃ॥ তান্ সর্বান্ নাশয়ত্যশু তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা। নাতঃ পরতরং কিঞ্চিচ্ছোখোদরবিনাশনম্॥ উদরাণি পাণ্ডুরোগং কামলাঞ্চ হলীমকম্। অর্শো ভগন্দরং কুষ্ঠং জ্বরং গুন্মঞ্চ নাশয়েৎ॥

পুনর্বান, গুলঞ্চ, চিতামূল, গোরক্ষচাকুলে, মাণ, সজনে মূল, হুড়হুড়ের মূল ও আকন্দমূল প্রত্যেক

১ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথ ছাঁকিয়া লইয়া লৌহ ১ সের, ঘৃত ১ সের, আকন্দের আঠা ১০ পোয়া, সিজের আঠা ১০ সের, গুগগুলু ১০ পোয়া, গন্ধক ১ পল, পারা ৪ তোলা (উভয়ে কজ্জলী করত) মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে জয়পাল, তাম্র, অন্ন, কঙ্কঠ, চিতামূল, বনওল, শরপুঙ্খ, ঘেটকোল, পলাশবীজ, ক্ষীরীশ, তালমূলী, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, তেউড়ী, দন্তীমূল, ঝড়ছড়ে, গোরক্ষচাকুলের মূল, পুনর্নবা ও হাড়যোড়া, এই সমুদায়ের মিলিত চূর্ণ ১ সের প্রক্ষেপ দিয়া যথাবিধানে পাক সমাধা করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ও অনুপান বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবে। ইহা শোথ ও উদররোগের মহৌষধ এবং ইহাতে পাণ্ডু, কামলা, হলীমক, অর্শ ও ভগন্দর প্রভৃতি অন্যান্য অনেক রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

### পিপ্পল্যাদি লৌহম্

পিপ্পলীমূলচিত্রাঙ্গ-ত্রিকত্রয়েন্দুসৈন্ধবম্। সর্বচূর্ণসমং লৌহং হস্তি সর্বোদরাময়ম্॥

পিপুলমূল, চিতা, অন্ন, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ (চিতা, মুতা ও বিড়ঙ্গ), কর্পূর ও সৈন্ধব এই সকলের চূর্ণ সমভাগ; সকল চূর্ণের সমান লৌহচূর্ণ একত্র বটী করিয়া সেবন করিবে। ইহা সকলপ্রকার উদররোগবিনাশক।

### উদরারি রসঃ

পারদং শিখিতুথঞ্চ জৈপালং পিপ্পলীসমম্। আরগ্ধফলান্মজা বজ্রীক্ষীরেণ মর্দয়েৎ॥ মাষমাত্রং বটীং খাদেদ স্ত্রীণাং জলোদরং জয়েৎ। চিঞ্চাফলরসঞ্চানু পথ্যং দধ্যোদনং হিতম্। দকোদরহরঞ্চৈব তীব্রেণ রেচনেন চ॥

পারদ, তুঁতে, জয়পালবীজ ও পিপুল সমভাগে লইয়া সোঁদালফলের মজ্জা ও সিজের আঠাতে মর্দিত করিয়া ১ মাষা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান তেঁতুলের রস। পথ্য দধি ও অন্ন। ইহা দ্বারা তীব্র রেচনের পর জলোদর নাশ হয়। স্ত্রীলোকের জলোদরে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

### শ্রীবৈদ্যনাথদেশবটিকা

ত্রিকটুপারদপথ্যাসমভাগং কানকফলং দ্বিগুণম্। মাষপ্রমাণা বটিকা কার্য্যা স্বরসেনান্নলোণিকায়ঃ॥ প্রবলজলোদরগুন্মজ্বরপাণ্ডবাময়নাশিনী প্রোক্তা। তিমিরাণি পটলবিদ্রধিপ্রবলোদাবর্তশূলহরী॥ ত্রিমিকোঠকণ্ঠকণ্ঠপিড়কাশ্চ নিহন্তি রোগচয়ম্। সিদ্ধগুড়ী প্রথিতা ভবনে শ্রীবৈদ্যনাথপাদাঙ্গা॥ (অতিসরণে সতি হস্তপাদপ্রক্ষালনপূর্বকং দধিভঞ্জেন ভোজয়েৎ। পথ্যং স্বল্পং দেয়ম্)।

ত্রিকটু, রসসিন্দূর, হরীতকী প্রত্যেক সমভাগ, সর্বদ্বিগুণ জয়পালবীজ। এই সমুদায় আমরুলের রসে মর্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে প্রবল জলোদর, গুন্ম, জ্বর, পাণ্ডু, তিমির, পটল, বিদ্রধি ও উদাবর্ত প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া যদি নিতান্ত অধিক পরিমাণে বিরেচন হয়, তাহা হইলে হস্ত ও পদ প্রক্ষালনপূর্বক দধি ও অন্ন ভোজন করাইবে। পথ্য অল্প পরিমাণে দেয়।

### ভেদিনী বটী

ত্রিকটুকম্বুকপয়া পিপ্পল্যা বটিকা কৃত। ভেদিনীয়াং সিদ্ধিমতী মহাগদনিসূদনী॥

গোক্ষুর, সিজের আঠা ও পিপুল এই সমুদায় একত্র মর্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে বিরেচন হইয়া অনেক প্রবল পীড়ার শান্তি হয়।

### অভয়া বটী

অভয়া মরিচং কৃষ্ণ টঙ্গণঞ্চ সমাংশিকম্। সর্বচূর্ণসমং ভাগং দদ্যাৎ কানকজং ফলম্॥ স্নুহীক্ষীরেণ সংস্কুর্যাদ্ বটীং স্নিগ্ধকলায়বৎ। বটীদ্বয়ং শিবামেকাং পিষ্ট্বা তণ্ডুলবারিণা॥ উষ্ণাদ্ বিরেচয়েদেবা শীতে স্বাস্থ্যমুপৈতি চ। জীর্ণজ্বরং শ্লীহরোগং হস্তান্তাবুদরাণি চ। বাতোদরে প্রশস্তেয়ং সর্বজীর্ণং ব্যাপোহতি। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ তথৈব কুস্তকামলাম্।

হরীতকী, মরিচ, পিপুল ও সোহাগা প্রত্যেক সমভাগ, সর্বসমান জয়পাল। সিজের আঠায় মর্দন করিয়া সিদ্ধ মটরতুল্য বটিকা প্রস্তুত করিবে। সেবনের নিয়ম এই, একটি হরীতকী তণ্ডুলোদকে বাটিয়া তাহার সহিত একবারে ২ বটিকা সেব্য। যাবৎ উষ্ণ জলাদি পান করা যায়, তাবৎ বিরেচন হইতে থাকে। শীতল জল পান করিলে বিরেচন নিবৃত্ত হয়। ইহাতে জীর্ণজ্বর, উদর, শ্লীহা ও সর্বপ্রকার অজীর্ণ প্রভৃতি পীড়া উপশমিত হয়। ইহা বাতোদরে প্রশস্ত।

### চুলিকাবটী

রসো গন্ধো বিষং তালং ত্রিকটু ত্রিফলা তথা। টঙ্গণং সমভাগঞ্চ জয়পালং চতুর্গুণম্॥ ভৃঙ্গরাজরসেনাথ কেশরাজরসেন বা। মধুনা বটিকা কার্য্যা গুঞ্জাদ্বয়মিতা শুভা॥ চুলিকাখ্যা বটী খাতা শোথোদরবিনাশিনী। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ আমবাৎ হলীমকম্। হন্যাদ্ ভগন্দরং কুষ্ঠং শ্লীহানং গুল্মমেব চ॥

পারদ, গন্ধক, বিষ, হরিতাল, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও সোহাগা প্রত্যেক সমভাগ, সমস্তির চতুর্গুণ জয়পাল। ভীমরাজ বা কেশুরিয়ার রসে ও মধুর সহিত মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে শোথ, উদর, কামলা, পাণ্ডু ও আমবাত প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

### বিন্দুঘৃতম্

অর্কক্ষীরপলে দ্বৈ চ স্নুহীক্ষীরপলানি ষট্। পথ্যা কম্পিপ্লবকং শ্যামা শম্পকং গিরিকর্ণিকা॥ নীলিনী ত্রিবৃতা দন্তী শঙ্খিনী চিত্রকং তথা। এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈর্ঘৃতং প্রথং বিপাচয়েৎ॥ অথাস্য মলিনে কোষ্ঠে বিন্দুমাত্রং প্রদাপয়েৎ। যাবতোহস্য পিবেদ্বিন্দুংস্তাবদ্ বারান্ বিরিচ্যাতে॥ কুষ্ঠগুস্তম্বদাবর্তং স্বয়ংথং সভগন্দরম্। শময়ত্যুদরাণ্যষ্টৌ বৃক্ষমিত্রাশনির্যথা॥ এতদ্ বিন্দুঘৃতং নাম যেনাভ্যক্তো বিরিচ্যাতে॥ (জলং চতুর্গুণং দেয়ং পাকার্থং বিন্দুসর্পিষঃ)।

ঘৃত ৪ সের। কঙ্কার্থ আকন্দের আঠা ২ পল, সিজের আঠা ৬ পল, হরীতকী, কমলাগুড়ি, শ্যামমূল, তেউড়ী, সৌদালফলের মজ্জা, শ্বেত অপরাজিতার মূল, নীলবৃক্ষ, তেউড়ী, দন্তীমূল, চোরপুস্পী ও চিতামূল প্রত্যেক ১ পল, পাকার্থ জল ১৬ সের। এই ঘৃতের যত বিন্দু সেবন করাইবে, ততবার বিরেচন হইবে। ইহাতে কুষ্ঠ, গুল্ম, উদাবর্ত, সকলপ্রকার উদর ও অন্যান্য রোগ প্রশমিত হয়।

### মহাবিন্দুঘৃতম্

স্নুহীক্ষীরপলে কঙ্কে প্রসার্কক্ষেব সর্পিষঃ। কম্পিপ্লবকং পলৈষ্কেকং পলার্ধং সৈন্ধবস্য চ॥ ত্রিবৃতায়াঃ পলৈষ্কেকং কুড়বং ধাত্রীকারসাং। তেয়প্রস্থেন বিপচেচ্ছনৈর্মুদ্রয়িনা ভিষক্॥ কর্ষপ্রমাণং দাতব্যং জঠরে শ্লীহগুস্তম্বায়াঃ। তথা কচ্ছপরোগেষু যজ্ঞীত মতিমান্ ভিষক্॥ এতান্ গুল্মান্ সনিচয়ান্ সশূলান্ সপরিগ্রহান্। নিহন্তোয প্রয়োগো হি বায়ুর্জলধরানিব॥ পঞ্চগুল্মবধার্থায় বজ্রো মুক্তঃ স্বয়ন্তুবা। মহাবিন্দু-ঘৃতং নাম সিদ্ধং সিদ্ধৈশ্চ পূজিতম্॥

ঘৃত ২ সের। কঙ্কার্থ সিজের আঠা ২ পল, কমলাগুড়ি ১ পল, সৈন্ধব ৪ তোলা; তেউড়ী ১ পল, আমলকীর রস ১০ সের। জল ৪ সের। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। শ্লীহা উদর ও গুল্মরোগে ২



তোলা পরিমাণে প্রযোজ্য। ইহা গুন্মরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

#### চিত্রকঘৃতম্

চতুর্ভুজে জলে মূত্রে দ্বিগুণে চিত্রকাং পলে। কঙ্কে সিদ্ধং ঘৃতপ্রস্থং সক্ষারং জঠরী পিবেৎ॥

ঘৃত ৪ সের, জল ১৬ সের, গোমূত্র ৮ সের। কঙ্কার্ণ চিতামূল ১ পল ও যবক্ষার ১ পল। যথাবিধি পাক করিয়া জঠররোগীকে পান করাইবে।

#### নারাচঘৃতম্

মুক্ক্ষীরদন্তীত্রিফলাবিড়ঙ্গসিংহীত্রিবৃচ্চিকাকঙ্কযুক্তম্। ঘৃতং বিপকং কুড়বপ্রমাণং তোয়েন তস্যাক্ষ-  
মথার্কমক্ষম্॥ পীতোষ্ণমস্তোহনু পিবেদ্ বিরিক্তে পেয়াং সুখোষণং প্রপিবেদ্ বিধিজ্ঞঃ। নারাচমেতজ্জঠরা-  
ময়াণাং যুক্তোপযুক্তং শমনং প্রদিস্তম্॥

ঘৃত ১০ সের। কঙ্কার্ণ সিজের আঠা, দন্তীমূল, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, কণ্টকারী, তেউড়ী ও চিতামূল প্রত্যেক ১ তোলা ৬ মাষা ২ রতি। রোগীর বলাবল বিবেচনা করিয়া মাত্রা ২ বা ১ তোলা প্রয়োগ করিবে। অনুপান উষ্ণ জল। বিরোচনাশ্ত্রে সুখোষণ পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে। এই ঘৃত বিবেচনাপূর্বক প্রযুক্ত হইলে সকলপ্রকার জঠররোগ বিনষ্ট হয়।

#### বৃহন্নারাচঘৃতম্

লোদ্রচিত্রকচব্যানি বিড়ঙ্গং ত্রিফলা ত্রিবৃৎ। শঙ্খিন্যতিবিষা ব্যোষমজমোদা নিশাদ্রয়ম্॥ দন্তী চ কার্ষিকং  
সর্বং গোমূত্রস্য পলাষ্টিকম্। চতুপলং মুহীক্ষীরং রাজবৃক্ষফলং তথা॥ এতৈশ্চতুগুণে তোয়ে ঘৃতপ্রস্থং  
বিপাচয়েৎ। উদরঞ্চামবাতঞ্চ গুন্মপ্লীহভগন্দরান্॥ নিহন্ত্যচিরযোগেণ গৃধ্রসীং স্তম্ভমুরুজম্। বৃহন্নারাচকং  
নাম ঘৃতমেতদ্ যথামৃতম্॥

ঘৃত ৪ সের। কঙ্কার্ণ লোধ, চিতামূল, চই, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, তেউড়ী, চোরপুস্পী, আতইচ, ত্রিকটু, বনযমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও দন্তীমূল প্রত্যেক ২ তোলা; গোমূত্র ১ সের, সিজের আঠা ৪ পল, সৌদামলজ্জা ৪ পল। জল ১৬ সের। এই ঘৃত পান করিলে উদর, আমবাত, গুন্ম, প্লীহা ও ভগন্দর প্রভৃতি নানা রোগের শান্তি হয়।

#### পিপ্পল্যাди ঘৃতং নাগরাদি তৈলং ঘৃতঞ্চ

পিপ্পল্যাদিগণেনাজ্যং পাচিতং পায়য়েত্তিষক্। নরং পথ্যভুজং নিত্যং কফোদরনিবৃত্তয়ে॥ নাগরত্রিফলা-  
কঙ্কৈর্দধাম্বুপরিপেষিতৈঃ। পাচিতং তৈলমাজ্যং বা পিবেৎ সর্বোদরেষু চ॥

পিপ্পল্যাদি গণের কঙ্ক-সহ ঘৃত পাক করিয়া কফোদর-প্রশান্তির জন্য পথ্যভোজী রোগীকে প্রত্যহ সেবন করাইবে।

ঘৃত বা তিলতৈল ৪ সের। কঙ্কার্ণ গুণ্ডী ও ত্রিফলা মিলিত ১ সের। দধির মাত ১৬ সের। এই তৈল বা ঘৃত যথানিয়মে পাক করিয়া সেবন করিলে সর্বপ্রকার উদররোগ বিনষ্ট হয়।

#### রসোনতৈলম্

লশুনস্য তুলামেকাং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। ত্রিকটু ত্রিফলা দন্তী হিঙ্গু সৈন্ধবচিত্রকম্॥ দেবদারু বচা  
কৃষ্ঠং মধুশিগ্রঃ পুনর্নবা। সৌবর্চলং বিড়ঙ্গানি দীপ্যকো গজপিপ্পলী॥ এতেষাং পলিকান্ ভাগাংশ্চিবৃতঃ  
ষট্ পলানি চ। পিষ্ট্বা কষায়েগানেনতৈলং মৃদয়িনা পচেৎ॥ তৎ পিবেৎ প্রাতরুখ্যায় যথাম্বিলমাত্রায়া।  
নিহন্তি সকলান্ রোগানুদরাশি বিশেষতঃ॥ মূত্রকৃচ্ছ্রমুদাবর্তমস্ত্রবৃদ্ধিং গুদক্রিমীন্। পার্শ্বকৃচ্ছ্রভবং শূলমাম-

• শূলমরোচকম্ ॥ যকৃদন্তীলিকানাহান্ গ্রীহানঞ্চাস্তবেদনাম্ । মাসমাত্রাণ নশ্যন্তি অশীতির্বাতিজা গদাঃ ॥

তৈল ৪ সের। রশুন ১২ ॥ ০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কঙ্কার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তী, হিঙ্গু, সৈন্ধব লবণ, চিতা, দেবদারু, বচ, কুড়, রক্তসজিনা, পুনর্নবা, সচল লবণ, বিড়ঙ্গ, যমানী ও গজপিপ্পলী প্রত্যেক ১ পল, তেউড়ীমূল ৬ পল প্রক্ষেপ দিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। অগ্নি ও বল বিবেচনা করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিবে। ইহা উদররোগের অত্যাৎকৃষ্ট ঔষধ।

### পথ্যাপথ্যবিধিঃ

#### উদররোগে পথ্যানি

বিরেচনং লঙ্ঘনমন্ডসম্ভবাঃ কলখমদগারুণশালয়ো যবাঃ । মৃগদ্বিজা জাম্বলসংজ্ঞয়াস্থিতাঃ পেয়াঃ  
সুরামাক্ষিকসাধুমাধবাঃ ॥ তক্রং রসোনোরুবুতৈলমার্জকং শালিঞ্চশাকং কুলকং কঠিনকম্ । পুনর্নবা  
শিগ্রফলং হরীতকী তাম্বুলমেলা যবশুকমায়সম্ ॥ অজাগবোষ্ট্রীমহিষী পয়োজলং লঘুনি তিজ্রানি চ  
দীপনানাপি ॥ বস্ত্রেণ সংবেষ্টনমগ্নিকর্ম্মতা বিষপ্রয়োগোহনুযুতো যথাযথম্ ॥ সমীরণেখে ঘৃতপানমাদিতঃ  
সাত্যঞ্জনং বাপ্যনুবাসনং তথা । যথামলং পথ্যগণেহয়মাস্রিতঃ সখা নৃণাং স্যাদুদরাময়ে সতি ॥

বিরেচন, উপবাস, সংবৎসরোষিত কুলথকলায়, মুগ, রক্তশালি ও যব, জাম্বল মৃগপক্ষী প্রভৃতির মাংস, পেয়া, সুরা, মধু, সীধু, মাধব (মদ্যবিশেষ), তক্র, রশুন, এরণ্ডতৈল, আদা, শালিঞ্চশাক, পটোললতা, কারবেল্ল, পুনর্নবা, সজিনাফল, হরীতকী, তাম্বুল, এলাইচ, যবক্ষার, লৌহ, ছাগদুগ্ধ, গোদুগ্ধ, উষ্ট্রদুগ্ধ, মহিষীদুগ্ধ, ছাগমূত্র, গোমূত্র, উটের মূত্র, মহিষমূত্র, লঘুদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, অগ্নিদীপক দ্রব্য, বস্ত্র দ্বারা উদর পরিবেষ্টন, অগ্নিকর্ম্ম ও বিষপ্রয়োগ এই সকল রোগীর অবস্থানুসারে বিবেচনা-পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

বাতোদরে প্রথমত ঘৃতপান, অভ্যঙ্গ ও অনুবাসন ক্রিয়া দোষানুসারে প্রযোজিত হইলে উদর-রোগাক্রান্ত মানবগণের সুপথ্য হয়।

#### উদররোগেহপথ্যানি

সংস্নেহং ধূমপানং জলপানং শিরাব্যধঃ । ছর্দির্ধানং দিবানিদ্রাং ব্যায়ামং পিষ্টবৈকৃতম্ ॥ উদকানুপমাংসানি  
পত্রশাকাংস্তিলানপি । উষ্ণানি চ বিদাহীনি লবণান্যশনানি চ ॥ শিশীধান্যং বিরুদ্ধান্নং দুষ্টনীরং গুরুণি  
চ । মহেন্দ্রগিরিজাতানাং সরিতাং সলিলানি চ ॥ বিষ্টপ্তানি বিশেষাং তু শ্বেদং ছিদ্রসমুদ্ভবে । বর্জ্যয়েদুদর-  
ব্যাদৌ বৈদ্যো রক্ষন্ নিজং যশঃ ॥

স্নেহপান, ধূমপান, জলপান, শিরাবেধ, বমন, হস্ত্যাদি যানে আরোহণ, দিবানিদ্রা, ব্যায়াম, পিষ্টবিকৃতি, উদকমাংস, আনুপমাংস, পত্রশাক, তিল, উষ্ণ দ্রব্য, বিদাহী দ্রব্য, লবণ, শিশীধান্য (অড়হরাদি), বিরুদ্ধভোজন, দূষিত জল, গুরুদ্রব্য, মহেন্দ্র পর্ব্বতজাত নদীর জল, বিষ্টপ্তকারক দ্রব্য, বিশেষত ছিদ্রোদরে শ্বেদ, এই সমস্ত নিজ যশোরক্ষার্থী বৈদ্য উদররোগীকে পরিত্যাগ করাইবেন।

ইত্যায়ুর্বেদ-সংগ্রহে উদররোগাধিকারঃ ।

# প্লীহযকৃদরোগাধিকার

## প্লীহযকৃদর নিদানম্

বিদাহাভিম্যন্দিরতস্য জষ্ঠোঃ প্রদুষ্টমত্যর্থমসৃক্ কফশ্চ । প্লীহাভিবৃদ্ধিং কুরুতঃ প্রবৃদ্ধৌ প্লীহোথমেতজ্জঠরং বদন্তি ॥ তদ্বামপার্শ্বে পরিবৃদ্ধিমেতি বিশেষতঃ সীদতি চাতুরোহত্র । মন্দজুরাগ্নিঃ কফপিত্তলিঙ্গৈরুপদ্রুতঃ ক্ষীণবলোহৃতিপাণ্ডুঃ সৰ্বান্যপার্শ্বে যকৃতি প্রবৃদ্ধে জ্ঞেয়ং যকৃদাল্যুদর তদেব ॥ উদাবৰ্ত্তকজানাহৈর্মোহতৃড়-দহনজ্বরৈঃ । গৌরবারুচিকাঠিন্যৈর্বিদ্যাৎ তত্র মলান ক্রমাৎ ॥

বিদাহী ও কফজনক দ্রব্যভোজনে রত ব্যক্তির রক্ত ও কফ প্রদুষ্ট হইয়া প্লীহার বৃদ্ধিসাধন করে । সেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্লীহজনিত উদররোগকে প্লীহোদর কহে । প্লীহা উদরের বামপার্শ্বে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । ইহাতে রোগী অত্যন্ত অবসন্ন, মন্দজ্বর, অগ্নিশক্তিহীন, কফপিত্তজনিত উপদ্রবে উপদ্রুত, ক্ষীণবল ও পাণ্ডুবর্ণ হয় । যেরূপ উদরের বামপার্শ্বে প্লীহার বৃদ্ধিকে প্লীহোদর কহে, সেইরূপ উদরের দক্ষিণপার্শ্বে যকৃতের বৃদ্ধিকে যকৃদাল্যুদর কহে । প্লীহোদরে ও যকৃদাল্যুদরে বায়ুর প্রকোপ থাকিলে উদাবৰ্ত্ত, বেদনা ও আনাহ; পিত্তের প্রকোপ থাকিলে মোহ, তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর; কফের প্রকোপ থাকিলে গাত্রগুরুতা, অরুচি ও উদরের কাঠিন্য এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

## প্লীহযকৃৎ চিকিৎসা

যমানিকাচিক্রকযাবশুক-ষড়্গ্রহ্বিদন্তীমগধোদ্ভবানাম্ । প্লীহানমেতদ্বিনিহন্তি চূর্ণমুষ্ণাশ্বনা মস্তুরাসবৈৰ্বা ॥ যমানী, চিতা, যবক্ষার, পিপুলমূল, দন্তী ও পিপুল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া (অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে) উষ্ণ জল, দধির মাত, সুরা ও আসবের সহিত সেবন করিলে প্লীহা বিনষ্ট হয় ।

পিপ্ললীং কিংশুকক্ষার-ভাবিতাং সংপ্রযোজয়েৎ । গুল্মপ্লীহাপহাং বহির্দীপনঞ্চ রসায়নীম্ ॥ (কিংশুকঃ

১. পলাশঃ। তৎক্ষারোদকে সপ্তধা ভাবিতাং পিঙ্গলীং পিঙ্গলীবর্দ্ধমানক্রমেণ যোজয়েৎ। দুগ্ধপানমপ্যত্র উপদিশন্তি বৃদ্ধাঃ। চঃ টীঃ)।

পলাশক্ষার-মিশ্রিত জলে পিপুল ৭ বার ভাবিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পিঙ্গলীবর্দ্ধমানোক্ত ক্রমে সেবন করিলে প্লীহা ও গুল্ম বিনষ্ট হয়। ইহা অগ্নির দীপক ও রসায়ন। অনুপান দুগ্ধ।

বিড়ঙ্গাঙ্গ্যাপিসিদ্ধু-শক্তন দন্ধরা বচাম্বিতান্। পিবেৎ ক্ষীরেণ সংচূর্ণ্য গুল্মপ্লীহোদরপহান্।।

বিড়ঙ্গ, চিতা, সৈন্ধব লবণ, যবের ছাতু ও বচ ইহাদের চূর্ণ ঘৃতাক্ত করিয়া অশুর্ধূমে দন্ধ করিবে। সেই দন্ধ ক্ষার শ্লক্ষচূর্ণ করিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে গুল্ম ও প্লীহোদর প্রশান্ত হয়।

তালপুপ্তভবঃ ক্ষারঃ সগুড়ঃ প্লীহনাশনঃ।। (সগুড়ঃ সমগুড়ঃ। ক্ষারস্য মাষকচতুষ্টয়েন ব্যবহারঃ)।

তালজটাতম্ব ৪ মাষা সমভাগ পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে প্লীহা বিনষ্ট হয়।

পাতব্যো যুক্তিতঃ ক্ষারঃ ক্ষীরেণোদধিশুক্তিজঃ। পয়সা বা প্রযোক্তব্যঃ পিঙ্গলীঃ প্লীহশান্তয়ে।।

প্লীহশান্তির জন্য উপযুক্ত মাত্রায় সমুদ্রজাত ঝিনুকভস্ম অথবা পিঙ্গলী দুগ্ধের সহিত পান করিবে।

চিত্রস্য মূলকং পিষ্ট্বা কৃত্বা তু বটিকাভ্রয়ম্। কদলীপকমধোনে ভক্ষণাৎ প্লীহনাশনম্।।

চিতার মূল পেষণ করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহার ৩ বটিকা পক রস্তার অন্তর্গত করিয়া সেবন করিলে প্লীহারোগ বিনষ্ট হয়।

গুড়ৈশ্চিত্রকমূলং বা রজন্যকদলং তথা। ধাতকীপুষ্পচূর্ণং প্রত্যেকং প্লীহনাশনম্।।

চিতামূল, হরিদ্রা, পাকা আকন্দপাতা অথবা ধাইফুলচূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে প্লীহা বিনষ্ট হয়।

লগুনং পিঙ্গলীমূলমভয়াশ্লেষে ব ভক্ষয়েৎ। পিবেদ গোমূত্রগণ্ডুষং প্লীহারোগবিমুক্তয়ে।।

রশুন, পিপুলমূল ও হরীতকী ভক্ষণ করিয়া গোমূত্র পান করিলে প্লীহারোগ প্রশমিত হয়।

তিলেরগুদ্রবস্তীনাং ক্ষারো ভল্লাতকং কণা। এষাং ভাগং সমং কৃত্বা তত্তুল্যন্ত গুড়ং মতম্।। খাদেদগ্নিবলং মন্ডা পাবকস্য বিবৃদ্ধয়ে। জয়েৎ প্লীহানমত্যুগ্রং যকৃৎগুল্মং তথৈব চ। প্লীহজিহ্বরপুঙ্খায়াঃ কক্ষন্তক্রেণ সেবিতঃ।।

তিলক্ষার, এরগুক্ষার, দ্রবস্তীক্ষার, শোধিত ভেলা, পিপুল ইহাদের চূর্ণ সমভাগ, সর্বসমান পুরাতন গুড়। একত্র মিশ্রিত করিয়া অগ্নিবলানুসারে সেবন করিলে অত্যুগ্র প্লীহা, যকৃৎ ও গুল্ম বিনষ্ট হয় এবং অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শরপুঙ্খামূলের কক্ষ (৪ মাষা) ঘোলের সহিত পান করিলেও প্লীহার শান্তি হয়।

রসেন জম্বীরফলস্য শঙ্খ-নাভীরজঃ পীতমশেষমেব। কর্ষপ্রমাণং শময়েৎ সমূলং প্লীহাময়ং কৃশ্ম-সমানমাশু।।

শঙ্খনাভিচূর্ণ ২ তোলা (ব্যবহার ১০ তোলা) গোঁড়ালেবুর রসে গুলিয়া সেবন করিলে কৃশ্মসমান প্লীহাও সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দারুসৈন্ধবগন্ধক্য ভস্মীকৃত্য প্রযত্নতঃ। প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃৎঞ্চ বিনাশয়েৎ।।

দেবদারু, সৈন্ধবলবণ ও গন্ধক এই সমুদায় সমভাগে লইয়া ভস্ম করিবে। ইহা সেবন করিলে প্লীহা, অগ্রমাংস ও যকৃৎ বিনষ্ট হয়।

**অর্কলবণম্**

অর্কপত্রং সলবণমন্তুর্ধূমে দহন্নরঃ। মস্তনা তৎ পিবেৎ ক্ষারং প্রীহণ্ডম্মোদরাপহম্॥

আকন্দপত্র ও সৈন্ধব লবণ অন্তুর্ধূমে দক্ষ করিয়া সেই দক্ষ ক্ষার দধির মাতের সহিত সেবন করিলে প্রীহা, গুল্ম ও উদররোগ নিবৃত্ত হয়।

পীতঃ প্রীহোদরং হন্যাৎ পিঙ্গলীমরিচাশ্বিতঃ। অন্নবেতসসংযুক্তঃ শিগ্রক্ষাথঃ সসৈন্ধবঃ॥

সজিনার কাথে পিপুল, মরিচ, থৈকল, সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে প্রীহোদর বিনষ্ট হয়।

সুস্থিমনঃ শাম্বলীপুষ্পং নিশাপযুষ্মিতং নরঃ। রাজিকাচূর্ণসংযুক্তং দদ্যাৎ প্রীহোপশান্তয়ে॥

শিমুলফুল সিদ্ধ ও পযুষ্মিত করিয়া প্রাতে শ্বেতসর্বপচূর্ণ-সহ সেবন করিলে প্রীহারোগের শান্তি হয়।

যস্য গৃহীত্বা সংজ্ঞামুৎপাটয়িত্বেন্দ্রবাক্ষণীমূলম্। প্রক্ষিপ্যাতে সুদূরে শাম্যেৎ প্রীহোদরং তস্য॥

যাহার প্রীহোদর হইয়াছে, তাহার নাম উচ্চারণপূর্ব্বক একটি রাখালশসার মূল উৎপাটন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলে প্রীহোদরের শান্তি হয়।

সসৈন্ধবমপামার্গমন্তুর্ধূমে দহেৎ ততঃ। বারিণা তৎ পিবেৎ ক্ষারং মাষমাত্রং প্রীহাপহম্॥

আপাং ও সৈন্ধব লবণ অন্তুর্ধূমে দক্ষ করিয়া সেই ক্ষার ২ আনা পরিমাণে জলের সহিত সেবন করিলে প্রীহা বিনষ্ট হয়।

প্রীহোদ্দিষ্টাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা যকৃন্নাশায় যোজয়েৎ॥

যকৃৎরোগে প্রীহারোগোক্ত চিকিৎসাসকল করিবে।

দগ্না ভুক্তবতো বাম-বাহু মধ্যে শিরাং ভিষক্। বিধ্যেৎ প্রীহবিনাশায় যকৃন্নাশায় দক্ষিণে। প্রীহানং মর্দয়েদ্ গাঢ়ং দুষ্টরক্তপ্রবৃত্তয়ে॥ (দগ্না ভুক্তবতো বামবাহোঃ কুর্পরসন্ধাবভ্যন্তরতঃ শিরাং বিধ্যেৎ)।

প্রীহারোগে রোগীকে দধির সহিত অন্নভোজন করাইয়া বাম বাহুর কুর্পর (কনুই)-সন্ধির অভ্যন্তরস্থ শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। যকৃৎরোগে দক্ষিণবাহুর ঐ শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। শিরাবেধানন্তর প্রীহা গাঢ়রূপে মর্দন করিয়া সেই স্থান হইতে দুষ্ট রক্ত নির্গত করিলে প্রীহার উপশম হয়।

প্রীহানং যকৃৎং বৃদ্ধং মূত্রশ্বেদৈরুপাচরেৎ॥

প্রীহা ও যকৃৎ বর্দ্ধিত হইলে গোমূত্রের শ্বেদ দিবে।

তিলাতসীরুবুবিজ-রাজিকালেপনং হিতম্॥

তিল, তিসী, এরণ্ডবীজ ও শ্বেত সর্বপ পেষণ করিয়া যকৃৎস্থানে প্রলেপ দিবে।

**মাগকাদি গুড়িকা**

মাগমাগমিতা বাসা স্থিরা সৈন্ধবচিট্রকম্। নাগরং তালপুষ্পঞ্চ প্রত্যেকঞ্চ ত্রিকার্ষিকম্। বিড়সৌবর্চলক্ষার-পিঙ্গলাশ্চাপি কার্ষিকাঃ। এতচ্চূর্ণীকৃতং সর্বং গোমূত্রস্যাঢ়কে পচেৎ॥ সাল্লীভূতে গুড়ীং কুর্যাদ্ দগ্না ত্রিপলমাক্ষিকম্। যকৃৎপ্রীহোদরহরো গুণ্ডামার্গোগ্রহণীহরঃ। যোগঃ পরিকরো নাম্না হ্যগ্নিসন্দীপনঃ পরঃ॥ (মার্গোহ্যপামার্গঃ। তালপুষ্পং তালজটাক্ষারঃ। এতৎ সর্বচূর্ণং প্রক্ষিপ্য গোমূত্রাঢ়কে পচেৎ, ততো

• গুড়বৎ পাকঃ। শীতে মধু প্রক্ষিপ্য গুড়িকা কার্য্যা। পরিকরো বিরেকস্তৎকারকত্বাৎ পরিকরো বিরেককারীতার্থঃ। উক্তং হি—ভবেৎ পরিকর শঙ্খে সমারত্তবিরেকয়োৱিতি)।

সংবৎসরাতীত মাণ, আপাঙ্গমূলভস্ম, গুলঞ্চ, বাসকমূল, শালপাণি, সৈন্ধবলবণ, চিতামূল, শুঠ, তালজটার ক্ষার প্রত্যেক ৬ তোলা; বিটলবণ, সচললবণ, যবক্ষার ও পিপুল প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমুদায় চূর্ণ ১৬ সের গোমূত্রে পাক করিবে। ঘন হইলে নামাইবে। শীতল হইলে ৩ পল মধু মিশ্রিত করিয়া (অর্দ্ধ তোলা মাত্রায়) গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে বিরেকন হইয়া যকৃৎ, প্লীহা, উদর, গুল্ম, অর্শ ও গ্রহণীরোগ নষ্ট হইয়া অগ্নির দীপ্তি হয়।

#### বৃহন্মাণকাদি গুড়িকা

মাণমাগস্থিরা বহ্নি-মুহীনাগরসৈন্ধবম্। তালরগুং ত্রিমিষ্মঞ্চ হবুষং চবিকা বচা।। বিড়সৌবর্চলক্ষার-  
পিপ্পলীশরপুঙ্খকম্। জীরকং পারিভদ্রঞ্চ প্রত্যেকং কর্ষকদ্বয়ম্।। সার্দ্রাঢ়কে গবাং মূত্রে পচেৎ সর্বং  
সুচর্ণিতম্। সাদ্রীভূতে ক্ষিপেদেষাং চূর্ণকং কর্ষসম্মিতম্।। অজাজী ত্র্যষণং হিঙ্গু যমানী পুষ্করং শটী।  
ত্রিবৃদন্তী বিশালা চ দস্তা ত্রিপলমাক্ষিকম্।। খাদেদগ্নিবলাপেশ্মী বুদ্ধা চানুপিবেরঃ। যকৃৎপ্লীহোদরানাং  
গুল্মং পাণ্ডুং সকামলম্। কক্ষিশূলঞ্চ হাচ্ছূলং পার্শ্বশূলমরোচকম্। শোথঞ্চ প্লীপদং হস্তি জীর্ণঞ্চ  
বিষমজ্বরম্।।

পুরাতন মাণ, আপাঙ্গমূলভস্ম, শালপাণি, চিতামূল, সিজমূল, শুঠ, সৈন্ধব, তালজটামূল, বিড়ঙ্গ, হবুষ, চই, বচ, বিট ও সচল লবণ, যবক্ষার, পিপুল, শরপুঙ্খ, জীরা ও পালিধামান্দারের মূল প্রত্যেক ৪ তোলা; গোমূত্র ২৪ সের। এই সমুদায় একত্র পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে জীরা, ত্রিকটু, হিঙ্গু, যমানী, কুড়, শটী, তেউড়ী, দন্তীমূল ও রাখালশসার মূল, প্রত্যেক চূর্ণ ৩ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া যথাবিধি পাক সমাপ্ত করিবে। শীতল হইলে মধু ও পল মিশ্রিত করিয়া লইবে। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া মাত্রা ও অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা, উদর, আনাহ, গুল্ম, কুক্ষিশূল, হাচ্ছূল ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি অনেক পীড়ার শান্তি হয়।

#### অভয়ালবণম্

পারিভদ্রপলাশার্ক-মুহ্যপামাগচিত্রকান্। বরুণাগ্নিমহুবসু-শ্বদংষ্ট্রা বৃহতীদ্বয়ম্।। পুতিকাক্ষোতকুটজ-  
কোষাতক্যঃ পুনর্নবা। সমূলপত্রশাখাশ্চ ক্ষোদয়িত্বা উদূখলে।। তিলনালপ্রদীপ্তাগ্নি-সুদক্ষং ভস্মশীতলম্।  
ক্ষারপ্রস্থং গৃহীত্বা চ ন্যসেৎ পাঠ্রে দঢ়ে নবে।। জলদ্রোণে বিপক্তবাং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্। পূর্ববৎ  
ক্ষারকল্মেণ সাধয়েৎ তৎ বিচক্ষণঃ।। প্রস্থমেকঞ্চ লবণং তদর্দ্ধঞ্চ হরীতকীম্। তুল্যাশ্বুভাগং গোমূত্রং  
সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা। কিঞ্চৎ সবাষ্পসাদ্রে চ সম্যক্ সিদ্ধেহবতারিতে। অজাজী ত্র্যষণং হিঙ্গু যমানী  
পৌষ্করং শটী।। এতৈরর্দ্ধপলৈর্ভাগৈশ্চূর্ণং কৃত্বা প্রদাপয়েৎ। অভয়ালবণং নাম ভক্ষয়েচ্চ যথাবলম্।।  
ব্যাধিঞ্চ বীক্ষ্য মতিমাননুপানং যথাহিতম্। যে চ কোষ্ঠগতা রোগাঙ্গস্তান্ নিহন্তি ন সংশয়ঃ।। যকৃৎ-  
প্লীহোদরানাং-গুল্মাশ্চীলাগ্নিসাদজিৎ। প্রতিতূন্যার্গিস্রোণ-শর্করাশ্চরানশনম্।।

পালিধাছাল, পলাশছাল, আকন্দ, সিজের আঠা, আপাঙ্গ, চিতামূল, বরুণছাল, গণিয়ারিছাল, বকছাল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটা, হাফরমালী, কুড়িছাল, ঘোষালতা ও পুনর্নবা এই সমুদায় দ্রব্য মূল পত্র ও শাখার সহিত উদূখলে কুটিয়া একটি হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া নিম্নে তিলকাষ্ঠের জ্বাল দিবে। স্থালীস্থ দ্রব্যসকল ভস্ম হইলে সেই ভস্ম ২ সের লইয়া ৬৪ সের জল দিয়া পাক করিবে। ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ক্ষারকরণ বিধানানুসারে ক্রমশ ২১ বার হাঁকিয়া লইবে। পরে এই ক্ষারজল

পুনর্ব্বার পাকে চড়াইয়া তাহাতে সৈন্ধবলবণ ২ সের, হরীতকী ১ সের ও গোমূত্র ১৬ সের দিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে নামাইয়া কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, হিঙ্গু, যমানী, কুড় ও শটী প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ তোলা। অনুপান উষ্ণ জল। ইহা সেবন করিলে যকৃৎ, প্রীহা, উদর, আনাহ, অস্টীলা, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য ও নানা রোগ নষ্ট হয়।

### গুড়পিপ্পলী

তুলৈকং গুড়মাদায় পিপ্পলীঞ্চ তথৈব চ। হিঙ্গু ত্রিকটুকং মানং সৈন্ধবানাং দ্বিকার্ষিকম্।। চিত্রকঞ্চ বিড়শৈব  
দ্বৌ ক্ষারৌ শিখরীং তথা। তালপুষ্পকোকিলাক্ষ-চিঞ্চাঙ্কারং সফেনকম্। মুহীক্ষীরসমায়ুক্তং প্রীহজ্বর-  
বিনাশনম্।।

গুড় ১২।।০ সের, পিপুল ১২।।০ সের, হিঙ্গু, ত্রিকটু, সৈন্ধব লবণ, চিতা, বিটলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, অপামার্গক্ষার, তালজটার ক্ষার, কুলেখাড়ার ক্ষার, তেঁতুলের ক্ষার, সমুদ্রফেন, মনসা-  
সিজের আঠা, প্রত্যেক ৪ তোলা। একত্র মর্দন করিয়া এই ঔষধ ব্যবহার করিলে প্রীহা ও জ্বর  
নিবারিত হয়।

### বৃহৎগুড়পিপ্পলী

বিড়ঙ্গং ত্র্যয়ণং হিঙ্গু কুষ্ঠং লবণপঞ্চকম্। ত্রিষ্কারং ফেনকং চব্যাং শ্রেয়সী চোপকৃষ্ণিকা।। তালপুষ্পোদ্ভবঃ  
ক্ষারো নাড্যাঃ কৃষ্ণাণ্ডকস্য চ। অপামার্গোদ্ভবঃ ক্ষারঃ চিঞ্চায়ান্শিত্রকং তথা।। এতানি সমভাগানি পুরাণো  
দ্বিগুণো গুড়ঃ। গুড়তুল্যাং প্রদাতব্যং চূর্ণশ্চৈব কণোদ্ভবম্।। মর্দয়িত্বা দৃঢ়ে পাত্রে মোদকানুপকল্পয়েৎ।  
ভক্ষয়েদুষ্ণতোয়েন প্রীহানং হস্তি দুষ্টরম্।। প্রমেহং পাণ্ডুরোগঞ্চ কামলাং বহিমান্দ্যকম্। যকৃৎ  
পঞ্চগুল্মঞ্চ উদরং সর্ব্বরূপকম্। জীর্ণজ্বরং তথা শোথং কাসং পঞ্চবিধং তথা। অম্বিভ্যাং নিষ্মিতা  
শ্রেষ্ঠা সুবৃহৎগুড়পিপ্পলী। বালগ্রহাভিভূতানাং বালানাইষেব শস্যতে।।

বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, হিঙ্গু, কুড়, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, সমুদ্রফেন, চই, গজপি প্পলী,  
কৃষ্ণজীরা, তালজটাম্ব, কুমড়ার উঁটাম্ব, আপান্দ্রাম্ব, তেঁতুলছালভস্ম ও চিতামূলভস্ম প্রত্যেক  
সমভাগ। এই সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ পুরাতন গুড়। গুড়ের সমান পিপুলচূর্ণ। সমুদায় একত্র মাড়িয়া  
লইবে। মাত্রা ১০ তোলা। অনুপান উষ্ণ জল। ইহাতে অতিকঠিন প্রীহা, যকৃৎ, প্রমেহ, পাণ্ডু, কামলা,  
অগ্নিমান্দ্য, পঞ্চবিধ গুল্ম, উদর, জীর্ণজ্বর, শোথ ও পঞ্চবিধ কাস নষ্ট হয়। এই ঔষধ বালকদিগের  
পক্ষে বিশেষ উপকারী।

### গুড়চ্যাদি চূর্ণম্

গুড়চ্যতিবিষা শুষ্ঠী ভূনিষ্মযবতিক্তকম্। মুস্তা কণা যবক্ষারঃ কাশীশং ভ্রমরতিথিঃ।। এতেষাং সমভাগেন  
চূর্ণমেব বিনির্দ্দেশেৎ। যকৃৎপ্রীহপাণ্ডুরোগমগ্নিমান্দ্যমরোচকম্।। জ্বরমষ্টবিধং হস্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি  
বা। নানাদেশোদ্ভবৈষেব বারিদোষভবং তথা। বিরুদ্ধভেদজভবং জ্বরমাশু ব্যপোহতি।।

গুল্ম, আতাইচ, শুষ্ঠী, চিরতা, কালমেঘ, মুতা, পিপ্পলী, যবক্ষার, হিরাকস ও চাঁপার ছাল প্রত্যেক  
চূর্ণ সমভাগ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ মাষা। ইহাতে যকৃৎ, প্রীহা, পাণ্ডু, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি ও  
নানাবিধ জ্বর প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

### রৌহীতকাদ্যচূর্ণম্

রৌহীতকাং যবক্ষারো ভূনিষ্মঃ কটুরৌহিবী। মুস্তকং নরসারঞ্চ বীরা বিশ্বং সুচূর্ণিতম্।। মাষমাত্রং ততঃ  
খাদেচ্ছীততোয়ানুপানতঃ। যকৃদ্রোগং নিহন্ত্যাশু ভাঙ্করস্তিমিরং যথা।।

•রোহীতক ছাল, যবক্ষার, চিরতা, কটকী, মূতা, নিশাদল, আতাইচ, শুঠ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ মাষা। শীতল জল-সহ সেব্য। ইহাতে সত্ত্বর যকৃৎ ও প্লীহা উপশমিত হয়।

### পিপ্ললীবর্দ্ধমানানি

ক্রমবন্ধ্যা দশাহানি দশপিপ্ললিকং দিনম্। বর্দ্ধয়েৎ পয়সা সার্কং তথৈবাপনয়েৎ পুনঃ।। জীর্ণহজীর্ণে চ ভুঞ্জীত যষ্টিকং ক্ষীরসর্পিষা। পিপ্ললীনাং সহস্রস্য প্রয়োগোহয়ং রসায়নঃ।। দশপৈপ্ললিকং শ্রেষ্ঠো মধ্যমঃ ষট্ প্রকীৰ্ত্তিতঃ। যস্ত্রিপিপ্ললিপর্য্যন্তঃ প্রয়োগঃ সোহবরঃ স্মৃতঃ।। বৃংহণং বৃষ্যমায়ুষ্যং প্লীহোদরবিনাশনম্। বয়সঃ স্থাপনং মেধ্যং পিপ্ললীনাং রসায়নম্।। পঞ্চপিপ্ললিকঞ্চাপি দৃশ্যতে বর্দ্ধমানকঃ। পিত্তাস্তা বলিভিঃ পেয়াঃ শূতা মধ্যবলৈর্নরৈঃ। শীতীকৃতা হৃষ্যবলৈর্দেহদোষাময়ান্ প্রতি।।

প্রথম দিবসে ১০টি পিপুল, দ্বিতীয় দিবসে ২০টি, তৃতীয় দিবসে ৩০টি, চতুর্থ দিবসে ৪০টি, এইরূপ প্রত্যহ দশ-দশটি বর্দ্ধিত করিয়া দুগ্ধ-সহ ক্রমাগত ১০ দিন সেবন করিয়া ১০ দিনের পর পুনর্ব্বার প্রত্যহ ১০টি করিয়া হ্রাস করিবে। এইরূপ সহস্র পর্য্যন্ত পিপ্ললী সেবন করিবে। প্রত্যহ ১০টি করিয়া বর্দ্ধন করা প্রধান যোগ, ৬টি করিয়া বৃদ্ধি মধ্যম এবং ৩টি করিয়া অধম। ৫টি করিয়া বৃদ্ধি করারও নিয়ম আছে। পিপ্ললীবৃদ্ধির সহিত দুগ্ধেরও মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। বলবান ব্যক্তি পিপ্ললী পেষণ করিয়া, মধ্যবলী ব্যক্তি ক্কাথ করিয়া এবং অল্পবল ব্যক্তি শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া এই পিপ্ললী-বর্দ্ধমান যোগ অভ্যাস করিবে। পথ্য যষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন দুগ্ধ ও ঘৃত। ইহাতে প্লীহাদি রোগ নষ্ট হইয়া বল বীৰ্য্য ও আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

### রসপ্রয়োগঃ

#### প্লীহান্তকো রসঃ

হতশুষ্কঞ্চ তারঞ্চ গগনায়সমুক্তিকা। দরদং পুষ্পকং সূতং গন্ধকং নবমং তথা।। গুগগুলুশ্চিকটুরান্না তথা জৈপালবীজকম্। ত্রিফলা কটুকা দস্তী দেবদালী তু সৈন্ধবম্।। ত্রিবৃতা তু যবক্ষারো বাতারিতৈল-মর্দিতম্। অষ্টোদরাণি পাণ্ডুত্বমানাহং বিষমজ্বরম্।। অজীর্ণমামং সক্ষয়ং ক্ষয়ঞ্চ সর্ব্বশূলকম্। কাসং শ্বাসঞ্চ শোথঞ্চ সর্ব্বমাশু ব্যপোহতি। প্লীহান্তকো রসো নাম প্লীহোদরবিনাশনঃ।।

তামা, রূপা, অত্র, লৌহ, মুক্তা, হিঙ্গুল, রসাজ্ঞন, পারদ, গন্ধক, গুগগুলু, ত্রিকটু, রান্না, জয়পালবীজ, ত্রিফলা, কটকী, দস্তীমূল, ঘোষামূল, সৈন্ধব, তেউড়ী ও যবক্ষার এই সমুদায় দ্রব্য এরণ্ডতৈলে মর্দন করিয়া (১ রতি প্রমাণ) বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে অষ্টবিধ উদররোগ, পাণ্ডু, আনাহ, বিষমজ্বর, অজীর্ণ, আমদোষ, কফ, ক্ষয়, সর্ব্বপ্রকার শূল, কাস, শ্বাস, শোথ প্রভৃতি নানা পীড়ার উপশম হইয়া থাকে। ইহা প্লীহোদর রোগে বিশেষ উপকারী।

#### প্লীহার্ণবো রসঃ

হিঙ্গুলং গন্ধকং টঙ্গমল্লকং বিষমেব চ। প্রত্যেকং পলিকং ভাগং চূর্ণয়েদতিচিক্ণম্।। পিপ্ললী মরিচশ্লেষ পলাদ্ধকম্। মন্দ্রিয়ত্বা বটীং কুর্যাদ্ বল্লমাত্রাং প্রযত্নতঃ।। সেব্য্য সেফালিদলজৈবটী মাফিকসংযুতা। প্লীহানং ষট্প্রকারঞ্চ হস্তি শীঘ্র ন সংশয়ঃ।। জ্বরং মন্দানলশ্লেষ কাসং শ্বাসং বমিং ভ্রমিম্। প্লীহার্ণব ইতি খ্যাতো গহনানন্দভাষিতঃ।। (প্লীহার্ণবে জ্বহীররসেন শোষিতং হিঙ্গুলং গ্রাহ্যম্। বিষঞ্চাত্র গোমূত্র-শোধিতম্)।

হিঙ্গুল, গন্ধক, সোহাগা, অত্র ও বিষ প্রত্যেক ৮ তোলা লইয়া উত্তমরূপে মর্দন করিবে। পরে পিপুল ও মরিচ প্রত্যেক ৪ তোলা পরিমাণে লইয়া তাহাতে মিশ্রিত করিবে। ৩ রতি পরিমিত বটী।



অনুপান শেফালিকা পাতার রস ও মধু। ইহাতে ছয়প্রকার প্রীহা নিঃসংশয়রূপে বিনষ্ট হয় এবং জ্বর, মন্দাগ্নি, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

### প্রীহাশার্দুলো রসঃ

সূতকং গন্ধকং বোয়াং সমভাগং পৃথক্ পৃথক্। এভিঃ সমং তাম্রভস্ম যোজয়েদ্ বৈদ্যবুদ্ধিমান্।। মনঃশিলা বরাটঞ্চ তুথং রামঠলৌহকম্। জয়ন্তী রোহিতঐষেব ক্ষারটঙ্গণসৈন্ধবম্।। বিড়ং চিত্রং কানকঞ্চ রসতুলাং পৃথক্ পৃথক্। ভাবয়েৎ ত্রিদিনং যাবৎ ত্রিবৃচ্ছিত্রকণাদ্রিকৈঃ।। গুঞ্জামাত্রাং বটীং খাদেৎ সদ্যঃ প্রীহা-বিনাশিনীম্। মধুপিপ্পলিসংযুক্তাং দ্বিগুঞ্জাং বা প্রযোজয়েৎ।। প্রীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃৎগুশ্মং সুদুস্তরম্। আমাশয়েষু সর্বেষু চোদরে শোথবিদ্রবৌ।। অগ্নিমান্দো জ্বরে চৈব প্রীহি সর্বজ্বরেষু চ। শ্রীমদ্গহনাথেন ভাষিতঃ প্রীহাশার্দুলঃ।।

পারদ, গন্ধক, ত্রিকটু প্রত্যেক সমভাগ; এই তিনের সমান তাম্রভস্ম এবং মনঃশিলা, কড়িভস্ম, তুঁতে, হিঙ্গু, লৌহ, জয়ন্তী, রোড়া, যবক্ষার, সোহাগা, সৈন্ধব, বিটলবণ, চিতা ও জয়পাল এই সকল দ্রব্য পারদের সমান; ইহাদিগকে তেউড়ী, চিতা, পিপুল ও আদার রসে পৃথকরূপে তিন দিন ভাবনা দিবে। ১ রতি প্রমাণ বটী করিয়া সেবন করিলে সদ্য প্রীহা বিনষ্ট হয়। মধু ও পিপুলচূর্ণের সহিত ২টি বটী সেবন করিলে প্রীহা, অগ্রমাংস, যকৃৎ, গুশ্ম, সর্বপ্রকার আমাশয়, উদর, শোথ, বিদ্রবি, অগ্নিমান্দ্য ও সর্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়।

### প্রীহারিরসঃ

কর্ষেকং তালচূর্ণস্য তৎপাদাংশং সুবর্ণকম্। পলার্কং মৃততাম্রঞ্চ তৎসমং শুদ্ধমন্ত্রকম্।। মুগাজিনস্য ভস্মাপি কর্ষমত্র প্রদাপয়েৎ। লিম্পাকাজিষ্ম ত্বচস্তদ্বৎ সর্বমেকত্র কারয়েৎ।। রসগুঞ্জপ্রমাণেন বটিকাং কারয়েৎ ততঃ। মধুনা বহিচূর্ণেন খাদেম্নিত্যং যথাবলম্।। অসাধ্যমপি প্রীহানং হস্ত্যবশ্যং ন সংশয়ঃ। যকৃৎ পাণুরোগঞ্চ গুশ্মাদিকভগন্দরান্।।

হরিতালচূর্ণ ২ তোলা, স্বর্ণ অর্দ্ধতোলা, জারিত তাম্র ৪ তোলা, শুদ্ধ অত্র ৪ তোলা, মুগচর্মভস্ম ২ তোলা ও পাতিলেবুর মূলের ছালচূর্ণ ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ৬ রতি পরিমিত বটী করিয়া মধু ও চিতামূলচূর্ণের সহিত সেবন করিলে অসাধ্য প্রীহারোগও নিশ্চয়ই নিবারিত হয় এবং যকৃৎ, পাণু, গুশ্ম ও ভগন্দর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

### প্রীহারি রসঃ (মতান্তরে)

পারদং গন্ধকং টঙ্গং বিষং বোয়াং ফলত্রিকম্। তোলকস্য সমোপেতং জৈপালঞ্চ তদর্ধকম্।। কিংশুকস্য রসেনৈব যামমাত্রস্ত মর্দয়েৎ। গুঞ্জামাত্রাং বটীং কৃত্বা চ্ছায়ায়াং শোষণেৎ ততঃ।। বটীকৈকা প্রদাতব্যা শৃঙ্গবেররসেন চ। গুদাকুরে গুশ্মশূলে প্রীহশোথে কফাশ্মকে।। উদাবর্তে বাতশূলে শ্বাসকাসজ্বরেষু চ। রসঃ প্রীহারি নামায়াং কোষ্ঠাময়বিনাশনঃ। আমবাতগদচ্ছেদী শ্লেথ্যাময়বিনাশনঃ।। (অত্র সর্বেষামর্ধং জয়পালম্)।

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, বিষ, ত্রিকটু, ত্রিফলা প্রত্যেক ১ তোলা, জয়পাল ৫ তোলা। এই সমুদায় পলাশবৃক্ষের রসে ১ প্রহর মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করত ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। অনুপান আদার রস। ইহা সেবন করিলে প্রীহা, গুশ্ম, শূল, উদাবর্ত ও বাতশূল প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

**বাসুকিভূষণো রসঃ**

সূতেন বঙ্গস্ত সমং নিয়োজ্য তৎতুল্যাশুশ্চেন চ গন্ধকেম। বিমর্দয়েদর্করসেন যামং মৃদা চ সংলিপ্য  
পুটং দদীত।। বাসারসৈস্তং পরিভাবয়েচ্চ রসো ভবেদ্বাসুকিভূষণোহয়ম্। প্ৰীহুশ্চ গুণ্মস্য চ শাস্তয়েহস্য  
বল্লঞ্চ দদ্যাদ্ বসচূর্ণযুক্তম্।। (বসুসৈন্ধবম)।

পারদ, গন্ধক, বঙ্গ ও তাম্র এই সমুদায় সমভাগে লইয়া আকন্দপত্রের রসে এক প্রহর মর্দন করিয়া  
মুস্তিকা লেপনপূর্বক পুটপাক দিবে। পরে বাসকের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত  
করিবে। অনুপান সৈন্ধব লবণচূর্ণ। ইহাতে প্ৰীহা ও গুণ্মরোগের শাস্তি হয়।

**মহামৃত্যুঞ্জয় লৌহঃ**

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং জারিতাশ্চ সমং তথা। গন্ধস্য দ্বিগুণং লৌহং মৃততাম্রং চতুর্গুণম্।। দ্বিষ্কারং  
সৈন্ধবং<sup>১</sup> বিড়ং বরাটীভস্ম শঙ্খকম্। চিত্রকং কুনটী তালং রামঠং কটুকা তথা।। রোহিতং ত্রিবৃত্তা চিঞ্চা  
বিশালা ধবলাক্ষঠঃ। অপামার্গস্তালরশুমল্লিকা চ নিশাদয়ম্।। প্রিয়ঙ্গ্বিন্দ্রযবং পথ্যা অজমোদা যমানিকা।  
তুথকং শরপুঞ্জা চ যকৃমর্দো রসাজ্ঞনম্।। প্রত্যেকং শাণমানেন ভাবয়েদার্ককদ্রবৈঃ। শুভ্রাচ্যঃ স্বরসেনাপি  
মধুনাঃ কুড়বার্ককম্।। বটিকাং কারয়েদ্ বৈদ্যো গুণ্ডাষট্‌প্রমিতাং পুনঃ। অনুপানং প্রদাতব্যং বুদ্ধা দোষা-  
নুসারতঃ।। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুথায় সর্বরোগ-কুলাস্তকম্। প্ৰীহানং জুরমুগ্রঞ্চ কাসঞ্চ বিষমজ্বরম্।। আম-  
বাতং যকৃচ্ছূলং শ্বাসমশঃ শিরোরুজম্। গুণ্মশোথোদরানাহমগ্রমাংসং যকৃৎ ক্ষয়ম্।। সকামলং পাণ্ডুরোগ-  
মুদরঞ্চ সুদারুণম্।। রোগানীকবিনাশায় কেশরী করিণো যথা।। মৃত্যুঞ্জয়ো মহালৌহঃ প্ৰীহগুণ্মবিনাশনঃ।  
প্রাণিনাস্তু হিতার্থায় শম্ভুনা পরিকীর্তিতঃ।।

শোধিত পারদ, গন্ধক, অশ্র, প্রত্যেক ১০ তোলা; লৌহ ১ তোলা; তাম্র ২ তোলা, যবক্ষার, সাচিষ্কার,  
সৈন্ধব, বিট, কড়িভস্ম, শঙ্খভস্ম, চিতামূল, মনছাল, হরিতাল, হিঙ্গু, কটকী, রৌহীতকছাল, তেউড়ী,  
তৈঁতুলছালভস্ম, রাখালশসার মূল, ধলা আঁকড়ার মূল, আপাঙ্গভস্ম, তালজটাভস্ম, অল্পবেতস,  
হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, ইন্দ্রযব, হরীতকী, বনযমানী, যমানী, তুঁতিয়া, শরপুঞ্জ ও রসাজ্ঞন  
প্রত্যেক ১০ তোলা। এই সমুদায় একত্র করিয়া আদা ও গুলঞ্চের রসে ভাবনা দিয়া ২ পল মধুর  
সহিত মাড়িয়া ৬ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহাতে প্ৰীহা, উগ্রজ্বর, বিষমজ্বর,  
কাস, আমবাত, শ্বাস, অর্শ, শিরোরোগ, গুণ্ম, উদর ও আনাহ প্রভৃতি নানা রোগ প্রশমিত হয়।

**লৌহ মৃত্যুঞ্জয়ো রসঃ**

রসগন্ধকলৌহাশ্চ কুনটী মৃততাম্রকম্। বিষমুষ্টিবরাটঞ্চ তুথং শঙ্খো রসাজ্ঞনম্।। জাতীফলঞ্চ কটকী  
দ্বিষ্কারং কানকং তথা। ব্যোষং হিঙ্গু সৈন্ধবঞ্চ প্রত্যেকং সূততুল্যকম্।। শঙ্কচূর্ণীকৃতং সর্বমেকত্র ভাবয়েৎ  
ততঃ। সূর্য্যাবর্তরসেনৈব বিশ্বপত্ররসেন চ।। সূর্য্যাবর্তেন মতিমান্ বটিকাং কারয়েৎ ততঃ। প্ৰীহানং  
যকৃৎ গুণ্মমষ্টীলাং বিনাশয়েৎ।। অগ্রমাংসং তথা শোথং তথা সর্বোদরাণি চ। বাতরক্তঞ্চ জঠরক্ষাস্ত-  
বিদ্রধিমিব চ।।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অশ্র, মনঃশিলা, জারিত তাম্র, কুঁচিলা, কড়িভস্ম, তুঁতে, শঙ্খভস্ম, রসাজ্ঞন,  
জায়ফল, কটকী, যবক্ষার, সাচিষ্কার, জয়পাল, ত্রিকটু, হিঙ্গু, সৈন্ধব, সমভাগে চূর্ণিত করিয়া হুড়হুড়ে  
ও বিশ্বপত্রের রসে ভাবনা দিবে। পরে হুড়হুড়ের রসে মর্দন করিয়া (২ রতি পরিমিত) বটী প্রস্তুত  
করিবে। ইহাতে প্ৰীহা, যকৃৎ, অগ্রমাংস, গুণ্ম, অষ্টীলা, উদর ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

**লোকনাথো রসঃ**

পারদং গন্ধকঞ্চৈব সমভাগং বিমর্দয়েৎ। মৃতাত্রং রসতুল্যঞ্চ পুনস্তত্রৈব মর্দয়েৎ।। রসাদ্বিগুণলৌহঞ্চ লৌহতুল্যঞ্চ তাম্রকম্। বরাটিকায়্য ভস্মাথ তাম্রতদ্বিগুণং কুরু।। নাগবল্লীরসেনৈব মর্দয়েদ্ যত্ত্বতো ভিষক্। পুটেদ গজপুটে বিদ্বান্ স্বাস্থশীতং সমুদ্বরেৎ।। পিপ্পলীমধুসংযুক্তাং সণ্ডুড়াং বা হরীতকীম্। গোমূত্রঞ্চ পিবেচ্চানু গুড়ং বা জীরকান্নিতম্।। যকৃৎশ্মোদরহরঃ প্রীহশ্বয়থুনাশনঃ। জীর্ণজ্বরং তথা পাণ্ডুং কামলাঞ্চ বিনাশয়েৎ। অগ্নিমান্দ্যঞ্চ শময়েল্লোকনাথো রসোত্তমঃ।।

পারদ, গন্ধক ও অত্র প্রত্যেক ১ তোলা; লৌহ ও তাম্র প্রত্যেক ২ তোলা; কড়িভস্ম ৬ তোলা। এই সমুদায় দ্রব্য পানের রসে মর্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। অনুপান মধু ও পিপুলের গুঁড়া, গুড় ও হরীতকী, গোমূত্র কিংবা গুড় ও জীরার গুঁড়া। ইহা সেবন করিলে যকৃৎ, গুল্ম, উদর, প্রীহা, শোথ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি অনেক পীড়ার উপশম হয়।

**লোকনাথো রসঃ (মতান্তরে)**

রসগন্ধৌ সমৌ কৃৎন্য মর্দয়েদর্দ্ধযামকম্। রসতুল্যং মৃতঞ্চাত্রং দ্বিগুণং লৌহতাম্রকম্।। তাম্রস্য দ্বিগুণং ভস্ম কপর্দকসমুত্তমম্। নাগবল্লীরসৈর্যামং মর্দয়েদতিনিজ্জর্নে।। ততো লঘুপুটং দস্তা সূশীতং গ্রাহয়েৎ তথা। দ্বিগুঞ্জমার্দ্রকদ্রাবৈঃ খাদিরত্বগ্রসং পিবেৎ।। যকৃৎপ্রীহোদরং শোথমগ্নিমান্দ্যাদিকং জয়েৎ। লোকনাথরসো নাম সর্বজ্বরবিনাশনঃ।। (লৌহং তাম্রঞ্চ প্রত্যেকং রসদ্বিগুণম্। আর্দ্রকরসেন বটীং ভক্ষয়িত্বা খদিরং জলে সংস্থাপ্য তজ্জলং পশ্চাৎ পেয়মিতি বৃদ্ধব্যবহারঃ)।।

পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা একত্র ৪ দণ্ড মর্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে অত্র ১ তোলা, লৌহ ২ তোলা, তাম্র ২ তোলা ও কড়িভস্ম ৪ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া পানের রসে ১ প্রহর মাড়িয়া লঘুপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি। আদার রস-সহ সেবন করিয়া পশ্চাৎ খদির ভিজানো জল কিঞ্চিৎ পান করিবে। ইহাতে যকৃৎ, প্রীহা প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

**বৃহল্লোকনাথো রসঃ**

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং খন্ডে কুর্য্যাক্ষ কজ্জলম্। সূততুল্যং জারিতাত্রং মর্দয়েৎ কন্যাকাশুনা।। ততো দ্বিগুণিতং দদ্যাৎ তাম্রং লৌহং প্রযত্নতঃ। সূতান্নবগুণং দেয়ং বরাটীসম্ভবং রজঃ।। কাকমাচীরসেনৈব সর্বং তদ গোলকীকৃতম্। ততো গজপুটে পাচ্যং স্বাস্থশীতং সমুদ্বরেৎ।। শিবং সংপূজ্য যত্নেন দ্বিজাতীন পরিতোষ্য চ। ভক্ষয়েদস্য চূর্ণস্য দ্বিগুঞ্জং মধুনা সহ।। প্রীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃৎং সর্বরূপিণম্। জীর্ণজ্বরং তথা গুল্মং কামলাং হস্তি দারুণাম্।।

পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা একত্র মাড়িয়া কজ্জলী করিবে। পরে উহার সহিত অত্র ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া ঘটকুমারীর রসে মাড়িবে। পশ্চাৎ তাম্র ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা ও কড়িভস্ম ৯ তোলা মিশ্রিত করিয়া কাকমাচীর রসে মাড়িয়া সমুদায় গোলাকার করিবে। অনন্তর ঐ গোলক গজপুটে পাক করিয়া শীতল হইলে উদ্ধৃত করিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান মধু। ইহাতে প্রীহা, সর্বপ্রকার যকৃৎ ও অগ্রমাংস প্রভৃতি নানা রোগ প্রশমিত হয়।

**তাম্রেশ্বরবটী**

হিঙ্গু ত্রিকটুঞ্চৈব অপামার্গস্য পত্রকম্। অর্কপত্রং তথা ম্লহীপত্রঞ্চ সমভাগিকম্।। সৈন্ধবং তৎসমং গ্রাহ্যং লৌহং তাম্রঞ্চ তৎসমম্। প্রীহানং যকৃৎং গুল্মমামবাতং সুদারুণম্।। অর্শাংসি ঘোরমুদারং মূর্ছাং

পাণ্ডু হলীমকম্। গ্রহণীমতিসারঞ্চ যক্ষ্মাণং শোথমেব চ।। (তাস্মৈশ্বরে অপামার্গপত্রস্য তথা অর্কপত্রস্য তথা স্নহীপত্রস্য চ ক্ষারমিত্যুপদিশন্তি বৃদ্ধাঃ)।

হিঙ্গু, ত্রিকটু এবং অপামার্গের পত্র, অর্কপত্র ও সিজপত্রের ক্ষার সমভাগে লইয়া সকলের সমান সৈন্ধব লবণ একত্র মিশ্রিত করিবে। তাহাদের সমান লৌহ ও তাম্র মিশ্রিত করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, আমবাত, অর্শ, গ্রহণী, অতিসার, শোথ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

#### চিত্রকাদি লৌহঃ

চিত্রকং নাগরং বাসা ওড়ুটী শালপর্ণিকা। তালপুষ্পমপামার্গো মাণকং কার্ষিকত্রয়ম্।। লৌহমভ্রং কণা তাম্রং ক্ষারকো লবণানি চ। পৃথক্ কর্যাংশমেতেষাং চূর্ণমেকত্র চিক্কণম্।। চতুঃপ্রস্থে গবাং মূত্রে পচেন্মেদন বহিন্না। সিদ্ধশীতং সমুদ্রত্যা মাঞ্চিকং দ্বিপলং ক্ষিপেৎ।। চিত্রকাদিরয়ং লৌহো গুল্মপ্লীহোদরাময়ম্।। যকৃতং গ্রহণীং হন্তি শোথং মন্দানলং জ্বরম্।। মাকলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ ওদভ্রংশং প্রবাহিকাম্।।

চিতামূল, শুঁঠ, বাসকমূল, গুলঞ্চ, শালপাণি, তালজটাভস্ম, আপাঙ্গমূলভস্ম ও পরাতন মাণ, প্রত্যেক চূর্ণ ৬ তোলা। লৌহ, অভ্র, পিপুলচূর্ণ, তাম্র, যবক্ষার, পঞ্চলবণ, প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা। গোমূত্র ১৬ সের। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। শীতল হইলে মধু ২ পল মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চিত্রকাদি লৌহ সেবন করিলে প্লীহা, উদরাময়, গুল্ম, যকৃৎ, গ্রহণী, শোথ, অগ্নিমান্দ্য ও নানা রোগ নষ্ট হয়।

#### সর্কেশ্বরলৌহম্

শুদ্ধসূতং পলং গন্ধং দ্বিগুণস্ত মৃতাত্তকম্। ত্রিপলং মৃততাম্রঞ্চ পলার্দং স্বর্ণমাঞ্চিকম্।। জৈপালং চিত্রকং মাণং শূর্যং ঘটকর্ণকম্।। গ্রহিকং ত্রিফলা ব্যোমং ত্রিবৃতা খরমঞ্জরী।। দণ্ডোৎপলা বৃশ্চিকালী কুলিংশ নাগদন্তিকা। সূর্য্যাবর্ভঞ্চ সংচূর্ণ্য কর্ষমাত্রং বিমর্দয়েৎ।। আর্দ্রকস্য রসেনৈব চূর্ণয়িত্বা পুনঃ ক্ষিপেৎ।। ত্রিপলং লৌহচূর্ণস্য ততঃ খাদেচ্ছভেহুহনি।। সংপূজা ভাস্করং বিষুং গণনাথং দ্বিজোত্তমম্।। মাযমাত্রঞ্চ মধুনা কৃত্বা শীতজলং পিবেৎ।। চূর্ণং সর্কেশ্বরং নাম সর্করোগহরং ভবেৎ।। কঠোরপ্লীহনাশায় গুল্মোদর-হরং তথা।। কামলাং পাণ্ডুমানাহং যকৃৎক্রিমিকৃতাময়ান্।। বিচর্চীমল্লপিশুঞ্চ কণ্ডুং কুষ্ঠং বিনাশয়েৎ।। প্লীহানমল্লপিশুঞ্চাপ্যাগ্নিমান্দ্যং সুদুস্তরম্।। শ্রীকরং কান্তিজননং শুক্রায়ুর্বলবর্দ্ধনম্।।

পারদ ১ পল, গন্ধক ১ পল, অভ্র ২ পল, তাম্র ৩ পল, স্বর্ণমাঞ্চিক ৪ তোলা; জয়পাল, চিতামূল, পুরাতন মাণ, ওল, ঘেঁটকোল, পিপুলমূল, ত্রিফলা, ত্রিকটু, তেউড়ী, আপাঙ্গ, ডানকুনিশাক, বিছাটিমূল, হাড়যোড়া, নাগদানা ও হুড়হুড়ে প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা। এই সমুদায় আদার রসে মাড়িয়া পরে লৌহচূর্ণ ৩ পল মিশ্রিত করত মর্দন করিয়া লইবে। এই চূর্ণের মাত্রা ১ মাযা। মধু-সহ সেবন করিয়া শীতল জল পান করিবে। শুভদিনে সূর্য্যাদির পূজা করিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে কঠোর প্লীহা, গুল্ম, উদর, কামলা, যকৃৎ, ক্রিমি-জন্য রোগ ও অল্পপিত্ত প্রভৃতি পীড়া নষ্ট হইয়া কান্তি, শুক্র, আয়ু ও বল বর্দ্ধিত হয়।

#### বিদ্যাধরো রসঃ

গন্ধকং তালকং তাপ্যং মৃতং তাম্রং<sup>১</sup> মনঃশিলা। শুদ্ধসূতঞ্চ তুল্যাংশং মর্দয়েদ্ ভাবেদ্ দিনম্।। পিঙ্গল্যাশ্চ কষায়েণ বজ্রীক্ষীরেণ ভাবেৎ।। বল্লঞ্চ ভক্ষয়েৎ ক্ষৌদ্রৈগুণ্যৈঃ প্লীহাদিকং জয়েৎ।। রসো বিদ্যাধরো নাম গোদুগ্ধঞ্চ পিবেদনু।।

১. তাম্রমিত্র স্বর্ণমিতি বা পাঠঃ।

## ২৫৬ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, তাম্র (পাঠান্তরে স্বর্ণ), মনহাল ও পারদ প্রত্যেক সমভাগে মিশ্রিত করিয়া পিপুলের কাথে ও সিজের আঠায় এক-এক দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু ও গব্যদুগ্ধ। ইহা সেবনে গুশ্ম ও প্লীহাদি নষ্ট হইয়া থাকে।

### রসরাজঃ

গন্ধকেন মৃতং তাম্রং শুদ্ধগন্ধকতুল্যকম্। দ্বয়োঃ পাদং শুদ্ধরসং মর্দয়েচ্ছূরগদ্রবৈঃ।। পুটেদ্ গজপুটে বিদ্বান্ স্বাস্ত্রশীতং সমুদ্বরেৎ। গুঞ্জাদ্বয়ং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈঃ প্লীহগুশ্মবিনাশনম্।। যকৃচ্ছূলং জ্বরং হস্তি কাস্তিপুষ্টিবিবর্দ্ধনঃ। রসরাজ ইতি খ্যাতে রোগবারণকেশরী।।

গন্ধক-সংযোগে জারিত তাম্র ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পারা ১০ তোলা, এই সমুদায় ওলের রসে মর্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। অগ্নি নির্বাণ হইয়া সুশীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান মধু। ইহাতে প্লীহা, গুশ্ম, যকৃৎ-শূল ও জ্বর নষ্ট হইয়া কাস্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়।

### রৌহীতক লৌহম্

রৌহীতকসমায়ুক্তং ত্রিকট্রয়যুতস্থঃ। প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ শোথং হস্তি ন সংশয়ঃ।। (অত্র সর্বচূর্ণসমং লৌহং, মধুনা লৌহপাত্রে বিমর্দ্য রক্তিকাদিক্রমেণ লিহ্যৎ)।

রৌহীতকছাল, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও ত্রিমদ (বিড়ঙ্গ, মুতা, চিতামূল) প্রত্যেক সমভাগ, সর্বসমান লৌহ। এই সমুদায় একত্র মধুর সহিত লৌহপাত্রে মর্দন করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে প্লীহা, অগ্রমাংস ও শোথ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়।

### যকৃদরি লৌহম্

দ্বিকৰ্ণং লৌহচূর্ণস্য গগনস্য পলাদ্রকম্। কৰ্ণং শুদ্ধং মৃতং তাম্রং লিম্পাকাভিষ্মত্চম্ পলম্।। মৃগাজিন-ভষ্মপলং সৰ্ব্বমেকত্র কারয়েৎ। নবগুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্।। যকৃৎপ্লীহাদরশ্লেষব কামলাঞ্চ হলীমকম্। কাসং শ্বাসং জ্বরং হস্তি বলবর্ণাঘিকারকম্। যকৃদরি দ্বিধং লৌহং বাতগুশ্মবিনাশনম্।।

লৌহচূর্ণ ৪ তোলা, অত্র ৪ তোলা, তাম্র ২ তোলা, পাতিলেবুর মূলের ছাল ৮ তোলা এবং অন্তর্ধূমে ভষ্মীকৃত কৃষ্ণসারচর্ম ৮ তোলা, এই সমুদায় একত্র জলে মর্দন করিয়া ৯ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা, উদর, কামলা ও কাস প্রভৃতি রোগ নষ্ট হইয়া বল, বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

### যকৃৎপ্লীহারি লৌহম্

হিস্লসম্ভবং সূতং গন্ধকং লৌহমত্রকম্। তুল্যং দ্বিগুণতাম্রস্ত শিলা চ রজনী তথা।। জয়পালং টঙ্গণঞ্চ শিলাজতু সমং রসাৎ। এতৎ সর্বং সমাহত্য চূর্ণীকৃত্য বিমিশ্রয়েৎ।। দস্তীত্রিবিচ্চিএকঞ্চ নিশ্চুস্তী ব্রূষণং তথা।। আর্দ্রকং ভৃঙ্গরাজস্য রসৈরেষাং পৃথক্ পৃথক্।। ভাবয়িত্বা বটীং কুর্ধ্যাদ বদরাস্থিমিতাং ভিষক্।। প্লীহানং যকৃৎশ্লেষ চিরকালানুবন্ধিনম্।। একজং দ্বন্দ্বজশ্লেষ সর্বদোষভবং তথা।। হন্যাদষ্টোদরানীহ জ্বরং পাণ্ডুঞ্চ কামলাম্।। শোথং হলীমকম্ হস্তি মন্দাঘ্নিদ্ধমরোচকম্। যকৃৎপ্লীহারিনামেদং লৌহং জগতি দূর্লভম্।।

হিস্ললোথ পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অত্র প্রত্যেক ১ তোলা; তাম্র, মনঃশিলা ও হরিদ্রা প্রত্যেক ২ তোলা; জয়পাল, সোহাগা ও শিলাজতু প্রত্যেক ১ তোলা; এই সমুদায় একত্র মর্দন করিয়া পরে

দস্তীমূল, তেউড়ী, চিতামূল, নিসিন্দা, ত্রিকটু, আদা ও ভীমরাজের রসে (বা ক্বাথে) পৃথক্-পৃথক্ ভাবনা দিয়া কুলআঁটির ন্যায় বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন শ্রীহা, যকৃৎ, আটপ্রকার উদর, জ্বর, পাণ্ডু, কামলা ও শোথ প্রভৃতি নানা রোগের শান্তি হয়।

### যকৃৎশ্রীহোদরহরলৌহম্

লৌহার্দ্ধমভ্রকং শুদ্ধং সূতমাত্রার্দ্ধভাগিকম্। ত্রিগুণময়সশূর্ণাৎ ত্রিফলাং সার্দ্রকাত্রকাৎ।। দ্বিরষ্ট বারিণো ভাগমষ্টশেষস্ত কারয়েৎ। তেন চাষ্টাবশেষেণ সমেনাজ্যেন যত্নতঃ।। রসেন বহুপত্রায়া দ্বিগুণক্ষীরসম্মিতম্। লৌহময্যা পচেদ্রক্ষ্যা পাত্রে চায়সি মুম্ময়ে।। দিব্যৌষধিহতং লৌহং পুটিতং পটনৌষধিঃ। পচেৎ পাকবিধিঞ্জস্ত বহিনা মৃদনা শনৈঃ।। অত্রকং নিহতং কৃষ্ণং সূতকং বিধিমুর্চ্ছিতম্। অয়সশচার্দ্ধভাগস্ত আদৌ পাকে বিনিষ্কিপেৎ।। কন্দকপালিকা চব্যং বিড়ঙ্গং সবৃহদলম্। শরপুঞ্জা চ পাঠা চ চিত্রকঞ্চ মহৌষধম্।। লবণানি চ সর্বানি স্ফারো বৃদ্ধদারকঃ। দীপ্যকঞ্চ তথা সিক্ণং লৌহাত্রকসমং ক্ষিপেৎ।। শ্রীহোদরযকৃৎশ্রীহস্তি ক্ষারান্নিভির্বিনা। প্রয়োগোহয়ং মহাবীর্যো লৌহো লৌহবিদ্যং বরঃ।। শ্রীহোদর-বিনাশায় দদ্যাদ্দে দ্বৈ পুটে পৃথক্। মাগেন ঘণ্টকর্ণেন শূরণেনাধিকং পুনঃ।।

লৌহ ১ ভাগ, লৌহের অর্দ্ধেক অত্র, অত্রের অর্দ্ধেক রসসিন্দূর, অত্র ও লৌহের সমষ্টির ৩ গুণ ত্রিফলা, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র ১৬ গুণ জলে পাক করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহার সহিত সমভাগে ঘৃত এবং শতমূলীর রস ও দ্বিগুণ পরিমাণে দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া মুক্তিকা বা লৌহের পাত্রে পাক করিবে। প্রথমে লৌহের অর্দ্ধাংশ পাকার্থ চড়াইবে, পরে অবশিষ্ট অর্দ্ধেক প্রক্ষেপ দিবে। প্রক্ষেপার্থ ওল, কাপালিকা, চই, বিড়ঙ্গ, পাটিয়ালোধ, শরপুঞ্জ, আকনাদি, চিতামূল, শুঁঠ, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, বিদ্ধড়কবীজ, যমানী ও মোম প্রত্যেক লৌহ ও অত্র উভয়ের সমান। ইহা সেবন করিলে ক্ষার এবং অগ্নিকর্ম্ম ব্যতিরেকেও উদর, যকৃৎ ও গুল্ম প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়। শ্রীহোদর-বিনাশের নিমিত্ত ইহা মাণ, ঘেঁটকোল ও ওলের রসে পৃথক-পৃথক্ মাড়িয়া দুই-দুইবার পুটপাক দিবে।

সামুদ্রং সৈন্ধবং কাচং যবক্ষারঃ সুবর্চলম্। টঙ্গণং স্বজির্জাক্ষারস্তুলাং সর্বং বিচূর্ণয়েৎ।। অর্কক্ষীরৈঃ স্নুহীক্ষীরৈরাতপে ভাবয়েৎ ত্র্যহম্। তেন লিপ্তার্কপত্রঞ্চ রুদ্ধা চান্তঃপুটে পচেৎ।। তৎ ক্ষারং চূর্ণয়েৎ পশ্চাৎ ত্র্যঘণং ত্রিফলারজঃ। জীরকং রজনী বহ্নিন্বভাগং সমং সমম্।। ক্ষারার্দ্ধমেব সর্বঞ্চ একীকৃত্য প্রযোজয়েৎ। বজ্রক্ষারমিদং সিদ্ধং স্বয়ং প্রোক্তং পিনাকিনা।। সর্বোদরেযু গুল্মেষু শূলদোষেষু যোজয়েৎ। অগ্নিমান্দোহপাজীর্ণে চ ভক্ষ্যং নিম্নদ্বয়ম্ দ্বয়ম্।। বাতাধিকে জলং কোষং ঘৃতং বা পৈত্তিকে হিতম্।। কফে গোমূত্রসংযুক্তমারনালং ত্রিদোষজে।।

সামুদ্রলবণ, সৈন্ধব, কাচলবণ, যবক্ষার, সচল লবণ, সোহাগা ও সাচিক্ষার এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিবে। পরে আকন্দের আঠা ও সিজের আঠায় ৩ দিন রৌদ্রে ভাবনা দিয়া তদ্বারা তাম্রপত্রে প্রলেপ দিবে। অস্তঃপুটে পাক করিয়া প্রলিপ্ত তাম্রপত্র চূর্ণিত করিবে এবং তাহার সহিত ত্রিকটু, ত্রিফলা, জীরা, হরিদ্রা, চিতা, ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ মিলিত ক্ষারের অর্দ্ধাংশ একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবনে সর্বপ্রকার উদর, গুল্ম, শূল, অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগ নিবারিত হয়। পরিমাণ ২ তোলা। অনুপান বাতাধিকো উষ্ণ জল, পিত্তাধিকো ঘৃত, কফাধিকো গোমূত্র ও ত্রিদোষাধিকো কঁাজি।

### মহাদ্রাবকঃ

বৃষশ্চৈত্রমপামাগশ্চিষ্ণা কুথ্যাশুনাড়িকা। মুহী তালস্য পুষ্পঞ্চ বর্ষভূর্বৈতসং তথা।। এতেষাং ক্ষারমাহাত্য  
লিম্পাকস্বরসেন চ। ক্ষালয়িত্বা ক্ষারতোয়ং বস্ত্রপুতঞ্চ কারয়েৎ।। চণ্ডাতপেন সংশোষ্য গ্রাহ্যং তদ্রবণো-  
চিতম্। এতস্য দ্বিপলং গ্রাহ্যং যবক্ষারপলদ্বয়ম্।। স্ফটিকারিপলঞ্চৈব নরসারপলং তথা।। পলার্দ্ধং  
সৈন্ধবং গ্রাহ্যং টঙ্গণং তোলকদ্বয়ম্।। কাসীসং তোলকঞ্চৈব মুদ্রাশঙ্খঞ্চ তোলকম্। দারুমেচাং কর্ককঞ্চ  
তোলং সমদ্রফেনকম্।। সর্বমেকত্র সংচূর্ণ্য বকযস্ত্রেণ সাধয়েৎ। মহাদ্রাবকমেতদ্বি যোজ্যঞ্চ রসজারণে।।  
হস্তি গুম্মাদিকান্ রোগান্ যকৃৎপ্লীহাদরানি চ।।

বাসক, চিতামূল, আপাঙ্গ, তেঁতুলছাল, কুমড়ার ডাঁটা, সিজমূল, তালজটা, পুনর্নবা ও বেত এই  
সমুদায়ের ক্ষার পাতিলেবুর রসে মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে, পরে ঐ ক্ষারদ্রব্য প্রচণ্ড রৌদ্রে  
শুক্ক করিবে। এই ক্ষার ২ পল, যবক্ষার ২ পল, ফটকিরি ১ পল, নিশাদল ১ পল, সৈন্ধব ৪ তোলা,  
সোহাগা ২ তোলা, হীরাকস ১ তোলা, মুদ্রাশঙ্খ ১ তোলা, সৈকো ২ তোলা ও সমুদ্রফেন ১  
তোলা; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া বকযস্ত্রে চুয়াইয়া আরক লইবে। ইহার নাম মহাদ্রাবক।  
এতদ্বারা রসাদির জারণ হয়। (ইহার ৫-৭ বিন্দু জলে মিশ্রিত করিয়া) সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা,  
উদর ও গুম্মাদি নানা রোগ নষ্ট হয়।

### মহাদ্রাবক রসঃ

শুদ্ধং কাঞ্চনমাক্ষিকং মৃদুতরং কাংস্য্যভিধং তৎ তথা সিদ্ধুখং বিমলং রসাজ্ঞনবরং ফেনঃ অবস্তীপতেঃ।  
ক্ষারৌ স্বর্জিকসান্তুলৌ সুবিমলৌ ভাগান্তুমীষাং সমাঃ সপ্তানাম্ সদৃশস্ত টঙ্গণমিহাস্যাক্তৌ নুসারঃ সিতঃ।।  
তন্তুল্যা স্ফটিকারিকা ত্রিসদৃশঃ শুক্লো যবস্যাগ্রজঃ কাশীশত্রিতয়ং যবাগ্রজসমং সংচূর্ণ্য সর্বং ন্যসেৎ।  
পাত্রে কাচময়ে মৃদস্বরবতে যস্ত্রে বকাখে ভিষগ্ জ্বালেন ক্রমবর্দ্ধিনাত্যবহিতোহুমীষাং রসং পাতয়েৎ।।  
যো দ্রাগ্ ভস্ম বরাটিকাং প্রকুতে সোহয়ং মহাদ্রাবকঃ কো বভূং প্রভবেদমুখ্য নিতরাং সমাগুণান্  
ভূতলে। এতদ্ বহ্নচতুষ্টয়ং সহ গিলেচ্ছৃষ্ঠ্যা লবঙ্গেন বা তৎপশ্চাৎ পরিবাসিতং বহুগুণং তাম্বুলকং  
ভক্ষয়েৎ।। প্রাসঙ্গ্যং কথ্যামি তান্ শৃণু গুণানসৌব কাংশ্চিৎ পরান নিঃশেষং বিনিহন্ত্যসৌ চিরভবান্য-  
ষ্টৌদরানি ধ্রুবম্। গুম্মাং পাণ্ডুলীমকং সুকঠিনামষ্টীলিকাং কামলাং মন্দাগ্নিং বিষমাগ্নিতাং বহুবিধান্  
শোথাস্চ শূলানপি।। সর্ববর্ষাংসি ভগন্দরান্ ক্রিমিগদান্ পঞ্চৈব কাসাংস্তথা হিক্সালীপদকোষ-  
বৃদ্ধিমরুচিব্যাধিঃ মহাদারুণম্। নব্যং বা চিরজং জ্বরং বহুবিধং হৃদ্রিৎ ক্রিমীনং বিংশতিং যক্ষ্মাণং চিরজাম-  
বাতপিড়কাবীসপবিস্ফোটকম্।। উন্মাদং স্বরভেদমর্কৃদমপি শ্বেদঞ্চ হৃৎপাণিজং জিহ্বাস্তম্ভগলগ্রহং  
চিরভবং গ্রীবারুজামৃষ্ণগাম্। নাসাকর্ণশিরোহৃক্ষিবস্ত্রজগদান্ ক্ষুদ্রাময়াংশ্চাপরান্ হন্যাংদেব চিরোথিতান্  
বহুবিধানন্যাংশ্চ রোগানপি।। একঃ স্যাদপরো হি টঙ্গণংৈর্দ্রব্যৈঃ পটৈঃ সপ্তকৈঃ অন্যস্ত স্ফটিকারি  
টঙ্গণযবক্ষারাগ্রকাসীসকৈঃ। জানীয়াৎ গুরুতো বিভাগমনয়োঃস্ত্রাদিকঞ্চাপরং নির্দিষ্টান্নয় এব ভেষজবরাঃ  
স্বল্পো মহান্ মধ্যমঃ।। (টঙ্গনাদিকাসীসান্তেঃ সপ্তত্রৈবৈর্মধ্যমঃ। স্ফটিকারিকাসীসান্তচতুর্দ্রব্যৈঃ স্বল্পঃ।  
স্বর্ণমাক্ষিকাদিকাসীসত্রিতয়াষ্টৈর্মহান্।।)

স্বর্ণমাক্ষিক, কাংস্যমাক্ষিক, সৈন্ধব লবণ, রসাজ্ঞন, সমুদ্রফেন, সাচিক্ষার ও সান্তুলক্ষার এই সকল  
দ্রব্য প্রত্যেক ১ ভাগ, সোহাগা ৭ ভাগ, নিশাদল সাড়ে ৩ ভাগ, ফটকিরি ৩।০০ ভাগ, যবক্ষার ১৪  
ভাগ; ধাতুকাসীস, পদ্মকাসীস, কাসীস (হীরাকস) মিলিত ১৪ ভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য চূর্ণিত করিয়া  
কুড়িত বস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপিত কাচনির্মিত পাত্রে রাখিয়া বকযস্ত্রে ক্রমশঃ অগ্নির তেজ বৃদ্ধি  
করিবে ও যথাবিধানে সাবধানতাপূর্বক পাক করিয়া উহাদের আরক চুয়াইয়া লইবে। ইহার নাম

মহাদ্রাবক, ইহা স্বল্প মধ্য ও মহৎ এই তিন প্রকার হইয়া থাকে। ফটকিরি, সোহাগা, যবক্ষার ও হীরাকস এই চারি দ্রব্যের সমান চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া যে-আরক প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে স্বল্পদ্রাবক কহে। এইরূপ সোহাগা, নিশাদল, ফটকিরি, যবক্ষার, ধাতুকাসীস, কাসীস (হীরাকস) ও পদ্মকাসীস, এই সপ্তদ্রব্যের আরককে মধ্যম দ্রাবক কহে। আর স্বর্ণমাক্ষিক প্রভৃতি মূলোক্ত সমুদায় দ্রব্যের আরকের নাম মহাদ্রাবক। ইহাদের যন্ত্র ও পাকের নিয়মাদি গুরু নিকট হইতে জ্ঞাতব্য। মহাদ্রাবক শুঁঠ বা লবঙ্গচূর্ণের সহিত ৮ রতি (৭-৮ বিন্দু) পরিমাণে সেবনীয়। ঔষধসেবনান্তে সুবাসিত তাম্বুল ভক্ষণ করিবে। এই মহাদ্রাবক রসের গুণ বর্ণনাতে। তথাপি প্রসঙ্গত ইহার কিছু গুণ বলিতেছি। ইহাতে চিরজাত অষ্টপ্রকার উদর, গুল্ম, পাণ্ডু, হলীমক, অষ্টীলা, কামলা, অগ্নিমান্দ্য, বিষমাম্নি, শোথ, শূল, অর্শ, ভগন্দর, যকৃৎ ও প্লীহা প্রভৃতি মূলোক্ত নানা রোগ উপশমিত হয়।

#### শঙ্খদ্রাবকঃ

অর্কঃ সূহী তথা চিঞ্চা তিলারম্বচিট্রকম্। অপামার্গভস্ম সমং বস্ত্রপুতং জলং হরেৎ।। মৃদ্বিমা পচেৎ তৎ তু যাবল্লবণতাং গতম্। লবণেন সমৌ গ্রাহৌ দৌ ক্ষারৌ টঙ্গণং তথা।। সমুদ্রফেনো গোদস্তা কাসীসঃ সোরকা তথা। দ্বিগুণং পঞ্চলবণং মাতুলুঙ্গরসেন চ।। কাচকূপ্যাস্ত সপ্তাহং বাসয়েদন্নযোগতঃ। শঙ্খচূর্ণপলং দস্তা বারুণীযন্ত্রমুদ্বরেৎ।। সর্বধাতুং হরেচ্ছীঘ্রং বরাটীশঙ্খকাদিকান্। উদরাদিকরোগাণাং সদ্যো নাশকরং পরঃ।।

আকন্দছাল, সিজ, তেঁতুলছাল, তিলকাষ্ঠ, সৌদালছাল, চিতা ও আপাঙ্গ এই সমুদায়ের সমান-সমান ভস্ম লইয়া জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে ঐ ক্ষারজল যাবৎ না লবণরস প্রাপ্ত হয়, তাবৎ মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পরে ঐ লবণ ৪ তোলা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, সমুদ্রফেন, গোদস্তহরিতাল, হীরাকস ও সোরা প্রত্যেক ৪ তোলা; পঞ্চলবণ প্রত্যেক ৮ তোলা, এই সমুদায় একত্র করিয়া টাবালেবুর রসের সহিত কাচকূপীর মধ্যে সপ্তাহকাল রাখিয়া দিবে। পরে শঙ্খচূর্ণ ৮ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া বারুণীযন্ত্রে চুয়াইয়া লইবে। এই দ্রাবকে কড়ি ও শঙ্খ প্রভৃতি দ্রব্যসকল দ্রবীভূত হইয়া যায়। ইহা সেবন করিলে প্লীহাদি নানা রোগ শীঘ্র নষ্ট হয়।

#### মহাশঙ্খদ্রাবকঃ

চিঞ্চাঋতঃ সূহীহার্কোহপামার্গশ্চ হি পঞ্চমঃ। পৃথগ্ভস্ম জলং কৃৎস্না তৃদ্বত্য লবণানি চ।। টঙ্গণঞ্চ যবক্ষারঃ স্বজির্লবণপঞ্চকম্। রামঠং তালকক্ষেব লবঙ্গং নরসারকঃ।। জাতীফলঞ্চ গোদস্তা তাপ্যং গন্ধরসং তথা।। বিষং সমুদ্রফেনশ্চ সোরকা ফটিকারিকা।। শঙ্খচূর্ণং শঙ্খনাভিচূর্ণং পায়ণসম্ভবম্। মনঃশিলা চ কাসীসং সমভাগঞ্চ কারয়েৎ।। ভাব্যং তদ্ বেতসরসৈঃ কাচকূপ্যাং ক্ষিপেৎ ততঃ।। অত্র দ্রব্যঞ্চ তদ্ দস্তা উষ্মস্থানে চ ধারয়েৎ।। বস্ত্রেণাচ্ছাদিতস্তাবদ্ যাবৎ স্যাৎ সপ্তবাসরম্। পশ্চাৎস্নান্দ্যিমা দেয়ং বারুণী-যন্ত্রমুদ্বরেৎ।। কাচকূপ্যাং জলং ধার্য্যং রক্ষয়েদ্ যত্নত সুধীঃ। গুঞ্জৈকং পর্ণখণ্ডেন প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ।। কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং প্লীহমজীর্ণং গ্রহবীগদম্। রক্তপিপ্তং ক্ষতং গুল্মমর্শাংসি চ বিনাশয়েৎ।। অশ্মরীং মুত্রকচ্ছুঞ্চ শূলমষ্টবিধং তথা।। আমবাতং বাতরক্তং খঞ্জবাতং ধনুস্তথা।। উদরাময়মামঞ্চ শূলতাং ক্রিমি-কোষ্ঠতাম্। বাতপিপ্তকফান সর্বান নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।। ভূক্ষা চ কণ্ঠপর্য্যন্তং গুঞ্জৈকঞ্চ রসং লিহেৎ। তৎক্ষণাৎ কারয়েদ্ ভস্ম তৃণরাশিমিবানলঃ।। যামার্কং দ্রাবয়েৎ সর্বং শঙ্খশুস্তিবরাটিকম্। পূর্বোক্তবিধিনা তত্র দদ্যমিষি চতুপ্পথে।। যোগিনীভৈরবভ্যাঞ্চ বলিং মাষতিলানথ।। মহাশঙ্খদ্রবো নামা শঙ্খদেবেন ভাষিতঃ।। শুহাদুগ্‌হ্যতমং গোপ্যং পত্রস্যাপি ন কথ্যতে। লোকানাং কৌতকং কত্রা প্রকাশ্যং রাজস্নিধৌ।।



তৈলুতলাল, অম্বতলাল, সিজের ছাল, আকন্দছাল ও আপাঙ্গ ইহাদের পৃথক-পৃথক ক্ষারজল প্রস্তুত করিয়া তাহা ইহাতে লবণ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। পরে সোহাগা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, হরিতাল, হিঙ্গু, লবঙ্গ, নিশাদল, জায়ফল, গোদন্তহরিতাল, স্বর্ণমাফিক, গন্ধবোল, বিষ, সমুদ্রফেন, সোরা, ফটকিরি, শঙ্খচূর্ণ, শঙ্খনাভিচূর্ণ, প্রস্তরচূর্ণ, মনছাল ও হীরাকস এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণ করিয়া বেতের রসে ভাবনা দিয়া কাচকুপীতে স্থাপন করিবে। পরে ৭ দিন বস্ত্রাবৃত করিয়া উষ্ণ স্থানে রাখিয়া পশ্চাৎ মন্দ অগ্নিতে বারুণীযন্ত্রে পাক করিয়া সত্ত্বপাতন করিবে। ঐ দ্রবাংশ কোন কাচপাত্রে পাতিত করিয়া যত্নপূর্বক রাখিতে ইহাবে। ইহা ১ রতি পরিমাণে পানের সহিত সেব্য। ইহাতে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, প্রীহা, অজীর্ণ, গ্রহণী, রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত, গুল্ম, অর্শ ও মূত্রকৃচ্ছ প্রভৃতি নানা রোগ ধ্বংস ইয়া অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হয়। আকর্ষ ভোজন করিয়া এই রস ১ রতি মাত্রায় সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ সমুদায় ভ্রমীভূত হয়।

#### শঙ্খদ্রাবকো রসঃ

যোগিনীভৈরবাভ্যঞ্চ বলিমাদৌ প্রদাপয়েৎ। পশ্চাদ্ যন্ত্রঞ্চ কর্তব্যমেবাহ পরমেশ্বরী।। রসঃ শঙ্খদ্রবো নাম শম্ভুদেবেন ভাষিতঃ। গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং গুহ্যমিদানীং কথ্যতে ময়া।। শঙ্খচূর্ণং যবক্ষারং স্বর্জিক্ষারং সটঙ্গণম্। সমঞ্চ পঞ্চলবণং স্ফটিকারি নুসাদরম্।। কাচকুপ্যাং ততঃ ক্ষিপ্ত্বা বারুণীযন্ত্রমুদ্ধরেৎ। যামার্কং দ্রাবয়ত্যেব শঙ্খশুভিবরাটিকান্।। অর্শাংশি নাশয়েৎ যট্ চ মূত্রাকৃচ্ছাস্মরীসুত্থা। উদরাষ্টবিধং হস্তি গুল্ম-প্রীহোদরাণি চ।। অজীর্ণং নাশয়েচ্ছীঘ্রং গ্রহণীঞ্চ বিসূচিকাম্। ভক্তশেষে চ ভোক্তব্যো মাষমাত্রো রসোত্তমঃ।। ক্ষণমাত্রাদ্ ভবেদ্ ভস্ম পনর্ভোজনমিচ্ছতি। প্রত্যহং ভোজনাশ্তে চ সংসেব্যোহয়ং রসোত্তমঃ।। ন রুজায়াং ভয়ং ক্লাপি সতাং সতাং বদাম্যহম্। ন দেয়ং যস্য কস্যাপি সদা গোপ্যঞ্চ কারয়েৎ। রসঃ শঙ্খদ্রবো নাম বৈদ্যানামুপকারকঃ।।

শঙ্খচূর্ণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, পঞ্চলবণ, ফটকিরি ও নিশাদল এই সমুদায় সমভাগে কাচকুপীতে স্থাপিত করিয়া বারুণীযন্ত্রে চুয়াইয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা অর্দ্ধ প্রহরের মধ্যে শঙ্খ ও শুক্তি প্রভৃতি দ্রব্যকে দ্রবীভূত করে। মাত্রা ১ মাষা (১০-১২ বিন্দু)। ভোজনাশ্তে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে যট্প্রকার অর্শ, অষ্টপ্রকার উদর, গুল্ম, প্রীহা ও বিসূচিকা প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। ইহা অজীর্ণের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

#### চিত্রকপিপ্পলী ঘৃতম্

পিপ্পলীং চিত্রকামূলং পিষ্ট্বা সমাগবিপাচয়েৎ। ঘৃতং চতুর্গুণং ক্ষীরং যকৃৎপ্রীহোদরাপহম্।।

ঘৃত ৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কঙ্কার্থ পিপুল ও চিতামূল মিলিত ১ সের। পাকের জল ১৬ সের। এই ঘৃত পান করিলে যকৃৎ ও প্রীহা নষ্ট হয়।

#### পিপ্পলীঘৃতম্

পিপ্পলীকঙ্কসংযুক্তং ঘৃতং ক্ষীরচতুর্গুণম্। পচেৎ প্রীহাশ্বাসাদাদি-যকৃদ্রোগহরং পরম্।।

ঘৃত ৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কঙ্কার্থ পিপুল ১ সের। জল ১৬ সের। এই ঘৃত পান করিলে যকৃৎ, প্রীহা ও অগ্নিমান্দ্যাদি রোগ নষ্ট হয়।

#### চিত্রকঘৃতম্

চিত্রকস্য তুলাকাথে ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। আরনালং তদ্বিগুণং দধিমগুং চতুর্গুণম্।। পঞ্চকোলকতালীশ-

- ফ্লোরেলবণসংযুতঃ। দ্বিজীরকনিশায়ুগ্মমরিচং তত্র দাপয়েৎ।। প্রীহশুল্মাদরাহ্মান-পাণ্ডুরোগারুচিজুরান্।  
বস্তিহংপার্শ্বকট্যকু-শূলোদাবল্লপীনসান্।। হন্যাৎ গীতং তদশোণ্যং শোথঘ্নং বহির্দীপনম্। বলবর্ণকরঞ্চাপি  
ভক্ষ্যকঞ্চ নিযচ্ছতি।।

ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ চিতামূল ১২ ॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কাঁজি ৮ সের, দধির  
মাত ১৬ সের। কঙ্কার্থ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, গুঁঠ, তালীশপত্র, যবক্ষার, সৈন্ধব, জীরা,  
কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মরিচ সমুদায়ে ১ সের। এই ঘৃত পান করিলে প্রীহা, গুল্ম, উদরাহ্মান,  
পাণ্ডু, অরুচি, এবং বস্তি হৃদয় পার্শ্ব কটী ও উরুদেশের শূল প্রভৃতি নানা রোগ উপশমিত হয়।

### রোহীতকঘৃতম্

রোহীতকত্বচঃ শ্রেষ্ঠাঃ পলানাং পঞ্চবিংশতিঃ। কোলদ্বিপ্রস্থসংযুক্তাং কষায়মূপকল্পয়েৎ।। পলিকৈঃ  
পঞ্চকোলৈশ্চ তৈঃ সর্বৈশ্চাপি তুল্যায়া। রোহীতকত্বচা পিষ্টৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।। প্রীহাভিবৃদ্ধিং  
শময়েদেতদাশু প্রযোজিতম্। তথা গুল্মজ্বরশ্বাস-ক্রিমিপাণ্ডুত্বকামলাঃ।।

ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ রোহীতকছাল ২৫ পল, কুলগুঁঠ ৩২ পল, পাকার্থ জল ৫৭ সের, শেষ ১৪  
সের ২ পল। কঙ্কার্থ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও গুঁঠ প্রত্যেক ১ পল, রোহীতকছাল ৫  
পল। এই ঘৃত পান করিলে প্রীহা, গুল্ম, জ্বর, শ্বাস ও ক্রিমি প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়।

### মহারোহীতক ঘৃতম্

রোহীতকাৎ পলশতং ক্ষোদয়েদ্ বদরাঢ়কম্। সাধয়িত্বা জলদ্রোণে চতুর্ভাগাবশেষিতম্।। ঘৃতপ্রস্থং  
সমাবাপ্য ছাগক্ষীরং চতুর্গুণম্। তস্মিন্ দদ্যাদিমান্ কঙ্কান্ সর্ব্বাংস্তানক্ষসংমিতান্।। ব্যোষং ফলত্রিকং  
হিঙ্গু যমানী তুষ্ণুরুং বিড়ম্। অজাজী কৃষ্ণলবণং দাড়িমং দেবদারু চ।। পুনর্নবা বিশালা চ যবক্ষারঃ  
সপৌন্ধরঃ। বিড়ঙ্গং চিত্রকঙ্কৈব হবুযা চবিকা বচা।। এতিঘৃতং বিপকস্ত্বং স্থাপয়েদ্ ভাজনে শুভে।  
পায়য়েৎ ত্রিপলাং মাত্রাং ব্যাধিং বলমবেক্ষ্য চ।। রসকেনাথ যুগেণ পয়সা বাপি ভোজয়েৎ। উপযুক্তে  
ঘৃতে তস্মিন্ ব্যাধীন হন্যাদিমান্ বহুন্।। যক্ৎপ্রীহোদরশ্চৈব প্রীহশূলং যক্ৎ তথা। কুক্ষিশূলঞ্চ হৃচ্ছূলং  
পার্শ্বশূলমরোচকম্।। বিবন্ধশূলং শময়েৎ পাণ্ডুরোগং সকামলম্। চর্দ্যতীসারশূলঘ্নং তন্দ্রাজ্বরবিনাশনম্।  
মহারোহীতকং নাম প্রীহানং হস্তি দারুণম্।। (অত্র একনৈব জলদ্রোণেন বদরচূর্ণাঢ়কসহিতস্য  
রোহীতকপলশতস্য কাথঃ করণীয়ঃ, তথৈব নিদ্রিষ্টত্বাৎ। অন্যে তু জলসাল্পাত্ত্বমাশ্রয়্য দ্রোণপদমাবৃত্য  
রোহীতক পলশতমিত্যনেন তথা বদরাঢ়কমিত্যনেন প্রত্যেকং যোজ্যম্। এতেন একেন জলদ্রোণেন  
রোহীতকপলশতস্য কাথঃ। অপরেণ বদরাঢ়কস্য চ কাথঃ। ব্যবহারস্ত্বননৈব। ইতি শিবদাসঃ।)

ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ রোহীতকছাল ১২ ॥০ সের, কুলগুঁঠ ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের।  
(জলের অল্পত্ব আশঙ্কা করিয়া কেহ বলেন, রোহীতকছাল ১২ ॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬  
সের এবং কুলগুঁঠ ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এইরূপ পৃথক পৃথক ২টি কষায়  
করিতে হইবে। এই নিয়মেই ব্যবহার করা যায়।) ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। কঙ্কার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা,  
যমানী, হিঙ্গু, ধনে, বিটলবণ, জীরা, কৃষ্ণলবণ (একপ্রকার সচল লবণ), দাড়িমবীজ, দেবদারু, পুনর্নবা,  
রাখালশসার মূল, যবক্ষার, কুড়, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, হবুযা, চই ও বচ প্রত্যেক ২ তোলা। রোগীর  
ব্যাধি ও বল বিবেচনা করিয়া ৩ পল পর্য্যন্ত মাত্রা প্রদান করিবে। (ব্যবহার ২ তোলা)। অনুপান  
মাংসরস, ঘৃষ ও দুগ্ধ প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে যক্ৎ, প্রীহা, প্রীহশূল, যক্ৎশূল, হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল  
ও অরুচি প্রভৃতি নানা রোগ উপশমিত হয়।

## ২৬২ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

### রোহীতকারিষ্টঃ

রোহীতকতুলামেকাং চতুর্দোণে জলে পচেৎ। পাদশেষে রসে পুতে শীতে পলশতদ্বয়ম্।। দদ্যাদ্ গুড়স্য  
ধাতক্যাঃ পলযোড়শিকা মতা। পঞ্চকোলং ত্রিজাতঞ্চ ত্রিফলাঞ্চ বিনিষ্কিপেৎ।। চূর্ণয়িত্বা পলাংশেন  
ততো ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। মাসদুর্দ্ধঞ্চ পিবতাং সর্বোদররুজাং জয়েৎ।। শ্লীহগুন্মোদরাষ্টীলা-গ্রহণ্যর্শাংসি  
কামলাম্। কুষ্ঠশোফারুচিহরো রোহীতকারিষ্টসংজ্ঞিতঃ।।

রোহীতকছাল ১২।।০ সের, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া ইহাতে গুড়  
২৫ সের গুলিয়া দিয়া তাহাতে ধাইফুল ১৬ পল, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ, গুড়ত্বক,  
এলাইচ, তেজপত্র, হরীতকী, বহেড়া ও আমলা প্রত্যেক ১ পল চূর্ণ করিয়া নিষ্কেপ করিবে এবং  
একমাস কাল কোন আবৃত ভাণ্ডে রাখিবে। পরে ছাঁকিয়া লইয়া অর্দ্ধছটাক মাত্রায় দিবসে ২-৩ বার  
পান করিলে সর্বপ্রকার উদররোগ, শ্লীহা, গুন্ম, অষ্টীলা ও গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

### পথ্যাপথ্যবিধিঃ

শ্লীহা ও যক্‌রোগের পথ্যাপথ্য উদররোগের ন্যায় জানিবে।

ইত্যায়ুর্বেদ-সংগ্রহে শ্লীহযক্‌দ্রোগাধিকারঃ।

# শোথাধিকার

## শোথ নিদানম্

রক্তপিত্তকফান্ বায়ুদুস্তৌ দুষ্টান্ বহিঃশিরা। নীত্বা রুদ্ধগতিস্তৈর্হি কুর্যাৎ ত্রুণমাংসসংশ্রয়ম্ ॥ উৎসেধং  
সংহতং শোথং তমাছনিচরাদতঃ। সর্বং হেতুবিশেষৈস্ত রূপভেদাম্নবাস্বকম্ ॥ দৌষৈঃ পৃথগ্ধ্বয়ে  
সর্বৈরভিঘাতাদ্বিষাদপি। তৎপূর্বরূপং দবথুঃ শিরায়ামোহঙ্গগৌরবম্ ॥ শুক্যাময়াদুস্তকৃশাবলানাং  
ক্ষারাম্নতীক্ষ্ণাষণ্ডরূপসেবা। দধ্যামমৃচ্ছাকবিরোধিদুস্ত-গরোপসৃষ্টাম্ননিষেবণঞ্চ ॥ অর্শাংস্যচেষ্ঠা ন চ  
দেহশুদ্ধির্মর্ষোপঘাতো বিষমা প্রসূতিঃ। মিথ্যোপচারঃ প্রতিকর্মণাঞ্চ নিজস্য হেতুঃ স্বয়থোঃ প্রদীপ্তঃ ॥  
সগৌরবং স্যাদনবস্থিতত্ত্বং সোৎসেধমুদ্বাথ শিরাতনুত্বম্। সলোমহর্ষচ বিবর্ণতা চ সামান্যলিঙ্গং স্বয়থোঃ  
প্রদীপ্তম্ ॥ চলন্তনত্বক্ পরুষোহরুণোহসিতঃ সযপ্তিহর্ষাস্তিযতোহনিমিত্ততঃ। প্রশাম্যতি প্রোন্নমতি  
প্রপীড়িতো দিবাবলী চ স্বয়থুঃ সমীরণাৎ ॥ মৃদুঃ সগন্ধোহসিতপীতরাগবান্ ভ্রমজ্বরষেদভ্রামদাঘ্নিতঃ।  
য উষ্যতে স্পষ্টরুগক্ষিরাগকৃৎ স পিত্তশোথো ভূশদাহপাকবান্ ॥ গুরুঃ স্থিরঃ পাণ্ডুররোচকাস্থিতঃ প্রসেক-  
নিদ্রাবমিবহিমান্দ্যকৃৎ। স কচ্ছজন্মপ্রশমো নিপীড়িতো নচোন্নমেদ্রাতিবলী কফাস্বকঃ ॥ নিদানাকৃতি-  
সংসর্গাচ্ছয়থুঃ স্যাদ্দিদোষজঃ। সর্বাকৃতিঃ সন্নিপাতোচ্ছোথো ব্যামিশ্রলক্ষণঃ ॥ অভিঘাতেন শস্ত্রাদি-  
চ্ছেদভেদক্ষতাদিভিঃ। হিমানিলোদধানিলৈর্ভস্মাতকপিকচ্ছজৈঃ ॥ রসৈঃ শূকৈশ্চ সংস্পর্শাচ্ছয়থঃ  
স্যাদ্বিসর্পবান্। ভৃশোদ্বা লোহিতাভাসঃ প্রায়শঃ পিত্তলক্ষণঃ ॥ বিষজঃ সবিসপ্রাণি-পরিসর্পণমূত্রগাৎ।  
দংষ্ট্রাদন্তনখাঘাতাদবিষ প্রাণিনামপি ॥ বিন্মূত্রশুক্রোপহতমলবদ্বস্ত্রসঙ্করাৎ। বিষবৃক্ষানিলস্পর্শাদ  
গরযোগাবচূর্ণনাৎ ॥ মৃদুশ্চলোহবলস্বী চ শীঘ্রো দাহরুজাকরঃ। দোষাঃ স্বয়থমূর্ধ্বং হি কবর্ত্ত্যমাসয়স্থিতাঃ ॥  
পকাশয়ন্তা মন্যে তু বর্চঃস্থানগতাস্থখঃ। কৃৎসদেহমনুপ্রাপ্তাঃ কুর্যুঃ সর্বসরং তথা ॥

শোথের সম্প্রাপ্তি। কুপিত বায়ু, দুস্ত রক্ত পিত্ত ও কফকে বহিঃস্থ শিরাসমূহে লইয়া গিয়া এবং স্বয়ং  
উহাদের দ্বারা অপরুদ্ধগতি হইয়া ত্রুণমাংসাস্রিত সংহতাবয়ব (ঘন) উৎসেধ অর্থাৎ উচ্ছ্রায় উৎপাদন

করে, ইহাকেই শোথ কহে। পূর্বেক্ত রক্ত পিত্ত কফ ও বায়ু ইহারাই শোথপদার্থের উপাদান। হেতবিশেষে অর্থাৎ বাতাদি পৃথক পৃথক দোষে, দ্বন্দ্বদোষে, মিলিত ত্রিদোষে, অভিঘাতে ও বিষসেবনে রূপভেদেহেও শোথসকল নয়প্রকার হইয়া থাকে। যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মাজ, পিত্তশ্লেষ্মাজ, ত্রিদোষজ, অভিঘাতজ ও বিষজ।

শোথ জন্মবার পূর্বে সন্তাপ, শিরাবিস্তারবৎ পীড়া ও গাত্রগুরুতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। বমন-বিরেচনাদি শুদ্ধিক্রিয়া, জ্বরাদি ব্যাধি, অভোজন বা বিগুণ ভোজন, এই সকল কারণে কৃশ এবং দুর্বল ব্যক্তি যদি ক্ষার অম্ল তীক্ষ্ণবীৰ্য্য উষ্ণগুণ ও গুরুদ্রব্য সেবন করে, তাহা হইলে শোথরোগ উৎপন্ন হয়। তদ্রূপ দধি, অপক দ্রব্য, মৃত্তিকা, শাক, ক্ষীরমৎস্যাদি বিরুদ্ধভোজন, দুষ্ট বা বিষমিশ্রিত অন্নাহার, অশারোগ, শ্রমরাহিত্য, বমনবিরেচনাদি দ্বারা শোধনযোগ্য দেহের অশোধন, মর্মাভিঘাত, গর্ভস্রাব এবং বমনাদি পঞ্চকর্মের অসম্যককরণ এই সকল কারণেও শোথ জন্মিয়া থাকে। এ স্থলে বুঝিতে হইবে যে এই শ্লোকোক্ত কারণগুলি নিজ অর্থাৎ বাতাদি দোষজ শোথের হেতু। কিন্তু ইহাদের মধ্যে মর্মাভিঘাত আগন্তু শোথেরও হেতু হইতে পারে।

শোথরোগের সাধারণ লক্ষণ। যথা শোথের স্থিতি, ভার ও স্ফীততা, ইহাদের অনিয়তত্ব আছে অর্থাৎ চিকিৎসা ব্যতিরেকেও কখনও নিবৃত্তি, কখনও বা উৎপত্তি হইয়া থাকে। শোথস্থান উষ্ণ, শিরাব্যাপ্ত ও বিবর্ণ হয় এবং রোগীর রোমাঞ্চ হইয়া থাকে।

বায়ু-জন্ম শোথ সঞ্চরণশীল (একস্থানে স্থির থাকে না), পাতলা চর্মবিশিষ্ট, কর্কশ, অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ, স্পর্শশক্তিহীন ও ঝিনিঝিনিবৎ বেদনাবিশিষ্ট হয়। বায়ুর চলত্বহেতু কখনও-কখনও বিনা কারণেও বাতিক শোথ প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহা টিপিলে বসিয়া যায়, কিন্তু ছাড়িয়া দিলে পুনরায় উন্নত হইয়া উঠে। এই শোথ দিবাভাগে বলবান ও রাত্রিতে শুষ্কপ্রায় হয়।

পৈত্তিক শোথ কোমল, সগন্ধ এবং কৃষ্ণ পীত বা রক্তবর্ণ হয়। ইহা উদ্ভাবিশিষ্ট, অতি যন্ত্রণাদায়ক ও বিশেষ দাহন্বিত হইয়া পাকিয়া থাকে। ইহাতে রোগীর ভ্রম, জ্বর, ঘর্ম, পিপাসা, মত্ততা ও চক্ষু রক্তিমবর্ণ হয়।

শ্লেষ্মিক শোথ গুরু অচল ও পাণ্ডুবর্ণ হয়। ইহাতে অরুচি, মুখাদি হইতে জলস্রাব, নিদ্রা, বমি ও অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে। এই শোথ সম্যক প্রকাশিত বা সম্যক প্রশমিত হইতে অধিক সময় লাগে। ইহা টিপিলে বসিয়া যায়, কিন্তু ছাড়িয়া দিলে উন্নত না-হইয়া নিম্নভাবেই থাকে। কফজ শোথ রাত্রিতে বলবান ও দিবসে শুষ্কপ্রায় হয়।

যে-শোথে দুই দোষের নিদান ও লক্ষণ সমবেত হয়, তাহাকে দ্বিদোষজ এবং যাহাতে তিন দোষের নিদান ও লক্ষণ মিলিত হয়, তাহাকে ত্রিদোষজ জানিবে।

অন্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা ছেদ ভেদ ও ক্ষত প্রভৃতি কারণে যে-শোথ হয়, তাহাকে অভিঘাতজ শোথ কহে। এইরূপ হিম বায়ু, সামুদ্রিক বায়ু, ভেলার রস, আলকুশীর শুঁয়োস্পর্শেও শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল আগন্তুজ শোথ সঞ্চরণশীল, উদ্ভাবিশিষ্ট, লোহিতবর্ণ ও প্রায় পিত্তলক্ষণাক্রান্ত হয়।

বিষধর শ্রাণী শরীরে চলিয়া গেলে বা তাহাদের মূত্র গাত্রে লাগিলে অথবা নির্বিষ শ্রাণীদিগের দাড়া দন্ত ও নখাঘাতে আহত হইলে কিংবা মল মূত্র ও শুক্রলিপ্ত মলিন বস্ত্র পরিধান করিলে বা বিষবৃক্ষাগত বায়ুর স্পর্শে অথবা সংযোগজ বিষমিশ্রিত চূর্ণ দ্বারা গাত্রঘর্ষণে শোথ উৎপন্ন হয়। এই প্রকার শোথকে বিষজ শোথ কহে। বিষজ শোথ কোমল, সঞ্চারী, অধোগমনশীল, শীঘ্রজন্মা

এবং দাহ ও বেদনাজনক। এই শোথ আগন্তুজ শোথের অন্তর্ভূত হইলেও বিশেষ লক্ষণ ও চিকিৎসার জন্য পৃথক পঠিত হইয়াছে।

আমাশয়স্থিত দোষ বক্ষস্থল প্রভৃতি উর্ধ্বদেহে; পকাশয়স্থ দোষ মধ্যদেহে অর্থাৎ বক্ষস্থল হইতে পকাশয় পর্য্যন্ত স্থানে; মলাশয়স্থ দোষ অধোদেহে ও সর্বশরীরগত দোষ সর্বাস্থে শোথ উৎপন্ন করে।

### শোথ চিকিৎসা

লঙ্ঘনং পাচনং শোথে শিরঃকায়বিরেচনম্। বমনঞ্চ যথাসমং যথাদোষং প্রকল্পয়েৎ।। স্নেহোহথ বাতিকে শোথে বদ্ধবিটিকে নিরূহণম্। পয়োঘূতং পৈত্তিকে তু কফজে রুক্ষণক্রমঃ।।

শোথরোগে দোষানুসারে বিবেচনাপূর্বক লঙ্ঘন, পাচন, নস্য, বিরেচন ও বমনক্রিয়ার ব্যবস্থা করিবে। বায়ুজনিত শোথে স্নেহপ্রয়োগ, মল বদ্ধ থাকিলে নিরূহণ, পৈত্তিক শোথে দুগ্ধ ও ঘৃত পান এবং কফজ শোথে রুক্ষ ক্রিয়া কর্তব্য।

অথামজং লঙ্ঘনপাচনক্রমৈর্বিশোধনৈরুক্ষণদোষমাদিতঃ। শিরোগতং শীর্ষবিরেচনৈরধোবিরেচনৈরুর্দ্ধ-ইরৈস্তদোষকম্।। উপাচরেৎ স্নেহভবং বিরুক্ষণৈঃ প্রকল্পয়েৎ স্নেহবিধিঞ্চ রুক্ষিতে।।

আমজনিত শোথে লঙ্ঘন ও পাচন, প্রবল দোষবিশিষ্ট শোথে শোধন ঔষধ, মস্তকগত শোথে নস্য, উর্ধ্বভাগগত শোথে বমনকারক এবং অধোভাগগত শোথে বিরেচনকারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। তৈলঘূতাদি স্নেহসেবনজনিত শোথে রুক্ষক্রিয়া এবং রুক্ষতানিবন্ধন শোথে স্নিগ্ধক্রিয়া ব্যবহৃত হয়।

শুষ্ঠীপুনর্বৈরগু-পঞ্চমূলীশতং জলম্। বাতিকে শ্বয়থৌ শস্তং পানাহারপরিগ্রহে।। দশমূলং সর্বথা চ বাতশোথে বিশেষতঃ।। (পানাহারপরিগ্রহ ইতি অন্নপানসংস্কারে। সর্বথেতি কঙ্কাকাথাদিবিধিনা)।

বাতিক শোথে অন্ন ও পানীয়-সংস্কার বিষয়ে শুষ্ঠ, পুনর্নবা, এরণ্ডমূল ও বৃহৎপঞ্চমূলীর ক্কাথ প্রশস্ত। এই শোথে দশমূলের কঙ্ক ও কাথাদি বিশেষ উপকারী।

বাতজে তৈলমেরগুং বিড়গ্রহে পয়সা সহ।।

বাতিক শোথে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে দুগ্ধের সহিত এরণ্ডতৈল পান করিতে দিবে।

গোমূত্রস্য প্রয়োগো বা শীঘ্রং শ্বয়থুনাসনঃ। মাগকন্দকৃতো মণ্ডুং প্রায়শশ্চাতিশোথজিৎ।।

গোমূত্রপানে ও মাগমণ্ড সেবন করিলে শোথ শীঘ্র নষ্ট হয়।

পটোলত্রিফলারিষ্ট-দাব্বীকাথঃ সগুগ্ণুলু। হস্তি পিত্তকৃতং শোথং তৃষণজ্বরসমম্বিতম্।।

পলতা, ত্রিফলা, নিমছাল ও দারুহরিদ্রা ইহাদের কাথে ২ মাষা গুগগুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে তৃষণ ও জ্বরযুক্ত পিত্তজ শোথ নিবারিত হইয়া থাকে।

ক্ষীরাসনঃ পিত্তকৃতোহথ শোথে ত্রিবিদগুড়চীত্রিফলাকষায়ম্। পিবেদ্ গবং মূত্রবিমিশ্রতং বা ফলত্রিকা-চূর্ণমথাক্ষমাত্রম্।। পৃশ্নিপর্ণীঘনোদীচ্যশুষ্ঠীসিদ্ধস্ত পৈত্তিকে।।

পিত্তজনিত শোথে ক্ষীরানী হইয়া তেউড়ী, গুলঞ্চ ও ত্রিফলার ক্কাথ, কিংবা গোমূত্রের সহিত ২ তোলা পরিমাণে ত্রিফলাচূর্ণ অথবা চাকুলে, মুতা, বালা ও শুষ্ঠের ক্কাথ পান করিবে।

শীতবীৰ্য্যোহিমজলৈরভ্যঙ্গাদীন্শ্চ কারয়েৎ।। (শীতবীৰ্য্যাঃ কাকোল্যাদিশরিবাদ্যুৎপলাদিগণাঃ, তৎকৃতৈঃ স্নেহাদিভিরভ্যঙ্গাদীন্ কারয়েৎ)।

পৈত্তিক শোথে কাকোল্যাতি, শারিবাতি ও উৎপলাতি শীতবীৰ্য-ঔষধ-সিদ্ধ তৈলাতি স্নেহ অভ্যঙ্গ ও শীতল জলে অবগাহন করিবে।

মুক্ক্ষীরভাবিতাঃ কৃষ্ণাঃ পথ্যা মূত্রাণ বা যুতাঃ। যোজিতাঃ শময়ত্যাঙ্গ শোথং স্নেহাসমুখিতম্।।

মনসাসীজের আঠায় পিপুল অথবা গোমূত্রে হরীতকী ভাবনা দিয়া সেবন করিলে কফজ শোথ প্রশমিত হয়।

পুনর্নবাবিশ্বত্রিবৃণ্ডুডুচীশম্পাকপথ্যামরদারুকঙ্কম্। শোথে কফোথে মহিষাক্ষযুক্তং মূত্রং পিবেদ্বা সলিলং তথৈযাম্।।

শ্লেষ্মিক শোথে পুনর্নবা, শুঠ, তেউড়ী, গুলঞ্চ, সৌদাল, হরীতকী ও দেবদারু, ইহাদের কঙ্ক বা কাথ গুগগুলু ও গোমূত্র-সহ পান করিবে।

কফে ত কৃষ্ণাসিকতাপরাণ-পিণ্যাকশিগ্রহুগুমাশ্রলপঃ। কলথশুগ্ধীজলমূত্রসেকশ্চগাণ্ডরুভ্যামন-লেপনঞ্চ।। (কৃষ্ণাদিভিমূত্রপিষ্টৈলেপঃ। তথা কুলথশুগ্ধীকাথেন, তথা গোমূত্রাণ কুলথশুগ্ধীসিদ্ধেন সেকঃ কার্য্যঃ। অত্র সিকতা বালুকা। ইতি শিবদাসঃ। অনুলেপনং স্নানান্তরমেব লেপনম্ ইতি চক্রঃ।)

কফজ শোথে পিপুল, বালুকা, পুরাতন সর্ষপ-খৈল, সজিনার ছাল ও তিসি এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ; কুলথ ও শুঠের কাথ দ্বারা কিংবা কুলথ ও শুঠের সহিত সিদ্ধ গোমূত্র দ্বারা পরিষেক এবং চোরপুষ্পী ও অণ্ডরু পেষণ করিয়া তদ্বারা অনুলেপন (চক্রের মতে স্নানান্তর অনুলেপন) কর্তব্য।

মিশ্রে মিশ্রক্রমং কুর্য্যাৎ সর্ব্বজে সর্ব্বমেব হি। বিশ্বপত্ররসং পূতং শোষণং ত্রিভবে পিবেৎ।।

দ্বিদোষজ শোথে দোষদ্বয়ের এবং ত্রিদোষজ শোথে দোষত্রয়ের মিলিত চিকিৎসা করিবে। বিশ্বপত্রের রস ছাঁকিয়া ত্রিকটুর্ণের সহিত সেবন করিলেও ত্রিদোষজ শোথ বিনষ্ট হয়।

নিষ্পত্ররসং পাতুং শোষণং শ্বয়থৌ ত্রিজে। বিট্সঙ্গে চৈব দুর্নামি বিদধ্যাৎ কামলাসু চ।।

মরিচচূর্ণের সহিত নিমপাতার রস পান করিলে সাম্প্রপাতিক শোথ, মলবদ্ধতা, অর্শ ও কামলা প্রশমিত হয়।

ভূনিষ্পদারুচূর্ণং জঙ্ঘতা পেয়ঃ পুনর্নবাকাথঃ। অপহরতি নিয়তমাশু শোথং সার্ব্বাসিকং নৃগাম্।।

চিরতা ও দেবদারুচূর্ণ খাইয়া পুনর্নবার কাথ পান করিলে সার্ব্বাসিক শোথ নিবারিত হইয়া থাকে।

শোথনুং কোকিলাক্ষস্য ভস্ম মূত্রাণ চাস্তসা।।

কফজ শোথে গোমূত্রের সহিত এবং পিত্তজ শোথে জলের সহিত কুলেখাড়াভস্ম পান করিবে।

শোথে ত্রাগস্তজে কুর্য্যাৎ সেকলেপাদি শীতলম্। ভগ্নাতকং হরেচ্ছোথং সতিলা কৃষ্ণমুক্তিকা।। মহীষীক্ষীর-সংপিষ্টা নবনীতসমম্বিতা।।

আগস্তজ শোথে শীতল পরিষেক ও লেপাদি ব্যবস্থা করিবে। ভগ্নাতকজ শোথে তিল ও কৃষ্ণমুক্তিকা মহীষীর দুগ্ধে পেষিত ও নবনীত সংযুক্ত করিয়া তাহার লেপ দিবে।

তিলৈলিপুঃ শমং যতি শোথো ভগ্নাতকোথিতঃ। যন্তিদুগ্ধতিলৈর্লেপো নবনীতেন সংযুতঃ। শোথমারুঙ্করং হস্তি চূর্ণৈঃ শালদলস্য চ।।

১. বৃষ্টে: শালদলস্য বা ইতি বৃন্দধৃতঃ পাঠঃ।

ভল্লাতকজ শোথে তিলকঙ্কের লেপ, কিংবা যষ্টিমধু ও তিল মহিষীর দুন্ধে পেখিত ও তাহাতে মাখন সংযুক্ত করিয়া তদ্বারা লেপ দিবে। শালপত্রচূর্ণের দ্বারা মর্দন করিলেও ভেলাজনিত শোথ প্রশমিত হয়।

#### পথ্যাদিকাথঃ

পথ্যানিশাভাগ্যমৃত্যাদিকাথী-পুনর্নবদারুমহৌষধানাম্। কাথং প্রসহ্যোদরপাণিপাদ-মুখাশ্রিতং হস্ত্যচিরেণ শোথম্॥

হরীতকী, হরিদ্রা, বামুনহাটী, গুলঞ্চ, চিতা, দারুহরিদ্রা, পুনর্নবা, দেবদারু ও শুঁঠ ইহাদের কাথ পান করিলে উদর, হস্ত, পদ ও মুখগত শোথ অচিরে বিনষ্ট হয়।

ফলত্রিকোদ্রবং কাথং গোমূত্রৈণৈব সাধিতম্। বাতশ্লেষ্মোদ্রবং শোথং হন্যাদ্ বৃষণসম্ভবম্॥

ত্রিফলা ২ তোলা, গোমূত্র অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া, এই কাথ পান করিলে বাতশ্লেষ্মাজনিত কোষসংশ্রিত শোথ নষ্ট হয়।

সেকস্তথার্কবর্ষাভূ-নিষ্কাথেন শোথহং। গোমূত্রৈণাপি কুর্ষীত সুখোষেণাবসেচনম্॥ পুনর্নবা দারু শুষ্ঠী শিগ্রঃ সিদ্ধার্থকস্তথা। অল্পপিষ্টঃ সুখোষেণহুয়ং প্রলেপঃ সর্বশোথহং॥

আকন্দ, পুনর্নবা ও নিম্ব ইহাদের কাথ দ্বারা বা ঈষদুষ্ণ গোমূত্র দ্বারা পরিষেক করিলে অথবা পুনর্নবা, দেবদারু, শুঁঠ, সজিনার ছাল ও শ্বেত সর্ষপ, এই সকল দ্রব্য কাঁজিতে পেখিত ও ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে সর্বপ্রকার শোথ বিনষ্ট হয়।

গুড়ার্ককং বা গুড়নাগরং বা গুড়াভয়াং বা গুড়পিপ্ললীং বা। কর্ষাভিবৃদ্ধ্যা ত্রিপলপ্রমাণং খাদেম্বরঃ পক্ষ্মথাপি মাসম্॥ শোথপ্রতিশ্যায়গলাস্যরোগান্ সম্বাসকাসারুচিপীনসাদীন। জীর্ণজ্বরার্শোগ্রহণী-বিকারান্ হন্যৎ তথান্যান্ কফবাতরোগান্॥

গুড় ও আদা বা গুড় ও শুঁঠ অথবা গুড় ও হরীতকী কিংবা গুড় ও পিপুল এই চতুর্বিধ যোগ ২ তোলা পরিমাণে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন দুই-দুই তোলা বর্দ্ধিত করিয়া ২৪ তোলা পর্যন্ত সেবন করিবে। এইরূপে ১৫ দিন বা একমাস সেবন করিলে শোথ, প্রতিশ্যায়, গলরোগ, মুখরোগ, শ্বাস, কাস, অরুচি, পীনস, জীর্ণজ্বর, অর্শ ও গ্রহণীরোগ এবং বাতশ্লেষ্মাজনিত অন্যান্য তাবৎ রোগ প্রশমিত হয়। (এক্ষণে উক্তরূপ মাত্রা ব্যবহৃত হয় না, বৃদ্ধ বৈদ্যাগণ বিবেচনা করিয়া উহার সিকি মাত্রা পর্যন্ত প্রয়োগ করিয়া থাকেন)।

কণানাগরজং চূর্ণং সগুড়ং শোথনাশনম্। আমাজীর্ণপ্রশমনং শূলঘ্নং বস্তিশোধনম্॥

পিপুল ও শুঁঠচূর্ণ গুড়ের সহিত সেবন করিলে শোথরোগ বিনষ্ট হয়। ইহা আমাজীর্ণ-প্রশমক, শূলনাশক ও বস্তিবিশোধক।

গুড়াং পলত্রয়ং গ্রাহ্যং শৃঙ্গবেরপলত্রয়ম্। শৃঙ্গবেরসমা কৃষ্ণ লৌহবিট্‌তিলয়োঃ পলম্। চূর্ণমেতৎ সমুদ্বিষ্টং সর্বশ্বয়থুনাশনম্॥

গুড় দেড় পোয়া, শুঁঠচূর্ণ দেড় পোয়া, পিপুলচূর্ণ দেড় পোয়া, মচুরচূর্ণ অর্দ্ধ পোয়া ও তিলচূর্ণ অর্দ্ধ পোয়া, এই সকল চূর্ণ মিলিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্বপ্রকার শোথ বিনষ্ট হয়।

বৃষ্টিারদেবক্রম্নাগরেবী দস্তীত্রিবৃৎত্র্যষণচিত্রকৈবী। দুন্ধং সুসিদ্ধং বিধিনা নিপীতং গীতং পরং শোথহরং ভিষগ্ভিঃ॥



শ্বেত পুনর্নবা, দেবদারু ও শুষ্ঠী দ্বারা কিংবা দস্তী, তেউড়ী, ত্রিকটু ও চিতা দ্বারা যথাবিধানে দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলে শোথ নিবারিত হয়।

বিশ্বং শুড়েন তুলাং বৃশ্চীররসানুপানমভ্যস্তম্। বিনিহন্তি সর্বশোথং ঘনবৃন্দং চণ্ডবায়ুরিব।।

শুষ্ঠ ও শুড় সমভাগে সেবন করিয়া পুনর্নবার রস অনুপান করিলে সকলপ্রকার শোথরোগ প্রচণ্ড বায়ু-প্রতিসারিত মেঘবৃন্দের ন্যায় নিরাকৃত হয়।

স্থলপদ্ময়ং কঙ্কং পয়সালোডা পায়য়েৎ। প্রীহাময়হরৈধৈব সর্বদ্বৈকাজ্ঞশোথজিৎ।। (স্থলপদ্মং মাণকন্দঃ, স চ পুরাণো গ্রাহ্য ইতি শিবদাসঃ)।

পুরাতন মাণের মূলচূর্ণ দুগ্ধের সহিত আলোড়ন করিয়া সেবন করিলে সর্বদ্বৈক ও একাদ্বৈকজাত শোথ নিবারিত হয়।

সিংহস্যাদিঃ

সিংহস্যামৃতভট্টাকী ক্কাথং কৃত্বা সমাস্কিকম্। পীত্বা শোথং জয়েজ্জন্তুঃ শ্বাসং কাসং জ্বরং বমিম্।।

বাসকমূলের ছাল, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী ইহাদের ক্কাথ মধু-সহ পান করিলে শোথ, শ্বাস, কাস, জ্বর ও বমি নিবারিত হয়।

পুনর্নবাস্টক ক্কাথঃ

পুনর্নবানিষপটোলশুষ্ঠীতিক্রামৃতাদার্বভয়াকষায়ঃ। সর্বদ্বৈকশোথোদরপার্শ্বশূলশ্বাসাশ্লিত্ত্ব পাণ্ডুগদং নিহন্তি।।

পুনর্নবা, নিমছাল, পটোলপত্র, শুষ্ঠ, কটকী, গুলঞ্চ, দেবদারু ও হরীতকী ইহাদের ক্কাথ পান করিলে সার্বদ্বৈক শোথ, উদররোগ, পার্শ্বশূল, শ্বাস ও পাণ্ডুরোগের শান্তি হয়।

দারুগুণ্ডুলুশুষ্ঠীনাং কঙ্কো মূত্রেন শোথজিৎ। বর্ষাভূশৃঙ্গবেরাভ্যাং কঙ্কো বা সর্বশোথজিৎ।।

দেবদারু, গুণ্ডুলু ও শুষ্ঠ ইহাদের কঙ্ক গোমূত্রের সহিত কিংবা পুনর্নবা ও শুষ্ঠ এই উভয়ের ক্কাথ-সহ সেবন করিলে সর্বপ্রকার শোথরোগ নিবারিত হয়।

পুনর্নবা নিষপত্রং নিষ্পাবপারিভদ্রকে। এতৈশ্চ পটসংস্বেদং শোথং হন্তি সদারুণম্।। অপামার্গং কোকিলাক্ষো নিশুষ্ঠী বিজয়া তথা। এতৈরপি পুটিষ্বেদঃ শোথং হন্তি সুদারুণম্।।

পুনর্নবা, নিমপাতা, শিমপাতা ও পালিধা অথবা আপাং, কুলেখাড়া, নিসিন্দা ও জয়ন্তী এই সমুদায় দ্রব্য পোটুলীবদ্ধ করিয়া স্বেদ প্রদান করিলে প্রবল শোথ নিবারিত হয়।

পুনর্নবাদি চূর্ণম্

পুনর্নবা দার্বভয়া পাঠা বিশ্বং শ্বদংষ্ট্রকা। বৃহতৌ দ্বৈ রজনৌ দ্বৈ পিঙ্গলৌ চিত্রকং বৃষঃ।। সমভাগনি সংচূর্ণ্য গব্যং মূত্রেন না পিবেৎ। বহুপ্রকারং শ্বয়থুং সর্বগাত্রবিসারিণম্।। হন্তি শোথোদরাণ্যষ্টৌ ব্রণাংশৈ-বোদ্ধতানপি।। (বিশ্বস্য মূলম্)।

পুনর্নবা, দেবদারু, হরীতকী, আকনাদি, বিশ্বমূল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল, গজপিপুল, চিতামূল ও বাসকছাল, এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণ করিয়া গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে শোথ, উদর ও ব্রণরোগ নষ্ট হয়।

### শোথারি চূর্ণম্

শুষ্কমূলমপামাগন্ধিকটুন্ধিফলা তথা। দন্তী চ ত্রিমদশৈব প্রত্যেকঞ্চ সমং সমম॥ ভক্ষয়েৎ প্রাতরুথায়  
বিশ্বপত্রসেন চ। পাণ্ডুরোগং নিহন্ত্যশু শোথশৈব সুদারুণম্॥

শুষ্কমূলা, আপাঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, চিতামূল ও মূতা, এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণ  
করিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা। অনুপান বিশ্বপত্রের রস। প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহাতে পাণ্ডুরোগ  
ও সুদারুণ শোথ প্রশমিত হয়।

### শোথোদরে পুনর্নবাদিগুণ্ডলুঃ

পুনর্নবাং দার্বভয়াং গুড়চীং পিবেৎ সমুত্রাং মহিষাক্ষযুক্তাম্। তুগদোষশোথোদরপাণ্ডুরোগহৌল্য-  
প্রসেকোর্দ্ধকফাময়েষু॥ (সর্বচূর্ণসমো গুণ্ডলুঃ, এরগুতৈলেন পিটুয়িত্বা একীকৃত্য স্থাপ্যম্। অনুরূপং  
গোমূত্রেন পেয়ম্)।

পুনর্নবা, দেবদারু, হরীতকী, গুলঞ্চ প্রত্যেক ১ তোলা, মহিষাক্ষ গুণ্ডলু ৪ তোলা। এরগুতৈলের  
সহিত গুণ্ডলু মাড়িয়া উল্লিখিত চূর্ণসকল উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। গোমূত্রের সহিত  
উপযুক্ত মাত্রায় সেব্য। ইহাতে ত্বকের বিকৃতি, শোথ, উদর, পাণ্ডু প্রভৃতি নানা রোগের উপশম  
হইয়া থাকে।

### পুনর্নবাদি লেহঃ

পুনর্নবামতাদারু-দশমূলরসাতকে। আর্দ্রকন্দরসগ্রহে গুড়স্য চ তুলাং পচেৎ॥ তৎ সিদ্ধং ব্যোষপত্রৈলা-  
ত্বক্চর্ব্যৈঃ কার্ষিকৈঃ পৃথক্। চূর্ণীকৃতৈঃ ক্ষিপেচ্ছীতে মধুনঃ কুড়বং লিহেৎ॥ লেহঃ পৌনর্নবো নাম  
শোথশূলনিসূদনঃ। কাসস্বাসরুচিহরো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনঃ॥ (মধুনঃ কুড়বমষ্টৌ পলানি। ইতি শিবদাসঃ)।

পুনর্নবা, গুলঞ্চ, দেবদারু ও দশমূল এই সমুদায় ৮ সের, পাকের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের।  
আদার রস ৪ সের। এই উভয় দ্রব্যে পুরাতন গুড় ১২।১০ সের গুলিয়া ছাঁকিয়া লইয়া পাক  
করিবে। ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, তেজপত্র, এলাইচ, গুড়ত্বক ও চই, প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা করিয়া  
প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে মধু ১ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে শোথ ও  
শূল প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হইয়া বল বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

### শোথারি মণ্ডুরম্

গোমূত্রশুদ্ধমণ্ডুরং নিগুণ্ডীরসভাবিতম্। মাণকার্দ্রককন্দা নাং রসেদ্বিগুণ চ ভাবয়েৎ॥ ত্রিফলাব্যোষচব্যানাং  
চূর্ণং কর্ষদ্বয়ং পৃথক্। চূর্ণাদ্ দ্বিগুণমণ্ডুরং গোমূত্রেহষ্টগুণে পচেৎ॥ সিদ্ধে চূর্ণং ক্ষিপেচ্ছীতে মধুনশ্চ  
পলদ্বয়ম্। নিহন্তি সর্বজং শোথং সর্বাস্রোথং ন সংশয়ঃ॥ (গ্রহ্মারেহস্য গোমূত্রমণ্ডুরমিতি সংজ্ঞা)।

গোমূত্রে ৭ বার শোধিত মণ্ডুর ৭ পল, নিসিন্দা, মাণ, আদা ও বনওলের রসে যথাক্রমে ৩ বার  
ভাবনা দিয়া ৭ সের গোমূত্রে পাক করিবে। পরে হাতায় লাগে এরূপ গাড় হইলে তাহাতে ত্রিফলা,  
ত্রিকটু ও চই এই ৭ দ্রব্যের প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে  
মধু ২ পল মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সর্বদোষোৎপন্ন শোথ প্রশমিত হয়।

### অগ্নিমুখমণ্ডুরম্

পলদ্বাদশমণ্ডুরং গোমূত্রেহষ্টগুণে পচেৎ। পঞ্চকোলং দেবদারু মন্তুং ব্যোষং ফলত্রয়ম্॥ বিড়ঙ্গং

পলমাত্রস্ত পাকান্তে চূর্ণিতং ক্ষিপেৎ। পায়য়েদক্ষমাত্রস্ত তক্রোণ সহ বুদ্ধিমান্।। অসাধ্যং স্বয়ং হস্তি  
পাণ্ডুরোগং চিরোদ্ভবম্। স্বয়মগ্নিমুখং নাম সর্পিঃক্ষৌদ্রেণ মর্দয়েৎ।।

শোধিত মণ্ডুর ১২ পল, পাকার্থ গোমূত্র ১২ সের। প্রক্ষেপার্থ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ, দেবদারু, মুতা, ত্রিকটু ত্রিফলা ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ পল। ইহা ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দন করিয়া তক্রের সহিত সেব্য। মাত্রা ২ তোলা। ইহা সেবন করিলে অসাধ্য শোথ ও চিরজাত পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয়।

#### রসাত্মমণ্ডুরম্

গন্ধকাস্বরসূতানাং প্রত্যেকং শুভ্রিসম্মিতম্। সংশোধ্য চূর্ণিতং কৃত্বা মণ্ডুরং মুষ্টিকদ্বয়ম্।। প্রসৃতঞ্চ  
হরীতক্যাঃ পাষাণজতুনঃ পিচুম্। তোলকং কান্তলৌহস্য সর্বং রৌদ্রে বিভাষয়েৎ।। ভূঙ্গরাজরসপ্রস্থে  
কেশরাজরসে তথা। নিশুণ্ডীমাণকন্দানামার্ককস্য রসেদ্বপি।। ত্রিকটুত্রিফলাচব্য-মুস্তাকানাং পৃথক্ পৃথক্।  
কর্ষং কর্ষং ক্ষিপেচ্চূর্ণং মর্দয়েন্মধুসর্পিষা। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুথায় মাত্রয়া যুক্তিতঃ পূমান্। নিহস্তি সর্বজং  
শোথং সর্বাস্কেকাশসংশ্রয়ম্।। কাসশ্বাসতৃষাদাহ-মোহচ্ছর্দিযুতং তথা। অন্নপিণ্ডং নিহন্ত্যেব শূলমষ্টবিধং  
জয়েৎ।। অগ্নিবৃদ্ধিকরং ব্যাঘং হৃদ্যাং বাতানলোমনম্। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্লেথ্বকুষ্ঠাকটজ্বরম্।  
প্লীহাশ্মোদরং হস্তি গ্রহণীং সপ্রবাহিকাম্।। (নিশুণ্ড্যাदीনাং রসৈঃ প্রত্যেকমাত্রীকরণক্ষমেভাবিয়ত্বা  
কিঞ্চিদার্দ্রতয়াং ত্রিকটুাদীনাং চূর্ণং প্রত্যেকং কর্ষং দত্ত্বা পুনঃ পিষ্ট্বা কোলপ্রমাণা বটিকাঃ কৃত্বা একৈকাং  
ঘৃতমধুভ্যাং মর্দয়িত্বা ভক্ষয়েৎ; পুনর্নবাক্ষাথং প্রক্ষিপ্তব্যবক্ষারমনুপিবেৎ)।

গন্ধক, অভ্র ও পারদ প্রত্যেক ৪ তোলা; শোধিত মণ্ডুরচূর্ণ ২ পল, হরীতকীচূর্ণ ২ পল, শিলাজতু  
২ তোলা ও কান্তলৌহ ১ তোলা; এই সমুদায় একত্র মর্দন করিয়া ভীমরাজের রস ৪ সের,  
কেশুরিয়ার রস ৪ সের এবং নিসিন্দা, মাগমূল, ওল ও আদা এই সমুদায়ের আত্মীকরণোপযুক্ত  
রসে ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া কিঞ্চিৎ আর্দ্র থাকিতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই ও মুতা ইহাদের  
প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় (৪ আনা প্রমাণ) বটিকা করিবে।  
অনুপান ঘৃত ও মধু। (সেবনান্তে পুনর্নবার কাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে)। ইহাতে  
সর্বদোষজাত ও সর্বাস্রগত শোথ, কাস, শ্বাস, তৃষণ ও দাহাদি নানা রোগ নষ্ট হইয়া অগ্নি বৃদ্ধি  
হয়। ইহা ব্যাঘ, বাতানলোমক ও হৃদ্য।

#### কংসহরীতকী (দশমূল হরীতকী)

দ্বিপঞ্চমূলস্য পচেৎ কষায়ে কংসেহভয়ানাঞ্চ শতং শুভাচ্চ। লেহে সুসিদ্ধে চ বিনীয চূর্ণং ব্যোষং  
ত্রিসৌগন্ধ্যমুষাস্থিতে চ।। প্রস্তুত্বমানং মধুনঃ সুশীতে কিঞ্চিচ্চ চূর্ণাদপি যাবশূকাৎ। একাভয়াং প্রাশ্য  
ততশ্চ লেহাচ্ছুক্তিং নিহস্তি স্বয়ং প্রবৃদ্ধম্।। শ্বাসজ্বরারোচকমেহশূলপ্লীহত্রিদোষোদরপাণ্ডুরোগান্।  
কার্ষ্যামবাতবসৃগ্নপিণ্ডং বৈবর্ণ্যমুত্রানিলশুক্রদোষান্।। (কংসে আঢ়কে ইতি চক্রঃ)।

মিলিত দশমূল ৮ সের, শ্লথ-পোটলীবন্ধ হরীতকী ১০০টি, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের।  
এই কাথ ছাঁকিয়া তাহাতে পুরাতন গুড় ১২ ৥০ সের গুলিয়া পুনর্ব্বার ছাঁকিয়া উহাতে উক্ত সিদ্ধ  
হরীতকী ১০০টি দিয়া মৃৎপাত্রে পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে ত্রিকটু ও যবক্ষার মিলিত ৪ পল  
(যবক্ষারের মাত্রা কিছু কম, বৃন্দের মতে ২ তোলা), গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ প্রত্যেক ২ তোলা  
প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে মধু ২ সের মিশ্রিত করিবে। প্রত্যহ এই হরীতকীর এক-একটি ও ৪  
তোলা পরিমাণে লেহ সেবনীয়। ইহাতে শোথ, শ্বাস, অরুচি, মেহ, গুল্ম, প্লীহা, ত্রিদোষজ উদর ও

শুক্রাদির দোষ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শাস্তি হয়। ইহার অপর নাম দশমূল হরীতকী।

### ক্ষারগুড়িকা

ক্ষারদ্বয়ং স্যাম্বণানি চত্বার্যায়োরজো ব্যোষফলত্রিকে চ। সপিপ্ললীমূলবিড়ঙ্গসারং মুস্তাজমোদামরদারু-  
বিশ্বম্।। কলিঙ্গকশিচত্রকমূলপাঠে যষ্ট্যাহুয়ং সাত্তিবিষং পলাংশম্। সহিঙ্গুকর্ষং তনু শুষ্কচূর্ণং দ্রোণং  
তথা মূলকশুষ্ঠকানাম্।। স্যাস্ত্যস্মনস্তৎ সলিলেন সাধ্যামালোডা যাবদঘনমপ্যদধ্বম্। স্ত্যানং ততঃ  
কোলসমাঞ্চ মাত্রাং কৃত্বা সশুষ্কাং বিধিনা প্রযজ্ঞ্যাৎ।। প্লীহোদরশ্মিগ্রহলীমকার্শঃপাণ্ড্রাময়ারোচক-  
শোথশোষান্। বিসুটিকাশুঙ্গরাশ্মরীশ্চ সন্ধ্যাসকাসান্ প্রণদেৎ সপ্তর্শন।। সৌবর্চলং সৈন্ধবঞ্চ  
বিড়মৌস্তিদিমেব চ। চতুর্লবণমত্র স্যাজ্জলমষ্টগুণং ভবেৎ।। (অত্র মূলকভস্মদ্রোণে ষড়্ভ্রোণং বা জলং  
দত্ত্বা ত্রিভাগাবশিষ্টমর্দ্ধভাগাবশিষ্টং বা কার্য্যম্। ততঃ পরিশ্রাব্যম্, ততঃ ক্ষারদ্বয়াদিচূর্ণাপেক্ষয়া চতুর্গুণং  
ক্ষারজলং গৃহীত্বা পক্তব্যম্। পাকাচ্চ ঘনীভূতে ক্ষারদ্বয়াদিচূর্ণপ্রক্ষেপঃ। ইতি শিবদাসঃ)।

যবক্ষার, সাচিক্ষার, চতুর্লবণ (সচল, সৈন্ধব, বিট ও ঔস্তিদি লবণ), লৌহচূর্ণ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, পিপুলমূল, বিড়ঙ্গ, মুতা, যমানী, দেবদারু, বেলশুষ্ঠ, ইন্দ্রযব, চিতামূল, আকনাদি, যষ্টিমধু ও আতাইচ প্রত্যেক ১ পল, হিঙ্গু ২ তোলা গ্রহণ করিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। পরে শুষ্ক মূলা ভস্ম করিয়া ৩২ সের গ্রহণ করিবে। উক্ত ভস্ম ৩৮৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্ধেক কিংবা ৩ ভাগের ১ ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে ঐ ক্কাথ বস্ত্রপূত করিয়া তাহা হইতে ক্ষারাদি চূর্ণের ৪ গুণ জল গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। ঘন হইলে পূর্ব্বকৃত চূর্ণসকল প্রক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়নের পর পাক শেষ হইলে ২ তোলা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে প্লীহা, উদর, অর্শ, শোথ প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

### রসপ্রয়োগঃ

#### ব্রাষণাদ্য লৌহম্

অয়োরজদ্ব্যম্বণযাবশুকং চূর্ণঞ্চ পীতং ত্রিফলারসেন। শোথং নিহন্যাৎ সহসা নরস্য যথানির্ব্বক্ষমূদীর্গ-  
বেগঃ।। (ব্রাষণাদিলৌহে সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহমিতি রঃ টীঃ)।

ত্রিকটু, যবক্ষার এবং উভয়ের সমান লৌহচূর্ণ একত্র ও চূর্ণ করিয়া ত্রিফলার রসের সহিত সেবন করিলে সহসা শোথ নিবারিত হয়।

#### ত্রিকটাদি লৌহম্

ত্রিকটুত্রিফলাদন্তী-মার্গত্রিমদশুষ্ঠকৈঃ। পনর্ব্বাসমায়ুক্তং যুক্তং হস্তি সদারুণম্।। (ত্রিকটাদিলৌহে শুষ্ঠকৈরিতি মূলকশুষ্ঠকৈঃ। লৌহমত্র সর্ব্বচূর্ণসমম্। ইতি রসেন্দ্রসারঃ)।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তীমূল, আপাং, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, মুতা, শুষ্কমূলা ও পুনর্ব্বা প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ; চূর্ণসমষ্টির সমান লৌহ। সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া লইবে। ইহাতে শোথাপি পীড়া নষ্ট হইয়া থাকে।

#### শোথভস্ম লৌহম্

ত্রিকটু ত্রিফলা দ্রাক্ষা পৌষ্করং সজলং শটী। লৌহং বচা লবঙ্গঞ্চ শৃঙ্গী ত্রুক্ শতপুষ্পিকা।। বিভীতকং বিড়ঙ্গঞ্চ ধাতকীপুষ্পমেব চ। এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ।। সর্ব্বদ্রব্যসমঞ্চত্র সূশুদ্ধং।। কুটজস্য রসেনাপি স্রক্ষয়েৎ পরিযত্নতঃ।। বেষ্টিতং জম্বুপত্রাণ পঙ্কেন পরিলেপয়েৎ।।

## ২৭২ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

ততো গজপুটে পঙ্খা স্বাস্থ্যশীতং সমুদ্ধরেৎ।। প্রাতঃকালে শুচিভূত্বা ভক্ষয়েচ্ছুক্তিমানতঃ। নিহন্তি সর্বজং  
শোথং গ্রহণীঞ্চ বিশেষতঃ।। উদরেষু চ সর্বেষু শোথেষু বিধানতঃ। বিবিধা ব্যাধয়শ্চান্যে সেবনাদ্  
যান্তি সাধ্যতাম্।।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, কুড়, বালা, শটী, লৌহ, বচ, লবঙ্গ, কাঁকড়াশঙ্গী, গুড়ত্বক, শুলফা, বহেড়া,  
বিড়ঙ্গ, ধাইফুল প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ, সর্বসমান শোধিত মণ্ডুর। এই সমুদায় দ্রব্য কুড়চিহ্নালের  
রসে মর্দন করিয়া জামপত্রে বেটন ও তাহাতে পঞ্চলেপ প্রদানপূর্বক যথাবিধি গজপুটে পাক  
করিবে। শীতল হইলে উদ্ধার করিয়া লইবে। প্রাতঃকালে শুচি হইয়া ৪ তোলা (যথোপযুক্ত) মাত্রায়  
ইহা সেবন করিলে সর্বপ্রকার শোথ, গ্রহণী ও উদর প্রভৃতি বিবিধ রোগ নিবারিত হয়।

### কটুকাদ্য লৌহম্

কটুকং ত্র্যমণং দস্তী বিড়ঙ্গং ত্রিফলা তথা। চিত্রকো দেবদারুশ্চ ত্রিবৃদ্ধারণপিপ্পলী।। চূর্ণান্যোতানি তুল্যানি  
দ্বিগুণং স্যাদয়োজঃ। ক্ষীরেণ পীতমেতচ্চ শ্রেষ্ঠং শ্বয়থুনশনম্।। (সর্বচূর্ণাদ্বিগুণং লৌহম্)।

কটকী, ত্রিকট, দস্তীমূল, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, চিতামূল, দেবদারু, তেউড়ী ও গজপিপ্পলী, প্রত্যেক সমভাগ;  
সর্বদ্বিগুণ লৌহ। ছাগদুগ্ধের সহিত সেবনীয়। ইহাতে শোথ শুষ্ক হয়।

### সুবর্চলাদ্যং লৌহম্

সুবর্চলা ব্যাঘ্রনখং চিত্রকং কটুরোহিণী। চব্যঞ্চ দেবকাষ্ঠঞ্চ দীপ্যকং লৌহমেব চ। শোথং পাণ্ডুং তথা  
কাসমুদরাণি নিহন্তি চ।।

ছড়ছড়, ব্যাঘ্রনখী, চিতা, কটকী, চই, দেবদারু, বনযমানী ও লৌহ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া  
বটা প্রস্তুত করিবে। ইহাতে শোথ, পাণ্ডু, কাস ও উদর প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

### শোথারিঃ

হিঙ্গুলং জয়পালঞ্চ মরিচং টঙ্গণং কণাম্। সংমর্দ্য বহ্নেঃ সঘৃতঃ সর্বশোথহরঃ পরঃ।।

হিঙ্গুল, জয়পাল, মরিচ, সোহাগার খই ও পিপুল সমভাগে মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা  
করিবে। ইহা ঘৃত-সহ সেবন করিলে সকলপ্রকার শোথ নষ্ট হয়।

### ত্রিনেত্রাখ্যো রসঃ

টঙ্গণং শোধিতং গন্ধং মৃতশুশ্র্যাসং রসম্। দিনৈকমার্ককদ্রাবৈর্মর্দ্যং লঘুপুটে পচেৎ। ত্রিনেত্রাখ্যো রসো  
নাম চাসাধ্যং শ্বয়থুং জয়েৎ। বহ্নমাত্রং পিবেচ্চানু এরণ্ডশিখরীরসম্।।

পারদ, গন্ধক, সোহাগার খই, তাম্র ও লৌহ এই সমুদায় দ্রব্য ১ দিন আদার রসে মর্দন করিয়া  
লঘুপুটে পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি প্রমাণ। অনুপান এরণ্ড ও আপাঙ্গের রস। ইহাতে অসাধ্য  
শোথও নিবারিত হয়।

### শোথকালানলো রসঃ

চিত্রং কুটজবীজঞ্চ শ্রেয়সী সৈন্ধবং তথা। পিপ্পলী দেবপুষ্পঞ্চ সজাতীফলটঙ্গণম্।। লৌহমভ্রং তথা  
গন্ধং পারদেনৈব মিশ্রিতম্।। এতেষাং কর্মমাত্রাণ বটীং গুঞ্জামিতাং শুভাম্।। ভক্ষয়েৎ প্রাতঃকথায়  
কোকিলাক্ষরসেন তু। জরমণ্ডিবিশং হস্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা।। কাসং শ্বাসং তথা শোথং প্রীহানং হস্তি  
দুস্তরম্।। মেহং মন্দানলং শূলং সংগ্রহগ্রহণীং তথা।। অবশ্যং নাশয়েচ্ছোথং কন্দমং ভাস্করো যথা।।  
শোথকালানলো নাম রোগানীকবিনাশনঃ।।

চিতামূল, ইন্দ্রযব, গজপিপ্পলী, সৈন্ধব, পিপুল, লবঙ্গ, জায়ফল, সোহাগা, লৌহ, অত্র, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমস্ত মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান কুলেখাড়ার রস। ইহাতে জ্বর, কাস, শ্বাস, মেহ, শোথ ও গ্রীহা প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

#### শোথাক্ষুশো রসঃ

রসেন্দ্রগন্ধং মৃতলৌহতাম্রং নাগং তথাভ্রং সমসংখ্যকঞ্চ। নিগুণ্ডিকাশ্ফোতকপিথচিঞ্চা-পুনর্নবাত্রীফল-  
কেশরাজম্॥ এষাং রসৈর্ভাবিতমেকশচ কোলপ্রমাণা বটিকা বিধেয়া। শোথজ্বরারোচকপাণ্ডুরোগং  
সর্বাস্থশোথং বিনিবারয়েচ্চ॥ পিত্তাধিতান্ বাতভবান্ কফোথান্ শোথাক্ষুশো নাম নিহন্তি রোগান্॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সীসা ও অত্র প্রত্যেক সমভাগে মিশ্রিত করিয়া নিসিন্দা, হাফরমালী, কয়েৎবেলের ছাল, তেঁতুলছাল, পুনর্নবা, বেলছাল ও কেশুরিয়া এই সমুদায়ের রসে যথাক্রমে একবার করিয়া ভাবনা দিয়া কুলপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে শোথ, জ্বর, অরুচি, পাণ্ডু এবং বাতজ, পিত্তজ ও শ্লেষ্মাজ সর্বপ্রকার রোগ উপশমিত হয়।

#### পঞ্চামৃতরসঃ

শুদ্ধসূতং সমাদায় গন্ধকং ভাগতঃ সমম। ত্রিভাগং টঙ্গণং দেয়ং বিষং ভাগত্রয়ং তথা॥ ভাগত্রয়ং তথা  
দেয়ং মরিচস্য প্রযত্নতঃ। চূর্ণীকৃতং জলেনাপি পিষ্টা রক্তিমিতাং বটীম্॥ শৃঙ্গবেররসেনৈব ভক্ষয়েদ্  
বটিকামিমাম্। জলদোষোদ্ভবে শোথে ঘোরেহুত্যাগ্রে জলোদরে। সন্নিপাতেষু ঘোরেষু বিংশতিশ্লৈথ্মিকে  
গদে। জ্বরাতিসারসংযুক্তে শোথে চৈব গলগ্রহে। শিরঃশূলগদে ঘোরে নাসারোগে সপীনসে। পঞ্চামৃত-  
রসো হ্যেষ সর্বরোগোপশান্তিকৃৎ॥

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগার খই ৩ তোলা, বিষ ৩ তোলা ও মরিচ ৩ তোলা। এই সমুদায় একত্র জলে মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস। ইহাতে শোথ, জলোদর, জ্বরাতিসার-সংযুক্ত শোথ, গলগ্রহ ও শিরঃশূল প্রভৃতি নানারোগ উপশমিত হয়।

#### ক্ষেত্রপালরসঃ

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং তাম্রং লৌহং তালকটঙ্গণম্। জীরমাহুরফেনঞ্চ সমভাগং বিমর্দয়েৎ॥ যবার্দ্ধা বটিকা  
কার্য্যা পথ্যং দুষ্কৌদনং হিতম্। অলবণং বারিহীনং দাতব্যং ভিষজাংবরৈঃ॥ গুরুশোথমগ্নিমন্দ্যং গ্রহণী-  
মতিদুস্তরাম্। জ্বরঞ্চ বিষমং জীর্ণং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥

হিঙ্গুল, বিষ, তাম্র, লৌহ, হরিতাল, সোহাগা, জীরা ও আফিং প্রত্যেক সমভাগে মর্দন করিয়া অর্দ্ধ যব-পরিমিত বটিকা করিবে। পথ্য দুগ্ধ ও অন্ন। লবণ এবং জল বজ্জনীয়। ইহাতে শোথ, অগ্নিমন্দ্য ও দুস্তর গ্রহণী প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

#### দুগ্ধবটী

অমৃতং সূর্য্যগুঞ্জং স্যাদহিফেনং তথৈব চ। পঞ্চরক্তিকলৌহঞ্চ যস্তিরক্তিকমভ্রকম্॥ দুগ্ধৈর্গুজাদয়মিতা  
বটী কার্য্যা ভিষগবিদা। দুগ্ধানুপানং দুগ্ধৈশ্চ ভোজনং সর্বথা হিতম্॥ শোথং নানাবিধং হন্তি গ্রহণীং  
বিষমজ্বরম্। মন্দাঘ্নিৎ পাণ্ডুরোগঞ্চ নাম্না দুগ্ধবটী পরা। বজ্জয়েন্লবণং বারি ব্যাধিনিঃশেষিতাবধি॥

বিষ ১২ রতি, আফিং ১২ রতি, লৌহ ৫ রতি ও অত্র ৬০ রতি; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র দুগ্ধের সহিত মর্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান দুগ্ধ। পথ্য কেবল দুগ্ধ ও অন্ন। যাবৎ আরোগ্য লাভ না হয়, তাবৎ লবণ ও জল বজ্জনীয়। ইহাতে শোথ, গ্রহণী, অগ্নিমন্দ্য ও বিষমজ্বর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

### দুগ্ধবটী

অমৃতং ধূতুরীজঞ্চ হিঙ্গুলঞ্চ সমং সমম্। ধূতপত্ররসেনৈব মর্দয়েদ্ যামমাত্রকম্। মুদ্রোপমাং বটীং কৃত্বা দুগ্ধেন সহ পায়য়েৎ। দুগ্ধেন ভোজয়েদমং বজ্জয়োল্লবণং জলম্। শোথং নানাবিধং হস্তি পাণ্ডুরোগং সকামলম্। সেয়ং দুগ্ধবটী নাম্না গোপনীয়া প্রযত্নতঃ।।

বিষ, ধূতুরাবীজ ও হিঙ্গুল এই তিন দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ধূতুরাপত্রের রসে ১ প্রহর মাড়িয়া মুগের ন্যায় বটিকা করিবে। ইহা দুগ্ধের সহিত সেব্য। পথ্য দুগ্ধ ও অন্ন। লবণ এবং জল বজ্জনীয়। ইহা সেবন করিলে শোথাদি নানাবিধ রোগ উপশমিত হয়।

### গ্রহণীযুক্ত শোথে

#### কক্ললতা বটী

অমৃতং হিঙ্গুলং ধূতুরীজং দ্বাদশরক্তিকম্। প্রত্যেকমহিফেনঞ্চ ষট্‌ত্রিশদ্রক্তিকং নয়েৎ। পিষ্ট্বা দুগ্ধেন গুঞ্জকং বটীং দুগ্ধেন পায়য়েৎ। দুগ্ধং পানে ভোজনে চ দেয়ং ন লবণং জলম্। গ্রহণীং চিরকালীনাং হস্তি শোথং সুদুর্জয়ম্। চিরজ্বরং পাণ্ডুরোগং নাম্না কক্ললতা বটী।।

বিষ, হিঙ্গুল ও ধূতুরাবীজ প্রত্যেক ১২ রতি, আফিং ৩৬ রতি; এই সমস্ত দ্রব্য দুগ্ধের সহিত মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান দুগ্ধ। পথ্য দুগ্ধ ও অন্ন। লবণ ও জল বজ্জনীয়। গ্রহণীযুক্ত শোথে প্রযোজ্য। ইহাতে চিরজ্বর ও পাণ্ডুরোগ নিবারিত হয়।

### বৈদ্যনাথ বটী (দধিবটী)

পক্বেষ্টকাহরিদ্রাভ্যামাগারধুমকেন চ। শোধিতং সূতকং গ্রাহ্যং তোলকং তুলয়া ধৃতম্।। ভৃঙ্গরাজরসে গুন্ধং গন্ধকং সূততুল্যকম্। হরিতালং বিষং তুখমেলবালুকাত্মকম্।। খর্পরং মাক্ষিকং কান্তং সর্বমেকত্র কারয়েৎ। সর্বাক্ষী কজ্জলা গ্রাহ্যা ভাবয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ।। সিদ্ধুবাররসে চৈব জ্যোতিষ্মত্যা রসে তথা। রসেহ্পরাজিতায়াশ্চ জয়ন্ত্যাঃ স্বরসে তথা।। রক্তচিক্রকমূলোথে রসে চ পরিভাবয়েৎ। বটিকাং সর্বপাকার্যাং যোজয়েৎ কুশলো ভিষক্।। ততঃ সপ্ত বটীদদ্যাদুগ্ধেন বারিণা সহ। অনুপানঞ্চ কৰ্ত্তব্যং কজ্জল্যা কণয়া সহ।। সন্নিপাতজ্বরে চৈব সশোথে গ্রহণীগদে। পাণ্ডুরোগেহগ্নিমান্দ্যে চ বিবিধে বিষমজ্বরে।। গুক্রমজ্জগতে দদ্যাম তু কাসে কদাচন। নিতং দগ্না চ ভোক্তব্যং সিতা নিতং তথৈব চ।। স্নাতব্যং হ্যভয়ান্নিত্যং বয়োদোষানুসারতঃ। অলবণং বারিহীনং দধিপথ্যং সদা ভবেৎ। বৈদ্যনাথবটী নাম্না বৈদ্যনাথেন নিষ্মিতা।। (হৈয়ং গ্রহণ্যাং শোথে চ প্রযুজ্যতে)।

ইষ্টকচূর্ণ, হরিদ্রা ও গৃহধূম (ঝুল) ইহাদের দ্বারা শোধিত পারদ ১ তোলা, ভৃঙ্গরাজরসে শোধিত গন্ধক ১ তোলা, এই উভয়ে কজ্জলী করিবে। পরে হরিতাল, বিষ, তুঁতে, এলবালুক, তাম্র, খর্পর, স্বর্ণমাক্ষিক ও কান্তলৌহ প্রত্যেক ৪ মাষা পরিমাণে লইয়া ঐ কজ্জলীর সহিত মিশ্রিত করিয়া নিসিন্দাপত্র, লতাফটকী, অপরাজিতা, জয়ন্তী ও লাল চিতামূল, এই সমুদায়ের রসে ভাবনা দিয়া সর্বপাকৃতি বটিকা প্রস্তুত করিবে। উষ্ণ জলের সহিত ৭ বটিকা সেবনীয়। অনুপান ১ যব কজ্জলী ও ১ যব পিপুলচূর্ণ। এই ঔষধ শোথ-সংযুক্ত গ্রহণী ও জ্বরাদি রোগে প্রয়োগ করিবে। কিন্তু যদি কাসের লক্ষণ থাকে, তাহা হইলে কদাচ প্রয়োগ করিবে না। দধি ও চিনি পথ্য। রোগীর বয়স ও রোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া নির্ভয়ে স্নান ব্যবস্থা করিবে। ইহাতেও লবণজল বজ্জনীয়।

### তক্রবটী

রসস্যা মাষকং গ্রাহ্যং গন্ধকস্য চ মাষকম্। দ্বিমাষকং বিষস্যাপি তাস্রং মাষচতুষ্টিয়ম্।। তোলকং পিঙ্গলীচূর্ণং

• মণ্ডুরস্যা চ তোলকম্। কাথেন কৃষ্ণজীরস্য ভাবয়েৎ সপ্তবাসরম্।। বহ্নপ্রমাণাং বটিকাং তক্রেশ সহ পায়য়েৎ। তক্রেশ ভোজনং পানং লবণাশ্তোবিবিজ্জিতম্। নিহন্তি শোথং গ্রহণীং মন্দাগ্নিং পাণ্ডুতামপি।।  
পারদ ১ মাষা, গন্ধক ১ মাষা, বিষ ২ মাষা, তাম্র ৪ মাষা, পিপুলচূর্ণ ১ তোলা, মণ্ডুর ১ তোলা, এই সমুদায় একত্র মর্দন করিয়া কৃষ্ণজীরার কাথে ৭ দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। তক্রেশ সহিত সেব্য। পথ্য তক্র ও অন্ন। জল ও লবণ বজ্জনীয়। এই ঔষধ সেবন করিলে শোথ, গ্রহণী, মন্দাগ্নি ও পাণ্ডুরোগ নিবারিত হয়।

গৃহীত্বা দরদাৎ কর্ষৎ তদর্দ্ধং দেবপুষ্পকম্। ফণিফেনং বিষং জাতীফলং ধুতুরবীজকম্।। সংমর্দ্য বিজয়া-  
দ্রবৈর্মুদামাত্রাং বটীং চরেৎ। অনুপানং প্রদাতব্যং শোথে ক্ষীরং ভিষগ্বিরেৎ।। গ্রহণ্যাং বিজয়াক্রাথঃ  
পথ্যং দুগ্ধাম্বেব হি। জলঞ্চ লবণঞ্চাপি বজ্জনীয়ং বিশেষতঃ।। প্রবলায়ামুদন্যাং সলিলং নারিকেলজম্।  
পাতব্য্য বটিকা চেষা শোথং হন্তি ন সংশয়ঃ। গ্রহণীমতিসারঞ্চ জ্বরং জীর্ণং নিহন্তি চ।।

হিঙ্গুল ২ তোলা, লবঙ্গ, অহিফেন, বিষ, জায়ফল ও ধুতুরাবীজ প্রত্যেক ১ তোলা, এই সমুদায় সিদ্ধির রসে (অভাবে সিদ্ধিভিজা জলে) মাড়িয়া মুগপ্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান শোথে দুগ্ধ, গ্রহণীতে সিদ্ধির কাথ। পথ্য দধি ও অন্ন। লবণ ও জল বজ্জনীয়। কিন্তু অত্যন্ত পিপাসায় নারিকেলের জল পান করিবে। ইহা সেবন করিলে শোথ, গ্রহণী, অতিসার, ক্ষয় ও জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয়।

পাণ্ডুশোথে

তক্রমণ্ডুরম্

পলান্দং বিজয়চূর্ণং পলান্দং শুদ্ধলৌহজম্। বংশকালীয়কারিষ্টং বিষতাড়কমূলকম্।। মহাসমুদ্রজঙ্ঘৈব  
প্রদেয়ং কার্ষিকং তথা। তেজপত্রলবঙ্গৈলা-শতপুষ্পামধুরিকা।। মরিচঞ্চামুতা ষষ্টী জাতী নাগরসিকুজম্।  
সর্বং তোলমিতং দদ্যাধ্যাধিবিজ্জিষজাং বরং।। বর্ষাভূষরসেনৈব বদরাস্থি প্রমাণতঃ।। কেশরাজনুপানেন  
তক্রৈণৈব চ দাপয়েৎ।। তক্রেশ দাপয়েৎ পথ্যং তক্রং ভুক্তং নিরন্তরম্। লবণেন বিনা তক্রং শোথঘ্নং  
পরমৌষধম্।।

সিদ্ধিচূর্ণ ৪ তোলা, লৌহচূর্ণ ৪ তোলা, বাঁশের মূল, কৃষ্ণগুরু, নিম্ব, বিষতাড়কমূল ও সমুদ্রফেন, প্রত্যেক ২ তোলা; তেজপত্র, লবঙ্গ, এলাইচ, গুলফা, মৌরি, মরিচ, গুলুচ, যষ্টিমধু, জায়ফল, শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক ১ তোলা; এই সমুদায় দ্রব্য পুনর্নবার রসে ভাবনা দিয়া কুলের আঁটির মত বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান কেশুরিয়ার রস ও তক্র। পথ্য তক্র ও অন্ন। নিরন্তর লবণ বিনা তক্র ভক্ষণ করিলে শোথ প্রশমিত হয়।

সুশানিধিঃ

ধান্যকং বালকং মুত্তং বিশ্বং সিদ্ধুং সমাংশকম্। মণ্ডুরং দ্বিগুণং দত্তা ভাবয়েৎ তু চতুর্দশ।। গোমূত্রং  
কেশরাজশ্চ শোথঘ্নী ভূঙ্গরাজকঃ। নিগুপ্তী ভেকপর্ণী চ রসৈরেষাং বিভাব্য চ।। নিম্বং চূর্ণং প্রযুক্তীত  
তক্রেশ সহ বৃদ্ধিমান্। কেশরাজরসৈর্বাপি ভোজনং লবণং বিনা।। তক্রেশ ভোজয়েদন্নং পানে তক্রঞ্চ  
দাপয়েৎ।। কামলাজুরশোথঘ্নো বহিসন্দীপনঃ পরঃ। গ্রহণীপাণ্ডুরোগঘ্নঃ সর্বব্যাদিবিনাশনঃ।।

ধনে, বালা, মুতা, শুঁঠ ও সৈন্ধব প্রত্যেক ১ তোলা, মণ্ডুর ১০ তোলা; এই সমুদায় একত্র মর্দন করিয়া গোমূত্রে এবং কেশুরিয়া, পুনর্নবা, ভীমরাজ, নিসিন্দা ও থুলকুড়ি ইহাদের রসে যথাক্রমে ১৪ বার ভাবনা দিবে। মাত্রা ৪ মাষা। অনুপান তক্র বা কেশুরিয়ার রস। পথ্য তক্র বা অন্ন।



## ২৭৬ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

পিপাসার সময়ে জলের পরিবর্তে তক্র দেয়। ইহাতেও লবণজল নিষিদ্ধ। ইহা দ্বারা শোথ, গ্রহণী ও পাণ্ডু প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয় এবং ইহা বহিসন্দীপক।

### পুনর্নবায়ন ঘৃতম্

পুনর্নবায়নকদেবদারু-পঞ্চাষণক্ষারহরীতকীনাং। কঙ্কেন পঞ্চ দশমূলতোয়ে ঘৃতোত্তমং শোথনি-  
সূদনঞ্চ।।

কঙ্কার্থ পুনর্নবা, চিতা, দেবদারু, পঞ্চকোল, যবক্ষার ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য এবং দশমূলের কাথ-সহ ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে শোথ নিবারিত হয়।

### পুনর্নবায়ন ঘৃতম্ (মতান্তরে)

পুনর্নবা তুলা গ্রাহ্যা জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। চতুর্ভাগাবশেষে ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।। ভূনিম্ববিজয়া  
গুঠী শোথঘ্যামরদারু চ। কাসং শ্বাসং জ্বরং হস্তি শোথঞ্চাপি সুদারুণম্।।

ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ পুনর্নবা ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কঙ্কার্থ চিরতা, জয়ন্তী, গুঠ, পুনর্নবা ও দেবদারু মিলিত ১ সের। পাকের জল ১৬ সের। এই ঘৃত পান করিলে প্রবল শোথ, কাস, শ্বাস ও জ্বর প্রশমিত হয়।

### স্বল্পপুনর্নবা ঘৃতম্

পুনর্নবাক্বাথকঙ্ক-সিদ্ধং শোথহরং ঘৃতম্।।

পুনর্নবার কাথ ও কঙ্ক-সহ যথাবিধানে পক্ব ঘৃত শোথনাশক।

### পঞ্চকোলাদ্য ঘৃতম্

রসেবিপাচয়েৎ সপিঃ পঞ্চকোলকুলথয়োঃ। পুনর্নবায়ঃ কঙ্কেন ঘৃতং শোথবিনাশনম্।।

মিলিত পঞ্চকোল ১ ভাগ ও কুলথকলাই ১ ভাগ, উভয়ের কাথে পুনর্নবা কঙ্ক দিয়া যথাবিধি ঘৃতপাক করিবে। ইহা শোথনাশক।

### গুঠীঘৃতম্

বিশৌষধস্য কঙ্কেন দশমূলজলে শৃতম্। ঘৃতং নিহন্যাচ্ছয়থুং গ্রহণীং পাণ্ডুতাময়ম্।।

গুঠের কঙ্ক ও দশমূলের কাথ-সহ পক্ব ঘৃত শোথ, গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগ-বিনাশক।

### স্থলপদ্মঘৃতম্

স্থলপদ্মপলান্যষ্টো ত্র্যষণস্য চতুস্পলম্। ঘৃতপ্রস্থং পচেদভিঃ ক্ষীরং দত্ত্বা চতুর্গুণম্। পঞ্চ কাসান্ হরেচ্ছীঘ্রং  
শোথঞ্চৈব সদন্তরম্।। (স্থলপদ্মঘৃতে স্থলপদ্মং মাণকন্দমেব, ত্র্যষণস্য মিলিত্বা চতুস্পলম্। ইতি  
শিবদাসঃ)।

মাণ ৮ পল, ত্রিকটু মিলিত ৪ পল, ইহাদের কঙ্ক এবং ১৬ সের দুগ্ধ সহ ৪ সের ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে পঞ্চবিধ কাস ও সুদন্তর শোথরোগ সত্ত্বর প্রশমিত হয়।

### চিত্রকাদ্য ঘৃতম্

সচিত্রকা ধন্যমানিপাঠাঃ সদীপ্যকত্র্যষণবেতসান্নাঃ। বিজ্ঞাৎ ফলং দাড়িম্যাবশুকং সপিপ্ললীমূলমথাপি  
চব্যম্।। পিস্ত্রাক্ষমাত্রাণি জলাঢ়কেন পঙ্কণ ঘৃতপ্রস্থমথোপযুক্তাৎ। অর্শাংসি গুন্মান্ স্বয়থুঞ্চ কৃচ্ছ্রং নিহন্তি  
বহিষ্করোতি দীপ্তম্।।

ঘৃত ৪ সের। কঙ্কার্ণ চিতা, ধনে, যমানী, আকনাদি, জীরা, ত্রিকটু, থৈকল, বিশ্বফল, দাড়িম, যবক্ষার, পিপ্পলীমূল ও চই এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা, জল ১৬ সের, যথাবিধি পাক করিবে। ইহাতে অর্শ, গুল্ম, শোথ ও মূত্রক্চ্ছ প্রভৃতি রোগসকল বিনষ্ট ও জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

মাগক ঘৃতম্

মাগকক্কাথকঙ্কাভ্যাং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। একজং দ্বন্দ্বজং শোথং ত্রিদোষঞ্চ ব্যাপোহতি।।

মাগের ক্কাথ ও কঙ্ক-সহ ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে একদোষজ, দ্বিদোষজ ও ত্রিদোষজ শোথ প্রশমিত হয়।

শুষ্কমূলাদ্যং তৈলম্

শুষ্কমূলবর্ষাভূ-দারুনাগ্নামহৌষধৈঃ। পকমভ্যঞ্জনাত্ তৈলং সশূলং স্বয়ং জয়েৎ।।

মুচ্ছিত তিলতৈল ৪ সের। কঙ্কার্ণ শুষ্ক মূলা, পুনর্নবা, দেবদারু, রান্না ও শুঁঠ মিলিত ১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই তৈল মর্দনে শূলযুক্ত শোথ নষ্ট হয়।

বৃহচ্ছুষ্কমূলাদ্য তৈলম্

মূলকং দশমূলঞ্চ কণামূলং পুনর্নবা। প্রত্যেকং প্রস্থমাহুতা বারিণ্যষ্টগুণে পচেৎ।। তেন পাদাবশেষেণ তৈলস্যার্কটকং পচেৎ।। দাপয়েৎ তৈলতুলাঞ্চ গোমূত্রং কুশলো ভিষক্। মূলকঞ্চামৃতং গুণী পটোলং চপলা বলা। পাঠা পুনর্নবামূলং বালোশীরঞ্চ শিগ্রজম্।। নিগুণীদ্রাশনং শ্যামা করঞ্জো বাসকস্তথা। কণা হরীতকী চৈব বচা পুষ্করমূলকম্।। রান্নাং বিড়ঙ্গং চব্যঞ্চ হে হরিদ্রে চ ধান্যকম্। দ্বিষ্কারং সৈন্ধবঞ্চৈব দেবদারু সপদ্যকম্।। শটী করিকণা বিষ্ণুং মঞ্জিষ্ঠা চ ততঃ ক্রমাৎ। প্রত্যেকার্কপলঞ্চৈষাং পেয়য়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।। অভ্যঙ্গেনাস্য তৈলস্য যে গুণাস্তাংস্ততঃ শৃণু। নানাশোথা বিনশ্যন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবাঃ।। মলোদ্ভবাশ্চ যে কেচিদ্ বিশেষেণ জলাশ্রয়াঃ। অবশ্যং নিষ্কর্জলা দেহা ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।।

তৈল ৮ সের। ক্কাথার্থ শুষ্কমূলা ২ সের, দশমূল মিলিত ২ সের, পিপুলমূল ২ সের, পুনর্নবা ২ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গোমূত্র ৮ সের। কঙ্কদ্রব্য শুষ্কমূলা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, পটোলপত্র, পিপুলমূল, বেড়েলা, আকনাদি, পুনর্নবামূল, বালা, বেণার মূল, সজিনাবীজ, নিসিন্দা, সিদ্ধি, অনন্তমূল, ডহরকরঞ্জবীজ, বাসকমূলের ছাল, পিপুল, হরীতকী, বচ, কুড়, রান্না, বিড়ঙ্গ, চই, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ধনে, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, দেবদারু, পদ্মাকার্ষ, শটী, গজপিপ্পলী, বেলছাল ও মঞ্জিষ্ঠা ইহাদের প্রত্যেক ৪ তোলা। পাকের জল ৩২ সের। এই তৈল মর্দনে বাতিক, পেটিক, শ্লেষ্মিক, মলজ ও জলজাত শোথ বিনষ্ট হয়।

বৃহচ্ছুষ্কমূলাদ্য তৈলম্ (তত্ত্বান্তরে)

শুষ্কমূলরসপ্রস্থং শিগ্রধুতুরয়োস্তথা। সিদ্ধুবাররসপ্রস্থং দশমূলরসস্তথা।। পারিভদ্ররসপ্রস্থং বর্ষাভূপ্রস্থমেব চ। করঞ্জস্য রসপ্রস্থং প্রস্থং বরুণকস্য চ।। তৈলপ্রস্থং সমাদায় ভিষগ্ যদ্বাদ বিপাচয়েৎ। কষ্টৈরর্ক-পলৈরেতৈঃ গুণীমরিচসৈন্ধবৈঃ। পুনর্নবাকাকমাচী-শেলুতৃকপিপ্পলীযুগৈঃ। কটফলং সৌন্ধরং শৃঙ্গী রান্না যাসচ্চ কারবী।। হরিদ্রাষয়পৃথীক-দ্বয়ানন্তায়ুগৈঃ পৃথক্। তৎ সাধুসিদ্ধং বিজ্ঞায় শুভে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।। বাতশ্লেষ্মকৃতং দোষং সন্নিপাতভবং তথা। নিহন্তি সর্বজং শোথমুদরশ্বাসনাশনম্।। বিরুদ্ধ-ভেষজভবং শোথামাত্ত ব্যাপোহতি। ব্রণশোথাক্ষিশূলয়ং কামলাপাণ্ডুনাশনম্।। যে চান্যে ব্যাধয়ঃ সন্তি শ্লেষ্মাজাঃ সন্নিপাতজাঃ। তান্ সর্বান্ নাশয়ত্যন্ত সূর্যাস্তম ইবাদিতঃ।।

তৈল ৪ সের। শুষ্কমূলা ক্কাথ ৪ সের, সজিনার রস ৪ সের, ধুতুরার রস ৪ সের, নিসিন্দার রস

৪ সের, দশমূলের ক্কাথ ৪ সের, পালিধার রস ৪ সের, পুনর্নবার রস ৪ সের, ডহরকরঞ্জার ক্কাথ ৪ সের, বরুণছালের ক্কাথ ৪ সের। কঙ্কার্থ শুঁঠ, মরিচ, সৈন্ধব, পুনর্নবা, কাকমাটি, চালতে ছাল, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, কটফল, কুড়, কাঁকড়াশুঙ্গী, রান্না, দুরালভা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, করঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, শ্যামালতা ও অনন্তমূল প্রত্যেক ৪ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া ইহা মর্দন করিলে সর্বদোষজাত শোথ, শ্বাস, ব্রণশোথ, অক্ষিশূল, কামলা, পাণ্ডু ও সর্বপ্রকার শ্লেথিক রোগ নিবারিত হয়।

#### সমুদ্রশোষণ তৈলম্

নিশুণ্ঠী দশমূলী চ ধূতুরকরঞ্জকৌ। শুক্লমূলজয়াবিশ্ব-রান্নাদারুপুনর্নবাঃ॥ এযাঞ্চ প্রকৃতে ক্কাথে ক্কাথে শাখোটজে তথা। কটুতৈলং পচেৎ প্রস্থং সৈন্ধবং কঙ্কপাদিকম্॥ সন্নিপাতোক্তবাঃ শোথা যে চান্যে শ্লেথ্যপিত্তজাঃ। শিরঃকর্ণগতা যে চ স্নীপদানি তথৈব চ॥ গলগণ্ডং ব্রহ্মবৃদ্ধিং শোথং সর্বাপ্সশোথম্। কর্ণশোথং দন্তশোথং হনুমূলক্ষিসম্ভবম্॥ এতান্ সর্বান্ নিহন্ত্যাশু বাড্বাগ্নিরিবাসুদম্। সমুদ্রশোষণং নাম তৈলং কেনাপি কীৰ্ত্তিতম্॥

সর্বপতৈল ৪ সের। ক্কাথার্থ নিসিন্দা, দশমূল, ধূতুরাবীজ, ডহরকরঞ্জ, শুক্লমূলা, জয়ন্তীপত্র, শুণ্ঠী, রান্না, দেবদারু এবং পুনর্নবা সমভাগে মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। শেওড়া ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কঙ্কার্থ সৈন্ধব লবণ ১ সের। যথাবিধি এই তৈল পাক করিয়া মর্দন করিলে শ্লেথ্যপিত্তজ শোথ, সন্নিপাতোথ শোথ, মস্তক ও কর্ণগত শোথ, সর্বাপ্সশোথ, স্নীপদ, গলগণ্ড, কুঁচকি ও কোষবৃদ্ধি, কর্ণশোথ, দন্তশোথ, হনুমূল ও চক্ষুর শোথ সত্ত্বর প্রশমিত হয়।

#### শোথশার্দ্দল তৈলম্

ধূতুরো দশমূলঞ্চ সিদ্ধবারো জয়ন্তিকা। পুনর্নবা করঞ্জশ্চ ক্ষুদ্রমাটকমাহরেৎ॥ জলদ্রোণে বিপক্তব্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্। প্রস্থঞ্চ কটুতৈলস্য কঙ্কান্যোতানি দাপয়েৎ॥ রান্না পুনর্নবা দারু মূলকং নাগরং কণা। সিদ্ধং তৈলবরং হ্যেতম্ভাশয়তাস্য সেবনাৎ॥ শোথং সুদারুণং ঘোরং ব্যতপিত্তোকফোক্তবম্। অসাধ্যং সর্বদেহস্থং সন্নিপাতসমুত্তবম্॥ স্নীপদঞ্চ জ্বরং পাণ্ডুং ক্রিমিদোষং বিনাশয়েৎ। ক্রিমিব্রণপ্রশমনং নাড়ীদুষ্টব্রণাপহম্। শোথশার্দ্দলকং তৈলং বলবর্ণপ্রসাদনম্॥

কটুতৈল ৪ সের। ক্কাথার্থ ধূতুরা, দশমূল, নিসিন্দা, জয়ন্তী, পুনর্নবা ও করঞ্জ মিলিত ৮ সের, পাকের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কঙ্কার্থ রান্না, পুনর্নবা, দেবদারু, শুক্লমূলা, শুঁঠ ও পিপ্পল এই সমুদায়ে ১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈল সেবন করিলে সুদারুণ শোথ, স্নীপদ, জ্বর, পাণ্ডু ও ক্রিমি প্রভৃতি অনেক পীড়ার নিবৃতি হয়।

#### পুনর্নবাদি তৈলম্

পুনর্নবাপলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। তেন পাদাবশেষেণ তৈলপ্রস্থং পচেদ্ ভিষক্॥ ত্রিকটু ত্রিফলা শুঙ্গী ধান্যকং কটফলং তথা। শটী দাক্ষী প্রিয়ঙ্গুশ্চ পদ্মকাস্থম্ হরেণুকম্॥ কৃষ্ণং পুনর্নবা চৈব যমানী কারবী তথা। এলা ত্বচং সলোত্রঞ্চ পত্রকং নাগকেশরম্॥ বচা গ্রন্থিকমূলঞ্চ মঞ্জিষ্ঠা রান্না যাসস্তুত্বৈব চ॥ এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈঃ পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ হলীকমকমথারুচিম্॥ রক্তপিত্তং মহাঘোরং কাসং শ্বাসং ভগন্দরম্। প্লীহানমূদরঞ্চৈব জীর্ণজ্বরমপোহতি॥ কুরুতে পরমাং কান্তিং প্রদীপ্তং জঠরানলম্। তৈলং পুনর্নবা খ্যাতং সর্বান্ ব্যাধীন্ ব্যাপোহতি॥

তৈল ৪ সের। ক্কাথার্থ পুনর্নবা ১২।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কঙ্কদ্রব্য যথা ত্রিকটু,

ত্রিফলা, কাঁকড়াশঙ্গী, ধনে, কটফল, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, রেণুক, কুড়, পুনর্নবা, যমানী, কৃষ্ণজীরা, এলাইচ, শুড়ত্বক, লোধ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, বচ, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, গুলফা, বালা, মঞ্জিষ্ঠা, রান্না ও দুরালভা প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দনে কামলা, পাণ্ডু, হলীমক, অরুচি, রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, ভগন্দর, প্রীহা ও উদররোগ প্রভৃতি নানা পীড়ার শাস্তি হয়।

#### শৈলোদ্য তৈলম্

শৈলেয়কুষ্ঠাশুরুদারুকৌস্তীত্বকপদ্মাকৈলাশপলাশমন্তৈঃ। প্রিয়ঙ্গুখৌণেয়কহেমমাংসীতালীশপত্রপ্রব-  
পত্রধান্যৈঃ।। শ্রীবেষ্টকধ্যাকপিপ্লনীভিঃ পৃক্কানখৈর্বাপি যথোপল্যভম্। বাতাস্থিতেভ্যঙ্গমুশান্তি তৈলং  
সিদ্ধং সুপিষ্টৈরপি চ প্রদেহঃ।। (পলাশঃ শটী)।

শৈলেয়, কুড়, আশুরু, দেবদারু, রেণুক, দারুচিনি, পদ্মকাষ্ঠ, এলাইচ, বালা, শটী, প্রিয়ঙ্গু, মূতা, গেটোলা, নাগেশ্বর, জটামাংসী, তালীশপত্র, কৈবর্তমুস্তক, তেজপত্র, ধনে, নবনীতখোচী, গন্ধতুণ, পিপুল, পিড়িং ও নখী ইহাদের কঙ্ক ও ১৬ সের জল-সহ ৪ সের তৈল যথার্থীতি পাক করিয়া ব্যবহার করিলে বাতজ শোথ নিবারিত হয়। কিংবা উক্ত কঙ্কসকল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে উক্তরূপ ফল হয়।

#### গণ্ডীরাদ্যরিষ্টঃ

গণ্ডীরভস্মাতকচিত্রকাংশ ব্যোষং বৃহতীদ্বয়ঞ্চ। দ্বিপ্রস্থিকং গোময়পাবকেন দ্রোণে পচেৎ কৃচিকমস্তনস্ত।।  
ত্রিভাগশেষস্ত সুপূতশীতং দ্রোণেন তৎ প্রাকৃতমস্তনা চ। সিতোপলায়াশচ শতেন যুক্তং লিপ্তে ঘটে  
চিত্রকপিপ্লনীভ্যাম্।। বৈহায়সে স্থাপিতমাদশাহং প্রযোজয়ন্তুদ্বিনিহস্তি শোথান্। ভগন্দরার্শঃ  
ক্রিমিমূষ্ঠমেহান্ বৈবর্ণ্যাকার্য্যনিলহিক্কনঞ্চ।।

গণ্ডীর (শমঠাক), ভেলা, চিতা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, বৃহতী, কণ্টকারী, মিলিত ৪ সের কুড়িত করিয়া তাহা ৬৪ সের কৃচিক মস্তুর সহিত ঘুটের আগুনে পাক করিবে, তৃতীয়াংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এবং তাহার সহিত ৬৪ সের দধিমস্ত ও ১০০ পল চিনি মিশ্রিত করিবে। তৎপরে একটি ঘৃতভাবিত ঘট (ঘি-এর মটকী) চিতা ও পিপুলের কঙ্কে প্রলিপ্ত করিয়া সেই ঘটে উহা স্থাপনপূর্বক ১০ দিন পর্য্যন্ত ঘট শূন্য রাখিবে। (কৃচিক ২ প্রকার, তত্রকৃচিক ও দধিকৃচিক)। তদুদুদ্ধে তত্র প্রক্ষেপ করিলে তত্রকৃচিক এবং অল্পদধি প্রক্ষেপ করিলে দধিকৃচিক হয়। এই কৃচিকের মস্ত অর্থাৎ মাতকেই কৃচিকমস্ত কহে। এই গণ্ডীরাদ্যরিষ্ট পান করিলে শোথ, ভগন্দর, অর্শ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, মেহ, বৈবর্ণ্য, কার্ষ্য, বায়ু ও হিক্কা বিনষ্ট হয়।

#### পুনর্নবাদ্যরিষ্ট

পুনর্নবে দ্বৈ চ বলে সপাঠে বাসা শুড়চী সহ চিত্রকেণ। নিদিক্ষিকা চ ত্রিপলানি পক্বা দ্রোণাবশেষে  
সলিলে ততস্ত।। পুত্ভা রসং দ্বৈ শুড়াং পুরাণাং তুলে মধুপ্রহ্বয়ুতং সুশীতম্। মাসং নিদধ্যাদ্ ঘৃতভাজনস্থং  
পর্ণে যবানাং পরতশ্চ মাসাৎ।। চূর্ণীকৃতৈরধ্বপলাংশিকৈস্তং হেমত্বগেলামরিচাম্বুপত্রৈঃ। গন্ধাস্থিতং  
ক্ষৌদ্রঘৃতপ্রদিক্ষং জীর্ণে পিবেদ্য্যধিবলং সমীক্ষ্য।। হংপাণ্ডুরোগং শ্বয়থুং প্রবৃদ্ধং প্রীহজ্বরোরোচকমেহ-  
শ্বাসান্। ভগন্দরং ষড়্জঠরাণি কাসং শ্বাসং গ্রহণ্যাময়কুষ্ঠকণ্ডুঃ।। শাখানিলং বদ্ধপূরীষতাঞ্চ হিক্কাং  
কিলাসঞ্চ হলীমকঞ্চ। ক্ষিপ্রং জয়েদ্বর্ণবলায়ুরোজন্তুজোহৃষিতো মাংসরসান্নভোজী।।

শ্বেত পুনর্নবা, রক্ত পুনর্নবা, বেড়োলা, গোরক্ষচাকুলে, আকনাদি, বাসকছাল, গুলঞ্চ, চিতামূল, কণ্টকারী প্রত্যেক ৩ পল। একত্র ২৫৬ সের জলে পাক করিয়া ৬৪ সের অবশিষ্ট রাখিবে। শীতল

ইহলে ছাঁকিয়া তাহাতে পুরাতন গুড় ২৫ সের ও মধু ৪ সের মিশ্রিত করিবে এবং একটি ঘৃতভাবিত পাत्रে আচ্ছাদন করিয়া যবের খড়-মধ্যে একমাস রাখিয়া দিবে। মাসান্তে তাহার সহিত নাগেশ্বর, দারুচিনি, এলাইচ, মরিচ, বাল্য ও তেজপত্রের চূর্ণ প্রত্যেক ৪ তোলা এবং ঘৃত ৪ সের ও মধু ৪ সের মিশ্রিত করিবে। রোগ ও রোগীর বল বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিয়া জীর্ণ হইলে মাংসের সহিত অন্নভোজন করিবে। ইহা শোথাদি বিবিধ রোগনাশক এবং বল, বর্ণ, আয়ু, ওজঃ ও তেজোবর্দ্ধক।

#### ত্রিফলাদ্যারিষ্টঃ

ফলত্রিকং চিত্রকপিপ্পলী চ সদীপ্যকং লৌহরজো বিড়ঙ্গম্। চূর্ণীকৃতং কৌড়বিকং দ্বিরংশং ক্ষৌদ্রং পুরাণস্য তুলাং গুড়স্য। মাসং নিদধ্যাদ্ ঘৃতভাজনস্থং যবেষু তানেব নিহন্তি রোগান্।।

ত্রিফলা, চিতামূল, পিপুল, যমানী, লৌহচূর্ণ ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক অর্দ্ধসের, মধু ১ সের, পুরাতন গুড় সাড়ে ১২ সের, এই সমস্ত দ্রব্য একটি ঘৃতভাবিত কুণ্ডে রাখিয়া যবরাশির মধ্যে একমাস কাল রাখিতে হইবে। পরে ছাঁকিয়া লইয়া উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে পূর্বোক্ত পীড়াসমূহ নিবারিত হইয়া থাকে।

#### পথ্যাপথ্য বিধিঃ

##### শোথরোগে পথ্যানি

সংশোধনং লঙ্ঘনমশ্বমোক্ষঃ শ্বেদঃ প্রলেপঃ পরিষেচনঞ্চ। পুরাতনাঃ শালিযবাঃ কুলথামুকাশচ গোধাপি চ শল্পকোহপি।। ভূজঙ্গভক্তিতিরিতাম্ভূডলাবাদয়ো জাঙ্গলবিক্শিরাশচ। কুম্মৌহপি শৃঙ্গী প্রপুরাণসর্পিপ্তক্ৰং সুরা মাক্ষিকমাসবশচ।। নিষ্পাবকাঠিল্লরক্তশিগ্রসালককোটিকমাণমূলম্। সুবর্চলা গঞ্জনকঃ পটোলং বেত্রাগ্রবাতিঙ্গনমূলকানি।। পুনর্নবাচিত্রকপারিভদ্রশ্রীপর্ণনিম্বক্ষুরপল্লবানি। এরণ্ডতৈলং কটুকী হরিদ্রা হরীতকী ক্ষারনিষেবণঞ্চ।। ভল্লাতকং গুগগুলুয়ায়সঞ্চ কটুনি তিজ্রানি চ দীপনানি। মূত্রাণি গোহজামহিষী-ভবানি কঙ্কুরিকা চাপি শিলাজতুনি।। যৎ পাণ্ডুরোগাঘপি বহির্কর্ম পুরা প্রদিস্তন্ত তদেব চাপি। যথামলং পথ্যমিদং প্রদিস্তং শোথাময়ং সত্বরমুচ্ছিনন্তি।।

সংশোধন ঔষধ, উপবাস, রক্তমোক্ষণ, শ্বেদন, প্রলেপন, পরিষেচন; পুরাতন রক্তশালি, যব, কুলথ-কলায় ও মুগ এবং গোসাপ, শজারু, ময়ূর, তিস্তিরি, কুঙ্কট ও লাবপক্ষী প্রভৃতি জাঙ্গল ও বিক্শির মাংস, কচ্ছপের মাংস, শিঙ্গীমৎস্য, পুরানো ঘৃত, তত্র, সুরা, মধু, আসব, শিম, করলা, রক্তসজিনা, শিলারস, কাঁকরোল, মাণকচু, সূর্য্যমুখীফুলের পাতা, গাজর, পটোল, বেতাগ্র, বেগুণ, মূলা, পুনর্নবা, চিতা, পালিধামাদার, গণিয়ারি, নিমপাতা, কুলেখাড়া, ভেরেশ্বর তৈল, কটকী, হরিদ্রা, হরীতকী, ক্ষারসেবন, ভল্লাতক, গুগগুলু, অগুরু, কটুদ্রব্য, তিস্তদ্রব্য, অগ্নিদীপক সামগ্রী, গোমূত্র, ছাগমূত্র, মাহিষমূত্র, কস্তুরী ও শিলাজতু এবং পাণ্ডুরোগাধিকারে যে-অগ্নিকর্ম পূর্বে বলা হইয়াছে, তাহা শোথাক্রান্ত ব্যক্তিকে বিবেচনাপূর্বক দোষানুসারে প্রয়োগ করিলে অতি সত্বরই তাহার শোথের শান্তি হয়।

##### শোথরোগেহপথ্যানি

নিতাং দুষ্টং পবনসলিলং বেগরোধাদ্ বিরুদ্ধম্ সর্বং পানং বিষমশমনং মৃত্তিকাতক্ষণঞ্চ।। গ্রাম্যাজানুপং পিশিতলবণং শুক্লশাকং নবামং গৌড়ং পিষ্টান্নং দধি স্কৃশরং নিষ্কর্জলং মদ্যমল্লম্। ধানা বহ্নুরং সমশনমথো

গুৰ্বসাখ্যাং বিদাহি স্বপ্নধারাত্তৌ শ্বয়থুগদবান্ বজ্জয়েম্মৈথুনঞ্চ ॥

সৰ্ব্বদা দূষিত বায়ুসেবন, দূষিত জলপান, মলমূত্রাদির বেগধারণ, সৰ্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধ পানভোজন, বিষমভোজন, মুক্তিকাভক্ষণ এবং গ্রাম্য, জলজ ও আনুপ মাংস, লবণ, শুষ্কশাক, নবান্ন, গুড়বিকার, পিষ্টান্ন, দধি, কৃশরা (খিচুড়ি), নিজ্জল মদ্য, অন্ন, ভৃষ্টযব, শুষ্ক মাংস এবং পথ্যাপথ্য একত্র ভোজন, গুরু, অসাখ্য ও বিদাহকর দ্রব্য ভোজন, দিবানিদ্রা ও মৈথুন এই সমস্ত শোথরোগী বজ্জৰ্ণ করিবে।  
ইত্যাযুৰ্বেদ-সংগ্রহে শোথাধিকারঃ।

---

# বুদ্ধিরোগাধিকার

## বুদ্ধিরোগ নিদানম্

ত্রুদ্বাহনুর্জগতিবায়ুঃ শোথশূলকরশচরন্। মুক্ষৌ বজ্জগতঃ প্রাপ্য ফলকোষাভিবাহিনীঃ।। প্রপীড্য ধমনী-  
বুদ্ধিং কৰোতি ফলকোষয়োঃ। দোষাশ্রমেদোমূত্রাষ্ট্রেঃ স বুদ্ধিঃ সপ্তধা গদঃ।। মূত্রাস্ত্রজাবপ্যানিলাদ  
হেতুভেদস্ত্বেবলম্। বাতপূর্ণদৃতিস্পর্শো রুক্ষো বাতাদহেতুরুক্।। পকোডুস্বরসক্ষাশঃ পিত্তোদাহোত্ম-  
পাকবান্। কফাচ্ছীতো গুরুঃ শিথিলঃ কণ্ডুমান্ কঠিনোহল্লরক্।। কৃষ্ণশ্ফোটাবৃতঃ পিত্তবুদ্ধিলিঙ্গশ্চ রক্তজঃ।  
কফবমেদসা বুদ্ধির্মদুস্তালফলোপমঃ।। মূত্রধারণশীলস্য মূত্রজঃ স তু গচ্ছতঃ। অস্তোভিঃ পূর্ণদৃতিবৎ  
ক্ষোভং যতি সরুণ্ডমৃদুঃ।। মূত্রকৃচ্ছ্রমথঃ স্যাচ্চ চালয়ন্ ফলকোষয়োঃ। বাতকোপিভিরাহারৈঃ শীত-  
তোয়াবগাহনৈঃ।। ধারণেরণভারাদ্ব-বিষমাস্ত্রপ্রবর্তনৈঃ। ক্ষোভনৈঃ ক্ষোভিতোহন্যৈশ্চ ক্ষুদ্রাস্ত্রবয়বং  
যদা।। পবনো বিগুণীকৃত্য স্বনিবেশাদধো নয়েৎ। কুর্যাদ্বজ্জগতসন্ধিহো গ্রহ্যভাং স্বয়ং তদা।। উপেক্ষ-  
মাণস্য চ মুদুবুদ্ধিমাধ্যানরুক্ষস্তম্ভবতীং স বায়ুঃ। প্রপীড়িতোহস্তঃ স্বনবান্ প্রয়াতি প্রথাপয়ন্তেতি পুনশ্চ  
মুক্তঃ।। অস্ত্রবুদ্ধিরসাম্যোহয়ং-বাতবুদ্ধিসমাকৃতিঃ।।

কপিত অধোগামী বায় বজ্জগতস্থান (কঁচকী) হইতে মস্ত্কে (অণ্ডকোষে) আগমন করিয়া ফলকোষবাহিনী  
ধমনীসকলকে প্রপীড়িত করে। তাহাতে ঐ ফলকোষ বর্ধিত, স্ফীত ও অতিশয় বেদনায়ুক্ত হয়।  
এই পীড়ার নাম বুদ্ধি। বুদ্ধিরোগ ৭ প্রকার, যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ, মেদোজ, মূত্রজ ও  
অস্ত্রজ (অস্ত্রবুদ্ধি)। ইহার মধ্যে মূত্রজ বুদ্ধি ও অস্ত্রবুদ্ধি বায়র প্রকোপেই উৎপন্ন হয়, তবে  
হেতুভেদবশত পৃথক পরিগণিত হইয়া থাকে মাত্র।

বায়ুজনিত বুদ্ধি অর্থাৎ কুরগু ও অল্প কারণে বেদনায়ুক্ত, রুক্ষ ও বায়ুপূর্ণ চর্মপুটকের ন্যায় স্পর্শবিশিষ্ট  
হয়।

পৈত্তিক বুদ্ধি পক উডুস্বর ফলসদৃশ, দাহ ও উত্তাপবিশিষ্ট। ইহা পাকিয়া থাকে।

কফজনিত প্রবন্ধ কোষ শীতল, ভারাক্রান্ত, চিক্ণ, কণ্ডুযুক্ত, কঠিন ও অল্পবেদনাবিশিষ্ট।

রক্তজ বুদ্ধি কৃষ্ণবর্ণ, ফোটকব্যাপ্ত ও পিত্তজ বুদ্ধি-লক্ষণাক্রান্ত।

মেদোজ বুদ্ধি মৃদু, পকতালসদৃশ নীল বর্ণুল ও কফজ বুদ্ধির লক্ষণাক্রান্ত।

যাহারা নিয়ত মূত্রবেগ ধারণ করে, তাহাদের মূত্রজ বুদ্ধি হইয়া থাকে। এই বুদ্ধিরোগগ্রস্ত ব্যক্তির কোষ গমনকালে জলপূর্ণ চর্মপটকের ন্যায় ফোভযুক্ত, মৃদু ও বেদনাবিশিষ্ট হয় এবং সঞ্চালিত হইয়া অধোদিকে ঝুলিয়া পড়ে। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছুবদেদনা হইয়া থাকে।

বাতপ্রকোপক আহার, শীতল জলে অবগাহন, মলমূত্রের উপস্থিত বেগধারণ বা অনুপস্থিত বেগে বেগপ্রদান, ভারবহন, পথপর্যটন, বিষমভাবে অঙ্গপ্রবর্তন ও বলবদ্বিগ্রহধনুরাকর্ষণাদি ফোভজনক অন্যান্য কর্ম দ্বারা বায়ু ফোভিত (চালিত) হইয়া যখন ক্ষুদ্রাত্ত্বের কিয়দংশকে সঙ্কুচিত করিয়া স্বস্থান হইতে অধোদিকে লইয়া গিয়া বক্ষণসন্ধিতে উপস্থিত হয়, তখনই ঐ সন্ধিস্থলে গ্রহীত্বপ শোথ উৎপাদন করে। ইহাকেই অম্লবুদ্ধি কহে। অম্লবুদ্ধি অতিক্রান্ত হইলে অণুকোষ বর্ধিত, ক্ষীত, বেদনায়ুক্ত ও স্তম্ভিত হয়। প্রপীড়িত হইলে (টিপিলে) শব্দবিশিষ্ট হইয়া বায়ু উপরে উঠিয়া যায় এবং ছাড়িয়া দিলে পুনরায় আসিয়া শোথ উৎপাদন করে। অম্লবুদ্ধি বাতবুদ্ধিলক্ষণাক্রান্ত। ইহা অসাধ্য ব্যাধি।

### বুদ্ধিরোগ চিকিৎসা

বাতবুদ্ধৌ পিবেৎ স্নিগ্ধং যথাপ্রাপ্তং বিরচনম্। সক্ষীরং বা পিবেৎ তৈলং মাসমেরুসম্ভবম্॥

বায়ুজনিত কুরণুরোগে যথাপ্রাপ্ত স্নিগ্ধ বিরচন সেবন এবং দুগ্ধসংযুক্ত এরণ্ডতৈল একমাস কাল পান করিবে।

গুণগুণ্ডেরণ্ড তৈলং গোমূত্রং পিবেন্নরঃ। বাতবুদ্ধিং জয়ত্যাশু চিরকালানুবন্ধিনীম্॥ (গোমূত্রপলদ্বয়ে এরণ্ডতৈলপিত্তগুণ্ডলুম্বাকান্তকং প্রক্ষিপ্য পেয়ম্। তথা গোমূত্রপলদ্বয়ে এরণ্ডতৈলকর্ম্মমেকং প্রক্ষিপ্য পিবেৎ। ইতি শিবদাসঃ)।

১৬ তোলা গোমূত্রে এরণ্ডতৈল-পিত্ত গুণ্ডলু ৮ মাষা কিংবা এরণ্ডতৈল ২ তোলা প্রক্ষেপ করিয়া পান করিলে দীর্ঘকালোখিত বাতজ বুদ্ধি প্রশমিত হয়।

আর্দ্রকস্য রসঃ ক্ষৌদ্রযুক্তো বৃষণবাতজিৎ॥

আদার রস মধুর সহিত পান করিলে বাতজ বুদ্ধি প্রশমিত হয়।

পিত্তগ্রহীক্ৰোণৈব পিত্তবুদ্ধিমাচরেৎ। জলৌকাভির্হরেদ্রস্তং বুদ্ধৌ পিত্তসমুদ্ভবে॥

পৈত্তিক বুদ্ধিরোগে পিত্তজ গ্রহীর ন্যায় চিকিৎসা করিবে। জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থা করিবে।

পুনর্নবায়াস্তৈলং বা তৈলং নারায়ণং তথা। পানে বস্তৌ রুবোস্তৈলং পেয়ং বা দশকাঙসা॥

পিত্তজ বুদ্ধিরোগে পুনর্নবার কাথ ও রক্ষ-সহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল কিংবা নারায়ণ তৈল পানে ও বস্তিকর্মে প্রয়োগ করিবে, অথবা দশমুলের কাথের সহিত এরণ্ডতৈল পান করিতে দিবে।

চন্দনং মধুকং পদ্মমূলীং নীলমুৎপলম্। ক্ষীরপিত্তং প্রলেপেন দাহশোথরুজাপহম্॥

রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, পদ্মকেশর, বেণার মূল ও নীলোৎপল, এই সকল দ্রব্য দুগ্ধে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে পিত্তজ বুদ্ধির দাহ, শোথ ও বেদনা নষ্ট হয়।



পঞ্চবঙ্গলক্লেদন সঘৃতেন প্রলেপনম্। পানং বাপি কষায়স্য পিত্তবৃদ্ধৌ প্রশস্যতে।।

বট, অশ্বথ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও বকুল এই পঞ্চবৃক্ষের বঙ্গল পেষণ ও তাহাতে ঘৃত মিশ্রণ করিয়া সেই ঘৃতাক্ত কঙ্কের প্রলেপ দিলে বা ঐ পঞ্চবঙ্গলের ক্বাথ পান করিলে পিত্তজ বৃদ্ধি প্রশমিত হয়।

কফবৃদ্ধৌ মূত্রপিষ্টৈরুষ্ণবীর্যোঃ প্রলেপনম্। পাতব্যো মূত্রসংযুক্তঃ কষায়ঃ পীতদারুণঃ।। (উষ্ণবীর্যে-রজগন্ধাদিভিঃ সুশ্রুতোক্তৈঃ, বৃহৎপঞ্চমূল্যাদিভির্বা)।

কফজ বৃদ্ধিরোগে উষ্ণবীর্য দ্রব্য (বৃহৎ পঞ্চমূল কিংবা সুশ্রুতোক্ত অজগন্ধাদি) গোমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে, অথবা দেবদারুর কষায় গোমূত্র সংযুক্ত করিয়া পান করাইবে।

ত্রিকটুত্রিফলাক্বাথং সক্ষারলবণং পিবেৎ। বিরেচনমিদং শ্রেষ্ঠং কফবৃদ্ধিবিনাশনম্।। লেপনং কটুতীক্ষ্ণাষ্ণং শ্বেদনং রুক্ষমেব চ। পরিষেকোপন্যাসৌ চ সর্বমুষ্ণমিহৈষ্যতে।।

ত্রিকটু ও ত্রিফলার ক্বাথে যবক্ষার ও সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। ইহা শ্রেষ্ঠ বিরেচক এবং কফজ বৃদ্ধিরোগনাশক। কফজ বৃদ্ধিতে কটু তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য প্রলেপ, রুক্ষশ্বেদ, পরিষেক ও উপন্যাস উষ্ণবহুয় প্রয়োগ করিবে।

মুহুমুর্জলৌকোভিঃ শোণিতং রক্তজং হরেৎ। পিবেদ্বিরেচনং বাপি শর্করাক্ষৌদ্রসংযতম্।। শীতমালেপনং শস্তং সর্বং পিত্তহরং তথা। পিত্তবৃদ্ধিক্রমং কুর্যাদামে পক্ষে চ রক্তজে।।

রক্তজ বৃদ্ধিরোগে জলৌকা দ্বারা পুনঃপুনঃ রক্তমোক্ষণ করিবে। ইহাতে চিনি ও মধু-সংযুক্ত বিরেচন, শীতল প্রলেপ এবং সকলপ্রকার পিত্তহর ক্রিয়া প্রশস্ত। রক্তজ বৃদ্ধির আমাবহুয় কী পক্বাবহুয় সর্বদাই পিত্তজ বৃদ্ধির চিকিৎসা করিবে।

শ্মিন্নং শ্লেদঃসমুত্থানং লেপয়েৎ সুরসাদিনা। শিরোবিরেচনদ্রব্যৈঃ সুখৌষ্ণমূত্রসংযুতৈঃ।।

মেদোজ বৃদ্ধিতে অগ্রে গোময়পিণ্ডাদি দ্বারা শ্বেদ দিয়া পরে তুলসী, নিসিন্দা ও শ্বেত পুনর্নবাদি সুরসাদিগণোক্ত দ্রব্য দ্বারা প্রলেপ দিবে। শিরোবিরেচন (পিপুল, মরিচ, আপাং প্রভৃতি) দ্রব্যসমূহ গোমূত্রপিষ্ট ও তাহা ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার দর্শে।

সংশ্লেদে মূত্রপ্রভবাং বস্ত্রপট্টেন বেষ্টয়েৎ। সেবন্যাঃ পার্শ্বতোহধস্তাদ্বিধোদ্ ব্রীহিমুখেন বৈ।। শঙ্খোপরি চ কর্ণাণ্ডে ত্যক্তা সেবনীমাদরাৎ। বাতাসাদ্বা শিরাং বিধেদস্ত্রবৃদ্ধিনিবৃত্তয়ে। অঙ্গুষ্ঠমধ্যে ত্বক্ ছিত্তা দহেদঙ্গবিপর্যয়ে।।

মূত্রজ বৃদ্ধি, শ্বেদ দ্বারা শ্মিন্ন করিয়া ত্বকের মৃদুতা সম্পাদনার্থ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বেষ্টন করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। তৎপরে মূত্রপ্রাবণার্থ ব্রীহিমুখ নামক শস্ত্র দ্বারা সেবনীর পার্শ্বে অধোভাগ এরূপ বিদ্ধ করিবে যেন সেবনীতে আঘাত না-লাগে। অস্ত্রবৃদ্ধি নিবৃত্তির জন্য বিপরীতভাবে শিরা বিদ্ধ করা কর্তব্য, অর্থাৎ বাম কোষের বৃদ্ধি হইলে দক্ষিণভাগে এবং দক্ষিণ কোষের বৃদ্ধি হইলে বামভাগে, আর উভয় কোষের বৃদ্ধি হইলে উভয় ভাগেই বিদ্ধিতে হইবে। শঙ্খদেশের উপরে এবং কর্ণের প্রান্তভাগে যে-শিরা আছে, তাহাও বিপরীতভাবে বিদ্ধ করিবে। হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যে ত্ত্বমাত্র ছেদন করিয়া সেই স্থান দন্ধ করিয়া দিবে। এ স্থলেও পূর্ববৎ বিপরীতভাবে পোড়াইতে হইবে অর্থাৎ বামকোষের বৃদ্ধি হইলে দক্ষিণ হস্তের এবং দক্ষিণ কোষের বৃদ্ধি হইলে বাম হস্তের, আর উভয় কোষেরই বৃদ্ধি হইলে উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি পোড়াইতে হইবে।

মুহুক্ষোষমগচ্ছন্ত্যামস্ত্রবৃদ্ধৌ বিচক্ষণঃ। বাতবৃদ্ধিক্রমং কুর্য্যাৎ শ্বেদস্ত্রাগ্নিনা হিতম্।।

অম্লবৃদ্ধি কোষপ্রাপ্ত না-ইহলে অর্থাৎ বজ্রকণে গ্রন্থিরূপে প্রথমাবস্থায় অবস্থিত থাকিলে বাতজ বৃদ্ধির চিকিৎসা করিবে। একরূপ অবস্থায় অগ্নির স্বেদ হিতকর।

রাস্নাযষ্ট্যামৃতৈরগু-বলাগোক্ষুরসাধিতঃ। কাথোহস্ত্রবৃদ্ধিং হস্ত্যাশু রুবুতৈলেন মিশ্রিতঃ।।

রাস্না, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, এরগুমূল, বেড়েলা ও গোক্ষুর ইহাদের কাথ এরগুতৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অম্লবৃদ্ধি নিবারিত হয়।

তৈলমেরগুজং পীত্বা বলাসিদ্ধ-পয়োহৃষিতম্। আত্মানশূলোপচিতামস্ত্রবৃদ্ধিঃ জয়েমরঃ।।

বেড়েলামূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে এরগুতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে আত্মান ও শূলবৎ বেদনায়ুক্ত অম্লবৃদ্ধি প্রশমিত হয়।

হরীতকীং মূত্রসিদ্ধাং সতৈলাং লবণান্বিতাম্। প্রাতঃ প্রাতশ্চ সেবেত কফবাতাময়াপহাম্।।

হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে এরগুতৈল ও লবণ মিশাইয়া গোমূত্রের সহিত (কেহ বলেন গরম জল-সহ) প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মিক বৃদ্ধি বিনষ্ট হয়।

ত্রিফলাকাথগোমূত্রং পিবেৎ প্রাতরতন্মিতঃ। কফবাতোস্ত্রবং হস্তি শ্বয়থুং ব্যগোথিতম্।।

ত্রিফলার কাথে গোমূত্র প্রক্ষেপ দিয়া উহা প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মজনিত ব্যণ শোথ নিবারিত হয়।

গন্ধর্ব্বহস্ততৈলেন ক্ষীরেণ বিহিতং শৃতম্। বিশালামূলজং চূর্ণং বৃদ্ধিং হস্তি ন সংশয়ঃ।।

এরগুতৈল ও দুগ্ধের সহিত যথাবিধি পাক করিয়া রাখালশসার মূলচূর্ণ সেবন করিলে বুদ্ধিরোগ নিবৃত্ত হয়।

গব্যং ঘৃতং সৈন্ধবসংপ্রযুক্তং শম্বুকভাণ্ডে নিহিতং প্রযত্নাৎ। সপ্তাহমাদিত্যকরৈর্বিপক্কং নিহন্তি কুরগুমতি-প্রবৃদ্ধম্।।

গব্য ঘৃত ও (চতুর্থাংশ) সৈন্ধব লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সদ্য আনীত একটি শামুকের মধ্যে পুরিয়া ৭ দিন রৌদ্রে পাক করিবে। সেই ঘৃতের প্রলেপ দিলে কুরগু নষ্ট হয়।

ঐন্দ্রীমূলভবং চূর্ণং রুবুতৈলেন মর্দিতম্। ব্রাহ্মকোপয়সা পীতং সর্ব্ববৃদ্ধিনিবারণম্।।

রাখালশসার মূলচূর্ণ এরগুতৈলের সহিত মর্দন করিয়া গব্য দুগ্ধের সহিত ৩ দিন পান করিলে সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধিরোগ নষ্ট হয়।

রুদ্রজটামূললিপ্তা করটব্যঙ্কচর্ম্মণা। বদ্ধা বৃদ্ধিঃ শমং যাতি চিরজাপি ন সংশয়ঃ।। নিষ্পিষ্টমারনালেন রূপিকামূলবঙ্কলম্। লেপো বৃদ্ধ্যাময়ং হস্তি বদ্ধমূলমপি দৃঢ়ম্।। বচাসর্ব্বপকঙ্কেন প্রলেপো বৃদ্ধিনাশনঃ।

লজ্জাগৃধ্রমলাভ্যাঞ্চ লেপো বৃদ্ধিহরঃ পরঃ।।

শিবজটার মূল উপযুক্ত পরিমাণে লইয়া পেষণ করত তদ্বারা কোষে প্রলেপ দিবে। তাহার পর করটবী নামক জন্তুর (নকুলসদৃশ জন্তু, খটাশ) ক্রোড়স্থ চর্ম্ম দ্বারা কোষ বন্ধন করিয়া রাখিবে। ইহাতে বহুকালোৎপন্ন কোষবৃদ্ধির শান্তি হয়। আকন্দমূলের বঙ্কল কাঁজির সহিত বাটিয়া কুরগুে প্রলেপ দিলে বদ্ধমূল ও দৃঢ় বৃদ্ধিও নষ্ট হয়। বচ ও সর্ব্বপ একত্র পেষণ করিয়া কুরগুে প্রলেপ দিলে বৃদ্ধি নষ্ট হয়। বরাহক্রান্তা ও গুধিনীর বিষ্ঠা একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুরগু নষ্ট হয়।

সরলাগুরুষ্ঠানি দেবদারু মহৌষধম্। মুত্রারনালসংযুক্তং শোথয়ুং কফবাতনুং।।

সরলকাষ্ঠ, অণুরু, কুড়, দেবদারু ও শুষ্ঠ এই সকল দ্রব্যের কক্ষ গোমূত্র ও কাঁজির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে কোষগত শোথ এবং বায়ু ও কফ বিনষ্ট হয়।

শিগ্রত্বকসর্বপৈর্লেপঃ শোথশ্লেথ্যানিলাপহঃ ॥

সজিনাছাল ও সর্বপ বাটিয়া প্রলেপ দিলে কোষগত শোথ, শ্লেথ্যা ও বায়ু প্রশমিত হয়।

বহুবাস্য বীজঞ্চ পিষ্টং তচ্চার্দ্ৰকৈঃ সহ। কুরগুং নাশয়েদ্ ভদ্রে লেপনান্নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥

বহুবাস্যের বীজ ও আদা একত্র বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে কুরগু নিবারিত হয়।

যঃ পিত্তদোষেণ কুরগুরোগো ভবেচ্ছিশোদক্ষিণমুক্ষভাগে। তস্যোদ্ধভাগঃ শ্রবণস্য বিধেদ্বামস্য বামে প্রভবে পরস্য ॥

পিত্তদোষে বালকের দক্ষিণ কোষে কুরগু হইলে বামকর্ণের উর্ধ্বভাগ এবং বামকোষে হইলে দক্ষিণ কর্ণের উর্ধ্বভাগ বিদ্ধিয়া দিবে।

এরগুলৈলসংমিশ্রং কাসীসং সৈন্ধবং পিবেৎ। বস্ত্রেণ বৃণং বন্ধং কুরগুজ্বরনাশনম্ ॥

এরগুলৈলের সহিত হিরাকস ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে এবং বস্ত্র দ্বারা কোষ বাঁধিয়া রাখিলে কুরগু ও তজ্জনিত জ্বর নষ্ট হয়।

সংচূর্ণিতং সৈন্ধবমাজ্যযুক্তং সংমর্দ্য তোরস্থিতমেব সোষ্ণম্। মুছন্নর্হিঃ কুরুতে প্রলেপং বিলীয়তে তস্য কুরগুরোগঃ ॥

সৈন্ধব লবণচূর্ণ গব্য ঘূতে মর্দন করিয়া অল্প জল দিয়া অগ্নিতে উষ্য করিয়া মুছর্মুছ প্রলেপ দিলে কুরগুরোগ নষ্ট হয়।

ঈশ্বরীমূলমেরু-মূলং মূষকচর্ম চ। প্রলেপঃ স্যাৎ কুরগুনাং রোগবিচ্ছেদকারকঃ ॥

রুদ্রজটামূল, এরগুল ও ইন্দুরের চর্ম বাটিয়া প্রলেপ দিলে কুরগুরোগ বিনষ্ট হয়।

সুপেয়িতং ব্রাহ্মণযষ্টিকায়ামূলং সমং তণ্ডুলধাবনেন। নিহন্তি লেপাদ্ গলগণ্ডমালাং কুরগু-মুখ্যানখিলান্ বিকারান্ ॥

বামুনহাটীর মূল আতপ তণ্ডুলের জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে গণ্ডমালা কুরগু প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

বাতারিতৈলমুদিতং সুরদারুবীজং মূলং নরঃ পিবতি যো মসৃণং বিচূর্ণ্য। গব্যে নিধায় পয়সি ত্রিদিনাবসানে তস্য প্রণশ্যাতি কুরগুকৃতো বিকারঃ ॥

দেবদারুবীজ বাতয় তৈল-সহ বাটিয়া তাহা অথবা দেবদারুমূলচূর্ণ গব্যদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে তিন দিনে কুরগু নিবারিত হয়।

### ব্রধ্ন নিদানম্

অত্যাভিষ্যন্দিগুর্কর্ণ-শুষ্কপূত্যামিষাশনাৎ। করোতি গ্রহিবচ্ছোথং দোষো বজ্জ্ঞশস্কিষু। জ্বরশূলান্স সাদাঢ্যং তং ব্রধ্নমিতি নির্দিশেৎ ॥

অত্যন্ত অভিষ্যন্দী দ্রব্য, গুরুপাক অন্ন, শুষ্ক দ্রব্য এবং পচা মাংস ভক্ষণ করিলে বাতাদি দোষ সঞ্চিত হইয়া বজ্জ্ঞশস্কিহানে গ্রহির ন্যায় শোথ উৎপন্ন করে। তজ্জন্য অত্যন্ত জ্বর, শূলবৎ বেদনা ও শরীরের অবসন্নতা উপস্থিত হয়। ইহাকে ব্রধ্নরোগ বলে।

## ব্রহ্ম চিকিৎসা

ভৃষ্টশৈরঙতৈলেন সমাক্ কঙ্কোহভয়াভবঃ। কৃষ্ণসৈন্ধবসংযুক্তো ব্রহ্ম রোগহরঃ পরঃ॥

হরীতকীর কঙ্ক এরঙতৈলে ভাজিয়া তাহাতে পিপুল ও সৈন্ধবচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে ব্রহ্ম (কুঁচকী ও বাগী) রোগের শাস্তি হয়।

ন্যাগ্রোধক্ষীরলেপেন ব্রহ্মরোগো বিনশ্যতি॥

বটের আটা লেপন করিলে সদ্যোজাত ব্রহ্ম বসিয়া যায়।

অজাজী হবুযা কুষ্ঠং গোধূমং বদরাঘিতম্। কাজ্জিকেন তু সংপিষ্টং তন্মোপো ব্রহ্মজিৎ পরঃ॥

কৃষ্ণজীরা, হবুযা, কুড়, গোধূম ও কুল এই সকল দ্রব্য কাঁজিতে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ব্রহ্মশূল নিবারিত হয়।

অবিক্ষীরেণ গোধূমকঙ্কং কুন্দরুকস্য চ। বিলেপনং সুখোষণং স্যাদ্ ব্রহ্মশূলহরং পরম্॥

মেঘদুধে গোধূম ও কুন্দরুখোটা বাটিয়া ঈষদুষ্য করত প্রলেপ দিলে ব্রহ্মশূল নিবারিত হয়।

হরীতকী বচা শুষ্ঠী ত্রিবৃত্তা স্বর্ণপত্রিকা। এলাদ্বয়ং দেবপুষ্পং ক্কাথয়িত্বা জলং পিবেৎ। অনেন প্রশমং যান্তি ব্রহ্মকাসজ্বরা ধ্রুবম্॥

হরীতকী, বচ, শুষ্ঠ, তেউড়ীমূল, সোণামুখী, ছোট এলাইচ, বড় এলাইচ ও লবঙ্গ ইহাদের ক্কাথ পান করিলে ব্রহ্ম, কাস ও জ্বর প্রশমিত হয়।

লাক্ষা করঞ্জবীজ শুষ্ঠী দারু সগৈরিকম্। কুন্দরুকঃ সমং কৃত্বা চূর্ণয়েন্মতিমান্ ভিষক্। কাজ্জিকেন তু সংপেষ্য তথা স্বয়থুন্যশনম্॥

লাক্ষা, করঞ্জবীজ, শুষ্ঠ, দেবদারু, গিরিমাটা ও কুন্দরুখোটা এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ও কাজ্জিতে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ব্রহ্মশোথ বিনষ্ট হয়।

মৃতমাত্রৈ তু বৈ কাকে বিশস্তে সংপ্রবেশয়েৎ। ব্রহ্মং মুহুর্ভুং মেধাবী তৎক্ষণাদরুজো ভবেৎ॥

একটি কাক মারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার ক্রোড়দেশ বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে ব্রহ্ম প্রবেশ করাইলে ক্ষণকাল মধ্যে যাতনা নিবারিত হয়।

## বিষাদি চূর্ণম্

মূলং বিশ্বকপিত্যোররলুকস্যাগ্নের্বহতোদ্রয়োঃ শ্যামাপূতিকরঞ্জশিগ্রকতরোবিশৌষধারুদ্ভরম্। কৃষ্ণ-গ্রহিকচব্যাপঞ্চলবণক্ষারাজমোদাদিতম্ পীতং কাজ্জিককোষতোয়মথিতং চূর্ণীকৃতং ব্রহ্মজিৎ॥ (শ্যামাত্র বৃদ্ধদারকঃ। মূলমিতি মূলং ষষ্ঠ্যষ্টৈঃ সর্বৈঃ যোজ্যম্। ইতি শিবদাসঃ)।

বেল, কয়েংবেল, শোণাক, চিতা, বৃহতী, কণ্টকারী, বৃদ্ধদারক, নাটাকরঞ্জ ও সজিনা ইহাদের মূল এবং শুষ্ঠ, ভেলার মুটা, পিপুল, পিপুলমূল, চই, পঞ্চলবণ, যবক্ষার ও বনযমানী এই সমুদায় চূর্ণ করিয়া কাঁজি অথবা উষ্য জলের সহিত সেবন করিলে ব্রহ্মরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

## ভক্তোত্তরীয়ম্

অভ্রকং গন্ধকষ্টৈব পিঙ্গলী লবণানি চ। ত্রিষ্কারং ত্রিফলা চৈব হরিতালং মনঃশিলা॥ পারদাঞ্চাজমোদা চ যমানী শতপুষ্পিকা। জীরকং হিঙ্গু মেথী চ চিত্রকং চবিকা বচা॥ দন্তী চ ত্রিবৃত্তা মুস্তং শিলা চ

মূলৌহকম্। অঞ্জনং নিম্ববীজানি পটোলং বৃদ্ধদারকম্।। সৰ্বাণি চাক্ষমাত্রাণি শ্লক্ষুচূর্ণানি কারয়েৎ। শতং কনকবীজানি শোধিতানি প্রযোজয়েৎ।। এতদগ্নিবিবৃদ্ধার্থমুবিভিঃ পরিকীৰ্ত্তিতম্। স্লীপদান্যস্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ বাতবৃদ্ধিঞ্চ দারুণাম্।। অরুচিষ্ণামবাতঞ্চ শূলং বাতসমম্ভবম্। গুশ্মশ্লেষবোদরব্যাধীন্ নাশয়ত্যাশু তৎক্ষণাৎ। ভক্তোস্তরমিদং চূর্ণমশ্বিভ্যাং নিৰ্ম্মিতং পুরা।।

অত্র, গন্ধক, পিপুল, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, ত্রিফলা, হরিতাল, মনছাল, পারদ, বনযমানী, যমানী, গুলফা, জীরা, হিঙ্গু, মেথী, চিতামূল, চই, বচ, দন্তীমূল, তেউড়ী, মুতা, শিলাজতু, লৌহ, রসঞ্জন, নিম্ববীজ, পটোলপত্র ও বিদ্ধড়ক বীজ, প্রত্যেক ২ তোলা, শোধিত ধূতুরাবীজ ১০০টি, এই সমুদায় একত্র চূর্ণ করিয়া লইবে। আহারের পর সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে স্লীপদ, অস্ত্রবৃদ্ধি, অরুচি, আমবাত, বাতজ শূল প্রভৃতি রোগের উপশম এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

#### অৰ্য্যমামৃতান্নম্

দশমূলী চ নিগুণ্ডী সরসা চ পুনর্নবা। স্মৃহী চ চবিকা বাসা চিত্রকং বৃদ্ধদারকম্।। বলা চাতিবলা চৈব পাঠারম্বচচিত্রকম্। সহস্রপুটিতান্ত্র সৈরেষাং বিমর্দয়েৎ।। অৰ্য্যমামৃতনামেদং ব্রহ্মবৃদ্ধিং নিষচ্ছতি। অস্ত্রবৃদ্ধিং তথাম্মানং স্লীপদং কুলসম্ভবম্।। গণ্ডমালাং তথা গ্রহ্মিমর্কবুদং বাতশোণিতম্। জ্বরং ঘোরং তথা শোথমুদরং স্লীহপাণ্ডুতাম্। রসায়নবরং বৃষ্যং বহ্নিকৃদ ধাতুবর্দ্ধনম্।।

দশমূল, নিসিন্দা, শ্বেত তেউড়ী, পুনর্নবা, মনসাসীজ, চই, বাসক, চিতা, বৃদ্ধদারক, বেড়োলা, গোরক্ষচাকুলে, আকনাদি, সৌদাল ও রক্তচিতা ইহাদের রসে সহস্রপুটিত অত্র মাড়িয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে ব্রহ্ম, বৃদ্ধি ও অস্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি নানা রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

#### বৃদ্ধিবাহিকা বটিকা

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং মৃতান্যোতানি যোজয়েৎ। লৌহং বঙ্গং তথা তাম্রং কাংস্যস্ফাথ বিশোধিতম্।। তালকং তুখকঞ্চাপি তথা শঙ্খবরাটকম্। ত্রিকটু ত্রিফলাং চবাং বিড়ঙ্গং বৃদ্ধদারকম্।। কচুর্দ্রং মাগধীমূলং পাঠাং সহবুযাং বচাম্। এলাবীজং দেবকাষ্ঠং তথা লবণপঞ্চকম্।। এতানি সমভাগানি চূর্ণয়েদথ কারয়েৎ। কষায়েণ হরীতক্যা বটিকাং টঙ্কসংমিতাম্।। একাং তাং বটিকাং যস্ত নিগিলেদ্ বারিণা সহ। অস্ত্রবৃদ্ধির-সাধ্যাপি তস্য নশ্যতি সত্ত্বরম্।।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, তাম্র, কাঁসা, হরিতাল, তুঁতে, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই, বিড়ঙ্গ, বিদ্ধড়ক বীজ, শটী, পিপুলমূল, আকনাদি, হবুযা, বচ, এলাইচ, দেবদারু, পঞ্চলবণ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া হরীতকীর ক্লেথে মর্দন করত ১ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। এই বটি জল-সহ প্রত্যহ ১টি সেবন করিলে অসাধ্য অস্ত্রবৃদ্ধিও নষ্ট হয়।

#### শশিশেখর রসঃ

লৌহমজ্জা সিন্দূরং মর্দয়েৎ কন্যাকাশ্মুনা। অস্য রক্তিমিতং দদ্যাদস্ত্ররোগনিবৃন্তয়ে।।

লৌহ, অত্র ও রসসিন্দূর একত্র ঘৃতকমারীর রসে মড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা যথোপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিলে সকলপ্রকার অস্ত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

#### বাতারিঃ

রসভাগো ভবেদেকো গন্ধকো দ্বিগুণো মতঃ। ত্রিগুণা ত্রিফলা গ্রাহ্যা চতুর্ভাগশ্চ চিত্রকঃ। গুগগুলুঃ পঞ্চভাগঃ স্যাদেরগুতৈলমর্দিতঃ। ক্ষিপ্ত্যত্র পূর্বকং চূর্ণং তেনৈব সহ মর্দয়েৎ।। গুড়িকাং কর্ষমাত্রাশু

ভক্ষয়েৎ প্রাতরেব হি। নাগরৈরগুমুলানাং ক্কাথং তদন পায়য়েৎ।। অভাজ্যৈরগুতৈলেন শ্বেদয়েৎ পৃষ্ঠদেশকম্। বিরেকে তেন সঞ্জাতে শ্লিষ্ণুমুষ্ণঞ্চ ভোজয়েৎ।। বাতারিসংজ্ঞকো হোষ রসো নির্বাত-সেবিতঃ। অস্ত্রবৃদ্ধিং নিহন্ত্যেব ব্রহ্মচার্য্যপুংসরঃ। অনুপানঞ্চ তিলজমার্দ্রকদ্রবসংযুতম্।।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, ত্রিফলা মিলিত ৩ ভাগ, চিতামূল ৪ ভাগ ও গুগগুলু ৫ ভাগ এই সমস্ত দ্রব্য এরগুতৈলের সহিত মর্দন করিয়া ২ তোলা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান আদার রস ও তিলতৈল। ঔষধ সেবনান্তে শুষ্ঠ ও এরগুমূলের ক্কাথ পেয়। এই ঔষধ সেবনের পর রোগীর পৃষ্ঠদেশে এরগুতৈল মাখাইয়া শ্বেদ প্রদান করিবে। বিরচন হইলে শ্লিষ্ণু ও উষ্ণদ্রব্য ভোজন করাইবে। ইহাতে অস্ত্রবৃদ্ধিরোগ প্রশমিত হয়।

রসরাজেন্দ্রঃ

হিঙ্গুলোথং রসং গন্ধকং কেশরাজাম্বুশোধিতম্। রসার্দ্রং হেম তারঞ্চ নাগং হেমার্দ্রকং তথা।। ক্ষিপ্তরা খল্লতলে পশ্চাদ বাসাক্কাথেন ভাবয়েৎ। কাকমাচ্যাশ্চিত্রকস্য নিগুণ্ডাঃ কুটজস্য চ।। স্থলপদ্মস্যোৎপলস্য সপ্তকুঙ্কো দ্রবৈঃ পৃথক্। ততো রক্তিমিতাঃ কুর্যাদ বটীশণ্ডাংশুশোধিতাঃ।। অস্ত্রজান্ নিখিলান্ রোগান্ সর্বদোষোদ্ভবাংস্তথা। হস্তায়ং রসরাজেন্দ্রো মৃগরাজো যথা মৃগান্।।

হিঙ্গুলোথ রস ও কেশুরিয়ার রসে শোধিত গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রত্যেক ৪ মাষা এবং সীসা ২ মাষা এই সমুদায় একত্র করিয়া বাসক, কাকমাচী, চিতা, নিসিন্দা, কুড়চি, স্থলপদ্ম ও পদ্ম ইহাদের ক্কাথে পৃথক পৃথক ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করত রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে সমস্ত অস্ত্ররোগ এবং অন্যান্য বিবিধ ব্যাধি প্রশমিত হয়।

শতপুষ্পাদ্যং ঘৃতম্

শতপুষ্পামৃতা দারু চন্দনং রজনীদ্বয়ম্। জীরকে দ্বৈ বচা নাগত্রিফলা গুগগুলুত্বচম্।। মাংসী কুষ্ঠং পত্রকৈলা রামাশ্রঙ্গী সচিত্রকম্। ত্রিমিঘ্নমম্বগন্ধা চ শৈলেয়ং কটুরোহিণী।। সৈন্ধবং তগরক্ষৈব কুটজাতি-বিষে সমে। এতৈশ্চ কার্ষিকৈঃ কষ্টৈর্ধৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।। বৃষমুণ্ডিতিকৈরগু-নিষ্পত্রভবো রসঃ। কণ্টকার্য্যাস্তথা প্রস্থং ক্ষীরপ্রস্থং বিনিষ্কিপেৎ।। সিদ্ধমেতদ্ ঘৃতং পীতমস্ত্রবৃদ্ধিং ব্যাপোহতি। বাতবৃদ্ধিং পিত্তবৃদ্ধিং মেদোবৃদ্ধিঞ্চ দারুণাম্।। মূত্রবৃদ্ধিং শ্লীপদঞ্চ যকৃৎ শ্লীহানমেব চ। শতপুষ্পাদ্যমেতদ্ বৈ ঘৃতং হস্তি ন সংশয়ঃ।। (সৈন্ধবং তগরক্ষৈব কটজাতিবিষেঃ সমৈরেতি ক্কাচিৎপাঠঃ। নিষ্পত্রভবো রস ইত্যত্র বিষ্পত্রভবো রস ইতি বা পাঠঃ)।

ঘৃত ৪ সের। বাসক, মুণ্ডিরী, এরগু, নিষ্পত্র ও কণ্টকারী ইহাদের প্রত্যেকের রস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের। কঙ্কার্থ গুলফা, গুলঞ্চ, দেবদারু, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, বচ, নাগেশ্বর, ত্রিফলা, গুগগুলু, গুড়ত্বক, জটামাংসী, কুড়, তেজপত্র, এলাইচ, রান্না, কাঁকড়াশ্রঙ্গী, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, অম্বগন্ধা, শৈলজ, কটকী, সৈন্ধব, তগরপাদুকা, কুড়িচ্ছাল ও আতাইচ প্রত্যেক ২ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে সকলপ্রকার বৃদ্ধি, শ্লীপদ, যকৃৎ ও শ্লীহা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিবৃত্তাদি ঘৃতম্

ত্রিবৃত্তামযুস্ত্যম্বু-পয়োধরযমানিকাঃ। শ্যামাবিদারীমিশ্রৈয়া-পিপ্পলীগিরিমল্লিকাঃ।। ঘৃতপ্রস্থং পয়ঃপ্রস্থং দধ্যাদ্ধকসমম্বিতম্। শতাবরীরসপ্রস্থং সর্বাণ্যেকত্র সংপচেৎ।। ত্রিবৃত্তাদি ঘৃতক্ষেতদস্ত্রজান্ নিখিলান্ গদান্। প্রমেহান্ বিংশতিং শ্বাসান্ কৃষ্ঠান্যশাংসি কামলাম্।। হলীমকম্ পাণ্ডুরোগং গলগণ্ডং তথাবর্দম্। বিদ্রাধিং ব্রণশোথঞ্চ হস্তি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।।

গব্যঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, দধির মাত ১৬ সের, শতমূলীর রস ৪ সের। কঙ্কার্থ তেউড়ী, যষ্টিমধু, বাল্য, মূতা, যমানী, শ্যামালতা, ভূমিকুশ্মাণ্ড, মৌরী, পিপুল ও কুড়চিছাল মিলিত ১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত পান করিলে অস্ত্রজ সমস্ত রোগ এবং প্রমেহ, শ্বাস, কুষ্ঠ ও অর্শ প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়।

#### বৃহদন্তীঘৃতম্

জলদ্রোণে পচেৎ সমাগদন্ত্যাঃ পলশতং ভিষক্। পাদশিষ্টং গৃহীত্বৈমং ক্বাথং সর্পিঃ পয়স্তথা ॥ দন্তীমূলং বলাং দ্রাক্ষাং সহদেবীং শতাবরীম্। সরলং শারিবাং শ্যামাং প্রত্যেকং কুড়বোধিতম্ ॥ বিদার্য্যাস্তালমূল্যাশ্চ শাম্বল্যাঃ কুটজস্য চ। রসাঢ্যকং পরিক্ষিপ্য সাধয়েন্ মৃদুনাগ্নিনা ॥ অস্ত্রবৃদ্ধিমস্ত্ররোধমস্ত্রদাহং সুদারুণম্। মুগ্ধবৃদ্ধিং তথা ব্রহ্মং ব্রণশোথং ভগন্দরম্ ॥ আমবাতং বাতরক্তং মুখনাসাশিরোরুজঃ। রেতঃশোণিত-দোষাংশ্চ হস্তি দন্তীঘৃতং বৃহৎ ॥

ঘৃত ১৬ সের। ক্বার্থ দন্তীমূল ১২ ॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ, ভূমিকুশ্মাণ্ড রস, তালমূলী রস, শিমুলমূলের রস ও কুড়চিছালের রস, প্রত্যেক ১৬ সের। কঙ্কার্থ দন্তমূল, বেড়োলা, দ্রাক্ষা, পীতবেড়োলা, শতমূলী, সরলকাষ্ঠ, অনন্তমূল ও শ্যামালতা (কেহ বলেন শ্যামমূলা তেউড়ী) প্রত্যেক ১ কুড়ব। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই ঘৃত পান করিলে অস্ত্রবৃদ্ধি, অস্ত্রাবরোধ, অস্ত্রদাহ, মুগ্ধবৃদ্ধি, ব্রহ্ম, আমবাত, বাতরক্ত ও রক্তদুষ্টি প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

#### গন্ধর্কহস্ত তৈলম্

শতমেরগুমূলস্য পলং শুষ্ঠা যবাকটম্। জলদ্রোণে বিপক্তব্যং যাবৎ পাদাবশেষিতম্ ॥ তেন পাদাবশেষেণ পয়সা তৎসমেন চ। প্রস্থমেরগুতৈলস্য তন্মূলাচ্চ চতুঃপলম্ ॥ ত্রিপলং শৃঙ্গবেরঞ্চ গর্ভং দন্তা বিপাচয়েৎ। তৎ পিবেৎ প্রযতঃ শুদ্ধো নরঃ ক্ষীরান্নভুক্ সদা। অস্ত্রবৃদ্ধিং জয়ত্যাশু তৈলং গন্ধর্কহস্তকম্ ॥

এরগুতৈল ৪ সের। ক্বার্থ এরগুমূল ১২ ॥০ সের, শুষ্ঠ ১২ ॥০ সের, যব ৮ সের, প্রত্যেকে জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কঙ্কার্থ এরগুমূল ৪ পল, আদা ৩ পল। এই তৈল পান করিলে শীঘ্র অস্ত্রবৃদ্ধি প্রশমিত হয়। পথ্য দুগ্ধ ও অন্ন। মাত্রা ২ তোলা, উষ্ণ দুগ্ধ-সহ সেব্য।

#### বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্

সৈন্ধবং মদনং কুষ্ঠং শতাহাং নিচূলং বচাম্। হ্রীবেরং মধুকং ভাগীং দেবদারু সনাগরম্ ॥ কটফলং পৌষ্করং মেদাং চবিকাং চিত্রকং শটীম্। বিড়ঙ্গাতিবিষে শ্যামাং রেণুকাং নীলিনীং স্থিরা ॥ বিষ্ণাজমোদে কৃষ্ণাঞ্চদন্তীরাসে প্রপিয়া চ। সাধ্যমেরগুজং তৈলং তৈলং বা কফবাতনৎ ॥ ব্রহ্মোদাবর্ন্তগুম্মার্শঃ-প্লীহমেহাচ্যামারুতান্। আমাহমশ্মরীক্ষেব হন্যাৎ তদনুবাসনাৎ ॥ (শ্যামা ত্রিবৃতা। তৈলং বেতি তিলতৈলং বা। ইতি শিবদাসঃ)।

এরগুতৈল বা তিলতৈল ৪ সের। কঙ্কার্থ সৈন্ধব, মদনফল, কুড়, গুলফা, বেতস, বচ, বাল্য, যষ্টিমধু, বামনহাটী, দেবদারু, শুষ্ঠ, কটফল, পুষ্করমূল, মেদা, চই, চিতামূল, শটী, বিড়ঙ্গ, আতইচ, তেউড়ী, রেণুক, নীলবুহা, শালপাণি, বেলশুষ্ঠ, বনযমানী, পিপুল, দন্তীমূল ও রান্না মিলিত ১ সের। জল ১৬ সের। এই তৈল মর্দনে ব্রহ্ম, উদাবর্ন্ত, গুম্ম, অর্শ, প্লীহা, মেহ ও বাতরক্ত প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

#### বৃহদ্রাস্নাতৈলম্

যক্ষ্মদ্যনারায়ণনাম তৈলং তস্যাপ্সংঘৈস্তিলজং হি তৈলম্। মন্দারপুষ্পস্বরসেন সার্কং পচেদ্ বিধিজ্ঞঃ

কমলাভুসা চ।। মন্দারতৈলং বৃহদেতদাশু বলঞ্চ শুক্রং পরিবর্দ্ধয়েদ্ধি। অস্ত্রোথরোগান নিখিলান্ নিহন্তি  
পিত্তোথবাতোথকফোথিতাংশ্চ।।

যে-সকল কক্ষ ও কাথাদি দ্বারা বাতব্যাধি অধিকারের মধ্যমনারায়ণ তৈল পাক করিতে হয়, তৎ সমস্ত দ্রব্য, অধিকন্তু পালিধাপম্পের ও পদ্মরসের সহিত তৈল পাক করিলে তাহাকে বৃহৎ মন্দারতৈল বলে। ইহা গাত্রে ও উদরাদিতে মর্দন করিলে সমস্ত অস্ত্রজ রোগ এবং অন্যান্য ব্যাধি প্রশমিত হয়। ইহা বল ও শুক্রবর্দ্ধক।

### পথ্যাপথ্যবিধিঃ

#### বুদ্ধিরোগে পথ্যানি

সংশোধনং বস্তিরসুস্থিমোক্ষঃ স্বেদঃ প্রলেপোহরুণশালয়শ্চ। এরণ্ডতৈলং সুরভীজলঞ্চ ধন্যমিষং শিগ্রফল-  
পটোলম্।। পুনর্নবা গোক্ষুরকোহগ্নিমহুস্তাম্বুলপথ্যা সরলা রসোনম্। বাতিঙ্গনো গুজনকং মধুনি কৌস্তং  
ঘৃতং তপ্তজলঞ্চ তক্রম্। যদামবাতাপহময়িকারি তদন্নপানঞ্চ সুরা পুরাণা। অর্দ্ধেন্দুবদুজ্জ্বলয়োশ্চ দাহো  
বাত্যাসতো বাহুশিরাব্যধশ্চ।। যথাক্রমং শস্ত্রবিধিষ্চ বর্গঃ স্যাদব্রহ্মবৃদ্ধ্যাময়িনাং সুখায়।।

সংশোধন ঔষধ, বস্তিক্রিয়া, রক্তমোক্ষণ, স্বেদন, প্রলেপন, রক্তশালি তণ্ডুল, ভেরেণ্ডার তৈল, গোমূত্র, ধনুদেশজ মৃগপক্ষী প্রভৃতির মাংস, সর্জিনাফল, পটোল, পুনর্নবা, গোক্ষুর, গণিয়ারি, তাম্বুল, হরীতকী, সরলকাষ্ঠ, রশুন, বেণুণ, গাজর, মধু, দশ বৎসরের পুরাতন ঘৃত, গরম জল এবং তক্র, এই সমস্ত ব্রহ্ম ও বুদ্ধিরোগে সুপথ্য।

আমবাতাধিকারে আমবাতনাশক যে-সকল পথ্য নিবদ্ধ করা হইয়াছে, সেই সকল পথ্য এবং অগ্নিবর্দ্ধক অন্নপানীয়, পুরাতন সুরা, বজ্রকণ্ঠয়ে অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় দক্ষ করা ও বিপরীত বাহুর শিরাবেধ অর্থাৎ বামভাগের কোষবৃদ্ধি হইলে দক্ষিণবাহুর শিরাবেধ এবং দক্ষিণভাগের কোষবৃদ্ধি হইলে বামবাহুর শিরাবেধ করা এবং শস্ত্রাবচরণীয় বিধি অনুসারে শস্ত্রক্রিয়া এই সকল ব্রহ্মবুদ্ধি-রোগে হিতকর।

#### বুদ্ধিরোগেহপথ্যানি

বিরুদ্ধপানাম্নমসাত্ম্যসেবা সংক্ষোভণং হস্তিহয়াদিয়ানম্। আনুপমাংসানি দধীনি মাষা দুগ্ধানি পিষ্টান্ন-  
মুপোদিকা চ।। গুরুণি শুক্রেণাথিতবেগরোধঃ সূর্যব্রহ্মবৃদ্ধ্যাময়িনামমিত্রাঃ।।

বিরুদ্ধ অন্নপান, অসাত্ম্যসেবন, সংক্ষোভণ, হস্তী অশ্ব প্রভৃতি যানে গমনাগমন, আনুপমাংস, দধি, মাষকলায়, দুগ্ধ, পিষ্টান্ন, গুইশাক, গুরুদ্রব্য ও শুক্রবেগধারণ, এই সমস্ত ব্রহ্ম ও বুদ্ধিরোগীর পক্ষে অহিতকর।

ইত্যায়ুর্বেদ-সংগ্রহে বুদ্ধিরোগাধিকারঃ।



# গলগণ্ডাদিরোগাধিকার

## গলগণ্ড লক্ষণম্

নিবন্ধঃ শ্বয়থুর্যস্য মুক্‌বল্লম্বতে গলে। মহান্ বা যদি হ্রস্বো গলগণ্ডং তমাদিশেৎ।। বাতঃ কফশ্চাপি  
গলে প্রদুষ্টৌ মন্যে চ সংশ্রিতা তথৈব মেদঃ। কুক্ষন্তি গণ্ডং ক্রমশঃ স্থলিপ্পৈঃ সমম্বিতং তং গলগণ্ডমাহঃ।।

গলদেশে বৃহৎ বা ক্ষুদ্র যে-দৃঢ় শোথ লক্ষিত হয়, তাহাকে গলগণ্ড কহে।

প্রদুষ্ট বায়ু কফ বা মেদ গলদেশে মন্য নামক শিরাদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে স্ব-স্ব লক্ষণযুক্ত  
গণ্ড উৎপাদন করে। ঐ গণ্ড অর্থাৎ শোথবিশেষকে পণ্ডিতেরা গলগণ্ড কহেন।

## গলগণ্ড চিকিৎসা

যবমুদাপটোলানি কটু রুক্ষা ভোজনম্। হৃদিং সরস্তুমুক্তিঞ্চ গলগণ্ডে প্রযোজয়েৎ।।

গলগণ্ড রোগে যব, মুগ, পটোল এবং কটু ও রুক্ষদ্রব্য ভোজন ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে রক্তমোক্ষণ  
ও বমনক্রিয়া কর্তব্য।

তণ্ডুলোদকপিষ্টেন মূলেন পরিলেপিতঃ। হস্তিকর্ণপলাশস্য গলগণ্ডঃ প্রশাম্যতি।।

হস্তিকর্ণপলাশের মূল আতপতণ্ডুলের জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে গলগণ্ড নিবারিত হইয়া থাকে।

সর্ষপান্ শিগ্রবীজানি শণবীজাতসীযবান্। মূলকস্য চ বীজানি তক্রোশ্মেন পেষয়েৎ।। গলগণ্ড গণ্ডমালা  
গ্রহয়শ্চৈব দারুণাঃ। প্রলেপাদেব নশ্যন্তি বিলয়ং যান্তি সত্বরম্।।

সর্ষপ, সজিনাবীজ, শণবীজ, মসিনা, যব ও মুলার বীজ একত্র অন্নতক্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে  
গলগণ্ড, গণ্ডমালা ও গ্রহিসকল সত্বর বিলয়প্রাপ্ত হয়।

• রক্ষোয়তৈলযুঞ্জন জলকুন্তীকভস্মনা। লেপনং গলগণ্ডস্য চিরোথস্যাপি শস্যতে।। (রক্ষোয়ঃ সর্ষপঃ।)

পানান্ভস্ম সর্ষপতৈলের সহিত মর্দন করিয়া প্রলেপ দিলে বহুদিনসজ্জত গলগণ্ডেরও শাস্তি হয়।

জীর্ণকর্কারকরসো বিড়সৈন্ধবসংযুতঃ। নস্যেন হস্তি তরুণং গলগণ্ডং ন সংশয়ঃ।।

পরিপক্ব তিতলাউয়ের রসে বিট ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া নস্যগ্রহণ করিলে নুতন গলগণ্ড প্রশমিত হয়।

জলকুন্তীকজং ভস্ম পকং গোমূত্রগালিতম্। পিবেৎ কোদ্রবভজ্ঞাশী গলগণ্ডপ্রশান্তয়ে।।

পানান্ভস্ম গোমূত্রে পাক করিয়া ছাঁকিয়া তাহা পান এবং কোদধান্যের অন্ন ভোজন করিলে গলগণ্ড প্রশমিত হয়।

শ্বেতাপরাজিতামূলং প্রাতঃ পিষ্টবা পিবেন্নরঃ। সর্পিষা নিয়তাহরো গলগণ্ডপ্রশান্তয়ে।।

শ্বেত অপরাজিতামূল ঘূতের সহিত পেষণ করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে ও নিয়মিত আহার করিলে গলগণ্ডের শাস্তি হয়।

সূর্য্যাবর্ভরসোনান্ভ্যাং গলগণ্ডোপনাহনঃ। শ্বেটাস্রাবৈঃ শমং যাতি গলগণ্ডো ন সংশয়ঃ।।

গলগণ্ডে ছড়ছড়ে ও রসুনের পুলটিশ দিলে উহা ফাটিয়া যায় এবং পূয়রক্ত নির্গত হওয়ায় উহার শাস্তি হইয়া থাকে।

তিক্তান্নাবৃফলে পক্বে সপ্তাহমুষিতং জলম্। মদ্যং বা গলগণ্ডঘ্নং পানান্ পথ্যানুসেবিনঃ।।

পক্ব তিতলাউ ফলের মধ্যে জল কিংবা মদ্য ৭ দিন রাখিবে। পরে সেই জল বা মদ্য পান করিয়া সুপথ্য সেবন করিলে গলগণ্ড রোগ প্রশমিত হয়।

কটফলচূর্ণাণ্ডগলঘর্ষো গলগণ্ডমপহরতি। ঘৃতমিশ্রং পীতমপি শ্বেতগিরিকর্ণিকামূলম্।।

কটফলচূর্ণ গলের অন্তর্ভাগে ঘর্ষণ করিলে অথবা শ্বেত অপরাজিতার মূল ঘূতের সহিত সেবন করিলে গলগণ্ড উপশমিত হয়।

মহিষীমূত্রবিমিশ্রং লৌহমলং সংস্থিতং ঘটে মাসম্। অন্তর্ধূমবিদম্ভং লিহান্মধুনাথ গলগণ্ডে।।

মহিষীর মূত্রে লৌহমল (মণ্ডুর) একমাস ভিজাইয়া রাখিয়া পরে উহা অন্তর্ধূমে দন্ধ করিয়া মধুর সহিত অবলেহন করিলে গলগণ্ড প্রশমিত হয়।

জিহ্বায়াঃ পার্শ্বতোহুদন্তাচ্ছিরা দ্বাদশ কীর্তিতাঃ। তাসাং স্থূলশিরে কৃষ্ণে বিধ্যাৎ তে চ শনৈঃ শনৈঃ।।  
বড়িশেনৈব সংগৃহ্য কুশপত্রেন বুদ্ধিমান্। স্রুতে রক্তে ব্রণে তস্মিন্ দদ্যাৎ সণ্ডুডমার্জকম্। ভোজনকাল-  
ভিষ্যন্দি যুষঃ কৌলথ ইযাতে।।

জিহ্বার পার্শ্বে অধোভাগে ১২টি শিরা আছে, তন্মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ স্থূল শিরা দুইটি বড়িশ যন্ত্র দ্বারা ক্রমে ক্রমে ধরিয়া কুশপত্র নামক শস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিবে। রক্ত নির্গত হইলে ক্ষতস্থানে গুড়-সংযুক্ত আদার প্রলেপ দিবে। কুলথকলায়ের যুষ ও কফঘ্ন ভোজ্য আহার করিতে দিবে।

কর্ণযুগ্মবহিঃসন্ধিমধ্যাভ্যাসে স্থিতঞ্চ যৎ। উপর্যুপরি তচ্ছিন্দ্যাদ্ গলগণ্ডে শিরাত্রয়ম্।।

কর্ণদ্বয়ের বহিঃস্থ সন্ধির নিকটবর্তী যে ৩টি শিরা আছে, তাহা উপর্যুপরি বিদ্ধ করিলে গলগণ্ডের শাস্তি হয়।

### তুষ্ণিতৈলম্

বিড়ঙ্গক্ষারসিদ্ধুগ্রা-রান্নাগ্নিব্যোষহিঙ্গুভিঃ। কটুতুষ্ণীফলরসৈঃ কটুতৈলং বিপাচয়েৎ। চিরোখমপি নস্যেন  
গলগণ্ডং বিনাশয়েৎ।।

কটুতৈল ৪ সের। পাকা তিতলাউয়ের রস ১৬ সের। কঙ্কার্থ বিড়ঙ্গ, যবক্ষার, সৈন্ধব, বচ, রান্না, চিতামূল, ত্রিকটু ও হিঙ্গু মিলিত ১ সের। ইহার নস্য গ্রহণ করিলে চিরোখ গলগণ্ডও নিবারিত হয়।

### অমৃতাদ্যং তৈলম্

তৈলং পিবেচ্চামৃতবল্লিনিষ হংসাহুয়াবৃক্ষকপিপ্ললীভিঃ। সিদ্ধং বলাভ্যাঞ্চ সদেবদারু হিতায় নিত্যং  
গলগণ্ডরোগী।।

তিলতৈল ৪ সের। কঙ্কার্থ গুলঞ্চ, নিমছাল, হংসপদী, কুড়িচ ছাল, পিপুল, বেড়েলা, শ্বেত বেড়েলা ও দেবদারু মিলিত ১ সের। ইহাদের কঙ্ক ও ক্বাথ-সহ যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈল পান করিলে গলগণ্ড রোগের দমন হয়।

### গণ্ডমালা লক্ষণম্

কর্কশ্চকোলামলকপ্রমাণৈঃ কক্ষাৎসমন্যাগলবজ্জ্ঞপেষু। মেদঃকফাভ্যাং চিরমন্দপাকৈঃ স্যাদ্ গণ্ডমালা  
বহুভিচ্চ গণ্ডৈঃ।।

দুষ্ট মেদ ও কফ দ্বারা কক্ষ (বগল) ক্ষন্না, মন্যা (গ্রীবাদেশস্থ স্থূল শিরাদ্বয়), গল ও বজ্জ্ঞদেশে শেয়াকুল, কুল অথবা আমলকীর ন্যায় আকারবিশিষ্ট বহুসংখ্যক যে-গণ্ড উৎপন্ন হয়, তাহাকে গণ্ডমালা কহে। এই গণ্ডমালা দীর্ঘকালান্তে সামান্যরূপ পাকে।

### গণ্ডমালা চিকিৎসা

কাঞ্চনারত্বচঃ ক্বাথঃ শুষ্ঠীচূর্ণন সংযুতঃ। মাস্কিকাঢ্যঃ সৰ্ব্ভু পীতঃ ক্বাথো বরুণমূলজঃ।। গণ্ডমালাং  
হরত্যাশু চিরকালানুবন্ধিনীম্।।

শুষ্ঠীচূর্ণের সহিত কাঞ্চনছালের ক্বাথ অথবা মধুর সহিত বরুণমূলের ক্বাথ পান করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন গণ্ডমালা আশু বিনষ্ট হয়।

পিষ্টা জ্যোষ্ঠাধ্বনা পেয়াঃ কাঞ্চনারত্বচঃ শুভাঃ। বিশ্বভেষজসংযুক্তা গণ্ডমালাহরাঃ পরাঃ।।

কাঞ্চনছাল তণ্ডুলোদকে পেষণ করিয়া শুষ্ঠ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে গণ্ডমালা নিবারিত হয়।

### কাঞ্চনারগুণ্ডলুঃ

কাঞ্চনারস্য গৃহীয়াৎ ত্বচং পঞ্চপলোমিতাম্। নাগরস্য কণায়াশ্চ মরিচস্য পলং পলম্।। পথ্যাবিভীত-  
ধাত্রীণাং পলমর্দং পৃথক পৃথক। বরুণস্যাক্ষমেকঞ্চ পত্রকৈলাত্বচাং পনঃ।। টঙ্কং টঙ্কং সমাদায় সর্ব্বাণ্যেকত্র  
চূর্ণয়েৎ। যাবচ্চূর্ণমিদং সর্ব্বং তাবানোবাত্র গুণ্ডলুঃ।। সন্ধুট্য সর্ব্বমেকত্র পিণ্ডং কৃত্বা বিধারয়েৎ। শুটিকাঃ  
শানিকাঃ কৃত্বা প্রভাতে ভক্ষয়েন্নরঃ।। গলগণ্ডং জয়তু্যগ্রমপটীমকর্কদানি চ। গ্রহীন্ ব্রণানি শুন্মাশ্চ  
কুষ্ঠানি চ ভগন্দরম্।। প্রদেয়চানপানার্থং ক্বাথো মুণ্ডিতিকাভবঃ। ক্বাথঃ খদিরসারস্য ক্বাথঃ কোষেহুভয়া-  
ভবঃ।।

কাঞ্চনছাল ৫ পল, শুষ্ঠ, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেক ১ পল, হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী প্রত্যেক অর্দ্ধ পল, বরুণছাল ২ তেলা, তেজপত্র, এলাইচ ও দারুচিনি প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণের পরিমাণ যত, তত পরিমাণে গুণ্ডলু মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার কুণ্ডিত

করিবে। এই ঔষধ ৥০ তোলা পরিমাণে প্রাতঃকালে সেবন করিলে উৎকট গলগণ্ড, অপচী, গ্রন্থি প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। অনুপান ঈষদুষ্ম মুণ্ডিরী ক্কাথ, খদিরকাষ্ঠের ক্কাথ বা হরীতকীর ক্কাথ।

ঐন্দ্রা বা গিরিকর্ণ্যা বা মূলং গোমূত্রযোগতঃ। গণ্ডমালাং হরেৎ পীতং চিরকালোচ্ছিতামপি ॥

রাখালশসার অথবা শ্বেত অপরাজিতার মূল গোমূত্রে পেষণ করিয়া সেবন করিলে দীর্ঘকালজাত গণ্ডমালাও প্রশমিত হয়।

#### ছুদ্দন্দরী তৈলম্

ছুদ্দন্দর্যা বিপক্কঃ ক্ষণাৎ তৈলবরং ধ্রুবম্। অভ্যঙ্গান্নাশয়েৎ ক্ষিপ্রং গণ্ডমালাং সুদারুণাম্ ॥

তৈল ৪ সের। কক্ষার্থ ছুঁচার মাংস ১ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। (চন্দ্রদন্তের মতে ছুঁচার কক্ষ ও ক্কাথ দ্বারাই তৈল পাচ্য)। এই তৈল মর্দন করিলে সুদারুণ গণ্ডমালা নিবারিত হয়।

#### শাখোটকতৈলম্

গণ্ডমালাপহং তৈলং সিদ্ধং শাখোটকত্বচা ॥

শেওড়ার ছালের ক্কাথ ও কক্ষ দ্বারা সিদ্ধ তৈল নস্যাদিতে ব্যবহার করিলে গণ্ডমালা নিবারিত হয়।

#### সিন্দুরাদিতৈলম্

চক্রমর্দকমূলস্য কক্ষং কৃত্বা বিপাচয়েৎ। কেশরাজরসে তৈলং কটুকং মৃদুনাগিনা ॥ পাকশেষে বিনিষ্কিপ্য সিন্দূরমবতারয়েৎ। এতন্তৈলং নিহন্ত্যাশু গণ্ডমালাং সুদারুণাম্ ॥

কটুতৈল ৪ সের, কেশুরিয়ার রস ১৬ সের। কক্ষার্থ চাকুন্দামূল অর্দ্ধ তোলা। মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া পাকশেষে সিন্দূর অর্দ্ধ সের প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। ইহা মর্দনে গণ্ডমালা নিবারিত হয়।

#### বিস্মাদিতৈলম্

বিস্মাম্বরানিশুণ্ডীসাধিতং বাপি নাবনম্ ॥ (অত্র বিস্মাম্বরায়োঃ কক্ষঃ। নিশুণ্ড্যাঃ স্বরসঃ। ইতি বৃন্দটীকা।)

তেলাকুচার মূল ও করবীমূল ইহাদের কক্ষ এবং চতুর্গুণ নিসিন্দার রস-সহ পাচিত তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে গণ্ডমালা নিবারিত হয়।

#### নিশুণ্ডীতৈলম্

নিশুণ্ডীস্বরসে বাথ লাঙ্গলীমূলকক্ষিতম্। তৈলং নস্যান্নিহন্ত্যাশু গণ্ডমালাং সুদারুণাম্ ॥

তিলতৈল ৪ সের। নিসিন্দার রস ১৬ সের। কক্ষার্থ ঈশলাঙ্গলার মূল ১ সের। এই তৈলের নস্য দ্বারা গণ্ডমালা নষ্ট হয়।

#### অপচী লক্ষণম্

তে গ্রন্থয়ঃ কেচিদবাণ্ডপাকাঃ শ্রবন্তি নশ্যন্তি ভবন্তি চান্যে। কালানুবন্ধং চিরমাদখাতি সৈবাপচীতি শ্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ ॥ সাধ্যাঃ স্মৃতাঃ পীনসপার্শ্বশূল কাসজ্বরচ্ছর্দিযুতাত্ত্বসাধ্যাঃ।

পূর্বোক্ত গণ্ডমালারই গণ্ডসকল যদি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এই রূপ ভাবাপন্ন হয় যে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পাকিয়া শ্রাবযুক্ত, কতকগুলি অদৃশ্য ও অপর কতকগুলি উদ্ভূত হইতে থাকে, তাহা হইলে উহাকে অপচী রোগ বলিয়া অভিহিত করা যায়। নিরুপদ্রব অপচী সাধ্য, কিন্তু পীনস পার্শ্বশূল কাস জ্বর ও বমি এই সকল উপদ্রবযুক্ত হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে।

### অপচী চিকিৎসা

অলম্বুযাদলোদ্ধৃত-স্বরসং দ্বিপলং পিবেৎ। অপচ্যা গণ্ডমালায়াঃ কামলায়াশ্চ নাশনম্।।

মুণ্ডিরীপত্রের রস ২ পল পান করিলে অপচী, গণ্ডমালা ও কামলা রোগ বিনষ্ট হয়।

শোভাজ্বলং দেবদারু কাঞ্জিকেন তু পেযিতম্। কোষঃ প্রলেপতো হন্যাদপচীমতিদুস্তরাম্।।

সজিনাছাল ও দেবদারু কাঁজিতে পেযিত এবং অগ্নিতে ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে অপচী বিনষ্ট হয়।

সর্বপারিস্তপত্রাণি দধ্মনা ভল্লাতকৈঃ সহ।। ছাগমূত্রেণ সংপিস্তমপচীঘ্নং প্রলেপনম্।।

শ্বেতসর্বপ ও নিমপত্র ভেলার সহিত অগ্নিতে দধ্ম ও ছাগমূত্রে পেযিত করিয়া প্রলেপ দিলেও অপচী বিনষ্ট হয়।

বনকাপাসিকামূলং তণ্ডুলৈঃ সহ যোজিতম্। পঙ্কা পূপলিকা খাদেদপচীনানশনায় চ।।

বনকাপাসের মূল ১ ভাগ ও তণ্ডুল ৩ ভাগ একত্র পেষণ করিয়া তাহার পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। এই পিষ্টক ভক্ষণে অপচী নষ্ট হয়।

অশ্বথকাষ্ঠং নিচুলং গব্যং দন্তধ্ব দাহয়েৎ। বরাহমজ্জসংপৃক্তং ভস্ম হস্ত্যপচীত্রণান্।।

অশ্বথকাষ্ঠ, হিজল ও গোদন্ত ভস্ম করিয়া বরাহের মজ্জার সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে অপচী ও ব্রণ নষ্ট হয়।

### গুঞ্জাদ্যং তৈলম্

গুঞ্জাহয়ারিশ্যামার্ক-সর্ষপৈর্মুত্রসাধিতম্। তৈলজ্জ দশধা পশ্চাৎ কণালবণপঞ্চকম্।। মরিচৈশ্চূর্ণিতৈর্ঘুস্তং সর্বাবস্থাগতং জয়েৎ। অভ্যঙ্গাদপচীং নাড়ীং বন্দ্রীকার্শৌহর্কুদব্রণান্।।

কুঁচমূল, করবীর মূল, বিদ্ধড়ক, আকন্দের আঠা ও সর্ষপ এই সমুদায় কঙ্ক ও তৈলের চতুর্গুণ গোমূত্র দিয়া ১০ বার পাচিত তৈলে পিপুল, পঞ্চলবণ ও মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তদ্বারা মর্দন করিলে অপচী ও নাড়ীব্রণ প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয়।

### চন্দনাদি তৈলম্

চন্দনং সাভয়া লাক্ষা বচা কটুকরোহিণী। এভিস্তৈলং শৃতং পীতং সমূল্যমপচীং হরেৎ।।

তিলতৈল ৪ সের। কঙ্কার্থ রক্তচন্দন, হরীতকী, লাক্ষা, বচ ও কটকী মিলিত ১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে পাক করিয়া, এই চন্দনাদি তৈল পান করিলে অপচী রোগ সমূলে বিনষ্ট হয়।

### ব্যোষাদিতৈলম্

ব্যোষং বিড়ঙ্গং মধুকং সৈন্ধবং দেবদারু চ। তৈলমেভিঃ শৃতং নস্য্যৎ স্কৃচ্ছ্যমপচীং হরেৎ।।

তিল তৈল ৪ সের। কঙ্কার্থ ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, সৈন্ধব ও দেবদারু মিলিত ১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই তৈলের নস্য লইলে কষ্টসাধ্য অপচীও প্রশমিত হয়।

### গ্রন্থি লক্ষণম্

বাতাদয়ো মাংসমসৃক্ প্রদুষ্টাঃ সংদূষ্য মেদশ্চ তথা শিরাশ্চ। বৃত্তোন্নতং বিগ্রথিতঞ্চ শোথং কুর্ব্বন্ত্যতো গ্রন্থিরিতি প্রদিস্তঃ।।

• বাতাদি দোষসকল, রক্ত মাংস মেদ ও শিরাসমূহকে দূষিত করিয়া বর্জ্যলাকার উন্নত যে-গ্রহি রূপ শোথ উৎপাদন করে, তাকে গ্রহিরোগ কহে।

### গ্রহি চিকিৎসা

গ্রহিহামেশু কুর্কীত ভিষক্ শোথপ্রতিক্রিয়াম্। পকানুৎপাট্য সংশোধ্য রোপয়েদ্ ব্রণভেষজৈঃ।।

গ্রহির অপকবাহুয় শোথের চিকিৎসা করিবে। পাকিয়া উঠিলে উহা উৎপাটিত করিয়া ক্ষতনিবারক ঔষধ দ্বারা উহার শোধন ও রোপণ করিবে।

গ্রহীনমর্ম্মপ্রভবানপকানুদ্ধত্য চাণিং বিদধীত বৈদ্যঃ। ক্ষারেণ চৈতান্ প্রতিসারয়েৎ তু। সর্ব্বাংশ্চ সংলিখ্য যথোপদেশম্।।

অমর্ম্মজাত ও অপক গ্রহিসকল, শস্ত্র দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া ঐ স্থান অগ্নি দ্বারা দধ্ব করিবে। গ্রহি-সকল লেখন করিয়া ক্ষারপ্রয়োগ দ্বারা তাহার প্রতিসারণ করা কর্তব্য।

গ্রহির্যো ন নশ্যতি ভেষজেন নিষ্কাশ্য তং শস্ত্রচিকিৎসকেন। জাত্যাদিপকেন ঘৃতেন বৈদ্যো ব্রণেন চান্যেন চ সঞ্চিকিৎসেৎ।।

যে-গ্রহি ঔষধ দ্বারা নিবারিত হইবে না, তাকে শস্ত্র দ্বারা উৎপাটন করিবে। পরে জাত্যাদি ঘৃত ও ব্রণনাশক ঔষধ দ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে।

হিংস্রাসরোহিণ্যমুতা চ ভার্গী শ্যোগাকবিস্তৃগুরুক্ষণ্ণক্কাঃ। গোপিপ্তপিষ্টাঃ সহ তালপর্গ্যা গ্রহৌ বিধেয়োহ্নিলজে প্রলেপঃ।।

বাতজ গ্রহিরোগে কালিয়াকড়া, কটকী, গুলঞ্চ, বামনহাটী, শ্যাণা, বিস্ত, অগুরু, সজিনা ও তালমুলী, এই সমুদায় দ্রব্য গোপিপ্তে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

জলৌকসঃ পিষ্টকৃতে হিতান্তু ক্ষীরোদকাভ্যাং পরিষেচনঞ্চ। কাকোলিবর্গস্য তু শীতলানি পিবেৎ কষায়ানি সশর্করাণি।।

পৈত্তিক গ্রহিরোগে জলৌকাপ্রয়োগ, জলমিশ্রিত দুধের পরিষেচন ও শর্করা-সংযুক্ত কাকোলীবর্গের শীতল ক্কাথ বিশেষ উপকারী।

দ্রাক্ষারসেনক্ষুরসেন বাপি চূর্ণং পিবেদ্বাপি হরীতকীনাং। মধুকজম্বজ্জুনবেতসানাং ত্রগ্ভিঃ প্রদেহান-বতারয়েচ্চ।।

গ্রহিরোগে দ্রাক্ষার বা ইক্ষুর রসের সহিত হরীতকীচূর্ণ সেবন করিলে কিংবা মৌলফুল, জাম, অজ্জুনবৃক্ষ ও বেতস, ইহাদের বক্ষল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

হাতেষু দোষেষু যথানুপূর্ব্বা গ্রহৌ ভিষক্ শ্লেষ্মাসমুথিতে চ। স্মিমে চ বিল্লপানমেব কুর্য়াদিস্তুষ্ঠবেণু-দশদীসুতৈশ্চ।।<sup>১</sup>

শ্লেষ্মিক গ্রহিরোগে যথানুপূর্ব্বক ক্রিয়া (বমন বিরেচন ও রক্তমোক্ষাদি ক্রিয়া) দ্বারা দোষ নিঃসারিত করিয়া গ্রহিতে স্বেদপ্রদান করিবে। স্বেদান্তে অঙ্গুষ্ঠ, বংশ এবং ছোট লোড়ার দ্বারা টিপিয়া বসাইয়া দিবে।

বিকঙ্কতার থুথকাকণ্ঠী-কাকাদনীতাপসবৃক্ষমূলৈঃ। আলেপয়েদেবমলাবভার্গী-করঞ্জকালামদনৈশ্চ  
বিদ্বান্।।

বৈঁচি, সোন্দাল, কুঁচমূল, কালিয়াকড়া ও ইস্দ্দীমূলের ছাল অথবা তিতলাউ, বামুনহাটী, করঞ্জ, কালিয়াকড়া ও মদনফল এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া গ্রস্থিতে প্রলেপ দিবে।

দন্তীচিত্রকমূলত্বক্ মুহার্চপয়সা গুড়ঃ। ভল্লাতকাস্থিকাশীশং লেপো ভিন্মাচ্ছিন্নামপি।।

দন্তী, চিতামূলের ছাল, সিজের আঠা, আকন্দের আঠা, গুড়, ভেলার বীজ ও হীরাকস এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া প্রলেপ দিলে গ্রস্থি নিশ্চয় বিদীর্ণ হয়।

ষর্জিকামূলকক্ষারঃ শঙ্খচূর্ণসমম্বিতঃ। প্রলেপো বিহিতস্তীক্লেহা হস্তি গ্রন্থ্যকুর্দাদিকান্।।

সাচিক্ষার, মূলকভস্ম ও শঙ্খচূর্ণ এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে গ্রস্থি ও অকর্বুদ বিনষ্ট হয়।

#### অকর্বুদ লক্ষণম্

গাত্রপ্রদেশে কচিদেব দোষাঃ সংমূর্ছিতা মাংসমসৃক্ প্রদূষ্য। বৃন্তং স্থিরং মন্দরুজং মহান্তমনল্লমূলং চিরবৃদ্ধ্য-  
পাকম্।। কুব্ধস্তি মাংসোচ্ছ্রয়মত্যাগাধং তমকর্বুদং শাস্ত্রবিদো বদন্তি।।

বাতাদি দোষসকল কুপিত হইয়া রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া শরীরের কোন স্থানে গোলাকার, অচল, অল্পবেদনায়ুক্ত, দূরানুপ্রবিষ্ট, সুতরাং অনল্লমূল, বৃহদাকার যে-মাংসোচ্ছ্রয় উৎপাদন করে, তাহাকে অকর্বুদ (আব্) বলে। অকর্বুদ দীর্ঘকালে পরিবর্দ্ধিত হয়, ইহা প্রায় পাকে না।

#### অকর্বুদ চিকিৎসা

গ্রন্থ্যকুর্দানাঞ্চ যতোহবিশেষঃ প্রদেশহেত্বাকৃতিদোষদুষ্টোঃ। ততশ্চিকিৎসেদ্ ভিষগকুর্দানি বিধানবিদ্  
গ্রন্থিচিকিৎসিতেন।।

গ্রন্থি ও অকর্বুদ এই উভয় রোগের উৎপত্তির স্থান, হেতু, আকৃতি, দোষ ও দূষ্য সমুদায়ই একরূপ। অতএব গ্রন্থিচিকিৎসার নিয়মানুসারে অকর্বুদের চিকিৎসা করিবে।

বাতাকর্বুদে চাপ্যপনাহনানি ন্নিক্লেস্চ মাংসৈরথ বেষবারৈঃ। ষ্বেদং বিদধ্যাৎ কুশলস্ত নাড্যা শৃঙ্গৈঃ রক্তং  
বহুশো হরেচ্চ।।

বাতজ অকর্বুদরোগে ন্নিক্লে মাংস অথবা বেষবার দ্বারা প্রলেপ, নাড়ীষ্বেদপ্রদান এবং শৃঙ্গ দ্বারা বারংবার রক্তমোক্ষণ করা কর্তব্য।

ষ্বেদোপনাহা মৃদবস্ত্র পথ্যাঃ পিত্তাকর্বুদে কায়বিরেচনঞ্চ।।

মৃদুষ্বেদ, কাকোল্যাডি মৃদুদ্রব্য-কৃত প্রলেপ এবং বিরেচক ঔষধ, পৈত্তিক অকর্বুদরোগে হিতকর।

বিঘৃষ্য চোড়ুষরশাকগোজীপত্রৈর্ভৃশং ক্ষৌদ্রযুতৈঃ প্রলিম্পেৎ। স্নানকৃতৈঃ সর্জরসপ্রিয়ঙ্গুপুণ্ডলোদ্রাজ্ঞন-  
যষ্টিকাহ্নৈঃ।।

অকর্বুদস্থান কাকডুমুর সেগুণ বা গোজিয়াপত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া ধূনা, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন, লোধ, রসাজ্ঞন ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে পিষ্ট এবং মধুর সহিত মিলিত করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

লেপনং পঙ্খচূর্ণেন সহ মূলকভস্মনা। কফাকর্বুদাপহং কুর্যাদ্ গ্রন্থাদিষু বিশেষতঃ।।

শ্লেথিক অকর্বুদ ও গ্রন্থিরোগে শঙ্খচূর্ণ ও মূলকভস্ম একত্র করিয়া প্রলেপ দিবে।

• মূলকস্য কৃতঃ ক্ষারো হরিদ্রায়ান্তথৈব চ। শঙ্খচূর্ণেন সংযুক্তো লেপঃ সিদ্ধোহর্কবৃন্দাপহঃ॥

মূলা ও হরিদ্রার ক্ষার শঙ্খচূর্ণের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে অর্কবৃন্দ বিনষ্ট হয়।

শিগ্রমূলকয়োবীজং রক্ষায়ং সুরসায়বম্। তক্রেনাশ্বরপিং পিষ্ট্বা লিম্পেসদর্কবৃন্দশান্তয়ে॥

সজিনাবীজ, মুলার বীজ, সর্ষপ, তুলসী, যব ও করবীর মূল তক্র-সহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে অর্কবৃন্দের শান্তি হয়।

#### গন্ধাদিলেপঃ

গন্ধশিলাবিষৌষধনাগভস্মভিঃ সৈমশ্চূর্ণম্। কৃকলাসরজ্জযুক্তং লেপাৎ সদ্যোহর্কবৃন্দধ্বংসি॥

গন্ধক, মনঃশিলা, শুঠ ও সীসাভস্ম এই সকল চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া তাহাতে কৃকলাসের রক্ত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে সদ্য অর্কবৃন্দ বিনষ্ট হয়।

বটদুগ্ধকুষ্ঠরোমকলিগুং বন্ধং বটস্য পত্রেন। অধ্যস্থি সপ্তরাত্র্যাম্হদপ্যুপশান্তিমর্কবৃন্দং গচ্ছেৎ॥

বটের আঠা, কুড় ও পাংশু লবণ লেপন করিয়া বটপত্র দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে ৭ রাত্রি-মধ্যে অধ্যস্থি ও অর্কবৃন্দ বিনষ্ট হয়।

উপোদিকারসাভ্যক্তান্তপত্রপরিবেষ্টিতাঃ। প্রশস্যন্ত্যচিরামৃণাং পিড়কাবৃন্দজাতয়ঃ॥ (পিড়কাবৃন্দজাতয় ইতি পিড়কাবৃন্দপ্রকারা ইত্যর্থঃ—ইতি চক্রঃ)।

পিড়কা ও অর্কবৃন্দ প্রভৃতিতে পুঁইপাতার রস লেপন করিয়া পুঁইপাতার দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে উহারা বিনষ্ট হয়।

#### মুহীগণ্ডাদিসেকঃ

মুহীগণ্ডারিকা-স্বেদো নাশয়েদর্কবৃন্দানি চ। লবণেনাথবা স্বেদঃ সীসকেন তথৈব চ॥

সিজু ও মঞ্জিষ্ঠা একত্র করিয়া তদ্বারা কিংবা লবণ দ্বারা অথবা সীসা দ্বারা স্বেদপ্রদান করিলে অর্কবৃন্দ বিনষ্ট হয়।

উপোদিকা কাক্ষিকতক্রপিষ্টা তয়োপনাস্য লবণেন যুক্তা। দৃষ্টোহর্কবৃন্দানাং প্রশমায় কৈশিচদ্দিনে দিনে রাত্রিষু মর্শ্বজানাম্॥

পুঁইপাতা, কঁাজি ও ঘোলের সহিত বাটিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ মিশাইবে। প্রতিদিন রাত্রিতে অর্কবৃন্দস্থানে ইহার প্রলেপ দিবে। তাহাতে মর্শ্বজ অর্কবৃন্দ বিনষ্ট হইবে।

লেপোহর্কবৃন্দজিহ্বামোচকভস্মত্বষশ্চূর্ণকৃতঃ। শরটরুধিরার্দ্রকগন্ধকযবজবিড়ঙ্গনাগরৈর্বাথ॥

কলার মোচাভস্ম, তুষ ও শঙ্খচূর্ণ ইহাদের প্রলেপ অথবা গন্ধক, যবক্ষার, বিড়ঙ্গ ও শুঠ, ইহাদের চূর্ণ কৃকলাসের রক্তে আর্দ্র করিয়া প্রলেপ দিলে অর্কবৃন্দ বিনষ্ট হয়।

হরিদ্রালোদ্রপত্তঙ্গ-গৃহধুমমনঃশিলাঃ। মধুপ্রগাঢ়ো লেপোহয়ং মেদোহর্কবৃন্দহরঃ পরঃ। এতামেব ক্রিয়াং কুর্যাদশেষাং শর্করাবৃন্দে॥

হরিদ্রা, লোধ, রক্তচন্দন, বুল ও মনঃশিলা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণিত ও মধুর সহিত মিলিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে মেদোজাত অর্কবৃন্দ নষ্ট হয়। শর্করাবৃন্দেও উত্তরূপ চিকিৎসা করিবে।



নিষ্পাবণ্যাকুলখকঙ্কৈর্মাসৈঃ প্রগাঢ়ৈদধিমর্দিভৈশ্চ । লেপং বিদধ্যাৎ ক্রিময়ো যথাত্র মঞ্চস্ত্যপত্যান্যথ  
মক্ষিকা বা ॥ অগ্নাবশিষ্টং ক্রিমিভিঃ প্রজঙ্ঘং লিখেৎ ততোহগ্নিং বিদधीত পশ্চাৎ । যদগ্নমূলং ত্রপুতাস্রসীসৈঃ  
সংবেষ্ট্য পত্রৈরথবায়সৈর্বা ॥ ক্ষারান্নিশস্ত্রাণ্যবতারয়েচ্চ মুহমুহঃ প্রাণমবেক্ষমাণঃ । যদৃচ্ছয়া চোপগতানি  
পাকং পাকক্রমেণোপচরেদ্ যথোক্তম্ ॥

শিম, খইল, কুলখকলায় ও অধিক পরিমিত মাংস এই সকল দ্রব্য দধির সহিত বাটিয়া অর্কবুদে  
প্রলেপ দিবে এবং যখন দেখিবে ইহাতে মক্ষিকা বা ক্রিমিসকল সন্তান প্রসব করিতেছে ও অর্কবুদের  
অধিকাংশ ভক্ষণ করিয়াছে তখন অবশিষ্ট অংশ ছেদন করিয়া অগ্নি দ্বারা দন্ধ করিবে। অগ্নাবশিষ্ট  
অংশ বঙ্গ, তামা, সীসা অথবা লৌহনির্মিত পত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া ক্ষার, অগ্নি ও শস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা  
নিঃশেষিত করিবে। কিন্তু শস্ত্রাদিপ্রয়োগকালে বারংবার রোগীর বলের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। অর্কবুদ  
যদি স্বয়ং পাকিয়া উঠে, তাহা হইলে পাকের নিয়মানুসারে যথোক্ত চিকিৎসা করিবে।

#### রৌদ্ররসঃ

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মর্দ্যং যামচতুষ্টয়ম্ । নাগবল্লীদলযুতং মেঘনাদপুনর্নবা ॥ গোমূত্রপিপ্ললীযুক্তং  
মর্দ্যং রুদ্ধা পুটেল্পযু । লিহেৎ ক্ষৌদ্রে রসো রৌদ্রো গুঞ্জামাত্রোহর্কবুদং জয়েৎ ॥

সমপরিমিত পারদ ও গন্ধক ৪ প্রহরকাল মর্দন করিবে। পরে তাহার সহিত পানপত্র, তণ্ডুলীয়  
(কাঁটানটে) শাক, পুনর্নবা, গোমূত্র ও পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পুনরায় উত্তমরূপে মর্দন করিবে।  
তৎপরে উহা লঘুপুটে পাক করিয়া ১ রতি পরিমাণে মধুর সহিত লেহন করিবে, তাহাতে অর্কবুদ  
বিনষ্ট হইবে।

#### পথ্যাপথ্যবিধিঃ

##### গলগণ্ডাদিরোগে পথ্যানি

ছদ্দিবিরেচনং নস্যং শ্বেদো ধূমঃ শিরাব্যধঃ । অগ্নিকর্ম্ম ক্ষারযোগঃ প্রলেপো লঙ্ঘনানি চ ॥ পুরাণঘৃতপানঞ্চ  
জীর্ণলোহিতশালয়ঃ । যবা মক্ষাঃ পটোলঞ্চ রক্তশিগ্রকটিল্লকম্ ॥ শালিঞ্চশাকং বেতাগ্রং রুক্ষাণি চ  
কটুনি চ । দীপনানি চ সর্ব্বাণি গুণ্ডুলুশ্চ শিলাজতু ॥ বিশেষাদ্ গলগণ্ডে তু চিহ্ন্যাজ্জিহ্বাতলে শিরাঃ ।  
কুর্য্যাদ্বা মণিবন্ধোদ্ধং রেখান্তিশোহস্থলাস্তরাঃ ॥

বমন, বিরেচন, নস্য, শ্বেদ, ধূম, শিরাবেধ, অগ্নিকর্ম্ম, ক্ষারপ্রয়োগ, প্রলেপন, উপবাস, পুরাতন  
ঘৃতপান, পুরাতন রক্তশালি, যব, মুগ, পটোল, রক্তসজিনা, করলা, শালিঞ্চশাক, বেতাগ্র, রুক্ষদ্রব্য,  
কটুদ্রব্য, অগ্নিদীপক সমস্ত দ্রব্য, গুণ্ডুলু ও শিলাজতু, এইগুলি গণ্ডমালা, গলগণ্ড, অপচী, গ্রহি ও  
অর্কবুদরোগে হিতকর। বিশেষতঃ গলগণ্ডরোগে জিহ্বার নিম্নদেশস্থ শিরাছেদন করিয়া মণিবন্ধের  
উর্ধ্বভাগে এক-এক অঙ্গুলি অন্তরে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তিনটি রেখাবৎ ছেদন করিবে।

গলগণ্ডগণ্ডমালাপটীগ্ৰন্থকর্কদাতুরে । যথাদোষং যথাবহুং পথ্যমেতৎ প্রকীর্ন্তিতম্ ॥

গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী, গ্রহি এবং অর্কবুদরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে অবস্থানুসারে দোষাদি  
বিবেচনাপূর্ব্বক এই সকল পথ্য প্রয়োগ করিবে।

##### গলগণ্ডাদিরোগে অপথ্যানি

ক্ষীরৈশ্চবিকৃতিঃ সর্ব্বা মাংসগ্ধনুপসম্ভবম্ । পিষ্টান্নমন্নং মধুরং শুক্লভিষ্যন্দকারি চ ॥ গলগণ্ডগণ্ডমালা-  
পটীগ্ৰন্থকর্কদাময়ান্ । চিকিৎসন্নগদাকারো যশোহর্থী পরিবর্জয়েৎ ॥

## গলগণ্ডাদিরোগাধিকার ৩০১

সর্বপ্রকার দুষ্কবিকৃতি (ক্ষীর, দধি, ছানা প্রভৃতি) ও ইক্ষুবিকৃতি (চিনি প্রভৃতি), অনুপদেশজ মাংস, পিষ্টান্ন (পিঠে প্রভৃতি), অম্লদ্রব্য, মধুরদ্রব্য, গুরুদ্রব্য ও অভিষ্যন্দী দ্রব্য, এইগুলি গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী, গ্রন্থি ও অর্বুদরোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণকে যশোভিলাষী বৈদ্য পরিত্যাগ করাইবেন।

ইত্যায়ুর্বেদ-সংগ্রহে গলগণ্ডাদিরোগাধিকারঃ।



# শ্লীপদরোগাধিকার

## শ্লীপদ নিদানম্

যঃ সজুরো বজ্জ্বলজো ভূশান্তিঃ শোথো নৃগাং পাদগাতঃ ক্রমেণ । তৎ শ্লীপদং স্যাৎ করকর্ণনেত্রশিশ্নৌষ্ঠ-  
নাসাষপি কেচিদাখঃ ॥ বাতজং কৃষ্ণকৃষ্ণং স্ফুটিতং তীব্রবেদনম্ । অনিমিস্তরুজং তস্য বহুশো জ্বর এব  
চ ॥ পিত্তজং পীতসম্ভাশং দাহজ্বরযুতং মৃদু । শ্লেষ্মিকং স্নিগ্ধবর্ণঞ্চ শ্বেতং পাণ্ডু গুরু স্থিরম্ ॥

শ্লীপদরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে প্রথমে জ্বরের সহিত বজ্জ্বলদেশে অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত শোথ হয়,  
পরে সেই শোথ ক্রমে-ক্রমে পদে উপস্থিত হয় । ইহাকেই শ্লীপদ (গোদ) কহে । কেহ-কেহ বলেন,  
হস্ত কর্ণ নেত্র লিঙ্গ নাসিকা ও ওষ্ঠেও শ্লীপদ হইয়া থাকে । বাতজ শ্লীপদ কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণ, স্ফুটিত ও  
তীব্রবেদনায়ুক্ত হয় । ইহাতে অকস্মাৎ বেদনা ও সর্বদা জ্বর হইয়া থাকে । পিত্তজ শ্লীপদ কোমল,  
পীতবর্ণ, দাহ ও জ্বরবিশিষ্ট । শ্লেষ্মাজ শ্লীপদ কঠিন, চিক্রণ, শ্বেত বা পাণ্ডুবর্ণ ও ভারযুক্ত হয় ।

## শ্লীপদ চিকিৎসা

লজ্জনালোপনশ্বেদ-রেচনৈ রক্তমোক্ষণৈঃ । প্রায়ঃ শ্লেষ্মাহরৈরকৃষ্ণৈঃ শ্লীপদং সমুপাচরেৎ ॥

শ্লীপদরোগে উপবাস, আলোপন, শ্বেদ, বিরেচন, রক্তমোক্ষণ ও শ্লেষ্মাহর ঔষধ ব্যবস্থা করিবে ।

নিষ্পিষ্টমারনালেন রূপিকামূলবক্ষলম্ । প্রলেপাৎ শ্লীপদং হস্তি বদ্ধমূলমপি স্থিরম্ ॥

আকন্দের মূলের ছাল কাঁজি-সহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে শ্লীপদের শাস্তি হয় ।

## ধূতুরাদি লেপঃ

ধূতুরৈরশুনিগুণ্ডী-বর্ষাভূশিগ্রসর্ষাপৈঃ । প্রলেপং শ্লীপদং হস্তি চিরোখমপি দারুণম্ ॥

ধূতুরা, এরণ্ড, নিসিন্দা, শ্বেত পুনর্নবা, সজিনা ও সর্ষপ এই সমুদায় একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে বহুদিন-সঞ্জাত শ্লীপদ প্রশমিত হইয়া থাকে।

হিতচালেপনে নিত্যং চিত্রকো দেবদারু বা। সিদ্ধার্থশিগ্রকঙ্কো বা সুখোষণে মূত্রপেষিতঃ॥

চিতামূল, দেবদারু বা শ্বেত সর্ষপ ও সজিনামূলের ছাল গোমূত্রে বাটিয়া ও ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।

মঞ্জিষ্ঠাং মধুকং রাস্নাং সহিত্রাং সপুনর্নবাম্। পিষ্টারনালৈর্লোপোহয়ং পিত্তশ্লীপদশান্তয়ে॥

মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, রাস্না, কালিয়াকড়া ও পুনর্নবা এই সমুদায় দ্রব্য কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে পৈত্তিক শ্লীপদ উপশমিত হয়।

স্নেহষ্বেদোপনাহাংশ্চ শ্লীপদেহনিলজে ভিষক্। কৃতা গুল্ফোপরি শিরাং বিধোৎ তচ্চত্বরঙ্গুলে॥

বায়ুজনিত শ্লীপদরোগে স্নেহষ্বেদ ও প্রলেপ প্রদানান্তর গুলফের উপরিভাগে চারি আঙ্গুলের মধ্যে শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে।

গুল্ফস্যধঃ শিরাং বিধোৎ শ্লীপদে পিত্তসম্ভবে। পিত্তগ্নীক্স ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পিত্তাকর্ষুদবিসর্পবৎ॥

পিত্তজনিত শ্লীপদরোগে গুলফের অধঃস্থ শিরা বিদ্ধ করিয়া পিত্তাকর্ষুদের ও পিত্তবিসর্পের ন্যায় পিত্ত গুল্ফ চিকিৎসা করিবে।

শিরাং সুবিদিতাং বিধেয়দৃষ্টে স্নেহশ্লীপদে। মধুযুক্তানি বা তীক্ষ্ণ-কষায়ানি পিবেন্নরঃ॥

শ্লেষ্মিক শ্লীপদে অঙ্গুষ্ঠের দৃশ্যমান শিরা বিদ্ধ করিবে এবং মধু-সংযুক্ত তীক্ষ্ণ কষায় পান করাইবে।

সিদ্ধার্থাদি লেপঃ

সিদ্ধার্থশোভাঞ্জনদেবদারুবিষৌষধৈর্মূত্রযুতৈঃ প্রলিপ্তৈঃ। পুনর্নবানাগরসর্ষপাণাং কঙ্কেন বা কাঞ্জিক-মিশ্রিতেন॥

শ্বেতসর্ষপ, সজিনা, দেবদারু ও শুঁঠ এই সমুদায় একত্র গোমূত্রে বাটিয়া কিংবা পুনর্নবা শুঁঠ ও সর্ষপ ইহাদের কঙ্কে কাঁজি মিশাইয়া তাহার প্রলেপ দিলে শ্লীপদ নিবারিত হয়।

পিণ্ডারকতরুসম্ভববন্দাকশিফা জয়তি সর্পিষা পীতা। শ্লীপদমুগ্রং নিয়তং বন্ধা সূত্রেণ জঙ্ঘায়াম্॥

পিণ্ডারক (বৈঁচ) বৃক্ষের পরগাছার মূল পেষণ করিয়া ঘূতের সহিত সেবন করিলে অথবা সূত্র দ্বারা জঙ্ঘাতে বাঁধিলে উৎকট শ্লীপদ রোগ নিরাকৃত হয়।

অসাধ্যমপি যাত্যন্তং শ্লীপদং চিরকালজম্। মূলেন সহদেবায়ান্তালমিশ্রেণ লেপনাৎ॥

বেড়েলামূল তালবাঁড়া রস দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে অসাধ্য ও বহুদিনসম্ভূত শ্লীপদও নিবৃত্ত হয়।

সপ্ততাম্বুলপত্রাণাং কঙ্কং তপ্তেন বারিণা। সংসৃষ্টং লবণোপেতং সেবিতং শ্লীপদং হরেৎ॥

৭টি তাম্বুলপত্রের কঙ্ক সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ জল-সহ সেবন করিলে শ্লীপদ নষ্ট হয়।

শাখোটবন্ধলকাথং গোমূত্রেণ যুতং পিবেৎ। শ্লীপদানাং বিনাশায় মেদোদোষনিবৃত্তয়ে॥

গোমূত্রের সহিত শাখোটছালের (শেওড়া) কাথ পান করিলে শ্লীপদ ও মেদোদোষ নিবৃত্ত হয়।

রজনীং গুড়সংযুক্তং গোমূত্রেণ পিবেন্নরঃ। বর্ষোৎথং শ্লীপদং হস্তি দ্রব্ধকুষ্ঠং বিশেষতঃ॥

পুরাতন গুড় ও গোমূত্রের সহিত হরিদ্রাচূর্ণ সেবন করিলে দক্ষ, কুষ্ঠ ও শ্লীপদ বিনষ্ট হয়।

বর্ষাভূত্রিফলাচূর্ণং পিঙ্গল্যা সহ যোজিতম্। সন্ধোদ্রং শ্লীপদে লিহ্যচ্চিরোথং শ্লীপদং জয়েৎ॥

পুনর্নবা, ত্রিফলা ও পিপুল ইহাদের চূর্ণ মধু-সহ সেবন করিলে শ্লীপদ নিবারিত হয়।

গন্ধর্ব্বতৈলভূষ্টাং হরীতকীং গোজলেন যঃ পিবতি। শ্লীপদবন্ধনমুক্তো ভবত্যসৌ সপ্তরাশ্রেণ॥ (গন্ধর্ব্ব-  
তৈলমেরগুতৈলম্। গোজলং গোমূত্রম্)।

এরগুতৈলে হরীতকী ভাজিয়া গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে ৭ দিনের মধ্যে শ্লীপদরোগ বিনষ্ট হয়।

পিবৎ সর্বপতৈলেন শ্লীপদানাং নিবৃন্তয়ে। পূতিকরঞ্জচ্ছদজং রসং বাপি যথাবলম্। অনেনৈব প্রকারেণ  
পুত্রঞ্জীবকজং রসম্॥

শ্লীপদরোগে নাটাকরঞ্জের রস, সর্বপতৈল সংযুক্ত করিয়া পান করিলে উপকার হয়। এইরূপ  
সর্বপতৈল-সহ জীয়াপুতার রস পান করিলে শ্লীপদ বিনষ্ট হয়।

কাজিকেন পিবেচ্চূর্ণং মূত্রৈর্ব্বা বৃদ্ধদারজম্॥

বৃদ্ধদারকচূর্ণ কাঁজি কিংবা গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে শ্লীপদ বিনষ্ট হয়।

ধান্যাম্নং তৈলসংযুক্তং কফবাতবিনাশনম্। দীপনধ্বামদোষঘ্নমেতৎ শ্লীপদনাশনম্॥

কাঁজি ও কটুতৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কফ-বায়ুর শমতা, অগ্নির দীপ্তি, আমদোষের  
নাশ ও শ্লীপদরোগের উপশম হয়।

গোধাবতীমূলযুক্তাং খাদেন্মাষেগুরীং নরঃ। জয়েৎ শ্লীপদকেনোথং জ্বরং সদ্যো ন সংশয়ঃ॥ (গোধাবতী  
গোয়ালিয়া লতা, তন্মূলস্য একোভাগঃ মাষস্য ভাগত্রয়ম্। ইতি শিবদাসঃ)।

গোয়ালিয়ালাতার মূল ১ ভাগ ও মাষেগুরী (মাষকলায়ের পিষ্টক) ৩ ভাগ একত্র করিয়া সেবন  
করিলে শ্লীপদ-জন্য জ্বর সদ্য নিবৃত্ত হয়।

শ্লীপদয়ো রসোহভ্যাসাদ্ গুড়ুচ্যাষ্টেলসংযুতঃ॥

গুলঞ্চের স্বরস বা ক্বাথ সর্বপতৈল সংযুক্ত করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে শ্লীপদের বিশেষ উপকার  
হয়।

মদনাদি লেপঃ

মদনধ্ব তথা সিক্ণং সামুদ্রলবণং তথা। মহিষীনবনীতেন সন্তপ্তে লেপনং হিতম্। সপ্তাহাং স্ফুটিতো  
পাদৌ জায়েতে কমলোপমৌ॥

ময়নাফল, মোম, সামুদ্রলবণ এই সকল দ্রব্য মহিষনবনীতে বাটিয়া দাহযুক্ত ও স্ফুটিত শ্লীপদে  
প্রলেপ দিলে সপ্তাহের মধ্যে উহা প্রশমিত হয়।

শ্লীপদারিঃ

নিষং খদিরসারঞ্চ মধুনা চাষ্টমাষকম্। গবাং মূত্রেণ পিষ্ট্বা তু পিবৎ শ্লীপদশান্তয়ে॥

নিষমূলের ছাল ও খদির সমভাগে মিশ্রিত করিয়া গোমূত্র ও মধুর সহিত ১ তোলা পরিমাণে  
ভক্ষণ করিলে শ্লীপদরোগের শান্তি হয়।

### কণাদিচূর্ণম্

কণাবচাদারুপুনর্বানাহ চূর্ণং সবিশ্বং সমবৃদ্ধদারম্। সংমর্দ্য চৈতস্য নিহন্তি বহ্নঃ সাক্ষিকঃ শ্রীপদ-  
মুগ্রবেগম্॥

পিপুল, বচ, দেবদারু, পুনর্ববা, বেলছাল প্রত্যেক সমভাগ; সকলের সমান বৃদ্ধদারক (বীজতাড়ক)  
একত্র চূর্ণ করিবে। ইহা ৩ রতি পরিমাণে কাক্ষিক-সহ সেবন করিলে শ্রীপদ বিনষ্ট হয়।

### বৃদ্ধদারক চূর্ণম্

ত্রিকটু ত্রিফলা চব্যং দার্ববীরুণগোক্ষুরম্। অলপুষাং শুভ্রচীঞ্চ সমভাগানি চূর্ণয়েৎ।। সর্বেষাং চূর্ণমাহৃত্য  
বৃদ্ধদারস্য তৎসমম্। কাক্ষিকেন চ তৎ পেষয়মক্ষমাত্রপ্রমাণতঃ।। জীর্ণে চাপরিহারং স্যাদ্ ভোজনং  
সার্বকামিকম্। নাশয়েৎ শ্রীপদং হৌল্যামামবাতঞ্চ দারুণম্। গুল্মকুষ্ঠানিলহরং বাতশ্লেণ্মজ্বরপহম্।।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই, দারুহরিদ্রা, বরুণছাল, গোক্ষুর, মুণ্ডুরি ও গুলঞ্চ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ;  
বিদ্ধড়কচূর্ণ সর্বসমান। সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া কাঁজির সহিত ২ তোলা মাত্রায় সেব্য।  
(ব্যবহার ৥০ তোলা)। ইহা সেবন করিলে শ্রীপদ, স্থূলতা, আমবাত, কৃষ্ঠ ও গুল্ম প্রভৃতি নানা  
রোগ নষ্ট হয়। ঔষধজীর্ণান্তে যথোচ্ছ ভোজন করিবে।

### পিপ্পল্যাদ্যং চূর্ণম্

পিপ্পলী ত্রিফলা দারু নাগরং সপুনর্ববম্। ভাগৈর্দ্বিপলকৈরেষাং তৎসমং বৃদ্ধদারকম্।। কাক্ষিকেন  
পিবেচ্চূর্ণং কর্ষমাত্রপ্রমাণতঃ।। জীর্ণে চাপরিহারং স্যাদ্ ভোজনং সার্বকামিকম্।। শ্রীপদং বাতরোগাংশ্চ  
হন্যাৎ প্লীহানমেব চ। অগ্নিঞ্চ কুরুতে ঘোরং ভক্ষকঞ্চ নিষচ্ছতি।।

পিপুল, ত্রিফলা, দেবদারু, শুষ্ঠ ও পুনর্ববা প্রত্যেক ২ পল, বিদ্ধড়কচূর্ণ ১৪ পল; এই সমুদয় একত্র  
মর্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ২ তোলা (ব্যবহার ৥০ তোলা); কাঁজির সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন  
করিলে শ্রীপদাদি নানা রোগ নষ্ট ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়।

### কৃষ্ণাদ্যো মোদকঃ

কৃষ্ণাচিত্রকদন্তীনাং কর্ষমর্দ্রপলং পলম্। বিংশতিশ্চ হরীতক্যা গুড়স্য তু পলদ্বয়ম্। মধুনা মোদকং  
খাদেৎ শ্রীপদং হন্তি দূস্তরম্।। (মোদকযোগ্যং মধু)।

পিপুলচূর্ণ ২ তোলা, চিতামূলচূর্ণ ৪ তোলা, দন্তীমূলচূর্ণ ৮ তোলা, হরীতকী ২০টি ও পুরাতন গুড়  
১৬ তোলা। এই সমুদায়ের যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা মধু-সহ উপযুক্ত মাত্রায় সেব্য।  
ইহাতে প্রবল শ্রীপদ নষ্ট হয়।

### নিত্যানন্দ রসঃ

হিঙ্গুলসন্তবং সূতং গন্ধকং মৃততাপ্রকম্। কাংস্যং বঙ্গং হরীতালং তুথং শঙ্খং বরাটিকা।। ত্রিকটু ত্রিফলা  
লৌহং বিড়ঙ্গং পটুপঞ্চকম্। চবিকা পিপ্পলীমূলং হবুধা চ বচা তথা।। শটী পাঠা দেবদারু এলা চ  
বৃদ্ধদারকম্। ত্রিবৃতা চিত্রকং দন্তী গৃহীত্বা তু পৃথক্ পৃথক্।। এতানি সমভাগানি সংচূর্ণ্য গুড়কীকৃতম্।  
হরীতকীরসং দন্তা পঞ্চগুঞ্জামিতং শুভম্।। একৈকং ভক্ষয়েন্মিতাং শীতঞ্চানু পিবেজ্জলম্। শ্রীপদং  
কফবাতোৎথং রক্তমাংসাস্রিতঞ্চ যৎ।। মেদোগতং ধাতুগতং নিহন্তি নাত্র সংশয়ঃ। অর্কবৃন্দং গণ্ডমালাঞ্চ  
বাতরক্তং সুদারুণম্।। কফবাতোদ্ভবং রোগমদ্রবৃদ্ধিং চিরন্তনীম্। বাতরক্তে বাতকক্ষে গুদরোগে ক্রিমৌ  
তথা।। অগ্নিবৃদ্ধিং করোত্যেয বলবর্ণঞ্চ সুস্থতাম্। শ্রীমদগহননাথেন নিষ্মিতো বিশ্বসম্পদে।। নিত্যানন্দ-  
রসশ্চায়াং মহাশ্রীপদনাশনঃ। রক্তজে পিত্তজে চাপি শ্রীপদে যোজয়েদমুম্।। নাভঃ পরতরং কিঞ্চিদ্

বিদ্যাতে শ্লীপদাময়ে।। (ত্রিব্রতা চিত্রকং দস্তী গৃহীত্বা তু পৃথক্ পৃথক্ ইত্যত্র ত্রিব্রুচিচক্রকদস্তীনাং ভাবয়িত্বা  
রসৈঃ পৃথক্ ইতি সারকৌমুদ্যাং পাঠঃ। রসেন্দ্রসারসংগ্রহরত্নাবলীপ্রভৃতিষু এতৎ পদ্যার্কং নাস্ত্যেব।  
শটী পাঠা দেবদারু ত্বগেলা বৃদ্ধদারকমিতি পাঠান্তরম্)।

হিঙ্গুলোথ পারদ, গন্ধক, তাম্র, কাঁসা, বঙ্গ, হরিতাল, তুঁতিয়া, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, ত্রিকটু, ত্রিফলা, লৌহ, বিড়ঙ্গ, পঞ্চলবণ, চই, পিপুলমূল, হবুয়া, বচ, শটী, আকনাদি, দেবদারু, এলাইচ, বিদ্ধড়ক, তেউড়ী, চিতামূল ও দস্তীমূল, এই সমুদায় সমভাগে হরীতকীর কাথে মর্দন করিয়া ৫ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। প্রত্যহ এক-এক বটিকা শীতল জলের সহিত সেবনীয়। ইহা সর্বপ্রকার শ্লীপদরোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে অর্কুদ, গণ্ডমালা, বাতরক্ত ও চিরকালোখিত অস্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি অন্যান্য নানাবিধ রোগও উপশমিত হইয়া থাকে।

#### শ্লীপদগজকেশরী

ঘোষামৃতযমানী চ সূতাহুগ্নিগন্ধকং শিলা। সৌভাগ্যং জয়পালঞ্চ চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ।। ভৃঙ্গগোক্ষুর-  
জযীরার্ককতেয়ৈর্বিমর্দয়েৎ। অস্য রক্তিদ্বয়ং খাদেদুষ্ণতোয়ানুপানতঃ। শ্লীপদং দুষ্টরং হস্তি শ্লীহানং  
হস্তি সেবিতঃ।।

ত্রিকটু, বিষ, যমানী, পারদ, চিতামূল, গন্ধক, মনছাল, সোহাগা ও জয়পাল এই সমুদায় লইয়া ভীমরাজ, গোক্ষুর, জযীর ও আদার রসে মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান উষ্ণ জল। ইহা সেবন করিলে দুষ্টর শ্লীপদ ও শ্লীহা নষ্ট হয়।

#### সৌরেশ্বর ঘৃতম্

সুরসো দেবকাষ্ঠঞ্চ ত্রিকটুত্রিফলে তথা। লবণান্যথ সর্ব্বাণি বিড়ঙ্গান্যথ চিত্রকম্।। চবিকা পিপ্পলীমূলং  
গুণ্ডলুহবিষা বচা। যবাগ্রজঞ্চ পাঠা চ শট্টোলা বৃদ্ধদারকম্।। কঙ্কৈশ্চ কার্ষিকৈরেভির্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।  
দশমূলীকষায়েণ ধান্যযুষ্মদ্রবেণ চ।। দধিমস্তসমায়ুক্তং প্রস্থং প্রস্থং পৃথক্ পৃথক্। পক্ষং স্যাদুদ্ভূতং কক্ষাৎ  
পিবেৎ কর্ণদ্বয়ং হবিঃ।। শ্লীপদং কফবাতোথং মাংসরক্তাশ্রিতঞ্চ যৎ। মেদঃশ্রিতঞ্চ পিত্তোথং হন্যাদেব  
ন সংশয়ঃ।। অপচীঃ গণ্ডমালাঞ্চ অস্ত্রবৃদ্ধিং তথাবর্দম্। নাশয়েদ গ্রহবীদোষং শ্বয়থুং শুদজানি চ।।  
পরমগ্নিকরং হৃদ্যং কোষ্ঠত্রিমিবিনাশনম্। ঘৃতং সৌরেশ্বরং নাম শ্লীপদং হস্তি দুষ্টরম্।। জীবকেন  
কৃতং হ্যেতদ্ রোগানীকবিনাশনম্।। (জীবকেনেতি জীবো বৃহস্পতিঃ স্বার্থে কঃ)।

ঘৃত ৪ সের। দশমূলের কাথ, কাঁজি ও দধির মাত প্রত্যেক ৪ সের। কক্ষার্থ কৃষ্ণতুলসী (কাহারও মতে নিসিন্দা), দেবদারু, ত্রিকটু, ত্রিফলা, পঞ্চলবণ, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চই, পিপুলমূল, গুণ্ডলু, হবুয়া, বচ, যবক্ষার, আকনাদি, শটী, এলাইচ ও বিদ্ধড়ক প্রত্যেক ২ তোলা। মাত্রা ৪ তোলা পর্য্যন্ত। ইহাতে সর্বপ্রকার শ্লীপদ, অপচী, গণ্ডমালা, অস্ত্রবৃদ্ধি ও অর্কুদ প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। ইহা অগ্নিকারক ও হৃদ্য।

#### বিড়ঙ্গাদি তৈলম্

বিড়ঙ্গমরিচার্কেষু নাগরে চিত্রকে তথা। ভদ্রদাৰ্কেলকাথ্যেযু সর্বেষু লবণেষু চ।। তৈলং পক্ষং পিবেদ  
বাপি শ্লীপদানাং নিবৃত্তয়ে।। (এলকাথ্যো হোগলা এলবালুকমিত্যন্যো)।

তৈল ৪ সের। কক্ষার্থ বিড়ঙ্গ, মরিচ, আকন্দমূল, শুঠ, চিতামূল, দেবদারু, হোগলা (মতান্তরে এলবালুক) ও পঞ্চলবণ মিলিত ১ সের, এই তৈল রোগস্থানে মর্দন ও পান করিলে শ্লীপদের শান্তি হয়।

### পথ্যাপথ্যবিধিঃ

#### শ্লীপদরোগে পথ্যানি

প্রচ্ছদনং লঙ্ঘনমশ্রমোক্ষঃ স্বেদো বিরেকঃ পরিলেপনঞ্চ। পুরাতনাঃ ষষ্টিকশালয়শ্চ যবাঃ কুলখা লগুনং পটোলম্ ॥ বার্তাকুশোভাজ্ঞনকারবেন্ন-পুনর্নবামূলকপুতিকাশ্চ। এরণ্ডতৈলং সুরভীজলঞ্চ কটুনি তিক্তানি চ দীপনানি ॥ গুল্ফোপরিষ্টাচ্চতুরঙ্গুলে চ বাতোত্তরে গুল্ফতলে তু পৈণ্ডে ॥ অঙ্গুষ্ঠমূলে কফজে বিশেষাচ্ছিরাব্যধশ্চৈব যথাবিধানম্ ॥ এতানি পথ্যানি ভবন্তি পুংসাং রোগে সতি শ্লীপদনামধ্যে ॥

বমন, উপবাস, রক্তমোক্ষণ, স্বেদন, বিরেকন, প্রলেপন, পুরাতন ষষ্টিক এবং রক্তশালি তণ্ডুলের অন্ন, যব, কুলখকলায়, রসন, পটোল, বেগুণ, সজিনার ডাঁটা, করলা, পনর্নবা, কচি মূলা, নাটাকরঞ্জের পাতা, ভেরেণ্ডার তৈল, গোমূত্র, কটুদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য এবং অগ্নিপ্রদীপক দ্রব্য শ্লীপদরোগে হিতজনক। বিশেষত বাতজ শ্লীপদে গুল্ফদেশের চারি অঙ্গুলি উপরে, পিত্তজ শ্লীপদে গুল্ফতলে এবং কফজ শ্লীপদে বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলদেশে শিরা বিদ্ধ করিবে। শ্লীপদরোগে এই সমস্ত বিধি হিতকর।

#### শ্লীপদরোগেহপথ্যানি

পিষ্টান্নং দুগ্ধবিকৃতিং গুড়মানুপমামিষম্ ॥ স্বাদুরসং পারিপাত্র-সহ্যবিদ্যানদীজলম্। পিচ্ছিলং গুর্বভিষ্যন্দি শ্লীপদী পরিবর্জয়েৎ ॥

পিষ্টান্ন, দুগ্ধবিকৃতি (ছানাди), গুড়, আনুপমাংস, মধুর দ্রব্য এবং পারিপাত্র পর্বত, সহ্যগিরি ও বিদ্যগিরি-সমুদ্র নদীর জল, পিচ্ছিল দ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য এবং অভিষান্দি দ্রব্য শ্লীপদরোগী পরিত্যাগ করিবেন।

ইত্যায়ুর্বেদ-সংগ্রহে শ্লীপদরোগাধিকারঃ ॥





# বর্ণানুক্রমিক সূচী

## অ

অগ্নিমুখমণ্ডুর ২৬৯  
অজামোদাদিবটক ১০০  
অনিলারিরস ৪৭  
অন্তরায়ামের চিকিৎসা ৩১  
অন্তরায়ামের লক্ষণ ৩০  
অন্নদ্রবশূলচিকিৎসা ১১৯  
অন্নদ্রবশূললক্ষণ ১১৯  
অপচীচিকিৎসা ২৯৬  
অপচীলক্ষণ ২৯৫  
অপতন্ত্রকের চিকিৎসা ২৯  
অপতন্ত্রকের লক্ষণ ২৯  
অপতানকলক্ষণ ২৯  
অপতানকের চিকিৎসা ৩০  
অপরামবাতারি বটিকা ১০৪  
অপস্মারচিকিৎসা ১৮  
অপস্মারনিদান ১৭  
অপস্মাররোগাধিকার ১৭  
অপস্মারের পথ্যাপথ্যবিধি ২২  
অপূর্বমালিনীবসন্ত ২০৬

অববাহকচিকিৎসা ৩৭  
অববাহকলক্ষণ ৩৭  
অভয়াবটী ২৪৩  
অভয়ালবণ ২৪৯  
অমৃতভস্মাতকাবেলহ ৮২  
অমৃতাди ৭৮, ১৭০  
অমৃতাди গুগ্গুলু ৭৯, ২২৭  
অমৃতাদ্যঘৃত ৮৫  
অমৃতাদ্যতৈল ২৯৪  
অমৃতার্ণব ২৩০  
অর্কলবণ ২৪৮  
অর্দিতচিকিৎসা ৩২  
অর্দিতের সম্প্রাপ্তিপূর্বকলক্ষণ ৩২  
অব্দুদচিকিৎসা ২৯৮  
অব্দুদলক্ষণ ২৯৮  
অর্য্যামৃতাত্র ২৮৮  
অলম্বুযাদ্যচূর্ণ ৯৮  
অশ্বগন্ধাঘৃত ৭০  
অশ্বগন্ধাতৈল ৬৮, ২৩০  
অশ্বগন্ধাদ্যঘৃত ৭০

## বর্ণানুক্রমিক সূচী ৩০৯

অশ্মরীচিকিৎসা ১৮৬  
 অশ্মরীনিদান ১৮৫  
 অশ্মরীরোগাধিকার ১৮৫  
 অশ্মরীরোগে অপথ্য ১৯১  
 অশ্মরীরোগে পথ্য ১৯১  
 অষ্টকটুর তৈল ৯২  
 অষ্টাদশশতিকপ্রসারণীতৈল ৬০  
 অষ্টীলাচিকিৎসা ৪১  
 অষ্টীলালক্ষণ ৪১

### আ

আক্ষেপের সামান্য লক্ষণ ২৮  
 আত্মানচিকিৎসা ৪০  
 আত্মানলক্ষণ ৪০  
 আনন্দভৈরব ৪৯  
 আনন্দভৈরবরস ২০৫  
 আনাহচিকিৎসা ১৩৮  
 আনাহরোগে পথ্যাপথ্য ১৪০  
 আনাহলক্ষণ ১৩৭  
 আভাদ্যচূর্ণ ৯৯  
 আমজশূলচিকিৎসা ১১৫  
 আমজশূললক্ষণ ১১৫  
 আমবাতগজসিংহমোদক ১০৩  
 আমবাতচিকিৎসা ৯৫  
 আমবাতনিদান ৯৪  
 আমবাতাধিকার ৯৪  
 আমবাতারিবটিকা ১০৪  
 আমবাতে অপথ্য ১০৯  
 আমবাতে পথ্য ১০৯  
 আমবাতেশ্বররস ১০৪

### ই

ইচ্ছাভেদীরস (ত্রিবিধ) ২৪০  
 ইন্দ্রবটী ২০৭  
 ইন্দ্রব্রহ্মবটী ২০

### উ

উদরচিকিৎসা ২৩৪  
 উদরনিদান ২৩২

উদররোগাধিকার ২৩২  
 উদররোগে অপথ্য ২৪৫  
 উদররোগে পথ্য ২৪৫  
 উদরারিরস ২৪২  
 উদাবর্ত্তচিকিৎসা ১৩৫  
 উদাবর্ত্তনিদান ১৩৫  
 উদাবর্ত্তনাহাধিকার ১৩৫  
 উদাবর্ত্তে অপথ্য ১৪০  
 উদাবর্ত্তে পথ্য ১৪০  
 উন্মাদগজকেশরী ১২  
 উন্মাদগজাকুশ ১১  
 উন্মাদচিকিৎসা ৮  
 উন্মাদনিদান ৬  
 উন্মাদপপটারস ১১  
 উন্মাদভঞ্জনরস ১২  
 উন্মাদরোগাধিকার ৬  
 উন্মাদরোগে অপথ্য ১৬  
 উন্মাদরোগে পথ্য ১৬  
 উরোগ্রহচিকিৎসা ১৬৪  
 উরোগ্রহনিদান ১৬৩  
 উশীরাদ্যতৈল ১৮৪

### উ

উরুস্তম্ভচিকিৎসা ৯০  
 উরুস্তম্ভনিদান ৯০  
 উরুস্তম্ভাধিকার ৯০  
 উরুস্তম্ভে অপথ্য ৯৩  
 উরুস্তম্ভে পথ্য ৯৩  
 উষকাদিগণ ১৮৬

### এ

একাদশশতিকমহাপ্রসারণীতৈল ৫৯  
 এরশুসপ্তক ১১৯  
 এলাদি ১৮৭  
 এলাদিচূর্ণ ১৯৮

### ক

কংসহরীতকী ২৭০  
 ককুভাদিচূর্ণ ১৬৪

## ৩১০ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

কটুকাদ্যলৌহ ২৭২  
 কণাদিচূর্ণ ৩০৫  
 কদল্যাদিঘৃত ২১৯  
 কফজগুন্মচিকিৎসা ১৪৬  
 কফজগুন্মলক্ষণ ১৪৬  
 কফজশূলচিকিৎসা ১১৫  
 কফজশূললক্ষণ ১১৪  
 কফজহৃদ্রোগচিকিৎসা ১৬১  
 কফজহৃদ্রোগলক্ষণ ১৬১  
 কর্কটাবীজাদিচূর্ণ ১৯৮  
 কলায়খঞ্জচিকিৎসা ৩৮  
 কলায়খঞ্জলক্ষণ ৩৮  
 কল্পলতাবটী ২৭৪  
 কল্যাণচূর্ণ ১৯  
 কল্যাণসুন্দররস ১৬৪  
 কাঙ্কায়নগুড়িকা ১৫১  
 কাঞ্চনার গুগ্গুলু ২৯৪  
 কাঞ্জিকতৈল ৪  
 কাঞ্জিকষট্পলঘৃত ১০৭  
 কামধেনুরস ২০৮  
 কাশ্যচিকিৎসা ২৩০  
 কাশ্যনিদান ২২৯  
 কুজপ্রসারণীতৈল ৬৩  
 কুজের লক্ষণ ও চিকিৎসা ৩৪, ৩৫  
 কুলখাদ্যঘৃত ১৯০  
 কুশাদ্যঘৃত ১৮৯  
 কুশাদ্যতৈল ৪  
 কুশাবলেহ ১৯৮  
 কুষ্ঠাদিচূর্ণ ২৩৫  
 কুষ্ঠাদ্যতৈল ৯২  
 কুম্মাণ্ডঘৃত ২২  
 কৃষ্ণাদ্যমোদক ৩০৫  
 কৈশোরগুগ্গুলু ৮০  
 কোলাদিমধুর ১২২  
 কোষ্ঠাদিগতবাতচিকিৎসা ২৫  
 কোষ্ঠাদিগতবাতলক্ষণ ২৫  
 ক্রিমিজহৃদ্রোগচিকিৎসা ১৬৩  
 ক্রোষ্টুকশীর্ষচিকিৎসা ৩৮

ক্রোষ্টুকশীর্ষলক্ষণ ৩৮

খ

খঞ্জচিকিৎসা ৩৮

খঞ্জলক্ষণ ৩৮

খণ্ডামলকী ১২৬

খষীচিকিৎসা ৪২

খষীলক্ষণ ৪১

গ

গগনাদি লৌহ ২১৭

গগুমালচিকিৎসা ২৯৪

গগুমালালক্ষণ ২৯৪

গগুরাদ্যারিস্ত ২৭৯

গদগদচিকিৎসা ৩৯

গদগদলক্ষণ ৩৯

গন্ধদ্রব্যকথন ৫০

গন্ধবর্ষহস্ত ২৯০

গন্ধাদি লেপ ২৯৯

গলগণ্ডচিকিৎসা ২৯২

গলগণ্ডলক্ষণ ২৯২

গলগণ্ডাদিরোগাধিকার ২৯২

গলগণ্ডাদিরোগে অপথ্য ৩০০

গলগণ্ডাদিরোগে পথ্য ৩০০

গুঞ্জাদ্যতৈল ২৯৬

গুঞ্জাভদ্ররস ৯২

গুড়পিপ্পলী ২৫০

গুড়পিপ্পলী ঘৃত ১৩৩

গুড়মধুর ১২২

গুড়াষ্টক ১৩৯

গুড়ুচীঘৃত ৮৪

গুড়ুচীতৈল ৮৫

গুড়ুচ্যাদি চূর্ণ ২৫০

গুড়ুচ্যাদি লৌহ ৮৩

গুন্মকালানলরস ১৫৩

গুন্মচিকিৎসা ১৪৩

গুন্মনিদান ১৪২

গুন্মবজ্রিণী বটিকা ১৫২

## বর্ণানুক্রমিক সূচী ৩১১

গুন্মরোগাধিকার ১৪২  
গুন্মরোগে অপথ্য ১৫৭  
গুন্মরোগে পথ্য ১৫৭  
গুন্মশার্দ্দূলরস ১৫৩  
গৃধ্রসীচিকিৎসা ৩৫  
গৃধ্রসীলক্ষণ ৩৫  
গোক্ষুরাদি গুটী ১৯৯  
গ্রহিকাদি তৈল ৩২  
গ্রহিচিকিৎসা ২৯৭  
গ্রহিলক্ষণ ২৯৬

### চ

চতুঃসম চূর্ণ ১১৫  
চতুঃসম মণ্ডুর ১২৪  
চতুঃসম লৌহ ১৩০  
চতুঃস্নেহ ৬৯  
চতুর্ভুজরস ১৩  
চতুর্মুখরস ৪৫  
চন্দনাদি ক্বাথ ৩  
চন্দনাদি চূর্ণ ২০৯  
চন্দনাদি তৈল ২৯৬  
চন্দনাসব ২১২  
চন্দ্রকলা ২০৪  
চন্দ্রকান্তিরস ২০৪  
চন্দ্রপ্রভা গুটী ২০০  
চন্দ্রপ্রভা বটিকা ২০৭  
চিত্রক-ঘৃত ২৬০, ২৪৪  
চিত্রক-পিপ্পলীঘৃত ২৬০  
চিত্রকাদি লৌহ ২৫৫  
চিত্রকাদ্য ঘৃত ২৭৬, ১৮২  
চিত্তামনি রস ৪৮, ১৬৫  
চিত্তামনিচতুর্মুখ ৪৬  
চুলিকা বটী ২৪৩  
চৈতস ঘৃত ১৪

### ছ

ছাগলাদ্যঘৃত ৭০  
ছুছুন্দরী তৈল ২৯৫

জলোদরারিরস (দ্বিবিধ) ২৪০  
জাতীফলাদ্যবর্ণ ১৮৮  
জিহ্বাস্তম্ভের চিকিৎসা ৩৪  
জিহ্বাস্তম্ভের লক্ষণ ৩৪

### ত

তক্রবটী ২৭৪  
তক্রমণ্ডুর ২৭৫  
তাক্রেশ্বর বটী ২৫৪  
তারকেশ্বর ১৭৫  
তারকেশ্বর রস (দ্বিবিধ) ২১৬  
তারমণ্ডুরগুড় ১২২  
তালকেশ্বর ২১৭  
তালকেশ্বর রস ৪৯  
তালভস্ম ৮৩  
তালভৈরবী ৪৯  
তিলাদিস্কারযোগ ১৮৮  
তুঙ্গীতৈল ২৯৪  
তুঙ্গীচিকিৎসা ৪০  
তুঙ্গীলক্ষণ ৪০  
ত্রয়োদশাঙ্গগুণ্ডলু ৪৪  
ত্রায়মাণাদ্য ঘৃত ১৫৭  
ত্রিকটুকাদ্যাবর্তি ১৩৮  
ত্রিকটুদিলৌহ ২৭১  
ত্রিকটুকাদ্য ঘৃত ১৭৬  
ত্রিকটুকাদ্য ঘৃত তৈল ও যমক ২১০  
ত্রিকশূলচিকিৎসা ৪২  
ত্রিকশূললক্ষণ ৪২  
ত্রিদোষজ ত্রিমিজ হ্রদ্রোগলক্ষণ ১৬২  
ত্রিদোষজ মেহচিকিৎসা ১৯৭  
ত্রিদোষজ শূলচিকিৎসা ১১৬  
ত্রিদোষজ শূললক্ষণ ১১৬  
ত্রিদোষজ হ্রদ্রোগচিকিৎসা ১৬২  
ত্রিনেত্রাত্মরস ১৭৫, ২৭২  
ত্রিপুরভৈরব ১৩১  
ত্রিফলাগুণ্ডলু ৭৯  
ত্রিফলাদ্যযোগ ২১৬

## ৩১২ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

ত্রিফলাদি লৌহ ১০০

ত্রিফলাদ্য ৩

ত্রিফলাদ্য তৈল ২২৯

ত্রিফলাদ্যরিষ্ট ২৮০

ত্রিফলালৌহ ১২৫, ১২৯

ত্রিবিক্রমরস ১৮৯

ত্রিবৃতাদিস্থ ২৮৯

ত্রিবৃতাদি চূর্ণ ১৬১

ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল ৫৮

ত্রৈলোক্যসুন্দররস ২৩৯

ত্র্যষণাদ্য ঘৃত ১৫৫

ত্র্যষণাদ্য লৌহ ২২৮, ২৭১

ত্র্যষণাদ্যা বর্ষি ১০

### দ

দণ্ডাপতানকের চিকিৎসা ৩০

দণ্ডাপতানকের লক্ষণ ৩০

দন্তীহরীতকী ১৫১

দশপাকবলাতৈল ৮৮

দশমূলাদ্যঘৃত ৭০

দাড়িমাদ্যঘৃত ২১০

দাধিক ঘৃত ১৩৩

দারুঘটুকলেপ ৪০

দাহরোগচিকিৎসা ২

দাহরোগলক্ষণ ১

দাহরোগাধিকার ১

দাহরোগে অপথ্য ৪

দাহরোগে পথ্য ৪

দাহান্তকরস ৩

দুগ্ধবটী ২৭৩, ২৭৪

দেবদার্বাদ্যরিষ্ট ২১২

দ্রাক্ষাদ্য ঘৃত ১৫৫

দ্বন্দ্বজ গুণ্মচিকিৎসা ১৪৭

দ্বন্দ্বজ গুণ্মলক্ষণ ১৪৭

দ্বন্দ্বজ মেহচিকিৎসা ১৯৬

দ্বন্দ্বজ শূললক্ষণ ১১৬

দ্বাদশায়স ৮৪

দ্বিতীয় সৈন্ধবদ্য তৈল ১০৮

দ্বিপঞ্চমূলাদ্য তৈল ১০৭

### ধ

ধাতুগতবাতচিকিৎসা ২৭

ধাতুগতবাতলক্ষণ ২৬

ধাত্রীলৌহ ১২৫

ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে) ১২৫

ধাত্রীষট্পলক ঘৃত ১৫৫

ধাত্র্যাদি ১৭২

ধান্যগোক্ষুরক ঘৃত ১৮২

ধান্তুর ঘৃত ২১১

ধুস্তুরাদি লেপ ৩০২

### ন

নকুলতৈল ৬৩

নকুলাদ্য ঘৃত ৭০

নবকণ্ডগুণ্ডলু ২২৭

নবকার্ষিক ৭৮

নাগরাদি তৈল ও ঘৃত ২৪৪

নাগার্জুনাভ্র ১৬৪

নাগেশ্বর রস ১৫৩

নারাচঘৃত ২৪৪

নারাচচূর্ণ ১৩৯

নারাচরস ১৩৯, ২৪১

নারায়ণচূর্ণ ২৩৮

নারায়ণতৈল ৫২

নারিকেল খণ্ড ১২৬

নারিকেল ক্ষার ১১৮

নারিকেলামৃত ১২৭

নিত্যানন্দ রস ৩০৫

নিষাদিচূর্ণ ৭৯

নিষাদি ধূপ ১০

নিরামিষ মহামাষতৈল ৬৫

নির্ভুত্তীতৈল ২৯৫

ন্যাগ্রোধাদিচূর্ণ ১৯৮

### প

পঙ্গুচিকিৎসা ৩৮

পঙ্গুলক্ষণ ৩৮

পঞ্চকোলাদ্য ঘৃত ২৭৬

পঞ্চতৃণমূল ১৭০

## বর্ণানুক্রমিক সূচী ৩১৩

পঞ্চপল ঘৃত ১৫৫	পিপ্পল্যাঙ্গ চূর্ণ ৩০৫
পঞ্চানন রস ১৫২, ১৬৬, ২০০	পিপ্পল্যাঙ্গালৌহ ২৪২
পঞ্চানন রস লৌহ ১০৬	পুনর্নবা গুগ্গলু ৮১
পঞ্চামৃত রস ২৭৩	পুনর্নবাদি ক্কাথ ২৩৮
পটৌলাদি ৭৮	পুনর্নবাদি চূর্ণ ৯৯, ২৬৮
পটৌলাঙ্গচূর্ণ ২৩৯	পুনর্নবাদি তৈল ২৭৮
পথ্যাদি ক্কাথ ২৬৭	পুনর্নবাদি লেহ ২৬৯
পথ্যাদ্যচূর্ণ ৯৯	পুনর্নবাদ্য ঘৃত ২৭৬
পরিণামশূলচিকিৎসা ১১৭	পুনর্নবাদ্যামিশ্রক ১৭০
পরিণামশূললক্ষণ ১১৭	পুনর্নবাদ্যরিপ্ত ২৮০
পপটিাদি ৩	পুনর্নবাদ্যক্কাথ ২৬৮
পলঙ্কায়াদ্য তৈল ২২	পুষ্পরাজপ্রসারণী তৈল ৫৮
পক্ষবধ চিকিৎসা ৩১	পৃগুখণ্ড (দ্বিবিধ) ১২৮
পক্ষবধ লক্ষণ ৩১	প্রকৃতবাতলক্ষণ ৪২
পাঠাদ্য চূর্ণ ২২১	প্রভাকরবটী ১৬৬
পাদদাহচিকিৎসা ৩৯	প্রমেহ নিদান ১৯২
পাদদাহলক্ষণ ৩৯	প্রমেহনিবৃত্তিলক্ষণ ১৯৪
পাদহর্ষচিকিৎসা ৩৯	প্রমেহপিড়কাধিকার ২২০
পাদহর্ষলক্ষণ ৩৯	প্রমেহপিড়কালক্ষণ ২২০
পানীয়কল্যাণক ঘৃত ১৩	প্রমেহমিহিরিতৈল ২০৯
পার্থাদ্যরিপ্ত ১৬৭	প্রমেহরোগচিকিৎসা ১৯৪
পাষণবজ্ররস ১৮৮	প্রমেহরোগাধিকার ১৯২
পাষণভিন্ন ১৮৮	প্রমেহসেতু ২০৫
পাষণভেদাদ্য চূর্ণ ও ঘৃত ১৮৮	প্রসারণীতৈল ১০৭
পাষণাদ্য ঘৃত ১৮৯	প্রসারণীসন্ধান ১০৮
পিত্তজগুন্মচিকিৎসা ১৪৫	প্রাণবল্লভ রস ১৫৪
পিত্তজগুন্মলক্ষণ ১৪৫	প্লীহয়কৃচ্চিকিৎসা ২৪৬
পিত্তজপ্রমেহচিকিৎসা ১৯৫	প্লীহয়কৃদূদরনিদান ২৪৬
পিত্তজশূলচিকিৎসা ১১৩	প্লীহয়কৃদরোগাধিকার ২৪৬
পিত্তজশূললক্ষণ ১১৩	প্লীহশার্দ্দূল রস ২৫২
পিত্তজহাস্রোগচিকিৎসা ১৬১	প্লীহাস্তক রস ২৫১
পিত্তজহাস্রোগলক্ষণ ১৬০	প্লীহারিরস (দ্বিবিধ) ২৫২
পিত্তশ্লেষ্মশূলচিকিৎসা ১১৬	প্লীহার্ণব রস ২৫১
পিপ্পলীঘৃত ১৩৩, ২৬০	
পিপ্পলীবর্দ্ধমান ২৫১	<b>ফ</b>
পিপ্পল্যাঙ্গ ৯১	ফলবর্ন্ত ১৩৭
পিপ্পল্যাঙ্গিঘৃত ২৪৪	<b>ব</b>
পিপ্পল্যাঙ্গ চূর্ণ ১৬০	বঙ্গাষ্টক ২০৩

## ৩১৪ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

বসেস্বর ২০২	বাতরক্ত নিদান ৭৪
বচাদি চূর্ণ ১৫০	বাতরক্তাধিকার ৭৪
বজ্রক্ষার ১৫১, ২৫৭	বাতরক্তান্তকরস ৮২
বড়বাগ্নি রস ২২৯	বাতরক্তে অপথ্য ৮৯
বড়বাগ্নি লৌহ ২২৮	বাতরক্তে পথ্য ৮৯
বরুণ ঘৃত ১৯০	বাতরাজ তৈল ৬৭
বরুণাদি কষায় ১৮৬	বাতশ্লেষ্ম শূলচিকিৎসা ১১৬
বরুণাদ্য ঘৃত ১৯০	বাতহর তৈলের বিশেষ মূর্ছাবিধি ৫০
বরুণাদ্য তৈল ১৯১	বাতারি ২৮৮
বরুণাদ্য লৌহ ১৭৫	বাতারিগুণ্ডলু ১০২
বলাতৈল ৫৭	বাতারি রস ৪৯
বলাদ্য ঘৃত ১৬৬	বায়ুচ্ছায়াসূরেন্দ্র তৈল ৫৬
বল্লভক ঘৃত ১৬৬	বাসাদি ৭৮
বসন্তকুসুমাকর রস ২০৪, ২১৮	বাসুকিভূষণ রস ২৫৩
বস্তিবাতচিকিৎসা ৪১	বাহ্যায়ামের চিকিৎসা ৩১
বস্তিবাতলক্ষণ ৪১	বাহ্যায়ামের লক্ষণ ৩০
বহিরস ২৪১	বিজয়ভৈরব তৈল ১০৮
বাতকণ্টকচিকিৎসা ৩৯	বিড়ঙ্গাদি তৈল ৩০৬
বাতকণ্টকলক্ষণ ৩৮	বিড়ঙ্গাদি মোদক ১২১
বাতকুলান্তক ২০	বিড়ঙ্গাদিরসলৌহ ১০৫
বাতগজাঙ্কুশ ৪৬	বিড়ঙ্গাদি লৌহ ২০৭
বাতগজেন্দ্রসিংহ ১০৫	বিড়ঙ্গাদ্য চূর্ণ ২২৫
বাতজ গুন্মচিকিৎসা ১৪৪	বিড়ঙ্গাদ্য লৌহ ২২৭
বাতজ গুন্মলক্ষণ ১৪৩	বিদারীঘৃত ১৮৩
বাতজ শূলচিকিৎসা ১১০	বিদ্যাধর রস ১৫৪, ২৫৫
বাতজ শূললক্ষণ ১১০	বিন্দুঘৃত ২৪৩
বাতজ হাদ্রোগচিকিৎসা ১৫৯	বিশ্বাদি তৈল ২৯৫
বাতজ হাদ্রোগলক্ষণ ১৫৯	বিশ্বাদি চূর্ণ ২৮৭
বাতপিত্ত শূলচিকিৎসা ১১৬	বিশ্বচীলক্ষণ ৩৭
বাতব্যাদি চিকিৎসা ২৪	বিশ্বেশ্বর রস ৮৪, ১৬৫
বাতব্যাদি নিদান ২৩	বিষতিন্দুক তৈল ৮৭
বাতব্যাদি লক্ষণ ২৪	বিষ্ণুতৈল ৫১
বাতব্যাদিতে অপথ্য ৭২	বীজপুরাদ্য ঘৃত ১৩৩
বাতব্যাদিতে পথ্য ৭২	বীরতরাদ্য তৈল ১৯০
বাতব্যাদির কৃচ্ছ্রসাধ্যতা ৪২	বৃদ্ধদারক চূর্ণ ৩০৫
বাতব্যাদির সাধারণচিকিৎসা ৪৩	বৃদ্ধদারাদ্য লৌহ ১০৫
বাতব্যাদ্যধিকার ২৩	বৃদ্ধিবাদিকা বাটিকা ২৮৮
বাতরক্ত চিকিৎসা ৭৫	বৃদ্ধিরোগ চিকিৎসা ২৮৩

## বর্ণানুক্রমিক সূচী ৩১৫

• বৃদ্ধিরোগ নিদান ২৮২  
 বৃদ্ধিরোগাধিকার ২৮২  
 বৃদ্ধিরোগে অপথ্য ২৯১  
 বৃদ্ধিরোগে পথ্য ২৯১  
 বৃশ্চীরাদ্যরিস্ত ১৫৭  
 বৃহচ্ছতপুষ্পাদি তৈল ৫৭  
 বৃহচ্ছতাবরী মণ্ডুর (দ্বিবিধ) ১২৩  
 বৃহচ্ছাগলাদ্য ঘৃত ৭১  
 বৃহচ্ছামা ঘৃত ২২২  
 বৃহচ্ছুম্বলাদ্য তৈল ২৭৭  
 বৃহৎ কামচূড়ামণি রস ২০২  
 বৃহৎ সিংহনাদ গুগ্গুলু ১০২  
 বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য তৈল ১০৭, ২৯০  
 বৃহৎ সোমনাথরস ২০১  
 বৃহদিচ্ছাভেদী রস ১৪০  
 বৃহদগুড়পিপ্পলী ২৫০  
 বৃহদ গুড়ুচী তৈল ৮৫  
 বৃহদগুশ্মকালানল রস ১৫৩  
 বৃহদ গোক্ষুরাদ্যবলেহ ১৭৪  
 বৃহদ দন্তীঘৃত ২৯০  
 বৃহদাড়িমাদ্য ঘৃত ২১১  
 বৃহদ্রাক্ষী ঘৃত ২১৮  
 বৃহদ্রাক্ষাদি ১৭২  
 বৃহদ্রসেশ্বর রস (দ্বিবিধ) ২০৩  
 বৃহদ্রুণাদি ১৮৭  
 বৃহদ্রাতগজাকুশ ৪৬  
 বৃহদ্রাতচিস্তামণি ৪৮  
 বৃহদ্বিদ্যাধরাস ১৩২  
 বৃহদ্বিশ্বতৈল ৫১  
 বৃহদ যোগরাজ গুগ্গুলু ১০০  
 বৃহদ হরিশঙ্কর রস ২০৫  
 বৃহন্নারীচ ঘৃত ২৪৪  
 বৃহন্নারিকেল খণ্ড ১২৬  
 বৃহন্নন্দার তৈল ২৯০  
 বৃহন্নানকাদি গুড়িকা ২৪৯  
 বৃহন্নাম তৈল ৬৪  
 বৃহন্নাকনাথ রস ২৫৪  
 বেদবিদ্যা বটী ২০৭

বৈদ্যনাথ বটী ১৩৯, ২৭৪  
 বৈশ্বানর চূর্ণ ৯৮  
 বৈশ্বানর লৌহ ১২৯  
 ব্যোষাদি তৈল ২৯৬  
 ব্যোষাদ্যশক্ত প্রয়োগ ২২৭  
 ব্রহ্ম চিকিৎসা ২৮৭  
 ব্রহ্ম নিদান ২৮৬  
 ব্রাহ্মীঘৃত ২২

### ড

ডক্টোরীয় ২৮৭  
 ডব্রাবহ ঘৃত ১৮৩  
 ডল্লাতক ঘৃত ১৫৬  
 ডল্লাতকাদি ৯১  
 ডাঙ্গীঘটপলক ঘৃত ১৫৫  
 ডুতভৈরব ২১  
 ডুতাকুশরস ১২  
 ডেদিনী বটী ২৪২

মকরধ্বজ রস ২২২  
 মজ্জনৈহঃ ৬৯  
 মণ্ডুর বটিকা ১২২  
 মদনাদি লেপ ৩০৪  
 মধ্যমগুড়ুচী তৈল ৮৫  
 মধ্যমনারায়ণতৈল ৫২  
 মন্যাস্তম্ভের চিকিৎসা ৩৪  
 মন্যাস্তম্ভের লক্ষণ ৩৪  
 মরিচাদি নস্য ২৯  
 মহাকল্যাণক ঘৃত ১৪  
 মহাকুক্কটমাংস তৈল ৬৩  
 মহাগুশ্মকালানল রস ১৫৩  
 মহাচৈতন্য ঘৃত ২১  
 মহাতালেশ্বর রস ৮৪  
 মহাদাড়িমাদ্য ঘৃত ২১১  
 মহাদ্রাবক ২৫৮  
 মহাদ্রাবক রস ২৫৮  
 মহানারায়ণ তৈল (দ্বিবিধ) ৫৩, ৫৪  
 মহাপিণ্ড তৈল ৮৭



## ৩১৬ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

মহাপৈশাচিক ঘৃত ১৫  
 মহাবঙ্গেশ্বর রস ২০৩  
 মহাবাতগজাঙ্ঘ্র ৪৭  
 মহাবিজয়ভৈরব তৈল ১০৮  
 মহাবিন্দু ঘৃত ২৪৩  
 মহামাষ তৈল ৬৫  
 মহামৃত্যুঞ্জয় লৌহ ২৫৩  
 মহারসোনপিত্ত ১০৩  
 মহারাজপ্রসারণী তৈল ৬১  
 মহারান্নাদি পাচন ৯৭  
 মহারুদ্রগুড়চী তৈল ৮৬  
 মহারুদ্রতৈল ৮৭  
 মহারোহীতক ঘৃত ২৬১  
 মহাশঙ্খদ্রাবক ২৫৯  
 মহাসুগন্ধিতৈল ৬৬, ২২৯  
 মহাসৈন্ধবাদ্য তৈল ৯৩  
 মাণক ঘৃত ২৭৭  
 মাণকাদি গুড়িকা ২৪৮  
 মাণমণ্ড ২৩৮  
 মাষ তৈল ৬৪  
 মাষবলাদি তৈল ৬৭  
 মাষবলাদি পাচন ৪৩  
 মাষাদি ক্রাথ ৩২  
 মাষাদি তৈল ৩২  
 মাষিকাদি চূর্ণ ২০৯  
 মিম্বিন লক্ষণ ৩৯  
 মুকের চিকিৎসা ৩৯  
 মুকের লক্ষণ ৩৯  
 মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা ১৭০  
 মূত্রকৃচ্ছ্র নিদান ১৬৯  
 মূত্রকৃচ্ছ্রহর ১৭৪  
 মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকার ১৬৯  
 মূত্রকৃচ্ছ্রাস্তক ১৭৫  
 মূত্রকৃচ্ছ্রাস্তক রস ১৭৪  
 মূত্রকৃচ্ছ্র অপথ্য ১৭৭  
 মূত্রকৃচ্ছ্র পথ্য ১৭৭  
 মূত্রাঘাত চিকিৎসা ১৮০  
 মূত্রাঘাত নিদান ১৭৮

মূত্রাঘাতাধিকার ১৭৮  
 মূত্রাঘাতে অপথ্য ১৮৪  
 মূত্রাঘাতে পথ্য ১৮৪  
 মূলকাদ্য তৈল ৬৮  
 মৃত্তিকাস্থেদ ১১১  
 মেঘনাদ রস ২০৬  
 মেদোরোগ চিকিৎসা ২২৫  
 মেদোরোগ নিদান ২২৪  
 মেদোরোগাধিকার ২২৪  
 মেদোরোগে অপথ্য ২৩০  
 মেদোরোগে পথ্য ২৩০  
 মেহকুঞ্জরকেশরীরস ২০১  
 মেহকুলাস্তক ২০০  
 মেহকেশরী ২০৬  
 মেহবজ্র ২০৬  
 মেহমুদগরবটিকা ২০৮  
 মেহাস্তকরস ২০০

### য

যকৃৎপ্লীহারি লৌহ ২৫৬  
 যকৃৎপ্লীহোদরহর লৌহ ২৫৭  
 যকৃদরি লৌহ ২৫৬  
 যোগরাজগুণ্ডলু ১০০  
 যোগসারামৃত ৮১  
 যোগীশ্বররস ২০১  
 যোগেন্দ্ররস ৪৭

### র

রক্তজ গুণ্মচিকিৎসা ১৪৯  
 রক্তজ গুণ্মলক্ষণ ১৪৮  
 রসমণ্ডুর ১২৪  
 রসরাজ ২৫৬  
 রসরাজরস ৪৮  
 রসরাজেন্দ্র ২৮৯  
 রসাত্রগুণ্ডলু ৮০  
 রসাত্র মণ্ডুর ২৭০  
 রসায়ন ১৬৪  
 রসায়নভৈরব ২০  
 রসায়নামৃত লৌহ ১৫৪

## বর্ণানুক্রমিক সূচী ৩১৭

রসোন তৈল ২৪৪  
 রসোনপিণ্ড ১০২  
 রসোনাদি কষায় ৯৭  
 রসোনাদ্য ঘৃত ১৫৬  
 রসোনাদ্য তৈল ৬৯  
 রান্নাদশমূলক ৯৭  
 রান্নাপঞ্চক ৯৭  
 রান্নাসপ্তক ৯৭  
 রুদ্র তৈল ৮৬  
 রোহিতক ঘৃত ২৬১  
 রোহিতকারিষ্ট ২৬২  
 রোহিতকাদ্য চূর্ণ ২৫০  
 রোহিতক লৌহ ২৫৬  
 রৌদ্ররস ৩০০

### ল

লবঙ্গাদিচূর্ণ ১৫০  
 লশুনাধ্য ঘৃত ১৩  
 লক্ষ্মীবিলাস রস ৪৭  
 লাদলাদ্য লৌহ ৮৩  
 লোকনাথ রস (দ্বিবিধ) ২৫৪  
 লোধসিব ২১৩  
 লৌহগুড়িকা ১২১  
 লৌহমৃত্যুঞ্জয়রস ২৫৩  
 লৌহরসায়ন ২২৮  
 লৌহামৃত ১২৪

### শ

শঙ্করবটী ১৬৬  
 শঙ্কর স্বেদ ৯৫  
 শঙ্খদ্রাবক ২৫৯  
 শঙ্খদ্রাবক রস ২৬০  
 শঙ্খরস গুড়িকা ১২০  
 শঙ্খাদি চূর্ণ ১২৯  
 শতপুষ্পাদ্য ঘৃত ২৮৯  
 শতপুষ্পাদ্যচূর্ণ ৯৮  
 শতাবরী ঘৃত ৮৫  
 শতাবরীঘৃত ও ক্ষীর ১৭৩  
 শতাবরীমণ্ডুর ১২৩

শতাবরীয়াদি ১৭০  
 শতাহাদি তৈল ৮৮  
 শম্বুকাদি গুড়িকা ১১৭  
 শর্করালৌহ ১২৯  
 শশিশেখর রস ২৮৮  
 শাখোটিক তৈল ২৯৫  
 শারিবাদি লৌহ ২২২  
 শারিবাদ্য তৈল ৮৮  
 শারিবাদ্যাসব ২২২  
 শালসারাদিলেহ ১৯৯  
 শাশ্বৎস্বেদ ৪৩  
 শাল্মলীঘৃত ২১২  
 শিখিবাড়ব রস ১৫৪  
 শিবাগুগুণ্ডলু ১০১  
 শিবাঘৃত ১৫  
 শিরাগত বাতচিকিৎসা ২৭  
 শিরাগত বাতলক্ষণ ২৭  
 শিরাগ্রহের চিকিৎসা ৩৫  
 শিরাগ্রহের লক্ষণ ৩৫  
 শিলাজতুথ্রয়োগ ১৯৯  
 শিলাজত্বাদি বটী ২০৮  
 শিলোদ্ভিদাদি তৈল ১৮৩  
 শীতবাতের লক্ষণ ৪৯  
 শীতারিরস ৪৮  
 শুক্রমাতৃকা বটী ২০৭  
 শুষ্কীঘৃত ১০৬, ২৭৬  
 শুষ্ঠ্যাদি কাথ ১৮৬  
 শুষ্কমূল্যাদ্য ঘৃত ১৪০  
 শুষ্কমূল্যাদ্য তৈল ২৭৭  
 শূলগজকেশরী ১৩০  
 শূলগজেন্দ্র তৈল ১৩৪  
 শূলচিকিৎসা ১১০  
 শূলনিদান ১১০  
 শূলবজ্রিণী বটী ১৩১  
 শূলরাজ লৌহ ১৩০  
 শূলরোগাধিকার ১১০  
 শূলসংহার চূর্ণ ১২৯  
 শূলহরণ যোগ ১৩২

## ৩১৮ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

শূলান্তক রস ১৩১  
 শৃঙ্গবেরাদ্য ঘৃত ১০৭  
 শৈলৈয়াদ্য তৈল ২৭৯  
 শোথকালানল রস ২৭২  
 শোথ চিকিৎসা ২৬৫  
 শোথ নিদান ২৬৩  
 শোথভস্ম লৌহ ২৭১  
 শোথশাদূল তৈল ২৭৮  
 শোথাক্কুশ রস ২৭৩  
 শোথাদিকার ২৬৩  
 শোথারি ২৭২  
 শোথারি চূর্ণ ২৬৯  
 শোথারি মণ্ডুর ২৬৯  
 শোথোদরারি লৌহ ২৪১  
 শোথোদরে পুনর্নব্বাদি গুগ্গুলু ২৬৯  
 শ্রীগোপাল তৈল ৬৬  
 শ্রীবিদ্যাধরাজ ১৩২  
 শ্রীবৈদ্যনাথাদেশ বটিকা ২৪২  
 শ্রীপদগজকেশরী ৩০৬  
 শ্রীপদচিকিৎসা ৩০২  
 শ্রীপদনিদান ৩০২  
 শ্রীপদরোগাধিকার ৩০২  
 শ্রীপদরোগে অপথ্য ৩০৭  
 শ্রীপদরোগে পথ্য ৩০৭  
 শ্রীপদারি ৩০৪  
 শ্বদংষ্ট্রাদি লেপ ১৭৩  
 শ্বদংষ্ট্রাদ্য ঘৃত ১৬৭

য

যড়্ধরণযোগ ৪৪

স

সদ্যোজাত উদাবর্তের চিকিৎসা ১৩৭  
 সদ্যোজাত উদাবর্তের লক্ষণ ১৩৭  
 সপ্তশতিকপ্রসারণী তৈল ৫৯  
 সপ্তামৃত লৌহ ১২৫  
 সমুদ্রশোষণ তৈল ২৭৮  
 সর্বেশ্বর রস ২০১  
 সর্বেশ্বর লৌহ ২৫৫

সামুদ্রাদ্যচূর্ণ ২৩৫  
 সারস্বত ঘৃত ৭০  
 সারস্বত চূর্ণ ১১  
 সিংহনাদ গুগ্গুলু ১০১  
 সিংহাস্যাদি ২৬৮  
 সিদ্ধার্থক তৈল ৫৫  
 সিদ্ধার্থাদি লেপ ৩০৫  
 সিন্দূরাদি তৈল ২৯৫  
 সুকুমারকুমারক ঘৃত ১৭৬  
 সুধাকর রস ৪  
 সুধানিধি ২৭৫  
 সুবর্চলাদ্য লৌহ ২৭২  
 সুতভস্মপ্রয়োগ ২০  
 সৈন্ধবাদ্যতৈল ৬৯  
 সোমনাথ রস ২১৭  
 সোমরোগ চিকিৎসা ২১৬  
 সোমরোগ নিদান ২১৫  
 সোমরোগে পথ্যাপথ্য ২২৩  
 সোমেশ্বর রস ২১৮  
 সৌরেশ্বর ঘৃত ৩০৬  
 স্থলপদ্ম ঘৃত ২৭৬  
 স্থিরাদ্য ঘৃত ১৪০  
 স্নায়ুসন্ধিগত বাতচিকিৎসা ২৮  
 স্নায়ুসন্ধিগত বাতলক্ষণ ২৮  
 স্নুহাদি সেক ২৯৯  
 স্বর্ণবঙ্গ ২০২  
 স্বল্পধাত্রী ঘৃত ২১৮  
 স্বল্পপঞ্চগব্য ঘৃত ২১  
 স্বল্পবিষ্ণু তৈল ৫০  
 স্বল্পমাষ তৈল ৬৪  
 স্বল্পরসোন পিণ্ড ৪৪  
 স্বল্পরাস্নাদি পাচন ৪৩

হ

হনুগ্রহের চিকিৎসা ৩৪  
 হনুগ্রহের নিদান ও লক্ষণ ৩৩  
 হবুযাদ্য ঘৃত ১৫৬  
 হরিশঙ্কর রস ২০৫  
 হরীতকীখণ্ড ১২৭

## বর্ণানুক্রমিক সূচী ৩১৯

হরীতক্যাди ১৭১  
হিঙ্গাদিচূর্ণ (দ্বিবিধ) ১৪৯, ১৫০  
হিঙ্গাদ্য ঘৃত ১৪  
হিঙ্গাদ্য চূর্ণ ৯৮  
হিমসাগর তৈল ৫৬  
হৃদয়ার্ণবরস ১৬৫  
হৃদ্রোগ নিদান ১৫৯  
হৃদ্রোগ সাধারণ চিকিৎসা ১৬৪  
হৃদ্রোগাধিকার ১৫৯  
হেতুবিশেষে বাতব্যাধিবেশেষ ২৮

হেতুবিশেষে বাতব্যাধিবেশেষের চিকিৎসা ২৮  
হেমনাথ রস ২১৭

### ক্ষ

ক্ষারগুড়িকা ২৭১  
ক্ষারাস্তক ১৫০  
ক্ষীরবটী ২৭৫  
ক্ষীরমণ্ডুর ১২২  
ক্ষীরযট্পলক ঘৃত ১৫৬  
ক্ষত্রপালরস ২৭৩

